অষ্টম খণ্ড।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(প্রথম ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তী

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার।

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৩৯ সাল।

All rights reserved.]

মূল্য—[illegible]

ওঁম্ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

আনন্দগিরিকৃত-টীকোপেত-শাঙ্করভাষ্যসমেতা।

অথ শান্তিপাঠঃ—

ওঁম্, পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অথ ভাষ্যভূমিকা।

ওঁম নমো ব্রহ্মাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যো

বংশর্ষিভ্যো, নমো গুরুভ্যঃ।

অথ আনন্দগিরিকৃতা টীকা।

যদবিদ্যাবশাদ্বিশ্বং দৃশ্যতে রশনাহিবৎ। যদ্বিদ্যয়া চ তদ্ধানিস্তং বন্দে পুরুষোত্তমম্॥ ১

নমস্যাম্ভসম্ভোদ সমশীকরভানবে। গুরবে পরপক্ষৌঘধ্বান্ত-ধ্বংসপটীয়সে॥ ২

ভগবৎপাদ-পাদাব্জদ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বনিবর্হণম্। সুরেশ্বরাদিসদ্ভৃঙ্গৈরবলম্বিতমাভজে॥ ৩

বৃহদারণ্যকে ভাষ্যে শিষ্যোপকৃতিসিদ্ধয়ে। সুবোধবোধিনী টীকা বিধত্তে ন্যায়নির্ণয়ঃ॥ ৪

কাণ্বোপনিষদ্বিবরণব্যাজেন অশেষামেব উপনিষদং শোধয়িতুকামো ভগবান্ ভাষ্যকারো বিঘ্নোপশমাদিসমর্থং শিষ্টাচারপ্রমাণকং পরাপরগুরুনমস্কারস্বরূপং মঙ্গলমাচরতি—নমো ব্রহ্মাদিভ্য ইতি। বেদো হিরণ্যগর্ভো বা ব্রহ্ম, তন্নমস্কারেণ সর্ব্বা দেবতা নমস্কৃতা ভবন্তি, তদর্থত্বাৎ তদাত্মকত্বাচ্চ, "এষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। আদিপদেন পরমেষ্ঠিপ্রভৃতয়ো গৃহ্যন্তে। যদ্যপি তেষামুক্তো ব্রহ্মান্তর্ভাবঃ, তথাপি তেষু অনাদরনিরাসার্থং পৃথগ্গ্রহণম্।

বংশব্রাহ্মণং প্রমাণয়তি—বংশঋষিভ্য ইতি। যদ্যপি তত্র পৌতিমাষ্যাদয়ো ব্রহ্মান্তাঃ সম্প্রদায়কর্ত্তারঃ শ্রূয়ন্তে, তথাপি গুরুশিষ্যক্রমেণ ব্রহ্মণঃ প্রাথম্যমিতি তদাদিত্বমিতি ভাবঃ। সম্প্রতি অপরগুরূন্ নমস্করোতি—নমো গুরুভ্য ইতি। যদ্যপি ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্রন্তর্ভাবাৎ এতে প্রাগেব নমস্কৃতাঃ, তথাপি শিক্ষাণাং গুরুবিষয়াদরাতিরেককার্য্যার্থং পৃথগ্গুরুনমস্করণম্, "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ব্রহ্মাদি বংশঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার এবং [শিক্ষাদাতা] গুরুগণের উদ্দেশে নমস্কার (১)।

ভাষ্যভূমিকা।

"উষা বা অশ্বস্য" ইত্যেবমাদ্যা বাজসনেয়িব্রাহ্মণোপনিষৎ। তস্যা ইয়মল্পগ্রন্থা বৃত্তিরারভ্যতে সংসার-ব্যাবিবৃৎসুভ্যঃ সংসারহেতু-নিবৃত্তিসাধন-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে।

টীকা। যদুদ্দিশ্য মঙ্গলমাচরিতং, তৎ প্রতিজ্ঞাতুং প্রতীকমাদত্তে—উষা বা ইতি। এতেন চিকীর্ষিতায়া বৃত্তেঃ ভর্তৃপ্রপঞ্চভাষ্যেণাগতার্থত্বমুক্তম্। তদ্ধি "দ্বয়া হ" ইত্যাদিমাধ্যন্দিনশ্রুতিম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তম্, ইয়ং পুনঃ 'উষা বা অশ্বস্য' ইত্যাদিকাণ্বশ্রুতিমাশ্রিত্যেতি। অথ উদ্দেশ্যং নির্দিশতি—তস্যা ইতি। ভর্তৃপ্রপঞ্চভাষ্যাদ্ বিশেষান্তরমাহ—অল্পগ্রন্থেতি। অস্যা গ্রন্থতঃ অল্পত্বেঽপি নার্থতঃ তথাত্বমিতি গ্রন্থস্য গ্রহণম্। বৃত্তিশব্দো ভাষ্যবিষয়ঃ। সূত্রানুকারিভির্বাক্যৈঃ সূত্রার্থস্য স্বপদানাং চ উপবর্ণনস্য ভাষ্যলক্ষণস্যাত্র ভাবাদিতি। নমু কর্ম্মকাণ্ডাধিকারিণো বিলক্ষণঃ অধিকারী ন জ্ঞানকাণ্ডে সম্ভবতি, অর্থিত্বাদেঃ সাধারণত্বাদ্, বৈরাগ্যাদেশ্চ দুর্ব্বচনত্বাৎ। ন চ নিরধিকারং শাস্ত্রমারম্ভমর্হতি, ইত্যত আহ—সংসারেতি। কর্ম্মকাণ্ডে হি স্বর্গাদিকামঃ সংসারপরবশো নরপশুরধিকারী, ইহ তু সংসারান্ ব্যাবৃত্তিমিচ্ছবো বিরক্তাঃ। ন চ বৈরাগ্যং দুর্ব্বচং, শুদ্ধবুদ্ধের্বিবেকিনো ব্রহ্মলোকান্তে সংসারে তৎসম্ভবাৎ। উক্তং হি—

"শোধ্যমানং তু তচ্চিত্তমীশ্বরাপিতকর্ম্মভিঃ।
বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ বালস্যাশু সুনির্ম্মলম্।" ইতি।

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দে বেদ বা হিরণ্যগর্ভ বুঝিতে হইবে; কারণ, প্রকৃত পক্ষে বেদই প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, পরে হিরণ্যগর্ভ তাহার প্রচার করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং উভয়কেই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এই উপনিষদে 'বংশব্রাহ্মণ' নামে কয়েকটি অংশ আছে; তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রচারক আচার্য্যগণের নাম পারম্পর্য্য ক্রমে লিখিত আছে, অর্থাৎ পর পর যে যে আচার্য্যের উপদেশক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ঐ সমস্ত বংশব্রাহ্মণে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই বংশব্রাহ্মণোক্ত আচার্য্যগণকেই এখানে 'বংশ-ঋষি' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

অতো যথোক্তবিশিষ্টাধিকারিভ্যো বৃত্তেরারম্ভঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধানাম্ অভাবে কথং বৃত্তিরারভ্যতে, তত্রাহ—সংসারহেত্বিতি। প্রমাতৃতাপ্রমুখঃ কর্ত্তৃত্বাদিরনর্থঃ সংসারঃ, তস্য হেতুঃ আত্মাবিদ্যা, তন্নিবৃত্তেঃ সাধনং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা, তস্যাঃ প্রতিপত্তিঃ অপ্রতিবন্ধায়াঃ প্রাপ্তিঃ, তদর্থং বৃত্তিঃ আরভ্যত ইতি যোজনা। এতদুক্তং ভবতি—সনিদানানর্থনিবৃত্তিঃ শাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্, ব্রহ্মাত্মৈকাবিদ্যা তদুপায়ঃ, তদৈক্যং বিষয়ঃ, সম্বন্ধো জ্ঞানফলয়োঃ উপায়োপেয়ত্বম্, শাস্ত্র-তদ্বিষয়য়োঃ বিষয়-বিষয়িত্বং ; তদারভ্যং শাস্ত্রমিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে (২) "উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ" ইত্যাদি উপনিষদ্ভাগ আরব্ধ হইয়াছে। যাহারা সংসারের হেতুভূত অবিদ্যানিবৃত্তির অভিলাষী ; তাহাদের জন্য, সংসারের কারণীভূত অবিদ্যানিবৃত্তির উপায় ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদনের জন্য সেই উপনিষদের এই ক্ষুদ্রাবয়ব ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে।

ভাষ্যভূমিকা।

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ, তাদর্থ্যাদ্ গ্রন্থোঽপি উপনিষদুচ্যতে।

সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্ ; বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্। তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে—

টীকা। প্রয়োজনাদিষু প্রবৃত্ত্যঙ্গতয়া উক্তেষ্বপি সকলব্যাপারাণাং প্রয়োজনার্থত্বাৎ তস্য প্রাধান্যম্। উক্তং হি—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে॥" ইতি॥

তথাচ শাস্ত্রারম্ভৌপয়িকং প্রয়োজনমেব নামব্যুৎপাদনদ্বারা ব্যুৎপাদয়তি—সেয়মিতি। অধ্যাত্মশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধা সন্নিহিতা চাত্র ব্রহ্মাত্মৈকাবিদ্যা, তন্নিষ্ঠানাং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনাং সনিদানস্য সংসারস্য অত্যন্তনাশকত্বাৎ—ভবতি উপনিষচ্ছব্দ-বাচ্যা। "উপনিষদং ভো ব্রূহি" ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ। তস্মাৎ উপনিষচ্ছব্দবাচ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ, বিদ্যায়াঃ, ততো যথোক্তফলসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কথং তস্যাঃ তচ্ছব্দবাচ্যত্বেঽপি এতাবানর্থো লভ্যতে, তত্রাহ—উপ-নি-পূর্ব্বস্যেতি। অস্যার্থঃ—'ষদ্‌ৢ বিশরণগত্যবসাদনেষু' ইতি স্মর্য্যতে। সদের্ধাতোঃ উপ-নি-পূর্ব্বস্য কিবন্তস্য সহেতুসংসারনিবর্ত্তকব্রহ্মবিদ্যার্থত্বাৎ উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা সা ভবত্যুক্তফলবতী। উপ-শব্দো হি সামীপ্যমাহ ; তচ্চাসতি সঙ্কোচকে প্রতীচি পর্য্যবস্যতি। নি-শব্দশ্চ নিশ্চয়ার্থঃ, তস্মাৎ ঐকাত্ম্যং

(২) তাৎপর্য্য—শুক্ল যজুর্ব্বেদের অপর নাম 'বাজসনেয়'। বাজসনেয় নাম যে, কেন হইল, তাহা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় আমরা বলিয়া দিয়াছি।

নিশ্চিতং, তদ্বিদ্যা সহেতুং সংসারং সাদয়তীতি উপনিষদুচ্যতে। উক্তং হি—'অবসাদনার্থস্য চাবসাদাৎ' ইতি। ব্রহ্মবিদ্যৈব চেৎ উপনিষদিষ্যতে, কথং তর্হি গ্রন্থে বৃদ্ধাঃ তচ্ছব্দং প্রযুঞ্জতে ? ন খলু একস্য শব্দস্যানেকার্থত্বং ন্যায্যম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তাদর্থ্যাদিতি। গ্রন্থস্য ব্রহ্মবিদ্যা-জনকত্বাদ্ উপচারাৎ তত্র উপনিষৎশব্দবিত্যর্থঃ।

যথোক্তবিদ্যাজনকত্বে গ্রন্থস্য কিমিতি তদধ্যেতৄণাং সর্ব্বেষাং বিদ্যা ন ভবতীত্যাশঙ্কা শ্রবণাদিপরাণামেব অরণ্যানুবচনাদি-নিয়মবীতাকরেভ্যঃ তজ্জন্ম, ইতি বৃহদারণ্যক-নামনির্ব্বচনপূর্ব্বকমাহ—সেয়মিতি। অথ অরণ্যানুবচনাদি-নিয়মাধীতবেদানামপি কেষাঞ্চিৎ বিদ্যানুপলম্ভাৎ কুতো যথোক্তাকরেভ্যঃ তদুৎপত্তিঃ ? ইত্যত আহ—গ্রন্থাদিতি। উপনিষদন্তরেভ্যো গ্রন্থপরিমাণাতিরেকাদস্য বৃহত্ত্বং প্রসিদ্ধম্, অর্থতোঽপি তদস্তি, যস্মাৎ অপরিচ্ছিন্নমাত্র প্রতিপাদ্যত্বাৎ, তজ্জ্ঞানহেতূনাং চ অন্তরঙ্গবহিরঙ্গাণাং ভূয়সামিহ প্রতিপাদনাৎ। অতো বৃহত্ত্বাৎ আরণ্যকত্বাৎ চ বৃহদারণ্যকম্। ন চ এতৎ অস্তকরণশুদ্ধিমতোঽপি বিদ্যামাবহতি। "কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানম্" ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ। জ্ঞানকাণ্ডস্য বিশিষ্টাধিকারাদি-বৈশিষ্ট্যেঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন নিয়তপূর্ব্বাপরভাবানুপপত্তিরতঃ সম্বন্ধো বক্তব্যঃ। ন চ পরীক্ষকবিপ্রতিপত্তেঃ সম্বন্ধে। বিশেষতঃ জ্ঞাতুম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্ব ইতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

যাহারা এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে তৎপর, তাহাদের সংসার, জন্মমৃত্যু প্রবাহ ও তৎকারণীভূত অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদসাধন করে বলিয়া সেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না, 'উপ' ও 'নি' পূর্ব্বক 'সদ্' (উপ+নি+সদ্) ধাতুর ঐরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত প্রয়োজন সিদ্ধির আনুকূল্য করে বলিয়া গ্রন্থও 'উপনিষৎ' নামে কথিত হইয়া থাকে।

ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ সেই এই উপনিষদ্‌গ্রন্থ অরণ্যমধ্যে পঠনীয় বলিয়া আরণ্যক, আর পরিমাণেও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া 'বৃহদারণ্যক' নামে অভিহিত হয়। এখন কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

ভাষ্যভূমিকা।

সর্ব্বোহপ্যয়ং বেদঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ অনবগতেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারোপায়-প্রকাশনপরঃ, সর্ব্বপুরুষাণাং নিসর্গত এব তৎপ্রাপ্তি-পরিহারয়োরিষ্টত্বাৎ।

দৃষ্টবিষয়ে চ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারোপায়জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামেব সিদ্ধত্বাৎ ন আগমান্বেষণা। ন চ অসতি জন্মান্তর-সম্বন্ধ্যাত্মাস্তিত্ববিজ্ঞানে জন্মান্তরেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারেচ্ছা স্যাৎ; স্বভাববাদি-দর্শনাৎ।

ভাষ্যভূমিকা।

তস্মাৎ জন্মান্তর-সম্বন্ধ্যাত্মাস্তিত্বে জন্মান্তরেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারোপায়বিশেষে চ শাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে ;—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" ইত্যুপক্রম্য "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ" ইত্যেবমাদি-নির্ণয়দর্শনাৎ।

"যথা চ মরণং প্রাপ্য" ইত্যুপক্রম্য—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" ইতি চ;

"স্বয়ং জ্যোতিঃ" ইত্যুপক্রম্য "তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইতি চ;

"জ্ঞপয়িষ্যামি" ইত্যুপক্রম্য "বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি চ ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্।

টীকা। প্রতিজ্ঞাতং সম্বন্ধং প্রকটয়িতুম্ অসিদ্ধপ্রমাণভাবানাং বেদান্তানাং সম্বন্ধাভিধানানবসরাভাবাৎ তৎপ্রামাণ্যং প্রতিপাদ্য পশ্চাৎ তেষাং কর্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধবিশেষবচনমুচিতম্—ইতি মন্বানঃ তৎপ্রামাণ্যং সাধয়তি—সর্ব্বোঽপীতি। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ইত্যাগমাতিরিক্ত-প্রমাণোপলক্ষণার্থম্। এষঃ অর্থঃ অধ্যয়ন-বিধ্যুপাত্তঃ সর্ব্বোঽপি কাণ্ডদ্বয়াত্মকো বেদঃ—যাবানয়মবধিগতঃ যদ ইষ্টোপায়াদিঃ, তজ্জ্ঞাপনপরঃ; তথাচ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বাবিশেষাৎ তুল্যং প্রামাণ্যং কাণ্ডয়োরিতি। অথবা বেদনং বেদোঽনুভবঃ; স চ শব্দেতরমানাযোগ্যঃ, রূপাদিহীনত্বাৎ, "এতদপ্রমেয়ম্" ইতি হি শ্রুতিঃ। স চ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারোপায়ঃ, তস্যৈব তত্ত্বদাত্মনাবস্থানাৎ, "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। স চ প্রকাশনঃ, সর্ব্বপ্রকাশকত্বাৎ; "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। স চ পরঃ, অবিদ্যা-তৎকার্য্যাতীতত্বাৎ; "বিরজঃ পর আকাশাৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবংরূপো বেদপদ-বেদনীয়ঃ চিদেকরসঃ প্রত্যগ্ধাতুরেব সর্ব্বোঽপি কার্য্যকারণাত্মকঃ প্রপঞ্চঃ, "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ যথোক্তং বস্তু প্রকাশয়ন্তো বেদান্তা বিধিবাক্যবৎ প্রমাণমিতি। অথবা প্রত্যক্ষাদিনা অনবগতো যোঽসৌ ইষ্টপ্রাপ্ত্যাদ্যুপায়ো ব্রহ্মাত্মা, তৎপ্রকাশনপরঃ সর্ব্বোঽপি অয়ং বেদঃ, তস্যৈব অজ্ঞাতত্বাৎ। তত্র কর্ম্মকাণ্ডং কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রযুক্ত বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মাধিগতৌ আরাদ্ উপকারকম্, "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানকাণ্ডং তু সাক্ষাদেব তত্রোপযুক্তম্, পরমপুরুষস্য ঔপনিষদত্বশ্রবণাৎ, "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" ইতি চ শ্রুতেঃ। তদ্ যুক্তং কর্ম্মকাণ্ডবৎ জ্ঞানকাণ্ডস্যাপি প্রামাণ্যমিতি। অধিকারিসৌলভ্য-প্রতিপাদনদ্বারা জ্ঞানকাণ্ডপ্রামাণ্যমেব স্ফুটয়তি—সর্ব্বপুরুষাণামিতি। অয়মর্থঃ—'সুখং মে স্যাৎ, দুঃখং মা ভূৎ' ইতি স্বভাবতঃ শাস্ত্রং বিনা সর্ব্বেষাং পুরুষাণাম্ অনবচ্ছিন্নসুখাভিমাত্রে অভিলাষোপলম্ভাৎ তস্যাত্রস্য চ মোক্ষত্বাৎ তৎকামিনঃ জ্ঞানকাণ্ডাধিকারিণঃ সুলভত্বাৎ তস্মিন্ প্রবর্ত্তিবর্গবিষয়াম্ আদধৎ কথং তদপ্রামাণ্যমিতি।

নমু বেদস্য কার্য্যপরতয়া প্রামাণ্যাৎ কর্ম্মকাণ্ডবৎ কাণ্ডান্তরস্যাপি কার্য্যপরতয়া প্রামাণ্যমেষ্টব্যমিতি, নেত্যাহ—দৃষ্টবিষয় ইতি। ক্রিয়া-কারক-ফলেতিকর্ত্তব্যতানাম্ অন্যতমস্মিন্ কার্য্যে সমীহিত-প্রাপ্ত্যাদ্যুপায়ভূতে ব্যুৎপত্তিকালে প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধে তথাবিধকার্য্যধিয়ঃ অন্যথা-লব্ধত্বাৎ তত্র নাগমঃ অনুসন্ধেয়ঃ। ন হি লোকবেদয়োস্তদ্ভিদ্যতে ; অলৌকিকে তস্মিন্ অব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ অব্যুৎপন্নানি পদানি বোধকানি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ ব্রহ্মণ্যপি তুল্যা ব্যুৎপত্ত্যনুপপত্তিঃ ; তস্মিন্ ব্রহ্মত্বেন আত্মত্বেন চ প্রসিদ্ধেঃ। তত্ত্বংসামান্যোপাধৌ বিজ্ঞানাদিপদানাং ব্যুৎপত্তেঃ সুকরত্বাৎ। তানি চ অলৌকিকম্ অখণ্ডং প্রত্যগ্ব্রহ্ম নিলুণ্ঠিত-সামান্যবিশেষং লক্ষণয়া বোধয়ন্তি। তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব বেদপ্রমাণকং, ন কার্য্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তিষ্ঠতু বেদান্ত প্রামাণ্যং, কর্ম্মকাণ্ডেঽপি ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বাদৌ সিদ্ধেঽর্থে প্রামাণ্যমাবশ্যকম্ ; তদভাবে তৎপ্রামাণ্যাযোগাৎ। ন হি ভবিষ্যদ্দেহ-সম্বন্ধস্য সদ্ভাবানিশ্চয়ে পারলৌকিক-প্রবৃত্তিবিস্রম্ভঃ। তস্মাৎ কর্ম্মকাণ্ড প্রামাণ্যমিচ্ছতা সিদ্ধেঽর্থে ভবিষ্যদ্দেহ-সম্বন্ধিনি আত্মনি ধর্ম্মাদৌ চ তৎপ্রামাণ্যস্য অভ্যুপেয়ত্বাৎ কার্য্যে বেদপ্রামাণ্যনিয়মাদ্ বেদান্তানামপি স্বার্থে মানত্বং সিদ্ধমিত্যাহ—ন চেতি। নমু দেহান্তর-সম্বন্ধাত্মজ্ঞানং বিনাপি বিধিবশাৎ অদৃষ্টার্থক্রিয়াসু প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি, নেত্যাহ—যথাবেদিতি। যদা আত্মা দেহান্তরসম্বন্ধী পশ্চাৎ মানান্তরেণ ন প্রমিতঃ, তদা লোকপ্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ ন প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী যাগাদি অনুতিষ্ঠেৎ ; লোকায়তস্য ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ অজানতঃ জন্মান্তরেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-হানীচ্ছয়া বৈদিকক্রিয়াসু অপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ ; অতো ন ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং বিনা সাম্পরায়িকে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ।

নমু বিমতঃ সাধনবিশেষং বোধয়ন্ বেদো ন ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বাদৌ মানং, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তথাপীতি। ব্যতিরিক্তাত্মধিয়ং বিনা পারলৌকিক প্রবৃত্ত্যনুপপত্ত্যা কর্ম্মকাণ্ড প্রামাণ্যাযোগাদিতি যাবৎ। বিধীনাং তদর্থত্বেঽপ্যুক্তার্থত্বমবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। ন কেবলং বিধিভিরেব অর্থাদাক্ষিপ্তম্ ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং, কিন্তু শ্রুত্যাপি স্ফুটমুক্তম্, ইত্যাহ—বেদেতি। নির্গচ্ছন্নাম্ ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বমিতি সম্বন্ধঃ। এতেন প্রকৃতোপনিষদো বেদ উপক্রমোপসংহারাভ্যাং দর্শয়তি—যথা চেতি। পূর্ব্ববদেব সম্বন্ধোত্তানার্থশ্চকারঃ। উপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যাৎ কর্মিণাম্ ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বে তাৎপর্য্যমুক্তম্। বৃহদারণ্যক বাক্যস্যাপি তত্র তাৎপর্য্যমাহ—যথেতি। ন হি প্রসিদ্ধজড়ত্বস্য দেহাদেঃ স্বপ্রকাশজ্যোতিষ্ট্বমিতি জ্যোতির্ব্রাহ্মণোপক্রমঃ তদ্বিষয়ে দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মানম্ অধিকরোতি। তং প্রেত্য বিদ্যাকর্ম্মণী পূর্ব্বপ্রজ্ঞাদিতে ফলদানায় অনুগচ্ছতঃ। স চ যদা প্রাজ্ঞকর্মানুগুণং ফলমনুভবতীতি শারীরকব্রাহ্মণোপসংহারোঽপি জন্মান্তরসম্বন্ধিনঃ। ন চ অস্যৈব জন্মান্তরে দেহাদেঃ জন্মান্তরসম্বন্ধো যুক্তঃ। তেন আত্মা দেহাদিব্যতিরিক্তো জন্মান্তরসম্বন্ধী সিদ্ধো ব্রাহ্মণদ্বয়াদিত্যর্থঃ। অজাতশত্রুব্রাহ্মণে চ "ক্বৈষ তদাভূৎ" ইত্যুপক্রমো ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ব বিষয়ঃ। ন হি প্রত্যক্ষে দেহাদৌ জিজ্ঞাসা অস্তি। তত্রৈব উপসংহারে "স এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ" ইতি বিজ্ঞানময়-বিশেষণাৎ ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং দর্শিতম্। ন হি দেহাদেঃ বিজ্ঞানময়ত্বম্ অস্তি, তস্মাৎ তত্রাপি উপক্রমোপসংহারাভ্যাং ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং বক্তীত্যাহ—ক্বৈষেত্যাদি ইত্যুপক্রমোঽপি। ন চ উদাহৃতানাং বাক্যানাম্ অপ্রামাণ্যম্, তৎপ্রামাণ্যস্য ঔৎপত্তিকসূত্রে বেদবিদ্ভিরেব অভ্যুপেতত্বাদিতি ভাবঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ও অনিষ্ট বিষয়ের পরিহার করা (পরিত্যাগ করা) মনুষ্যমাত্রেরই অভিপ্রেত ও নৈসর্গিক ধর্ম্ম, অথচ কি উপায়ে যে, সেই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার করা যাইতে পারে, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যেই অবধারণ করা যাইতে পারে না, এইজন্য লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বেদশাস্ত্রই সেই উপায় প্রকাশনে আগ্রহান্বিত।

বিশেষ এই যে, যাহা দৃষ্ট বা ইহলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার, তাহা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে, এই কারণে তদ্বিষয়ে আর বেদশাস্ত্র অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন হয় না, [সুতরাং অদৃষ্ট বা অলৌকিক বিষয়েই শাস্ত্রপ্রমাণের প্রয়োজন হয়]। কিন্তু জন্মান্তরভাগী আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার জন্মান্তর-সত্তা বিষয়ে স্থিরবিশ্বাস না থাকিলে কখনই জন্মান্তরীয় ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের জন্য কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না, যেহেতু, 'স্বভাববাদী' লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এরূপ একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বলেন,—দেহের অতিরিক্ত ও জন্মান্তরভাগী আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, পৃথিব্যাদি ভূতবর্গেরই স্বভাব এই যে, পর স্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া—দেহাকারে পরিণত হইয়া চৈতন্যসঞ্চার করিয়া থাকে (৩), সুতরাং পারলৌকিক শুভাশুভপ্রাপ্তির প্রয়াস অনাবশ্যক, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এই কারণেই আত্মার জন্মান্তরাস্তিত্ব প্রতিপাদনে এবং জন্মান্তরীণ ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের উপযুক্ত উপায় প্রকাশনেই বেদাদিশাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রবৃত্তি বা যত্ন। কেন না, [কঠোপনিষদে] 'মনুষ্য মরিলে পর, কেহ কেহ বলেন, [আত্মা] থাকে, অর্থাৎ পরলোকগামী আত্মা আছে আবার কেহ কেহ বলেন,—

(৩) তাৎপর্য্য—নাস্তিক সম্প্রদায়কে 'স্বভাববাদী' বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন—দৃশ্যমান স্থূলদেহের অতিরিক্ত জন্মান্তরগামী নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। চৈতন্য দেহেরই ধর্ম্ম; স্বভাবশুভ্র চুণ ও স্বভাবপীত হরিদ্রা যেমন একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাতে অভিনব রক্তিমাকার উদ্ভূত হয়, তেমনি পৃথিব্যাদি জড় পদার্থেরও পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগে সমুৎপন্ন এই স্থূলদেহেই এক অভিনব চৈতন্যধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে; সুতরাং অনুভূয়মান চৈতন্যগুণটী দেহেরই ধর্ম্ম। দেহের সঙ্গেই—তাহার উৎপত্তি আবার দেহের সঙ্গেই তাহার বিনাশ হইয়া যায়; এখানেই স্বর্গ-নরক-ভোগ, লোকান্তর বা জন্মান্তর-কল্পনা, এবং দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার জন্মান্তরলাভ—এ সমস্তই মিথ্যা কল্পিত কথা মাত্র।

না—মৃত্যুর পর এই আত্মা আর থাকে না, দেহের ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস হইয়া যায়, এইরূপ যে একটা সংশয়বাদ আছে—’এইরূপ বাক্যোপক্রমের পর ‘নিশ্চয়ই আছে’ অর্থাৎ [জন্মান্তরগামী আত্মা] নিশ্চয়ই আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে’ এই প্রকার অবধারণপ্রকাশর্থক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। [তন্মধ্যে] ‘জীব মৃত্যুর পর যে প্রকারে থাকে’ এইরূপ উপক্রম করিয়া ‘কোন কোন দেহী নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে শরীরলাভের জন্য মনুষ্যাদি যোনি (মনুষ্যাদি জন্ম) প্রাপ্ত হয়, আবার অন্য দেহীরা স্থাণু (বৃক্ষাদি দেহ) লাভ করে’, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর [বৃহদারণ্যকে] ‘আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ’, এইরূপ উপক্রম করিয়া ‘বিদ্যা ও কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার তাহার (মৃতব্যক্তির) সম্যক্ অনুগমন করিয়া থাকে’, ‘পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য (স্বর্গাদিগামী) হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপ (নরকাদিগামী) হয়’, এই কথা বলা হইয়াছে। পুনশ্চ ‘তোমাকে বুঝাইব’ এইরূপ উপক্রমের পর [আত্মা] ‘বিজ্ঞানময়’ (অলুপ্তচৈতন্যস্বভাব) এইরূপ বলা হইয়াছে ; [ফলতঃ, এতদ্দ্বারা শাস্ত্রই] দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভাষ্যভূমিকা।

তৎ প্রত্যক্ষবিষয়মেবেতি চেৎ ; ন ; বাদি-বিপ্রতিপত্তি-দর্শনাৎ। ন হি দেহান্তরসম্বন্ধিন আত্মনঃ প্রত্যক্ষেণ অস্তিত্ববিজ্ঞানে লোকায়তিকা বৌদ্ধাশ্চ নঃ প্রতিকূলাঃ স্যুঃ—নাস্ত্যাত্মেতি বদন্তঃ। ন হি ঘটাদৌ প্রত্যক্ষবিষয়ে কশ্চিদ্ বিপ্রতিপদ্যতে—নাস্তি ঘট ইতি।

টীকা। যথোক্তাত্মনি অহংপ্রত্যয়ো মানং, তত্র দেহাকারাস্ফুরণাৎ অতিরিক্তাত্মাস্তিত্বস্য তেনৈব স্ফূর্ত্ত্যুপপত্তেঃ, অতো ন তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যমিতি শঙ্কতে—তৎ প্রত্যক্ষেতি। প্রত্যক্ষস্য বিষয়ঃ অবকাশঃ যস্মিন্ ইত্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ উচ্যতে। যদ্যপি ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং যতিপ্রায়েণ অহংধীগোচরঃ, তথাপি ন সা ব্যতিরেকমাত্মনো গোচরয়তি ; যুক্ত্যাগমবিবেকশূন্যানাম্ অহং-প্রত্যয়স্যাপি ব্যতিরেকপ্রত্যয়প্রাপ্তৌ বিপশ্চিতাং বিপ্রতিপত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাদিতি পরিহরতি—ন, বাদীতি। যেঽপ্রতিকূলা বাদিনো নাস্তিকা নৈব বিবাদং কুর্বীরন্—ন হীতি। তেষু প্রাতিকূল্যসম্ভাবনার্থং বিশেষণং দেহাদি। ইতি বদন্তঃ সন্তো নোঽস্মাকং প্রতিকূলা নহি স্যুঃ, এবং বদনস্যৈব অসম্ভবাৎ প্রত্যক্ষবিরোধাদিতি যোজনা। প্রত্যক্ষে বিষয়ে বিপ্রতিপত্ত্যভাবে দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

যদি বল, সেই আত্মা যে দেহাতিরিক্ত, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে ; [সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার আর কি আছে ?] না,—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু

এ বিষয়ে বাদিগণের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই যদি দেহান্তরগামী আত্মার অস্তিত্ববিজ্ঞান স্থির হইত, তাহা হইলে লোকায়তিক (নাস্তিক) ও বৌদ্ধগণ কখনই 'আত্মা নাই' বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষ হইত না, কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঘটাদি বস্তুর অস্তিত্ববিষয়ে ত 'ঘট নাই' বলিয়া কেহই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে না।

ভাষ্যভূমিকা।

স্থাণ্বাদৌ পুরুষাদিদর্শনাৎ নেতি চেৎ, ন, নিরূপিতে অভাবাৎ। ন হি প্রত্যক্ষেণ নিরূপিতে স্থাণ্বাদৌ বিপ্রতিপত্তির্ভবতি। বৈনাশিকাস্তু অহমিতি প্রত্যয়ে জায়মানেঽপি দেহান্তরব্যতিরিক্তস্য নাস্তিত্বমেব প্রতিজানতে। তস্মাৎ প্রত্যক্ষবিষয়বৈলক্ষণ্যাৎ প্রত্যক্ষাৎ ন আত্মাস্তিত্বসিদ্ধিঃ।

টীকা। তত্র ব্যভিচারং শঙ্কতে—স্থাণ্বাদাবিতি। প্রত্যক্ষে ধর্ম্মিণি স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি বিপ্রতিপত্তেরুপলম্ভাৎ ন প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্ত্যভাবো ব্যভিচারাদিতি শঙ্কার্থঃ। আদিপদেন পাষাণাদৌ গজাদি-বিপ্রতিপত্তিঃ সংগৃহ্যতে। কিং প্রত্যক্ষমাত্রে বিপ্রতিপত্তিঃ? কিং বা তেন বিবিক্তে প্রতিপন্নে? নাদ্যঃ, অঙ্গীকারাৎ। ন চৈবমাত্মনি প্রত্যক্ষ বিপ্রতিপত্তৌ অপি ন আগমান্বেষণা, তেনৈব তন্নিরাসেন তন্নির্ণয়াৎ, ইতি মন্বানো দ্বিতীয়ং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। প্রত্যক্ষতো বিবিক্তেঽর্থে বিপ্রতিপত্ত্যভাবং প্রপঞ্চয়তি—ন হীতি। আত্মন স্থূলদেহ-ব্যতিরিক্তত্বং ন প্রত্যক্ষমিতি প্রতিপাদ্য সূক্ষ্মদেহব্যতিরিক্তত্বমপি ন অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্যমিত্যাহ—বৈনাশিকাস্ত্বিতি। তে খল্বহমিতি ধিয়ম্ অনুভবন্তি; তথাপি দেহাৎ স্থূলদেহাতিরিক্তং সূক্ষ্মং, তত্র প্রধানভূতায়া বুদ্ধেরতিরিক্তস্য আত্মনো নাস্তিত্বমেব পশ্যন্তি। অতঃ ন তয়া ধিয়া সূক্ষ্মদেহাতিরিক্তাত্মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, প্রত্যক্ষস্য বিষয়ো রূপাদিঃ, তদ্গ্রাহকং তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ, রূপাদ্যাত্ম-নোঽস্তি, "অশব্দমস্পর্শমরূপম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন হি রূপাদি তদাধারং বিনা প্রত্যক্ষং ক্রমতে। অতো ন দেহাদ্ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বস্য প্রত্যক্ষাৎ প্রসিদ্ধিরিত্যাহ—তস্মাদিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

যদি বল, [প্রত্যক্ষসিদ্ধ] স্থাণু (= শাখাদিশূন্য বৃক্ষ প্রভৃতিতেও যখন মনুষ্যাদি-ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। না,—যেহেতু সেখানেও স্থাণুত্বের নিশ্চয় নাই, কারণ, প্রত্যক্ষ দ্বারা স্থাণু নিশ্চিত হইলে, কখনই তাহাতে মনুষ্যাদিভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। বৈনাশিকেরা (বৌদ্ধগণ) কিন্তু 'অহং' প্রতীতিসত্ত্বেও দেহাতিরিক্ত আত্মার নাস্তিত্ব বা অভাবই স্বীকার করেন, (অস্তিত্ব স্বীকার করেন না)। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে বৈলক্ষণ্য থাকায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতেছে না।

ভাষ্যভূমিকা।

তথা অনুমানাদপি। শ্রুত্যা আত্মাস্তিত্বে লিঙ্গস্য দর্শিতত্বাৎ, লিঙ্গস্য চ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ নেতি চেৎ; ন; জন্মান্তরসম্বন্ধস্য অগ্রহণাৎ। আগমেন তু আত্মাস্তিত্বে অবগতে বেদপ্রদর্শিত-লৌকিক-লিঙ্গবিশেষৈশ্চ, তদনুসারিণো মীমাংসকাস্তার্কিকাশ্চ অহং-প্রত্যয়লিঙ্গানি চ বৈদিকান্যেব স্ব-মতিপ্রভবাণি—ইতি কল্পয়ন্তো বদন্তি—প্রত্যক্ষশ্চ অনুমেয়শ্চ আত্মা ইতি।

সর্ব্বথাপি অস্ত্যাত্মা দেহান্তরসম্বন্ধীত্যেবং প্রতিপত্তুঃ দেহান্তরগতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারোপায়বিশেষার্থিনঃ তদ্বিশেষজ্ঞাপনায় কর্ম্মকাণ্ডং সমারব্ধম্। ন তু আত্মন ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারেচ্ছাকারণম্ আত্মবিষয়মজ্ঞানং কর্ত্তৃভোক্তৃ-স্বরূপাভিমানলক্ষণং তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মস্বরূপবিজ্ঞানেন অপনীতম্। যাবৎ হি তৎ ন অপনীয়তে, তাবদয়ং কর্ম্মফল-রাগদ্বেষাদি-স্বাভাবিকদোষপ্রযুক্তঃ শাস্ত্র-বিহিত-প্রতিষিদ্ধাতিক্রমেণাপি প্রবর্ত্তমানঃ মনোবাক্কায়ৈঃ দৃষ্টাদৃষ্টানিষ্টসাধনানি অধর্ম্মসংজ্ঞকানি কর্ম্মাণি উপচিনোতি বাহুল্যেন, স্বাভাবিকদোষবলীয়স্ত্বাৎ; ততঃ স্থাবরান্তাধোগতিঃ।

টীকা। প্রত্যক্ষতো বিবিক্তে বিপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ; প্রকৃতে চ তদ্দর্শনাদিতি যাবৎ। অথ ইচ্ছাদয়ঃ কচিদাশ্রিতাঃ, গুণত্বাৎ, রূপবৎ; ইত্যনুমানাৎ ব্যতিরিক্তাত্মসিদ্ধিরিতি; নেত্যাহ—তথেতি। ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ ইতি সম্বন্ধার্থঃ 'তথা'-শব্দঃ। অয়ং ভাবঃ—ইচ্ছাদীনাং স্বাতন্ত্র্যে স্বরূপাসিদ্ধিঃ, পারতন্ত্র্যে পরম্পরাশ্রয়ত্বম্, আধারস্য ইদানীমেব সাধ্যমানত্বাৎ। কচিৎ-শব্দেন চ আশ্রয়মাত্রবচনে সিদ্ধসাধনত্বং, মনসঃ তদাশ্রয়স্য সিদ্ধত্বাৎ, আত্মোক্তৌ চ দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলত্বমিতি। "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণনাদিব্যাপারাখ্যস্য লিঙ্গস্য আত্মাস্তিত্বে প্রদর্শিতত্বাৎ, তস্য চ ব্যাপ্তিসাপেক্ষস্য প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধাত্মবিষয়ত্বাৎ ন তস্য শব্দৈক-গম্যতা, ইতি শঙ্কতে—শ্রুত্যেতি। আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যেণ লিঙ্গসম্বন্ধাভিপ্রায়েণ শ্রুত্যা লিঙ্গং ন উপন্যস্তমিতি পরিহরতি—নেতি। যোঽচেতনব্যাপারঃ, স চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকঃ, যথা রথাদিব্যাপারঃ। প্রাণনাদিব্যাপারস্যাপি অচেতনব্যাপারত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্বমিতি সম্ভাবনামাত্রেণ লিঙ্গোপন্যাসঃ। ন হি নিশ্চায়কত্বেন তদুপন্যস্যতে। আত্মনো জন্মান্তরসম্বন্ধস্য প্রমাণান্তরেণ অগ্রহণাৎ তদ্ব্যাপ্তলিঙ্গাযোগাদিত্যাহ—জন্মান্তরেতি। নন্বাত্মা ব্যতিরিক্তাস্তিত্বম্ আগমৈকগম্যং চেৎ, কথং তৎ প্রত্যক্ষম্ অনুমেয়ং চ—ইতি বাদিনো বদন্তীতি, তত্রাহ—আগমেনেতি। "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা" ইত্যাদ্যাগমেন "কো হ্যেবান্যাৎ" ইত্যাদিবেদোক্তৈশ্চ প্রাণনাদিভিঃ লৌকিকৈর্লিঙ্গবিশেষৈঃ আত্মাস্তিত্বে সিদ্ধে যথোক্তাত্মসিদ্ধম্ অনুসরন্তো বাদিনো বৈদিকমেব অহংপ্রত্যয়ং প্রতিপদ্যমানা বৈদিকান্যেব চ লিঙ্গানি পশ্যন্তঃ স্বোৎপ্রেক্ষানির্ম্মিতানি তানি—ইতি কল্পয়ন্তো দ্বিধা আত্মানং বদন্তি। বস্তুতস্তু আত্মা যথোক্তপ্রত্যক্ষসমধিগম্য ইত্যর্থঃ।

'তস্যাস্ত' ইত্যাদিনা কাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধং প্রতিজ্ঞায় তাদর্থ্যেন সিদ্ধেঽর্থে বেদান্ত-প্রামাণ্যং 'সর্ব্বোঽপি' ইত্যাদিনা প্রসাধ্য, অধুনা কর্ম্মভিঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ বৈরাগ্যাদিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিরিতি তয়োঃ সম্বন্ধং কথয়তি—সর্ব্বথাপীতি। আগমাৎ মানান্তরাদ্বা ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ব-প্রতিপত্তাবপি ইত্যর্থঃ। পুরুষার্থোপায়-বিশেষার্থিনঃ তজ্জ্ঞাপনার্থং কর্ম্মকাণ্ডমারব্ধং চেৎ, তর্হি তত্রোক্তকর্ম্মভিরেব বিবক্ষিতপুমর্থসিদ্ধেঃ বেদান্তারম্ভ-বৈয়র্থ্যাৎ ন সম্বন্ধোক্তিঃ সাবকাশা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি। আত্মাজ্ঞানং সমনর্থকারণম্, অন্বয়-ব্যতিরেক-শাস্ত্রগম্যং মিথ্যাজ্ঞান-কার্য্যলিঙ্গকং চ; তচ্চ অকর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদ্ অপনেয়ম্। ন হি তৎ কর্ম্মকাণ্ডোক্তৈরেব কর্ম্মভিঃ শক্যমপনেতুং, বিরোধাভাবাৎ। তস্মাৎ তদ্বাধনার্থং জ্ঞানসিদ্ধয়ে বেদান্তারম্ভ-সম্ভবাৎ উক্তসম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। যদি কর্ম্মভিঃ অজ্ঞানং ন নিবর্ত্ততে, মা নিবর্ত্তিষ্ট, সত্যেব তস্মিন্ কর্ম্মবশাৎ মোক্ষঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবদ্ধীতি। সম্যগ্‌জ্ঞানমেব সাক্ষান্মোক্ষহেতুঃ, ন কর্ম্ম; তৎ তু প্রনাড্যা তদুপযোগি। ন হি সত্যেব অজ্ঞানে মুক্তিঃ; তস্মিন্ সতি সংসারস্য দুর্ব্বারত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মকাণ্ডস্য বৈরাগ্যদ্বারা প্রবেশো মুক্তাবিতি ভাবঃ। 'অয়ম্' ইতি অজ্ঞো নির্দ্দিশ্যতে। 'রাগদ্বেষাদি'-ইত্যাদিশব্দেন অবিদ্যাস্মিতাভিনিবেশাদয়ো গৃহ্যন্তে; তেষামাং স্বাভাবিকত্বং শাস্ত্রানপেক্ষত্বম্। 'অপি' কারঃ সম্ভাবনার্থঃ। 'দৃষ্টত্বম্' অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বম্। 'অদৃষ্টত্বং' শাস্ত্রমাত্রগম্যত্বম্। অধর্ম্মোপচয়প্রাচুর্য্যে হেতুমাহ—স্বাভাবিকেতি। অথ বৈরাগ্যার্থং কর্ম্মফলং প্রপঞ্চয়ন্ অধর্ম্মফলমাহ—তত ইতি। উক্তং হি—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" ইতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। যদি বল, শ্রুতি নিজেই আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ঐ সমস্ত লিঙ্গ বা অস্তিত্বজ্ঞাপক ধর্ম্ম যখন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, তখন আত্মাকে আর প্রত্যক্ষাদির অবিষয় বলা যাইতে পারে না। না,—একথাও বলিতে পার না; কারণ, আত্মার যে জন্মান্তরের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য নহে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রপ্রমাণ ও বেদোক্ত লৌকিক হেতুবিশেষ (অহং প্রতীতিরূপ হেতু) দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে মীমাংসকগণ ও তার্কিকগণ বেদোক্ত 'অহং'-প্রতীতিরূপ হেতুকেই আপনাদের উদ্ভাবিত হেতু বলিয়া কল্পনা করত আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (৪)।

(৪) তাৎপর্য্য—তার্কিকদিগের অনুমানপ্রণালী এইরূপ—জীবদেহে ইচ্ছা দ্বেষ ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যক গুণ আছে; গুণমাত্রই দ্রব্যাশ্রিত; সুতরাং ঐ সমস্ত গুণের আশ্রয়রূপে দেহাতিরিক্ত আত্মারই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। বস্তুতঃ এরূপ অনুমান দ্বারাও

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

ফল কথা, যে কোন প্রকারেই হউক, যিনি দেহান্তরসম্বন্ধী আত্মার অস্তিত্ব অবগত আছেন, এবং দেহান্তরগত (ভবিষ্যৎদেহে) ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার-প্রার্থী হন ; তাহার পক্ষেই সেই উপায়বিশেষ-জ্ঞাপনের জন্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু [তাহাতেও জীবের প্রকৃত ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না ; কারণ,] আত্মার ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের কারণীভূত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ (আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ) অভিমান যাহার লক্ষণ বা পরিচায়ক, আত্মবিষয়ক সেই অজ্ঞান ত তখনও কর্তৃত্বাদিবুদ্ধির বিপরীত ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ বিজ্ঞান (আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই বটে, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) দ্বারা অপনীত হয় নাই। আর যতকাল তাহা অপনীত না হয়, ততকাল সংসারী জীব স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষাদি দোষ বশতঃ কর্ম্মফলে আসক্তই থাকে, এবং স্বভাবসিদ্ধ সেই রাগদ্বেষাদি দোষের প্রাবল্য বশতঃ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক অনিষ্টসাধক রাশি রাশি পাপকর্ম্মও সঞ্চয় করিতে থাকে ; আর তাহার ফলে স্থাবরত্বপর্য্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় (৫)।

আত্মাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ; কারণ, মনকে ইচ্ছাদির আশ্রয় বলিলেও ঐপ্রকার অনুমানসার্থক হইতে পারে। তাহার পর, তাঁহারা যে, এইরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহারও মূল—শাস্ত্র। কারণ, পূর্ব্বোক্ত "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" ইত্যাদি শ্রুতি ও শ্রুত্যুক্ত "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" অর্থাৎ 'কেহ বা শ্বাস ছাড়িত, কেই বা চেষ্টা করিত' ইত্যাদি লোকপ্রসিদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা শাস্ত্রই আত্মার অস্তিত্বে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তার্কিকগণ সেই সমস্ত হেতুকেই আপনাদের বুদ্ধি দ্বারা সমুদ্ভাবিত হেতু বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং তাহার সাহায্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বলিয়া ঘোষণা করেন মাত্র। বস্তুতঃ, ঐ সমস্ত হেতু যখন শাস্ত্রবহির্ভূত নহে, তখন আত্মার অস্তিত্বকে একমাত্র আগম-গম্যই বলিতে হইবে।

(৫) তাৎপর্য্য—অধর্ম্মাপ পাপকর্ম্মের ফলে জীবের যেরূপ অধোগতি হইয়া থাকে, মনুস্মৃতিতে তাহার একটা মোটামোটী হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥"

অর্থাৎ মানুষ শারীরিক ব্যাপার দ্বারা পাপ কর্ম্ম করিলে, বৃক্ষলতাদি স্থাবর-দেহ লাভ করে, বাক্য দ্বারা পাপ করিলে পক্ষিযোনি গ্রহণ করে, আর মানসিক চিন্তা দ্বারা পাপ করিলে

ভাষ্যভূমিকা।

কদাচিৎ শাস্ত্রকৃতসংস্কারবলীয়স্ত্বম্। ততো মনআদিভিঃ ইষ্টসাধনং বাহুল্যেন উপচিনোতি ধর্ম্মাখ্যম্। তদ্ দ্বিবিধম্—জ্ঞানপূর্ব্বকং কেবলঞ্চ। তত্র কেবলং পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তিফলম্; জ্ঞানপূর্ব্বকং দেবলোকাদি-ব্রহ্মলোকান্ত-প্রাপ্তিফলম্। তথা চ শাস্ত্রং—"আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ" ইত্যাদি। স্মৃতিশ্চ—"দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্" ইত্যাদ্যা। সাম্যে চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তিঃ। এবং ব্রহ্মাদ্যা স্থাবরান্তা স্বাভাবিকাবিদ্যাদি-দোষবতো ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-কৃতা সংসারগতির্নামরূপকর্ম্মাশ্রয়া।

টীকা। তৎ কিং পুণ্যোপচয়াভাবাদ্ অনবকাশং স্বর্গাদিফলমিতি, নেত্যাহ—কদাচিদিতি। শাস্ত্রীয়সংস্কারস্য বলীয়স্ত্বে ফলিতমাহ—তত ইতি। 'আদি'-শব্দো বাগ্দেহবিষয়ঃ। ফলবিভাগং বক্তুং কর্ম্ম ভিনত্তি—তদ্ দ্বিবিধমিতি। তস্য মুক্তিফলত্বং নিরসিতুং ফলং বিভজতে—তত্রেতি। কেবলমিষ্টাদিকর্ম্মেতি শেষঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি হি বক্ষ্যতি। তস্মিন্ ফলে নানাত্বম্ অভিপ্রেত্য আদিশব্দঃ। 'বিদ্যয়া দেবলোকঃ' ইতি শ্রুতিম্ আশ্রিত্যাহ—জ্ঞানেতি। দেবলোকো যস্য আদিঃ, ব্রহ্মলোকো যস্য অন্তঃ, তস্যার্থস্য প্রাপ্তিরেব ফলমস্যেতি বিগ্রহঃ। উক্তেঽর্থে শাস্ত্রপর্য্যাং শ্রুতিং প্রমাণয়তি—তথা চেতি। সর্ব্বত্র পরমাত্ম-ভাবনাপুরঃসরং নিত্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ আত্মযাজী। কামনাপুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। তয়োর্ম্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয়ঃ কৃতঃ; অতো জ্ঞানপূর্ব্বকং কর্ম্ম দেবলোকস্য, কামনা-পূর্ব্বং তু পিতৃলোকস্য প্রাপকমিত্যর্থঃ।

"প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বং তু নিবৃত্তমভিধীয়তে।"

ইত্যাদিমনুস্মৃতিং চ অত্রৈব উদাহরতি—স্মৃতিশ্চেতি। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ একৈকস্য ফলম্ উক্ত্বা মিশ্রয়োঃ ফলমাহ—সাম্যে চেতি। উক্তং হি—

"উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং মানুষ্যং লভতেঽবশঃ" ইতি।

অন্ত্যজত্ব—হীনজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যে, কতদিনে উৎপন্ন হয়, তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥"

কর্ম্মকালীন মানসিক অভিনিবেশের তীব্রতানুসারে কর্ম্মফল তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে কিংবা তিন দিনের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তীব্রতার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইলে তৎক্ষণাৎও ফল প্রকাশ পাইতে পারে। যেমন—মহারাজ নহুষ অগস্ত্য ঋষিকে পদাঘাত করায় তন্মুহূর্ত্তেই সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মফলগত এই প্রকার বৈচিত্র্য পুরাণশাস্ত্রে বহুতর বর্ণিত আছে।

টীকা। ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং বৈরাগ্যার্থং সংক্ষিপ্য উপসংহরতি—এবমিতি। সা চ অবিদ্যা কৃতত্বাৎ অনর্থরূপা, ইত্যাহ—স্বাভাবিকেতি। বিচিত্রকর্ম্মজত্বয়া তস্যা বৈচিত্র্যমাহ-ধর্ম্মাধর্ম্মেতি। তর্হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামেব তল্লিষ্পাদনসম্ভবাৎ কৃতম্ অবিদ্যয়া, ইত্যত আহ—নামেতি। তেষাং সংস্কারস্থা অবিদ্যা, তদালম্বনেতি যাবৎ। ধর্ম্মাদেঃ অবিদ্যায়াশ্চ নিমিত্তত্বোপাদানত্বাভ্যাম্ উপযোগ ইতি ভাবঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

কখনও বা শাস্ত্রানুশীলনজাত সংস্কারও প্রবল হইয়া থাকে। তখন মানসিক বাচিক ও কায়িক চেষ্টায় আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বহুলপরিমাণে ধর্ম্মকর্ম্মও সঞ্চয় করিয়া থাকে। সেই ধর্ম্মকর্ম্ম আবার দুই প্রকার (১) জ্ঞানপূর্ব্বক ও (২) কেবল জ্ঞানরহিত। তন্মধ্যে কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ হয়, আর জ্ঞানপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্মের ফলে দেবলোক স্বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ হয়। তদ্বিষয়ক শ্রুতি এই 'দেবযাজী' অর্থাৎ যাঁহারা কেবল দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আত্মযাজী আত্মজ্ঞানসম্পন্ন লোক শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি। স্মৃতিও আছে 'বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বিবিধ' ইত্যাদি। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য সমান হইলে মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয় । ৬)। এইরূপে স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্মাদি স্থাবরত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত গতি হয়, কিন্তু ঐ সমস্তই সংসার দশার অন্তর্গত এবং নাম রূপ ও কর্ম্মাশ্রিত।

ভাষ্যভূমিকা।

তদেব ইদং ব্যাকৃতং সাধ্য সাধনরূপং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অব্যাকৃতমাসীৎ। স এষ বীজাঙ্কুরাদিবদ্ অবিদ্যাকৃতঃ সংসার আত্মনি ক্রিয়া-কারক ফলাধ্যারোপ

(৬) তাৎপর্য্য—বেদোক্ত কর্ম্ম সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, (১) প্রবৃত্ত কর্ম্ম ও (২) নিবৃত্ত কর্ম্ম। তন্মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক ফলোদ্দেশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম 'প্রবৃত্ত' বা 'কাম্য' কর্ম্ম। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মও এই 'প্রবৃত্ত' কর্ম্মেরই অন্তর্নিবিষ্ট, আর কোন প্রকার ফল উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল জ্ঞানের জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম 'নিবৃত্ত' বা 'নিষ্কাম' কর্ম্ম। প্রবৃত্ত কর্ম্মের ফল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, কখনই উহা সংসারের বাহিরে যাইতে পারে না, এবং ভাবী বিনাশের হস্ত হইতেও পরিত্রাণ করিতে পারে না; এই জন্য মুমুক্ষু পুরুষ প্রবৃত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবৃত্ত কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া থাকেন, এবং তাহা দ্বারাই ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবের সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন।

ভাষ্যভূমিকা।

লক্ষণঃ অনাদিরনন্তঃ অনর্থঃ—ইতি, এতস্মাদ্ বিরক্তস্য অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে তদ্বিপরীত-ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপত্ত্যর্থা উপনিষদ্ আরভ্যতে।

টীকা। নমু সংসারগতেঃ আবিদ্যত্বম্ অযুক্তং, প্রত্যক্ষাদিপ্রতিপন্নত্বাৎ, "তৎ নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত" ইতি শ্রুতৌ চ নামরূপাত্মনো জগতঃ অভিব্যক্তিশ্রবণাৎ। ন চ প্রামাণিকস্য অবিদ্যাকৃতত্বম্; অত আহ—তদেবেদমিতি। জগত স্বরূপমাত্মা, তত্র অধ্যস্তত্বাৎ; তস্মাৎ আত্মতত্ত্বে অনভিব্যক্তে প্রত্যক্ষাদিনা শ্রুত্যা চ অভিব্যক্তমিব দৃশ্যমানমপি জগদনভিব্যক্তমেবেতি, ন তস্য অবিদ্যাকৃতত্ব ক্ষতিঃ ইতিভাব। অবিদ্যাকৃতং সংসারগতিম্ অনুভাষতে—স এষ ইতি। নমু অবিদ্যাকৃতত্বে কথম্ অনাদিত্বম্?—তত্রাহ, তস্য প্রবাহরূপেণেত্যাহ—বীজাঙ্কুরাদিবদিতি। তর্হি কাদাচিৎকতয়া সাধনাপেক্ষানন্তরেং নাশো ভবিষ্যতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাদিরিতি। চৈতন্যবদাত্মনি তস্য অবিদ্যাকৃতত্বানুপপত্তিম আশঙ্ক্য নানারূপত্বেন ততো বিলক্ষণত্বাৎ একরূপে যুক্তং তস্য কল্পিতত্বম্, ইত্যাহ—ক্রিয়েতি। অনাদেরপি সংসারস্য প্রাগভাববৎ নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যামন্তরেণ নাশো নাস্তি, ইত্যাহ—অনন্ত ইতি। প্রবক্তৃতা হেয়ত্বং দ্যোতয়িতুম্ 'অনর্থ' ইতি বিশেষণম। 'নৈসর্গিক' ইতি পাঠে তু কারণরূপেণ তত্বম্ উন্নেয়ম্। যস্মাৎ কর্ম্ম সংসারফলং, ন মোক্ষ ফলযতি; তস্মাৎ সনিদান সংসার নিবর্ত্তকাত্মজ্ঞানার্থত্বেন সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নম্ অধিকারিণম্ প্রতি বেদান্তারম্ভঃ সম্ভবতি, ইত্যুপসংহরতি—ইতোতস্মাদিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

সেই এই নাম-রূপাত্মক সাধ্য সাধনরূপ অর্থাৎ কার্য্য কারণ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্ত পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্ত ছিল। বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকারণভাব যেমন অনাদি অনন্ত, তেমনি অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে আরোপিত ক্রিয়া, কারক (কর্ত্তৃত্বাদি) ও কর্ম্মফলাত্মক অনর্থময় এই সংসারও অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে। যে লোক এই সংসার হইতে বিরক্ত বা বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য এবং অবিদ্যাবিরোধী ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে উপনিষৎ শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে।

ভাষ্যভূমিকা।

অস্য তু অশ্বমেধ-কর্ম্ম-সম্বন্ধিনো বিজ্ঞানস্য প্রয়োজন যেষাম্ অশ্বমেধে নাধিকারঃ, তেষাম্ অস্মাদেব বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ, "বিদ্যয়া বা কর্ম্মণা বা" "তদ্ধৈতল্লোকজিদেব" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ।

কর্ম্মবিষয়মেব বিজ্ঞানস্যেতি চেৎ; ন; যোঽশ্বমেধেন যজতে, য উ

ভাষ্যভূমিকা।

চৈনমেবং বেদ" ইতি বিকল্পশ্রুতেঃ। বিদ্যাপ্রকরণে চ আম্নানাৎ, কর্ম্মান্তরে চ সম্পাদন-দর্শনাৎ বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ অস্তীতি অবগম্যতে। সর্ব্বেষাঞ্চ কর্ম্মণাং পরং কর্ম্ম অশ্বমেধঃ, সমষ্টি-ব্যষ্টি-প্রাপ্তি-ফলত্বাৎ।

তস্য চ ইহ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রারম্ভে আম্নানং সর্ব্বকর্ম্মণাং সংসারবিষয়ত্বপ্রদর্শনার্থম্। তথা চ দর্শয়িষ্যতি ফলম্—অশনায়াং মৃত্যুভাবম্।

টীকা। যথোক্তজ্ঞানার্থত্বেন উপনিষদারম্ভে 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যারব্ধব্যং, তস্মাদারব্ধ জ্ঞানোপদেশাৎ; 'উষা বা অশ্বস্য' ইত্যারম্ভস্তু ন যুক্তঃ, সাক্ষাদ অত্র তদযুক্তেঃ, ইত্যাশঙ্ক্য অস্মাদারভ্য উপনিষদারম্ভে অভীষ্টং ফলম্ অভিধিৎসমানঃ প্রথমম্ অশ্বমেধোপাসন-ফলমাহ—অস্য ত্বিতি। রাজযজ্ঞত্বাদ্ অশ্বমেধস্য তদনধিকারিণামপি ব্রাহ্মণাদীনাং তৎ-ফলার্থিনাম্ অস্মাদেব উপাসনাৎ তদাপ্তিরিতি মত্বা শ্রুতৌ তদুপাসনোক্তিরিত্যর্থঃ। কিমত্র নিয়ামকম্? ইত্যাশঙ্ক্য বিকল্পশ্রবণং কেবলস্যাপি জ্ঞানস্য সাধনত্বং সূচয়তি, ইত্যর্থতো বিকল্প-শ্রুতিমুদাহরতি—বিদ্যয়েতি। 'তৎফলপ্রাপ্তি'রিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তত্রৈব শ্রুত্যন্তরমাহ—তদ্ধেতি। তদেতৎ প্রাণদর্শনং লোকপ্রাপ্তিসাধনং প্রসিদ্ধমিতি যাবৎ। 'আদি'-শব্দেন কেবলোপাস্ত্যা ব্রহ্মলোকাপ্তিবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো গৃহ্যন্তে।

অশ্বমেধে বহুপাসনং, তস্যাপি অশ্বাদিবৎ তচ্ছেষত্বেন ফলবত্ত্বাৎ ন স্বাতন্ত্র্যেণ তদ্বত্ত্বম্, অঙ্গেষু স্বতন্ত্রফলাভাবাদিতি শঙ্কতে—কর্ম্মবিষয়ত্বমিতি। জ্ঞানস্য ক্রত্বর্থত্বং দূষয়তি—নেতি। পূর্ব্বত্র অর্থতো দর্শিতাং বিকল্পশ্রুতিম্ অত্র হেতুতয়া স্বরূপতঃ অনুক্রামতি—যোঽশ্বমেধেনেতি। "স সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাম্" ইতি সম্বন্ধঃ। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ তুল্যফলত্বস্য ন্যায্যত্বাদিতি শেষঃ। উপাস্তিফলশ্রুতেঃ অর্থবাদত্বমাশঙ্ক্য অশ্বমেধবৎ উপাস্ত্যেরপি কর্ত্তব্যত্বাৎ বিহিতত্বাৎ কর্ম্মপ্রকরণাদ বহিঃ পঠিতত্বাচ্চ নৈবম্, ইত্যাহ—বিদ্যেতি। ফলশ্রুতেঃ অর্থবাদত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মান্তরে চেতি। অশ্বমেধাতিরিক্তে কর্ম্মণি "অয়ং বাব লোকোঽগ্নিঃ" ইত্যাদৌ চিত্যাগ্ন্যাদৌ এতল্লোকাদিসম্পাদনস্য স্বতন্ত্রফলোপাসনস্য দর্শনাৎ ন ফলশ্রুতেঃ অর্থবাদতা ইত্যর্থঃ। অশ্বমেধোপাসনং ন ক্রত্বর্থং, কিন্তু পুরুষার্থং; তত্র চ অধিকারঃ অশ্বমেধক্রত্বনধি-কারিণামপীতি এতাবদেব ইষ্টং চেৎ, উপাসনে কর্ম্মপ্রকরণস্থেঽপি তল্লাভাৎ বিদ্যাপ্রকরণে ন অস্যাধ্যয়নমর্থবৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বেষাং চেতি। পরত্বে হেতুঃ—সমষ্টীতি। অনুবৃত্তব্যাবৃত্তরূপ হিরণ্যগর্ভ-প্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তস্য শ্রেষ্ঠতা ইত্যর্থঃ।

তস্য পুণ্যশ্রেষ্ঠত্বেঽপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ—তস্য চেতি। যদা ক্রতুপ্রধানস্য অশ্বমেধস্য উপাস্তিসহিতস্যাপি সংসারফলত্বং, তদা অল্পীয়সাম্ অগ্নিহোত্রাদীনাং সংসারফলত্বং কিং বাচ্যম্, ইত্যস্মিন্ কর্ম্মরাশৌ বন্ধহেতৌ বিরক্তাঃ সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্টা জ্ঞানমপেক্ষমাণাঃ তদুপায়ে শ্রবণাদৌ এব সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকে কথং প্রবর্ত্তেরন্—ইত্যাশয়বতী শ্রুতিরূপাসনাং বিদ্যারম্ভে অভিদধাতি। তেন "উষা বা অশ্বস্য" ইত্যাদ্যুপনিষদারম্ভো যুক্তঃ, অস্য বিশিষ্টাধি-কারিসমর্পকত্বাদ্ ইত্যর্থঃ। উপাসনফলস্য সংসারগোচরত্বমেব কুতঃ সিদ্ধম্? অত আহ—তথা

চেতি। অশনায়া হি মৃত্যুঃ, "স বৈ নৈব রেমে, সঃ অবিভেৎ"ইতি ভয়ারত্যাদিশ্রবণাৎ উপাস্তি-যুক্তক্রতুফলস্য সৃষ্টস্য বন্ধমধ্যপাতিত্বাৎ বিশিষ্টোঽপি ক্রতুঃ ন-মুক্তয়ে পর্য্যাপ্তোতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

এই অশ্বমেধ কর্ম্মসম্বন্ধী বিজ্ঞানের (অর্থাৎ এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমে উপদিষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞের রূপক-কল্পনার) উদ্দেশ্য এই যে, অশ্বমেধ যজ্ঞে যাহাদের অধিকার নাই, সেই ব্রাহ্মণপ্রভৃতিও যে, এব বিধ বিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞের যথাযথ ফল লাভ করিতে পারিবে, (৭) তাহা 'বিদ্যা অথবা কর্ম্ম দ্বারা [যথোক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়'] এবং 'সেই এই প্রাণবিজ্ঞান নিশ্চয়ই লোক-প্রাপ্তির সাধন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায়]।

যদি বল, কর্ম্মই উক্ত বিজ্ঞানের বিষয়, (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অঙ্গ-রূপে ঐরূপ উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, স্বতন্ত্র ভাবে নহে;) না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'যে লোক অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা যে লোক যথোক্ত প্রকারে ইহা চিন্তা করে (=বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়)' এই শ্রুতিতে যজ্ঞ ও যজ্ঞ-বিজ্ঞানের বিকল্প (পৃথক্ অনুষ্ঠেয়ত্ব) কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, উপাসনা-প্রকরণে পঠিত হওয়ায়, এব অশ্বমেধাতিরিক্ত কর্ম্মেও এইপ্রকার বিজ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, কেবল বিজ্ঞান হইতেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; কারণ, ইহা দ্বারা সমষ্টি-ব্যষ্টি—সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রারম্ভে যে, ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—কর্ম্মমাত্রেরই সংসার-বিষয়কত্ব (অর্থাৎ সাংসারিক ফলসাধকত্ব) প্রদর্শন করা। আর ফলভোগের ইচ্ছায় বা সকাম ভাবে কৃত কর্ম্মের ফল যে মৃত্যু-প্রাপ্তি, তাহা পরেও প্রদর্শন করিবেন।

ভাষ্যভূমিকা।

ন নিত্যানাং সংসারবিষয়-ফলত্বমিতি চেৎ; ন; সর্ব্বকর্ম্মফলোপসংহার-শ্রুতেঃ। সর্ব্বং হি পত্নীসম্বন্ধং কর্ম্ম; "জায়া মে স্যাৎ, এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি নিসর্গত এব সর্ব্বকর্ম্মণাং কাম্যত্বং দর্শয়িত্বা, পুত্র-কর্ম্মাপর-বিদ্যানাঞ্চ "অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোকঃ" ইতি ফল দর্শয়িত্বা,

(৭) তাৎপর্য্য—কর্ম্মকাণ্ডোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞে একমাত্র ক্ষত্রিয় রাজারই অধিকার; সুতরাং, ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও ফললাভে অধিকারী নহে। সেই জন্যই শ্রুতি কৃপাপরবশ হইয়া রূপক-যজ্ঞের উপদেশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐরূপ ভাবনার দ্বারাই—অশ্বমেধের ফললাভে সমর্থ হইবেন।

ভাষ্যভূমিকা।

ত্র্যাত্মকতাঞ্চ অন্তে উপসংহরিষ্যতি—"ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম" ইতি। সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলং ব্যাকৃতং সংসার এবেতি।

টীকা। উক্তে সর্ব্বকর্ম্মণাং বন্ধফলত্বে নিত্যনৈমিত্তিকানাং ন তৎফলত্বং, তেষাং বিধ্যুদ্দেশে ফলাশ্রুতেঃ নষ্টাশ্ব-দগ্ধরথন্যায়েন মুক্তিফলত্বলাভাদিতি শঙ্কতে—ন নিত্যানামিতি। "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি সর্ব্বকর্ম্মণাম্ অবিশেষেণ ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ পশ্বাদেশ্চ কাম্যফলত্বস্য তদ্বিধ্যুদ্দেশবশাৎ সিদ্ধত্বাৎ "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি বাক্যস্য নিত্যাদিকর্ম্মফলবিষয়ত্বাৎ ন মোক্ষফলত্বাশঙ্কা, ইতি পরিহরতি—নেতি। উক্তমেব স্ফুটয়তি—সর্ব্বং হীতি। পত্নীসম্বন্ধে মানমাহ—জায়েতি। তথাপি কথং কর্ম্মণঃ সর্ব্বস্য কামোপায়ত্বং, তত্রাহ—এতাবান্ বৈ কাম ইতি। কথং তর্হি তেষাং ফলভেদো লভ্যতে, তত্রাহ—পুত্রেতি। অথৈবং ফলবিভাগে কথং সমষ্টিব্যষ্টিপ্রাপ্তিফলত্বম্ অশ্বমেধস্যোক্তম্, অত আহ—ত্র্যাত্মকতাং চেতি। অস্যাধ্যায়স্য অবসানে কর্ম্মফলস্য হিরণ্যগর্ভরূপতাং ত্রয়মিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ উপসংহরিষ্যতীত্যর্থঃ। উপসংহারশ্রুতেঃ তাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বকর্ম্মণামিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

যদি বল, না—নিত্যকর্ম্মেরও ফল সংসারবিষয়ক নহে, অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা সাংসারিক ফলাপেক্ষা উৎকৃষ্টও হইতে পারে। না,—তাহাও বলিতে পার না; কেন না, এই অধ্যায়েরই শেষভাগে সমস্ত কর্ম্মফলের যেরূপ উপসংহার করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, সেই হিরণ্যগর্ভও ত সংসারের বাহিরে নহেন। বিশেষতঃ, কর্ম্মমাত্রই পত্নী-সম্বদ্ধ, কারণ, 'আমার পত্নী হউক', 'এই পর্য্যন্তই আমার কামনার বিষয়', এই সকল স্থলে কাম্য ফলবিষয়েই সমস্ত কর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যার [=ব্রহ্মবিদ্যাভিন্ন বিদ্যার] আবার ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (অর্থাৎ পুত্রের ফল ইহলোক, কর্ম্মের ফল পিতৃলোক আর অপরা বিদ্যার ফল দেবলোকপ্রাপ্তি, এইরূপে ফলবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন)। তাহার পর উপসংহারকালেও 'স্থূলসূক্ষ্মাত্মক এই জগৎ ত্রিবিধ—নাম, রূপ (আকৃতি) ও কর্ম্মাত্মক'; এই কথা বলিয়া জগতের ত্র্যাত্মকতা অর্থাৎ ত্রিবিধ আবরণত্ব প্রদর্শন করিবেন (৮)। অতএব, নামরূপাভিব্যক্ত এই সংসারই যে, সমস্ত কর্ম্মের প্রাপ্তব্য ফল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

---

(৮) তাৎপর্য্য—এখানে অন্ন অর্থে জীবের ভোগ্যমাত্র বুঝিতে হইবে। নাম, রূপ ও ক্রিয়া লইয়াই জগতের অস্তিত্ব। জাগতিক সেই নাম, রূপ ও কর্ম্ম—ইহারাই জীবগণের

ভাষ্যভূমিকা।

ইদমেব ত্রয়ং প্রাগুৎপত্তেঃ তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। তদেব পুনঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মবশাদ্ ব্যাক্রিয়তে বীজাদিব বৃক্ষঃ। সোঽয়ং ব্যাকৃতাব্যাকৃতরূপঃ সংসারঃ অবিদ্যাবিষয়ঃ। ক্রিয়াকারক-ফলাত্মকতয়া আত্মরূপত্বেন অধ্যারোপিতঃ অবিদ্যয়ৈব মূর্ত্তামূর্ত্ত-তদ্বাসনাত্মকঃ, অতো বিলক্ষণঃ, অনাম-রূপ-কর্ম্মাত্মকঃ অদ্বয়ঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি ক্রিয়াকারক-ফলভেদাদি-বিপর্য্যয়েণ অবভাসতে। অতঃ অস্মাৎ ক্রিয়াকারক-ফলভেদস্বরূপাৎ 'এতাবৎ ইদম্' ইতি সাধ্য-সাধনরূপাদ্ বিরক্তস্য কামাদিদোষ-কর্ম্মবীজভূতাবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে রজ্জ্বামিব সর্পবিজ্ঞানাপনয়ায় ব্রহ্মবিদ্যারভ্যতে।

টীকা। কর্ম্মফলং সংসারশ্চেৎ, প্রাক্ তদনুষ্ঠানাৎ তদভাবাৎ মুক্তানাং পুনর্ব্বন্ধঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইদমেবেতি। 'তর্হি' তস্মামবস্থায়ামিতি যাবৎ। তস্য পুনর্ব্যাকরণে কারণমাহ—তদেবেতি। ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মনঃ সংসারস্য প্রামাণিকত্বেন সত্যত্বমাশঙ্ক্য অবিদ্যাকৃতত্বেন তন্মিথ্যাত্বমুক্তং স্মারয়তি—সোঽয়মিতি। স এব হি ভ্রান্তিবিষয়ো ন প্রামাণিকঃ, তৎ কুতোঽস্য সত্যতা ইত্যর্থঃ। কথমস্যাত্মনি অদ্বয়ে কূটস্থে প্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়েতি। সমারোপে মূলকারণমাহ—অবিদ্যয়েতি। আত্মনি অবিদ্যারোপিতং দ্বৈতম্, ইত্যত্র "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ" ইত্যাদিবাক্যং প্রমাণয়তি—মূর্ত্তেতি। নম্বাত্মন্যারোপো ন উপপদ্যতে, তস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য দ্বৈতবিলক্ষণত্বাৎ, অসতি সাদৃশ্যে অধ্যাসাসিদ্ধেঃ; অত আহ—অত ইতি। সংসারাদ্বৈলক্ষণ্যমেব প্রকটয়তি—অনামেতি। 'আদি'-পদেন অন্যেঽপি বিপর্য্যয়-ভেদাঃ সংগৃহ্যন্তে। আরোপে 'প্রমিণোমি করোমি ভুঞ্জে চ' ইত্যনুভবং প্রমাণয়তি—অবভাসত-ইতি। আত্মন্যধ্যাসঃ সাদৃশ্যাভাবেঽপি নভসি মলিনত্বাদিবৎ যতোঽনুভূয়তে, অতঃ সবিদ্যাসা-বিদ্যানিবর্ত্তক-ব্রহ্মবিদ্যার্থত্বেন উপনিষদারম্ভঃ সম্ভবতি, ইত্যুপসংহরতি—অত্র ইতি। এতাব-দিতি অনর্থাত্মোক্তিঃ। তত্ত্বজ্ঞানাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—রজ্জ্বামিবেতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

এই তিনটিই অর্থাৎ উক্ত নাম, রূপ ও কর্ম্মই উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল; বীজ হইতে যেরূপ বৃক্ষ বহির্গত হয়, তদ্রূপ

লোক্য; এই জন্য অন্নসংজ্ঞায় পরিচিত। কর্ম্মের চূড়ান্ত ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি, সেই হিরণ্যগর্ভও যখন নামরূপকর্ম্মাত্মক সংসারের অতীত নহে, তখন অপরের আর কথা কি? বিশেষ এই যে, পুত্র দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি লাভ হয়, জ্ঞানরহিত কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়, আর অপরা বিদ্যা দ্বারা—যাহা ব্রহ্মবিদ্যা নহে, সেই বিদ্যা দ্বারা—দেবলোক লাভ হয়, কিন্তু কোনরূপেই কর্ম্ম দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

সেই তিনটিই জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হইল। সেই এই সংসারের (জগতের) অবস্থা দুইপ্রকার—ব্যাকৃত (স্থূল) ও অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম)। এই উভয়াবস্থার সংসারই অবিদ্যার অধিকারে বর্ত্তমান, অথচ অবিদ্যাকর্ত্তৃকই আত্মাতে ক্রিয়া, কারক ও ফলরূপে অধ্যারোপিত (আরোপিত), (৯) এবং মূর্ত্ত (স্থূল—আকৃতিসম্পন্ন), অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম—স্থূলাবয়বরহিত) ও তদ্বিষয়ক সংস্কারময়। পরব্রহ্ম ঠিক ইহার বিপরীত—নাম-রূপ-কর্ম্ম-সম্বন্ধশূন্য অদ্বিতীয় এবং স্বভাবতই নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বরূপ; কিন্তু তথাপি (১০) অবিদ্যা-বিভ্রমে ক্রিয়া, কারক ও ফলাদিভেদে বিভিন্নাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকেন। এইজন্য 'ইহা এই পর্য্যন্তই', অর্থাৎ ক্রিয়াদি সমস্তই পরিচ্ছিন্ন ও বিনাশাদি-দোষগ্রস্ত, এইরূপ ভাবনাবশে যাহারা সাধ্য-সাধনাত্মক বা কার্য্য-কারণভাবাত্মক ক্রিয়া-কারক-ফলাদিবিভাগময় সংসার হইতে বিরক্ত বা অনাসক্ত, বৈরাগ্যসম্পন্ন সেই সমস্ত পুরুষেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম-নিবৃত্তির ন্যায়, কামাদি দোষের ও কর্ম্মের বীজভূত অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যা (উপনিষৎ) আরব্ধ হইতেছে।

---

(৯) তাৎপর্য্য—'অধ্যারোপ' কথাটি বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষার্থে পরিভাষিত, 'অধ্যাস' ইহার নামান্তর। ইহার পরিচয় এই প্রকার;—'বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ' (বেদান্তসার)। অর্থাৎ কোন একটি সত্য পদার্থের উপর অপর কোন অসত্য পদার্থের যে, আরোপ বা অজ্ঞানমূলক কল্পনা, তাহাই অধ্যারোপ। যেমন—ব্যবহারজগতে রজ্জু একটি সত্য পদার্থ; অজ্ঞানের ফলে তাহাকে সর্পরূপে মনে করা হয়। এই রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান, ইহাই অধ্যারোপ; সুতরাং সর্প সেখানে অধ্যারোপিত। এই প্রকার, ব্রহ্ম নিত্য নিষ্পাপ ও মুক্তস্বভাব এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু অজ্ঞান তাহাতে ভ্রান্তিময় অনিত্য জগৎ-ভেদ অধ্যারোপিত করিয়া দেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধ্যারোপ যতই হউক না কেন, সেই আরোপিতের দোষগুণে আরোপাধার সত্য বস্তুটি কখনও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, প্রকৃত পক্ষে অবিকৃত নিজ স্বভাবেই থাকে। অতএব এই বিশাল জগৎপ্রপঞ্চের আরোপেও ব্রহ্মের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

(১০) তাৎপর্য্য—নিত্য অর্থ কোন কালে বা কোন দেশে কোনও রূপে যাহার বিনাশ বা পরিবর্ত্তন না ঘটে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা বলেন,—বিকার বা পরিবর্ত্তন হইলেও যাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ না হয়, তাহাও নিত্য। এই নিয়মানুসারে তাঁহারা চিরবিকারশীলা প্রকৃতিকেও নিত্য বলেন; কারণ, প্রকৃতির বিকার হয় সত্য, কিন্তু একেবারে ধ্বংস বা উচ্ছেদ হয় না; সুতরাং তাঁহাদের মতে নিত্য পদার্থ দুই প্রকার;—(১) পরিণামী নিত্য, ও (২) কূটস্থ নিত্য। তাঁহাদের মতে পুরুষ (আত্মা) ভিন্ন আর কিছুই কূটস্থ নিত্য নাই; আর বেদান্তমতে কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুমাত্রই নিত্য পদার্থ নাই; অপর সকলের নিত্যতা কেবল আপেক্ষিক মাত্র।

ভাষ্যভূমিকা।

তত্র তাবদ্ অশ্বমেধবিজ্ঞানায় "উষা বা অশ্বস্য" ইত্যাদি। তত্র অশ্ববিষয়মেব দর্শনমুচ্যতে, প্রাধান্যাদশ্বস্য। প্রাধান্যঞ্চ তন্নামাঙ্কিতত্বাৎ ক্রতোঃ প্রাজাপত্যত্বাচ্চ।

টীকা। এবম্ উপনিষদারম্ভে স্থিতে প্রাথমিকব্রাহ্মণয়োঃ অবান্তরতাৎপর্য্যমাহ—তত্র তাবদিতি। আদ্যস্য পুনঃ অবান্তরতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—তত্রেতি। নন্বশ্বমেধস্য অঙ্গবাহুল্যে কস্মাৎ অশ্বাখ্যাঙ্গবিষয়মেব উপাসনমুচ্যতে, তত্রাহ—প্রাধান্যাদিতি। তদেব কথমিতি, তদাহ—প্রাধান্যং চেতি। প্রজাপতিদেবতাকত্বাচ্চ অশ্বস্য প্রাধান্যমিত্যাহ—প্রাজাপত্যত্বাচ্চেতি।

ভাষ্য ভূমিকানুবাদ।

অশ্বমেধ যজ্ঞবিষয়ে বিজ্ঞান সমুৎপাদনার্থ প্রথমে "উষা বা অশ্বস্য" ইত্যাদি বাক্য আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যেও আবার সর্ব্বপ্রথমে অশ্ববিষয়ক দৃষ্টির (রূপক-বিজ্ঞানের বিষয়) কথিত হইতেছে; কারণ, অশ্বই অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। ঐ যজ্ঞটি অশ্বের নামে পরিচিত, এবং প্রজাপতি উহার দেবতা; এই উভয় কারণে অশ্বের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

[ব্রাহ্মণক্রমেণ তু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।]

[উপনিষদারম্ভঃ ।]

প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ।

ওঁম্ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ সূর্য্যশ্চক্ষুর্ব্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরীক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যম্ দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি । ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি উদ্যন্ পূর্ব্বার্দ্ধো নিম্লোচন্ জঘনার্দ্ধো যদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্ বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।

সচ্চিদানন্দ-সন্দোহ-সন্দীপিত-কলেবরম্ ।
সানন্দং জগদানন্দং বন্দে শ্রীনন্দ-নন্দনম্ ॥
প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করভাষিতম্ ।
বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

সরলার্থঃ—অনাদ্যবিদ্যাসমুত্থ-জন্মমরণপ্রবাহ প্রসার-সংসার-সাগর-নিমগ্নান্ জীবান্ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশেন সমুদ্দিধীর্ষুঃ শ্রুতিরাস্মাহ্নপকারায় সুখবোধায় চ প্রথমং কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়মুপাসনং বক্তুমুপক্রমতে। তত্রাপি যজ্ঞেষু অশ্বমেধস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তদঙ্গস্য চ অশ্বস্য প্রজাপতিদৈবতত্বাদ্ অশ্ববিষয়কমেব বিজ্ঞানং প্রথমং প্রস্তৌতি "উষা বৈ" ইত্যাদিভিঃ ।

উষাঃ (ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তঃ)। বৈ-শব্দঃ (স্মরণার্থকঃ—প্রসিদ্ধকালস্মারকঃ)। মেধ্যস্য (পবিত্রস্য যজ্ঞীয়স্য) অশ্বস্য শিরঃ (মস্তকং) উষাঃ (অশ্বশিরসি

উষোবুদ্ধিঃ করণীয়া, শ্রেষ্ঠত্বসাম্যাদিত্যর্থঃ)। চক্ষুঃ সূর্য্যঃ (শিরঃসান্নিধ্যাৎ); প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) বাতঃ, (বায়ুস্বরূপত্বাৎ প্রাণস্য); ব্যাত্তং (মুখবিবরং) বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ, (মুখস্যাগ্নিদেবতাকত্বাৎ); আত্মা (শরীরং) সংবৎসরঃ (দ্বাদশাদিমাসাত্মকঃ কালঃ, অবয়বসমষ্টিরূপত্বাৎ); পৃষ্ঠং দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ, উদ্ধত্বসাম্যাৎ); উদরম্ অন্তরীক্ষং (আকাশম্, অবকাশরূপত্বাৎ); পাজস্যং (পাদস্থং পাদাধারস্থানং) পৃথিবী; পার্শ্বে দিশঃ, পর্শবঃ (পার্শ্বাস্থীনি) অবান্তর-দিশঃ; অঙ্গানি (অবয়বাঃ) ঋতবঃ (বসন্তাদ্যাঃ, সংবৎসরাঙ্গত্বাৎ); পর্ব্বাণি (অঙ্গসন্ধয়ঃ) মাসাঃ চ অর্দ্ধমাসাঃ (পক্ষাঃ) চ, প্রতিষ্ঠাঃ (পাদাঃ) অহো-রাত্রাণি; অস্থীনি নক্ষত্রাণি; মাংসানি নভঃ (আকাশস্থাঃ মেঘাঃ); ঊবধ্যং (উদরস্থমর্দ্ধজীর্ণমন্নং) সিকতাঃ (বালুকাঃ, বিশীর্ণতাসাম্যাৎ); গুদাঃ (মলদ্বারং, যদ্বা বহুবচনসামর্থ্যাৎ স্যন্দনসামান্যাচ্চ নাড্যঃ) সিন্ধবঃ (নদ্যঃ); যকৃৎ চ ক্লোমানঃ (প্লীহা) চ পর্ব্বতাঃ; লোমানি ওষধয়ঃ চ বনস্পতয়ঃ চ; পূর্ব্বার্দ্ধঃ (দেহস্য পূর্ব্বভাগঃ) উদ্যন্ (উদ্গচ্ছন্ সূর্য্যঃ); জঘনার্দ্ধঃ (উত্তরার্দ্ধঃ) নিম্লোচন্ (অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্যঃ), যং বিজৃম্ভতে (অশ্বঃ গাত্রাণি বিক্ষিপতি), তৎ বিদ্যো-ততে, (বিজৃম্ভণস্য বিদ্যোতনসাম্যাৎ); যৎ বিধূনুতে (গাত্রাণি কম্পয়তি), তৎ স্তনয়তি, (মেঘগর্জ্জনসাম্যাৎ বিধূননস্য), যৎ মেহতি (অশ্বঃ মূত্রং ত্যজতি), তৎ বর্ষতি (জলবর্ষসাম্যাৎ মেহনস্য); অস্য (অশ্বস্য) বাক্ (শব্দঃ) এব বাক্ (নাত্র পৃথক্ কল্পনমিত্যর্থঃ)।

অত্রেদং বোধ্যং—ন খলু শাস্ত্রোক্তাশ্বমেধযজ্ঞাধিকারিণং, তেষামেব যজ্ঞাঙ্গে অশ্বে সংস্কারাধানস্য আবশ্যকত্বাৎ অশ্বাঙ্গেষু উষঃপ্রভৃতিদৃষ্টয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ, যে পুনর-শ্বমেধে অনধিকারিণঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ, তেষান্তু উষঃপ্রভৃতিষ্বেব অশ্বাঙ্গদৃষ্টয়ঃ করণীয়-তয়া বিধীয়ন্তে; অতএব তে জ্ঞানযজ্ঞা ইত্যভিধীয়ন্তে॥ ১

মূলানুবাদ—অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তকাদি অঙ্গে উষাকাল প্রভৃতি চিন্তার বিধান হইতেছে,—যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তক হইতেছে উষা অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত; চক্ষু হইতেছে সূর্য্য; প্রাণ হইতেছে বায়ু; ব্যাত্ত মুখবিবর হই-তেছে বৈশ্বানরনামক অগ্নি; দেহ হইতেছে সংবৎসর; পৃষ্ঠ হইতেছে দ্যুলোক (স্বর্গ); উদর হইতেছে অন্তরিক্ষ; পাদাধিষ্ঠান (খুর) হইতেছে পৃথিবী; পার্শ্ব-দ্বয় হইতেছে দিক্‌সমূহ; পার্শ্বস্থ অস্থিসমূহ হইতেছে অবান্তর দিক্‌সমূহ (কোণ-সমূহ); অন্যান্য অঙ্গ হইতেছে ছয় ঋতু; অঙ্গসন্ধিসমূহ হইতেছে মাস ও অর্দ্ধ-মাস (এক এক পক্ষ); প্রতিষ্ঠা বা পদসমূহ হইতেছে দিনরাত; অস্থিসমূহ

হইতেছে নক্ষত্রমণ্ডল; মাংস হইতেছে আকাশস্থ মেঘমালা; উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তান্ন হইতেছে বালুকারাশি; নাড়ীসমূহ হইতেছে নদীসংঘ; যকৃৎ ও প্লীহা হইতেছে পর্ব্বতরাশি; লোমসমূহ হইতেছে তৃণ ও বৃক্ষরাজি; পূর্ব্বার্দ্ধ হইতেছে উদীয়মান সূর্য্য; আর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতেছে অস্তগামী সূর্য্য; অশ্ব যে জৃম্ভন করে—শরীরবিক্ষেপ করে, তাহা হইতেছে মেঘের বিদ্যুৎসঞ্চার; আর অশ্ব যে শরীর কম্পন করে, তাহা হইতেছে মেঘ গর্জ্জন, এবং অশ্ব যে মূত্রত্যাগ করে, তাহাই মেঘের বারিবর্ষণ; অশ্বের শব্দই মেঘের শব্দ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—'উষা' ইতি। ব্রাহ্মো মুহূর্ত্ত উষাঃ; বৈ-শব্দঃ স্মারণার্থঃ, প্রসিদ্ধং কালং স্মারয়তি। শিরঃ, প্রাধান্যাৎ; শিরশ্চ প্রধানং শরীরাবয়বানাম্‌। অশ্বস্য মেধ্যস্য মেধার্হস্য যজ্ঞিয়স্য উষাঃ শির ইতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মাঙ্গস্য পশোঃ সংস্কর্ত্তব্যত্বাৎ কালাদিদৃষ্টয়ঃ শিরআদিষু ক্ষিপ্যন্তে। প্রাজাপত্যত্বঞ্চ প্রজাপতিদৃষ্ট্যধ্যারোপণাৎ। কাল-লোক-দেবতাত্বাধ্যারোপণঞ্চ প্রজাপতিত্বকরণং পশোঃ। এবংরূপো হি প্রজাপতিঃ; বিষ্ণ্বাদিকরণমিব প্রতিমাদৌ।

সূর্য্যশ্চক্ষুঃ, শিরসোঽনন্তরত্বাৎ সূর্য্যাধিদৈবতত্বাচ্চ; বাতঃ প্রাণঃ, বায়ুস্বাভাব্যাৎ; ব্যাত্তং বিবৃত্তং মুখম্‌ অগ্নির্বৈশ্বানরঃ; বৈশ্বানর ইত্যগ্নের্বিশেষণম্‌; বৈশ্বানরো নামাগ্নিঃ বিবৃতমুখমিত্যর্থঃ, মুখস্যাগ্নিদৈবতত্বাৎ। সংবৎসর আত্মা; সংবৎসরো দ্বাদশমাসস্ত্রয়োদশমাসো বা। আত্মা শরীরম্‌; কালাবয়বানাঞ্চ সংবৎসরঃ শরীরং, শরীরঞ্চাত্মা, "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। অশ্বস্য মেধ্যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গার্থং পুনর্ব্বচনম্‌।

দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্‌, ঊর্দ্ধত্ব-সামান্যাৎ। অন্তরিক্ষমুদরম্‌, সুষিরত্ব-সামান্যাৎ। পৃথিবী পাজস্যম্‌; পাদস্যমিতি বর্ণব্যত্যয়েন, পাদাসনস্থানমিত্যর্থঃ। দিশশ্চতস্রোঽপি পার্শ্বে, পার্শ্বেন দিশাং সম্বন্ধাৎ। পার্শ্বয়োর্দ্দিশাঞ্চ সংখ্যাবৈষম্যাৎ অযুক্তমিতি চেৎ; ন; সর্ব্বমুখত্বোপপত্তেঃ; অশ্বস্য পার্শ্বাভ্যামেব সর্ব্বদিশাং সম্বন্ধাদ্‌ অদোষঃ। অবান্তরদিশঃ আবান্তরদিশঃ আন্তর্ব্যাঃ পর্শবঃ পার্শ্বাস্থীনি; ঋতবঃ অঙ্গানি, সংবৎসরাবয়বত্বাৎ অঙ্গাধর্ম্মাৎ। মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণি সন্ধয়ঃ, সন্ধিসামান্যাৎ। অহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠাঃ; বহুবচনাৎ প্রাজাপত্য-দৈব-পিত্র্য মানুষাণি; প্রতিষ্ঠাঃ পাদাঃ, প্রতিতিষ্ঠন্তি এভৈরিতি; অহোরাত্রৈঃ হি কালাত্মা প্রতিতিষ্ঠতি, অশ্বশ্চ পাদৈঃ। নক্ষত্রাণি অস্থীনি, শুক্লত্বসামান্যাৎ। নভঃ নভঃস্থাঃ-মেঘাঃ, অন্তরিক্ষস্থ উদরস্থ্যোক্তেঃ; মাংসানি, উদক-রুধির-সেচন-সামান্যাৎ।

ঊবধ্যম্ উদরস্থম্ অৰ্দ্ধজীর্ণমশনং সিকতাঃ, বিশ্লিষ্টাবয়বত্ব-সামান্যাৎ। সিন্ধবঃ স্যন্দনসামান্যাৎ নদ্যঃ গুদাঃ নাড্যঃ, বহুবচনাচ্চ। যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ হৃদয়স্যাধস্তাৎ দক্ষিণোত্তরৌ মাংসখণ্ডৌ; ক্লোমান ইতি নিত্যং বহুবচনমেকস্মিন্নেব; পৰ্ব্বতাঃ, কাঠিন্যাদুচ্ছ্রিতত্বাচ্চ। ওষধয়শ্চ ক্ষুদ্রাঃ স্থাবরাঃ, বনস্পতয়ো মহান্তঃ, লোমানি কেশাশ্চ যথাসম্ভবম্। উদ্যন্ উদগচ্ছন্ ভবতি সবিতা আ মধ্যাহ্নাদশ্বস্য পূর্ব্বার্দ্ধঃ নাভেরৰ্দ্ধমিত্যর্থঃ। নিম্লোচন্ অস্তং যন্ আ মধ্যাহ্নাৎ জঘনার্দ্ধোঽপরার্দ্ধঃ, পূর্ব্বাপরত্বসামর্থ্যাৎ। যদ্ বিজৃম্ভতে গাত্রাণি বিনাময়তি বিক্ষিপতি, তৎ বিদ্যোততে, বিদ্যোতনং মুখ-ঘনবিদারণসামান্যাৎ। যৎ বিধূনুতে গাত্রাণি কম্পয়তি, তৎ স্তনয়তি, গৰ্জ্জনশব্দসামান্যাৎ। যৎ মেহতি মূত্রং করোত্যশ্বঃ, তদ্ বর্ষতি, বর্ষণং তৎ সেচনসামান্যাৎ। বাগেব শব্দ এবাস্য অশ্বস্য বাক্, ইতি নাত্র কল্পনেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকা। প্রতিকমাদায় ব্যাচষ্টে—উষা ইত্যাদিনা। স্মারণার্থত্বমেব নিপাতস্য স্ফুটয়তি—প্রসিদ্ধমিতি। শাস্ত্রীয়ে লৌকিকে চ ব্যবহারে প্রসিদ্ধো ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তঃ, তং কালমিতি যাবৎ। উষসি শিরঃশব্দপ্রয়োগে শিরোবয়বেষু তস্য প্রাধান্যং হেতুমাহ—প্রাধান্যাদিতি। তথাপি কথং তত্র তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ, তত্রাহ—শিরশ্চেতি। আশ্বমেধিকাশ্বশিরস্যুষসো দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, ইত্যাহ—অশ্বস্যেতি। কালাদিদৃষ্টিরশ্বাঙ্গেষু কিমিতি ক্ষিপ্যতে, অশ্বাঙ্গদৃষ্টিরেব তেষু কিং ন স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মাঙ্গস্যেতি। অঙ্গেষু অনঙ্গমিতি ক্ষেপে হেত্বন্তরমাহ—প্রাজাপত্যত্বঞ্চেতি। অশ্বস্য সংস্কার্য্যত্বাদিতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ—প্রজাপতীতি। ননু কালাদিদৃষ্টয়ঃ অশ্বাবয়বেষু আরোপ্যন্তে, ন তস্য প্রজাপতিত্বং ক্রিয়তে, তত্রাহ—কালেতি। কালাদ্যাত্মকো হি প্রজাপতিঃ। তথাচ যথা প্রতিমায়াং বিষ্ণুত্বকরণং তদ্দৃষ্টিঃ, তথা কালাদিদৃষ্টিঃ অশ্বাবয়বেষু তস্য প্রজাপতিত্বকরণম্। অশ্বমেধাধিকারী হি সতি অশ্বে কর্ম্মণো বীর্য্যবত্তরত্বার্থং কালাদিদৃষ্টিঃ অশ্বাবয়বেষু কুর্য্যাৎ, তদনধিকারী তু অশ্বাভাবে স্বাত্মানম্ অশ্বং কল্পয়িত্বা স্বশিরঃপ্রভৃতিষু কালাদিদৃষ্টিকরণেন প্রজাপতিত্বং সম্পাদ্য প্রজাপতিঃ অস্মীতি জ্ঞানাৎ তদ্ভাবং প্রতিপদ্যেত ইতি ভাবঃ।

চক্ষুষি সূর্য্যদৃষ্টৌ হেতুমাহ—শিরস ইতি। উষসোঽনন্তরত্বং সূর্য্যে দৃষ্টং, চক্ষুষি চ শিরসো অনন্তরত্বং দৃশ্যতে, তস্মাৎ তত্র তদ্দৃষ্টির্যুক্তা ইত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—সূর্য্যেতি। “আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ” ইতি শ্রুতেঃ, চক্ষুষি সূর্য্যোঽধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তেন সামীপ্যাৎ তত্র তদ্দৃষ্টিরিত্যর্থঃ। অশ্বপ্রাণে বায়ুদৃষ্টৌ চলনস্বাভাব্যং হেতুঃ। অশ্বস্য বিদারিতে মুখে ভবতু অগ্নিদৃষ্টিঃ, তথাপি পর্য্যায়োপাদানং ব্যর্থম্, ইত্যাশঙ্ক্য ক্রব্যাদাদিব্যাবৃত্ত্যর্থং বিশেষণম্—ইত্যাহ—বৈশ্বানর ইত্যগ্নেরিতি। “অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্য মুখে তদ্দৃষ্টৌ হেতুমাহ—মুখস্যেতি। অধিকমাসম্ অনুসৃত্য ত্রয়োদশমাসো বা ইত্যুক্তম্। শরীরে সংবৎসরদৃষ্টিরিত্যত্র আত্মত্বং হেতুমাহ—কালেতি। আত্মা হস্তাদীনাম্ অঙ্গানামিতি শেষঃ। কালাবয়বানাং সংবৎসরস্য আত্মত্ববৎ অঙ্গানাং শরীরস্য আত্মত্বে প্রমাণমাহ—মধ্যং হীতি। পুনরুক্তেঃ অর্থবত্ত্বমাহ—অর্থস্যেতি।

পৃষ্ঠে দ্যুলোকদৃষ্টৌ হেতুমাহ—ঊর্দ্ধত্বেতি। উদরে অন্তরিক্ষদৃষ্টৌ নিমিত্তমাহ—সুষিরত্বেতি। পাদা অস্যন্তে যস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্তিম্ আশ্রিত্য বিবক্ষিতমাহ—পাদেতি। অশ্বস্য হি খুরে পাদাসনত্বসামান্যাৎ পৃথিবীদৃষ্টিঃ ইত্যর্থঃ। পার্শ্বয়োঃ দিক্‌চতুষ্টয়দৃষ্টৌ হেতুমাহ—পার্শ্বেনেতি। দ্বে পার্শ্বে, চতস্রশ্চ দিশঃ, তত্র কথং তয়োঃ তদারোপণং?—স্বাভ্যাম্ এব দ্বয়োঃ সম্বন্ধাৎ, ইতি শঙ্কতে—পার্শ্বয়োরিতি। যদ্যপি দ্বে দিশৌ স্বাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং সম্বধ্যেতে, তথাপি অশ্বস্য প্রাঙ্মুখত্বে প্রত্যঙ্মুখত্বে চ দক্ষিণোত্তরয়োঃ তন্মুখত্বে চ প্রাক্-প্রতীচ্যোঃ দিশোঃ তাভ্যাং সম্বন্ধসম্ভবাৎ তত্র তদ্দৃষ্টিঃ অবিরুদ্ধেতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। তদুপপত্তৌ চ অশ্বস্য চরিষ্ণুত্বং হেতুকর্ত্তব্যম্। পার্শ্বাস্থিষু অবান্তরদিশাম্ আরোপে পার্শ্বদিক্‌সম্বন্ধো হেতুঃ।

ঋতবঃ সংবৎসরস্য অঙ্গানি, হস্তাদীনি চ দেহস্য অবয়বাঃ, তস্মাদ্ ঋতুদৃষ্টিঃ অঙ্গেষু কর্ত্তব্যা, ইত্যাহ—ঋতব ইতি। অস্তি মাসাদীনাং সংবৎসরসম্বন্ধিত্বম্, অস্তি চ শরীরসম্বন্ধিত্বং পর্ব্বণাম্, অতঃ তেষু মাসাদিদৃষ্টিঃ, ইত্যাহ—সন্ধীতি। যুগলপক্ষাভ্যাং প্রাজাপত্যমেকম্ অহোরাত্রম্, অয়নাভ্যাং দৈবম্, পক্ষাভ্যাং পিত্র্যম্, ষষ্টিঘটিকাভিঃ মানুষমিতি ভেদঃ। প্রতিষ্ঠাশব্দস্য পাদবিষয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—প্রতিতিষ্ঠতীতি। পাদেষু অহোরাত্রদৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থং যুক্তিমুপপাদয়তি—অহোরাত্রৈরিতি। অস্থিষু নক্ষত্রদৃষ্টৌ হেতুমাহ—শুক্লত্বেতি। নভঃশব্দেন অন্তরিক্ষং কিমিতি ন গৃহ্যতে? মুখ্যে সতি উপচারাযোগাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য পুনরুক্তিং পরিহর্ত্তুম্ ইত্যাহ—অন্তরিক্ষস্যেতি। উদকং সিঞ্চন্তি মেঘাঃ, মাংসানি রুধিরম্, অতঃ সেককর্ত্তৃত্বসামান্যাৎ মাংসেষু মেঘদৃষ্টিরিত্যাহ—উদকেতি।

উবধ্যমুদরবিপরিবর্ত্তিনি অর্দ্ধজীর্ণে সিকতাদৃষ্টৌ হেতুমাহ—বিভিন্নেতি। কিমিতি গুদশব্দেন পায়ুরেব ন গৃহ্যতে? শিরাগ্রহণে কিং দুর্গাদিক্রমঃ স্যাৎ, তত্রাহ—বহুবচনাচ্চেতি। চকারো অবধারণার্থঃ। যদ্যপি বহুত্বং শিরাণাং অর্থাদ্বয়মপি গুদশব্দার্থঃ, তথাপি স্রাবণসাদৃশ্যাৎ তাসু এব সিন্ধুদৃষ্টিরিতি ভাষ্যস্য তাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ। কুতঃ যকৃৎক্লোমানৌ পিণ্ডৌ? একত্র বহুবচনাৎ বহুত্বপ্রতীতেঃ ইত্যাশঙ্ক্য নায়ং দোষ ইতিবৎ বহুত্বপরিহারমাহ—ক্লোমান ইতি। তয়োঃ পর্ব্বতদৃষ্টৌ হেতুমাহ—কাঠিন্যাদিত্যাদিনা। অঙ্গরূহত্বসামান্যাৎ ওষধিদৃষ্টির্লোমস্বিব, মহত্ত্বসামান্যাৎ বনস্পতিদৃষ্টিশ্চ অঙ্গকেশেষু কর্ত্তব্যা, ইত্যাহ—ওষধয়শ্চেতি। পূর্ব্বাহ্নসামান্যাৎ মধ্যাহ্নাৎ প্রাগবস্থিতাদিত্যদৃষ্টিঃ অশ্বস্য নাভেঃ ঊর্দ্ধভাগে কর্ত্তব্যা, ইত্যাহ—উদ্যন্নিত্যাদিনা। অপরাহ্নসাদৃশ্যাৎ অশ্বস্য নাভেঃ অপরার্দ্ধে মধ্যাহ্নাৎ অনন্তরভাবিন্য আদিত্যদৃষ্টিঃ কার্য্যা, ইত্যাহ—নিম্লোচন্নিত্যাদিনা। বিজৃম্ভত ইত্যাদৌ প্রত্যয়ার্থো ন বিবক্ষিতঃ। বিজৃম্ভণং মুখং বিদারয়তি, বিদ্যোতনং পুনস্তেন; অতো বিদ্যোতনদৃষ্টিঃ মুখব্যাদানে কর্ত্তব্যা ইত্যাহ—মুখেতি। স্তনয়তি ইতি স্তনিতমুচ্যতে, তদ্দৃষ্টিঃ গাত্রকম্পে কর্ত্তব্যা, ইত্যত্র হেতুমাহ—গর্জ্জনেতি। মূত্রকরণে বর্ষদৃষ্টৌ কারণমাহ—সেচনেতি। অশ্বস্য হ্রেষিতশব্দে বাচি আরোপণমিতি অতঃ ন সাদৃশ্যং বক্তব্যমিত্যাহ—বাগেবেতি॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—'উষা' ইত্যাদি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের নাম 'উষা' (১১)।

(১১) তাৎপর্য্য—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্ত সময়ের নাম 'ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত'। "রাত্রেস্তু পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত পিতামহবচন)। এখানে 'পশ্চিমে

'বৈ' শব্দটি স্মরণার্থক; লোকপ্রসিদ্ধ কালের কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে। শরীরের যতগুলি অবয়ব আছে, তন্মধ্যে শিরই প্রধান; কালাবয়বের মধ্যেও উষা কালই প্রধান; এইরূপ প্রাধান্যসামান্যনিবন্ধন উষাকে শিরঃ বলা হইয়াছে। বাক্যযোজনা এইরূপ,—উষাই যজ্ঞীয় পবিত্র অশ্বের মস্তক। এখানে বুঝিতে হইবে যে, অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ অশ্বের সংস্কার বা বিশোধন করা আবশ্যক হয়; এই কারণে অশ্বের মস্তকাদি অবয়বসমূহে উষা প্রভৃতি কালদৃষ্টির আরোপ করা হইতেছে, [কিন্তু কালপ্রভৃতিতে অশ্বাঙ্গদৃষ্টি নহে)। কালরূপী প্রজাপতিদৃষ্টি কল্পিত হয় বলিয়াই অশ্বের প্রাজাপত্যত্ব সম্পন্ন হয়। প্রজাপতিও কালাদির সমষ্টিস্বরূপ; সেইজন্য প্রতিমা প্রভৃতিতে যেরূপ বিষ্ণুত্বাদি সম্পাদন করা হয়, তদ্রূপ কাল, লোক ও দেবভাব সমারোপণ দ্বারা যজ্ঞীয় পশুরও প্রাজাপত্যত্ব অর্থাৎ প্রজাপতিদৈবতভাব সম্পাদন করা হইয়া থাকে। [বুঝিতে হইবে, এইরূপ ভাবনা দ্বারাই যজ্ঞীয় পশুর একপ্রকার সংস্কার বা শুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে] (১২)।

সূর্য্য তাহার চক্ষুঃ; চক্ষুঃ স্বভাবতই মস্তকের সন্নিহিত এবং সূর্য্য তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এইজন্য চক্ষুকে সূর্য্যরূপে ভাবনা করিবে। প্রাণ সাধারণতঃ বায়ুস্বভাব, এই নিমিত্ত প্রাণকে বায়ুস্বরূপ চিন্তা করিবে; কারণ, প্রাণ ও বায়ু, উভয়ই তুল্যস্বভাব। অগ্নি মুখের দেবতা, এই কারণে তাহার ব্যাত্ত অর্থাৎ বিবৃত মুখই বৈশ্বানর অগ্নি। 'বৈশ্বানর' শব্দটি অগ্নির বিশেষণ; সুতরাং

যামে' কথায় রাত্রির শেষ দুই দণ্ডই বুঝিতে হইবে; মদনপারিজাত গ্রন্থেও এইরূপ অর্থই লিখিত আছে; সুতরাং 'অরুণোদয়কাল' আর 'ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত' একই সময়ের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র বুঝিতে হইবে।

(১২) তাৎপর্য্য—এখানে সংস্কার অর্থ—শোধন বা শক্তিবিশেষ আধান করা। জাগতিক যে সমস্ত পদার্থ অহরহঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার সম্পাদন করিতেছে, সেই সমস্ত পদার্থই আবার সংস্কার বা শক্তিবিশেষ লাভ করিলে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনেও সমর্থ হইতে পারে। প্রক্রিয়াবিশেষে যে, বস্তুবিশেষে বিশেষশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারাও উপলব্ধি করিতে পারি। বেতস-বীজ অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া বপন করিলে, তাহা হইতে কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সবলে টিপিয়া ধরিলে, ছিনে জোঁক নিকটে আসিয়াও অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে না। কচ্ছপী ডিম্ব প্রসব করিয়া তদ্বিষয়ক ভাবনা দ্বারা ডিম্বের পরিপোষণ করিয়া থাকে, তাহাকে আর ডিম্বে তাপ দিতে হয় না। তেমনি যজমানও ক্রিয়া ও ভাবনা-বিশেষের সাহায্যে যজ্ঞীয় দ্রব্যে এমনই একপ্রকার শক্তি সমাবেশ করে, যাহার ফলে ঐ দ্রব্য ঐহিক ও পারলৌকিক ফলবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয়।

অর্থ হইতেছে যে, বৈশ্বানরনামক অগ্নি তাহার মুখ। পবিত্র অশ্বের আত্মা হইতেছে সংবৎসর; সংবৎসর অর্থ—দ্বাদশ কিংবা [মলমাস হইলে] ত্রয়োদশ মাসাত্মক কাল; আত্মা অর্থ—শরীর; সংবৎসর হইতেছে মাসাদি কালাবয়বের শরীর (সমষ্টিভূত দেহ), আর শরীরও তদ্রূপ হস্তাদি অবয়বসমূহের আত্মা (সমষ্টিভূত)। শ্রুতি বলিয়াছেন 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের 'মধ্য' অর্থাৎ সমষ্টি-স্বরূপ। প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধসূচনার্থ এখানে 'অশ্ব' শব্দের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহার পৃষ্ঠ হইতেছে দ্যুলোক; কেন না, ঊর্দ্ধস্বরূপ ধর্ম্মটি উভয়েরই সমান। উদর হইতেছে অন্তরীক্ষ; কারণ, ছিদ্রত্ব বা অবকাশ ধর্ম্মটী উভয়েরই সমান; 'পাদস্য' শব্দের অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ 'দ' স্থানে 'জ' বসাইয়া 'পাজস্য' করা হইয়াছে; [প্রকৃত শব্দ—পাদস্য।] পাদস্য অর্থ—পাদন্যাসের স্থান; সেই পাদস্য হইতেছে পৃথিবী। উভয় পার্শ্বের সহিত সর্ব্বদিকের সম্বন্ধ আছে; এইজন্য ইহার পার্শ্বদ্বয় হইতেছে চতুর্দ্দিক্। ভাল, পার্শ্ব হইতেছে মাত্র দুইটি; আর দিক্ হইতেছে চারিটি; সুতরাং সংখ্যার সাম্য না থাকায় পার্শ্বদ্বয়ে চতুর্দ্দিক্ কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে? না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অশ্বের মুখ যখন চতুর্দ্দিকেই থাকিতে পারে, তখন তাহার পার্শ্বদ্বয়ের সহিত ক্রমে চতুর্দ্দিকেরই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে; সুতরাং পার্শ্বে দিক্‌দৃষ্টি দোষাবহ হইতে পারে না। অবান্তর দিক্ সকল, অর্থাৎ আগ্নেয়ী প্রভৃতি কোণসমূহ পর্শু অর্থাৎ পার্শ্বাস্থিসমূহ। অঙ্গ বা অবয়বসমূহ ঋতুস্বরূপ; কেন না, হৃদয়াদি ছয়টি অঙ্গ যেমন শরীরের প্রধান অবয়ব, ছয়টি ঋতুও তেমনি সংবৎসরের প্রধান অবয়ব। মাস ও অর্দ্ধমাস (এক এক পক্ষ) তাহার পর্ব্ব—অবয়বসন্ধি; কারণ, দৈহিক পর্ব্বের ন্যায় মাস ও অর্দ্ধমাসই ঋতুসমূহের সংযোজক সন্ধিস্বরূপ। অহোরাত্র তাহার প্রতিষ্ঠা; এখানে 'অহোরাত্রাণি' পদে বহুবচন থাকায় প্রাজাপত্য, দৈব, পিত্র্য ও মনুষ্যসম্বন্ধী সর্ব্বপ্রকার দিবারাত্র গ্রহণ করিতে হইবে (১৩)। প্রতিষ্ঠা অর্থ—পদ,—যাহা দ্বারা দাঁড়ান যায়। অশ্ব যেমন চারি পায়ে দাঁড়ায়,

(১৩) তাৎপর্য্য—প্রাজাপত্যাদি দিবারাত্র-বিভাগ এইরূপ;—

"মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রঃ, বর্ষেণ দৈবতঃ।
দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্মঃ, কল্পৌ তু তৌ নৃণাম্॥"

অর্থাৎ মনুষ্যের একমাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্র—'পৈত্র', মনুষ্যের একবৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্র—'দৈব', আর দেবগণের দুইহাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্র—

কালাত্মাও তেমনি অহোরাত্রের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতেছে। অস্থি সমূহ নক্ষত্রমণ্ডল; কারণ, উভয়ই শুক্লবর্ণ; তাহার মাংসসমূহ নভঃ অর্থাৎ নভস্থ মেঘমালা। পূর্ব্বে অন্তরিক্ষকে উদর বলায় এখানে 'নভঃ' পদে আকাশস্থ মেঘমালাই বুঝিতে হইবে; জলরূপ রুধির সেচন করে বলিয়া মেঘসমূহ মাংসস্থানীয়। উবধ্য অর্থ—উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য, তাহা বালুকারাশিস্বরূপ; কারণ, উভয়েরই অংশগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ শিথিলভাবে সংযুক্ত। গুদ অর্থাৎ নাড়ীসমূহই সিন্ধু—নদীসমূহ; নদী হইতে জলক্ষরণ হয়, নাড়ীসমূহ হইতেও রসরুধিরাদি ক্ষরিত হয়; এইরূপ সাদৃশ্য থাকায় এবং 'গুদ'-শব্দের পর বহুবচন থাকায় এখানে 'গুদ' শব্দে নাড়ীসমূহই বুঝিতে হইবে। যকৃৎ ও ক্লোমন্ অর্থাৎ হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ও বামভাগে অবস্থিত দুইটি মাংসখণ্ড হইতেছে পর্ব্বত-স্বরূপ; কেন না, কাঠিন্য ও উন্নতা উভয়েরই সমানধর্ম্ম। 'ক্লোমন্ (প্লীহা) একটি হইলেও নিত্যবহুবচনান্ত বলিয়া তাহার উত্তর বহুবচন হইয়াছে (ক্লোমানঃ)। তাহার লোম ও কেশরাশি যথাসম্ভব ওষধি ও বনস্পতিসমূহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্থাবরসমূহ। উদ্যন্ অর্থাৎ উদয়াবধি মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত-কালব্যাপী সূর্য্যদেব অশ্বের পূর্ব্বার্দ্ধ—নাভির ঊর্দ্ধভাগ; আর নিম্লোচন্ অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পর অস্তগমন পর্য্যন্ত কালব্যাপী সূর্য্যদেব তাহার উত্তরার্দ্ধ—নাভির নিম্নভাগ; কেন না, উভয়েরই পূর্ব্বার্দ্ধত্ব ও পরার্দ্ধত্ব-সাম্য রহিয়াছে। অশ্ব যে বিজৃম্ভণ করে—শরীর বিক্ষেপ পূর্ব্বক হাই তোলে, তাহাই তাহার বিদ্যোতন, অর্থাৎ অশ্বের সেই বিজৃম্ভণই বিদ্যুতের স্থানপাতী; কারণ, বিদ্যুৎও মেঘমণ্ডল বিদারণপূর্ব্বক প্রকাশিত হয়, অশ্বের বিজৃম্ভণও মুখব্যাদানসাপেক্ষ। আর অশ্ব যে শরীর কম্পন করে, তাহাই মেঘগর্জ্জনস্থানীয়; কারণ, উভয় স্থলেই গর্জ্জন-শব্দের সাদৃশ্য রহিয়াছে। আর অশ্ব যে মূত্রত্যাগ করে, তাহাই বারিবর্ষণস্থানীয়। অশ্বের শব্দই শব্দ; এখানে আর পৃথক্ শব্দ-কল্পনা নাই॥ ১॥

অহর্ব্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত, তস্য পূর্ব্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমান্বজায়ত, তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্বভূবতুঃ।

প্রাজাপত্য' এবং ব্রহ্মার দিবারাত্রে মনুষ্যগণের দুই 'কল্প' হয়। পুরাণশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে, বিশেষ জানিতে হইলে, তাহাতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

হয়ো ভূত্বা দেবানবহৎ বাজী গন্ধর্ব্বানর্ব্বাসুরানশ্বো মনুষ্যান্, সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—অশ্বাবদানস্য অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ মহিমাখ্যৌ (সৌবর্ণ-রাজতৌ) গ্রহৌ (হবনাধারপাত্রবিশেষৌ) স্থাপ্যেতে, তদ্বিষয়ে দর্শনমিদানীমুচ্যতে—'অহঃ' ইত্যাদি।

পুরস্তাৎ (অশ্বাবদানস্য অগ্রে স্থাপ্যমানঃ) মহিমা (তদাখ্যঃ সুবর্ণময়ঃ গ্রহঃ) বৈ অশ্বং (লক্ষীকৃত্য) অহঃ (দিবসোপলক্ষিতঃ সূর্য্যঃ) অন্বজায়ত (জাতঃ); তস্য (সৌবর্ণগ্রহস্য) পূর্ব্বে সমুদ্রে (পূর্ব্বঃ সমুদ্রঃ) যোনিঃ (আসাদনস্থানম্ উৎপত্তিস্থানং বা)। পশ্চাৎ (পশ্চাদ্ভাগে স্থাপ্যমানঃ) মহিমা (তদাখ্যঃ রজতময়ঃ গ্রহঃ) এনং (অশ্বং প্রতি) রাত্রিঃ (রাত্র্যুপলক্ষিতঃ চন্দ্রঃ) অন্বজায়ত। তস্য (রাজতগ্রহস্য) অপরে সমুদ্রে (পশ্চিমঃ সমুদ্রঃ) যোনিঃ (আসাদনস্থানম্); এতৌ (পূর্ব্বোক্তৌ) মহিমানৌ অশ্বম্ অভিতঃ (অগ্রতঃ পশ্চাৎ চ) সংবভূবতুঃ। হয়ঃ (বিশিষ্টগতি-সম্পন্নঃ) ভূত্বা (অশ্বরূপং পরিগৃহ্য) দেবান্ অবহৎ; বাজী (জাতিবিশেষঃ) ভূত্বা গন্ধর্ব্বান্ (অবহৎ); অর্ব্বা (জাতিবিশেষঃ) ভূত্বা অসুরান্ (অবহৎ); অশ্বঃ (ভূত্বা) মনুষ্যান্ (অবহৎ)। সমুদ্রঃ (পরমাত্মা, প্রসিদ্ধঃ সাগরো বা) এব অস্য (অশ্বস্য) বন্ধুঃ (বধ্যতে অস্মিন্ ইতি বন্ধুঃ—স্থিতিহেতুঃ), সমুদ্র এব যোনিঃ (উৎপত্তিকারণম্)। (এবং সর্ব্বতঃ শুদ্ধরূপত্বমশ্বস্যেতি ভাবঃ)।

মূলানুবাদ—এখন যজ্ঞীয় অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে যে দুইটী সুবর্ণময় ও রজতময় মহিমানামক গ্রহ অর্থাৎ হোমাধার পাত্র স্থাপন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তার উপদেশ করা হইতেছে—

অশ্বের অগ্রে যে 'মহিমা'-নামক সুবর্ণময় গ্রহ স্থাপিত হয়, তাহাই অহঃ অর্থাৎ দিবসাধিপতি সূর্য্য; পূর্ব্ব সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান; আর পরবর্ত্তী রজতময় যে গ্রহ, তাহাই রাত্রি, অর্থাৎ রাত্রির অধিপতি চন্দ্র; পশ্চিম সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান। এই দুইটি মহিমা অশ্বাবদানের পূর্ব্বে ও পরে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। হয় অর্থাৎ গমনশীল, অথবা জাতিবিশেষ। 'হয়' হইয়া দেবতাগণকে বহন করিয়াছিলেন; 'বাজী'

(একজাতীয় অশ্ব) হইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়াছিলেন, আর অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন। সমুদ্র ইহার (অশ্বের) বন্ধু অর্থাৎ রক্ষাহেতু, এবং সমুদ্রই ইহার উৎপত্তিস্থান ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অহর্বা ইতি। সৌবর্ণ-রাজতৌ মহিমাখ্যৌ গ্রহৌ অশ্বস্যাগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ স্থাপ্যেতে, তদ্বিষয়মিদং দর্শনম্।—

অহঃ সৌবর্ণো গ্রহঃ, দীপ্তিসামান্যাৎ বৈ। অহরশ্ব পুরস্তান্মহিমান্বজায়তেতি কথম্? অশ্বস্য প্রজাপতিত্বাৎ; প্রজাপতির্হি আদিত্যাদিলক্ষণোঽহ্না লক্ষ্যতে; অশ্বং লক্ষয়িত্বা অজায়ত সৌবর্ণো মহিমা গ্রহঃ, বৃক্ষমনু বিদ্যোততে বিদ্যুদিতি যদ্বৎ। তস্য গ্রহস্য পূর্ব্বে পূর্ব্বঃ, সমুদ্রে সমুদ্রঃ যোনিঃ বিভক্তিব্যত্যয়েন; যোনিরিত্যাসাদনস্থানম্। তথা রাত্রিঃ রাজতো গ্রহঃ, বর্ণসামান্যাৎ জঘন্যত্বসামান্যাদ্বা। এনম্ অশ্বং পশ্চাৎ পৃষ্ঠতো মহিমা অন্বজায়ত; তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিঃ। মহিমা মহত্ত্বাৎ; অশ্বস্য হি বিভূতিরেষা, যৎ সৌবর্ণো রাজতশ্চ গ্রহাবুভয়তঃ স্থাপ্যেতে; তাবেতৌ বৈ মহিমানৌ, মহিমাখ্যৌ গ্রহৌ অশ্বমভিতঃ সম্বভূবতুঃ উক্তলক্ষণাবেব সম্ভূতৌ। ইত্থমসাবশ্বো মহত্ত্বযুক্ত ইতি পুনর্ব্বচনং স্তুত্যর্থম্। তথা চ হয়ো ভূত্বেত্যাদি স্তুত্যর্থমেব। হয়ো হিনোতের্গতিকর্ম্মণঃ, বিশিষ্টগতিরিত্যর্থঃ; জাতিবিশেষো বা; দেবানবহৎ দেবত্বমগময়ৎ, প্রজাপতিত্বাৎ; দেবানাং বা বোঢ়াভবৎ।

নন্ব নিন্দৈব বাহনত্বম্? নৈষ দোষঃ; বাহনত্বং স্বাভাবিকমশ্বস্য, স্বাভাবিকত্বাৎ উচ্চৈঃশ্রবঃপ্রাপ্তির্দেবাদিসম্বন্ধোঽশ্বস্যেতি স্তুতিরেবৈষা। তথা বাজ্যাদয়ো জাতিবিশেষাঃ। বাজী ভূত্বা গন্ধর্ব্বান্ অবহদিত্যনুষঙ্গঃ। তথা অর্বা ভূত্বা অসুরান্, অশ্বো ভূত্বা মনুষ্যান্। সমুদ্র এবেতি পরমাত্মা; বন্ধুর্বন্ধনম্ বধ্যতেঽস্মিন্নিতি। সমুদ্রো যোনিঃ কারণমুৎপত্তিং প্রতি। এবমসৌ শুদ্ধযোনিঃ শুদ্ধস্থিতিরিতি স্তূয়তে; "অপ্সু যোনির্বা অশ্বঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রসিদ্ধ এব বা সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ১

টীকা। অশ্বাবয়বেষু কালাদিদৃষ্টীর্বিধায় অশ্বং প্রজাপতিরূপং বিবক্ষিত্বা কণ্ডিকান্তরং গৃহীত্বা তাৎপর্য্যমাহ—অহরিত্যাদিনা। গ্রহৌ হবনীয়দ্রব্যাধারৌ পাত্রবিশেষৌ অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চেতি সংস্থাপনাৎ প্রাগূর্দ্ধং চেতি যাবৎ। প্রসিদ্ধা তাবদহ্নি দীপ্তিঃ, সৌবর্ণে চ গ্রহে সা অস্তি, অতঃ তস্মিন্ অহর্দৃষ্টিরিতি দর্শনং বিভজতে—অহস্মিতি। অশ্বসংস্থাপনাৎ পূর্ব্বং যো মহিমাখ্যো গ্রহঃ স্থাপ্যতে, স চেৎ অহর্দৃষ্ট্যোপাস্যতে, কথং সোঽশ্বম্ অন্বজায়তেতি পশ্চাদ্ অশ্বস্য তজ্জন্ম-

বাচোযুক্তিরিতি শঙ্কতে—অহরশ্বমিতি। নায়ং পশ্চাদর্থোঽনুশব্দঃ, কিন্তু লক্ষণার্থঃ। তথা চ অশ্বস্য প্রজাপতিরূপত্বাৎ তং লক্ষয়িত্বা গ্রহস্য যথোক্তস্য প্রবৃত্তেরুপদেশাৎ অশ্বম্ অন্বজায়ত ইত্য-বিরুদ্ধমিতি পরিহরতি—অশ্বস্যেতি। তদেব স্ফুটয়তি—প্রজাপতিরিতি। কাল-লোক-দেবতাত্মা প্রজাপতিরশ্বাত্মনা দৃশ্যমানোঽত্র অহর্দৃষ্ট্যা দৃষ্টেন গ্রহেণ লক্ষ্যতে। তথা চ অশ্বম্ অন্বজায়তেতি শ্রুতিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। অনু-শব্দো ন পশ্চাদ্বাচী, ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—বৃক্ষমিতি। যদা বৃক্ষং লক্ষয়িত্বা তস্যাগ্রে বিদ্যুদ্বিদ্যোততে, তদা বৃক্ষমনুবিদ্যোততে সেতি প্রযুজ্যতে। তথাঽত্রাপি অনুশব্দো ন পশ্চাদর্থ ইত্যর্থঃ। যত্র চ স্থানে গ্রহঃ স্থাপ্যতে, তৎপূর্ব্বসমুদ্রদৃষ্ট্যা ধ্যেয়মিত্যাহ—তস্যেতি। পূর্ব্বত্বমত্র সাদৃশ্যম্। কথং সপ্তমী প্রথমার্থে যোজ্যতে, ছন্দস্যর্থানুসারেণ বাক্যস্য-সম্ভবাদিত্যাহ—বিভক্তীতি। যথা সৌবর্ণে গ্রহেঽহর্দৃষ্টিরুপদিষ্টা, তথা রাজতে গ্রহে রাত্রিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, ইত্যাহ—তথেতি। অস্তি হি চন্দ্রাতপবত্ত্বাদ্রাত্রেঃ শৌক্ল্যম্, অস্তি চ রাজতস্য গ্রহস্য, তদ্যুক্তং তত্র রাত্রিদর্শনমিত্যাহ—বর্ণেতি। রজতং সুবর্ণাজ্জঘন্যমহ্নশ্চ রাত্রিঃ, অতো বা সাদৃশ্যাৎ তত্র রাত্রিদৃষ্টিরিত্যাহ—জঘন্যেতি। প্রজাপতিরূপং প্রকৃতমশ্বং লক্ষয়িত্বা তৎসংক্রমণাৎ পশ্চাৎ অস্য প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—এনমিতি। তদাসাদনস্থানে পশ্চিমসমুদ্রদৃষ্টির্বিধেয়া ইত্যাহ—তস্যেতি। কথমেতৌ গ্রহৌ মহিমাখ্যৌ উক্তৌ? মহত্ত্বোপেতত্বাদিত্যাহ—মহিমেতি। অশ্বাখ্যবিষয়ং দর্শনমাদিশ্য গ্রহবিষয়ং তদাদিশতো বাক্যভেদঃ স্যাদিত্যাহ—অশ্বস্যেতি। কিমত্র নিয়ামকম্? ইত্যাশঙ্ক্য পুনরুক্তিরিতি মত্বাহ—ভবিতাদিনা। সংশব্দার্থকথনম্—এবেতি।

বাক্যশেষোঽপ্যত্রানুকূলো ভবতীত্যাহ—তথা চেতি। তচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টস্বরূপমস্য তদর্থ-মাহ—হয় ইতি। বাজিশব্দানাং জাতিবিশেষবাচিত্বাৎ অত্রাপি তদেব গ্রাহ্যমিতি পক্ষান্তরমাহ—জাতীতি। দেবানাং দেবত্বপ্রাপকত্বং কথমস্য ইত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতেরিতি। অশ্বঃ স্তোতুমারব্ধঃ কস্মাদ্ধেতোস্তন্নিন্দাবচনমত্রোচিতমিতি শঙ্কতে—নহীতি। উপক্রমবিরোধো নাস্তীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। সমুৎপদ্য ভূতানি প্রবসন্ত্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা পরম-গম্ভীরস্যেশ্বরস্য সমুদ্রশব্দতামাহ—পরমাত্মেতি। তত্র যোনিত্বমুৎপাদকত্বং, বন্ধুত্বং স্থাপকত্বং, সমুদ্রত্বং বিলাপকত্বমিতি ভেদঃ। অথ পরমাত্মযোনিত্বাভিধানমুপাস্যাশ্বস্য কোপযুজ্যতে? তত্রাহ—এবমিতি। শ্রুত্যন্তরানুরোধেন সমুদ্রো যোনিরিত্যত্র সমুদ্রশব্দস্য রূঢ়িমনুসন্ধানাদিতি—অপস্য যোনিরিতি॥ ২॥

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্॥ ১॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ—অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে দুইটী গ্রহ অর্থাৎ হবনীয়দ্রব্যাধার পাত্র স্থাপন করিতে হয়; তন্মধ্যে প্রথম গ্রহটী সুবর্ণময়, আর দ্বিতীয় গ্রহটী রজতময়; এখন তদুভয় বিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ করা হইতেছে;—

পূর্ব্বের সুবর্ণময় গ্রহ ও দিবস, উভয়ই দীপ্তিমান্—উজ্জ্বল; এইজন্য অশ্বের অগ্রবর্ত্তী সুবর্ণময় মহিমানামক গ্রহটী হইতেছে অহঃ—দিনাধিপতি সূর্য্যস্বরূপ। ভাল, দিবস্ অশ্বের সম্মুখবর্ত্তী মহিমাখ্য গ্রহ হইল কিরূপে? [উত্তর—] যেহেতু ঐ অশ্ব প্রজাপতিস্বরূপ; এবং যেহেতু আদিত্যরূপী প্রজাপতিই এখানে 'অহঃ' শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন; সেইহেতু 'বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে'

কথার ন্যায় এখানে অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া সুবর্ণময় মহিমানামক গ্রহ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। ইহার যোনি পূর্ব্বদিকের সমুদ্র; 'পূর্ব্বে সমুদ্রে' পদদ্বয়ে প্রথমাবিভক্তির স্থানে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। যোনি অর্থ—যে স্থান হইতে উহা গ্রহণ করিতে হয়, সেই গ্রহণস্থান। সেইরূপ রজতময় গ্রহটী [জ্যোৎস্নাপূর্ণ] রাত্রিস্বরূপ; কারণ, উভয়ের মধ্যে বর্ণগত সাম্য রহিয়াছে, এবং সুবর্ণ ও দিবস অপেক্ষা হীনত্বাংশেও ঐ উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই রজতময় গ্রহটী অশ্বের পশ্চাদ্বর্ত্তী মহিমারূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহার আহরণস্থান পশ্চিম সমুদ্র। মহিমা অর্থ—মহত্ত্ব; কেন না, ইহাই হইতেছে অশ্বের বিভূতি বা মহিমা যে, তাহার উভয়দিকে (অগ্রে ও পশ্চাতে) সুবর্ণময় ও রজতময় দুইটী পাত্র স্থাপিত হয়। সেই এই দুইটী গ্রহ অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে মহিমা প্রকটিত করিতেছে। অশ্বের এবংবিধ মহিমাস্তুতির জন্যই "অশ্বম্ অভিতঃ" ইত্যাদি কথার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। সেইরূপ "হয়ো ভূত্বা" ইত্যাদি বাক্যও তাহারই প্রশংসার্থ উপন্যস্ত হইয়াছে। 'হয়' শব্দটী গত্যর্থক 'হি'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, [ইহার] অর্থ—বিলক্ষণ গতিসম্পন্ন, অথবা 'হয়' একপ্রকার জাতিবিশেষ। 'দেবগণকে বহন করিয়াছিলেন' অর্থ—দেবগণের দেবত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন; কারণ, প্রজাপতিস্বরূপ অশ্বের পক্ষে এরূপ কার্য্যসাধন করা সম্ভবপরই বটে; অথবা, 'হয়' রূপে দেবগণের বাহন হইয়াছিলেন।

ভাল কথা, বাহনত্ব ত নিন্দারই বিষয়, ইহা স্তুতি হয় কিরূপে? না,—ইহাও দোষাবহ অর্থাৎ নিন্দার কথা হয় না; কারণ, বাহনত্ব ধর্ম্মটা অশ্বের স্বভাবসিদ্ধ; তাহাতে যে উৎকর্ষলাভ, অথবা দেবতা প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধলাভ, ইহা ত অশ্বের প্রশংসার কথাই বটে। পরবর্ত্তী বাজী প্রভৃতিও জাতিবিশেষ; বাজী হইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়াছিলেন; সেইরূপ অর্ব্বা (জাতিবিশেষ) হইয়া অসুরগণকে এবং অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন। 'সমুদ্র এব' এই সমুদ্র শব্দের অর্থ—পরমাত্মা; বন্ধু অর্থ—বন্ধন,—যাহাতে জনসমূহ স্বতই আবদ্ধ হয়। সমুদ্রই ইহার বন্ধু এবং সমুদ্রই ইহার উৎপত্তির কারণ। এইরূপে অশ্বের স্তুতি করা হইতেছে যে, এই অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয় স্থান, উভয়ই পরম পবিত্র; অথবা 'জলের মধ্যেই অশ্বের উৎপত্তি', এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধি অনুসারে প্রসিদ্ধ সমুদ্রকেই অশ্বের যোনি বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ২॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥ ১॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্॥

দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি।

সোঽর্চ্চন্নচরৎ তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্তার্চ্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্ কং হ বা অস্মৈ ভবতি, য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—[অথেদানীম্ অশ্বমেধীয়াগ্নেরুৎপত্তিরুচ্যতে—তদ্বিজ্ঞানার্থং তৎস্তুত্যর্থঞ্চ—।] ইহ (সংসারে) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) কিঞ্চন (নামরূপাত্মকং কিঞ্চিদপি) নৈব আসীৎ ; [অপি তু] ইদং (জগৎ) অশনায়য়া (ভোজনেচ্ছা-লক্ষণেন) মৃত্যুনা আবৃতম্ (আচ্ছাদিতম্) আসীৎ ; হি (যস্মাৎ) অশনায়া (অশিতুম্ ইচ্ছা) [এব] মৃত্যুঃ, [অশনেচ্ছানন্তরং হিংসাপ্রবৃত্তেঃ]। [সঃ মৃত্যুঃ] আত্মন্বী (আত্মবান্) স্যাম্ (ভবেয়ম্) ইতি (এবম্ অভিপ্রেত্য) তৎ (প্রসিদ্ধং) মনঃ (অন্তঃকরণং) অকুরুত (জগৎ-সিসৃক্ষয়া সংকল্পাদিধর্ম্মকম্ অন্তঃকরণং সৃষ্টবান্)। সঃ (সমনস্কঃ মৃত্যুরূপঃ প্রজাপতিঃ) অর্চ্চন্ (সফলকামতয়া আত্মানং পূজয়ন্) অচরৎ (তদনুরূপম্ আচচার)। অর্চ্চতঃ (আত্মানং পূজয়তঃ) তস্য (প্রজাপতেঃ) [সকাশাৎ] আপঃ (জলানি) অজায়ন্ত (উৎপন্না বভূবুঃ)। অর্চ্চতে মে (মহ্যং) বৈ কম্ (জলং) অভূৎ ইতি [যৎ অমন্যত প্রজাপতিঃ], তৎ এব (মননমেব) অর্কস্য (অশ্বমেধীয়স্যাগ্নেঃ) অর্কত্বং (অর্কত্বে হেতুঃ) ; [অর্চ্চনাদ্ উৎপন্নং কং—সুখহেতুভূতং জলম্ ইতি হি অর্ক-শব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ]। অস্মৈ (উপাসকায়) কং (জলং সুখং বা) হ বৈ (অবধারণে) ভবতি ; যঃ (জনঃ) অর্কস্য (অশ্বমেধাগ্নেঃ) এতৎ অর্কত্বম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ (জানাতি)। তস্যৈতৎ ফলমিতি বিদ্যা স্তূয়তে ॥ ৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ—[অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞীয় অগ্নির বিজ্ঞান ও স্তুতির নিমিত্ত তাহার উৎপত্তি-প্রণালী বর্ণিত হইতেছে,—] সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সংসারে কিছুই ছিল না ; এই জগৎ অশনায়ারূপ মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অশনায়া অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাই লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যু। সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি 'আমি আত্মন্বী—অন্তঃকরণযুক্ত

হইব' ইচ্ছা করিয়া প্রসিদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিলেন। তিনি অন্তঃকরণ-সম্পন্ন হইয়া আপনাকে অভিনন্দিত করত অবস্থান করিলেন। আত্মপূজাকারী সেই প্রজাপতি হইতে অপ্ (জল্) প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি যে, 'আত্মপূজাশীল আমার উদ্দেশে জল উৎপন্ন হইল' মনে করিয়াছিলেন, তাহাই অর্কের অর্কত্ব, অর্থাৎ অশ্বমেধীয় অগ্নির 'অর্ক' সংজ্ঞার হেতু। ['অর্চ্চ' ধাতু, এবং জল ও সুখবাচক 'ক' শব্দের যোগে 'অর্ক' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও, যে লোক অশ্বমেধীয় অগ্নির যথোক্তপ্রকার অর্কত্ব জানেন, তাহার সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই 'ক' (জল বা সুখ) সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অথ অগ্নেঃ অশ্বমেধোপযোগিকস্য উৎপত্তিরুচ্যতে। তদ্বিষয়-দর্শনবিবক্ষয়া এবোৎপত্তিঃ স্তুত্যর্থা। নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ—ইহ সংসারমণ্ডলে, কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাম-রূপপ্রবিভক্তবিশেষম্, নৈবাসীৎ ন বভূব, অগ্রে প্রাগুৎপত্তের্মনআদেঃ।

কিং শূন্যমেব বভূব? শূন্যমেব স্যাৎ; "নৈবেহ কিঞ্চন" ইতি শ্রুতেঃ ন কার্য্যং কারণং বা আসীৎ উৎপত্তেঃ, উৎপদ্যতে হি ঘটঃ; অতঃ প্রাগুৎপত্তের্ঘটস্য নাস্তিত্বম্। ননু কারণস্য ন নাস্তিত্বং, মৃৎপিণ্ডাদিদর্শনাৎ; যৎ নোপলভ্যতে, তস্যৈব নাস্তিতা অস্তু কার্য্যস্য, ন তু কারণস্য, উপলভ্যমানত্বাৎ। ন, প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বানুপলম্ভাৎ। অনুপলব্ধিশ্চেদভাবে হেতুঃ, সর্ব্বস্য জগতঃ প্রাগুৎপত্তের্ন কারণং কার্য্যং বা উপলভ্যতে, তস্মাৎ সর্ব্বস্যৈবাভাবোঽস্তু।

ন; 'মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ' ইতি শ্রুতেঃ। যদি হি কিঞ্চিদপি নাসীৎ—যেন আব্রিয়তে, যচ্চ আব্রিয়তে, তদা নাবক্ষ্যৎ 'মৃত্যুনৈবেদমাবৃতম্' ইতি; ন হি ভবতি গগনকুসুমচ্ছন্নো বন্ধ্যাপুত্র ইতি; ব্রবীতি চ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদিতি। তস্মাৎ যেনাবৃতং কারণেন, যচ্চাবৃতং কার্য্যং, প্রাগুৎপত্তেঃ তদুভয়মাসীৎ, শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাৎ, অনুমেয়ত্বাচ্চ। অনুমীয়তে চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যকারণয়োরস্তিত্বম্। কার্য্যস্য হি সতো জায়মানস্য কারণে সত্যুৎপত্তিদর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, জগতোঽপি প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাস্তিত্বমনুমীয়তে, ঘটাদিকারণাস্তিত্ববৎ।

ঘটাদিকারণস্যাপি অসত্ত্বমেব, অনুপমৃদ্য মৃৎপিণ্ডাদিকং ঘটাদ্যনুৎপত্তেরিতি চেৎ; ন; মৃদাদেঃ কারণত্বাৎ। মৃৎসুবর্ণাদি হি তত্র কারণং ঘট-রুচকাদেঃ, ন পিণ্ডাকারবিশেষঃ, তদভাবে ভাবাৎ। অসত্যপি পিণ্ডাকারবিশেষে মৃৎসুবর্ণাদি-কারণদ্রব্যমাত্রাদেব ঘটরুচকাদি-কার্য্যোৎপত্তির্দৃশ্যতে। তস্মাৎ ন

পিণ্ডাকারবিশেষো ঘটরুচকাদিকারণম্। অসতি তু মৃৎসুবর্ণাদিদ্রব্যে ঘটরুচকাদির্ন জায়তে, ইতি মৃৎসুবর্ণাদিদ্রব্যমেব কারণম্, ন তু পিণ্ডাকারবিশেষঃ। সর্ব্বং হি কারণং কার্য্যমুৎপাদয়ৎ পূর্ব্বোৎপন্নস্যাত্মকার্য্যস্য তিরোধানং কুর্ব্বৎ কার্য্যান্তরমুৎপাদয়তি; একস্মিন্ কারণে যুগপদনেক-কার্য্যবিরোধাৎ। ন চ পূর্ব্বকার্য্যোপমর্দ্দে কারণস্য স্বাত্মোপমর্দ্দো ভবতি; তস্মাৎ পিণ্ডাদ্যপমর্দ্দে কার্য্যোৎপত্তিদর্শনম্ অহেতুঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাসত্ত্বে।

পিণ্ডাদিব্যতিরেকেণ মৃদাদেঃ অসত্ত্বাদ্ অযুক্তমিতি চেৎ,—পিণ্ডাদিপূর্ব্বকার্য্যোপমর্দ্দে মৃদাদিকারণং নোপমৃদ্যতে, ঘটাদিকার্য্যান্তরেঽপ্যনুবর্ত্ততে, ইত্যেতদযুক্তম্, পিণ্ডঘটাদিব্যতিরেকেণ মৃদাদিকারণস্য অনুপলম্ভাদিতি চেৎ; ন; মৃদাদিকারণানাং ঘটাদ্যুৎপত্তৌ পিণ্ডাদিনিবৃত্তৌ অনুবৃত্তিদর্শনাৎ। সাদৃশ্যাদ্ অন্বয়দর্শনম্, ন কারণানুবৃত্তেরিতি চেৎ; ন; পিণ্ডাদিগতানাং মৃদাদ্যবয়বানামেব ঘটাদৌ প্রত্যক্ষত্বে অনুমানাভাসাৎ সাদৃশ্যাদিকল্পনানুপপত্তেঃ।

ন চ প্রত্যক্ষানুমানয়োর্বিরুদ্ধা ব্যভিচারিতা, প্রত্যক্ষপূর্ব্বকত্বাদনুমানস্য; সর্ব্বত্রৈব অনাশ্বাসপ্রসঙ্গাৎ,—যদি চ ক্ষণিকং সর্ব্বং 'তদেবেদম্' ইতি গম্যমানং, তদ্বুদ্ধেরপি অন্য-তদ্বুদ্ধ্যপেক্ষত্বে তস্যা অপি অন্য-তদ্বুদ্ধ্যপেক্ষত্বম্,—ইত্যনবস্থায়াং তৎসদৃশমিদম্ ইত্যস্যা অপি বুদ্ধের্মৃষাত্বাৎ সর্ব্বত্র অনাশ্বাসতৈব। তদিদং বুদ্ধ্যোরপি কর্ত্রভাবে সম্বন্ধানুপপত্তিঃ।

সাদৃশ্যাৎ তৎসম্বন্ধ ইতি চেৎ; ন; তদিদং বুদ্ধ্যোঃ ইতরেতরবিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। অসতি চ ইতরেতরবিষয়ত্বে সাদৃশ্যগ্রহণানুপপত্তিঃ। অসত্যেব সাদৃশ্যে তদ্বুদ্ধিরিতি চেৎ; ন; তদিদংবুদ্ধ্যোরপি সাদৃশ্যবুদ্ধিবদ্ অসদ্বিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। অসদ্বিষয়ত্বমেব সর্ব্ববুদ্ধীনামস্তু ইতি চেৎ; ন; বুদ্ধি-বুদ্ধেরপি অসদ্বিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদপ্যস্তু ইতি চেৎ; ন; সর্ব্ববুদ্ধীনাং মৃষাত্বে অসত্যবুদ্ধ্যনুপপত্তেঃ। তস্মাদসদেতৎ—সাদৃশ্যাৎ তদ্বুদ্ধিরিতি। অতঃ সিদ্ধঃ প্রাক্কার্য্যোৎপত্তেঃ কারণসদ্ভাবঃ; কার্য্যস্য চাভিব্যক্তিলিঙ্গত্বাৎ।

কার্য্যস্য চ সদ্ভাবঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সিদ্ধঃ; কথম্? অভিব্যক্তি-লিঙ্গত্বাৎ, অভিব্যক্তিলিঙ্গমস্যেতি? অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাৎ বিজ্ঞানালম্বনত্বপ্রাপ্তিঃ। যদ্ধি লোকে প্রাবৃতং তমআদিনা ঘটাদি বস্তু, তদ্ আলোকাদিনা প্রাবরণতিরস্কারেণ বিজ্ঞানবিষয়ত্বং প্রাপ্নুবৎ প্রাক্সদ্ভাবং ন ব্যভিচরতি; তথেদমপি জগৎ প্রাগুৎপত্তেরিত্যবগচ্ছামঃ। ন হি অবিদ্যমানো ঘট উদিতেঽপ্যাদিত্যে উপলভ্যতে।

ন; তে অবিদ্যমানত্বাভাবাদ্ উপলভ্যেতৈব ইতি চেৎ,—ন হি তব ঘটাদি

কার্য্যং কদাচিদপি অবিদ্যমানম্, ইত্যাদিতে আদিত্যে উপলভ্যেতৈব, মৃৎপিণ্ডে অসন্নিহিতে তমআদ্যাবরণে চাসতি বিদ্যমানত্বাদিতি চেৎ; ন; দ্বিবিধত্বাদ্ আবরণস্য। ঘটাদিকার্য্যস্য দ্বিবিধং হি আবরণং—মৃদাদেরভিব্যক্তস্য তমঃ-কুড্যাদি, প্রাক্ মৃদোঽভিব্যক্তের্মৃদাদ্যবয়বানাং পিণ্ডাদিকার্য্যান্তররূপেণ সংস্থানম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তের্বিদ্যমানস্যৈব ঘটাদিকার্য্যস্য আবৃতত্বাৎ অনুপলব্ধিঃ। নষ্টোৎপন্নভাবাভাবশব্দ-প্রত্যয়ভেদস্তু অভিব্যক্তিতিরোভাবয়োর্দ্বিবিধত্বাপেক্ষঃ।

• পিণ্ডকপালাদেঃ আবরণবৈলক্ষণ্যাৎ অযুক্তমিতি চেৎ,—তমঃকুড্যাদি হি ঘটাদ্যাবরণং ঘটাদিভিন্নদেশং দৃষ্টম্, ন তথা ঘটাদিভিন্নদেশে দৃষ্টে পিণ্ড-কপালে; তস্মাৎ পিণ্ড-কপালসংস্থানয়োঃ বিদ্যমানস্যৈব ঘটস্য আবৃতত্বাদনুপলব্ধিরিত্যযুক্তম্, আবরণধর্ম্ম-বৈলক্ষণ্যাদিতি চেৎ; ন; ক্ষীরোদকাদেঃ ক্ষীরাদ্যাবরণেন একদেশত্বদর্শনাৎ। ঘটাদিকার্য্যে কপাল-চূর্ণাদ্যবয়বানামন্তর্ভাবাদনাবরণত্বমিতি চেৎ; ন, বিভক্তানাং কার্য্যান্তরত্বাদ্ আবরণত্বোপপত্তেঃ।

আবরণাভাব এব যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি চেৎ—পিণ্ডকপালাবস্থয়োর্বিদ্যমানমেব ঘটাদিকার্য্যমাবৃতত্বাৎ নোপলভ্যত ইতি চেৎ; ঘটাদিকার্য্যার্থিনা তদাবরণ-বিনাশ এব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, ন ঘটাদ্যুৎপত্তৌ; ন চৈতদস্তি। তস্মাদযুক্তং বিদ্যমানস্যৈব আবৃতত্বাদনুপলব্ধিরিতি চেৎ; ন; অনিয়মাৎ।—ন হি বিনাশমাত্রপ্রযত্নাদেব ঘটাদ্যভিব্যক্তির্নিয়তা; তম-আদ্যাবৃতে ঘটাদৌ প্রদীপাদ্যুৎপত্তৌ প্রযত্নদর্শনাৎ। সোঽপি তমোনাশায়ৈব ইতি চেৎ,—দীপাদ্যুৎপত্তাবপি যঃ প্রযত্নঃ, সোঽপি তমস্তিরস্করণায়; তস্মিন্ নষ্টে ঘটঃ স্বয়মেবোপলভ্যতে; ন হি ঘটে কিঞ্চিদাধীয়ত ইতি চেৎ; ন; প্রকাশবতো ঘটস্যোপলভ্যমানত্বাৎ। যথা প্রকাশবিশিষ্টো ঘট উপলভ্যতে প্রদীপকরণে, ন তথা প্রাক্ প্রদীপকরণাৎ। তস্মাৎ ন তমস্তিরস্কারায়ৈব প্রদীপকরণম্; কিং তর্হি? প্রকাশবত্ত্বায়; প্রকাশবত্ত্বেনৈব উপলভ্যমানত্বাৎ। ক্বচিদাবরণবিনাশেঽপি যত্নঃ স্যাৎ, যথা কুড্যাদি-বিনাশে। তস্মাৎ ন নিয়মোঽস্তি—অভিব্যক্ত্যর্থিনা আবরণবিনাশ এব যত্নঃ কার্য্য ইতি।

নিয়মার্থবত্ত্বাচ্চ।—কারণে বর্ত্তমানং কার্য্যং কার্য্যান্তরাণামাবরণম্, ইত্যবোচাম। তত্র যদি পূর্ব্বাভিব্যক্তস্য কার্য্যস্য পিণ্ডস্য ব্যবহিতস্য বা কপালস্য বিনাশে এব যত্নঃ ক্রিয়েত, তদা বিদলচূর্ণাদ্যপি কার্য্যং জায়েত; তেনাপি আবৃতো ঘটো নোপলভ্যত ইতি পুনঃ প্রযত্নান্তরাপেক্ষৈব। তস্মাদ্ ঘটাদ্যভিব্যক্ত্যর্থিনো নিয়ত এব কারকব্যাপারোঽর্থবান্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরপি সদেব কার্য্যম্।

অতীতানাগতপ্রত্যয়ভেদাচ্চ।—‘অতীতো ঘটঃ অনাগতো ঘট,’ ইত্যেতয়োশ্চ প্রত্যয়য়োঃ বর্ত্তমানঘটপ্রত্যয়বৎ ন নির্ব্বিষয়ত্বং যুক্তম্। অনাগতার্থি-প্রবৃত্তেশ্চ।—ন হি অসতি অর্থিতয়া প্রবৃত্তির্লোকে দৃষ্টা। যোগিনাং চ অতীতানাগত-জ্ঞানস্য সত্যত্বাৎ। অসংশ্চেদ্ ভবিষ্যদ্ঘটঃ, ঐশ্বরং ভবিষ্যদ্ঘটবিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানং মিথ্যা স্যাৎ। ন চ প্রত্যক্ষমুপচর্য্যতে; ঘটসদ্ভাবে হি অনুমানম্ অবোচাম।

বিপ্রতিষেধাচ্চ।—যদি ঘটো ভবিষ্যতীতি -কুলালাদিষু ব্যাপ্রিয়মাণেষু ঘটার্থং প্রমাণেন নিশ্চিতম্; যেন চ কালেন ঘটস্য সম্বন্ধঃ—ভবিষ্যতীত্যুচ্যতে, তস্মিন্নেব কালে ঘটোঽসন্নিতি বিপ্রতিষিদ্ধমভিধীয়তে; ভবিষ্যন্ ঘটোঽসন্নিতি—ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ, অয়ং ঘটো ন বর্ত্ততে ইতি যদ্বৎ।

অথ প্রাগুৎপত্তের্ঘটোঽসন্নিত্যুচ্যেত,—ঘটার্থং প্রবৃত্তেষু কুলালাদিষু তস্য যো ব্যাপাররূপেণ বর্ত্তমানাস্তাবৎকুলালাদয়ঃ, তথা ঘটো ন বর্ত্ততে ইত্যসচ্ছব্দস্যার্থশ্চেৎ, ন বিরুধ্যতে। কস্মাৎ? যেন হি ভবিষ্যদ্রূপেণ ঘটো বর্ত্ততে; ন হি পিণ্ডস্য বর্ত্তমানতা কপালস্য বা ঘটস্য ভবতি, ন চ তয়োর্ভবিষ্যত্তা ঘটস্য। তস্মাৎ কুলালাদি-ব্যাপারবর্ত্তমানতায়াং প্রাগুৎপত্তের্ঘটোঽসন্নিতি ন বিরুধ্যতে। যদি ঘটস্য যৎ স্বং ভবিষ্যত্তাকার্য্যরূপম্, তৎ প্রতিষিধ্যেত; তৎপ্রতিষেধে বিরোধঃ স্যাৎ; ন তু তদ্ ভবান্ প্রতিষেধতি; ন চ সর্ব্বেষাং ক্রিয়াবতাম্ একৈব বর্ত্তমানতা ভবিষ্যত্ত্বং বা।

অপি চ, চতুর্ব্বিধানামভাবানাং ঘটস্য ইতরেতরাভাবো ঘটাদন্যো দৃষ্টঃ, যথা ঘটাভাবঃ পটাদিরেব, ন ঘটস্বরূপমেব। ন চ ঘটাভাবঃ সন্ পটোঽভাবাত্মকঃ, কিং তর্হি? ভাবরূপ এব, এবং ঘটস্য প্রাক্-প্রধ্বংসাত্যন্তাভাবানামপি ঘটাদন্যত্বং স্যাৎ, ঘটেন ব্যপদিশ্যমানত্বাৎ, ঘটস্যেতরেতরাভাববৎ; তথৈব ভাবাত্মকতা অভাবানাম্। এবঞ্চ সতি, ‘ঘটস্য প্রাগভাবঃ’ ইতি—ন ঘটস্বরূপমেব প্রাগুৎপত্তের্নাস্তি।

অথ ঘটস্য প্রাগভাব ইতি—ঘটস্য যৎ স্বরূপং তদেবোচ্যেত; ঘটস্যেতি ব্যপদেশানুপপত্তিঃ। অথ কল্পয়িত্বা ব্যপদিশ্যেত, ‘শিলাপুত্রকস্য শরীরম্’ ইতি যদ্বৎ; তথাপি ঘটস্য প্রাগভাব ইতি কল্পিতস্যৈবাভাবস্য ঘটেন ব্যপদেশো ন ঘটস্বরূপস্যৈব। অথার্থান্তরং ঘটাদ্ ঘটস্যাভাব ইতি, উক্তোত্তরমেতৎ।

কিঞ্চান্যৎ, প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণবদ্ অভাবভূতস্য ঘটস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধানুপপত্তিঃ, দ্বি-নিষ্ঠত্বাৎ সম্বন্ধস্য। অযুতসিদ্ধানামদোষ ইতি চেৎ ন; ভাবাভাবয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ। ভাবভূতয়োর্হি যুতসিদ্ধতা অযুতসিদ্ধতা বা স্যাৎ, ন তু ভাবাভাবয়োঃ অভাবয়োর্ব্বা; তস্মাৎ সদেব কার্য্যং প্রাগুৎপত্তেরিতি সিদ্ধম্।

কিংলক্ষণেন মৃত্যুনা আবৃতম্, ইত্যত আহ—অশনায়য়া, অশিতুমিচ্ছা অশনায়া, সৈব মৃত্যুঃ, সা হি মৃত্যোর্লক্ষণম্; তয়া লক্ষিতেন মৃত্যুনা অশনায়য়া। কথমশনায়া মৃত্যুরিতি? উচ্যতে—অশনায়া হি মৃত্যুঃ। হি-শব্দেন প্রসিদ্ধং হেতুমবদ্যোতয়তি। যো হি অশিতুমিচ্ছতি, সোঽশনায়ানন্তরমেব হন্তি জন্তূন্; তেনাসৌ অশনায়য়া লক্ষ্যতে মৃত্যুঃ, ইতি অশনায়া হি—ইত্যাহ। বুদ্ধ্যাত্মনোঽশনায়া ধর্ম্মঃ, ইতি স এষ বুদ্ধ্যবস্থো হিরণ্যগর্ভো মৃত্যুরিত্যুচ্যতে; তেন মৃত্যুনেদং কার্য্যমাবৃতমাসীৎ; যথা পিণ্ডাবস্থয়া মৃদা ঘটাদয় আবৃতাঃ স্যুরিতি, তদ্বৎ।

তন্মনোঽকুরুত। তদিতি মনসো নির্দ্দেশঃ। স প্রকৃতো মৃত্যুর্বক্ষ্যমাণ-কার্য্য-সিসৃক্ষয়া তৎকার্য্যালোচনক্ষমং মনঃশব্দবাচ্য সঙ্কল্পাদিলক্ষণমন্তঃকরণম্ অকুরুত কৃতবান্। কেনাভিপ্রায়েণ মনোঽকরোৎ ইতি? উচ্যতে—আত্মন্বী আত্মবান্ স্যাং ভবেয়ম্; অহমনেনাত্মনা মনসা মনস্বী স্যামিত্যভিপ্রায়ঃ।

স প্রজাপতিঃ অভিব্যক্তেন মনসা সমনস্কঃ সন্ অর্চ্চন্ অর্চ্চয়ন্ পূজয়ন্ আত্মানমেব—কৃতার্থোঽস্মীতি, অচরৎ চরণমকরোৎ। তস্য প্রজাপতেরর্চ্চতঃ পূজয়ত আপঃ রসাত্মিকাঃ পূজাঙ্গভূতা অজায়ন্ত উৎপন্নাঃ। অত্রাকাশপ্রভৃতীনাং ত্রয়াণামুৎপত্ত্যনন্তরমিতি বক্তব্যম্, শ্রুত্যন্তরসামর্থ্যাৎ, বিকল্পাসম্ভবাচ্চ সৃষ্টিক্রমস্য। অর্চ্চতে পূজাং কুর্ব্বতে বৈ মে মহ্যং কম্ উদকমভূৎ ইতি এবমমন্যত যস্মাৎ মৃত্যুঃ, তদেব তস্মাদেব হেতোরর্কস্যাগ্নেঃ অশ্বমেধক্রতূপযোগিকস্যার্কত্বম্—অর্কত্বে হেতুরিত্যর্থঃ। অগ্নেরর্কনামনির্ব্বচনমেতৎ—অর্চ্চনাৎ সুখহেতুপূজাকরণাৎ অপ্‌সম্বন্ধাচ্চ অগ্নেরেতদ্ গৌণং নাম 'অর্কঃ' ইতি। য এবং যথোক্তমর্কস্যার্কত্বং বেদ জানাতি, কম্ উদকং সুখং বা নামসামান্যাৎ; হ বা ইত্যবধারণার্থৌ; ভবত্যেবেতি, অস্মৈ এবংবিদে এবংবিদর্থং ভবতি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

টীকা। অশ্বাদিদর্শনোক্ত্যনন্তরম্ অগ্নিদর্শনং বক্তুং ব্রাহ্মণান্তরম্ অবতারয়তি—অথেতি নৈবেহ-ইত্যাদৌ, তদ্দৃষ্টিনাস্তীতি চেৎ, সত্যং, তত্র অগ্নেরুৎপত্তিং বক্তুং ভূমিকা ক্রিয়তে ইত্যাহ—অগ্নেরিতি। বায়োরগ্নিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং তজ্জন্মেতি চেৎ, সত্যং, তদ্বিশেষস্যাত্র জন্মোক্তিরিত্যাহ—অশ্বমেধেতি। দর্শনে বিধিৎসিতে কিং জন্মোক্ত্যেতি চেৎ, তত্রাহ—তদ্বিষয়েতি অগ্নিদর্শনস্য বিধাতুমিষ্টস্য সিদ্ধার্থমুপাস্যাগ্নিস্তুতিফলা তদুৎপত্তিরিষ্টা শুদ্ধজন্মত্বাদুৎকৃষ্টত্বেনায়মুপাস্যো রাজাদিবদিত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যমুক্ত্বা বাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—নৈবেত্যাদিনা।

নামরূপাভ্যাং বিভক্তো বিশেষো যস্মিন্নিতি বহুব্রীহিঃ। অত্র শূন্যবাদী লব্ধাবকাশোঽবিমৃশ্য পরেষ্টস্য তাবৎসত্ত্বেন স্বপক্ষমাহ—কিমিত্যাদিনা। কার্য্যস্য প্রা সত্ত্বে হেত্বন্তরমাহ—উৎপত্তেশ্চেতি বিমতং প্রাগসদুৎপদ্যমানত্বাৎ, যন্নৈবং ন তদেবং, যথা পরেষ্টং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। হেতুসিদ্ধিং শঙ্কিত্বা উত্তরমাহ—উৎপদ্যতে হীতি। ঘটগ্রহণং কার্য্যমাত্রস্য উপলক্ষণার্থম্। উক্তম্ অনুমানং নিগময়তি—অত ইতি। তত্র তার্কিকো ব্রূতে—নন্বিতি। মৃদ্ভূতং ন কার্য্যং কারণং বা আসী

দিতি, তত্র ভাগে বাধঃ ,ভাগে চ অনুমতিঃ ইত্যর্থঃ। কার্য্যস্যাপি কথং প্রাগসত্ত্বোপপত্তিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যন্নেতি। এতেন অনুমানস্য সিদ্ধসাধ্যতা উক্তা। কার্য্যবৎ কারণস্যাপি প্রাগসত্ত্বং কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্কা উক্তহেত্বভাবাৎ নৈবমিত্যাহ—ন ত্বিতি। শূন্যবাদী আহ—ন প্রাগুৎপত্তেরিতি। বিমতং প্রাগসদ্ যোগ্যত্বে সতি তদা অনুপলব্ধত্বাৎ, সম্মতবৎ। ন চ অসিদ্ধো হেতুঃ, শ্রুতেঃ অনতিশঙ্ক্যত্বাৎ। তদবিরোধে সতি উপলব্ধেঃ আভাসত্বাদিত্যর্থঃ। তদেব প্রপঞ্চয়তি—অনুপলব্ধিশ্চেদিতি।

• কার্য্যবৎ কারণস্যাপি প্রাগসত্ত্বে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি—নেত্যাদিনা। "নৈব"-ইত্যাদি· শ্রুতিরব্যক্তনামরূপাদিবিষয়া ন প্রাগসত্ত্বং কার্য্যকারণয়োরাহ; অন্যথা বাক্যশেষবিরোধাদ্ ইত্যর্থঃ। শ্রুতিং বিবৃণোতি—যদি হীতি। দ্বয়োরসত্ত্বে কা বাচোযুক্তেরনুপপত্তিঃ, তত্রাহ—ন হীতি। মা তর্হি বাক্যমেব ভূৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রবীতি চেতি। "মৃত্যুনা"-ইত্যাদিবাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাদিতি। তৎপ্রামাণ্যস্য প্রমাণলক্ষণে স্থিতত্বাদিতি যাবৎ। পরকীয়ে অনুমানে শ্রুতিবিরোধম্ অভিধায় অনুমানবিরোধমাহ—অনুমেয়ত্বাচ্চেতি। কার্য্যকারণয়োঃ সত্ত্বস্য অনুমেয়তয়া তদসত্ত্বম্ অনুমাতুমশক্যম্। উপজীব্যবিষয়তয়া সত্ত্বমনুমানস্য বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ। কার্য্যকারণয়োঃ সত্ত্বানুমানং প্রতিজ্ঞায় প্রথমং কারণসত্ত্বম্ অনুমিনোতি—অনুমীয়তে চেত্যাদিনা। কারণস্য সত্ত্বে অনুমানমাহ—কার্য্যস্য হীতি। বিমতং সৎপূর্ব্বং, কার্য্যত্বাৎ, কুম্ভবদিত্যর্থঃ।

ন অনুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি ন্যায়েন দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবৈকল্যং চোদয়তি—ঘটাদীতি। ন তাবদসিদ্ধো ঘটঃ স্বকারণমুপমৃদ্নাতি, অসতোঽকারকত্বাৎ, সিদ্ধস্য তু উপমর্দ্দকত্বেন অসৎপূর্ব্বকত্বমিতি কুতঃ সাধ্যবিকলতা ইত্যাহ—নেতি। কিং চ অন্বয়িদ্রব্যমেব সর্ব্বত্র কারণং, ন পিণ্ডাকারবিশেষঃ, অনন্বয়াদনবস্থানাচ্চেতি কুতঃ সাধ্যবৈকল্যমিত্যাহ—মৃদাদেরিতি। তদেব স্ফুটয়তি—মৃৎসুবর্ণাদীতি। তত্রেতি দৃষ্টান্তোক্তিঃ। কিং চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কারণমবধেয়ম্। ন চ পিণ্ডাভাবে ঘটো ন ভবতীতি ব্যতিরেকোঽস্তি। পিণ্ডাভাবেঽপি শকলাদিভ্যোঽপি ঘটাদ্যুদ্ভবোপলম্ভাদিত্যাহ—তদভাব ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—অসত্যপীতি। দ্বয়োঽপি ব্যতিরেকরাহিত্যং তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসতীতি। মৃদাদ্যেব ঘটাদিকরণং চেৎ, কিমিতি পিণ্ডাদৌ সত্যেব ততো ঘটাদ্যনুৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সত্যপীতি। ব্রহ্মণি স্থবিজ্ঞাবশাদনুৎপত্তিরিতি ভাবঃ। অন্বয়িদ্রব্যং পূর্ব্বোৎপন্ন-স্বকার্য্যতিরোধানেন কার্য্যান্তরং জনয়তি চেৎ, কার্য্যতাদাত্ম্যেন স্বয়মপি নশ্যেৎ, তত্রোত্তরকার্য্যোৎপত্তিহেত্বভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কার্য্যান্তরেঽপি অনুবৃত্তিদর্শনাৎ কার্য্যান্তরাত্মনা ভাবাচ্চেত্যর্থঃ। অন্বয়িদ্রব্যস্যৈব কারণত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি।

অন্বয়িনো মৃদাদেস্তন্নানাভাবেনাভাবাৎ ন কারণতেতি শঙ্কতে—পিণ্ডাদীতি। তদেব চোদ্যং বিবৃণোতি—পিণ্ডাদীত্যাদিনা। মৃদ্‌ঘটঃ সুবর্ণকুণ্ডলমিত্যাদি-তাদাত্ম্যপ্রত্যয়স্য পিণ্ডাদ্যতিরিক্তমৃদাদ্যভাবে অনুপপত্তেরনুগতং মৃদাদ্যপেয়মিতি পরিহরতি—নেতি। কিং চ, যা পিণ্ডাত্মনা পূর্ব্বেদ্যুর্মৃদাসীৎ, সৈব ঘটাদ্যুদ্ভূদিতি প্রত্যভিজ্ঞয়া মৃদো অন্বয়িন্যাঃ সিদ্ধেস্তৎকারণত্বং দুরপহ্নবমিত্যাহ—মৃদাদীতি। যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, যথা দীপঃ, সন্তশ্চেমে ভাবাঃ, ইত্যনুমানাৎ সর্ব্বার্থানাং ক্ষণিকত্বসিদ্ধেরন্বয়দৃষ্টিঃ। সাদৃশ্যাৎ ভ্রান্তিরিতি শঙ্কতে—সাদৃশ্যাদিতি। প্রত্যভিজ্ঞা-

সিদ্ধ-স্থায্যর্থ-বিরুদ্ধং ক্ষণিকার্থবোধলিঙ্গম্ [অগ্নেঃ] অনুকূতানুমানবৎ ন মানমিতি দূষয়তি—নেত্যাদিনা। সাদৃশ্যাদীত্যাদিশব্দেন প্রত্যভিজ্ঞাভ্রান্তিত্বাদি গৃহ্যতে।

প্রত্যক্ষাৎ কারণৈক্যং গম্যতে, অনুমানাত্তদ্ভেদঃ। অতো দ্বয়োর্বিরুদ্ধত্বস্থাব্যভিচারিত্বাৎ ন প্রত্যক্ষেণানুমানবাধঃ, বৈপরীত্যসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। প্রত্যভিজ্ঞামুপজীব্য ক্ষণিকত্বানুমানাপ্রবৃত্তাবপি উপজীব্যজাতীয়ত্বাৎ তৎপ্রাবল্যাদুপজীবকজাতীয়কমুক্তানুমানং দুর্বলং তদ্বাধ্যমিত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞা স্বার্থে স্বতো ন মানং, বুদ্ধ্যন্তরসংবাদাদেব বুদ্ধীনাং মানত্বস্থ বৌদ্ধৈরিষ্টত্বাৎ। ন চ বুদ্ধ্যন্তরং স্থায়িত্বসাধকমস্তীতি প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্থাপি ক্ষণিকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বত্রেতি। প্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি—যদি চেতি। ক্ষণিকত্বাদবুদ্ধেরপি স্বার্থে স্বতোমানত্বাভাবাৎ তাদৃগ্বুধ্যন্তরাপেক্ষায়াং তস্থাপি তথাত্বেন অনবস্থানাদ্ বুদ্ধেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যমুপেয়ম্। তথা চ প্রত্যভিজ্ঞানং সর্ব্বং তথৈবাবাধাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, প্রত্যভিজ্ঞায়া ভ্রান্তিত্বং বদতা স্বরূপানপহ্নবাৎ তদিদংবুদ্ধ্যোঃ সামানাধিকরণ্যেন সম্বন্ধো বাচ্যঃ, স চ বক্তুং ন শক্যতে, ক্ষণদ্বয়সম্বন্ধিনো দ্রষ্টুরভাবাদিত্যাহ—তদিদমিতি।

অসতি সম্বন্ধে বুদ্ধ্যোঃ সাদৃশ্যাৎ তদ্বুদ্ধিরিতি শঙ্কতে—সাদৃশ্যাদিতি। তয়োঃ স্বসংবেদ্যত্বাদ্ গ্রাহকান্তরস্থ চাভাবান্ন সাদৃশ্যসিদ্ধিরিতি দূষয়তি—ন তদিদংবুদ্ধ্যোরিতি। তথাপি কিমিতি সাদৃশ্যাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসতি চেতি।

সাদৃশ্যাসিদ্ধিমভ্যুপেত্য শঙ্কতে—অসত্যেবেতি। যত্র সত্যোবার্থে ধীস্তত্রৈব সাধকাপেক্ষা, নাস্মত্রেতি ভাবঃ। তত্র বাহ্যার্থবাদিনং প্রত্যাহ—ন তদিদংবুদ্ধ্যোরিতি। বিজ্ঞানবাদ্যাহ—অসদিতি। তথা সন্তানালম্বনং ক্ষণিকবিজ্ঞানমিত্যস্থাপি জ্ঞানস্থাসদ্বিষয়ত্বে বিজ্ঞানবাদাসিদ্ধিরিত্যাহ—নেতি। শূন্যবাদ্যাহ—তদপীতি। সর্ব্বা ধীরসদ্বিষয়েত্যেবমা ধীরসদ্বিষয়া স্থাৎ, ততশ্চ সর্ব্ববুদ্ধেরসদ্বিষয়ত্বাসিদ্ধিরিতি দূষয়তি—নেত্যাদিনা। পরপক্ষাসম্ভবাত্তৎপ্রত্যভিজ্ঞায়াঃ স্থায়িহেতুসিদ্ধৌ দৃষ্টান্তস্থ সাধ্যবৈকল্যং পরিহৃত্যাবান্তরপ্রকৃতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সম্প্রতি কারণসত্ত্বানুমানং নিগময়তি—অত ইতি। কার্য্যকারণয়োর্দ্বয়োরপি প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমনুমেয়মিতি প্রতিজ্ঞায় কারণাস্তিত্বং প্রপঞ্চিতম্, ইদানীং কার্য্যাস্তিত্বানুমানং দর্শয়তি—কার্য্যস্থ চেতি। প্রাগুৎপত্তেঃ সদ্ভাবঃ প্রসিদ্ধ ইতি চকারার্থঃ।

প্রতিজ্ঞাভাগং বিভজতে—কার্য্যস্থেতি। হেতুভাগমাক্ষিপতি—কথমিতি। অভিব্যক্তিলিঙ্গমস্থেতি ব্যুৎপত্ত্যা, কথমভিব্যক্তিলিঙ্গত্বাদিতি কার্য্যসত্ত্বে হেতুরুচ্যতে? সিদ্ধে হি সত্ত্বে অভিব্যক্তিলিঙ্গমস্থেতি সিধ্যতি, তদ্বলাচ্চ সত্ত্বসিদ্ধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়াদিত্যর্থঃ। সংপ্রতিপন্নয়া অভিব্যক্ত্যা বিপ্রতিপন্নং সত্ত্বং সাধ্যতে, তন্নান্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতি পরিহরতি—অভিব্যক্তিরিতি। কথং তর্হীহানুমানং প্রযোক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য প্রথমং ব্যাপ্তিমাহ—যদ্ধীতি। যদভিব্যজ্যমানং তৎপ্রাগভিব্যক্তেরস্তি, যথা তমোস্থঃস্থং ঘটাদীত্যর্থঃ। সম্প্রত্যনুমিনোতি—তথেতি। বিমতং প্রাগভিব্যক্তেঃ সৎ, অভিব্যক্তিবিষয়ত্বাদ্, যদ্ধ্যভিব্যজ্যতে, তৎ প্রাক্‌সৎ, সংপ্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ। নন্বু তমোঽস্তঃস্থো ঘটঃ অভিব্যঞ্জকসামীপ্যাদভিব্যজ্যতে, ন তত্র প্রাক্কালীনং সত্ত্বং প্রযোজকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি।

উক্তে অনুমানে কার্য্যস্থ সদোপলব্ধিপ্রসঙ্গং বিপক্ষে বাধকমাশঙ্কতে—নেত্যাদিনা।

উক্তানুমাননিষেধো নঞর্থঃ। অবিদ্যমানত্বাভাবাদিতি চ্ছেদঃ। অনুমানে বাধকোপন্যাসং বিবৃণোতি—ন হীতি। বর্ত্তমানবদতীতমাগামি চ ঘটাদি সদেব চেদুপলব্ধিসামগ্র্যাং সত্যাং, তদ্বৎ প্রাগ্জন্মনের্নাশাচ্চোর্দ্ধম্ উপলভ্যেত, ন চৈবমুপলভ্যতে, তস্মাদযুক্তং কার্য্যস্য সদা সত্ত্বমিত্যর্থঃ। মৃৎপিণ্ডগ্রহণং বিরোধিকার্য্যান্তরোপলক্ষণার্থম্। অসন্নিহিতে সতীতি চ্ছেদঃ। ন তাবদ্বিদ্যমানত্বমাত্রং কার্য্যস্য সদোপলম্ভাপাদকং, সতোঽপি ঘটাদেঃ অভিব্যক্তানভিব্যক্ত্যোরুপলব্ধ্যাদিতি সমাধত্তে—নেতি। অভিব্যক্তিসামগ্রীসত্ত্বং হ্যভিব্যক্তিসাধকং, ন তু সত্ত্বস্তৎসামগ্রীনিয়মোঽস্তি ইত্যভিপ্রেত্যাহ—দ্বিবিধত্বাদিতি। উৎপন্নস্য কুড্যাদ্যাবরণমনুৎপন্নস্য বিশিষ্টং কারণমিতি দ্বৈবিধ্যমেব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং সাধয়তি—ঘটাদীতি। যদোপলভ্যমানকারণাবয়বানাং কার্য্যান্তরাকারেণ স্থিতিঃ, তদা নেদং কার্য্যমুপলভ্যতে, তত্রান্যথা চোপলম্ভাৎ ইত্যন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধং কারণস্য কার্য্যান্তররূপেণ স্থিতস্য কার্য্যাবরকত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্। বিশিষ্টস্য কারণস্য আবরকত্বাসিদ্ধৌ সিদ্ধমর্থমাহ—তস্মাদিতি। প্রাক্কার্য্যাস্তিত্বে সিদ্ধে সদা তদুপলব্ধিপ্রসঙ্গবাধকং নিরাকৃত্য, নষ্টো ঘটো নাস্তীত্যাদিপ্রয়োগপ্রত্যয়ভেদানুপপত্তিং বাধকান্তরমাশঙ্ক্যাহ—নষ্টেতি। কপালাদিনা তিরোভাবে নষ্টব্যবহারঃ, পিণ্ডাদ্যাবরণভঙ্গেন অভিব্যক্তাবুৎপন্নব্যবহারঃ, দীপাদিনা তমোনিরাসেনাভিব্যক্তৌ ভাবব্যবহারঃ, পিণ্ডাদিনা তিরোভাবে অভাবব্যবহারঃ। তদেবং কার্য্যস্য সদা সত্ত্বেঽপি প্রয়োগপ্রত্যয়ভেদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

পিণ্ডাদি ন ঘটাদ্যাবরণং, তেন সমানদেশত্বাৎ। যদ্ যস্য আবরণং, ন তৎ তেন সমানদেশং, যথা কুড্যাদীতি—শঙ্কতে—পিণ্ডেতি। ব্যতিরেকানুমানং বিবৃণোতি—তম ইত্যাদিনা। অনুমানফলং নিগময়তি—তস্মাদিতি। কিমিদং সমানদেশত্বম্? কিমেকাশ্রয়ত্বং কিংবৈককারণত্বমিতি বিকল্প্যাদ্যং বিরুদ্ধত্বেন দূষয়তি—নেত্যাদিনা। স্বকারেণ সংকীর্ণস্যোদকাদেরাব্রিয়মাণস্যেতি যাবৎ। দ্বিতীয়মুত্থাপয়তি—ঘটাদীতি। ষষ্ঠ্যন্তং কার্য্যং, তস্মিন্নাত্মনি তেষামবস্থানাৎ তদ্বৎ তেষামনাবরণত্বমিত্যর্থঃ। ঘটাবস্থমৃন্মাত্রবৃত্তিকপালাদেঃ ঘটানাবরণত্বমিষ্টমেবেতি সিদ্ধসাধ্যতা, অব্যক্তঘটাবস্থমৃদ্বৃত্তিকপালাদেঃ অনাবরণত্বসাধনে হেত্বসিদ্ধির্ঘটস্য কপালাদেশ্চ আশ্রয়মৃদবয়বভেদাদিতি দূষয়তি—ন বিভক্তানামিতি।

বিদ্যমানস্যৈব আবৃতত্বাৎ অনুপলব্ধিশ্চেৎ, আবরণতিরস্কারে যত্নঃ স্যাৎ, ন ঘটাদেরুৎপত্তৌ, অতোঽনুভববিরোধঃ সৎকার্য্যবাদিনঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—আবরণেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—পিণ্ডেতি। যত্র আবৃতং বস্তু ব্যজ্যতে, তত্র আবরণভঙ্গ এব যত্নঃ, ইতি ব্যাপ্ত্যভাবান্নানুভববিরোধোঽস্তীতি দূষয়তি—ন অনিয়মাদিতি। অনিয়মং সাধয়তি—ন হীতি। তমসা আবৃতে ঘটাদৌ দীপোৎপত্তৌ যত্নোঽস্তি তত্র চোদয়তি—সোঽপীতি। অনুভববিরোধমাশঙ্ক্যোক্তমেব ব্যনক্তি—দীপাদীতি। দীপস্তমস্তিরয়তি চেৎ, কথং ঘটোপলব্ধিরত আহ—তস্মিন্নিতি। তত্র হেতুমাহ—ন হীতি। অনুভবমনুসৃত্য পরিহরতি—নেত্যাদিনা। কিমিদানীমাবরণভঙ্গে প্রযত্নো নৈতাব নিয়মোঽস্তু, নেত্যাহ—কচিদিতি। অনিয়মং নিগময়ন্ননুভববিরোধাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

কিঞ্চ, অভিব্যঞ্জকব্যাপারে সতি নিয়মেন ঘটো ব্যজ্যতে, তদভাবে নেত্যন্বয়ব্যতিরেকাবধারিতো ঘটার্থঃ কুলালাদিব্যাপারঃ, তস্মাৰ্থবত্বার্থমভিব্যক্ত্যর্থ এব প্রযত্নো বক্তব্যঃ, আবরণ-

ভঙ্গবার্থিক ইত্যাহ—নিয়মেতি। উক্তং স্মারয়ন্নেতদেব বিবৃণোতি—কারণ ইত্যাদিনা। আবৃত্তিভঙ্গার্থে যত্নে যতো ঘটানুপলব্ধিঃ, অতস্তদুপলব্ধ্যর্থত্বেন নিয়তঃ সন্ যত্নঃ সফলঃ স্যাদিতি ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। প্রকৃতমভিব্যক্তিলিঙ্গকমনুমানং নির্দোষত্বাদাদেয়ং যথানন্তরং ফলমুপসংহরতি—তস্মাৎ প্রাগিতি।

কার্যস্য সত্ত্বে যুক্ত্যন্তরমাহ—অতীতেতি। বিমতং সদর্থং প্রমাণত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ। তদেবানুমানং বিশদয়তি—অতীত ইতি। অত্রৈবোপপত্ত্যন্তরমাহ—অনাগতেতি। আগামিনি ঘটে তদর্থিত্বেন লোকে প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, ন চাত্যন্তাসতি সা যুক্তা, তেন তস্যাসদ্বিলক্ষণত্বমিত্যর্থঃ। কিং চ যোগিনামীশস্য চাতীতাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানমিষ্টং, তচ্চ বিদ্যমানোপলম্ভনম্, অতো ঘটস্য সদা সত্ত্বমিত্যাহ—যোগিনাং চেতি। ঈশ্বরসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। ভবিষ্যদ্গ্রহণমতীতোপলক্ষণার্থম্। ঐশ্বরং যৌগিকং চেতি দ্রষ্টব্যম্। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। অধিকবলং হি বাধকং, ন চানতিশয়াদৈশাদিজ্ঞানাৎ অধিকবলং জ্ঞানং দৃষ্টম্, অতো বাধকাভাবাৎ ন তন্মিথ্যেত্যর্থঃ। তস্য সমাক্ত্বেঽপি পূর্বোত্তরকালয়োরসদ্ঘটবিষয়ত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ঘটেতি। পূর্বোত্তরকালয়োরিতি শেষঃ।

ঘটস্য প্রাগসত্ত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—বিপ্রতিষেধাদিতি। স হি কারকব্যাপারদশায়ামসন্নিতি কোঽর্থঃ? কিং তস্য ভবিষ্যত্ত্বাদি তদা নাস্তি? কিং বাঽর্থক্রিয়াসামর্থ্যম্? আদ্যে ব্যাহতিং সাধয়তি—যদীতি। ঘটার্থং কুলালাদিষু ব্যাপ্রিয়মাণেষু সৎসু ঘটো ভবিষ্যতীতি প্রমাণেন নিশ্চিতং চেৎ, কথং তদ্বিরুদ্ধং প্রাগসত্ত্বমুচ্যতে। কারকব্যাপারাবচ্ছিন্নেন হি কালেন ঘটস্য ভবিষ্যত্ত্বেনাতীতত্বেন বা ভবিষ্যত্তাভূদিতি বা সম্বন্ধো বিবক্ষ্যতে। তথা চ তস্মিন্নেব কালে ঘটস্য তথাবিধসত্ত্বনিষেধে ব্যাহতিরিতিবাক্যেতার্থঃ। তামেবাভিনয়তি—ভবিষ্যন্নিতি। যো হি কারকব্যাপারদশায়াং ভবিষ্যত্ত্বাদিরূপেণাস্তি, স তদা নাস্তীত্যুক্তে তস্য তস্যামবস্থায়াং তেনাকারেণাসত্ত্বমর্থো ভবতি। তথা চ ঘটো যদা যেন আকারেণাস্তি, স তদা তেন আকারেণ নাস্তীতি ব্যাহতিরিত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়মুত্থাপয়তি—অথেতি। প্রাগুৎপত্তের্ঘটার্থং কুলালাদিষু প্রবৃত্তেষু সোঽসন্নিত্যসচ্ছব্দার্থং স্বয়মেব বিবেচয়তি—তত্রেত্যাদিনা। তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—ন বিরুধ্যত ইতি। কথং পুনঃ সৎকার্যবাদিনস্তদসত্ত্বমবিরুদ্ধমিত্যাহ—কস্মাদিতি। প্রাগুৎপত্তেস্তচ্ছব্দাবৃত্তিরূপং সত্ত্বং ঘটস্য সিষাধয়িষিতং, তচ্চেদ্ ভবানপি তস্য সদাতনমর্থক্রিয়াসামর্থ্যং নিষেধমনুমন্যতে, নাবয়োর্বিপ্রতিপত্তিরিত্যভিপ্রেত্যাহ—যেন হীতি। ননু ত্বন্মতে সর্বস্য মৃন্মাত্রত্বাবিশেষাৎ পিণ্ডাদের্বর্তমানতা ঘটস্য স্যাৎ, তস্য চ অতীততা ভবিষ্যত্তা চ পিণ্ডকপালয়োঃ স্যাদিতি সাঙ্কর্যমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। ব্যবহারদশায়াং যথাপ্রতিভাসমনির্বাচ্যসংস্থানভেদাশ্রয়ণাদিত্যর্থঃ। প্রাগবস্থায়াঃ ঘটস্যার্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষণসত্ত্বনিষেধে বিরোধাভাবমুপপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। উক্তমেব ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি—যদীত্যাদিনা। যদা কারকাণি ব্যাপ্রিয়ন্তে, তদা ঘটোঽসন্নিতি তস্য ভবিষ্যত্ত্বাদিরূপং তৎকালে নিষিধ্যতে চেদুক্তবিধয়া ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। ন চ তস্য তস্মিন্ কালে ভবিষ্যত্ত্বাদিরূপং সত্ত্বং নিষিধ্যতে, অর্থক্রিয়াসামর্থ্যস্যৈব নিষেধাৎ, তৎ ন বিরোধাবকাশো-ঽস্তীত্যর্থঃ। ন হি পিণ্ডস্যেত্যাদিনা সাঙ্কর্যসমাধিরুক্তস্তমিদানীং সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ততয়া স্ফুটয়তি—ন চেতি। ভবিষ্যত্ত্বমতীতত্বং চেতি শেষঃ।

কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তের্নাশাচ্চোর্দ্ধমসত্ত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—অপি চেতি। তদেবানুমানতয়া স্পষ্টয়িতুং দৃষ্টান্তং সাধয়তি—চতুর্বিধানামিতি। ষষ্ঠী নির্দ্ধারণে। ঘটান্যোন্যাভাবস্য ঘটাদন্যত্বে তত্রাপি অন্যোন্যাভাবান্তরাঙ্গীকারাৎ অনবস্থেত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্ট ইতি। ন যৌক্তিকমন্যত্বং, কিন্তু ঘটো ন ভবতি পট ইতি প্রাতীতিকং, তথাচ ঘটাভাবঃ ঘটাদিরেবেতি পটাদেস্ততোঽন্যত্বাদ্‌-ঘটান্যোন্যাভাবস্যাপি ঘটাদন্যত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ননু ঘটাভাবঃ পটাদিরিত্যযুক্তং, বিশেষণত্বেন ঘটস্যাপি পটাদাবন্তর্ভাবপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নৈবং, দৃষ্টপদেন ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ; ঘটাভাবস্য পটাদিত্বাভাবেঽপি ন স্বাতন্ত্র্যম্, অভাবত্ববিরোধাৎ। নাপি তদন্যোন্যাভাবঃ পটাদের্ধর্ম্মঃ, সংসর্গাভাবান্তর্ভাবাপাতাৎ। ন চ স ঘটস্যৈব ধর্ম্মঃ স্বরূপং বা, ঘটো ঘটো ন ভবতীতিপ্রতীত্যভাবাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—ন ঘটস্বরূপমেবেতি। যদি প্রতীতিমাশ্রিত্য ঘটান্যোন্যাভাবঃ পটাদিরিষ্যতে, তদা পটাদের্ভাবস্যাভাবত্ববিধানাদ্‌ব্যাঘাত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। “স্বরূপপররূপাভ্যাং সর্ব্বং সদসদাত্মকম্” ইতি হি বৃদ্ধাঃ। তথা চ পটাদেঃ স্বেনাত্মনা ভাবত্বং ঘটতাদাত্ম্যাভাবাৎ তদভাবত্বং চেত্যব্যাহতিরিত্যর্থঃ। সিদ্ধে প্রতীত্যনুসারিণি দৃষ্টান্তে বিবক্ষিতমনুমানমাহ—এবমিতি। কিং চ, তেষামভাবানাং ঘটাদ্ভিন্নত্বাৎ পটবদেব সত্ত্বমেষ্টব্যমিত্যনুমানান্তরমাহ—তথেতি। অনুমানফলং কথয়তি—এবং চেতি। তেষাং ঘটাদন্যত্বে তস্য অনাদ্যনন্তত্বমদ্বয়ত্বং সন্দাত্মত্বং চ প্রাপ্নোতি। সত্ত্বে চ তেষামভাবাভাবান্ন ভাবাভাবয়োর্মিথঃ সঙ্গতিরিত্যর্থঃ।

নন্বপ্রসিদ্ধোঽভাবো ভাববৎ অশক্যোঽপহ্নোতুমিতি চেৎ, স তর্হি ঘটস্য স্বরূপমর্থান্তরং বেতি বিকল্প্যাদ্যমনূদ্য দূষয়তি—অথেত্যাদিনা। প্রাগভাবাদের্ঘটত্বেঽপি সম্বন্ধং কল্পয়িত্বা ঘটস্যেত্যুক্তিরিতি শঙ্কতে—অথেতি। সম্বন্ধস্য কল্পিতত্বে সম্বন্ধিনোঽপ্যভাবাদস্য তথাত্বং স্যাদিতি দূষয়তি—তথা সতি। যত্র সম্বন্ধং কল্পয়িত্বা ব্যপদেশস্তত্র ন বাস্তবো ভেদঃ, যথা রাহুশিরসোঃ, তথাত্রাপি কল্পিতে সম্বন্ধে ভেদস্য তথাত্বাদ্ বাস্তবত্বং সম্বন্ধিনোরন্যতরস্য স্যাৎ। ন চাভাবস্তথা সাপেক্ষত্বাদতো ঘটস্তথেত্যর্থঃ। কল্পান্তরমনুবদতি—অথেতি। অনুমানফলং বদন্ত্বিঘটস্য কারণাত্মনা ধ্রুবত্ববচনেন সমাহিতমেতদিত্যাহ—উক্তোত্তরমিতি। অসৎকার্য্যবাদে দোষান্তরমাহ—কিং চেতি। স্বহেতুসম্বন্ধঃ সত্তাসম্বন্ধো বা জন্মেতি তার্কিকাঃ। ন চ প্রাগুৎপত্তেরসতঃ সম্বন্ধস্তস্য সত্তোর্বৃত্তেরিত্যর্থঃ। যুতসিদ্ধয়োঃ রজ্জুঘটয়োর্মিথঃসংযোগে পৃথক্‌সিদ্ধিরপেক্ষ্যতে, অযুতসিদ্ধানাং পরস্পরপরিহারেণ প্রতীত্যনর্হানাং কার্য্যকারণাদীনাং মিথোযোগে পৃথক্‌সিদ্ধ্যভাবো ন দোষমাবহতীতি শঙ্কতে—অযুতেতি; পরিহরতি—নেতি। উক্তমেব স্ফোরয়তি—ভাবেতি। ব্যবহারদৃষ্ট্যা কার্য্যকারণয়োঃ সাধিতাং তুচ্ছব্যাবৃত্তিমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

নৈবেহেত্যত্র সর্ব্বস্য প্রাগুৎপত্তেরসত্ত্বশঙ্কা মৃত্যুনেত্যাদিবাক্যব্যাখ্যানেন নিরস্তা। সংপ্রতি মৃত্যুশব্দস্যার্থান্তরে রূঢ়ত্বাৎ ন তেনাবরণং জগতঃ সম্ভবতীত্যাক্ষিপতি—কিংলক্ষণেনেতি। অনভিব্যক্তনামরূপম্ অধ্যক্ষাদ্যযোগ্যম্ অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাবস্থাতিরিক্তং মায়ারূপং সাভাসং মৃত্যুরিত্যুচ্যতে। ন হি সর্ব্বং কার্য্যম্ অবান্তরকারণাদুৎপত্তুমর্হতি, ইত্যভিপ্রেত্যাহ—অত আহেতি। কথং যথোক্তো মৃত্যুরশনায়য়া লক্ষ্যতে? ন হি মূলকারণস্য অশনায়াদিমত্ত্বম্, অশনায়াপিপাসে প্রাণস্যেতি স্মৃতেঃ, ইতি শঙ্কতে—কথমিতি। মূলকারণস্যৈব সূত্রত্বং প্রাপ্তস্য সর্ব্বসংহর্তৃত্বাম্ভুত্বে সতি বাক্যশেষোপপত্তিরিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি। প্রসিদ্ধমেব

প্রকটয়তি—যো হীতি। তথাপি প্রসিদ্ধং মৃত্যুং হিত্বা কথং হিরণ্যগর্ভোপাদানমত আহ—বুদ্ধ্যাত্মন ইতি। উক্তং হেতুং কৃত্বা ফলিতমাহ—স ইতি। ননু ন তেন জগদাব্রিয়তে, মূলকারণেনৈব তদাবরণাৎ, তৎকথং বাক্যোপক্রমোপপত্তিরত আহ—তেনেতি। ননু হিরণ্যগর্ভে প্রকৃতে কথং স্রষ্টরি নপুংসকপ্রয়োগস্তত্রাহ—তদিতি মনস ইতি। বাক্যার্থমধুনা কথয়তি—স প্রকৃত ইতি। ভূতসৃষ্ট্যতিরেকেণ ভৌতিকস্য মনসঃ সৃষ্টিরযুক্তেতি মত্বা পৃচ্ছতি—কেনেতি। অপঞ্চীকৃতানাং ভূতানাং হিরণ্যগর্ভদেহভূতানাং প্রাগেব লব্ধাত্মকত্বাৎ তেভ্যো মনোব্যক্তিরবিরুদ্ধেতি মন্বানো ব্রূতে—উচ্যতে ইতি। স্বাত্মবত্বস্য স্বাভাবিকত্বাৎ ন তদাশংসনীয়মিত্যাশঙ্ক্য বাক্যার্থমাহ—অহমিতি।

মনসো ব্যক্তস্যোপযোগমাহ—স প্রজাপতিরিতি। ননু তৈত্তিরীয়কাণাম্ আকাশাদিসৃষ্টিরুচ্যতে, তৎ কথমিহাপামাদৌ সৃষ্টিবচনং, তত্রাহ—অপ্রেতি। সপ্তম্যা হিরণ্যগর্ভকর্তৃকসর্গোক্তিঃ। ত্রয়াণাং পঞ্চীকৃতানামিতি যাবৎ। নথাকাশাদ্যা তৈত্তিরীয়ে সৃষ্টিরিহ ত্ববাদ্যেত্যুদিতানুদিতহোমবদ্বিকল্পো ভবিষ্যতি, নেত্যাহ—বিকল্পেতি। পুরুষতন্ত্রত্বাৎ ক্রিয়ায়া যুক্তো বিকল্পঃ সিদ্ধেঽর্থে তু পুরুষানধীনে নাসৌ সম্ভবত্যতঃ সৃষ্টির্বিবক্ষিতা চেৎ, আকাশাদ্যৈব সা যুক্তা, বিদ্যাপ্রধানত্বাৎ তু নাদরঃ সৃষ্টাবিতিভাবঃ। অপামত্র সৃষ্টিবচনমনুপযুক্তং, ন স্রষ্টুস্তাভিরেব পূজা সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্য আশ্বমেধিকাগ্নেরর্কনামসিদ্ধার্থং তদুপযোগমুপন্যস্যতি—অর্চত ইতি। কোঽসৌ হেতুরিত্যপেক্ষায়াম্ অর্চতিপদাবয়বস্য অকশব্দেন সঙ্গতিরিতি মন্বানঃ সন্নাহ—অর্কত্বমিতি। এবং মৃত্যোরর্কত্বেঽপি কথমগ্নেরর্কত্বমিত্যাশঙ্ক্য মৃত্যুসম্বন্ধাদিত্যাহ—অগ্নেরিতি। কিমর্থমগ্নেরর্কনামনির্বচনমিত্যাশঙ্ক্য অপূর্বসংজ্ঞাযোগস্য ফলস্তুরাভাবাদুপাসনার্থমিত্যাহ—অগ্নেরিতি। নির্বচনমেব স্ফোরয়তি—অর্চনাদিতি। ফলবত্ত্বাচ্চ যথোক্তনামবতোঽগ্নেরুপাস্তিরত্র বিবক্ষিতা ইত্যাহ—য এবমিতি ॥ ১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর অশ্বমেধযজ্ঞোপযোগী অগ্নির উৎপত্তিপ্রণালী কথিত হইতেছে। তদ্বিষয়ক উপাসনাবিজ্ঞানোপদেশই শ্রুতির অভিপ্রেত; সুতরাং, অগ্নির উৎপত্তি-বর্ণনা কেবল তাহার স্তুতির জন্য, অর্থাৎ গুণপ্রকাশনার্থ মাত্র বুঝিতে হইবে। "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ", ইহার অর্থ—এই সংসারমণ্ডলে অন্তঃকরণ প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্ব্বে—নাম ও আকৃতি-সম্পন্ন কিছুমাত্রও ছিল না।

[সৎকারণবাদের বিপক্ষে বৌদ্ধের আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।—]

[শূন্যবাদী বলিতেছেন—] ভাল, তবে কি শূন্যই ছিল? সবই শূন্য হইবে? "নৈবেহ কিঞ্চন" শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, কার্য্য বা কারণ—কিছুই ছিল না; বিশেষতঃ, শূন্যবাদের পক্ষে কার্য্যোৎপত্তিও অপর একটী হেতু; কেন না, ঘট ত (ঘটাদি পদার্থ ত) উৎপন্ন হইয়া থাকে; উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার (কার্য্যপদার্থের) অস্তিত্ব থাকে না। [তার্কিক মতে] আপত্তি হইতে পারে যে, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে যখন পিণ্ডাকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তখন মৃত্তিকা প্রভৃতি

কারণ-বস্তুর ত আর অস্তিত্বাভাব হইতেছে না (১৪); যাহা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহারই অস্তিত্ব না থাকিতে পারে; অতএব কার্য্যের বরং অস্তিত্বাভাব হয় হউক, কিন্তু তাহার কারণ যখন পূর্ব্বেও উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে কেন? ইত্যাদি। না—এ কথাও হইতে পারে না; কেন না, উৎপত্তির পূর্ব্বে ত কোন বস্তুরই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। অনুপলব্ধি বা অপ্রত্যক্ষই যদি অস্তিত্বাভাবের কারণ হয়, তাহা হইলে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে যখন কার্য্য বা কারণ—কাহারো উপলব্ধি থাকে না; তখন কার্য্য কারণ—সমস্তেরই অভাব সিদ্ধ হইতে পারে। [ইহাই শূন্যবাদিকর্ত্তৃক তার্কিকমতের খণ্ডন।]

[এতদুত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন—] না,—এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কারণ, "মৃত্যুনৈবেদম্ আবৃতম্ আসীৎ" ('ইহা মৃত্যুকর্ত্তৃকই আবৃত ছিল') এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই 'যাহা দ্বারা আবৃত হয়', এবং 'যাহা আবৃত হয়', এই আবৃত ও আবরণ-হেতুর উল্লেখ করিতেন না; কারণ, অত্যন্ত অসৎ বন্ধ্যাপুত্র কখনও অলীক আকাশ-কুসুমে শোভিত হয় না। অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, 'ইহা পূর্ব্বে মৃত্যুকর্ত্তৃকই সমাবৃত ছিল'। অতএব শ্রুতি-প্রামাণ্য অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, যাহা দ্বারা অর্থাৎ যে কারণ দ্বারা আবৃত, এবং যাহা অর্থাৎ যে কার্য্য আবৃত, তদুভয়ই উৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। এ বিষয়ে অনুমানও অপর প্রমাণ; কেন না, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ও কারণ এতদুভয়েরই অস্তিত্বে অনুমান করা যাইতে পারে। যেহেতু, কারণ বিদ্যমান থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, এবং কারণের অভাবে কার্য্যোৎপত্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগতেরও কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন—ঘটাদি কারণের অস্তিত্ব (১৫)।

---

(১৪) উৎপত্তির পূর্ব্বেও যাহারা জন্য পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তাহারা সৎকার্য্যবাদী, যেমন কপিল। আচার্য্য শঙ্কর সৎকারণবাদী, কিন্তু তিনি কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার করেন বলিয়া তিনি ও কপিল—উভয়েই সৎকার্য্যবাদী; নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক অ-সৎকার্য্যবাদী। তাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এখানে "কিং শূন্যমেব বভূব?" এই আপত্তিটী শূন্যবাদীর; তাহার পর, শূন্যবাদীর উপরে আরোপিত "নমু কারণস্য ন নাস্তিত্বং" ইত্যাদি আপত্তিটী নৈয়ায়িকের বুঝিতে হইবে।

(১৫) তাৎপর্য্য—শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলিয়াছিলেন—উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন কার্য্য বা জন্য বস্তুর অভাব থাকে, তেমনি তৎকারণেরও অভাব থাকে; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্যবাদ'ই সত্য।

যদি বল, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ডাদিকে বিমর্দ্দিত না করিয়া যখন ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তখন ঘটাদির কারণ মৃৎপিণ্ডাদিও অসৎ—অস্তিত্বহীন। না,—যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতিই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ডাদি নহে, সেই হেতুই ঐ প্রকার আপত্তি করিতে পার না। দৃষ্টান্তস্থলে মৃত্তিকা ও সুবর্ণ প্রভৃতিই ঘট ও স্বর্ণহার প্রভৃতির কারণ, কিন্তু পিণ্ডাকার আকৃতিবিশেষ উহাদের কারণ নহে; কেন না, পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, (কিন্তু মৃত্তিকাদির অভাবে থাকে না;) পিণ্ডাকার না থাকিলেও কেবল মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি কারণ-দ্রব্য হইতেই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতির পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কখনই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি দ্রব্যের অসদ্ভাবে কস্মিন্ কালেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদিই প্রকৃতপক্ষে কারণ-দ্রব্য, কিন্তু পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। যেহেতু কারণমাত্রই কার্য্যোৎপাদনের সময়ে পূর্ব্বতন স্বীয় কার্য্যের তিরোধান (অব্যক্তভাব-ধারণ) করিয়া অবশেষে অপর কোনও কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে; কারণ, একই সময়ে বহুকার্য্য সমুৎপাদন করা একটী কারণের স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, পূর্ব্বোৎপন্ন কার্য্যের তিরোধান হইলেই যে, কারণেরও তিরোধান বা বিনাশ হইয়া যায়, তাহাও কখনই যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে। অতএব পিণ্ডাদিরূপ কারণাবস্থার অপ-

---

তদুত্তরে নৈয়ায়িক বলিতেছেন,—না, সর্ব্বশূন্যতা হইতে পারে না; কেন না, সর্ব্বত্রই কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকারণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঘট একটি কার্য্য বা জন্য পদার্থ; সেই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকারণ মৃত্তিকার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এই জগৎ-কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও তৎকারণ (ন্যায়মতে পরমাণু) নিশ্চয়ই ছিল; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্যবাদ' অসিদ্ধ। শূন্যবাদী পুনশ্চ বলিতেছেন যে, মৃত্তিকা প্রভৃতির যে, পিণ্ডাদিরূপ বিশেষ বিশেষ আকার, তাহাই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ; যেহেতু সেই সেই পিণ্ডাদি আকারের ধ্বংস না হইলে কখনই ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং কারণের সদ্ভাবও প্রমাণিত হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ, তাহাদের পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। যাহার সদ্ভাবে যে কার্য্যের সদ্ভাব, তাহাই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ। মৃত্তিকার সদ্ভাবেই ঘটের সদ্ভাব; সুতরাং মৃত্তিকাই ঘটের কারণ। পক্ষান্তরে, যাহার অসদ্ভাবেও কার্য্য থাকে, তাহা তাহার কারণ নহে. পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমানই থাকে, সুতরাং মৃত্তিকার পিণ্ডাদি অবস্থা কখনই ঘট-কার্য্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না।

গমে যে কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বকালে কারণের অসদ্ভাবের হেতু হইতে পারে না।

যদি বল, "পিণ্ডাদি আকারবিশেষ পরিত্যাগ করিলে যখন মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ-দ্রব্যের অস্তিত্বই থাকে না, তখন কেবলই মৃত্তিকা প্রভৃতির উপাদান-কারণত্ব যুক্তিসম্মত হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি বল, পূর্ব্বতন পিণ্ডাদি আকারের বিনাশেও তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতির বিনাশ হয় না, পরন্তু ঘটাদি কার্য্যান্তরেও তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে—একথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, পিণ্ড বা ঘটাদি কার্য্যাবস্থার অতিরিক্ত শুধু মৃত্তিকা ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব মৃত্তিকা-প্রভৃতি- কারণানুবৃত্তির কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।" তাহা হইলে বলিব, "না,—তাহাও হইতে পারে না; যেহেতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের পিণ্ডাদি অবস্থা নিবৃত্ত হইলেও ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তিতে তাহাদের অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।" যদি বল, "ঘটাদি কার্য্যের সহিত তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতিরও সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেই জন্যই ঐরূপ কারণানুবৃত্তি হয় বলিয়া বোধ হয় মাত্র, বস্তুতঃ কোথাও কারণানুবৃত্তি হয় না।" তাহা হইলে বলিব; "না, এ কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ঘটাদিকার্য্যে যখন পিণ্ডাদি কার্য্যগত মৃত্তিকা প্রভৃতির অবয়বসমূহেরই প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন অনুমানাভাস বা অসত্য অনুমানের সাহায্যে সাদৃশ্যাদি কল্পনা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। [অতএব উক্ত শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত ঠিক নহে।]

[ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত খণ্ডন—]

বিশেষতঃ, অনুমানমাত্রই যখন প্রত্যক্ষমূলক, তখন কারণের একত্ব-প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কারণের ভেদানুমান কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে কোন বিষয়েই লোকের বিশ্বাস বা স্থিরতা থাকিতে পারে না।—যদি চ 'ইহা সেই বস্তু' এইরূপ প্রতীতিগম্য সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক হয়, অর্থাৎ যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল পূর্ব্ব বস্তুর সহিত সাদৃশ্য থাকায়, 'ইহা সেই বস্তু' ইত্যাকার অভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ পরদৃষ্ট বস্তুটী পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকাদি দৃষ্ট হইলেও বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতির অনুভবজাত সংস্কার বশতই এইরূপ মৃত্তিকাদির অনুবৃত্তি-বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কারণরূপে কল্পিত মৃত্তিকার সহিত উহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, ইত্যাদি;" তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 'ইহা সেই মৃত্তিকা', এই বুদ্ধিটী যদি প্রাথমিক বুদ্ধিরই ফল হয়

তাহা হইলে সেই প্রাথমিক মৃত্তিকাবুদ্ধিটীকেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিতে হইবে, আবার সে বুদ্ধিকেও তৎপূর্ব্বতন মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এইরূপে বুদ্ধিধারার কোথাও বিশ্রাম না হওয়ায় 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং 'ইহা তাহার সদৃশ' এই বুদ্ধিটীরও সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব কোন বিষয়েই লোকের স্থিরতর বিশ্বাস বা সত্যতা-প্রতীতি জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ, স্থিরতর একজন কর্ত্তা না থাকিলে, 'তৎ' ও 'ইদম্' বুদ্ধির সম্বন্ধও উপপন্ন হইতে পারে না। (১৬)।

[সাধারণভাবে বৌদ্ধমত খণ্ডন।]

যদি বল, "কর্ত্তার অভাবে 'তৎ' ও 'ইদং' বুদ্ধির সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইলেও 'তৎ' ও 'ইদং' বুদ্ধিদ্বয়ের সাদৃশ্যবশতঃ উক্ত সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে", না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, 'তৎ' ও 'ইদং'-বুদ্ধির পরস্পর-বিষয়তা অনুপপন্ন হইবে। আর উক্ত বুদ্ধিদ্বয় পরস্পর বিষয়ীভূত না হইলে উক্ত বুদ্ধিদ্বয়ের সাদৃশ্য-গ্রহণও অনুপপন্ন হইবে। যদি [বাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধমতের অনুসরণ করিয়া) বল, "অসৎ-সাদৃশ্যেই তদ্বুদ্ধি হইয়া থাকে, (অর্থাৎ সাদৃশ্য নিজে অসৎ হইলেও 'তৎ' বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা অসৎ নহে;)"

---

(১৬) তাৎপর্য্য—এস্থলে শূন্যবাদীর পুনশ্চ আপত্তি হইল যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে উপাদান বলা হয়, অগ্রে সে সমুদয়ের ধ্বংস হয়, পরে ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়,—অগ্রে বীজটি বিনষ্ট হয়—পচিয়া যায়, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়; সুতরাং, কারণ-বস্তুর ধ্বংসই কার্য্যোৎপত্তির হেতু, কারণ-বস্তু নহে। এই জগৎও তদ্রূপ কোনরূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। এই পক্ষ খণ্ডনের পর, ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ বলিলেন—জগতের সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তবে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে পরে দর্শন করিলে, 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ—পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য-সম্বন্ধ। যেমন, প্রথম বার যে ঔষধ সেবন করা হয়, দ্বিতীয় বার তজ্জাতীয় ঔষধ দেখিয়া 'ইহা সেই ঔষধ' বলিয়া মনে হয়, 'ইহা সেই বস্তু' ইত্যাদিরূপে উল্লেখও ঠিক তেমনি উক্ত সাদৃশ্যমূলক; সুতরাং মৃত্তিকা প্রভৃতি কোন কারণই ঘটাদি কার্য্যে অনুবৃত্ত হয় না; কাজেই সৎকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না। তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অভেদ-প্রতীতিকে সাদৃশ্যমূলক বলিয়া কেবল অনুমানের সাহায্যে ক্ষণিকবাদ স্থাপন করিতে পারা যায় না। কারণ, অনুমান অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবান্. বিশেষতঃ, ক্ষণিকবাদে আত্মাও যখন ক্ষণিক. তখন 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য (তুলনা) করিবে কে? কারণ, পূর্ব্বদ্রষ্টা আত্মা ত দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব এই ক্ষণিকবাদ বিচারসহ নহে।

"না,—তাহাও বলা চলে না ; কেন না, সাদৃশ্যবুদ্ধির বিষয় (সাদৃশ্য) যেমন অসৎ, তেমনি 'তৎ' ও 'ইদম্' বুদ্ধির বিষয়ও অসৎ হইতে পারে। আর যদি [বিজ্ঞানবাদীর মতাবলম্বনে] সমস্ত বুদ্ধির বিষয়গুলিকেই অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না ; কারণ, তাহা হইলে বুদ্ধিবিষয়ক যে বুদ্ধি, অর্থাৎ যে বুদ্ধির সাহায্যে সাদৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধির সত্যতা উপলব্ধি করিতেছ, সেই বুদ্ধিরও অসত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর যদি [শূন্যবাদীর মতানুসারে] বল— তাহাই হউক। তাহা হইলেও বলিব, না—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বুদ্ধিই মিথ্যা হইলে, অসত্যতা-বুদ্ধিও সত্য হইতে পারে না। অতএব, সাদৃশ্যবশতঃ যে, তদ্‌বুদ্ধি হইয়া থাকে বলা হইয়াছে, সে কথা সঙ্গত হয় নাই। অতএব কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের সদ্ভাব সিদ্ধ হইল ; এবং অভিব্যক্তিই যখন কার্য্যের (জন্য পদার্থের) একমাত্র লিঙ্গ বা পরিচায়ক, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সদ্ভাবও প্রমাণিত হইল।

[সৎকার্য্যবাদ স্থাপন।

এইরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বে জন্য-পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। [যদি বল—] কি প্রকারে ? [তবে শুন,—] যেহেতু, কার্য্য মাত্রই অভিব্যক্তিলিঙ্গক ; অর্থাৎ অভিব্যক্তিই সেই কার্য্যের লিঙ্গ (অস্তিত্ব-জ্ঞাপক), [সেই হেতু ইহা সিদ্ধ হইল।] অভিব্যক্তি অর্থ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির বিষয় হওয়া, অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানের বিষয় হওয়া ; কেন না, জগতে ঘটাদি যে কোনও বস্তু অন্ধকারাদি দ্বারা আবৃত অবস্থায় অজ্ঞাত থাকে, আবার আলোক প্রভৃতি দ্বারা সেই অন্ধকারাবরণ অপনয়ন করিলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, কিন্তু কখনও আপনার পূর্ব্বসত্তা (অন্ধকারাবস্থায় সত্তা) ত্যাগ করে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ-সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ অবস্থাই বুঝি। কেন না, যে ঘটের বাস্তবিকই সত্তা নাই, সূর্য্যোদয়ে তাহা কখনই প্রত্যক্ষ হয় না।

যদি বল, "না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তোমার (সৎকার্য্যবাদী বৈদান্তিকের) মতে যখন কোন পদার্থেরই অবিদ্যমানতা বা অভাব নাই, তখন নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অর্থাৎ যদি বল যে, তোমার (সৎকার্য্যবাদী বৈদান্তিক আমাদের) মতে ঘটাদি কোন জন্য পদার্থই যখন অবিদ্যমান (অসৎ) নহে, তখন, যে সময় মৃৎপিণ্ড সন্নিহিত রহিয়াছে এবং জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অন্ধকারাদি কিছুই নাই, সেই সময় আদিত্যোদয়ে অবশ্যই ঘটাদি জন্য-পদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে ? কারণ, ঘট তখনও বিদ্যমান।" তাহা হইলে বলিব,

"না,—সে কথাও বলা চলে না ; কেন না, আবরণের প্রভেদ আছে ; অর্থাৎ ঘটাদি জন্য-পদার্থ মাত্রেরই আবরণ দুই প্রকার—এক প্রকার হইতেছে, অভিব্যক্ত বা ঘটাদিকার্য্যভাবাপন্ন মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকার ও প্রাচীর প্রভৃতি ; অপর প্রকার—কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, মৃত্তিকা প্রভৃতির অবয়বসমূহের পিণ্ডাদি কার্য্যান্তররূপে অবস্থিতি। সেই কারণেই উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদি কার্য্য, স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও পিণ্ডাদি আকারে আবৃত থাকায় উপলব্ধির বিষয় হয় না। তবে যে, 'নষ্ট', 'উৎপন্ন', 'ভাব' ও 'অভাব' প্রভৃতি শব্দ ও তদনুযায়ী প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে, তাহার কারণ—আবির্ভাব ও তিরোভাবের দ্বৈবিধ্য। অর্থাৎ আবির্ভাবের পর, 'উৎপন্ন' ও 'ভাব' প্রভৃতি বিদ্যমানতাবোধক শব্দের ব্যবহার ও তদনুরূপ প্রতীতি হয়, আর সেই অবস্থারই যখন তিরোভাব হয়, তখন 'নষ্ট' ও 'অভাব' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং তদনুযায়ী প্রতীতি হয়, এই মাত্র বিশেষ।"

যদি বল, 'অপরাপর আবরণের সঙ্গে পিণ্ড ও কপালাদি আবরণের বৈলক্ষণ্য থাকায় উক্ত সিদ্ধান্তটী সঙ্গত নহে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অন্ধকার ও প্রাচীরাদি আবরণ এবং আবরণীয় ঘটাদি পদার্থকে বিভিন্নস্থানবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কপাল (ঘটের অংশ) ও পিণ্ডাদি আবরণকে ত কখনও ঘট ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে দেখা যায় না ; অতএব পিণ্ড ও কপালাদি অবস্থায় ঘট বিদ্যমানই থাকে, কেবল আবৃত থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না,—একথা বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, প্রসিদ্ধ আবরণ অন্ধকারাদির সহিত ইহার ধর্ম্মগত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে।' 'না, এ কথাও বলা যায় না ; কেন না, দুগ্ধমিশ্রিত জল দুগ্ধ দ্বারা আবৃত হয়, অথচ সেই আবরক দুগ্ধ ও আবৃত জল, উভয়কেই এক—অভিন্ন স্থানবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়।' যদি বল, 'কপাল ও মৃত্তিকাচূর্ণ প্রভৃতি ঘটাবয়বসমূহ যখন ঘটেরই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ ঘট হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন কপাল ও চূর্ণাদি অংশগুলিত ঘটাবরক হইতে পারে না।' 'না, তাহাও নহে। কারণ, বিভক্ত অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে পৃথগ্‌ভাবাপন্ন কপালাদি অংশগুলি যখন স্বতন্ত্র জন্য-পদার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদের আবরকত্বে কোনই বাধা হইতে পারে না।'

যদি বল, 'তাহা হইলে কেবল আবরণ বিনাশেই যত্ন করা কর্ত্তব্য ; অর্থাৎ চূর্ণ কপালাদি অবস্থায়ও যখন ঘটের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে, কেবল আবরণবশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না, তখন ঘটার্থী পুরুষের কেবল আবরণভঙ্গেই অর্থাৎ কেবল চূর্ণ-কপা-

বর্ত্তমান সময়ে এই ঘটটী বিদ্যমান নাই বলাও যেরূপ, উক্ত কথাও ঠিক তদ্রূপ (১)।

আর যদি উৎপত্তির পূর্ব্বসময়ে ঘটকে অসৎ বলিতে ইচ্ছা কর, অর্থাৎ কুম্ভকার প্রভৃতি ঘটের জন্য প্রবৃত্ত হইলে পর, সেখানে কুম্ভকার প্রভৃতি যেরূপ সব্যাপাররূপে বর্ত্তমান থাকে, ঠিক সেইরূপে জন্য-বস্তু বর্ত্তমান না থাকাই যদি তোমার 'অসৎ' শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত আমাদের মতের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। কারণ?—যেহেতু স্বীয় 'ভবিষ্যত্তা' রূপে তখনও ঘট বর্ত্তমানই থাকে; কারণ, পিণ্ড ও কপালের (ঘটাবয়বের) যে বর্ত্তমানতা, তাহা কখনই ঘটের বর্ত্তমানতা হইতে পারে না, এবং তদুভয়ের যে ভবিষ্যত্তা, তাহাও ঘটের ভবিষ্যত্তা হইতে পারে না। সুতরাং, কুম্ভকার প্রভৃতির ব্যাপার বা চেষ্টা বর্ত্তমান সত্ত্বেও যে, 'উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট অসৎ' বলা হয়, তাহা ত কোন মতেই বিরুদ্ধ হইতেছে না। ঘটের ভবিষ্যত্তার যাহা কার্য্য বা ফল (বর্ত্তমানতালাভ), তাহার যদি নিষেধ করা হয়, তাহা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু কেহই ত তাহার ভাবী সদ্ভাবের প্রতিষেধ করিতেছে না; আর ক্রিয়াবান্ বা উৎপাদনাদি ব্যাপার-বিশিষ্ট নিখিল বস্তুর বর্ত্তমানতা বা ভবিষ্যত্তা যে, একই হইবে, তাহাও নহে; [সুতরাং বিভিন্নপ্রকার অস্তিত্ব স্বীকারেও সৎকার্য্যবাদের কোনও বাধা ঘটিতে পারে না।

আরো এক কথা, [অসৎকার্য্যবাদীর অভিমত] চতুর্ব্বিধ অভাবের মধ্যে, (২) ঘটের যে ইতরেতরাভাব বা ভেদ, তাহা ঘট হইতে পৃথক্ দেখা গিয়াছে; যেমন—'ঘটাভাব বা ঘটের অন্য' বলিলে, পটাদি বস্তুই বুঝায়, কিন্তু নিশ্চয়ই তাহা ঘটস্বরূপ নহে; অধিকন্তু ঐ পট বস্তুটী ঘটাভাবস্বরূপ হয়

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহা অসৎ—বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অস্তিত্ববিহীন, কস্মিন্ কালেও কোন রকমেও তাহার উৎপত্তি হয় না ও হইতে পারে না। ভাবী ঘটও যদি অস্তিত্ববিহীনই হয়, তাহা হইলে, তাহাকেও আর 'ভবিষ্যতি' (সত্তাবান্ হইবে) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। অতএব বর্ত্তমানে উপস্থিত ঘটকে 'ন বর্ত্ততে' (নাই) বলাও যেমন, 'ভাবী—অসৎ ঘট উৎপন্ন হইবে' বলাও ঠিক তেমনি প্রমাণবিরুদ্ধ কথা হয়; সুতরাং অসৎকার্য্যবাদটী অযৌক্তিক—উপেক্ষার যোগ্য।

(২) তাৎপর্য্য—অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িকের মতে অভাব চতুর্ব্বিধ, এবং দ্রব্যাদি প্রভৃতির ন্যায় অভাবও পদার্থশ্রেণীর মধ্যেপরিগণিত। প্রথমতঃ, তাঁহারা অভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ইতরেতরাভাব, ও (২) সংসর্গাভাব। ইতরেতরাভাব, অন্যোন্যাভাব ও ভেদ,

বলিয়া যে, অভাবাত্মক অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা নহে; তবে কি? না, তাহা ভাবস্বরূপই বটে। ঘটের এই ইতরেতরাভাব যেমন ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, ধ্বংস, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাবও তেমনই ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তুই হইবে; কারণ, ঘটের ইতরেতরাভাবের ন্যায় এই সমস্ত অভাবও যখন ঘটাদি বস্তু দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকে, তখন ইতরেতরাভাবের ন্যায় সমস্ত অভাবেরই ভাবরূপতা সিদ্ধ হইতেছে। আর এরূপ সিদ্ধান্তই যখন স্থির হইল, তখন "ঘটস্য প্রাগভাবঃ" (ঘটের প্রাগভাব) বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যে, ঘটের স্বরূপই ছিল না, তাহা নহে; পরন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ আছে, সেরূপ ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, ঘটের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহাকেই যদি ঘটের প্রাগভাব বল, তাহা হইলে আর 'ঘটের' বলা সঙ্গত হয় না; [কারণ, তখন ত ঘটের অস্তিত্বই নাই; সুতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধ-নির্দ্দেশই হইতে পারে না]। আর যদি বল, 'শিলাপুত্রের শরীর' [শিলাপুত্র অর্থ—নোড়া,] ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অভেদেও ভেদ কল্পনা করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'ঘটের প্রাগভাব'-স্থলেও ভেদ কল্পনা করিয়া ঐরূপ ব্যবহার করা হয়; তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, কল্পিত, (সুতরাং অবস্তু) অভাবেরই 'ঘট' শব্দ দ্বারা

এই তিনই একার্থবোধক পর্য্যায় শব্দ। প্রত্যেক অভাবের লক্ষণই বড় জটিল; এইজন্য সাধারণভাবে কেবল উহাদের স্বরূপটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব মাত্র। ইতরেতরাভাব—এক বস্তুর সহিত যে অন্য বস্তুর ভেদ—কতকটা পার্থক্যেরই মত; কিন্তু তাই বলিয়া পার্থক্য ও ভেদ এক নহে। যেমন—ঘটাদন্যঃ পটঃ; অর্থাৎ ঘট হইতে পট বস্তুটী ভিন্ন। এখানে ঘট হইতে পটের ভেদ মাত্র বুঝাইতেছে। বলা আবশ্যক যে, এখানে ভাষ্যকার ধরিয়া লইয়াছেন যে, নৈয়ায়িকেরা ঘটের ভেদকে পটস্বরূপ বলিয়াই যেন স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা অভাবকে কোনও স্বতন্ত্র স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু পটাদিকে ঘটাদির অভাববিশিষ্ট বলেন। সে যাহা হউক, এখানে সে কথা অনালোচ্য মনে করি। দ্বিতীয় সংসর্গাভাবটি তিন প্রকার:—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস ও (৩) অত্যন্তাভাব। তন্মধ্যে উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন যে, বস্তুর অভাব, তাহা প্রাগভাব, যেমন—ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের অভাব। উৎপন্ন বস্তুর বিনাশে যে, অভাব, তাহা ধ্বংসাভাব। যেমন ঘটনাশের পরবর্ত্তী অভাব। আর ত্রৈকালিক যে, অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব; যেমন—'এখানে ঘট নাই' বলিলে ঘটের যে, অভাব বুঝা যায়, তাহাই অত্যন্তাভাব; কিন্তু যে বস্তুর কস্মিন্ কালেও অস্তিত্ব নাই, তাহার অভাবও স্বীকার করা হয় না। যেমন—'বন্ধ্যাপুত্রের অভাব, আকাশ-কুসুমের অভাব' ইত্যাদি।

নির্দ্দেশ করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু ঘটের স্বরূপ-সত্তাকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে না। আর যদি বল, ঘটের অভাব ঘট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, তাহা হইলে বলিব,— এ কথারও উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে (১)।

আরও এক কথা, উৎপত্তির পূর্ব্বে জন্যপদার্থমাত্রই যখন শশশৃঙ্গের ন্যায় অভাবাত্মক—অসৎ, এবং সম্বন্ধমাত্রই যখন উভয়নিষ্ঠ বা উভয়সাপেক্ষ, তখন ভাবী ঘটে সত্তাসম্বন্ধই (উৎপত্তিই) উপপন্ন হয় না। কেন না, তৎকালে যখন ঘটের অস্তিত্বই নাই, তখন সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবে কাহার? যে, অযুতসিদ্ধ পদার্থের (অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সংযোগজ নহে, পরন্তু সমবায়সম্বন্ধজ, সে সমস্ত পদার্থের সম্বন্ধ ইচ্ছাপ্রযোজ্য হয় না), তাহা হইলে বলিব; না; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, সৎ ও অসতের অযুতসিদ্ধত্বই হইতে পারে না (২)। যুতসিদ্ধতা বা অযুতসিদ্ধতা দুইটি ভাবপদার্থেরই হইতে পারে, কিন্তু ভাব ও অভাবের, অথবা দুইটী অভাবের হয় না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও জন্য পদার্থ সৎ—বিদ্যমানই থাকে।

এই জগৎ কিরূপ মৃত্যুকর্ত্তৃক আবৃত ছিল? এই আকাঙ্ক্ষায় [শ্রুতি] বলিতেছেন—"অশনায়য়া"। অশনায়া অর্থ—অশনের (ভোজনের) ইচ্ছা, তাহাই মৃত্যুর লক্ষণ বা স্বরূপ। তাদৃশ লক্ষণান্বিত মৃত্যুরূপী অশনায়াদ্বারা আবৃত ছিল। ভাল, এই অশনায়াই মৃত্যু কি প্রকারে? তদুত্তরে [শ্রুতি] বলিতেছেন—অশনায়াই প্রসিদ্ধ মৃত্যু। শ্রুতির "হি" পদটী অশনায়ার মৃত্যুরূপে প্রসিদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে।

---

(১) তাৎপর্য্য—অসৎকার্য্যবাদে ঘটের প্রাগভাবকে ঘট হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিলেও তাহা অসৎ—অবস্তু হইল না, পরন্তু প্রকারান্তরে কারণরূপে সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইল; সুতরাং এ মতেও ফলতঃ সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হইতেছে।

(২) তাৎপর্য্য—'যুতসিদ্ধ' ও 'অযুতসিদ্ধ' কথার অর্থ এইরূপ—যে সমস্ত পদার্থ পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেও সিদ্ধ বা বর্ত্তমান থাকে, সে সমস্ত পদার্থকে বলে 'যুতসিদ্ধ', আর যে সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধ-বিশেষ লাভের পূর্ব্বে অসিদ্ধ থাকে—বিদ্যমান থাকে না, সে সমস্ত পদার্থকে বলে 'অযুতসিদ্ধ'। যুতসিদ্ধের সম্বন্ধ—সংযোগ, আর অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধ—সমবায়। উদাহরণ—যেমন একটী রাশি; 'রাশি' বলিলেই কতকগুলি বস্তুর একত্র সংযোগ মাত্র বুঝায়, কিন্তু সেই বস্তুগুলি ঐ সংযোগের পূর্ব্বেও সিদ্ধ ছিল; অতএব ঐ রাশিটী হইল যুতসিদ্ধ। আর দুইটী কপালের (ঘটাংশের) সমবায়ে যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহা অযুতসিদ্ধ; কারণ, এইরূপ সমবায়-সম্বন্ধের পূর্ব্বে ঘটের অস্তিত্বই ছিল না, সমবায়-সম্বন্ধই অবিদ্যমান ঘটের বিদ্যমানতা সাধন করিয়া দেয়। ইহা নৈয়ায়িকদিগের অভিমত কথা, বৈদান্তিকের সম্মত নহে।

কেন না, যে ব্যক্তি ভোজন করিতে ইচ্ছা করে—ক্ষুধার্ত্ত হয়, সে তাহার পরেই অপর প্রাণিগণকে বধ করিয়া থাকে; সেইজন্যই মৃত্যুর লক্ষণ—অশনায়া; এই অভিপ্রায়েই "অশনায়া হি" এই শ্রুতি প্রকাশ করিতেছে। বুদ্ধ্যাত্মার (বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মার) ধর্ম্ম অশনায়া; এই কারণে বুদ্ধি-সমষ্টিতে প্রতি-বিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে এখানে মৃত্যু বলা হইতেছে। সেই হিরণ্য গর্ভরূপী মৃত্যু দ্বারা এই কার্য্য-জগৎ সমাবৃত ছিল; পিণ্ডাবস্থ মৃত্তিকা দ্বারা যেরূপ তৎকার্য্য ঘট সমাবৃত থাকে, ঠিক সেইরূপ।

"তৎ মনঃ অকুরুত"—'তৎ'-পদে মনের নির্দ্দেশ হইয়াছে, 'তৎ'-পদটি মনের বিশেষণ। সেই মৃত্যু (হিরণ্যগর্ভ বক্ষ্যমাণ কার্য্য সৃষ্টির অভিলাষে *কার্য্যপর্য্যালোচন-সমর্থ সেই মনের অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাদিলক্ষণান্বিত মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কি অভিপ্রায়ে মনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,* তাহা বলিতেছেন—আমি আত্মন্বী—আত্মবান হইব, অর্থাৎ আমি এই আত্মশব্দবাচ্য মনঃ দ্বারা মনস্বী হইব, এই অভিপ্রায়ে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]।

সেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ অভিব্যক্ত মনের সাহায্যে সমনস্ক (অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট) হইয়া অর্চ্চনা করত, অর্থাৎ 'আমি কৃতার্থ হইয়াছি' বলিয়া আপনাকেই পূজা করত তদুপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রজাপতি আত্ম-পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহা হইতে পূজার অঙ্গভূত রসাত্মক জল প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য শ্রুতিতে পঞ্চভূতোৎপত্তির কথা বর্ণিত থাকায়, এবং সৃষ্টির প্রণালীতে বিকল্প বা প্রকারভেদেরও সম্ভাবনা না থাকায়, এখানে বলিতে হইবে যে, অগ্রে আকাশ, বায়ু, তেজঃ,—এই ভূতত্রয়ের উৎপত্তি, তাহার পর জলের উৎপত্তি হইয়াছিল (১)। যেহেতু মৃত্যুরূপী প্রজাপতি মনে করিয়াছিলেন যে, পূজা করিতে করিতে আমার উদ্দেশে 'ক'—জল হইয়াছে, সেই হেতুই অর্কের—অশ্বমেধ যজ্ঞোপযোগী অগ্নির 'অর্কত্ব' অর্থাৎ অর্ক সংজ্ঞা হইয়াছে; অগ্নির 'অর্ক' নামের ব্যুৎপত্তি বা যোগার্থ এইরূপ—যেহেতু অর্চ্চনা—সুখকর পূজা ও জলের সহিত সম্বন্ধ আছে, সেই হেতুই

---

(১) তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এই শ্রুতিবাক্যে আকাশাদি পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে; সুতরাং এখানে প্রথমেই জলসৃষ্টির কথা থাকিলেও উহার পূর্ব্বে আকাশ, বায়ু ও তেজের উৎপত্তির কথা ধরিয়া লইতে হইবে।

অগ্নির গুণানুযায়ী নাম হইতেছে—'অর্ক' (১)। যে লোক অগ্নির যথোক্তপ্রকার অর্কত্ব অবগত হয়, সেই অর্কত্ববিদ্ লোকের নিশ্চয়ই 'ক' (সুখ) সম্পন্ন হয়। এখানে 'ক' অর্থে—সুখ ও জল উভয়ই বুঝা যাইতে পারে; কারণ, 'ক' নামটি উভয়েরই তুল্য। 'হ' ও 'বৈ' পদ দুইটীর অর্থ অবধারণ—নিশ্চয় করা ॥ ৩ ॥ ১ ॥

আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাং শর আসীৎ, তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ তস্যামশ্রাম্যৎ, তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ—আপঃ (পূর্ব্বোক্তানি অর্চ্চনাঙ্গভূতানি জলানি) বৈ অর্কঃ (অর্কসংজ্ঞকাগ্নিহেতুত্বাৎ অর্কঃ); তৎ (তত্র) যৎ (যঃ) অপাং শরঃ (দধ্নীব মণ্ডভাবঃ) আসীৎ, তৎ (সঃ শরঃ) সমহন্যত (তেজঃসম্বন্ধাৎ কঠিনতাং প্রাপ), সা (সঃ কঠিনতাপন্নঃ শরঃ) পৃথিবী অভবৎ। তস্যাম্ (পৃথিব্যাম্ উৎপাদিতায়াম্, পৃথিবীসৃষ্ট্যনন্তরং) অশ্রাম্যৎ (শ্রমযুক্তঃ অভবৎ) [সঃ প্রজাপতিরিতি শেষঃ]। শ্রান্তস্য তপ্তস্য (তাপযুক্তস্য উষ্মযুক্তস্য) তস্য (প্রজাপতেঃ) তেজোরসঃ (রসঃ—সারঃ, সারভূতং তেজ এব) অগ্নিঃ (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতো বিরাট্ পুরুষঃ, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ) নিরবর্ত্তত (জাতঃ)।

মূলানুবাদ—অর্চ্চনার অঙ্গভূত যে জল সৃষ্ট হইল, তাহাই অর্ক, [কারণ, উহাই অর্কসংজ্ঞক অগ্নির হেতু স্বরূপ]। তাহাতে যে, জলীয় শর অর্থাৎ দধির মণ্ডের ন্যায় শর—ঘনীভাব ছিল, তাহাই [উত্তাপ-সহযোগে] সংহতভাব বা কঠিনতা প্রাপ্ত হইল; তাহাই পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। পৃথিবী-সৃষ্টির পর প্রজাপতির পরিশ্রম বোধ হইল, পরিশ্রমের ফলে প্রজাপতির শরীরে সন্তাপ বা উষ্মা উপস্থিত হইল; সেই সন্তপ্ত শরীর হইতে তেজের সারভূত অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। [ভাষ্যকার এই অগ্নিকে প্রথমশরীরধারী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বিরাট্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন] ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আপো বা অর্কঃ। কঃ পুনরসৌ অর্কঃ? ইতি; উচ্যতে—আপো বা যা অর্চ্চনাঙ্গভূতাঃ, তা এবার্কঃ, অগ্নেরর্কস্য হেতুত্বাৎ,

(১) তাৎপর্য্য—'অর্ক' শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—অর্চ্চনার 'অর্' আর জলবাচক 'ক' এই উভয়ের সম্মিলনে 'অর্+ক'='অর্ক' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অপ্সু চাগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি; ন পুনঃ সাক্ষাদেবার্কস্তাঃ, তাসামপ্রকরণাৎ। অগ্নেশ্চ প্রকরণম্। বক্ষ্যতি চ "অয়মগ্নিরর্কঃ" ইতি। তৎ তত্র যৎ অপাং শর ইব শরো দধ্ন ইব মণ্ডভূতম্ আসীৎ, তৎ সমহন্যত সঙ্ঘাতমাপদ্যত তেজসা বাহ্যান্তঃপচ্যমানম্; লিঙ্গব্যত্যয়েন বা, যোঽপাং শরঃ, স সমহন্যতেতি। সা পৃথিব্যভবৎ, স সঙ্ঘাতঃ যেয়ং পৃথিবী, সা অভবৎ। তাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ অণ্ডমভিনির্বৃত্তমিত্যর্থঃ। তস্যাং পৃথিব্যামুৎপাদিতায়াং স মৃত্যুঃ প্রজাপতিঃ অশ্রাম্যৎ শ্রমযুক্তো বভূব। সর্ব্বো হি লোকঃ কার্য্যং কৃত্বা শ্রাম্যতি; প্রজাপতেশ্চ তন্মহৎ কার্য্যম্, যৎ পৃথিবীসর্গঃ। কিং তস্য শ্রান্তস্য? ইতি; উচ্যতে—তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য খিন্নস্য তেজোরসঃ, তেজ এব রসঃ, তেজোরসঃ, রসঃ—সারঃ, নিরবর্ত্তত প্রজাপতিশরীরাৎ নিক্রান্ত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ নিক্রান্তঃ? অগ্নিঃ সোঽণ্ডস্যান্তর্ব্বিরাট্ প্রজাপতিঃ প্রথমজঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতবান্ জাতঃ; "স বৈ শরীরী প্রথমঃ" ইতি স্মরণাৎ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

টীকা।—অপামকত্বশ্রবণান্নাগ্নেরর্কত্বমিতি শঙ্কতে—কঃ পুনরিতি। প্রকরণমাশ্রিত্য তাসামকত্বমৌপচারিকম্, ইত্যুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। তাসু অপ্সু হিরণ্ময়মণ্ড সংবভূবেতি শ্রুতিমনুসরন্ উপচারে হেত্বন্তরমাহ—অপসু চেতি। মুখ্যমকত্বম্ ব্যাবর্ত্তয়তি—ন পুনরিতি। ননু "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ইতিন্যায়াৎ প্রকরণাৎ "আপো বা অকঃ" ইতি বাক্যং বলবদিত্যাশঙ্ক্য বাক্যসহকৃতং প্রকরণমেব কেবলবাক্যাদ্ বলবদিত্যাশয়বানাহ—বক্ষ্যতি চেতি। ভূতান্তরসহিতাস্বপ্সু কারণভূতাসু পৃথিবীদ্বারা পার্থিবোঽগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্, ইদানীং পৃথিবীসর্গং তাভ্যো দর্শয়তি—তদিত্যাদিনা। অপসু ভূতান্তরসহিতাস্বৎপন্নাসু সতীষ্বিতি সপ্তম্যর্থঃ। শর ইব শর ইত্যুক্তমেব ব্যাচষ্টে—দধ্ন ইবেতি। সংঘাতে সহকারিকারণমাহ—তেজসেতি। সমহন্যতেতি পদে নপুংসকত্বেন শ্রুতে, কথং তয়োঃ শর-শব্দেন কারণস্যোক্তত্বনত্ববাচিনা পুংলিঙ্গেনান্বয়ঃ, তত্রাহ—লিঙ্গব্যত্যয়েনেতি। উক্তানুপপত্তিদ্যোতনার্থো বা-শব্দঃ। ব্যত্যয়েনান্বয়মেবাভিনয়তি—যোঽপামিতি। বাক্যতাৎপর্য্যমাহ—তাভ্য ইতি। স্থূলপ্রপঞ্চাত্মকবিরাজঃ সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মকসূত্রাদুৎপত্তিং বক্তুং পাতনিকামাহ—তস্যামিতি। উক্তেঽর্থে লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি—সর্ব্বো হীতি। ইদানীং বিরাড়ুৎপত্তিমুপদিশতি—কিং তস্যেত্যাদিনা। অগ্নিশব্দার্থং স্ফুটয়তি—সোঽণ্ডস্যেতি। তস্য প্রথমশরীরিত্বে মানমাহ—স বা ইতি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"আপঃ বৈ অর্কঃ" ইত্যাদি। এই অর্ক পদার্থটী কে? তাহা বলা হইতেছে—অপ্ (জল), যাহা অর্চ্চনার অঙ্গরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাই এখানে অগ্নিরূপ অর্কের হেতু বলিয়া, এবং জলের মধ্যে অগ্নির অবস্থান হয় বলিয়াও অর্ক-পদবাচ্য; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জল অর্ক-পদবাচ্য নহে। কেন না, ইহা জলের প্রকরণ বা প্রস্তাব নহে, অধিকন্তু অগ্নিরই প্রকরণ; [সুতরাং, এখানে অপ্রাকরণিক জল অর্করূপে গৃহীত হইতে পারে না।]

শ্রুতি নিজেও বলিবেন—'এই অগ্নিই অর্ক' ইতি। তাহাতে যে জলীয় শর—শরের ন্যায় মণ্ড, অর্থাৎ দধির মণ্ডের মত ঘনীভূত ভাব ছিল, তাহাই ভিতরে ও বাহিরে তেজঃসংযোগ বশতঃ পক্কতা প্রাপ্ত হইয়া [যেরূপ উত্তাপকৃত পাকের ফলে এখনও মৃত্তিকা প্রভৃতিকে ইষ্টকাদিরূপে পরিণত করা হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ পাকের] দ্বারা সংঘাতরূপ প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ কঠিন হইল। [এখানে 'শর' শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার বিশেষণ 'যৎ' পদটা ক্লীবলিঙ্গ থাকা অনুচিত হয়; এইজন্য বলিতেছেন—] অথবা, লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ 'যৎ' শব্দটাকে পুংলিঙ্গ করিয়া ('যৎ'কে 'যঃ' করিয়া) অর্থ করিতে হইবে, অর্থাৎ [সেই জলে] যে শর—ঘনীভাব, তাহাই সংঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং তাহাই পৃথিবী হইয়াছিল—সেই সংঘাতই—এই পৃথিবী—যাহা দৃষ্ট হইতেছে, সেই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছিল। অভিপ্রায় এই যে, সেই ঘনীভূত জল হইতে 'অণ্ড' (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন হইল (১)। পৃথিবী উৎপন্ন হইলে পর, সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত লোকই কার্য্য করিয়া শ্রমযুক্ত হয়, প্রজাপতিরও ইহা অতি মহৎ কার্য্য, যাহা পৃথিবী সৃষ্টি; [সুতরাং, তাঁহারও পরিশ্রম হওয়া সম্ভব।] প্রজাপতির সেই পরিশ্রমের ফল কি হইল, তাহা বলিতেছেন—প্রজাপতি শ্রান্ত—তাপযুক্ত অর্থাৎ ক্লান্ত হইলে পর তাঁহার শরীর হইতে তেজোরস অর্থাৎ তেজের সার, রস অর্থসার (শ্রেষ্ঠ অংশ), অর্থাৎ সারভূত তেজই নির্গত হইল। এই নিষ্ক্রান্ত সার পদার্থটা কি? না, অগ্নি; অর্থাৎ অণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বিরাট্‌সংজ্ঞক প্রথমজ দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রজাপতি জন্মিলেন; কারণ স্মৃতিতে আছে,—'তিনিই প্রথম শরীরী—দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন পুরুষ' ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে সাধারণভাবে জলীয় ঘনীভাবের সংঘাতপ্রাপ্তির কথা থাকিলেও ভাষ্যকার স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সেই 'সংঘাত' শব্দের 'অণ্ড' অর্থ গ্রহণ করিলেন। মনুসংহিতায় আছে—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রজাপতি প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির অনুকূল কর্ম্মবীজ সন্নিবেশিত করিলেন, তাহার পর সেই জলের মধ্যে একটা জ্যোতির্ম্ময় হিরন্ময় অণ্ড সমুৎপন্ন হইল, তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। সর্ব্বপ্রথম দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বসম্পন্ন শরীর তাঁহারই হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে আর কাহারও ঐরূপ স্থূল শরীর ছিল না; এই জন্য পুনশ্চ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত,' অর্থাৎ তিনিই

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ংস এব প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ, তস্য প্রাচী দিক্ শিরোঽসৌ চাসৌ চের্ম্মৌ। অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্‌থ্যৌ, দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে, দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়মুরঃ; স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক্ব চৈতি, তদেব প্রতিতিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—স ইতি। সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) আত্মানং ত্রেধা (ত্রিপ্রকারেণ)—আদিত্যং (সূর্য্যং) তৃতীয়ং (অগ্নিবায়্বপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণং) [তথা] বায়ুং তৃতীয়ং (অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণং) ব্যকুরুত (স্বমেব আত্মানং অগ্নি-সূর্য্য-বায়ুরূপেণ বিভক্তং কৃতবানিত্যর্থঃ)। [অত্র বায়্বাদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিরপি তৃতীয়ো দ্রষ্টব্যঃ।] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এবঃ প্রাণঃ (প্রজাপতিঃ) ত্রেধা (অগ্ন্যাদিত্যবায়ুরূপেণ) বিহিতঃ (বিভক্তঃ বভূব)। ইদানীমেতদ্বিষয়ে দর্শনমুচ্যতে—। তস্য (প্রথমজস্য অগ্নেঃ) প্রাচী (পূর্ব্বা) দিক্ শিরঃ (মস্তকং, শ্রেষ্ঠত্বাৎ); অসৌ চ (ঐশানী দিক্), অসৌ চ (আগ্নেয়ী দিক্ চ) ঈর্ম্মৌ (বাহু)। অথ অস্য (অগ্নেঃ) প্রতীচী (পশ্চিমা দিক্) পুচ্ছম্; অসৌ চ (বায়বী দিক্) অসৌ চ নৈর্ঋতী দিক্) সক্‌থ্যৌ (সক্‌থিনী—পৃষ্ঠকোণাস্থিদ্বয়ম্); দক্ষিণা চ উদীচী চ (দিক্) পার্শ্বে; দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) পৃষ্ঠম্; অন্তরিক্ষম্ উদরম্; ইয়ং (পৃথিবী) উরঃ (বক্ষঃ)। সঃ এবঃ (প্রজাপতিরূপঃ অগ্নিঃ) অপ্সু (জলেষু) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ বভূব)। এবং (যথোক্তম্ অগ্নেরপ্প্রতিষ্ঠত্বং) বিদ্বান্ (জানন্ জনঃ) যত্র ক্ব চ (যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ স্থানে) এতি (গচ্ছতি), তৎ (তস্মিন্ এব স্থানে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং—স্থিতিং লভতে ইত্যর্থঃ)। অশ্বমেধোপযোগিনাং দ্রব্যাণাং পবিত্রতাপ্রদর্শনার্থমেব জন্মাদিকথনম্, ন তু তত্র শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমিতি মন্তব্যম্।

মূলানুবাদ—সেই প্রথমজ প্রজাপতি নিজেই আপনাকে তিন ভাগে—[অগ্নি] আদিত্য ও বায়ুরূপে বিভক্ত করিলেন। সেই প্রাণসংজ্ঞক প্রজাপতি এইরূপে ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইলেন। পূর্ব্বদিক্ তাঁহার মস্তক;

প্রথম শরীরী পুরুষ, এবং তিনিই সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করেন। এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার শ্রুতির 'অগ্নি' অর্থে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত—প্রথম শরীরী বিরাটপুরুষ গ্রহণ করিয়াছেন।

এবং ঈশান কোণ ও অগ্নি কোণ তাঁহার বাহুদ্বয়; পশ্চিম দিক্‌ তাঁহার পুচ্ছ; এবং বায়ু কোণ ও অগ্নি কোণ তাঁহার উরুদ্বয়; দক্ষিণ ও উত্তর-দিক্‌ তাঁহার দুই পার্শ্ব; দ্যুলোক তাঁহার পৃষ্ঠ; অন্তরিক্ষ (আকাশ) তাঁহার উদর, এবং এই পৃথিবী তাঁহার বক্ষঃ। সেই এই অগ্নি, জলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বা অবস্থিত আছেন। যে ব্যক্তি অগ্নির এই জলে অবস্থিতি জানেন, তিনি যে কোন স্থানে গমন করেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌। স চ জাতঃ প্রজাপতিঃ ত্রেধা ত্রিপ্রকারমাত্মানং স্বয়মেব কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং ব্যকুরুত ব্যভজদিত্যেতৎ। কথং ত্রেধেত্যাহ— আদিত্যং তৃতীয়ম্‌ অগ্নিবায়্বপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণম্‌, অকুরুতেত্যনুবর্ত্ততে। তথা অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া বায়ুং তৃতীয়ম্‌। তথা বায্বাদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিং তৃতীয়মিতি দ্রষ্টব্যম্‌; সামর্থ্যস্য তুল্যত্বাৎ ত্রয়াণাং সংখ্যাপূরণত্বে। স এষ প্রাণঃ সর্ব্বভূতানামাত্মাপি অগ্নিবায়্বাদিত্যরূপেণ বিশেষতঃ স্বেনৈব মূর্ত্ত্যাত্মনা ত্রেধা বিহিতঃ বিভক্তঃ, ন বিরাট্‌স্বরূপোপমর্দ্দনেন।

তস্যাস্য প্রথমজস্যাগ্নেঃ অশ্বমেধোপযোগিকস্যাকস্য বিরাজশ্চিত্যাত্মকস্য অশ্বস্যেব দর্শনমুচ্যতে। সর্ব্বা হি পূর্ব্বোক্তোৎপত্তিরস্য স্তুত্যর্থেত্যবোচাম— ইত্থমসৌ শুদ্ধজন্মেতি। তস্য প্রাচী দিক্‌ শিরঃ বিশিষ্টত্বসামান্যাৎ। অসৌ চাসৌ চ ঐশান্যাগ্নেয্যৌ ঈর্ম্মৌ বাহূ; ঈরয়তের্গতিকর্ম্মণঃ।

অথ অস্যাগ্নেঃ, প্রতীচী দিক্‌ পুচ্ছং জঘন্যো ভাগঃ, প্রাঙ্মুখস্য প্রত্যগ্দিক্‌-সম্বন্ধাৎ। অসৌ চাসৌ চ বায়ব্য-নৈর্ঋত্যৌ সক্‌থ্যৌ সক্‌থিনী, পৃষ্ঠকোণত্বসামান্যাৎ। দক্ষিণা চ উদীচী চ পার্শ্বে, উভয়দিক্‌-সম্বন্ধ-সামান্যাৎ। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিতি পূর্ব্ববৎ। ইয়ম্‌ উরঃ, অধোভাগসামান্যাৎ। স এষঃ অগ্নিঃ প্রজাপতিরূপো লোকাত্মাত্মকোঽগ্নিঃ অপ্সু প্রতিষ্ঠিতঃ, "এবমিমে লোকা অপ্‌স্বন্তঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যত্র ক্ব চ যস্মিন্‌ কস্মিংশ্চিৎ এতি গচ্ছতি, তদেব তত্রৈব প্রতিতিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। কোঽসৌ? এবং যথোক্তমপ্সু প্রতিষ্ঠিতত্বম্‌ অগ্নের্ব্বিদ্বান্‌ বিজানন্‌, গুণফলমেতৎ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

টীকা। বিরাজো ধ্যানার্থমবচ্ছেদভেদমাহ—স চেতি। কোঽস্য ত্রেধাভাবস্য কর্ত্তেতি বীক্ষায়ামাহ—স্বয়মেবেতি। কথমেকস্য ত্রিধাত্বমন্যথা কথমেকত্বমিত্যাহ—কথমিতি। মৃদো ঘটশরাবাদ্যনেকরূপত্ববদ্‌ বিরাজো বহুরূপত্বং সাধয়তি—আদিত্যাদিনা। কথমগ্নিং তৃতীয়মিত্যশ্রুতং

কল্প্যতে, তত্রাহ—সামর্থ্যাদ্বেতি। বায়্বাদিত্যয়োরিবাগ্নেরপি সংখ্যাপূরণত্বশক্তেরবিশিষ্টত্বাৎ অগ্নিং তৃতীয়মকরুতেত্যুপসংখ্যায়তে, স ত্রেধা আত্মানমিতি চোপক্রমাদিত্যর্থঃ। নন্বু কিময়ং ত্রেধাভাবো বিরাট্স্বরূপোপমর্দ্দেন ক্রিয়তে, ন হি স তস্মিন্ সত্যেব যুক্তো বিরোধাদিত্যাহ—স এষ ইতি। যথা তন্তুবস্থানুপমর্দ্দনেন মূলকারণাৎ পটো জায়তে, তথা সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণতয়া সাধারণোঽপ্যয়ং স্বেনৈব স্বতন্ত্রেণানুগতেন মৃত্যুরূপেণ ত্রেধাবিভাগস্য কর্ত্তা। ন চৈকস্য বহুরূপত্ব-বিরোধঃ, মায়াবিবহুপপত্তেরিত্যর্থঃ।

তস্য প্রাচ্যাদ্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—তস্যেতি। উক্তানি বিশেষণানি প্রকরণাবিচ্ছেদার্থমনূদ্যন্তে। অগ্নিবিষয়ং দর্শনমিদানীমুচ্যতে চেৎ, নৈবেহেত্যাদি পূর্ব্বোক্তমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বা ইতি। স্তুতিমেবাভিনয়তি—ইত্থমিতি। কল্প্যাঙ্গস্যাগ্নেঃ সংস্কর্ত্তব্যত্বাৎ চিত্যাগ্নিশিরসি প্রাচীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—তস্যেতি। আরোপে সাদৃশ্যমাহ—বিশিষ্টত্বেতি। শিরসঃ অনন্তরভাবিত্বাৎ। তদ্বাহ্বোরৈশান্যাদিদৃষ্টিমাহ—অসৌ চেতি। কথমীর্মশব্দো বাহুবাচীত্যাশঙ্ক্য তদুৎপত্তিমাহ—ঈরয়তেরিতি। গত্যর্থযোগাদীর্মশব্দো বাহুমধিকরোতীত্যর্থঃ।

তৎপুচ্ছাদিষু প্রতীচ্যাদিদৃষ্টিরধ্যস্ততি—অথেত্যাদিনা। চিত্যস্যাগ্নেঃ শিরসি বাহ্বোঃ প্রাচ্যাদিদৃষ্টিকরণানন্তরমিত্যর্থঃ। সক্থি-পদং পৃষ্ঠনিষ্ঠোন্নতাস্থিদ্বয়বিষয়ম্। উভয়শব্দেন প্রাচী-প্রতীচীদ্বয়ং গৃহ্যতে। উরসি পৃথিবীদৃষ্টিমাহ—ইয়মিতি। উপাস্যমগ্নিমুক্তমনুবদতি—স এষ ইতি। তস্য উপাদানার্থমেবাপস্ব প্রতিষ্ঠিতত্বং গুণমুপদিশতি অগ্নিরিতি। ভূতান্তরসহিতা-নামপাং সকললোককারণত্বাদ্ অশেষলোকাত্মকোঽগ্নিস্তত্র প্রতিষ্ঠিত সম্ভবতীত্যত্র শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—এবমিতি। যথৈতেষু লোকেষু সর্ব্বং কার্য্যং প্রতিষ্ঠিতং, তথেতি যাবৎ। লোকশব্দেন স্থূলানাং ভূতানাং সন্নিবেশবিশেষা গৃহ্যন্তে। অপসু ভূতান্তরসহিতাসু কারণভূতাস্বিতি যাবৎ। ফলশ্রুতিং ব্যাচষ্টে—যত্রেতি। অথোপাস্তিফলম্ অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি ইত্যাদিনা বক্ষ্যতে। কিমিদমস্থানে ফলসঙ্কীর্ত্তনমত আহ—গুণেতি ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ;—সেই প্রথমজ [বিরাট্রূপ] প্রজাপতি আপনাকে—স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকেই ত্রেধা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কি কি প্রকারে, তাহাই বলিতেছেন— আদিত্য তৃতীয়, অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষা তিনের পূরণ। এখানেও 'অকুরুত' ক্রিয়ার অনুবর্ত্তন হইতেছে। সেইরূপ, অগ্নিও আদিত্য অপেক্ষায় তৃতীয় বায়ু; এইরূপ বায়ুও আদিত্য অপেক্ষা তৃতীয় অগ্নির দৃষ্টিও বুঝিতে হইবে; কেন না, ত্রিত্বসংখ্যা পূরণে ইহারও তুল্য অপেক্ষা রহিয়াছে। সেই এই প্রাণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও নিজ 'মৃত্যু'রূপী আত্মার কর্ত্তৃত্বে আবার বিশেষভাবে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপে ত্রিধা বিহিত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় অখণ্ড বিরাট্ স্বরূপটী বিদলিত না করিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন।

সেই যে, এই অশ্বমেধ-যজ্ঞোপযোগী বিরাট্রূপী অর্কনামক প্রজাপতি অগ্নি,

তাঁহার সম্বন্ধেও, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাত্মক অশ্বের ন্যায়, দর্শন বা উপাসনা কথিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তির সমস্ত কথাই ইহার স্তুতির জন্য, অর্থাৎ কেবলই ইহার জন্মগত বিশুদ্ধি খ্যাপনের জন্য। পূর্ব্ব দিক্ তাহার মস্তক; কারণ, উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম্ম সমান। 'এই—এই' দিক্, অর্থাৎ ঈশান ও অগ্নি কোণ ইহার দুইটী ঈর্ম্ম, অর্থাৎ বাহুদ্বয়। ঈর্ম্ম পদটী গত্যর্থক ঈরি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তাহার পর, পশ্চিম দিক্ হইতেছে এই অগ্নির পুচ্ছ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ; কেন না, পূর্ব্বাভিমুখে স্থিত ব্যক্তির পশ্চাদ্ভাগের সহিতই পশ্চিম দিকের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর 'এই—এই' দিক্ অর্থাৎ বায়ু ও নৈর্ঋত কোণ ইহার সক্থি-দ্বয় (পৃষ্ঠের পার্শ্ববর্ত্তী অস্থিদ্বয়); কারণ, পৃষ্ঠকোণের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ ইহার পার্শ্বদ্বয়; কারণ, উভয় দিকের সহিত ইহার সম্বন্ধগত সাম্য আছে। দ্যুলোক ইহার পৃষ্ঠ; অন্তরিক্ষ (আকাশ) ইহার উদর; এখানেও পূর্ব্বোক্ত অশ্বদৃষ্টির ন্যায় সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে। এই অর্থাৎ পৃথিবী ইহার বক্ষঃস্থল; কারণ, ইহারও অধোভাগস্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

সেই এই অগ্নি—সর্ব্বলোকাত্মক প্রজাপতিরূপ অগ্নি জলের মধ্যে অবস্থিত; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'এই প্রকারে এই সমস্ত জগৎ জলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে'। যে লোক এই অগ্নির যথোক্তপ্রকার জলপ্রতিষ্ঠিতত্ব জানেন, তিনি যে কোনও স্থানে গমন করেন, তিনি সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা হইতেছে উপাসনার গুণফল আনুষঙ্গিক ফল মাত্র; ইহার প্রকৃত ফল হইতেছে চিত্তশুদ্ধি॥ ৫॥ ৩॥

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি; স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ, অশনায়া মৃত্যুস্তদ্যদ্ রেত আসীৎ, স সংবৎ-সরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস, তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদ-সৃজত। তং জাতমভিব্যাদদাৎ, স ভাণকরোৎ, সৈব বাগ-ভবৎ॥ ৬॥ ৪॥

সরলার্থঃ।—সঃ (অবাদিক্রমেণ স্রষ্টা মৃত্যুঃ) অকাময়ত (কামনাং কৃতবান্)—মে (মম) দ্বিতীয়ঃ আত্মা (শরীরং) জায়েত (জায়তাম্) ইতি। সঃ অশনায়া (তদুপলক্ষিতঃ) মৃত্যুঃ [এবমিচ্ছন্] মনসা (অন্তঃকরণেন) বাচং

(বাণীং বেদরূপাং) মিথুনং (অন্যোন্যসংযোগলক্ষণং) সমভবৎ (সম্ভবনং কৃতবান্—মনসা বেদার্থমালোচিতবান্)। তৎ (তত্র—মিথুনে) যৎ রেতঃ (বীজং) আসীৎ (বেদার্থ-পর্য্যালোচনয়া প্রথমশরীরিণঃ প্রজাপতেঃ সমুৎপত্ত্যনুকূলং জ্ঞানকর্ম্ম-সংস্কাররূপং যৎ কারণং দৃষ্টমাসীৎ), সঃ (তৎ রেতঃ) সংবৎসরঃ অভবৎ, ততঃ (তস্মাৎ সংবৎসরাখ্য-প্রজাপতেঃ) পুরা (উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং) সংবৎসরঃ (দ্বাদশ-মাসাত্মকঃ কালঃ) ন হ (নৈব) আস (আসীৎ)। তং (সংবৎসরনির্ম্মাতারং প্রজাপতিং) এতাবন্তং (সংবৎসরপরিমিতং) কালং [ব্যাপ্য] অবিভঃ (অণ্ডগর্ভে ধৃতবান্), যাবান্ (যৎপরিমাণঃ) সংবৎসরঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ, এতাবন্তং কালমিতি সম্বন্ধঃ)। এতাবতঃ (সংবৎসরাত্মকস্য) কালস্য (কল্পস্য) পরস্তাৎ (পশ্চাৎ) তম্ (অণ্ডমধ্যস্থম্) অসৃজত (অণ্ডং বিদারিতবান্) [মৃত্যুরিতি শেষঃ]। তং জাতং (প্রজাপতিং) অভিব্যাদদাৎ (ভোজনার্থং মুখব্যাদানং কৃতবান্); সঃ (জাতঃ) ভাণ্ (ইতি অব্যক্তং শব্দং) অকরোৎ (কৃতবান্), সা এব (স এব) বাক্ (শব্দঃ) অভবৎ, [ততঃ পূর্ব্বং শব্দো নাসীদিতি ভাবঃ]॥

মূলানুবাদ। জলাদি-স্রষ্টা সেই অশনায়া-লক্ষণান্বিত মৃত্যু ইচ্ছা করিলেন—আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা (শরীর) উৎপন্ন হউক। [অনন্তর] তিনি মনের সহিত বাক্যের সংযোজনা করিলেন, (অর্থাৎ মনে মনে বেদবাক্য চিন্তা করিলেন।) তাহার মধ্যে যে বীজশক্তি নিহিত ছিল, অর্থাৎ তাদৃশ বেদ-চিন্তার ফলে, প্রথমোৎপন্ন পুরুষ প্রজাপতি স্বকার্য্যোপযোগী যে, প্রাক্তন জ্ঞান-কর্ম্মসংস্কার-বীজ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই সংবৎসর হইল; তৎপূর্ব্বে সংবৎসর বলিয়া কোন কালবিভাগ ছিল না। জগতে যাহা সংবৎসর বলিয়া প্রসিদ্ধ, [তিনি] প্রজাপতিকে অণ্ডের অভ্যন্তরে ততকাল ধারণ করিয়াছিলেন। এই পরিমাণ কালের (সংবৎসরের) পরে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন; অর্থাৎ এক বৎসরান্তে সেই অণ্ডটী বিদীর্ণ করিলেন; [এবং] জন্মের পর তিনি তাহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদান করিলেন। সেই নবজাত পুরুষ [ভয়ে] 'ভাণ্' শব্দ করিলেন, তাহাই জগতে প্রথম 'শব্দ' হইল॥ ৬ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সোঽকাময়ত—যোঽসৌ মৃত্যুঃ; সঃ অবাদিক্রমেণ আত্মনা আত্মানমণ্ডস্যান্তঃ কার্য্য-করণসঙ্ঘাতবন্তং বিরাজমগ্নিম্ অসৃজত, ত্রেধা চাত্মানমকুরুতেত্যুক্তম্। স কিংব্যাপারঃ সন্ অসৃজতেতি? উচ্যতে—স

মৃত্যুঃ অকাময়ত কামিতবান্‌। কিম্‌? দ্বিতীয়ো মে মম আত্মা শরীরম্‌, যেনাহং শরীরী স্যাম্‌, স জায়েত উৎপদ্যেত, ইতি এবমেতদ্‌ অকাময়ত। স এবং কাময়িত্বা, মনসা পূর্ব্বোৎপন্নেন, বাচং ত্রয়ীলক্ষণাং, মিথুনং দ্বন্দ্বভাবম্‌, সমভবৎ সম্ভবনং কৃতবান্‌, মনসা ত্রয়ীমালোচিতবান্‌; ত্রয়ীবিহিতং সৃষ্টিক্রমং মনসা অন্বালোচয়দিত্যর্থঃ। কোঽসৌ? অশনায়য়া লক্ষিতো মৃত্যুঃ; অশনায়া মৃত্যুরিত্যুক্তম্‌; তমেব পরামৃশতি অন্যত্র প্রসঙ্গো মা ভূদিতি।

তদ্‌ যদ্রেত আসীৎ,—তৎ তত্র মিথুনে যৎ রেত আসীৎ—প্রথমশরীরিণঃ প্রজাপতেরুৎপত্তৌ কারণং রেতো বীজং জ্ঞান-কর্ম্মরূপং ত্রয্যালোচনায়াং যৎ দৃষ্টবানাসীৎ জন্মান্তরকৃতম্‌, তদ্ভাবভাবিতোঽপঃ সৃষ্ট্বা তেন রেতসা বীজেনাপ্সু অনুপ্রবিশ্য অণ্ডরূপেণ গর্ভীভূতঃ সঃ সংবৎসরোঽভবৎ, সংবৎসর-কালনির্ম্মাতা সংবৎসরঃ প্রজাপতিরভবৎ। ন হ পুরা পূর্ব্বং, ততঃ তস্মাৎ সংবৎসরকালনির্ম্মাতুঃ প্রজাপতেঃ, সংবৎসরঃ কালো নাম, ন আস ন বভূব হ। তং সংবৎসরকাল-নির্ম্মাতারম্‌ অন্তর্গর্ভং প্রজাপতিম্‌, যাবানিহ প্রসিদ্ধঃ কালঃ, এতাবন্তম্‌ এতাবৎ-সংবৎসরপরিমাণং কালম্‌, অবিভঃ ভৃতবান্‌ মৃত্যুঃ, যাবান্‌ সংবৎসর ইহ প্রসিদ্ধঃ। ততঃ পরস্তাৎ কিং কৃতবান্‌? তম্‌ এতাবতঃ কালস্য সংবৎসরমাত্রস্য পরস্তাদূর্দ্ধম্‌ অসৃজত সৃষ্টবান্‌, অণ্ডম্‌ অভিনৎ ইত্যর্থঃ। তমেবং কুমারং জাতমগ্নিং প্রথমশরীরিণম্‌, অশনায়াবত্ত্বাৎ মৃত্যুঃ অভিব্যাদদাৎ মুখবিদারণং কৃতবান্‌ অত্তুম্‌। স চ কুমারো ভীতঃ স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া যুক্তো ভাণিত্যেবং শব্দমকরোৎ। সৈব বাগভবৎ, বাক্‌ শব্দোঽভবৎ॥ ১।৪॥

টীকা। উত্তরগ্রন্থম্‌ অবতার্য্য তস্য পূর্ব্বগ্রন্থেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—সোঽকাময়তে-ত্যাদিনা। অবান্তরব্যাপারমন্তরেণ কর্তৃত্বানুপপত্তিরিতি মত্বা পৃচ্ছতি—স কিংব্যাপার ইতি। কামনাদিরূপমবান্তরব্যাপারম্‌ উত্তরবাক্যাবষ্টম্ভেন দর্শয়তি—উচ্যত ইতি। কামনাকার্য্যং মনঃ-সংযোগমুপন্যস্যতি—স এবমিতি। কোঽয়ং মনসা সহ বাচো দ্বন্দ্বভাবঃ, তত্রাহ—মনসেতি। বাক্যার্থমেব স্ফুটয়তি—ত্রয়ীবিহিতমিতি। বেদোক্তসৃষ্টিক্রমালোচনং প্রজাপতের্নেদং প্রথমং, সংসারস্য অনাদিত্বাদিতি বক্তুম্‌ অনু-শব্দঃ। 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদৌ সর্ব্বনাম্নঃ অব্যবহিত-বিরাড্‌বিষয়ত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি—কোঽসাবিত্যাদিনা। কথং তয়া মৃত্যুর্লক্ষ্যতে, তত্রাহ—অশনায়েতি। কিমিতি তর্হি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেবেতি। অন্যত্রানন্তরপ্রকৃতে বিরাড়াত্মনীতি যাবৎ।

অবান্তরব্যাপারান্তরমাহ—তদিত্যাদিনা। প্রসিদ্ধং রেতো ব্যাবর্ত্তয়তি—জ্ঞানেতি। নন্বু প্রজাপতের্ন জ্ঞানং কর্ম্ম বা সম্ভবতি, তত্রানধিকারাদিত্যাশঙ্ক্য আসীদিত্যস্যার্থমাহ—জন্মান্তরেতি। বাক্যস্যাপেক্ষিতং পূরয়িত্বা বাক্যান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—তদ্ভাবেত্যাদিনা।

নমু সংবৎসরস্ত প্রাগেব সিদ্ধত্বান্ন প্রজাপতেস্তন্নির্ম্মাণেন তদাত্মত্বমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—ন হ পুরেতি। তদ্ ব্যাচষ্টে—পূর্ব্বমিতি। প্রজাপতেরাদিত্যাত্মকত্বাৎ তদধীনত্বাচ্চ সংবৎসরব্যবহারস্ত, আদিত্যাৎ পূর্ব্বং তদ্ব্যবহারো নাসীদেবেত্যর্থঃ। কিয়ন্তং কালমণ্ডরূপেণ গর্ভো বভূবেত্যপেক্ষায়ামাহ—তমিত্যাদিনা। অবান্তরব্যাপারম্ অনেকবিধমভিধায় বিরাড়ুৎপত্তিমাকাঙ্ক্ষাদ্বারোপসংহরতি—যাবানিত্যাদিনা। কেয়ং পূর্ব্বমেব ? ভত্বয়া বিদ্যমানস্ত বিরাজঃ সৃষ্টিঃ ? তত্রাহ—অণ্ডমিতি। বিরাড়ুৎপত্তিমুক্ত্বা শব্দমাত্রস্য সৃষ্টিঃ বিবক্ষুর্ভূমিকাং করোতি—তমেবমিতি। অযোগোঽপি পুত্রভক্ষণে প্রবর্ত্তকং দর্শয়তি—অশনায়াবত্বাদিতি। বিরাজো ভয়কারণমাহ—স্বাভাবিকেতি। ইন্দ্রিয়ং দেবতাং চ ব্যাবর্ত্তয়তি—বাক্ শব্দ ইতি॥ ৬॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি কামনা (ইচ্ছা) করিয়াছিলেন; তিনি অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্ত মৃত্যু। তিনি নিজেই নিজকে জলাদিক্রমে অণ্ডমধ্যে দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট বিরাট্‌স্বরূপ অগ্নিরূপে সৃষ্ট করিয়াছিলেন; এবং আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি যে, কি প্রকার চেষ্টায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—সেই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কি [ইচ্ছা করিয়াছিলেন]? আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা—শরীর হউক; আমি যাহা দ্বারা শরীরবান্ হইতে পারি, সেরূপ একটি শরীর উৎপন্ন হউক, এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ কামনা করিয়া পূর্ব্বোৎপন্ন মনের সহিত বাক্যের—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদরূপ বাণীর মিথুন—দ্বন্দ্বভাব (সংযোগ) ঘটাইয়াছিলেন,—মনে মনে বেদচিন্তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন (১)। ইনি কে? [উত্তর—] ইনি অশনায়ালক্ষিত (ভোজনেচ্ছাবিশিষ্ট) মৃত্যু; অশনায়া যে মৃত্যুস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত বিরাটের কামনাকর্তৃত্ব আশঙ্কিত হইতে পারিত, তন্নিবৃত্তির জন্য পুনশ্চ "অশনায়া মৃত্যুঃ" কথায় প্রথমোক্ত মৃত্যুর সম্বন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

(১) তাৎপর্য্য—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এই সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি; কোন্ সময় হইতে কি প্রকারে যে, সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। মানব স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে সৃষ্টির দিকে যতই অগ্রসর হয়, ততই অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া পড়ে। দেখিতে পায়, কেবলই সৃষ্টি ও জীবের কর্ম্ম, উভয়ই পরস্পর কার্য্যকারণভাবে সংবদ্ধ; কর্ম্ম না হইলে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য হইতে পারে না, আবার সৃষ্টি না হইলেও জীবের কর্ম্ম আসিতে পারে না; এইরূপ সৃষ্টি ও কর্ম্মপ্রবাহের অনাদি সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে কোন মীমাংসায়ই উপস্থিত হওয়া যায় না। তাই জীবস্রষ্টা মৃত্যুপুরুষ প্রথমে বেদচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং সেই অলৌকিক চিন্তার কালে জীবের প্রাক্তন কর্ম্মরাশি তাঁহার প্রত্যক্ষ হইতে ছিল, শেষে তিনি তদনুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তাহাতে যে রেতঃ ছিল, অর্থাৎ সেই মিথুনমধ্যে যে বীজশক্তি নিহিত ছিল ; অভিপ্রায় এই যে, বেদ-পর্য্যালোচনার ফলে প্রথমশরীরী প্রজাপতির শরীর-সমুৎপত্তির নিমিত্তীভূত জন্মান্তরকৃত জ্ঞানকর্ম্ম-সংস্কাররূপ যে বীজ বর্ত্তমান ছিল, তিনি তদ্ভাবভাবিত হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়া জল সৃষ্টি করিয়া, সেই জলের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক রেতোরূপ বীজ দ্বারা ডিম্বাকারে গর্ভ-রূপী হইয়া তিনিই সংবৎসর হইলেন, অর্থাৎ সংবৎসরাত্মক কালের প্রবর্ত্তক প্রজাপতি হইলেন। সংবৎসরকাল-নির্ম্মাতা সেই প্রজাপতির প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে—নিশ্চয়ই সংবৎসর নামে কোন সময় প্রসিদ্ধ ছিল না। মৃত্যু সেই সংবৎ-সর-নির্ম্মাতা অণ্ডাভ্যন্তরস্থ প্রজাপতিকে, জগতে যে পরিমাণ কাল সংবৎসর নামে প্রসিদ্ধ, সেই প্রসিদ্ধ সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত ধারণ বা পোষণ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, লোকপ্রসিদ্ধ এই সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত ধারণের পরে কি করিয়াছিলেন ?- এই সংবৎসর পরিমিত কালের পরেই—সংবৎসর পূর্ণ হইবা মাত্রই তাহাকে সৃষ্টি করি-লেন, অর্থাৎ সেই ডিম্বটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই আদিশরীরী অগ্নি, কুমার বা শিশুরূপে সমুৎপন্ন হইলেন। পরে, ভোজনেচ্ছুক বা ক্ষুধার্ত্ত মৃত্যু তাহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখ-বিদারণ (মুখ-ব্যাদান) করিলেন ; তখন সেই নবজাত শিশু স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ ভীত হইয়া 'ভাণ্' ইত্যাকার ভীতিসূচক শব্দ করিয়াছিলেন ; তাহাই হইল বাক্—তাহাই ব্যবহারোপযোগী শব্দরূপে পরিণত হইল ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে, কনীয়োঽন্নং করিষ্য-ইতি, স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ—ঋচো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্। স যদ্যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত, সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্ব্বস্যৈ-তস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি, য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (মৃত্যুঃ) ঐক্ষত (চিন্তয়ামাস) ; [কিং ?] যদি (সম্ভা-বনায়াং) বৈ [কদাচিৎ] [ক্ষুধাবশাৎ অহং] ইমং (কুমারং) অভিমংস্যে (মারয়িষ্যে,) [তর্হি এতস্য ভক্ষণে কৃতে,] অন্নং (মম ভক্ষ্যং) কনীয়ঃ (অত্যল্পং) করিষ্যে, [অতঃ প্রভূতান্নসৃষ্টৌ যতিষ্যে ইতি ভাবঃ] ইতি। সঃ (এবং কৃতনিশ্চয়ঃ মৃত্যুঃ) তয়া (পূর্ব্বোক্তয়া বেদরূপয়া) বাচা, তেন (পূর্ব্বোক্তেন) আত্মনা (মনসা চ)

[মনঃসংকল্পিতমর্থং বাচা সমুচ্চার্য্য] ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যৎ ইদং কিঞ্চ—ঋচঃ (ঋগ্বেদান্), যজূংষি (যজুর্ব্বেদান্), সামানি (সামবেদান্), ছন্দাংসি (গায়ত্র্যাদীনি সপ্ত), যজ্ঞান্ (যাগান্), প্রজাঃ (মনুষ্যান্), পশূন্ (গ্রাম্যান্ আরণ্যান্ চ জন্তূন্) [অসৃজত ইতি সম্বন্ধঃ]। সঃ (মৃত্যুঃ) যৎ যৎ এব (বস্তু) অসৃজত (সৃষ্টবান্), তৎ তৎ (বস্তু) [এব] অত্তুং (ভক্ষয়িতুং) অধ্রিয়ত (মনঃ কৃতবান্); [অন্নবাহুল্যং দৃষ্ট্বা তদানীং তদ্ভক্ষণে প্রবৃত্তঃ বভূব ইত্যভিপ্রায়ঃ]। যৎ [সঃ] সর্ব্বং (সৃষ্টং বস্তু) বৈ অত্তি (ভক্ষয়তি) ইতি, তৎ (তদেব) অদিতেঃ (অদিতিনাম্নো মৃত্যোঃ) অদিতিত্বম্ (অদিতিনামোদ্ভবে হেতুঃ)। [অন্যোঽপি] যঃ (জনঃ) অদিতেঃ (অদিতিনাম্নো মৃত্যোঃ) এতৎ (উক্তম্) অদিতিত্বম্ এবং (যথোক্তেন রূপেণ) বেদ (জানাতি), সঃ (জ্ঞাতাপি) এতস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি, সর্ব্বং [বস্তু] অস্য (জ্ঞাতুঃ) অন্নং (ভক্ষ্যম্ অশনীয়ম্) ভবতি ইত্যর্থঃ ॥

মূলানুবাদ। সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি চিন্তা করিলেন—আমি যদি ক্ষুধাবশতঃ কখনও এই শিশুকে ভক্ষণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার খাদ্য বস্তু অতি অল্প করিয়া ফেলিব, অর্থাৎ ইহাকে ভক্ষণ করিলেও আমার দীর্ঘকাল চলিবে না। তিনি এইরূপ চিন্তার পর, সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য ও মনের সহযোগে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন—এই যাহা কিছু—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত প্রজা (মনুষ্যাদি) ও সমস্ত পশু। তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে মনঃস্থ করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্ট সমস্তই তাঁহার ভক্ষ্য হইল। যেহেতু তিনি সমস্ত বস্তু অদন করেন (ভক্ষণ করেন), সেই হেতুই তাঁহার 'অদিতি' নাম প্রসিদ্ধ। যে লোক অদিতির এই অদিতিত্ব যথোক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনিও সমস্ত বস্তুর ভোক্তা হন—সমস্ত বস্তুই তাঁহার অন্ন বা ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় ॥ ৭॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স ঐক্ষত—সঃ এবং ভীতং কৃতরবং কুমারং দৃষ্ট্বা মৃত্যুঃ ঐক্ষত ঈক্ষিতবান্ অশনায়াবানপি—যদি কদাচিৎ ইমং কুমারম্ অভিমংস্যে, অভিপূর্ব্বো মন্যতির্হিংসার্থঃ, হিংসিষ্যে ইত্যর্থঃ। কনীয়োঽন্নং করিষ্যে—কনীয়ঃ অল্পমন্নং করিষ্যে ইতি; এবমীক্ষিত্বা তদ্ভক্ষণাদুপররাম। বহু হ্যন্নং কর্ত্তব্যং দীর্ঘকালভক্ষণায়, ন কনীয়ঃ; তদ্ভক্ষণে হি কনীয়োঽন্নং স্যাৎ, বীজভক্ষণ-ইব সস্যাভাবঃ। স এবং প্রয়োজনম্ অন্নবাহুল্যমালোচ্য, তয়ৈব ত্রয্যা বাচা

পূর্ব্বোক্তয়া, তেনৈব চ আত্মনা মনসা, মিথুনীভাবমালোচনম্ উপগম্যোপগম্য ইদং সর্ব্বং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ অসৃজত,—যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চেদম্। কিং তৎ? ঋচঃ, যজূংষি, সামানি, ছন্দাংসি চ সপ্ত গায়ত্র্যাদীনি—স্তোত্রশস্ত্রাদিকর্ম্মাঙ্গভূতান্ ত্রিবিধান্মন্ত্রান্ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টান্, যজ্ঞাংশ্চ তৎসাধ্যান্, প্রজাঃ তৎকর্ত্রীঃ, পশূংশ্চ গ্রাম্যানারণ্যান্ কর্ম্মসাধনভূতান্।

ননু ত্রয্যা মিথুনীভূতয়াসৃজতেত্যুক্তম্, ঋগাদীনি ইহ কথমসৃজতেতি? নৈব দোষঃ; মনসস্তু অব্যক্তোঽয়ং মিথুনীভাবস্ত্রয্যা; বাহ্যস্তু ঋগাদীনাং বিদ্যমানানামেব কর্ম্মসু বিনিয়োগভাবেন ব্যক্তীভাবঃ সর্গ ইতি।

স প্রজাপতিরেবমন্নবৃদ্ধিং বুদ্ধ্বা, যদ্যদেব ক্রিয়াং ক্রিয়াসাধনং ফলং বা কিঞ্চিদসৃজত, তত্তৎ অত্তুং ভক্ষয়িতুম্ অধ্রিয়ত ধৃতবান্ মনঃ। সর্ব্বং কৃৎস্নং বৈ যস্মাদত্তি ইতি, তৎ তস্মাৎ অদিতেঃ অদিতিনাম্নো মৃত্যোরদিতিত্বং প্রসিদ্ধম্। তথা চ মন্ত্রঃ—"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্ম্মাতা স পিতা" ইত্যাদিঃ। সর্ব্বস্যৈতস্য জগতোঽন্নভূতস্য অত্তা সর্ব্বাত্মনৈব ভবতি; অন্যথা বিরোধাৎ; ন হি কশ্চিৎ সর্ব্বস্যৈকোঽত্তা দৃশ্যতে; তস্মাৎ সর্ব্বাত্মা ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি; অতএব সর্ব্বাত্মনো হ্যত্তুঃ সর্ব্বমন্নং ভবতীত্যুপপদ্যতে। য এবমেতদ্ যথোক্তমদিতের্মৃত্যোঃ প্রজাপতেঃ সর্ব্বস্যাদনাৎ অদিতিত্বং বেদ, তস্যৈতৎ ফলম্ ॥৭॥৫॥

টীকা।—ইদানীং মৃগাদিসৃষ্টিমুপবেক্ষ্যন্ পাতনিকাং করোতি—স ইত্যাদিনা। ঈক্ষণপ্রতিবন্ধকসদ্ভাবং দর্শয়তি—অশনায়ানামীতি। অভিপূর্ব্বো মন্যতিরিতি। "রুদ্রোঽস্য পশূনভিমন্যেত নাস্য রুদ্রঃ পশূনভিমন্যতে" ইত্যাদি শাস্ত্রমত্র প্রমাণয়িতব্যম্। অন্নস্য কনীয়স্ত্বে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বহু হীতি। তথাপি বিরাজো ভক্ষণে কা ক্ষতিস্তত্রাহ—তদ্ভক্ষণে হীতি। তস্যান্নাল্পকত্বাত্তদুৎপাদকত্বাচ্চেতি শেষঃ। কারণনিবৃত্তৌ কার্য্যনিবৃত্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—বীজেতি। যথোক্তেক্ষণানন্তরং মিথুনভাবদ্বারা ত্রয়ীসৃষ্টিঃ প্রস্তৌতি—স এবমিতি। ননু বিরাজঃ সৃষ্টা স্থাবরজঙ্গমাত্মনো জগতঃ সৃষ্টেরুক্তত্বাৎ কিং পুনরুক্ত্যেত্যাশঙ্ক্যেন পৃষ্ট্বা পরিহরতি—কিং তদিতি। গায়ত্র্যাদীনীত্যাদিপদেনোষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী পংক্তিত্রিষ্টুব্জগতীচ্ছন্দাংস্যুক্তানি। কেবলানাং ছন্দসাং সর্গাসংভবাত্তদারূঢ়ানামৃগ্যজুঃসামাত্মনাং মন্ত্রাণাং সৃষ্টিরত্র বিবক্ষিতেত্যাহ—স্তোত্রেতি। উদ্গাত্রাদিনা গীয়মানমৃগ্জাতং স্তোত্রং, তদেব হোত্রাদিনা শস্যমানং শস্ত্রম্। স্তুতমনুশংসতীতি হি শ্রুতিঃ। যৎ ন গীয়তে ন চ শস্যতে অধ্বর্য্যুপ্রভৃতিভিশ্চ প্রযুজ্যতে, তদপ্যত্র গ্রাহ্যমিত্যভিপ্রেত্য আদিপদম্, অত এব ত্রিবিধানিত্যুক্তম্। অজাদয়ো গ্রাম্যাঃ পশবঃ, গবয়াদয়স্ত্বারণ্যা ইতি ভেদঃ। কর্ম্মসাধনভূতানসৃজতেতি সম্বন্ধঃ।

স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদিত্যুক্তত্বাৎ প্রাগেব ত্রয্যাঃ সিদ্ধত্বাৎ, ন তস্যাঃ সৃষ্টিঃ শ্লিষ্টেতি শঙ্কতে—নন্বিতি। ব্যক্তাব্যক্তবিভাগেন পরিহরতি—নেত্যাদিনা। ইতি মিথুনীভাবসর্গয়োরুপপত্তিরিতি শেষঃ। অত্তৃসর্গশ্চ অন্নসর্গশ্চেতি দ্বয়মুক্তম্।

ইদানীমুপাস্যস্য প্রজাপতের্গুণান্তরং নির্দ্দিশতি—স প্রজাপতিরিত্যাদিনা। কথং মৃত্যোরদিতিনামত্বং সিদ্ধবদুচ্যতে, তত্রাহ—তথা চেতি। অদিতেঃ সর্ব্বাত্মত্বং বদতা মন্ত্রেণ সর্ব্বকারণস্য মৃত্যোরদিতিনামত্বং সূচিতমিতি ভাবঃ। মৃত্যোরদিতিত্ববিজ্ঞানবতঃ অবান্তরফলমাহ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বাত্মনেতি কুতো বিশিষ্যতে, তত্রাহ—অন্যথেতি। সর্ব্বরূপেণাবস্থানাভাবে সর্ব্বান্নভক্ষণস্যাশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। বিরোধমেব সাধয়তি—ন হীতি। ফলস্যোপাসনাধীনত্বাৎ প্রজাপতিম্ অদিতিনামানম্ আত্মত্বেন ধ্যায়ন্ ধ্যেয়াত্মা ভূত্বা তৎতদ্রূপত্বমাপন্নঃ সর্ব্বস্যান্নস্যাত্তা স্যাদিত্যর্থঃ। অন্নমন্নমেবাস্য সদা, ন কদাচিৎ তদস্যাত্তৃ ভবতীতি বক্তুমনন্তরবাক্যমাদত্তে—সর্ব্বমিতি। অত এবেত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—সর্ব্বাত্মনো হীতি ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"স ঐক্ষত" ইত্যাদি। তিনি (মৃত্যুলক্ষণ প্রজাপতি) সেই নবজাত শিশুকে এইরূপে ভীত ও ভয়ে শব্দ করিতেছে দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন—যদিও আমি ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া এখন এই শিশুকে হিংসা করি, অর্থাৎ ভক্ষণ করি, [তাহা হইলে] আমি আমার অন্ন অতি অল্প করিয়া ফেলিব, অর্থাৎ এই একটী মাত্র শিশু ভক্ষণে আমার আর কতদিন চলিবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। এখানে "অভিমংস্যে" এই অভিপূর্ব্বক 'মন্' ধাতুর অর্থ—হিংসা বুঝিতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘকাল ভক্ষণের জন্য আমাকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন সঞ্চয় করিতে হইবে, অল্প অন্নে হইবে না; বীজ ভক্ষণে যেমন শস্যাভাব ঘটে, তেমনি ইহাকে ভক্ষণ করিলেও আমার অন্ন কমিয়া যাইবে। তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্নবাহুল্যের আবশ্যকতা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বকথিত সেই বেদরূপ বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত আত্মার—মনের সহযোগে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত বস্তু কি কি? না, ঋক্‌সমূহ, সামসমূহ এবং গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ অর্থাৎ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট স্তোত্র, শস্ত্রাদিস্বরূপ তিন প্রকার কর্ম্মাঙ্গ মন্ত্র, মন্ত্রসাধ্য যজ্ঞসমূহ, যজ্ঞাধিকারী জনসমূহ এবং কর্ম্মোপযোগী গ্রাম্য ও অরণ্যচর পশুসমূহ [সৃষ্টি করিলেন]।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, প্রথমে বলা হইয়াছে মিথুনীভূত ত্রয়ীবিদ্যার সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এখানে আবার ঋগ্‌বেদাদির সৃষ্টি করিলেন, বলা হইল কি প্রকারে? অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সৃষ্টি যদি পরেই হইল, তবে তৎপূর্ব্বে সেই বেদের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় কি প্রকারে? না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, মনের যে, ত্রয়ীর সহিত মিথুনীভাব, তাহা অব্যক্ত সৃষ্টি, অর্থাৎ মানসিক চিন্তামাত্র, কিন্তু বহির্বিকাশ নহে, এখানে হৃদয়-

নিহিত সেই ঋগ্বেদাদিরই যে, বিভিন্ন কর্ম্মে বিনিয়োগ বা ব্যবহার, তাহাই উহাদের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, কিন্তু অভিনব উৎপত্তি নহে; [সুতরাং পূর্ব্বের কথা দোষাবহ হইতেছে না।]

সেই প্রজাপতি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আমার প্রচুর পরিমাণে অন্ন হইয়াছে; তাহার পর হইতেই, ক্রিয়া ও ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি যাহা যাহা—যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে (সংহার করিতে) ধারণ করিলেন অর্থাৎ মনোনিবেশ করিলেন। যেহেতু সেই সমস্তই অদন—ভক্ষণ করেন, সেই হেতুই 'অদিতি'র অর্থাৎ অদিতিনামক মৃত্যুর অদিতিত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে—'অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরিক্ষ (আকাশ), অদিতিই মাতা এবং প্রসিদ্ধ পিতা' ইত্যাদি। তিনি সর্ব্বাত্মভাবদ্বারাই অন্নস্বরূপ এই সমস্ত জগতের অত্তা (ভোক্তা) হন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে; কারণ, তাহা না হইলে সর্ব্বভোক্তৃত্ব কথা সঙ্গত হইতে পারে না; কেন না, জগতে কোথাও একজনকে সর্ব্ব বস্তুর ভোক্তা দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব নিশ্চয়ই তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবও সিদ্ধ হইতেছে। সমস্ত বস্তুই ইঁহার অন্নস্থানীয় হইয়া থাকে; যেহেতু ভোক্তৃস্বরূপ তিনি সর্ব্বাত্মক, সেই হেতুই তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্ব বস্তুর অন্নত্বলাভ উপপন্ন হইতেছে। যে লোক এই অদিতির অর্থাৎ মৃত্যুসংজ্ঞক প্রজাপতির সর্ব্বান্নভক্ষণনিমিত্ত এইরূপ অদিতিত্ব যথাযথরূপে অবগত হন, তাঁহারও উল্লিখিত ফললাভ হয়॥ ৭ ॥ ৫ ॥

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ, স তপোঽতপ্যত, তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্য্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্য্যং; তৎ প্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত, তস্য শরীর এব মন আসীৎ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকাময়ত (কামনাং কৃতবান্)—ভূয়সা (মহতা) যজ্ঞেন ভূয়ঃ (পুনরপি) [পূর্ব্বকল্পবৎ অস্মিন্ কল্পেঽপি ইত্যর্থঃ] যজেয় (সঙ্কল্পং কুর্য্যাম্) ইতি। সঃ (প্রজাপতিঃ) অশ্রাম্যৎ (শ্রান্তঃ অভবৎ); সঃ (প্রজাপতিঃ) তপঃ অতপ্যত (জ্ঞানরূপাং তপস্যাং কৃতবান্); শ্রান্তস্য তপ্তস্য [চ] তস্য (প্রজাপতেঃ) যশঃ বীর্য্যং (পূর্ব্ববৎ) উদক্রামৎ (নির্গতম্ অভূৎ)। [অত্র যশোবীর্য্যয়োঃ স্বরূপমাহ—] প্রাণাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) যশঃ বীর্য্যম্; [যশোবীর্য্যভূতেষু] প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু (শরীরাৎ নির্গতেষু সৎসু)

তৎ শরীরং শ্বয়িতুং (উচ্ছূনতাং গন্তুম্) অধ্রিয়ত (মৃতবৎ অভবৎ) ; তস্য (প্রজাপতেঃ) মনঃ [পুনঃ] শরীরে এব আসীৎ (ন নির্গতমভূৎ ইত্যর্থঃ) ॥

মূলানুবাদ। তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন—আমি পুনরপি অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের ন্যায় এই কল্পেও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। তিনি [যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া] পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন ; শ্রান্ত ও তপঃপ্রবৃত্ত প্রজাপতির যশঃপ্রকাশক বীর্য্য বহির্গত হইল। প্রাণসমূহই যশঃপ্রকাশক বীর্য্য (শরীর-স্থিতির হেতুভূত) ; সেই প্রাণসমূহ দেহ হইতে বহির্গত হইলে পর, সেই শরীর স্ফীত (পূতিভাবপ্রাপ্ত) হইবার মত হইল, কিন্তু তাঁহার মনঃ তখনও শরীরের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিল ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সোঽকাময়তেতি অশ্বাশ্বমেধয়োর্নির্ব্বচনার্থমিদমাহ। ভূয়সা মহতা যজ্ঞেন ভূয়ঃ পুনরপি যজেয়েতি ; জন্মান্তরকরণাপেক্ষয়া ভূয়ঃশব্দঃ। স প্রজাপতির্জ্জন্মান্তরে অশ্বমেধেনাযজত ; স তদ্ভাবভাবিত এব কল্পাদৌ ব্যাবর্ত্তত। সঃ অশ্বমেধক্রিয়া-কারক-ফলাত্মত্বেন নির্বৃত্তঃ সন্ অকাময়ত—ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি।

এবং মহৎ কার্য্যং কাময়িত্বা লোকবদশ্রাম্যৎ ; স তপোঽতপ্যত। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্যেতি পূর্ব্ববৎ ; যশোবীর্য্যম্ উদক্রামদিতি—স্বয়মেব পদার্থমাহ প্রাণাঃ চক্ষুরাদয়ঃ, বৈ যশঃ—যশোহেতুত্বাৎ ; তেষু হি সৎসু খ্যাতির্ভবতি, তথা বীর্য্যং বলমস্মিন্ শরীরে। ন হ্যুৎক্রান্তপ্রাণো যশস্বী বলবান্ বা ভবতি। তস্মাৎ প্রাণা এব যশো বীর্য্যঞ্চাস্মিন্ শরীরে। তদেবং প্রাণলক্ষণং যশো বীর্য্যমুদক্রামৎ উৎক্রান্তবৎ। তদেবং যশোবীর্য্যভূতেষু প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু শরীরান্নিষ্ক্রান্তেষু তৎ শরীরং প্রজাপতেঃ শ্বয়িতুম্ উচ্ছূনভাবং গন্তুম্ অধ্রিয়ত, অমেধ্যঞ্চাভবৎ। তস্য প্রজাপতেঃ শরীরান্নির্গতস্যাপি তস্মিন্নেব শরীরে মন আসীৎ ; যথা কস্যচিৎ প্রিয়ে বিষয়ে দূরং গতস্যাপি মনো ভবতি, তদ্বৎ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

টীকা। উপাস্তিবিধৌ সফলে সতি সমাপ্তিরেব ব্রাহ্মণস্যোচিতা, কিমুত্তরগ্রন্থেন ? ইত্যাশঙ্ক্য প্রতীকমাদায় তাৎপর্য্যমাহ—সোঽকাময়তেত্যাদিনা। তদেব অশ্বমেধস্য অশ্বমেধত্বমিত্যেতদন্তং বাক্যমিদমা নির্দ্দিশ্যতে। ভূয়োদক্ষিণকত্বাদশ্বমেধস্য ভূয়স্ত্বম্। ইতিশব্দো অকাময়তেত্যনেন সংবধ্যতে। কথং পুনস্তেন যক্ষ্যমাণস্য প্রজাপতেঃ ভূয়ঃ-শব্দোক্তিঃ। ন হি স পূর্ব্বমশ্বমেধমন্বতিষ্ঠৎ কর্ম্মানধিকারত্বাৎ, তত্রাহ—জন্মান্তরেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—স প্রজাপতিরিতি। অথাতীতে জন্মনি যজমানঃ অশ্বমেধস্য কর্ত্তাঽভূৎ। অধুনা হিরণ্যগর্ভো ভূয়ো যজেয়েত্যাহ। তথাচ

কর্তৃভেদাত্ভূয়ঃশব্দাসামঞ্জস্যমত আহ—স তস্মাবেতি। স প্রজাপতিরশ্বমেধবাসনাবিশিষ্টো জ্ঞানকর্ম্মফলত্বেন কল্পাদৌ নির্বৃত্তো ভূয়ো যজেয়েত্যাহ, কর্তৃভোক্ত্রোরৈক্যেন সাধকফলাবস্থয়োঃ যজমানসূত্রয়োঃ ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রজাপতিরীশ্বরঃ, ন তস্য দুঃখাত্মকক্রত্বনুষ্ঠানেচ্ছা যুক্তেত্যাশঙ্ক্য প্রকৃতিবশাৎ তদুপপত্তিমভিপ্রেত্যাহ—সোঽশ্বমেধেতি।

কথমেতাবতা বিবক্ষিতা স্তুতিঃ সিদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। শ্রমকার্য্যমাহ—স তপ ইতি। চক্ষুরাদীনাং যশস্ত্বে হেতুমাহ—যশোহেতুত্বাদিতি। তদেব সাধয়তি—তেষু হীতি। প্রাণা এবেতি তথাশব্দার্থঃ। সৎসু হি তেষু শরীরে বলং ভবতীতি পূর্ব্ববদেব হেতুরূহ্যঃ। উক্তমর্থং ব্যতিরেকদ্বারা স্ফোরয়তি—ন হীতি। প্রজানাং যশস্ত্বং বীর্য্যত্বং চোপসংহৃত্য বাক্যার্থং নিগময়তি—তদেবমিতি। তৎ প্রাণেষু ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তদেবমিত্যাদিনা। শরীরান্নির্গতস্য প্রজাপতের্মুক্তত্বমাশঙ্ক্যাহ—তস্যেতি॥ ৮॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—অশ্ব ও অশ্বমেধের স্বরূপনিরূপণার্থ এই কথা বলিতেছেন যে, তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন,—পুনরপি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। এখানে এই 'ভূয়ঃ' শব্দে প্রজাপতির জন্মান্তর-সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা করিয়া 'ভূয়ঃ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সেই প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মেও (পূর্ব্বকল্পেও) অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তিনি সেই ভাবে ভাবিত হইয়াই—পূর্ব্ব জন্মের সেই সংস্কার লইয়াই কল্পের প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, এবং তাহার কারক (কর্ত্তাপ্রভৃতি) ও ফলবিষয়ক সংস্কারসহকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি পুনশ্চ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।

তিনি এই প্রকার মহৎ কার্য্যের কামনা করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় পরিশ্রান্ত হইলেন; তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই শ্রান্ত ও তপস্যাযুক্ত প্রজাপতির পূর্ব্ববৎ যশঃ বীর্য্য প্রাদুর্ভূত হইল। শ্রুতি নিজেই যশঃ ও বীর্য্য কথার অর্থ বলিতেছেন, প্রাণ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ যশোলাভের হেতু বলিয়া যশঃ-পদবাচ্য; কেন না, সেই ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিলেই লোকের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে; সেইরূপ প্রাণই বীর্য্য, অর্থাৎ এই শরীরে বলস্বরূপ; কেন না, যাহার প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়, সে কখনও যশস্বী বা বলবান্ হইতে পারে না; অতএব প্রাণসমূহই এই শরীরে যশঃ ও বলস্বরূপ। উক্ত প্রকার প্রাণরূপ যশো বীর্য্য এই শরীর হইতে বহির্গত হইল, তখন প্রজাপতির সেই শরীর স্ফীতভাব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিল, অর্থাৎ অমেধ্য বা অপবিত্রের ন্যায় হইল। সেই প্রজাপতি শরীর হইতে বহির্গত হইলেও তাঁহার মনটী কিন্তু সেই

শরীরেই রহিল। যেমন কোন ব্যক্তি দূরগত হইলেও তাহার মনটী সেই প্রিয়-বিষয়েই নিবিষ্ট থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদꣳ স্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্, যদশ্বৎ, তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ।

তমনবরুদ্ধ্যৈবামন্যত। তꣳ সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎ সর্ব্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্তে।

এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, তস্য সংবৎসর আত্মাঽয়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানঃ, তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি, নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবতি এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকাময়ত, —মে (মম) ইদং (শরীরং) মেধ্যং (পবিত্রং যজ্ঞার্হং) স্যাৎ, অনেন (শরীরেণ) আত্মন্বী (শরীরবান্ চ) স্যাম্ (ভবেয়ম্), ইতি [কৃত্বা তত্র প্রবিবেশ]। যৎ (যস্মাৎ তদ্বিয়োগাৎ) [শরীরমিদং] অশ্বৎ (অশ্বয়ৎ—স্ফীতমভবৎ), ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) অশ্বঃ (অশ্বসংজ্ঞকঃ) সমভবৎ, [যস্মাচ্চ তৎপ্রবেশাৎ] তৎ (তদেব শরীরং পুনঃ) মেধ্যম্ অভূৎ ইতি, তদ্এব (তস্মাদেব) অশ্বমেধস্য (অশ্বমেধনাম্নো যজ্ঞস্য) অশ্বমেধত্বম্ (অশ্বমেধনামলাভে হেতুঃ)। এষঃ (স এব জনঃ) হ বৈ (অবধারণে) অশ্বমেধং (অশ্বমেধনামরহস্যং) বেদ (জানাতি), [কঃ?—] যঃ (জনঃ) এবম্ (যথোক্তপ্রকারেণ) এনং (অশ্বমেধং) বেদ (জানাতি)। [প্রজাপতিরেব সাক্ষাদশ্বমেধস্য ক্রতোরশ্বঃ অভবদিতি অশ্বঃ স্তূয়তে ইতি ভাবঃ।]

[প্রজাপতিঃ আত্মানমেব পশুরূপেণ কল্পয়িত্বা] তম্ (পশুম্) অনবরুধ্য (অবরোধম্ বন্ধনম্ অকৃত্বা) এব অমন্যত (অচিন্তয়ৎ)। সংবৎসরস্য পরস্তাৎ (সংবৎসরান্তে) তম্ [পশুম্] আত্মনে (আত্মতৃপ্ত্যর্থং) আলভত (হিংসিত-

বান্‌); পশূন্‌ [অন্যান্‌] দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ (তত্তদ্দেবতাভ্যঃ প্রেরিতবান্‌)। [অশ্বমেধীয়োঽশ্বঃ প্রজাপতিদৈবতঃ, ইতরে তু পশবঃ অন্যান্যদৈবতকাঃ চিন্তনীয়া ইতি ভাবঃ]। তস্মাৎ [হেতোঃ, সর্ব্বদেবত্যং (সর্ব্বদৈবতং) প্রোক্ষিতং (মন্ত্রপূতং) [পশুং] প্রাজাপত্যং (প্রজাপতিদেবতাকং) আলভন্তে (উৎসৃজন্তি) [যাজ্ঞিকাঃ]।

[কোঽসৌ অশ্বমেধঃ? ইত্যাহ—] এষঃ হ বৈ অশ্বমেধঃ, যঃ এষঃ (আদিত্যঃ) তপতি (জগৎ প্রকাশয়তি)। সংবৎসরঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ বৎসরঃ) তস্য (অশ্বমেধরূপিণঃ) আত্মা (শরীরং, তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ)। অয়ম্‌ (পার্থিবঃ) অগ্নিঃ (তৎসাধনভূতঃ) অর্কঃ; ইমে লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) তস্য আত্মানঃ (শরীরাবয়বাঃ)। তৌ এতৌ (যথোক্তৌ) অর্কাশ্বমেধৌ (অর্কঃ সাধনভূতঃ, অশ্বমেধশ্চ সাধ্যরূপঃ); সা উ পুনঃ (বাক্যালঙ্কারে) একা এব দেবতা ভবতি; [কা সা দেবতা? ইত্যাহ--] মৃত্যুঃ (মৃত্যুসংজ্ঞকঃ প্রজাপতিঃ) এব (অবধারণে)। [ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—] [এবংবিদ্‌ জনঃ] পুনঃ মৃত্যুম্‌ অপজয়তি (সকৃৎ মৃত্বা পুনর্ম্মরণায় ন জায়তে ইত্যর্থঃ)। মৃত্যুঃ এনং (বিদ্বাংসং) ন আপ্নোতি (ন প্রাপ্নোতি; মৃত্যুঃ অস্য (বিদুষঃ) আত্মা ভবতি। [কিঞ্চ, মৃত্যুঃ এব] এতাসাং দেবতানাং একঃ ভবতি [নাস্য কদাচিদপি মৃত্যুভয়মস্তীতিভাবঃ। বিদ্যাফলমেতৎ॥]

মূলানুবাদ।—সেই প্রজাপতি তখন কামনা করিলেন—আমার এই শরীর মেধ্য (পবিত্র) হউক; আমি এই শরীর দ্বারা শরীরবান্‌ হইব। [এইরূপ চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন]। যেহেতু, [এই শরীর প্রাণাভাবে] 'অশ্বৎ'=স্ফীত হইয়াছিল, [এবং প্রজাপতির প্রবেশে] আবার মেধ্য (পবিত্র) হইল, সেই হেতুই [উহা 'অশ্ব' ও 'মেধ' শব্দযোগে অশ্বমেধ নামে অভিহিত হইল; ইহাই] অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব। যিনি অশ্বমেধকে যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ-রহস্য জানেন, (অপরে জানে না)।

প্রজাপতি সেই অশ্বকে আবদ্ধ না করিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি সংবৎসরান্তে সেই অশ্বকে আপনার উদ্দেশে (প্রজাপতির উদ্দেশে) হিংসা করিয়াছিলেন, এবং অপরাপর পশুকে অপরাপর দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এই জন্যই যাজ্ঞিকগণ সর্ব্ব-

দৈবতক প্রোক্ষিত (মন্ত্রপূত) পশুকে প্রাজাপত্যরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

এখন এই অশ্বমেধের দৈবত রূপ কথিত হইতেছে—যিনি এই আদিত্যরূপে তাপ দিতেছেন, তিনিই সেই অশ্বমেধ। সংবৎসরকাল তাহার আত্মা বা শরীরাবয়ব; আর এই পৃথিবীগত অগ্নি হইতেছে অর্ক; স্বর্গাদি লোকত্রয় হইতেছে তাহার আত্মা বা অবয়ব। সেই এই অর্ক ও অশ্বমেধ নামতঃ ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহারা একই দেবতা—মৃত্যুস্বরূপ। অশ্বমেধ-রহস্যবিৎ ব্যক্তি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, মৃত্যু ইহাকে প্রাপ্ত হয় না; মৃত্যু ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে, এবং এই সমস্ত দেবতার একজন হন; [ইহাই অশ্বমেধবিজ্ঞানের ফল] ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স তস্মিন্নেব শরীরে গতমনাঃ সন্ কিম্ অকরোদিতি, উচ্যতে—সোঽকাময়ত। কথম্? মেধ্যং মেধার্হং যজ্ঞিয়ং মে মম ইদং শরীরং স্যাৎ। কিঞ্চ, আত্মন্বী আত্মবাংশ্চ অনেন শরীরেণ শরীরবান্ স্যামিতি—প্রবিবেশ। যস্মাৎ তচ্ছরীরং মদ্বিয়োগাৎ গতযশোবীর্য্যং সৎ অশ্বৎ অশ্বয়ৎ, ততঃ তস্মাদশ্বঃ সমভবৎ; ততোঽশ্বনামা প্রজাপতিরেব সাক্ষাদিতি স্তূয়তে। যস্মাচ্চ পুনস্তৎপ্রবেশাৎ গতযশোবীর্য্যত্বাদমেধ্যং সৎ মেধ্যমভূৎ, তদেব তস্মাদেব অশ্বমেধস্য অশ্বমেধনাম্নঃ ক্রতোঃ অশ্বমেধত্বম্ অশ্বমেধনামলাভঃ। ক্রিয়াকারকফলাত্মকো হি ক্রতুঃ; স চ প্রজাপতিরেবেতি স্তূয়তে।

ক্রতুনির্বর্ত্তকস্যাশ্বস্য প্রজাপতিত্বমুক্তম্—"উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য" ইত্যাদিনা। তস্যৈবাশ্বস্য মেধ্যস্য প্রজাপতিস্বরূপস্য অগ্নেশ্চ যথোক্তস্য ক্রতুফলাত্মরূপতয়া সমস্যোপাসনং বিধাতব্যমিত্যারভ্যতে। পূর্ব্বত্র ক্রিয়াপদস্য বিধায়কস্যাশ্রুতত্বাৎ, ক্রিয়াপদাপেক্ষত্বাচ্চ প্রকরণস্য অয়মর্থোঽবগম্যতে।

এষ হ বৈ অশ্বমেধং ক্রতুং বেদ—যঃ কশ্চিৎ, এনমশ্বম্ অগ্নিরূপমর্কং চ যথোক্তম্ এবং বক্ষ্যমাণেন সমাসেন প্রদর্শ্যমানেন বিশেষণেন বিশিষ্টং বেদ, স এষোঽশ্বমেধং বেদ, নান্যঃ; তস্মাদেবং বেদিতব্য ইত্যর্থঃ। কথম্? তত্র পশুবিষয়মেব তাবদ্দর্শনমাহ,—তত্র প্রজাপতিঃ "ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়" ইতি কাময়িত্বা আত্মানমেব পশুং মেধ্যং কল্পয়িত্বা, তং পশুম্ অনবরুদ্ধ্যৈব উৎসৃষ্টং পশুমবরোধমকৃত্বৈব মুক্তপ্রগ্রহম্, অমন্যত অচিন্তয়ৎ। তং সংবৎসরস্য পূর্ণস্য পরস্তাৎ

ঊর্দ্ধম্ আত্মনে আত্মার্থম্ আলভত—প্রজাপতিদেবতাকত্বেন ইত্যেতৎ, আলভত আলম্ভং কৃতবান্, পশূন্ অন্যান্ গ্রাম্যানারণ্যাংশ্চ দেবতাভ্যঃ যথাদৈবতং প্রত্যেকং প্রতিগমিতবান্। যস্মাচ্চৈবং প্রজাপতিরমন্যত, তস্মাদেবম্ অন্যোঽপ্যুক্তেন বিধিনা আত্মানং পশুমশ্বং মেধ্যং কল্পয়িত্বা, 'সর্ব্বদেবত্যোঽহং প্রোক্ষ্যমাণঃ; আলভ্যমানস্ত্বহং মদ্দেবতা এব স্যাম্; অন্য ইতরে পশবো গ্রাম্যারণ্যা যথাদৈবতম্ অন্যাভ্যো দেবতাভ্য আলভ্যন্তে মদবয়ভূতাভ্য এব ইতি বিদ্যাৎ। অতএবেদানীং সর্ব্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্তে যাজ্ঞিকা।

এবমেষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, যস্ত্বেবং পশুসাধনকঃ ক্রতুঃ, স এষ সাক্ষাৎ ফলভূতো নির্দ্দিশ্যতে—'এষ হ বা অশ্বমেধঃ।' কোঽসৌ? য এষ সবিতা তপতি জগদবভাসয়তি তেজসা; তস্যাস্য ক্রতুফলাত্মনঃ সংবৎসরঃ কালবিশেষ আত্মা শরীরম্, তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ সংবৎসরস্য। তস্যৈব ক্রত্বাত্মনঃ অগ্নিসাধ্যত্বাৎ চ ফলস্য ক্রতুত্বরূপেণ এব নির্দ্দেশঃ। অয়ং পার্থিবোঽগ্নিঃ অর্কঃ সাধনভূতঃ; তস্য চার্কস্য ক্রতৌ চিত্যস্য ইমে লোকাস্ত্রয়োঽপি আত্মানঃ শরীরাবয়বাঃ। তথাচ ব্যাখ্যাতঃ—"তস্য প্রাচী দিক্" ইত্যাদিনা। তৌ অগ্ন্যাদিত্যাবেতৌ যথাবিশেষিতৌ অর্কাশ্বমেধৌ ক্রতু-ফলে। অর্কো যঃ পার্থিবোঽগ্নিঃ, স সাক্ষাৎ ক্রতুরূপঃ ক্রিয়াত্মকঃ; ক্রতোরগ্নিসাধ্যত্বাৎ তদ্রূপেণৈব নির্দ্দেশঃ। ক্রতুসাধ্যত্বাচ্চ ফলস্য ক্রতুরূপেণৈব নির্দ্দেশঃ—'আদিত্যোঽশ্বমেধঃ' ইতি।

তৌ সাধ্য-সাধনৌ ক্রতু-ফলভূতাবগ্ন্যাদিত্যৌ—সা উ, পুনঃভূয়ঃ, একৈব দেবতা ভবতি। কা সা? মৃত্যুরেব; পূর্ব্বমপি একৈবাসীৎ, ক্রিয়া-সাধন-ফলভেদায় বিভক্তা। তথাচোক্তম্—"স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুত" ইতি। সা পুনরপি ক্রিয়ানির্বৃত্ত্যুত্তরকালম্ একৈব দেবতা ভবতি—মৃত্যুরেব ফলরূপঃ। যঃ পুনরেবম্ এনমশ্বমেধং মৃত্যুমেকাং দেবতাং বেদ—অহমেব মৃত্যুরস্মি অশ্বমেধ-একা দেবতা মদ্রূপাশ্বাগ্নি-সাধনসাধ্যা—ইতি; সোঽপজয়তি, পুনঃ মৃত্যুং পুনর্ম্মরণম্, সকৃৎ মৃত্বা পুনর্ম্মরণায় ন জায়ত ইত্যর্থঃ। অপজিতোঽপি মৃত্যুরেনং পুনরাপ্নুয়াৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি। কস্মাৎ? মৃত্যুঃ অস্যৈবংবিদঃ আত্মা ভবতি। কিঞ্চ, মৃত্যুরেব ফলরূপঃ সন্ এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি; তস্যৈতৎ ফলম্॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণভাষ্যম্॥ ১ ॥ ২ ॥

টীকা। সম্যগ্‌জ্ঞানাভাবাদাসঙ্গে সত্যপি ন পুনস্তস্মিন্ প্রবেশো যুক্তঃ, পরিত্যক্তপরিগ্রহাযোগাৎ, ইতি শঙ্কতে—স তস্মিন্নিতি। অজ্ঞানবশাৎ পরিত্যক্তপরিগ্রহোঽপি সম্ভবতীত্যাহ—

উচ্যত ইতি। বীতদেহস্য কামনা অযুক্তেতি শঙ্কতে—কথমিতি। সামর্থ্যাতিশয়াৎ অশরীরস্যাপি প্রজাপতেস্তদুপপত্তিরিতি মন্বানো ব্রূতে—মেধ্যমিতি। কামনাফলমাহ—ইতি প্রবিবেশেতি। তথাপি কথং প্রকৃতনিরুক্তিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। যচ্ছব্দো যস্মাদিতি ব্যাখ্যাতঃ। দেহস্যাশ্বত্বেঽপি কথং প্রজাপতেস্তথাত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্য তত্তাদাত্ম্যাদিত্যাহ—তত ইতি। অশ্বস্য প্রজাপতিত্বেন স্তুতত্বাৎ তস্যোপাস্যত্বং ফলতীতি ভাবঃ। তথাপি কথমশ্বমেধনামনির্ব্বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাচ্চেতি। ক্রতোস্তদাত্মকস্য প্রজাপতেরিতি যাবৎ। দেহো হি প্রাণবিয়োগাদশ্বয়ৎ, পুনস্তৎপ্রবেশাচ্চ মেধার্হোঽভূৎ, অতঃ সোঽশ্বমেধঃ, তত্তাদাত্ম্যাৎ প্রজাপতিরপি তথেত্যর্থঃ। নন্বু প্রজাপতিত্বেনাশ্বমেধস্য স্তুতির্নোপযোগিনী, অগ্নেরুপাস্যত্বেন প্রস্তুতত্বাৎ ক্রতূপাসনাভাবাৎ; অত আহ—ক্রিয়েতি।

নন্বু ক্রত্বঙ্গস্য অশ্বস্য অশ্বমেধক্রত্বাত্মনশ্চ অগ্নেরুক্তরীত্যা স্তুতত্বাৎ তদুপাস্তেশ্চ প্রাগেবোক্তত্বাদেষ হ বা 'অশ্বমেধম্' ইত্যাদিবাক্যং নোপযুজ্যতে, তত্রাহ—ক্রতুনির্ব্বর্তকত্বেতি। উক্তং চ চিত্যস্যাগ্নেস্তস্য প্রাচী দিগিত্যাদিনা, প্রজাপতিত্বমিতি শেষঃ। অশ্বোপাসনমগ্ন্যুপাসনং চৈকমেবেতি বক্তুমুত্তরং বাক্যমিত্যাহ—তস্যৈবেতি। য এবমেতৎ অদিঃতরদ্রিতিত্বং বেদেত্যাদৌ প্রাগেব বিহিতমুপাসনং, কিং পুনরারম্ভেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব্বত্রেতি। যদ্যপি বিধিরদিতিত্বং বেদেতি শ্রুতঃ, তথাপি সগুণোপাস্তিবিধির্ন প্রধানবিধিঃ; অত্র তু প্রধানবিধিরুপাস্তিপ্রকরণত্বাদপেক্ষ্যতে; অতোঽশ্বমেধং বেদেতি প্রধানবিধিরিতি ভাবঃ। তাৎপর্য্যমুক্ত্বা বাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাকরোতি—এষ ইতি। যথোক্তমিত্যুত্তরত্র প্রজাপতিত্বমনুকৃষ্যতে। তমনবরুধ্যেত্যাদি প্রদর্শ্যমানবিশেষণম্। বিধিরত্র স্পষ্টো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। অশ্বমেধো বিশেষ্যত্বেন সংবধ্যতে।

এবং-শব্দাৎ প্রসিদ্ধার্থত্বং ভাতি, কুতো বিধিরিত্যাহ—কথমিতি। "এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ" ইত্যাদৌ বিবক্ষিতস্য বিধের্ভূমিকাং করোতি—তত্রেত্যাদিনা। উপাস্তিবিধিপ্রস্তাবঃ সপ্তম্যর্থঃ। কথং নু পশুবিষয়ং দর্শনং, তদ্দর্শয়তি—তত্রেতি। এবমনন্তরবাক্যে প্রবৃত্তে সতীতি যাবৎ। অথ বিবক্ষিতবিধিমভিদধাতি—যস্মাচ্চেতি। প্রজাপতিরিত্থং ফলাবস্থায়াম্ অমস্যতেত্যত্র কিং প্রমাণম্? ইত্যাশঙ্ক্য সম্প্রতি তৎকার্যাভূতাসু প্রজাসু তথাবিধচেষ্টাদৃষ্টিরিত্যাহ—অত এবেতি। প্রোক্ষিতং মন্ত্রসংস্কৃতং পশুমিতি যাবৎ।

ফলাবস্থ-প্রজাপতিবদিতি এবং-শব্দার্থঃ। উপাসনবিধিরুক্তঃ, সম্প্রতি প্রতীকমাদায় তাৎপর্য্যমাহ—এষ ইতি। দ্বিবিধো হি ক্রতুঃ—কল্পিতপশুহেতুকো বাহ্যতদ্ধেতুকশ্চ; স চ দ্বিপ্রকারোঽপি ফলরূপেণ স্থিতঃ সবিতৈব, ইত্যুপাস্তিফলং বক্তুমেতদ্বাক্যমিত্যর্থঃ। বিশেষোক্তিং বিনা নাস্তি বুভুৎসোপশান্তিরিত্যাহ—কোঽসাবিতি। ক্রতুফলাত্মকঃ সবিতা মণ্ডলং দেবতা বা ইতি সন্দেহে দ্বিতীয়ং গৃহীত্বা তস্যেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্যাস্যেতি। আদিত্যোদয়াস্তময়াভ্যাম্ অহোরাত্রদ্বারা সংবৎসরব্যবস্থানাৎ, তন্নির্ম্মাতৃত্বস্য যুক্তং তত্তাদাত্ম্যমিত্যর্থঃ। ক্রতোরাদিত্যত্বমুক্ত্বা তদঙ্গস্যাগ্নেস্তদ্বক্তুম্ অয়মগ্নিরর্ক ইতি বাক্যম্, তস্যার্থমাহ—তস্যৈবেতি। নন্বু পূর্ব্বোক্তস্যৈবাগ্নেরাদিত্যত্বং কুতো নিয়ম্যতে? অস্যচ্চিত্যোঽগ্নিঃ অন্যশ্চাগ্নিরাদিত্যঃ কিং ন স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্য চেতি। তথাপি কথং তস্যৈবাদিত্যত্বং, তত্রাহ—তথা চেতি।

তস্য প্রাচীত্যাদিনা লোকাত্মকত্বং চিত্যাগ্নেরুক্তং, তদিহাপুচ্যতে, তস্মাৎ তস্যৈবাত্রাদিত্যত্বম্ ইষ্টমিত্যর্থঃ। অগ্ন্যাদিত্যভেদস্য লোকবেদসিদ্ধত্বাৎ ন তয়োরেকেন ক্রতুনা তাদাত্ম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাবিতি। যথাবিশেষিতত্বমাদিত্যরূপত্বম্। কৃতস্তস্য চার্কস্য ক্রতুরূপত্বং, সাধনত্বেন ভেদাদিত্যাশঙ্ক্য উপচারাদিত্যাহ—ক্রিয়াত্মক ইতি। তথাপি কথমাদিত্যস্য ক্রতুতাদাত্ম্যোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রতুসাধ্যত্বাদিতি।

নত্বাদিত্যস্য ক্রতুফলত্বেন ক্রতুত্বে তদ্ধেতোরগ্নেস্তাদাত্ম্যাযোগাৎ অযুক্তমগ্নেরাদিত্যত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তাবিতি। ক্রতুফলত্বাৎ তদাত্মা সবিতা, তদ্ধেতুশ্চিত্যোঽগ্নিঃ, তৌ উক্তবিভাগাদ্ ব্যুৎপাদিতোপাসনাদিব্যাপারৌ সন্তৌ একৈব প্রাণাখ্যা দেবতেতি তয়োরৈক্যোক্তিরিত্যর্থঃ। একৈবেত্যুক্তে প্রকৃতয়োরগ্ন্যাদিত্যয়োঃ অন্যতরপরিশেষং শঙ্কতে—কা সেতি। কথং দ্বয়োরেকত্বম্? একত্বে বা কথং দ্বিত্বম্? তত্রাহ—পূর্বমপীতি। উক্তেঽর্থে বাক্যোপক্রমমনুকূলয়তি—তথা চেতি। পুনরিত্যাদেরর্থং নিগময়তি—সা পুনরিতি। ননু ফলকথনার্থমুপক্রম্য প্রাণাত্মনা অগ্ন্যাদিত্যয়োরেকত্বং বদতা প্রক্রান্তং বিস্মৃতমিতি, নেত্যাহ—যঃ পুনরিতি। একত্বমভিন্নত্বম্॥ ৯॥ ৭॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥ ১॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রজাপতি সেই শরীরেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—তিনি কামনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার? না, আমার এই শরীরটি মেধ্য—মেধার যোগ্য, অর্থাৎ যজ্ঞোপযোগী হউক; অপিচ, আমি এই শরীর দ্বারা আত্মন্বী আত্মবান্ অর্থাৎ সশরীর হইব; এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেহেতু তাঁহার বিয়োগে যশোবীর্য্যবিহীন হইয়া সেই শরীরটি স্ফীত হইয়াছিল ("অশ্বৎ'-পূতিভাবাপন্নের মত হইয়াছিল), সেই হেতু ঐ শরীর 'অশ্ব' (অশ্ব নামে অভিহিত) হইল; সেই কারণে স্বয়ং প্রজাপতিও অশ্ব-নামে অভিহিত হইলেন; ইহা দ্বারা অশ্বেরও প্রশংসা করা হইল। পুনশ্চ প্রশংসার কথা এই যে, যেহেতু যশোবীর্য্যের অভাবে যে শরীর অমেধ্য বা অপবিত্র ছিল, সেই শরীরই আবার প্রজাপতির প্রবেশের ফলে মেধ্য (পবিত্র) হইল, সেই হেতুই অশ্বমেধের অর্থাৎ অশ্বমেধনামক যজ্ঞের অশ্বমেধত্ব—অশ্বমেধ-সংজ্ঞা লাভ হইয়াছে। ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও ফল, সমস্তই ক্রতুর স্বরূপ; সেই ক্রতু আবার প্রজাপতিস্বরূপ, এই বলিয়া যজ্ঞের প্রশংসা করা হইতেছে।

"উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য" এই স্থলে যজ্ঞনির্ব্বাহক অশ্বকে প্রজাপতিরূপ বলা হইয়াছে। সেই মেধ্য অশ্বে এবং প্রজাপতিস্বরূপ যথোক্ত অগ্নিতে যজ্ঞ-ফলরূপে উপাসনা-বিধানের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। কেন না,

অতীত শ্রুতিতে উপাসনা-বিধায়ক কোন ক্রিয়ার উল্লেখ নাই, অথচ এই প্রকরণটী ক্রিয়াপদ-সাপেক্ষ; কাজেই এখানে ঐরূপই বাক্য-তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হইতেছে।

তিনিই যথার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ জানেন, যিনি যথোক্তপ্রকারে এই তত্ত্ব অবগত আছেন। একথার অর্থ এই যে, যে কোন লোক এই অশ্বমেধকে এবং অগ্নিরূপী অর্ককে এইপ্রকারে অর্থাৎ পরে সংক্ষিপ্তরূপে যে সকল বিশেষণ প্রদর্শন করা হইবে, সেই সকল বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে অবগত হন, সেই বিদ্বান্ পুরুষই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের রহস্য জানেন, অপরে জানে না; অতএব যথোক্তপ্রকারে অশ্বমেধরহস্য জানা আবশ্যক। কি প্রকারে জানিতে হইবে? এই আকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ অশ্ববিষয়ক উপাসনাই বলিতেছেন,— প্রজাপতি প্রথমতঃ 'আমি প্রভূত পরিমাণে যজ্ঞ করিব' এইরূপ কামনা করিয়া, আপনাকেই যজ্ঞীয় পবিত্র পশুরূপে কল্পনা করিয়া, সেই পশুকে অবরুদ্ধ না করিয়াই—উৎসর্গীকৃত সেই পশুকে না বাঁধিয়াই; অর্থাৎ প্রগ্রহশূন্য (লাগামরহিত) রাখিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ এক বৎসরের পর সেই পশুকে আপনার উদ্দেশে, অর্থাৎ প্রজাপতি-দৈবতক-রূপে আলম্ভন (বধ) করিয়াছিলেন। গ্রাম্য ও অরণ্যজাত অন্যান্য পশুকে নির্দ্দিষ্ট দেবতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেহেতু স্বয়ং প্রজাপতি ঐরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই অন্য লোকও এইপ্রকার যথোক্ত প্রণালীতে আপনাকে মেধ্য অশ্ব-পশুরূপে কল্পনা করিয়া, আমি প্রোক্ষ্যমাণ (সংস্কারসম্পন্ন) সর্ব্বদৈবতক; আমি আমাকে আলম্ভন করিলে আত্ম-দৈবতকই হইব, এবং গ্রাম্য ও আরণ্য অপরাপর পশুগণকে আমারই অবয়ব-স্বরূপ অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে আলম্ভন করিব' এইরূপ চিন্তা করিবে। এইজন্যই যাজ্ঞিকগণ এখনও প্রোক্ষিত (উৎসর্গকৃত) পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশে আলম্ভন করিয়া থাকেন।

এই যিনি তাপ দিতেছেন, ইনিই সেই অশ্বমেধ; অশ্ব পশু দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়, "এষ হ বা অশ্বমেধঃ" কথায় সেই যজ্ঞই সাক্ষাৎ ফলস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইনি কে? না, এই যে সূর্য্যদেব স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন। সংবৎসরাত্মক কালই যজ্ঞফলরূপী সেই সূর্য্যের আত্মা—শরীর; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই সংবৎসর সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবীগত সেই যজ্ঞসাধন অগ্নিই অর্ক অর্থাৎ অর্করূপে উপাস্য, আর স্বর্গাদি লোকত্রয়ই যজ্ঞে আহরণীয় সেই অর্কনামক অগ্নির আত্মা—শরীরাবয়ব, 'পূর্ব্বদিক্

তাহার শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যেও একথাই বর্ণিত হইয়াছে। সেই অগ্নি ও আদিত্য, এই উভয়ই পূর্ব্বোক্ত বিশেষণে বিশেষিত যজ্ঞ ও তৎফলস্বরূপ অর্ক ও অশ্বমেধ। অর্কনামক যে পার্থিব অগ্নি, তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াত্মক যজ্ঞস্বরূপ। যজ্ঞ সাধারণতঃ অগ্নিসাধ্য, এই কারণে এখানে যজ্ঞরূপেই তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং ফলও যজ্ঞসাধ্য; এই কারণে যজ্ঞফল আদিত্যকেও এখানে অশ্বমেধরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (১)।

সাধ্য ও সাধন স্বরূপ এবং ক্রিয়া ও তৎফলাত্মক সেই অগ্নি ও আদিত্য, উভয়ে আবার একই দেবতা। সেই দেবতাটী কে? মৃত্যুই সেই দেবতা। পূর্ব্বেও ইঁহারা একই ছিলেন, কেবল ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও তাহার ফলভেদ সম্পাদনের নিমিত্ত বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়াছেন মাত্র; 'তিনি আপনাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন' এই শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন। তিনি ক্রিয়া সম্পাদনের পর পুনরপি সেই একই দেবতা হন—ক্রিয়াফলাত্মক মৃত্যুই (প্রজাপতিস্বরূপই) হন। যে ব্যক্তি এই অশ্বমেধকে মৃত্যুরূপী একই দেবতা বলিয়া জানেন—আমিই মদাত্মক অশ্ব ও অগ্নিরূপ সাধন এবং সাধ্য ও অশ্বমেধস্বরূপ এক দেবতা, এইরূপ অবগত হন; তিনি পুনর্মৃত্যু অর্থাৎ পুনর্ব্বার মরণকে জয় করেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি একবার মৃত্যুর পর আর মৃত্যুভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। মৃত্যু একবার বিজিত হইলেও পুনর্ব্বার তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, মৃত্যু ইহাকে আর অধিকার করিতে পারে না। কারণ? মৃত্যুই এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে; [সুতরাং তাহার আর মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে না]। অপিচ, মৃত্যুই যজ্ঞফলস্বরূপে উক্ত দেবতাগণের মধ্যে অন্যতম দেবতা হইয়া থাকেন। ইহাই অশ্বমেধযজ্ঞ-বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষের প্রাপ্তব্য ফল ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—অগ্নি দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, এইজন্য অগ্নিকে 'অশ্বমেধ' বলা হইয়াছে, আর আদিত্যই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বর্ত্তমানকল্পে আদিত্যপদ লাভ করিয়াছে; এই কারণে অশ্বমেধের ফলস্বরূপ আদিত্যকেও এখানে 'অশ্বমেধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রথমস্থলে ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াপদের আরোপ, আর দ্বিতীয়স্থলে ক্রিয়াফলে ক্রিয়ার আরোপ করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে উভয়কেই আবার প্রাণরূপে এক অভিন্ন দেবতারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

[উদ্গীথ-ব্রাহ্মণম্।]

আভাষ-ভাষ্যম্।—"দ্বয়া হ" ইত্যাদ্যস্য কঃ সম্বন্ধঃ? কর্ম্মণাং জ্ঞানসহিতানাং পরা গতিরুক্তা মৃত্যাত্মভাবঃ—অশ্বমেধ-গত্যুক্ত্যা। অথেদানীং মৃত্যাত্মভাব-সাধনভূতয়োঃ কর্ম্ম-জ্ঞানয়োর্যত উদ্ভবঃ, তৎপ্রকাশনার্থমুদ্গীথ-ব্রাহ্মণমারভ্যতে।

নন্বু মৃত্যাত্মভাবঃ পূর্ব্বত্র জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ ফলমুক্তম। উদ্গীথজ্ঞান-কর্ম্মণোস্তু মৃত্যাত্মভাবাতিক্রমণং ফলং বক্ষ্যতি। অতো ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ফলস্য ন পূর্ব্বকর্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভব-প্রকাশনার্থম্, ইতি চেৎ; নায়ং দোষঃ; অগ্ন্যাদিত্যাত্মভাবত্বাদুদ্গীথ-ফলস্য পূর্ব্বত্রাপ্যেতদেব ফলমুক্তম্—"এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি" ইতি। নন্বু 'মৃত্যুমতিক্রান্তঃ' ইত্যাদি বিরুদ্ধম্; ন; স্বাভাবিক-পাপ্মাসঙ্গবিষয়ত্বাদতি-ক্রমণস্য।

কোঽসৌ স্বাভাবিকঃ পাপ্মাসঙ্গো মৃত্যুঃ? কুতো বা তস্যোদ্ভবঃ? কেন বা তস্যাতিক্রমণম্, কথং বা?—ইত্যেতস্যার্থস্য প্রকাশনায় আখ্যায়িকা-রভ্যতে। কথম্?—

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য তস্য পূর্ব্বেণ সম্বন্ধাপ্রতীতের্ন সোঽস্তীত্যাক্ষিপতি—দ্বয়া হেত্যাদ্যস্যেতি। বিবক্ষিতং সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—কর্ম্মণামিতি। "সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি শ্রুতেরুক্তা পরা গতির্মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—মৃত্যাত্মভাব ইতি। অশ্বমেধোপাসনস্য সাশ্বমেধস্য কেবলস্য বা ফলমুক্তং, নোপাস্ত্যন্তরাণাং কর্ম্মান্তরাণাং চ, ইত্যাশঙ্ক্য অশ্বমেধফলোক্ত্যো-পাস্ত্যন্তরাণাং কেবলানাং সমুচ্চিতানাং চ ফলমুপলক্ষিতমিত্যাহ—অশ্বমেধেতি। বৃত্তমনূদ্যোত্তর-ব্রাহ্মণস্য তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। জ্ঞানযুক্তানাং কর্ম্মণাং সংসারফলত্বপ্রদর্শনানন্তরমিতি যাবৎ। জ্ঞানকর্ম্মণোরুদ্ভাবকস্য প্রাণস্য স্বরূপং নিরূপয়িতুং ব্রাহ্মণমিত্যুত্থাপোত্থাপকত্বং সম্বন্ধমুক্তমাক্ষি-পতি—নন্বিতি। মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যত ইতি মৃত্যোরতিক্রমস্য বক্ষ্যমাণজ্ঞানকর্ম্মফলত্বাৎ পূর্ব্বত্র চ তদ্ভাবস্য তৎফলস্যোক্তত্বাৎ উভয়স্যাপি ফলস্য ভেদাৎ পূর্ব্বোত্তরয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ বিষয়-শব্দিতোদ্দেশ্যভেদাৎ ন পূর্ব্বোক্তয়োস্তয়োঃ উদ্ভবকারণ-প্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোত্তর-জ্ঞানকর্ম্মফলভেদাভাবাৎ একবিষয়ত্বাৎ তদুদ্ভাবকপ্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণং যুক্তমিতি পরিহরতি—নায়মিতি। বাক্যশেষবিরোধং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—নন্বিত্যাদিনা। স্বাভাবিকঃ শাস্ত্রানাধেয়ো যোঽয়ং পাপ্মা বিষয়াসঙ্গরূপঃ, স মৃত্যুঃ, তস্যাতিক্রমণং বাক্যশেষে কথ্যতে, ন হি হিরণ্যগর্ভাখ্য-মৃত্যোঃ, অতঃ পূর্ব্বোক্তজ্ঞানকর্ম্মভ্যাং তুল্যবিষয়ত্বমেব উত্তরজ্ঞানকর্ম্মণোরিত্যর্থঃ।

জ্ঞানকর্ম্মণোরুদ্ভাবকত্বং বক্তুং ব্রাহ্মণমারভ্যতাম্, আখ্যায়িকা তু কিমর্থা, ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাস্তাৎ-

পর্য্যমাহ—কোঽসাবিতি। কথং যথোক্তো ব্রাহ্মণাখ্যায়িকয়োরর্থঃ শক্যো জ্ঞাতুমিত্যাকাঙ্ক্ষাং নিক্ষিপ্যাক্ষরাণি ব্যাকরোতি—কথমিত্যাদিনা।

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ "দ্বয়া হ" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সম্বন্ধ কি?—অর্থাৎ কোন্ প্রসঙ্গে "দ্বয়া হ" ইত্যাদি বাক্যের আরম্ভ হইল, [তাহা কথিত হইতেছে—] (২)। অশ্বমেধের ফল-কথনের দ্বারা জ্ঞানসহ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের চরম ফল যে, মৃত্যু-রূপতা প্রাপ্তি, তাহা কথিত হইয়াছে। অতঃপর এখন যাহা হইতে মৃত্যুরূপতা-প্রাপ্তির সাধনভূত কর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এই "উদ্গীথ ব্রাহ্মণ" ('দ্বয়া হ' ইত্যাদি প্রকরণ) আরব্ধ হইতেছে—

ভাল, ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে—মৃত্যুস্বরূপতাপ্রাপ্তি, আর উদ্গীথ-প্রকরণে জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল বলা হইবে—মৃত্যুভাব অতিক্রম করা; অতএব বিভিন্নপ্রকার ফলের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বপ্রকরণীয় জ্ঞান-কর্ম্মের ফল প্রকাশনার্থ এই প্রকরণের আরম্ভ কি করিয়া হইতে পারে? [তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,] না—ইহা দোষাবহ নহে; কেন না, উদ্গীথের যাহা ফল—অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপতা লাভ, পূর্ব্বেও "এতাসাং দেবতানাম্ একো ভবতি" (এই সমস্ত দেবতার মধ্যে এক জন হয়) —এই বাক্যে সেই ফলই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং উভয় প্রকরণে ফলভেদ ঘটিতেছে না]। ভাল, উদ্গীথপ্রকরণের 'মৃত্যু অতিক্রম করা' ফলোল্লেখ ত বিরুদ্ধই থাকিতেছে? না, তাহাও নহে; কারণ, এই 'মৃত্যু অতিক্রম' অর্থ—স্বভাবসিদ্ধ পাপাসক্তিনিবৃত্তি মাত্র, (কিন্তু যথার্থ ই মৃত্যুর অতিক্রম নহে)।

এই স্বাভাবিক পাপাসক্তিরূপ মৃত্যুটা কি? কোথা হইতেই বা তাহার উদ্ভব হয়? এবং কি উপায়ে ও কি প্রকারেই বা তাহার অতিক্রম (নিবৃত্তি) করা হইতে পারে? কেনই বা এই সমস্ত বিষয় প্রকাশনার্থ আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে? এবং [সেই আখ্যায়িকাটি] কি প্রকার? [তাহা বলা হইতেছে—

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, "নাসঙ্গতং বাক্যং প্রযুঞ্জীত," অর্থাৎ অসঙ্গত বা সম্বন্ধহীন বাক্য প্রয়োগ করিবে না; কাজেই এক প্রকরণের পর অন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতে হইলেই পূর্ব্বপ্রকরণের সঙ্গে পরবর্ত্তী প্রকরণের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হয়। তাই ভাষ্যকার এখানে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত তৃতীয় ব্রাহ্মণের একটা সম্বন্ধ বা উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। নচেৎ সম্বন্ধশূন্য বাক্য পণ্ডিতগণের নিকট বাতুলোক্তির ন্যায় উপেক্ষণীয় হইতে পারে।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ, ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ, ত এষু লোকেষ্বস্পার্দ্ধন্ত, তে হ দেবা ঊচু-র্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি ১০

সরলার্থঃ।—প্রাজাপত্যাঃ (পূর্ব্বোক্তস্য প্রজাপতেঃ অপত্যানি) হ (প্রসিদ্ধৌ) দ্বয়াঃ (দ্বিপ্রকারাঃ)—দেবাঃ চ অসুরাঃ চ। [অত্র দেবাসুর-শব্দাভ্যাং প্রজাপতেঃ বাক্প্রভৃতয়ঃ প্রাণা উচ্যন্তে]। ততঃ (তয়োর্মধ্যে) কানীয়সাঃ (কনীয়াংস এব কানীয়সাঃ কনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ) এব দেবাঃ (দ্যোতমানাঃ সাত্ত্বিকবৃত্তয়ঃ), জ্যায়সাঃ (জ্যায়াংস এব জ্যায়সাঃ জ্যেষ্ঠা মহত্তরা ইত্যর্থঃ) চ অসুরাঃ (অসুষু প্রাণেষু রমমাণাঃ রাজসবৃত্তয় এব) [বভূবুঃ]। তে (দেবাঃ অসুরাশ্চ) এষু লোকেষু (ভোগ্যবিষয়েষু, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ) অস্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধাং—জিগীষাং কৃতবন্তঃ)। তে দেবাঃ হ (ঐতিহ্যে) ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ)—হন্ত (হর্ষে) যজ্ঞে (জ্যোতিষ্টোমাখ্যে) উদ্গীথেন (উদ্গীথকর্ম্মণা) অসুরান্ অত্যয়ামঃ (অতি-ক্রমামঃ, তান্ অভিভূয় স্বং দেবভাবং লভেমহি) ইতি ॥ ১০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—প্রজাপতির সন্তান দুই-শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) দেবতা ও (২) অসুর। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানগণ হইল দেবতা, আর জ্যেষ্ঠ সন্তানগণ হইল অসুর। তাঁহারা এই ভোগরাজ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। [তখন] সেই দেবতাগণ পরস্পরকে বলিলেন,—ভাল, আমরা জ্যোতিষ্টোমনামক যজ্ঞে উদ্গীথানুষ্ঠান দ্বারা অসুরগণকে পরাজিত করিব, অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের স্বাভাবিক দেবভাব লাভ করিব॥ ১০ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ। 'হ' ইতি পূর্ব্ববৃত্তাবদ্যোতকো নিপাতঃ; বর্ত্তমানপ্রজাপতেঃ পূর্ব্বজন্মনি যদ্ বৃত্তম, তদেব দ্যোতয়তি হ-শব্দেন। প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতেঃ বৃত্তজন্মাবস্থস্য অপত্যানি—প্রাজাপত্যাঃ। কে তে? দেবাশ্চাসুরাশ্চ,—তস্যৈব প্রজাপতেঃ প্রাণা বাগাদয়ঃ। কথং পুনস্তেষাং দেবাসুরত্বম্? উচ্যতে—শাস্ত্রজনিতজ্ঞান-কর্ম্মভাবিতা দ্যোতনাদ্ দেবা ভবন্তি; ত এব স্বাভাবিক-প্রত্যক্ষানুমানজনিত-দৃষ্টপ্রয়োজন-কর্ম্মজ্ঞানভাবিতা অসুরাঃ, স্বেষ্বেব অসুষু রমণাৎ; সুরেভ্যো বা দেবেভ্যোঽন্যত্বাৎ। যস্মাচ্চ দৃষ্টপ্রয়োজন-জ্ঞান-কর্ম্মভাবিতা অসুরাঃ, ততস্তস্মাৎ কানীয়সাঃ, কনীয়াংস এব কানীয়সাঃ

স্বার্থেঽণি বৃদ্ধিঃ ; কনীয়াংসোঽল্পা এব দেবাঃ ; জ্যায়সা অসুরা জ্যায়াংসোঽসুরাঃ ; স্বাভাবিকী হি কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রবৃত্তির্ম্মহত্তরা প্রাণানাং শাস্ত্রজনিতায়াঃ কর্ম্ম-জ্ঞানপ্রবৃত্তেঃ, দৃষ্টপ্রয়োজনত্বাৎ ; অতএব কনীয়স্ত্বং দেবানাম্, শাস্ত্রজনিত-প্রবৃত্তেরল্পত্বাৎ ; অত্যন্তযত্নসাধ্যা হি সা । ১ ।

তে দেবাশ্চাসুরাশ্চ প্রজাপতিশরীরস্থাঃ এষু লোকেষু নিমিত্তভূতেষু স্বাভাবিকেতর-কর্ম্মজ্ঞানসাধ্যেষু অস্পর্দ্ধন্ত স্পর্দ্ধাং কৃতবন্তঃ । দেবানাঞ্চাসুরাণাঞ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ স্পর্দ্ধা ; কদাচিচ্ছাস্ত্রজনিত-কর্ম্মজ্ঞানভাবনারূপা বৃত্তিঃ প্রাণানামুদ্ভবতি, যদা চোদ্ভবতি, তদা দৃষ্টপ্রয়োজনা প্রত্যক্ষানুমানজনিত-কর্ম্মজ্ঞানভাবনারূপা তেষামেব প্রাণানাং বৃত্তিরাসুর্য্যাভিভূয়তে ; স দেবানাং জয়ঃ, অসুরাণাং পরাজয়ঃ । কদাচিৎ তদ্বিপর্য্যয়েণ দেবানাং বৃত্তিরভিভূয়তে, আসুর্য্যা উদ্ভবঃ ; সোঽসুরাণাং জয়ঃ, দেবানাং পরাজয়ঃ । এবং দেবানাং জয়ে ধর্ম্মভূয়স্ত্বাদুৎকর্ষ আ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তেঃ । অসুরজয়েঽধর্ম্মভূয়স্ত্বাদপকর্ষ আ স্থাবরত্ব-প্রাপ্তেঃ । উভয়সাম্যে মনুষ্যত্বপ্রাপ্তিঃ । ২ ।

তে এবং কনীয়স্ত্বাদভিভূয়মানা অসুরৈর্দ্দেবা বাহুল্যাদসুরাণাং কিং কৃতবন্তঃ ? ইতি উচ্যতে—তে দেবা অসুরৈরভিভূয়মানা হ কিল উচুরুক্তবন্তঃ : কথম্ ? হন্ত ইদানীমস্মিন্ যজ্ঞে জ্যোতিষ্টোমে উদ্গীথেন উদ্গীথকর্ম্মপদার্থকর্তৃস্বরূপাশ্রয়ণেন অত্যয়াম অতিগচ্ছামঃ ; অসুরানভিভূয় স্বং দেবভাবং শাস্ত্রপ্রকাশিতং প্রতিপদ্যামহে—ইত্যুক্তবন্তোঽন্যোন্যম্ । উদ্গীথকর্ম্ম-পদার্থকর্তৃস্বরূপাশ্রয়ণঞ্চ জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাম্ ; কর্ম্ম বক্ষ্যমাণং মন্ত্রজপলক্ষণম্—বিধিৎস্যমানং "তদেতানি জপেৎ" ইতি । জ্ঞানন্তু ইদমেব নিরূপ্যমাণম্ । ৩ ।

নন্বু ইদমভ্যারোহ-জপবিধিশেষঃ অর্থবাদঃ ? ন জ্ঞাননিরূপণপরম্ ? ন ; "য এবং বেদ" ইতি বচনাৎ । উদ্গীথপ্রস্তাবে পুরাকল্পশ্রবণাদুদ্গীথবিধিপরমিতি চেৎ ; ন, অপ্রকরণাৎ ; উদ্গীথস্য চান্যত্র বিহিতত্বাৎ ; বিদ্যাপ্রকরণত্বাচ্চাস্য ; অভ্যারোহজপস্য চানিত্যত্বাৎ, এবংবিৎ-প্রয়োজ্যত্বাৎ, বিজ্ঞানস্য চ নিত্যবৎ শ্রবণাৎ ; "তদ্ধৈতল্লোকজিদেব" ইতি চ শ্রুতেঃ ; প্রাণস্য বাগাদীনাঞ্চ শুদ্ধ্যশুদ্ধিবচনাৎ । ন হ্যনুপাস্যত্বে প্রাণস্য শুদ্ধিবচনম্, বাগাদীনাং চ সহোপন্যস্তানামশুদ্ধি-বচনম্, বাগাদিনিন্দয়া মুখ্যপ্রাণ-স্তুতিশ্চাভিপ্রেতোপপদ্যতে,—"মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে" ইত্যাদিফলবচনঞ্চ । প্রাণস্বরূপাপত্তেৰ্হি ফলং তৎ, যদ্বাগাদ্যগ্ন্যাদি-ভাবঃ । ৪ ।

ভবতু নাম প্রাণস্যোপাসনম্, ন তু বিশুদ্ধ্যাদিগুণবত্তেতি । নন্বু স্যাৎ, শ্রুত-

ত্বাৎ; ন স্যাৎ, উপাস্যত্বে স্তত্যর্থত্বোপপত্তেঃ। ন; অবিপরীতার্থপ্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃ-প্রাপ্ত্যুপপত্তের্লোকবৎ। যো হ্যবিপরীতমর্থং প্রতিপদ্যতে লোকে, স ইষ্টং প্রাপ্নোতি, অনিষ্টাদ্ বা নিবর্ত্ততে, ন বিপরীতার্থপ্রতিপন্না; তথেহাপি শ্রৌত-শব্দ-জনিতার্থপ্রতিপত্তৌ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরুপপন্না, ন বিপর্য্যয়ে। ন চোপাসনার্থ-শ্রুতশব্দোত্থবিজ্ঞানবিষয়স্যাযথার্থত্বে প্রমাণমস্তি। ন চ তদ্বিজ্ঞানস্যাপবাদঃ শ্রূয়তে। ততঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিদর্শনাৎ যথার্থতাং প্রতিপদ্যামহে; বিপর্য্যয়ে চানর্থপ্রাপ্তিদর্শনাৎ;—যো হি বিপর্য্যয়েণার্থং প্রতিপদ্যতে লোকে—পুরুষং স্থাণুরিতি, অমিত্রং মিত্রমিতি বা, সোঽনর্থং প্রাপ্নুবন্ দৃশ্যতে। আত্মেশ্বর-দেবতাদীনামপ্যযথার্থানামেব চেদ্ গ্রহণং শ্রুতিতঃ, অনর্থপ্রাপ্ত্যর্থং শাস্ত্রমিতি ধ্রুবং প্রাপ্নুয়াৎ, লোকবদেব; ন চৈতদিষ্টম্। তস্মাদ্ যথাভূতানেব আত্মেশ্বর-দেবতাদীন্ গ্রাহয়ত্যুপাসনার্থং শাস্ত্রম্। ৫।

নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ; স্ফুটং নামাদেরব্রহ্মত্বম্; তত্র ব্রহ্মদৃষ্টিং স্থাণাবিব পুরুষদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়ৎ শাস্ত্রং দৃশ্যতে; তস্মাদ্ যথার্থমেব শাস্ত্রতঃ প্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃ—ইত্যযুক্তমিতি চেৎ; ন; প্রতিমাবদ্-ভেদপ্রতিপত্তেঃ। নামাদাবব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়তি শাস্ত্রম্—স্থাণাবিব পুরুষদৃষ্টিম্—ইতি, নৈতৎ সাধ্ববোচঃ। কস্মাৎ? ভেদেন হি ব্রহ্মণো নামাদিবস্তু-প্রতিপন্নস্য নামাদৌ বিধীয়তে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ—প্রতিমাদাবিব বিষ্ণুদৃষ্টিঃ। আলম্বনত্বেন হি নামাদি-প্রতিপত্তিঃ, প্রতিমাদিবদেব, ন তু নামাদ্যেব ব্রহ্মেতি। যথা স্থাণাবনির্জ্ঞাতে, ন স্থাণুরিতি—পুরুষ এবায়মিতি প্রতিপদ্যতে বিপরীতম্, ন তু তথা নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টির্ব্বিপরীতা। ৬।

ব্রহ্মদৃষ্টিরেব কেবলা, নাস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ;—এতেন প্রতিমা-ব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণ্বাদি-দেবপিত্রাদিদৃষ্টীনাং তুল্যতা। ন; ঋগাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টিদর্শনাৎ; বিদ্যমান-পৃথিব্যাদিবস্তুদৃষ্টীনামেব ঋগাদিবিষয়ে ক্ষেপদর্শনাৎ। তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ নামাদিষু ব্রহ্মাদিদৃষ্টীনাং বিদ্যমানব্রহ্মাদিবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ। এতেন প্রতিমা-ব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণ্বাদিদেব-পিত্রাদিবুদ্ধীনাঞ্চ সত্যবস্তুবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ। মুখ্যাপেক্ষত্বাচ্চ গৌণত্বস্য; পঞ্চাগ্ন্যাদিষু চ অগ্নিত্বাদের্গৌণত্বাৎ মুখ্যাগ্ন্যাদিসদ্ভাববৎ নামাদিষু ব্রহ্মত্বস্য গৌণত্বাৎ মুখ্যব্রহ্মসদ্ভাবোপপত্তিঃ। ৭।

ক্রিয়ার্থৈশ্চাবিশেষাদ্ বিদ্যার্থানাম্। যথা চ দর্শপৌর্ণমাসাদিক্রিয়া ইদম্ফলা বিশিষ্টেতিকর্ত্তব্যতাকা এবংক্রমপ্রযুক্তাঙ্গা চ—ইত্যেতদলৌকিকং বস্তু প্রত্য-ক্ষাদ্যবিষয়ং তথাভূতঞ্চ বেদবাক্যৈরেব জ্ঞাপ্যতে; তথা পরমাত্মেশ্বর-

দেবতাদি বস্তু অস্থূলাদিধর্ম্মকমশনায়াদ্যতীতং চ—ইত্যেবমাদিবিশিষ্টমিতি বেদবাক্যৈরেব জ্ঞাপ্যতে,—ইত্যলৌকিকত্বাৎ তথাভূতমেব ভবিতুমর্হতীতি। ন চ ক্রিয়ার্থৈর্ব্বাক্যৈর্জ্ঞানবাক্যানাং বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বে বিশেষোঽস্তি। ন চানিশ্চিতা বিপর্য্যস্তা বা পরমাত্মাদিবস্তুবিষয়া বুদ্ধিরুৎপদ্যতে। ৮।

অনুষ্ঠেয়াভাবাদযুক্তমিতি চেৎ; ক্রিয়ার্থৈর্ব্বাক্যৈস্ত্র্যংশা ভাবনা অনুষ্ঠেয়া জ্ঞাপ্যতেঽলৌকিক্যপি; ন তথা পরমাত্মেশ্বরাদিবিজ্ঞানেঽনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তি; অতঃ ক্রিয়ার্থৈঃ সাধর্ম্ম্যমিত্যযুক্তমিতি চেৎ; ন; জ্ঞানস্য তথাভূতার্থবিষয়ত্বাৎ। ন হি অনুষ্ঠেয়স্য ত্র্যংশস্য ভাবনাখ্যস্য অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ তথাত্বম্; কিং তর্হি? প্রমাণসমধিগতত্বাৎ; ন চ তদ্বিষয়ায়া বুদ্ধেরনুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাৎ তথার্থত্বম্; কিং তর্হি? বেদবাক্যজনিতত্বাদেব। বেদবাক্যাধিগতস্য বস্তুনস্তথাত্বে সতি, অনুষ্ঠেয়ত্ববিশিষ্টং চেৎ, অনুতিষ্ঠতি; নো চেদ্ অনুষ্ঠেয়ত্ববিশিষ্টম্, নানুতিষ্ঠতি। অননুষ্ঠেয়ত্বে বাক্যপ্রমাণত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ,—ন হ্যনুষ্ঠেয়েঽসতি পদানাং সংহতিরুপপদ্যতে; অনুষ্ঠেয়ত্বে তু সতি তাদর্থ্যেন পদানি সংহন্যন্তে; তত্রানুষ্ঠেয়নিষ্ঠং বাক্যং প্রমাণং ভবতি—ইদমনেনৈবং কর্ত্তব্যমিতি, ন তু ইদমনেনৈবম্—ইত্যেবম্প্রকারাণাং পদশতানামপি বাক্যত্বমস্তি—"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্" ইত্যেবমাদীনামন্যতমেঽসতি; অতঃ পরমাত্মেশ্বরাদীনাম্ অবাক্যপ্রমাণত্বম্। ৯।

পদার্থত্বে চ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বম্, অতোঽসদেতদিতি চেৎ; ন; 'অস্তি মেরুর্ব্বর্ণচতুষ্টয়োপেতঃ' ইত্যেবমাদ্যননুষ্ঠেয়েঽপি বাক্যদর্শনাৎ। ন চ 'মেরুর্ব্বর্ণচতুষ্টয়োপেতঃ' ইত্যেবমাদিবাক্যশ্রবণে মের্ব্বাদৌ অনুষ্ঠেয়ত্ববুদ্ধিরুৎপদ্যতে। তথা অস্তি-পদসহিতানাং পরমাত্মেশ্বরাদিপ্রতিপাদক-বাক্যপদানাং বিশেষণবিশেষ্যভাবেন সংহতিঃ কেন বার্য্যতে। মের্ব্বাদিজ্ঞানবৎ পরমাত্ম-জ্ঞানে প্রয়োজনাভাবাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইতি ফলশ্রবণাৎ, সংসার-বীজাবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিদর্শনাচ্চ। অনন্যশেষত্বাচ্চ তজ্জ্ঞানস্য, জুহ্বামিব ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বানুপপত্তিঃ। ১০।

প্রতিষিদ্ধানিষ্টফলসম্বন্ধশ্চ বেদাদেব বিজ্ঞায়তে; ন চানুষ্ঠেয়ঃ সঃ। ন চ প্রতিষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তক্রিয়স্য অকরণাদন্যদনুষ্ঠেয়মস্তি। অকর্ত্তব্যতা-জ্ঞাননিষ্ঠৈতৈব হি পরমার্থতঃ প্রতিষেধবিধীনাং স্যাৎ। ক্ষুধার্ত্তস্য প্রতিষেধজ্ঞানসংস্কৃতস্য অভক্ষ্যেঽভোজ্যে বা প্রত্যুপস্থিতে কলঞ্জাভিশস্তান্নাদৌ 'ইদং ভক্ষ্যম্, অদো ভোজ্যম্' ইতি বা জ্ঞানমুৎপন্নম্, তদ্বিষয়া প্রতিষেধজ্ঞানস্মৃত্যা বাধ্যতে; মৃগতৃষ্ণিকায়ামিব পেয়জ্ঞানং তদ্বিষয়-যাথাত্ম্য-বিজ্ঞানেন। তস্মিন্ বাধিতে স্বাভাবিকবিপরীতজ্ঞানে অনর্থকরী

তদ্ভক্ষণভোজনপ্রবৃত্তির্ন ভবতি। বিপরীতজ্ঞাননিমিত্তায়াঃ প্রবৃত্তের্নিবৃত্তিরেব, ন পুনর্যত্নঃ কার্য্যান্তরদভাবে। তস্মাৎ প্রতিষেধবিধীনাং বস্তু-যথাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠতৈব, ন পুরুষ-ব্যাপারনিষ্ঠতা-গন্ধোঽপ্যস্তি। তথেহাপি পরমাত্মাদি-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিধীনাং তাবন্মাত্রপর্য্যবসানতৈব স্যাৎ। তথা তদ্বিজ্ঞানসংস্কৃতস্য তদ্বিপরীতার্থজ্ঞাননিমিত্তানাং প্রবৃত্তীনাম্ অনর্থার্থত্বেন জ্ঞায়মানত্বাৎ, পরমাত্মাদি-যাথাত্ম্য-জ্ঞানস্মৃত্যা স্বাভাবিকে তন্নিমিত্তবিজ্ঞানে বাধিতে, অভাবঃ স্যাৎ। ১১।

নমু কলঞ্জাদিভক্ষণাদেঃ অনর্থার্থত্ব-বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানস্মৃত্যা স্বাভাবিকে তদ্ভক্ষ্যত্বাদি-বিপরীতজ্ঞানে নিবর্ত্তিতে, তদ্ভক্ষণাদ্যনর্থপ্রবৃত্ত্যভাববৎ অপ্রতিষেধ-বিষয়ত্বাৎ শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্ত্যভাবো ন যুক্ত ইতি চেৎ; ন; বিপরীতজ্ঞাননিমিত্ত-ত্বানর্থার্থত্বাভ্যাং তুল্যত্বাৎ। কলঞ্জভক্ষণাদিপ্রবৃত্তেঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বমনর্থার্থত্বঞ্চ যথা, তথা শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্তীনামপি। তস্মাৎ পরমাত্ম-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানবতঃ শাস্ত্র-বিহিতপ্রবৃত্তীনামপি, মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বেন অনর্থার্থত্বেন চ তুল্যত্বাৎ পরমাত্ম-জ্ঞানেন বিপরীতজ্ঞানে নিবর্ত্তিতে যুক্ত এবাভাবঃ। ১২।

নমু তত্র যুক্তঃ, নিত্যানান্তু কেবলশাস্ত্রনিমিত্তত্বাৎ অনর্থার্থত্বাভাবাচ্চ অভাবো ন যুক্তঃ? ইতি চেৎ; ন; অবিদ্যারাগদ্বেষাদিদোষবতো বিহিতত্বাৎ। যথা স্বর্গকামাদি দোষবতো দর্শপৌর্ণমাসাদীনি কাম্যানি কর্ম্মাণি বিহিতানি, তথা সর্ব্বানর্থ-বীজাবিদ্যাদিদোষবতঃ তজ্জনিতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহার-রাগদ্বেষাদিদোষ-বতশ্চ তৎপ্রেরিতাবিশেষ-প্রবৃত্তেঃ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারার্থিনো নিত্যানি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, ন কেবলং শাস্ত্রনিমিত্তান্যেব। ন চ অগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাস-চাতুর্ম্মাস্য-পশুবন্ধ-সোমানাং কর্ম্মণাং স্বতঃ কাম্যনিত্যত্ববিবেকোঽস্তি। কর্ত্তৃগতেন হি স্বর্গাদিকাম-দোষেণ কামার্থতা; তথা অবিদ্যাদিদোষবতঃ স্বভাবপ্রাপ্তেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ তদর্থান্যেব নিত্যানি—ইতি যুক্তম্, তং প্রতি বিহিতত্বাৎ। ন পরমাত্ম-যাথাত্ম্য-বিজ্ঞানবতঃ শমোপায়ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম বিহিতমুপ-লভ্যতে। কর্ম্মনিমিত্ত-দেবতাদি-সর্ব্বসাধন-বিজ্ঞানোপমর্দ্দেন হি আত্মজ্ঞানং বিধীয়তে। ন চ উপমর্দ্দিতক্রিয়াকারকাদিবিজ্ঞানস্য কর্ম্মপ্রবৃত্তিরুপপদ্যতে, বিশিষ্টক্রিয়াসাধনাদিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ ক্রিয়াপ্রবৃত্তেঃ। ন হি দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্না-স্থূলাদ্বয়াদিব্রহ্ম-প্রত্যয়ধারিণঃ কর্ম্মাবসরোঽস্তি। ভোজনাদিপ্রবৃত্ত্যবসরবৎ স্যাদিতি চেৎ; ন, অবিদ্যাদিকেবলদোষনিমিত্তত্বাৎ ভোজনাদিপ্রবৃত্তেঃ আবশ্য-কত্বানুপপত্তেঃ। ন তু, তথাঽনিয়তং কদাচিৎ ক্রিয়তে, কদাচিন্ন ক্রিয়তে চেতি নিত্যং কর্ম্মোপপদ্যতে। কেবলদোষনিমিত্তত্বাৎ তু ভোজনাদি-

কর্ম্মণোঽনিয়তত্বং স্যাৎ, দোষোদ্ভবাভিভবয়োঃ অনিয়তত্বাৎ কামানামিব কাম্যেষু । ১৩ ।

শাস্ত্রনিমিত্ত-কালাদ্যপেক্ষত্বাচ্চ নিত্যানামনিয়তত্বানুপপত্তিঃ, দোষনিমিত্তত্বে সত্যপি যথা কাম্যাগ্নিহোত্রস্য শাস্ত্রবিহিতত্বাৎ সায়ংপ্রাতঃকালাদ্যপেক্ষত্বম্, এবম্ তদ্ভোজনাদিপ্রবৃত্তৌ নিয়মবৎ স্যাদিতি চেৎ ; ন ; নিয়মস্য অক্রিয়াত্বাৎ ক্রিয়ায়াশ্চ অপ্রযোজকত্বাৎ নাসৌ জ্ঞানস্য অপবাদকরঃ । তস্মাৎ পরমাত্ম-যাথাত্ম্য-জ্ঞান-বিধেরপি তদ্বিপরীত-স্থূলদ্বৈতাদিজ্ঞান-নিবর্ত্তকত্বাৎ সামর্থ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধ-বিধ্যর্থত্বং সম্পদ্যতে, কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যভাবস্য তুল্যত্বাৎ, যথা প্রতিষেধবিষয়ে । তস্মাৎ প্রতিষেধবিধিবচ্চ বস্তু-প্রতিপাদনং তৎপরত্বঞ্চ সিদ্ধং শাস্ত্রস্য ॥ ১০ ॥ ১ ॥

টীকা ।—নিপাতার্থমেব স্ফুটয়তি—বর্ত্তমানেতি । প্রজাপতিশব্দো ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা যজমানং গোচরয়তীত্যাহ—বৃত্তেতি । ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ বিরোচনাদয়শ্চাসুরাঃ, ইত্যাশঙ্কাং বারয়তি—তস্যৈবেতি । যাজমানেষু প্রাণেষু দেবত্বমসুরত্বং চ বিরুদ্ধং ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে—কথমিতি । তেষু তদুভয়মৌপাধিকং সাধয়তি—উচ্যত ইতি । শাস্ত্রানপেক্ষয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ উৎপাদকমাহ—প্রত্যক্ষেতি । সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং প্রমাণদ্বয়োক্তিঃ । স্বেষ্বেবাসুষু রমণং নাম আত্মম্ভরিত্বম্ । তত ইত্যাদিবাক্যদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—যস্মাচ্চেতি । দেবানামল্পত্বং প্রপঞ্চয়তি—স্বাভাবিকী হীতি । মহত্ত্বস্য হেতুর্দৃষ্টপ্রয়োজনত্বাদিতি । অসুরাণাং বহুত্বং প্রপঞ্চয়তি—শাস্ত্রজনিতেতি । অসুরাণাং বাহুল্যমিতি শেষঃ । তদেব সাধয়তি—অত্যন্তেতি । ১ ।

উভয়েষাং দেবাসুরাণাং মিথঃ সম্বন্ধং দর্শয়তি—তে দেবাশ্চেতি । কথং ব্রহ্মাদীনাং স্থাবরান্তানাং ভোগস্থানানাং স্পর্দ্ধানিমিত্তত্বমিত্যাশঙ্ক্য তেষাং শাস্ত্রীয়েতরজ্ঞানকর্ম্মসাধ্যত্বাৎ তয়োশ্চ দেবাসুরজয়াধীনত্বাৎ তস্য চ স্পর্দ্ধাপূর্ব্বকত্বাৎ পরম্পরয়া লোকানাং তন্নিমিত্তত্বমিত্যভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—স্বাভাবিকেতি । কা পুনরেষা স্পর্দ্ধা নামেত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবানং চেতি । তামেব সফলাং বিবৃণোতি—কদাচিদিত্যাদিনা । অধিকৃতৈরসুরপরাজয়ে দেবজয়ে চ প্রগতিতব্যমিত্যনুগ্রহবুদ্ধ্যা জয়ফলমাহ—এবমিতি । ২ ।

আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমনন্তরবাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—ত এবমিত্যাদিনা । যোঽয়ম্ উদ্গীথো নাম কর্ম্মাঙ্গভূতঃ পদার্থঃ, তৎকর্ত্তুঃ প্রাণস্য স্বরূপাশ্রয়ণমেব কথং সিদ্ধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীথেতি । কিং তৎ কর্ম্ম কিং বা জ্ঞানং, তদাহ—কর্ম্মেতি । তদেতানি "অসতো মা সদ্গময়"-ইত্যাদীনি যজূংষি জপেদিতি বিধিৎস্যমানমিতি যোজনা । ৩ ।

'ত্বয়া হ'-ইত্যাদি ন জ্ঞাননিরূপণপরং, জপবিধিশেষত্বেনার্থবাদত্বাৎ, তৎ কুতোঽত্র জ্ঞানস্য নিরূপ্যমাণত্বমিত্যাক্ষিপতি—নম্বিতি । আভিমুখ্যেন আরোহতি দেবভাবমনেনেত্যভ্যারোহো মন্ত্রজপস্তদ্বিধিশেষোঽর্থবাদঃ 'ত্বয়া হ'-ইত্যাদিবাক্যমিত্যর্থঃ । উপাস্তিবিধিশ্রবণাত্তৎপরং বাক্যং ন জপবিধিশেষ ইতি দূষয়তি—নেতি । মা ভূৎ জপবিধিশেষঃ, তথাপি উদ্গায়েত্যোদ্গাত্রস্য কর্ম্মণঃ সন্নিধানে পুরাতনকল্পনাপ্রকারস্য 'ত্বয়া হ'-ইত্যাদিনা শ্রবণাৎ তদ্বিধিশেষঃ অর্থবাদোঽয়মিতি শঙ্কতে—উদ্গীথেতি । নেদং বাক্যং জ্ঞানং চোদ্গীথবিধিশেষঃ, তৎপ্রকরণস্থত্বাভাবেন

সন্নিধাভাবাদিতি দূষয়তি—নাপ্রকরণাদিতি। উদ্গীথস্তর্হি ক্ব বিধীয়তে? ন হ্যবিহিতমঙ্গং ভবতি, তত্রাহ—উদ্গীথস্য চেতি। অন্যত্রেতি কর্ম্মকাণ্ডোক্তিঃ। অপোদ্গায়েত্যুদ্গীথবিধিরপীহ প্রতীয়তে, তৎকথং সন্নিধিরপোহ্যতে, তত্রাহ—বিদ্যেতি। উদ্গীথবিধিরিহ প্রতীয়মানঃ প্রাণস্যোদ্গাতৃদৃষ্ট্যা উপাসনবিধিঃ, অন্যথা প্রকরণবিরোধাদিত্যর্থঃ।

জপবিধিশেষত্বমুদ্গীথবিধিশেষত্বং বা জ্ঞানস্য নাস্তীত্যুক্তম্; ইদানীং জপবিধিশেষত্বাভাবে যুক্ত্যন্তরমাহ—অভ্যারোহেতি। অনিত্যত্বং সাধয়তি—এবমিতি। প্রাণবিজ্ঞানবতা অনুষ্ঠেয়ো জপো ন তদ্বিজ্ঞানাৎ প্রাগস্তি, তেনাসৌ পশ্চাদ্ভাবী প্রাগেব সিদ্ধং বিজ্ঞানং প্রযোজয়তীত্যর্থঃ। তস্যাপি প্রাচীনত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিজ্ঞানস্য চেতি। "য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে" ইতিবৎ য এবং বেদেতি বিজ্ঞানং শ্রুতম্। ন হি প্রযাজাদি পৌর্ণমাসীপ্রযোজকম্। তস্যা এব তৎপ্রযোজকত্বাৎ। তথা প্রাণবিৎপ্রযোজ্যো জপো ন বিজ্ঞানপ্রযোজকঃ। তস্য স্বপ্রযোজকত্বেন প্রাগেব সিদ্ধেরাবশ্যকত্বাদিত্যর্থঃ। ফলবত্ত্বাচ্চ প্রাণবিজ্ঞানং স্বতন্ত্রং বিধিৎসিতমিত্যাহ—তদ্ধেতি। প্রাণোপাস্তের্বিবক্ষিতত্বে হেত্বন্তরমাহ—প্রাণস্যেতি। 'যদ্ধি স্তূয়তে তদ্বিধীয়তে' ইতি ন্যায়মাশ্রিত্যোক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—ন হীতি। ইতশ্চ প্রাণোপাস্তিরত্র বিধিৎসিতেত্যাহ—মৃত্যুমিতি। ফলবচনং প্রাণস্যানুপাস্যত্বে নোপপদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। উক্তমেব ব্যনক্তি—প্রাণেতি। মৃত্যুমোক্ষণানন্তরং বাগাদীনাং যদগ্ন্যাদিত্বং ফলং, তদধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা উপাসিতুরাধিদৈবিক-প্রাণস্বরূপাপত্তেঃ উপপদ্যতে। তস্মাৎ বিধিৎসিতৈবাত্র প্রাণোপাস্তিরিত্যর্থঃ। ৪।

উক্তন্যায়েন প্রাণোপাস্তিমুপেত্য প্রাণদেবতাং শুদ্ধ্যাদিগুণবতীমাক্ষিপতি—ভবত্বিতি। যথা প্রাণস্যোপাস্তিঃ শাস্ত্রদৃষ্টত্বাদিষ্টা, তথা অস্য গুণসম্বন্ধঃ শ্রুতত্বাদেষ্টব্যঃ, উপাস্তাবুপাস্যে চ গুণবতি প্রাণে প্রামাণিকপ্রাপ্তেরবিশেষাদিতি সিদ্ধান্তী ব্রূতে—নন্বিতি। প্রাণস্য উপাস্যত্বে বিশুদ্ধ্যাদিগুণবাদস্য স্তুত্যর্থত্বেনার্থবাদত্বসম্ভবাৎ ন যথোক্তা দেবতা স্যাদিতি পূর্ব্ববাদ্যাহ—ন স্যাদিতি। বিশুদ্ধ্যাদিগুণবাদস্যার্থবাদত্বেঽপি নাভূতার্থবাদত্বমিতি পরিহরতি—নেতি। বিশুদ্ধ্যাদিগুণবিশিষ্টপ্রাণদৃষ্টেরত্র ফলপ্রাপ্তিঃ শ্রুতা, ন সা জ্ঞানস্য মিথ্যার্থত্বে যুক্তা, সম্যগ্জ্ঞানাদেব পুমর্থাপ্তেঃ সম্ভবাৎ; অতঃ স্তুতিরপি যথার্থৈব ইত্যর্থঃ। লোকদৃষ্টান্তং বাচষ্টে—যো হীতি। ইহেতি বেদাখ্যদার্ষ্টান্তিকোক্তিঃ।

নন্বু বিশুদ্ধ্যাদিগুণবতীং দেবতাং বদন্তি বাক্যানি উপাসনাবিধ্যর্থত্বাৎ ন স্বার্থে প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যন্তে, তত্রাহ—ন চেতি। অন্যপরাণামপি বাক্যানাং মানান্তরসম্বাদবিসংবাদয়োরসতোঃ স্বার্থে প্রামাণ্যমনুভবানুসারিভিরেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। নন্বু প্রাণস্য বিশুদ্ধ্যাদিবাদো ন স্বার্থে মানম্, অন্যপরত্বাৎ, আদিত্য-যূপাদিবাক্যবৎ, অত আহ—ন চেতি। আদিত্য-যূপাদিবাক্যার্থজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষাদিনা অপবাদবৎ বিশুদ্ধ্যাদিগুণবিজ্ঞানস্য নাপবাদঃ শ্রুতঃ, তস্মাৎ বিশুদ্ধ্যাদিবাদস্য স্বার্থে মানত্বমপ্রত্যূহমিত্যর্থঃ। বিশুদ্ধ্যাদিগুণকপ্রাণবিজ্ঞানাৎ ফলশ্রবণাৎ তদ্বাদস্য যথার্থত্বমেবেত্যুপসংহরতি—তত ইতি। লোকবৎ বেদেঽপি সম্যগ্জ্ঞানাৎ ইষ্টপ্রাপ্তিরনিষ্টপরিহারশ্চ ইত্যন্বয়মুখেনোক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেনাপি সমর্থয়তে—বিপর্যয়ে চেত্যাদিনা।

শাস্ত্রস্য অনর্থার্থত্বমিষ্টমিতি শঙ্কাং নিরাচষ্টে—ন চেতি। অপৌরুষেয়স্যাসত্তাখিতসর্ব্ব-

দোষস্তু অশেষপুরুষার্থহেতোঃ শাস্ত্রস্য অনর্থার্থত্বমেষ্টব্যমশক্যমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রস্য যথাভূতার্থত্বং নিগময়তি—তস্মাদিতি। উপাসনার্থং জ্ঞানার্থং চেতি শেষঃ। ৫।

শাস্ত্রাৎ যথার্থপ্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরিত্যত্র ব্যভিচারং চোদয়তি—নামাদাবিতি। তদেব স্ফুটয়তি—স্ফুটমিতি। অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্টিরতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিত্বাৎ মিথ্যা ধীঃ, সা চ যাবন্নাম্নো গতমিত্যাদিশ্রুত্যা ফলবতী, ততঃ শাস্ত্রাৎ যথার্থপ্রতিপত্তেরেব ফলমিত্যযুক্তমিত্যর্থঃ। ভেদাগ্রহপূর্ব্বকোঽন্যস্য অন্যাত্মতাবভাসো মিথ্যাজ্ঞানম্, অত্র তু ভেদে ভাসমানে অন্যত্রান্যদৃষ্টিঃ রিধীয়তে। যথা বিষ্ণোর্ভেদে প্রতিমায়াং গৃহ্যমাণে তত্র বিষ্ণুদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে, তন্নেদং মিথ্যাজ্ঞানমিত্যাহ—নেতি। নঞর্থং স্পষ্টয়তি—নামাদাবিতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুং ব্যাচষ্টে—কস্মাদিতি। প্রতিমায়াং বিষ্ণুদৃষ্টিঃ প্রত্যালম্বনত্বমেব ন বিষ্ণুতাদাত্ম্যং, নামাদেস্তু ব্রহ্মতাদাত্ম্যং শ্রুতমিতি বৈষম্যমাশঙ্ক্যাহ—আলম্বনত্বেনেতি। উক্তমর্থং বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ৬।

কর্ম্মমীমাংসকো ব্রহ্মবিদ্বেষং প্রকটয়ন্ প্রত্যবতিষ্ঠতে—ব্রহ্মেতি। কেবলা তদ্দৃষ্টিরেব নাম্নি চোদ্যতে, চোদনাবশাচ্চ ফলং সেৎস্যতি, ব্রহ্ম তু নাস্তি, মানাভাবাদিত্যর্থঃ। অথ যথা দেবানাং প্রতিমাদিষু উপাস্যমানানামন্যত্র সত্ত্বং, যথা চ বস্বাদ্যাত্মনাং পিতৃণাং ব্রাহ্মণাদিদেহে তর্প্যমাণানাম্ অন্যত্র সত্ত্বং, তথা ব্রহ্মণোঽপি নামাদাবুপাস্যত্বাৎ অন্যত্র সত্ত্বং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতেনেতি। নামাদৌ ব্রহ্মদর্শনেনেতি যাবৎ। দৃষ্টান্তাসিদ্ধের্ন ক্বাপি ব্রহ্মাস্তীতি ভাবঃ। সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং ব্রহ্ম নাস্তি ইত্যযুক্তম্, 'সদেব সোম্যেদম্' ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যাহ—নেতি। কিঞ্চ, ব্রহ্মদৃষ্টিঃ সত্যার্থা, শাস্ত্রীয়দৃষ্টিত্বাৎ, 'ইয়মেব ঋক্, অগ্নিঃ সাম' ইতি দৃষ্টিবদিত্যাহ—ঋগাদিষ্বিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—বিদ্যমানেতি। তাভির্দৃষ্টিভিঃ সামান্যং দৃষ্টিত্বং, তস্মাদিতি যাবৎ। যৎ তু দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি, তত্রাহ—এতেনেতি। ব্রহ্মদৃষ্টেঃ সত্যার্থত্ববচনেনেতি যাবৎ। ব্রহ্মাস্তিত্বে হেত্বন্তরমাহ—মুখ্যাপেক্ষত্বাদিতি। উক্তমেব বিবৃণোতি—পঞ্চেতি। পঞ্চাগ্নয়ো দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিতঃ। আদিপদং বাগ্ধেন্বাদিগ্রহার্থম্। ৭।

নন্বু বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম ইষ্যতে, ন চ তেভ্যঃ তৎসিদ্ধিঃ সিধ্যতি, তেষাং বিধিবৈধুর্য্যেণ অপ্রামাণ্যাৎ; তৎ কুতো ব্রহ্মসিদ্ধিরত আহ—ক্রিয়ার্থৈশ্চেতি। বিমতং স্বার্থে প্রমাণম্ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বাৎ সম্মতবৎ। অতো বেদান্তশাস্ত্রাদেব ব্রহ্মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। সিদ্ধসাধ্যার্থভেদেন বৈষম্যাৎ অবিশিষ্টত্বম্ অনিষ্টম্, ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং বিবৃণোতি—যথা চেতি। বিশিষ্টত্বং স্বরূপোপকারিত্বং ফলোপকারিত্বং চ পঞ্চমোক্তং প্রকারং পরাম্রষ্টুমেবম্ ইত্যাদিষ্টম্। অলৌকিকত্বং সাধয়তি—প্রত্যক্ষাদীতি। কিঞ্চ, বেদান্তানামপ্রামাণ্যং বুদ্ধ্যনুৎপত্তের্ব্বা সংশয়াদ্যুৎপত্তের্ব্বা? নাদ্য ইত্যাহ—ন চেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চানিশ্চিতত্বেতি। কোটিদ্বয়াস্পর্শিত্বাদবাধাচ্চেত্যর্থঃ। ৮।

ক্রিয়ার্থৈর্ব্বাক্যৈঃ বিদ্যার্থানাং বাক্যানাং সাধর্ম্ম্যমুক্তমাক্ষিপতি—অনুষ্ঠেয়েতি। সাধর্ম্ম্যাস্যাযুক্তত্বমেব ব্যনক্তি—ক্রিয়ার্থৈরিতি। বাক্যোত্থবুদ্ধের্যথার্থত্বাৎ বিধ্যভাবেঽপি বাক্যপ্রামাণ্যম্ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেন অবিরুদ্ধমিতি পরিহরতি—ন জ্ঞানস্যেতি। অনুষ্ঠেয়মনিষ্ঠমন্তরেণ কুতো বস্তুনি প্রয়োগপ্রত্যয়য়োঃ তথার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য তয়োর্নির্বিষয়-তথার্থত্বং তদপেক্ষাপ্রামাণ্যার্থত্বং বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—ন হীতি। তদুভয়বিষয়স্য কর্ত্তব্যার্থস্য তথার্থত্বং ন কর্ত্তব্যত্বাপেক্ষং, কিন্তু মানগম্যত্বাৎ; অন্যথা বিপ্রলম্ভকবিধিবাক্যেঽপি তথাত্বাপত্তেরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন

চেতি। বুদ্ধিগ্রহণং প্রয়োগোপলক্ষণার্থম্। কর্ত্তব্যতার্থবিষয়প্রয়োগাদেঃ নানুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাৎ মানত্বং, কিন্তু প্রমাকরণত্বাৎ তজ্জন্যত্বাচ্চ ; অন্যথা উক্তাতিপ্রসক্তিপ্রসঙ্গাৎ, অতোঽনুষ্ঠেয়নিষ্ঠত্বং মানত্বে অনুপযুক্তমিত্যর্থঃ।

কুতস্তর্হি কার্য্যাকার্য্যধিয়ৌ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বেদেতি। বৈদিকস্যার্থস্য অবাধেন তথার্থত্বে সিদ্ধে সমীহিতসাধনত্ববিশিষ্টং চেৎ বস্তু, তদা কর্ত্তব্যমিতি ধিয়া অনুতিষ্ঠতি। তচ্চেৎ অনিষ্ট-সাধনত্ববিশিষ্টং, তদা ন কার্য্যমিতি ধিয়া নানুতিষ্ঠতি। অতো মানাৎ তস্যানুষ্ঠানানুষ্ঠানহেতূ কার্য্যাকার্য্যধিয়ৌ ইত্যর্থঃ। তথাপি ব্রহ্মণো বাক্যার্থত্বং পদার্থত্বং বা ? নাদ্য ইত্যাহ—অননু-ষ্ঠেয়ত্ব ইতি। তস্য অকার্য্যত্বেঽপি বাক্যার্থত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। উভয়-ত্রাসত্তাতি চ্ছেদঃ । ৯ ।

দ্বিতীয়ং দূষয়তি—পদার্থত্বে চেতি। ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রার্থত্বমেতৎ—ইত্যুচ্যতে। কার্য্যাস্পৃষ্টে অর্থে বাক্যপ্রামাণ্যং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—নেত্যাদিনা। শুক্লকৃষ্ণলোহিতমিশ্রলক্ষণং বর্ণচতুষ্টয়ং, তদ্বিশিষ্টো মেরুরস্তীত্যাদিপ্রয়োগে মেরুবাদৌ অকার্য্যেঽপি সম্যগর্থদর্শনাৎ তত্ত্বমসিবাক্যাদপি কার্য্যাস্পৃষ্টে ব্রহ্মণি সম্যগ্‌জ্ঞানসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেঽপি কার্য্যাধ্যাহারেণৈব বাক্যাৎ উদেতীত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ননু তত্র ক্রিয়াপদাধীনা পদসংহতিযুক্তা, বেদান্তেষু পুনস্তদভাবাৎ পদ-সংহত্যযোগাৎ কুতো বাক্যপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি ? তত্রাহ—তথেতি।

বিমতমফলং সিদ্ধার্থজ্ঞানত্বাৎ সম্মতবৎ, ইত্যনুমানাত্তত্ত্বমাদেঃ সিদ্ধার্থস্যাযুক্তং মানত্বম্, ইতি শঙ্কতে—মেরবাদীতি। শ্রুতিবিরোধেন অনুমানং ধুনীতে—নেত্যাদিনা। বিদ্বদনুভববিরোধাচ্চ নৈবমিত্যাহ—সংসারেতি। ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বেন অমানত্বাৎ অনুমানাবাধকতা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অনন্যেতি। পর্ণময়ীত্বাধিকরণন্যায়েন জুহ্বাং ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং যুক্তম্। ব্রহ্মধিয়ঃ অন্যশেষত্ব-প্রাপকাভাবাৎ তৎফলশ্রুতেরর্থবাদত্বাসিদ্ধিরিতি ; অন্যথা শারীরকানারম্ভঃ স্যাদিত্যর্থঃ । ১০ ।

শ্রুত্যনুভবাভ্যাং বাক্যোত্থজ্ঞানস্য ফলবত্ত্বদৃষ্টেযুক্তা কার্য্যাস্পৃষ্টে অর্থে তত্ত্বমস্যাদের্মানতা ইত্যুক্তং, সম্প্রতি শাস্ত্রস্য কার্য্যপরত্বানিয়মে হেত্বন্তরমাহ—প্রতিষিদ্ধেতি। যদ্যপি কলঞ্জভক্ষণা-দেরধঃপাতস্য চ সম্বন্ধঃ 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' ইত্যাদিবাক্যাৎ প্রতীয়তে, তথাপি তস্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ বাক্যস্যানুষ্ঠেয়নিষ্ঠত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। সম্বন্ধস্য অভাবার্থত্বাৎ নানুষ্ঠেয়তা ইত্যর্থঃ। অভক্ষণাদি কার্য্যমিতি বিধিপরত্বমেব নিষেধবাক্যস্য কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তস্যাপি কার্য্যার্থত্বে বিধিনিষেধভেদভঙ্গাৎ নঞশ্চ স্বসম্বন্ধাভাববোধনে মুখ্যস্যার্থান্তরে বৃত্তৌ লক্ষণাপাতান্নিষিদ্ধবিষয়ে রাগাদিনা প্রবৃত্তক্রিয়াবতো নিষেধশাস্ত্রার্থধীসংস্কৃতস্য নিষেধশ্রুতের-করণাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাৎ ঔদাসীন্যাৎ অন্যদনুষ্ঠেয়ং ন প্রতিভাতীত্যর্থঃ। ভাববিষয়ং কর্ত্তব্যত্বং বিধীনামর্থোঽভাববিষয়ং তু নিষেধানামিতি বিশেষমাশঙ্ক্যাহ—অকর্ত্তব্যতেতি। অভাবস্য ভাবার্থত্বাভাবাৎ কর্ত্তব্যতাবিষয়ত্বাসিদ্ধিরিতি হি শব্দার্থঃ।

প্রতিষেধজ্ঞানবতোঽপি কলঞ্জভক্ষণাদিজ্ঞানদর্শনাৎ তন্নিবৃত্তের্নিয়োগাধীনত্বাৎ তন্নিষ্ঠমেব বাক্যমেষ্টব্যমিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—ক্ষুধার্ত্তস্যেতি। বিষলিপ্তবাণহতস্য পশোর্মাংসং কলঞ্জং, ব্রহ্মবধাদ্যভিশাপযুক্তস্য চান্নপানাদি, তস্মিন্নভক্ষ্যে অভোজ্যে চ প্রাপ্তে যদ্ভ্রমজ্ঞানং ক্ষুৎক্ষামস্যোৎ-পন্নং, তন্নিষেধধীসংস্কৃতস্য তদ্ধীস্মৃত্যা বাধ্যমিত্যত্র লৌকিকদৃষ্টান্তমাহ—মৃগতৃষ্ণিকায়ামিতি।

তথাপি প্রবৃত্ত্যভাবসিদ্ধয়ে বিধিরর্থ্যতামিতি চেৎ; ন; ইত্যাহ—তস্মিন্নিতি। তদভাবঃ প্রবৃত্ত্যভাবো ন বিধিজন্যপ্রযত্নসাধ্যো নিমিত্তাভাবেনৈব সিদ্ধেরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। ন কেবলং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং সিদ্ধবস্তুমাত্রপর্য্যবসানতা, কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবর্ত্তকত্বমপি সিধ্যতীত্যাহ—তথেতি। অকত্রভোক্তৃব্রহ্মাহমিতিজ্ঞানসংস্কৃতস্য প্রবৃত্তীনামভাবঃ স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মভাবাদ্বিপরীতঃ অর্থঃ যস্য কর্তৃত্বাদিজ্ঞানস্য তন্নিমিত্তানাম্ অনর্থার্থত্বেন জ্ঞায়মানত্বাদিতি হেতুঃ। কদা পুনস্তাসামভাবঃ স্যাদত আহ—পরমাত্মাদীতি। ভ্রান্তিপ্রাপ্তভক্ষণাদিনিরাসেন নিবৃত্তিনিষ্ঠতয়া নিষেধবাক্যস্য মানত্ববৎ তত্ত্বমাদেরপি প্রত্যগ্‌জ্ঞানোত্থকর্তৃত্বাদিনিবর্ত্তকত্বেন মানত্বোপপত্তিরিতি সমুদায়ার্থঃ। ১১।

দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যমাশঙ্কতে—নন্বিতি। তস্য নিষিদ্ধত্বাদনর্থার্থত্বমেব সদ্বস্তুযাথাত্ম্যতত্ত্বজ্ঞানেন নিষেধে কৃতে তৎসংস্কারদ্বারা সম্পাদিতস্মৃত্যা শাস্ত্রীয়জ্ঞানবিপরীতজ্ঞানে বাধিতে তৎকার্য্যপ্রবৃত্ত্যভাবো নিমিত্তাভাবে নৈমিত্তিকাভাবন্যায়েন যুক্তঃ, ন তথাঽগ্নিহোত্রাদিপ্রবৃত্ত্যভাবো যুক্তঃ। ব্রহ্মবিদা অগ্নিহোত্রাদি ন কর্ত্তব্যমিতি নিষেধানুপলম্ভাদিত্যর্থঃ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন অর্থান্নিষিদ্ধমগ্নিহোত্রাদীতি মত্বানঃ সাম্যমাহ—নেত্যাদিনা। শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তীনাং গর্ভবাসাদিহেতুত্বাদনর্থার্থত্বমহং কর্ত্তেত্যাদ্যভিমানকৃতত্বেন বিপরীতজ্ঞাননিমিত্তত্বম্। এতদেব দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—কলঞ্জেতি। ১২।

কাম্যানামজ্ঞানহেতুত্বানর্থার্থত্বাভ্যাং বিদুষস্তেষু প্রবৃত্ত্যভাবো যুক্তঃ, নিত্যানাং তু শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তানুষ্ঠানত্বান্নাজ্ঞানকৃতত্বং প্রত্যবায়াখ্যানর্থধ্বংসিত্বাচ্চ নানর্থকরত্বমতস্তেষু প্রবৃত্ত্যভাবো যুক্তো ন ভবতীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। নিত্যানাং শাস্ত্রমাত্রকৃতানুষ্ঠানত্বমসিদ্ধমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। তদেব প্রপঞ্চয়তি—যথেতি। অবিদ্যাদীত্যাদিশব্দেন অস্মিতাদিক্লেশচতুষ্টয়োক্তিঃ। তৈরবিদ্যাদিভির্নিত্যেষ্টপ্রাপ্তৌ তাদৃগনিষ্টপ্রাপ্তৌ চ ক্রমেণ রাগদ্বেষবতঃ পুরুষস্য ইষ্টপ্রাপ্তিমনিষ্টপরিহারং চ বাঞ্ছতস্তাভ্যামেব রাগদ্বেষাভ্যামিষ্টং মে ভূয়াদনিষ্টং মা ভূদিতি অবিশেষকামনাভিঃপ্রেরিতাবিশেষপ্রবৃত্তিযুক্তস্য নিত্যানি বিধীয়ন্তে। স্বর্গকামঃ পশুকাম ইতি বিশেষাণিনঃ কাম্যানি। তুল্যং তু উভয়েষাং কেবলশাস্ত্রানিমিত্তত্বমিত্যর্থঃ।

কিঞ্চ, কাম্যানাং দুষ্টত্বং ব্রুবতা নিত্যানামপি তদিষ্টমুৎপত্তিবিনিয়োগপ্রয়োগাধিকারবিধিরূপে বিশেষাভাবাদিত্যাহ—ন চেতি। কথং তর্হি কাম্যনিত্যবিভাগস্তত্রাহ—কর্তৃগতেনেতি। স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইতিবিশেষাধিনঃ কাম্যবিধিরিষ্টং মে স্যাদনিষ্টং মা ভূদিতি অবিশেষকামপ্রেরিতাবিশেষিতপ্রবৃত্তিমতো নিত্যবিধিরিত্যুক্তমিত্যর্থঃ। নম্ববিদ্যাদিদোষবতো নিত্যানি কর্ম্মাণীত্যযুক্তং, পরমাত্মজ্ঞানবতোঽপি যাবজ্জীবশ্রুতেস্তেষামনুষ্ঠেয়ত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতেরবিরক্তবিষয়ত্বাৎ নৈবমিত্যাহ—ন পরমাত্মেতি।

"যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে"

ইতি স্মৃতের্জ্ঞানপরিপাকে কারণং কর্ম্মোপশম এব প্রতীয়তে, ন তথা কর্ম্মবিধিরিত্যর্থঃ। ন কেবলং বিহিতং নোপলভ্যতে, ন সম্ভবতি চেত্যাহ—কর্ম্মনিমিত্তেতি। যদা নাসি ত্বং সংসারী, কিন্তু অকত্রভোক্তৃ ব্রহ্মাসীতি শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে, তদা দেবতায়াঃ সম্প্রদানত্বং করণত্বং ব্রীহ্যাদেরিত্যেতৎ সর্ব্বমুপমৃদিতং ভবতি। তৎকথমকত্রাদিজ্ঞানবতঃ সম্ভবতি কর্ম্মবিধিরিত্যর্থঃ।

উপমৃদিতমপি বাসনাবশাদুদ্ভবিষ্যতি, ততশ্চ বিদুষোঽপি কর্ম্মবিধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। বাসনাবশাদুদ্ভূতস্যাভাসত্বাৎ আত্মস্মৃত্যা পুনঃপুনর্ব্বাধাচ্চ বিদুষো ন কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চানবচ্ছিন্নং ব্রহ্মাস্মীতি স্মরতস্তদাত্মকস্য দেশাদিনাপেক্ষং কর্ম্ম নিরবকাশমিত্যাহ—ন হীতি। বিদুষো ভিক্ষাটনাদিবৎ কর্ম্মাবসরঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—ভোজনাদীতি। অপরোক্ষজ্ঞানবতো বা পরোক্ষজ্ঞানবতো বা ভোজনাদিপ্রবৃত্তিঃ। নাদ্যঃ, অনভ্যুপগমাৎ তৎপ্রতীতের্ব্বাধিতানুবৃত্তিমাত্রত্বাৎ, অগ্নিহোত্রাদেরবাধিতাভিমাননিমিত্তস্য তথাত্বানুপপত্তেরিত্যভিপ্রেত্যাহ—নেতি। ন দ্বিতীয়ঃ। পরোক্ষজ্ঞানিনঃ শাস্ত্রানপেক্ষক্ষুৎপিপাসাদিদোষকৃতত্বাৎ তৎপ্রবৃত্তেরিষ্টত্বাদিত্যাহ—অবিদ্যাদীতি। অগ্নিহোত্রাদ্যপি তথা স্যাদিতি চেৎ; ন; ইত্যাহ—ন হিতি। ভোজনাদিপ্রবৃত্তেরাবশ্যকত্বানুপপত্তিং বিবৃণোতি—কেবলেতি। ১১।

ন তু তথেত্যাদি প্রপঞ্চয়তি—শাস্ত্রনিমিত্তেতি। তর্হি শাস্ত্রবিহিতকালাদ্যপেক্ষত্বাৎ নিত্যানামদোষপ্রভবত্বং ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দোষেতি। এবং দোষকৃতত্বেঽপি নিত্যানাং শাস্ত্রসাপেক্ষত্বাৎ কালাদ্যপেক্ষত্বমবিরুদ্ধমিত্যাহ—এবমিতি। ভোজনাদের্দোষকৃতত্বেঽপি—"

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং চরেদ্ ভৈক্ষ্যং যতীনান্তু চতুর্গুণম্"

ইত্যাদিনিয়মবৎ বিদুষোঽগ্নিহোত্রাদিনিয়মোঽপি স্যাদিতি শঙ্কতে—তদ্ভোজনাদীতি। বিদুষো নাস্তি ভোজনাদিনিয়মঃ, অতিক্রান্তবিধিত্বাৎ। ন চ এতাবতা যথেষ্টচেষ্টাপত্তিঃ, অধর্ম্মাধীনা অবিবেককৃতা হি সা। ন চ তৌ বিদুষো বিদ্যেতে। অতোঽবিদ্যাবস্থায়ামপি অসতী যথেষ্টচেষ্টা বিদ্যাদশায়াং কুতঃ স্যাৎ। সংস্কারস্যাপ্যভাবাৎ। বাধিতানুবৃত্তেশ্চ। অগ্নিহোত্রাদেস্তনাভাসত্বাৎ ন বাধিতানুবৃত্তিরিত্যাহ—নেতি। কিঞ্চ অবিদুষাং বিবিদিষূণামেব নিয়মঃ; তেষাং বিধিনিষেধগোচরত্বাৎ। ন চ তেষামপ্যেষ জ্ঞানোদয়পরিপন্থী। তস্যাত্মনিবৃত্তিরূপস্য স্বয়ংক্রিয়াত্বাভাবাৎ। নাপি স ক্রিয়মাক্ষিপন্ ব্রহ্মবিদ্যাং প্রতিক্ষিপতি। অন্যনিবৃত্ত্যাত্মনঃ তদাক্ষেপকত্বাসিদ্ধেরিত্যাহ—নিয়মস্ত্বিতি।

কর্ম্মস্থ রাগাদিমতোঽধিকারান্নিরক্তস্য জ্ঞানাধিকারাজ্ জ্ঞানিনো হেত্বভাবাদেব কর্ম্মাভাবাৎ তস্য ভোজনাদ্যতুল্যত্বাৎ, তত্ত্বমাদেঃ সর্ব্বব্যাপারোপরমাত্মকজ্ঞানহেতোনিবর্ত্তকত্বেন প্রামাণ্যং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। তস্য বিধিরুৎপাদকং বাক্যম্, তস্য নিষেধবাক্যবৎ তত্ত্বজ্ঞানহেতোঃ তদ্বিরোধিমিথ্যাজ্ঞানধ্বংসিত্বাদশেষব্যাপারনিবর্ত্তকত্বেন কূটস্থবস্তুনিষ্ঠস্য যুক্তং প্রামাণ্যম্। মিথ্যাজ্ঞানধ্বংসে হেত্বভাবে ফলাভাবন্যায়েন সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তেরিত্যর্থঃ। তৎপদোপাত্তং হেতুমেব স্পষ্টয়তি—কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যেতি। যথা প্রতিষেধো ভক্ষণাদৌ প্রতিষেধশাস্ত্রবশাৎ প্রবৃত্ত্যভাবস্তথা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যসামর্থ্যাৎ কর্ম্মস্বপি প্রবৃত্ত্যভাবস্য তুল্যত্বাৎ প্রামাণ্যমপি তুল্যমিত্যর্থঃ। প্রতিষেধশাস্ত্রসাম্যে তত্ত্বমস্যাদিশাস্ত্রস্যোচ্যমানে তস্যৈব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং স্যাৎ, ন বস্তুপ্রতিপাদকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। প্রতিষেধো হি প্রসক্তক্রিয়াং নিবর্ত্তয়ংস্তদুপলক্ষিতৌদাসীন্যাত্মকে বস্তুনি পর্য্যবস্যতি। তথা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্যাপি বস্তুপ্রতিপাদকত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। বেদান্তানাং সিদ্ধে প্রামাণ্যবৎ অর্থবাদানামন্যপরাণামপি সংবাদবিসংবাদয়োরভাবে স্বার্থে মানত্বসিদ্ধৌ সিদ্ধা বিশুদ্ধ্যাদিগুণবতী প্রাণদেবতেতি চকারার্থঃ॥ ১০ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'দ্বয়া' অর্থ দুই প্রকার। 'হ' শব্দ পূর্ব্ববৃত্তান্তসূচক 'নিপাত' পদ। বর্ত্তমান কল্পীয় প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মে যাহা ঘটিয়াছিল, 'হ' শব্দে তাহাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। প্রাজাপত্য অর্থ—প্রজাপতির সন্তানগণ; অর্থাৎ প্রজাপতির জন্মোত্তরকালীন সমুৎপন্ন সন্তানগণ। তাহারা কে কে? দেবতা ও অসুরগণ, অর্থাৎ সেই প্রজাপতিরই বাক্‌প্রভৃতি প্রাণসমূহ। তাহাদের দেবত্ব ও অসুরত্ব হইল কি প্রকারে? তাহা বলা হইতেছে—প্রাণসমূহ শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান-লব্ধ সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় জ্ঞানোৎকর্ষ নিবন্ধন দেবতা-পদবাচ্য হয়, তাহারাই আবার লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ঐহিক প্রয়োজনমাত্র-সাধনক্ষম জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া কেবল নিজ নিজ প্রাণপরি-তৃপ্তিতে রত থাকে বলিয়া, অথবা সুর—দেবতা হইতে ভিন্ন বলিয়া অসুরপদবাচ্য হয় (৩)। যেহেতু অসুরগণ স্বভাবতই ঐহিক প্রয়োজনসাধক কর্ম্ম ও জ্ঞানে অনুরক্ত, সেই হেতুই দেবগণ কানীয়স। কানীয়স অর্থ—কনীয়ান্ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ অল্পসংখ্যক। 'কনীয়স্' শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়ে বৃদ্ধি করিয়া 'কানীয়স' পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। আর অসুরগণ জ্যায়স অর্থাৎ অধিক; বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রবৃত্তি অপেক্ষা, স্বাভাবিক অনুরাগমূলক ঐহিক কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানেই সমধিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; এই জন্য অসুরের সংখ্যা অধিক। শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান স্বভাবতই বহু আয়াস-সাধ্য; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিও অতি অল্প; কাজেই দেবতাগণের সংখ্যায় অল্পতা ঘটিয়াছে। ১।

প্রজাপতির শরীরস্থিত সেই দেবতা ও অসুরগণ এই লোকের নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়াছিল, অর্থাৎ অসুরগণ স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগমূলক কর্ম্ম ও জ্ঞান-সাধ্য বিষয়

---

(৩) তাৎপর্য্য—এখানে বুঝিতে হইবে যে, সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিবিশিষ্ট বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই ক্রমে 'দেবতা' ও 'অসুর' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ চিরকালই আছে; চিরকালই একে অপরকে অভিভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহ (দেবতাগণ) চাহে—শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে, আর রাজস বৃত্তিসমূহ (অসুরগণ) চাহে—লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরিজ্ঞাত ঐহিক সুখসম্ভোগ ও তৎসাধনের অনুষ্ঠান করিতে। প্রজাপতির ন্যায় প্রত্যেক জীবের—বিশেষতঃ মনুষ্যের হৃদয়ে এই দেবাসুর-সংগ্রাম অহরহ চলিতেছে। মনে হয়, শ্রুতির এই দেবাসুর-সংগ্রামের ছায়া অবলম্বনেই পুরাণ শাস্ত্রে দেবাসুর-সংগ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভোগের জন্য, আর দেবগণ শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধ্য বিষয় পাইবার নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। এখানে স্পর্দ্ধা অর্থ—দেবতা ও অসুরগণের সাময়িক বৃত্তিবিশেষের উদ্ভব ও অভিভব, অর্থাৎ কখনও প্রাণের মধ্যে শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞানচিন্তাত্মক বৃত্তি (ব্যাপার) প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন ঐ প্রকার বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেইসকল প্রাণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ ঐহিক প্রয়োজনসাধক জ্ঞান ও কর্ম্মভাবনাত্মক আসুরী বৃত্তি পরাজিত হইয়া যায়; তাহাই হইতেছে দেবগণের জয়, আর অসুরগণের পরাজয়। কখনও বা বিপরীতক্রমে দৈবী বৃত্তি অভিভূত হয়, আর আসুরী বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়; তাহাই অসুরগণের জয়, আর দেবগণের পরাজয়। এই প্রকারে যখন দেবগণের জয় হয়, তখন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার ফলে প্রজাপতিত্ব লাভপর্য্যন্ত উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে, আবার যখন অসুরগণের প্রাধান্য হয়, তখন অধর্ম্মের বাহুল্য ঘটে, তাহার ফলে স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অধোগতি হইয়া থাকে; আর যখন উভয়ের সমতা ঘটে, তখন মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২।

আধিক্য নিবন্ধন অসুরগণ কর্ত্তৃক অল্পসংখ্যক দেবগণ এইরূপে পরাজিত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—দেবগণ অসুরগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পরস্পরকে বলিয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার? ভাল, এখন আমরা এই জ্যোতিষ্টোমনামক যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা, অর্থাৎ উদ্গীথ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিব,—অসুরগণকে পরাভূত করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বীয় দেবভাব লাভ করিব, এই কথা পরস্পরকে বলিয়াছিলেন। এখানে বুঝিতে হইবে, উক্ত উদ্গীথ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বগ্রহণও জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম্ম হইতেছে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রজপাত্মক, যাহা "তদেতানি জপেৎ" এইরূপে বিহিতহইবে; আর এখানেই যাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে, তাহা হইতেছে সেই জ্ঞান। ৩

ভাল কথা, "দ্বয়া হ" ইত্যাদি বাক্যটী ত জ্ঞানবিধিপর নহে, অর্থাৎ উপাসনার বিধায়ক নহে, পরন্তু উহা হইতেছে দেবত্বলাভের উপায়ভূত জপবিধিরই অঙ্গ—অর্থবাদ মাত্র (উৎকর্ষবোধক প্রশংসামাত্র), [সুতরাং এখানে জ্ঞান-নিরূপণের কথা বলা হইতেছে, বল কি প্রকারে?] না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, "যঃ এবং বেদ" বলিয়া এখানে উপাসনারই বিধান করা হইয়াছে। [আচ্ছা, ইহা জপবিধির প্রশংসাপর অর্থবাদ না হয়, না হউক, কিন্তু] উদ্গীথপ্রকরণে "উদগায়ৎ" এইরূপ অতীতকালীন ঘটনার উল্লেখ থাকায় ইহা ত উদ্গীথ ক্রিয়ারই বিধায়ক হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ, ইহা উদ্গীথক্রিয়ার

প্রকরণই নয়; দ্বিতীয়তঃ, অন্যত্রই (কর্ম্মকাণ্ডেই) উদ্গীথের বিধান রহিয়াছে; [একই ক্রিয়ার দুইবার বিধান হইতে পারে না।] তৃতীয়তঃ, এটা বিদ্যারই (উপাসনারই) প্রকরণ। অভিপ্রায় এই যে, এখানে যে, উদ্গীথের প্রতীতি হইতেছে, তাহা উদ্গীথ-বিদ্যারই বিধায়ক, ক্রিয়া কিংবা জপের বিধায়ক নহে। চতুর্থতঃ, এখানে অভ্যারোহ-জপের নিত্যবিধি বা অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নাই, পরন্তু উদ্গীথ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য; [বিজ্ঞানের পূর্ব্বে ত তাহার বিধান করা সম্ভব হয় না]। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানেরই নিত্যতাবোধক অনুরূপ বিধিশ্রুতি রহিয়াছে; পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানের সম্বন্ধেই "তদ্ধৈতল্লোকজিদেব" ইত্যাদি ফলশ্রুতিও রহিয়াছে; ষষ্ঠতঃ, প্রাণ ও বাগাদির সম্বন্ধে শুদ্ধি ও অশুদ্ধির উল্লেখ রহিয়াছে; [যাহার বিধান হয়, তাহারই প্রশংসা করা আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রাণ] যদি উপাস্যই না হইত, তাহা হইলে প্রাণের বিশুদ্ধি বর্ণনা (নিষ্পাপত্ব কথন) কথন, এবং তাহার সহিত একসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট বাগাদির অশুদ্ধি কথন, আর বাক্‌প্রভৃতির নিন্দা দ্বারা মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা জ্ঞাপন শ্রুতির অভিপ্রেত হইলেও উপপন্ন হইতে পারে না, এবং 'মৃত্যু অতিক্রম করিয়া দীপ্তি লাভ করে' ইত্যাদি ফল-কথনও সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না, বাক্ প্রভৃতির যে, অগ্ন্যাদিভাবপ্রাপ্তি, তাহা ত প্রাণ-স্বরূপত্ব প্রাপ্তিরই ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে, [অথচ বিজ্ঞানের বিধি না থাকিলে প্রাণস্বরূপতা প্রাপ্তি হইতেই পারে না।] ৪

আচ্ছা, প্রাণের উপাসনা বিহিত হয়, হউক; কিন্তু প্রাণের বিশুদ্ধি প্রভৃতি গুণসম্বন্ধ ত কখনও বিহিত হইতে পারে না। না, শ্রুতিতে যখন গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহা বিহিত হইতে পারে। না—তাহাও হইতে পারে না; কারণ, প্রাণের উপাস্যত্ব নিবন্ধন তাহার প্রশংসার্থও ঐরূপ গুণের উল্লেখ হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, লোকব্যবহারের ন্যায় [শ্রুতিতেও] যথার্থ বস্তুবিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে যে ব্যক্তি যথার্থ বস্তু গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই আপনার অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হয়, কিংবা অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে নিবৃত্ত হয়, [কিন্তু ভ্রান্ত বিষয় গ্রহণের ফলে কখনই ঐরূপ হয় না।] ঠিক সেইরূপ, এস্থলেও শ্রুতিবাক্যের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করিলেই তাহা হইতে প্রকৃত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি সঙ্গত হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে হয় না। আর উপাসনাবিধায়ক শ্রুতিবাক্য হইতে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ীভূত পদার্থের অসত্যতা বিষয়ে যে, কোন প্রকার প্রমাণ আছে, তাহাও নহে। বিশেষতঃ, তাদৃশ জ্ঞানের কোথাও নিন্দা বা অসত্যতাও

শুনা যাইতেছে না; বরং তাহা হইতে যখন শ্রেয়ঃসিদ্ধির কথা দেখা যায়, তখন তাহার সত্যতাই আমরা বুঝিয়া থাকি; কারণ, বিপর্যায় জ্ঞানে বা ভ্রান্তিবুদ্ধিতে অনর্থলাভই—দুঃখপ্রাপ্তিই দেখা যায়। জগতে যে ব্যক্তি বিপরীত বা অসত্য বিষয় গ্রহণ করে—যেমন মনুষ্যকে স্থাণুরূপে, কিংবা শত্রুকে মিত্ররূপে মনে করে, সে ব্যক্তির অনর্থপ্রাপ্তিই দেখা যায়। বিশেষতঃ, শ্রুতি হইতে পরিজ্ঞাত আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি যদি অসত্যই হইবে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই বিপরীতার্থগ্রাহক শাস্ত্রও লোকব্যবহারের ন্যায় কেবল অনর্থপ্রাপ্তিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়; অথচ কেহই ত তাহা স্বীকার করে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র যে, উপাসনার্থ আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতাপ্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সে সমুদয়ই সত্য (কোনটীই মিথ্যা বা আরোপিত নহে)। ৫

[কর্ম্মমীমাংসকের আপত্তি—(১)] যদি বল, অব্রহ্ম নামপ্রভৃতিতেও ব্রহ্ম-দৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তোমার উক্ত কথা ত যুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ যদি বল, নাম প্রভৃতির যে, অব্রহ্মত্ব, ইহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অথচ স্থাণু প্রভৃতিতে মনুষ্যবুদ্ধির ন্যায় সেই অব্রহ্ম নামাদিতেও শাস্ত্রকে তদ্বিপরীত (অসত্য) ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করিতে দেখা যায়; অতএব শাস্ত্র হইতে যে, যথার্থ বিষয়েরই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানেই যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়—বলা হইয়াছে, তাহা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। না—ইহাও অসঙ্গত হয় না; কারণ, প্রতিমাপ্রভৃতিতে যেমন ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও ভেদোপলব্ধি রহিয়াছে। আর শাস্ত্র যে, অব্রহ্ম নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা যে, স্থাণু প্রভৃতিতে পুরুষদৃষ্টির ন্যায় অসত্য বলিয়াছ; তাহাও ভাল বল নাই। কারণ? যাহারা নামপ্রভৃতিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া অবগত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধেই নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ প্রতিমাপ্রভৃতিতে যেরূপ ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা

(১) তাৎপর্য্য—মীমাংসকের অভিপ্রায় এই যে, যাগাদি ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেখানে ক্রিয়াবিধি নাই—কেবলই বস্তুবিশেষের স্বরূপ-কথন মাত্র আছে, সেখানে বেদবাক্যের প্রামাণ্য নাই; সুতরাং কেবলই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যও অপ্রমাণ, কাজেই এই প্রকার বেদবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব ব্রহ্ম কেবল কল্পিত পদার্থ মাত্র—অসৎ। সত্য নামাদিতে সেই কল্পিত পদার্থেরই আরোপপূর্ব্বক চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার এই আপত্তির খণ্ডনার্থ উদাহরণরূপে কর্ম্মকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।

হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপই। আর নামপ্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি, তাহাও ঠিক প্রতিমাপ্রভৃতি আলম্বনে ব্রহ্মদৃষ্টির ন্যায় আলম্বনরূপেই (চিন্তার বিষয়রূপেই) বিহিত হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নামপ্রভৃতিই ব্রহ্মস্বরূপ নহে। স্থাণুকে (শাখাদিবিহীন বৃক্ষকে) স্থাণু বলিয়া বুঝিতে না পারিলে, তাহাতে যেরূপ তদ্বিপরীত ভ্রমাত্মক মনুষ্যাকারে নিশ্চয়-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি কিন্তু তদ্রূপ বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রান্তিবুদ্ধি নহে, (তাহা আলম্বনবিষয়ক যথার্থ বুদ্ধিই বটে) (২)। ৬

যদি বল, কথিত স্থলে কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিরই বিধান করা হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। ইহা দ্বারা প্রতিমা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপর যে বিষ্ণুত্ব, দেবত্ব ও পিতৃত্বাদি দৃষ্টি, তাহারও তুল্যতা প্রদর্শিত হইল। না, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, ঋক্ (মন্ত্র) প্রভৃতিতে যে, পৃথিব্যাদি দৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঋক্‌প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমানই রহিয়াছে, পৃথিবী প্রভৃতি সত্য বস্তুরই তাহাতে দৃষ্টিমাত্র-আরোপের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, (কিন্তু অসৎ পদার্থের নহে)। অতএব তাহার সহিত সাম্য থাকায়, নামপ্রভৃতিতে যে, ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান, সেখানেও দৃষ্টির বিষয়ীভূত ব্রহ্মপ্রভৃতি বিষয়ের বিদ্যমানতা বা সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে। এই যুক্তি অনুসারে, প্রতিমা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও বিষ্ণু, দেবতা ও পিতৃত্বাদি দৃষ্টির বিষয়ীভূত বস্তুগুলির সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে (৩)। বিশেষতঃ গৌণ বা আরোপজ্ঞান মাত্রই মুখ্যাপেক্ষিত অর্থাৎ সত্য-বস্তু সাপেক্ষ; যেমন 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' প্রভৃতি স্থলে [আরোপিত] অগ্নির

(২) তাৎপর্য্য—জ্ঞানমাত্রেরই একটি বিষয় থাকে, কস্মিন্‌কালেও নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না; অথচ নির্গুণ ব্রহ্ম কখনই সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না; এই জন্য ব্রহ্মচিন্তায় প্রথমতঃ কোন একটী স্থূল বিষয় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, নাম প্রভৃতি বিষয়গুলিই ব্রহ্মচিন্তার সেই প্রাথমিক বিষয় বা আলম্বন। অধ্যাত্মশাস্ত্রে প্রধানতঃ ঐরূপ জ্ঞানের বিষয়কেই আলম্বন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

(৩) তাৎপর্য্য—কর্ম্ম-মীমাংসক আপত্তি করিয়াছিলেন যে, নামপ্রভৃতি অব্রহ্ম পদার্থে যে, ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান আছে, বুঝিতে হইবে, সেখানে ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; কেবল ঐ অসত্য ব্রহ্মরূপে নামাদিরই চিন্তা করিবার বিধান করা হইয়াছে মাত্র। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, এ কথা ঠিক হইতেছে না; কারণ, যদি ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে অব্রহ্ম নামাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করা কখনও কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হইত না; সর্প বলিয়া একটা সত্য বস্তু না থাকিলে, কখনই রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইতে পারিত না। বিশেষতঃ উপনিষদের মধ্যেও অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋক্ প্রভৃতি বেদভাগকে পৃথিবী

গৌণত্ব নিবন্ধন মুখ্য অগ্নির সদ্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, (৪) তদ্রূপ এখানেও নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মভাবের গৌণত্ব নিবন্ধন মুখ্য বা সত্য ব্রহ্মেরও সদ্ভাব প্রমাণিত হইতেছে। ৭

অপিচ, যাগাদি ক্রিয়ার ন্যায় বিদ্যাবিষয়ে উপাস্যসম্বন্ধেও কোনও পার্থক্য না থাকায় ব্রহ্মসদ্ভাব সিদ্ধ হইতেছে। যেমন বিশিষ্ট ফলের জন্য বিশিষ্ট কর্ত্তব্যপ্রণালী ও বিশেষ বিশেষ ক্রম-সহকারে বিহিত দর্শ-পৌর্ণমাসাদি যাগের অঙ্গীভূত ফলাদি সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, অথচ একমাত্র বেদবাক্যই সে সমুদয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে, তেমনি স্থূলত্বাদি-ধর্ম্মবিহীন ও অশনায়াদিধর্ম্মরহিত পরমাত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি পদার্থও প্রত্যক্ষাদির অগোচর; [সুতরাং কর্ম্মমীমাংসকের অভিমত কর্ম্মফলাদির সহিত] এ সমস্তেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; এইজন্যই ঐ সমস্ত বিষয় কেবল বেদবাক্য হইতেই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে; অতএব অলৌকিকত্ব বশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি অন্য কোনও প্রমাণের অধিকার না থাকায় ঐ সমস্ত পদার্থকে সেইরূপই অর্থাৎ বেদ যাহা যে প্রকার জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপই—সত্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত। আর জ্ঞানোৎপাদনের পক্ষে ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত জ্ঞানপ্রকাশক বাক্যের যে, কিছুমাত্রও বৈষম্য আছে, তাহাও নহে অর্থাৎ উভয় বাক্য হইতেই যথাযথ অর্থপ্রতীতি সমানভাবেই হইয়া থাকে; বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিষয়ে কথনও ভ্রান্ত বা সংশয়িত জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না; [অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের ন্যায় ব্রহ্মবোধক বাক্যও প্রমাণ এবং তাহার অর্থও নিশ্চয়ই অভ্রান্ত—সত্য। ৮।

প্রভৃতিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ রহিয়াছে। সেখানে ত পৃথিব্যাদি বস্তুগুলি অসত্য নহে, পরন্তু সত্যই বটে; তদনুসারে প্রতিমা প্রভৃতিতেও যে, বিষ্ণুত্বাদি বুদ্ধির উপদেশ, বুঝিতে হইবে, সেই বিষ্ণু প্রভৃতিও নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ, নিশ্চয়ই কেবল সে কল্পনামাত্র নহে।

(৪) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য-উপনিষদের মধ্যে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' নামে একটী প্রকরণ আছে। সেখানে দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ আছে। বুঝিতে হইবে, সেখানে যেমন, 'অগ্নি' বলিয়া একটী পদার্থ লোক-প্রসিদ্ধ আছে বলিয়াই অনগ্নি দ্যুলোক প্রভৃতিতে অগ্নিচিন্তার উপদেশ হইয়াছে, অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কথনই ঐরূপ চিন্তার অবসর হইত না, তেমনি এখানেও ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য পদার্থ না থাকিলে, নাম প্রভৃতি পদার্থে কথনই ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান ও প্রয়োগ সম্ভবপর হইত না। এই জাতীয় বহুতর উদাহরণ দর্শনে প্রমাণিত হইতেছে যে, আরোপমাত্রই তন্মূলীভূত সত্যবস্তু-সাপেক্ষ; এবং আরোপ হইতেও সত্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমেয় হয়।

[মীমাংসকের পুনঃ শঙ্কা—] যদি বল, ব্রহ্মবোধক বাক্যে অনুষ্ঠানযোগ্য কোন প্রকার কর্ম্ম না থাকায় উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হয় না,—অর্থাৎ যদি বল, ক্রিয়াবোধক বাক্যসমূহ যেরূপ অলৌকিক হইলেও অংশত্রয়সম্পন্ন ভাবনার (স্বর্গাদি ফলোৎপাদক ব্যাপারবিশেষের) অনুষ্ঠেয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে, (৫) পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদিবিষয়ক জ্ঞানে ত সেরূপ কোনও অনুষ্ঠানের বিষয় নাই ; অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত যে, জ্ঞানবোধক বাক্যের সাম্য বলা হইয়াছে, সে কথা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, জ্ঞানের বিষয় হইতেছে 'তথাভূত' বা সিদ্ধ বস্তু ; [সুতরাং, তাহার প্রামাণ্যও স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ] ; কারণ, অংশত্রয়সমন্বিত অনুষ্ঠেয় ভাবনার যে, অনুষ্ঠেয়ত্ব-নিবন্ধনই সত্যতা বা প্রামাণ্য হয়, তাহা নহে ; পরন্তু প্রমাণলব্ধ বলিয়াই হয়। আর সেই ভাবনাবিষয়ক বুদ্ধিও যে, বিষয়ের অনুষ্ঠেয়তা-নিবন্ধনই সত্যতালাভ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ; তবে কি? না, বেদবাক্য-জনিত বলিয়াই [সত্যতালাভ করিয়া থাকে]। বেদবাক্যাবগত বিষয়ের সত্যতা অবধারিত হইলে পর, সেই বিষয়টী যদি অনুষ্ঠানযোগ্য হয়, তাহা হইলেই লোকে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ; আর যদি অনুষ্ঠানযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হয়, [এই মাত্র বিশেষ]। আপত্তি হইতে পারে যে, অনুষ্ঠেয় না হইলে, বেদবাক্যের ত প্রামাণ্যই হইতে পারে না ; কেন না, প্রতিপাদ্য বিষয়টী অনুষ্ঠানযোগ্য না হইলে, তদুদ্দেশ্যে পদসমূহের অনর্থক সংহতিই (সম্মিলন—বাক্যভাব ধারণাই) সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, বিষয়টী অনুষ্ঠানযোগ্য হইলেই তন্নিমিত্ত পদসমূহের সম্মিলন সম্ভবপর হইতে পারে। তন্মধ্যে 'এই কার্য্য এই ব্যক্তির এইরূপে কর্ত্তব্য', এই প্রকার অনুষ্ঠানোপদেশক বাক্যই প্রমাণ হইয়া থাকে ; কিন্তু 'কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং, ভবেৎ, স্যাৎ' এই পাঁচটীর একটীও না থাকিলে, কেবল বস্তুমাত্রবোধক 'এই

(৫) তাৎপর্য্য—'ভাবনা' অর্থ—"ভবিতুর্ভবনানুকুলো ব্যাপারঃ" অর্থাৎ ভাবী স্বর্গাদির বা তজ্জনক অদৃষ্টোৎপত্তির অনুকূল যে কর্ত্তার ব্যাপার অর্থাৎ প্রযত্ন, তাহার নাম 'ভাবনা'। ভাবনা দুইপ্রকার : —(১) শাব্দী ও আর্থী। তন্মধ্যে "স্বর্গকামো যজেত" (স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি যাগ করিবে), এইটী শাব্দী ভাবনার উদাহরণ। এই ভাবনার অপেক্ষিত অংশ তিনটী—'কিং, কেন, ও কথম্'। 'যজেত' শুনিলেই জানিতে ইচ্ছা হয়—কিসের জন্য যাগ করিবে? কিসের দ্বারা যাগ করিবে? এবং কিপ্রকারে যাগ করিবে? এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কর্ম্মকাণ্ডে যাগের ফল, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা (যে প্রণালীতে যাগ সম্পাদন করিতে হয়, সেই প্রণালী) যথাযথরূপে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না।

বস্তু এই প্রকার' এবংবিধ শত শত পদ একত্রিত হইলেও কখনই বাক্যত্ব লাভ করিতে পারে না (৬); অতএব পরমাত্মা ও ঈশ্বরবোধক পদসমূহ প্রমাণভূত বাক্য বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। ৯।

যদি বল, ব্রহ্ম যদি নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি অন্য প্রমাণেরও বিষয় হইতেন; তাহা যখন হন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি অসৎ। না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, অনুষ্ঠানবিহীন বিষয়েও 'চারি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট সুমেরুনামে একটী পর্ব্বত আছে' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'সুমেরু পর্ব্বতটী চতুর্বিধ বর্ণবিশিষ্ট' এইজাতীয় বাক্যশ্রবণের পর, মেরুপ্রভৃতির সম্বন্ধে কাহারো কোন প্রকার অনুষ্ঠেয়ত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয় না। এই প্রকার, 'অস্তি'পদ-সমন্বিত (সত্তাবোধক পদযুক্ত) পরমাত্মা ও ঈশ্বরের প্রতিপাদক বাক্যান্তর্গত পদসমূহেরও বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে সম্মিলিত হইতে কে বাধা দিবে? যদি বল, মেরু প্রভৃতির জ্ঞানে যেরূপ সপ্রয়োজনতা আছে, পরমাত্মজ্ঞানে ত সেরূপ কোনও প্রয়োজন নাই? সুতরাং, ঐরূপ বাক্যসঙ্কলনটা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। না,—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরম বস্তু লাভ করেন' '[ব্রহ্মবিদের] হৃদয়গ্রন্থি—অহঙ্কারাদি বন্ধন ছিন্ন হয়' এইরূপ ফলশ্রুতি, এবং সংসারের বীজভূত অবিদ্যাদি দোষের নিবৃত্তিও দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞান যখন অন্য কাহারও অঙ্গ নহে—স্বপ্রধান, তখন যজ্ঞীয় জুহূর সম্বন্ধে ফলশ্রুতির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের ফলশ্রুতিকেও অর্থবাদ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না (৭)। ১০।

---

(৬) তাৎপর্য্য—"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্। এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥" অর্থাৎ 'করিবে' ও 'হইবে' ইত্যাদি যে পাঁচটী ক্রিয়াপদ লিখিত হইল, সমস্ত বেদে এই পাঁচটী ক্রিয়াপদই বিধির অব্যভিচারী লক্ষণ; সুতরাং 'অমুক বস্তু এইরূপ' 'এই বস্তু এইরূপ' ইত্যাদি বস্তু-স্বরূপমাত্রবোধক পদগুলি কখনই সম্মিলিত হইয়া বাক্যত্ব লাভ করিয়া প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবোধক পদগুলিও ঠিক এই প্রকারেই অপ্রমাণ হইয়া পড়িতেছে।

(৭) তাৎপর্য্য—জুহূ একপ্রকার যজ্ঞীয় হবিঃপ্রদানের পাত্র, তাহা পত্র দ্বারাও নির্ম্মিত হইতে পারে, অন্য বস্তু দ্বারাও হইতে পারে। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি, ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" অর্থাৎ যাহার জুহূ পাত্রটী পলাশাদি পত্রদ্বারা নির্ম্মিত হয়, সে ব্যক্তি কখনও দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করে না। এখানে জুহূ হইতেছে প্রধানভূত যজ্ঞের একটী অঙ্গ; প্রধানের উপকার সাধনই তাহার মুখ্য ফল; সুতরাং অত্রত্য ফলশ্রুতিটীকে প্রশংসাপর অর্থবাদ বলিতে হয়। অর্থবাদ তিন প্রকার;—(১) গুণবাদ (২) অনুবাদ ও 'ভূতার্থবাদ'। 'প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধ কথা 'গুণবাদ'। যেমন, 'আদিত্যো যূপঃ'। প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়ের উক্তি 'অনুবাদ',

আরও এক কথা, নিষিদ্ধ কর্ম্মে যে, অনিষ্ট ফললাভ হয়, ইহাও ত কেবল বেদ হইতেই জানিতে পারা যায়; কিন্তু সেই অনিষ্ট ফল ত অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া নহে; আর নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই ক্রিয়ানুষ্ঠান হইতে কেবল বিরত করা ভিন্ন আর যে কোন প্রকার অনুষ্ঠেয় আছে, তাহাও নহে। নিষিদ্ধ ব্রহ্ম হত্যাদি কার্য্যের অকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি নিষেধবিধিতে অভিজ্ঞ, ক্ষুধার সময়েও তাহার নিকট কলঞ্জ বা পতিতান্ন প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হইলে পর, 'ইহা খাদ্য, ইহা ভক্ষ্য' এবংবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই নিষেধ জ্ঞানের স্মৃতিবলে তাহা বাধিত হইয়া যায়। যেমন— মৃগতৃষ্ণায় (ভ্রমকল্পিত জলে) পেয়জ্ঞান উপস্থিত হইলেও তদ্বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা তাহা বাধিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। উপস্থিত সেই স্বাভাবিক ভ্রমজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইলে পর, তদ্বিষয়ে আর অনর্থকর ভোজনপ্রবৃত্তিও হয় না, (আপনা হইতেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়)। এ সমস্ত স্থলে কেবল বিপরীত জ্ঞানমূলক প্রবৃত্তিরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তন্নিবৃত্তির জন্য আর কোন প্রকার যত্ন বা চেষ্টা করিতে হয় না। অতএব বস্তুর যাথাত্ম্য জ্ঞাপন করা অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে লোককে কোন প্রকার অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিবার সামর্থ্যও নাই। ঠিক নিষেধবিধিসমূহের ন্যায় এখানেও পরমাত্মপ্রভৃতির যাথার্থ্য-বিজ্ঞানবিষয়ক বাক্যসমূহেরও পরমাত্মযাথাত্ম্য জ্ঞাপন করাই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইরূপ, এই সমস্ত বাক্যার্থ পর্য্যালোচনার ফলে যাহার জ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ ভাবে ভাবিত হইয়াছে, তদ্বিপরীত জ্ঞানপ্রণোদিত প্রবৃত্তিসমূহের অনিষ্টকারিতা বিজ্ঞাত থাকায়, এবং পরমাত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান স্মরণপথে উদিত হওয়ায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাধিত হইয়া যায়, তখন আপনা হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিসমূহের অভাব ঘটিয়া থাকে। ১১।

ভাল কথা, কলঞ্জপ্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা স্মরণ হওয়ায় স্বভাবসিদ্ধ ভক্ষণীয়তা-ভ্রান্তি তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং অনিষ্টকর কলঞ্জাদি ভক্ষণে যেরূপ অপ্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে দৃঢ় সংস্কার জন্মিলেও

যেমন 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্'। এই উভয়প্রকার হইতে ভিন্ন অর্থবাদের নাম 'ভূতার্থবাদ'। যেমন, "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ"। অর্থাৎ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদ্দেশ্যে বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা ত কাহারও অজ্ঞ নহে; সুতরাং তাহা অর্থবাদমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

লোকের যে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তির অভাব হইবে, ইহা ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, বৈধ যাগাদি ক্রিয়াগুলি ত নিষেধবিধির বিষয় নহে। না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয় না; কারণ, বিপরীত জ্ঞানমূলক যে, ইষ্টানিষ্টভাব, তাহা বৈধকর্ম্মের পক্ষেও সমান। অভিপ্রায় এই যে, কলঞ্জাদি ভক্ষণে প্রবৃত্তি যেরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রণোদিত বলিয়া অনর্থ বা অনিষ্টকর, শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিসমূহেরও সেইরূপ অজ্ঞানমূলকত্ব ও অনর্থকরত্ব সমান। অতএব পরমাত্মবিষয়ে যাহার যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্য্যগুলিও ভ্রান্তি-জ্ঞানমূলকত্বে ও ইষ্টানিষ্টসাধনাংশে তুল্য হওয়ায়, পরমাত্ম-জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান উন্মূলিত হইবার পর বৈধকর্ম্মেও প্রবৃত্তি না হওয়া যুক্তিসিদ্ধই বটে। ১২।

আচ্ছা, কাম্য যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি না হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে সত্য, কিন্তু নিত্য কর্ম্মসমূহ যখন কেবলই শাস্ত্রবিহিত এবং ইষ্টানিষ্টসাধকও নহে, তখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব হওয়া ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। না, তাহা নহে; কারণ, যাহারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক রাগদ্বেষাদি দোষসম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধেই নিত্যকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, (কিন্তু রাগদ্বেষাদি-দোষরহিতের সম্বন্ধে নহে)। [বুঝিতে হইবে,] যেমন স্বর্গকামনাদিরূপ দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্য 'দর্শপৌর্ণ-মাসা'দি কাম্য কর্ম্মসমূহ বিহিত হইয়াছে, তেমনি যে লোক সর্ব্ববিধ অনর্থের বীজভূত অবিদ্যাদি-দোষে কলুষিত এবং অবিদ্যাপ্রসূত ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরি-হারের মূলীভূত রাগদ্বেষাদি দোষেও অভিভূত, তাহার প্রবৃত্তিতেও পূর্ব্ববৎ অবিদ্যাদোষ সন্নিবিষ্ট থাকায়, বুঝিতে হইবে যে, তাদৃশ দোষসম্পন্ন লোকের জন্যই নিত্যকর্ম্মসমূহ বিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রের আদেশই উহার একমাত্র প্রযোজক নহে। অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুবন্ধ ও সোমযাগের কাম্যত্ব বা নিত্যত্ব অংশে স্বরূপতঃ যে, কোনপ্রকার বিশেষ আছে, তাহা নহে। কারণ, অনুষ্ঠানকর্ত্তার যদি স্বর্গাদিফলে কামনা থাকে, তাহা হইলেই সেই দোষবলে কাম্যত্ব হইয়া থাকে, আর কর্ত্তা যদি অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন এবং দোষ নিবন্ধন স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগাদি দোষে ইষ্টলাভে ও অনিষ্টপরিহারে অভিলাষী হন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্মও তাহার কাম্যফলের সাধক হয়; কারণ, তাহার জন্যই উহা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তির পরমাত্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ ভিন্ন কোথাও কোনরূপ কর্ম্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না, কর্ম্মের নিমিত্তীভূত যে, দেবতাদি সর্ব্ববিধ সাধন, সে সমুদয়ের অসত্যতা প্রদিপাদনপূর্ব্বকই আত্মজ্ঞান বিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং

যাহার ক্রিয়া ও কারকাদি বিশেষ জ্ঞান বিমর্দ্দিত (মিথ্যারূপে নিশ্চিত) হইয়াছে, তাহার পক্ষে ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণ, ক্রিয়া ও তৎসাধনাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই লোকের ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, (নচেৎ কখনই হয় না)। কারণ, যে ব্যক্তি দেশ ও কালাদি পরিচ্ছেদরহিত ও স্থূলত্বাদিধর্ম্মবর্জ্জিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসরই বা কোথায়? যদি বল, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ভোজনে যেমন প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমনি কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি হইতে পারে; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, লোকের যে, ভোজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অবিদ্যাই তাহার একমাত্র নিমিত্ত; সুতরাং ভোজনাদি কার্য্যানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই, অর্থাৎ যখনই অবিদ্যাদোষের উদ্ভব হয়, তখনই ভোজনানুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, আবার যে সময় সেই দোষের তিরোধান হয়, সে সময়ে ভোজনেরও আবশ্যক হয় না; কিন্তু নিয়ত বা অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে—কখনও করা, কখনও বা না করা, এইরূপ অনিয়মিত ব্যবহার কখনই হইতে পারে না। ভোজনাদি ক্রিয়াগুলি কেবলই দোষজন্য বলিয়া এবং সেই দোষের উদ্ভব ও অভিভবের কোনরূপ নিয়ম না থাকায় স্বর্গাদিকামনার ন্যায় ভোজনাদি প্রবৃত্তিও অনিয়ত বা কাদাচিৎক, (কিন্তু নিত্যকর্ম্মের সেরূপ অনিয়ত প্রবৃত্তি হইতে পারে না) (৮)। ১৩।

বিশেষতঃ, শাস্ত্রোক্ত দেশকালাদি নিমিত্তসাপেক্ষ বলিয়াও নিত্যকর্ম্মের অনিয়তত্ব বা কাদাচিৎকতা হইতে পারে না। কাম্য 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ যেমন শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে সায়ং ও প্রাতঃকাল-সাপেক্ষ, অর্থাৎ সায়ং ও প্রাতঃকালেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, যে কোন সময়ে নহে, ঠিক তেমনি অবিদ্যাদি দোষমূলক নিত্যকর্ম্মসমূহও কালবিশেষসাপেক্ষ। ভাল কথা, জ্ঞানীদিগের ভোজনাদি প্রবৃত্তিবিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্যতা নিয়ম আছে, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াও ঠিক সেই-

(৮) তাৎপর্য্য—নিত্যকর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ—"যদকরণে প্রত্যবায়ঃ, তৎ নিত্যম্" অর্থাৎ যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহার নাম 'নিত্যকর্ম্ম'। সুতরাং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই; কর্ত্তার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, নিত্যকর্ম্ম করিতেই হইবে। ভোজনাদি কার্য্যগুলি কেবলই দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ অবিদ্যাজনিত; সুতরাং সেই অবিদ্যারূপ দোষটি যখন যাহার যেরূপ প্রবল হয়, তখনই তাহার সেই প্রবৃত্তিরও সেই পরিমাণে প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে, আবার সেই দোষ শিথিল হইয়া গেলে পর, সঙ্গে সঙ্গে ভোজনেচ্ছা রহিত হইয়া যায়; অতএব নিত্যকর্ম্মের সহিত পার্থক্য নাই।

রূপই জ্ঞানীদিগেরও অবশ্যকর্ত্তব্য হউক ; না, তাহা হইতে পারে না ; নিয়ম ত আর কোন ক্রিয়া নহে, এবং ক্রিয়ার প্রযোজকও নহে ; সুতরাং তাদৃশ নিয়ম-কল্পনাও জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। অতএব পরমাত্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের বিধিও যখন তদ্বিপরীত স্থূলত্ব ও দ্বৈতভাবের নিবৃত্তি সাধন করে ; তখন জ্ঞানবিধিরও সর্ব্বকর্ম্ম-প্রতিষেধকতা উপপন্ন হইতে পারে ; কারণ, কর্ম্মপ্রবৃত্তির অভাব বা নিবৃত্তিসাধনরূপ প্রয়োজনটী নিষেধবিধি ও জ্ঞানবিধি—উভয়ের পক্ষেই তুল্য। অতএব নিষেধবিধির ন্যায় জ্ঞানশাস্ত্রেরও কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন ও তদ্বিষয়েই তাৎপর্য্যবত্তা সিদ্ধ হইল॥ ১০॥ ১॥

তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি, তেভ্যো বাগুদগায়ৎ। যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্, স যঃ স পাপ্মা, যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা॥ ১১॥ ২॥

সরলার্থঃ।—তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) [দেবাঃ প্রাণাদয়ঃ] হ (ঐতিহ্যে) বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—[হে বাক্,] ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় (উদ্গীথগানং কুরু) ইতি। বাক্ (বাগিন্দ্রিয়-দেবতা) তথা (তথাস্তু) ইতি [প্রতিশ্রুত্য] তেভ্যঃ (প্রাণরূপদেবতাভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদ্গীথগানং কৃতবতী)। বাচি যঃ ভোগঃ (বাঙ্নিমিত্তঃ য উপকারঃ), তং (ভোগং) দেবেভ্যঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়েভ্যঃ) আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং (শোভনং) বদতি (বর্ণান্ উচ্চারয়তি বাক্), তৎ (কল্যাণবদনং) আত্মনে (স্বস্মৈ) [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ—রাজসবৃত্তয়ঃ) [বাচঃ তথাবিধং স্বপক্ষপাতং উপলভ্য] বিদুঃ (বিজ্ঞাতবন্তঃ), [যৎ—] অনেন (উদ্গাত্রা বাগাত্মনা উদ্গীথকর্ত্রা) বৈ নঃ (অস্মান্) [স্বাভাবিকং জ্ঞানং কর্ম্ম চ অভিভূয়] অত্যেষ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি পরাভবিষ্যন্তি—দেবাঃ) ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তং (বাক্স্বরূপম্ উদ্গাতারম্) অভিদ্রুত্য (সর্ব্বতোভাবেন আক্রম্য) পাপ্মনা (স্বকীয়েন ভোগাসক্তিদোষেণ) অবিধ্যন্ (সংযোজয়ামাসুঃ), যঃ সঃ (প্রজাপতেঃ পূর্ব্বজন্মনি জাতঃ ভোগাসঙ্গঃ), সঃ [এব] পাপ্মা (পাপং)। [কোঽসৌ ? ইত্যাহ—] যৎ এব ইদং (অনুভবগোচরং যথা স্যাৎ তথা) অপ্রতিরূপং (অনুচিতং প্রতিবিদ্ধমপি) বদতি (সর্ব্বো জনঃ), সঃ [অননুরূপবচনম্ এব] সঃ (আসঙ্গফলভূতঃ) পাপ্মা (পাপফলমিত্যর্থঃ)।

মূলানুবাদ ঃ সেই দেবতাগণ বাগিন্দ্রিয়কে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্য 'উদ্‌গীথ' গান কর; বাগিন্দ্রিয় 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করিতে লাগিলেন; কিন্তু বাক্যগত যে সাধারণ ভোগ, তাহাই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় অতি রমণীয় বাক্যোচ্চারণ, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন। এইরূপ ফলাভিষঙ্গ বা পক্ষপাতরূপ ক্রটী পাইয়া অসুরগণ বুঝিতে পারিলেন যে, দেবতাগণ এই উদ্‌গাতা দ্বারা (উদ্‌গীথগানকারী বাগ্‌দেবতা দ্বারা) আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, অর্থাৎ পরাজিত করিবে। এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা বাগ্‌-দেবতাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সেই যে, প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মজাত আসক্তি বা পক্ষপাত, তাহাই ইহা; [তাহার পরিচয় দিতেছেন—] এই যে, লোকে অনুচিত অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কথা বলিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ, অর্থাৎ পাপের ফল ॥ ১১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে দেবা হ এবং বিনিশ্চিত্য বাচং বাগভিমানিনীং দেবতাম্ উচুঃ উক্তবন্তঃ;—ত্বং নঃ অস্মভ্যম্ উদ্‌গায় ঔদ্‌গাত্রং কর্ম্ম কুরুষ্ব,—বাগ্দেবতানির্ব্বর্ত্ত্যমৌদ্‌গাত্রং কর্ম্ম দৃষ্টবন্তঃ, তামেব চ দেবতাং জপমন্ত্রাভিধেয়াম্—"অসতো মা সদ্‌গময়" ইতি। ১।

অত্র চোপাসনায়াঃ কর্ম্মণশ্চ কর্ত্তৃত্বেন বাগাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে। কস্মাৎ? যস্মাৎ পরমার্থতস্তৎকর্ত্তৃকঃ তদ্বিষয় এব চ সর্ব্বো জ্ঞান-কর্ম্মসংব্যবহারঃ। বক্ষ্যতি হি "ধ্যায়তীব লেলায়তীব"ইত্যাত্মকর্ত্তৃকত্বাভাবং বিস্তরতঃ ষষ্ঠে। ইহাপি চ অধ্যায়ান্তে উপসংহরিষ্যতি—অব্যাকৃতাদি ক্রিয়াকারকফলজাতম্—"ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম" ইত্যবিদ্যাবিষয়ম্। অব্যাকৃতাৎ তু যৎ পরং পরমাত্মাখ্যং বিদ্যাবিষয়ম্ অনামরূপকর্ম্মাত্মকং "নেতি নেতি" ইতি ইতরপ্রত্যাখ্যানেন উপসংহরিষ্যতি পৃথক্। যস্তু বাগাদি-সমাহারোপাধি-পরিকল্পিতঃ সংসার্য্যাত্মা, তঞ্চ বাগাদি-সমাহার-পক্ষপাতিনমেব দর্শয়িষ্যতি—"এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি" ইতি। তস্মাদ্ যুক্তা বাগাদীনামেব জ্ঞান-কর্ম্মকর্ত্তৃত্বফল-প্রাপ্তিবিবক্ষা। ২।

তথেতি তথাস্ত্বিতি দেবৈরুক্তা বাক্ তেভ্যঃ অর্থিভ্যঃ অর্থায় উদগায়ৎ উদ্‌গানং কৃতবতী। কঃ পুনরসৌ দেবেভ্যঃ অর্থায় উদ্‌গানকর্ম্মণা বাচা নির্ব্বর্ত্তিতঃ কার্য্য-

বিশেষ ইতি? উচ্যতে, যো বাচি নিমিত্তভূতায়াং বাগাদিসমুদায়স্য য উপকারো নিষ্পদ্যতে বদনাদিব্যাপারেণ, স এব। সর্ব্বেষাং হ্যসৌ বাগ্বদনাভিনির্বৃত্তো ভোগঃ ফলম্। তং ভোগং সা ত্রিষু পবমানেষু কৃত্বা, অবশিষ্টেষু নবসু স্তোত্রেষু বাচনিকমার্ত্বিজ্যং ফলম্—যৎ কল্যাণং শোভনং বদতি বর্ণানভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, তদ্ আত্মনে মহ্যমেব। তদ্ধি অসাধারণং বাগ্দেবতায়াঃ কর্ম্ম, যৎ সম্যগ্ বর্ণানামুচ্চারণম্; অতস্তদেব বিশেষ্যতে—'যৎ কল্যাণং বদতি' ইতি। যৎ তু বদনকার্য্যং, সর্ব্বসঙ্ঘাতোপকারাত্মকং, তদ্ যাজমানমেব। ৩।

তত্র কল্যাণবদনাত্মসম্বন্ধাসঙ্গাবসরং দেবতায়া রন্ধ্রং প্রতিলভ্য তে বিদুরসুরাঃ। কথম্? অনেন উদ্গাত্রা, নঃ অস্মান্, স্বাভাবিকং জ্ঞানং কর্ম্ম চাভিভূয় অতীত্য, শাস্ত্রজনিত-কর্ম্ম-জ্ঞানরূপেণ জ্যোতিষা উদ্গাত্রাত্মনা অত্যেষ্যন্তি অতিগমিষ্যন্তি,—ইত্যেবং বিজ্ঞায়, তম্ উদ্গাতারম্ অভিদ্রুত্য অভিগম্য, স্বেন আসঙ্গলক্ষণেন পাপ্মনা অবিধ্যন্ তাড়িতবন্তঃ সংযোজিতবন্ত ইত্যর্থঃ।

স যঃ স পাপ্মা—প্রজাপতেঃ পূর্ব্বজন্মাবস্থস্য বাচি ক্ষিপ্তঃ, স এব প্রত্যক্ষীক্রিয়তে। কোঽসৌ? যদেবেদম্ অপ্রতিরূপম্ অননুরূপং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং বদতি, যেন প্রযুক্তঃ অসভ্য-বীভৎসানৃতাদি অনিচ্ছন্নপি বদতি; অনেন কার্য্যেণ অপ্রতিরূপবদনেন অনুগম্যমানঃ প্রজাপতেঃ কার্য্যভূতাসু প্রজাসু বাচি বর্ত্ততে; স এব অপ্রতিরূপবদনেনানুমিতঃ স প্রজাপতের্ব্বাচি গতঃ পাপ্মা; কারণানুবিধায়ি হি কার্য্যমিতি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

টীকা। জ্ঞানমিহ পরীক্ষ্যমাণমিত্যেতৎ প্রসঙ্গাগতং বিচারং পরিসমাপ্য 'তে হ বাচম্' ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তে দেবা ইতি। অচেতনায়া বাচো নিযোজ্যত্বং বারয়তি—বাগভিমানিনীমিতি। নিযোক্তৄণাং দেবানামভিপ্রায়মাহ—বাগ্দেবতেতি। নন্বু উদ্গাত্রং কর্ম্ম জপমন্ত্রপ্রকাশ্যা দেবতা নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যতি, ন তু বাগ্দেবতেতি, তত্রাহ—তামেবেতি। "অসতো মা সদ্গময়" ইতি জপমন্ত্রাভিধেয়াং দৃষ্টবন্ত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

বাগাদ্যাশ্রয়ং কর্তৃত্বাদি দর্শয়তঃ অর্থবাদস্য প্রাসঙ্গিকং তাৎপর্য্যমাহ—অত্র চেতি। আত্মাশ্রয়ে কর্তৃত্বাদৌ অবভাসমানে তস্য বাগাদ্যাশ্রয়ত্বময়ুক্তমিত্যাহ—কস্মাদিতি। পরস্য জীবস্য বা কর্তৃত্বাদি বিবক্ষিতমিতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—যস্মাদিতি। বিচারদশায়াং বাগাদিসঙ্ঘাতস্য ক্রিয়াদিশক্তিমত্বাৎ কর্তৃত্বাদিঃ তদাশ্রয়ো যস্মাৎ প্রতীতঃ, তস্মাৎ পরস্যাত্মনঃ স্বতন্ত্রচ্ছক্তিশূন্যস্য ন তদাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অবিদ্যাশ্রয়ঃ সর্ব্বো ব্যবহারো ন তদ্ধীনে পরস্মিন্নবতরতীত্যাহ—তদ্বিষয় ইতি। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইতি ন্যায়েন কর্তৃত্বমাত্মনঃ অঙ্গীকর্তব্যম্, ইত্যাশঙ্ক্য "যথা চ তক্ষোভয়থা" ইতি ন্যায়াদৌপাধিকং তস্মিন্ কর্তৃত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ—বক্ষ্যতি হীতি। যদুক্তমবিদ্যাবিষয়ঃ সর্ব্বো ব্যবহার ইতি, তত্র বাক্যশেষমনুকূলয়তি—ইহাপীতি। ইতশ্চ

পরস্মিন্নাত্মনি কর্তৃত্বাদিব্যবহারো নাস্তীত্যাহ—অব্যাকৃতাত্মিতি। অনামরূপকর্ম্মাত্মকমিত্যস্মাৎ উপরিষ্টাৎ তৎপদমধ্যাহর্ত্তব্যং, জীবস্ত স্যাদিতি দ্বিতীয়মাশঙ্ক্যাহ—যত্ত্বিতি। জীবশব্দবাচ্যস্ত বিশিষ্টস্য কল্পিতত্বাৎ ন তাত্ত্বিকং কর্তৃত্বাদিকং, কিং তু তদ্দ্বারা স্বরূপে সমারোপিতমিতি ভাবঃ। আত্মনি তাত্ত্বিককর্তৃত্বাদ্যভাবে ফলিতমর্থবাদতাৎপর্য্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

তাৎপর্য্যমর্থবাদস্যোক্ত্বা নিযুক্তয়া বাগ্‌দেবতয়া যৎ কৃতং, তদুপন্যস্যতি—তথেত্যাদিনা। উদ্গাতৃত্বং জপমন্ত্রপ্রকাশ্যত্বং চ আত্মনোঽঙ্গীকৃত্য বাগুদ্গানে প্রবৃত্তা চেৎ, তয়া কশ্চিদুপকারো দেবানামুদ্গানেন নির্ব্বর্ত্তনীয়ঃ, স চ নাস্তীতি শঙ্কতে—কঃ পুনরিতি। বদনাদিব্যাপারে সতি যঃ সুখবিশেষঃ সজ্জাতস্য নিষ্পদ্যতে, স এব কার্য্যবিশেষঃ, ইত্যাহ—উচ্যত ইতি। যো বাচীতি প্রতীকমাদায় ব্যাখ্যায়তে কথং পুনর্ব্বাচো বচনং, চক্ষুষো দর্শনমিত্যাদিনা নিষ্পন্নং ফলং সর্ব্বসাধারণমিত্যাশঙ্ক্যানুভবমনুসৃত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি। কিঞ্চ, দেবার্থমুদ্গায়ন্ত্যা বাচঃ স্বার্থমপি কিঞ্চিদুদ্গানমস্তি; তথা চ জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশ স্তোত্রাণি, তত্র ত্রিষু পবমানাখ্যেষু স্তোত্রেষু যাজমানং ফলমুদ্গানেন কৃত্বা, শিষ্টেষু নবসু স্তোত্রেষু যৎ কল্যাণবদনসামর্থ্যং, তদাত্মনে স্বার্থমেব আগায়দিত্যাহ—তং ভোগমিতি। ঋত্বিক্‌ত্বাৎ ক্রীতত্বাৎ ন ফলসম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচনিকমিতি। 'অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েৎ' ইতি শ্রুতমিত্যর্থঃ। কল্যাণবদনসামর্থ্যস্য স্বার্থত্বং সমর্থয়তে—তদ্ধীতি। কল্যাণবদনং বাচোঽসাধারণং চেৎ, কস্তর্হি যো বাচীত্যাদের্বিষয়ঃ, তত্রাহ—যত্ত্বিতি।

বাগ্‌দেবতায়াম্ অসুরাণামবকাশং দর্শয়তি—তত্রেতি। স্বার্থে পরার্থে চোদ্গানে সতীতি যাবৎ। কল্যাণবদনস্যাত্মনা বাচৈব সম্বন্ধে যঃ অয়ম্ আসঙ্গোঽভিনিবেশঃ, স এবাবসরো দেবতায়াঃ, তমবসরং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। অবসরমেব ব্যাকরোতি—রন্ধ্রমিতি। অস্মানতীত্যেতি—সম্বন্ধঃ। কোঽসৌ অসুরাভায়ম্ভং ব্যাচষ্টে—স্বাভাবিকমিতি। তত্রোপায়মুপন্যস্যতি—শাস্ত্রেতি। অসুরানভিভূয় কেনাত্মনা দেবাঃ স্যুরন্তীতি বিবক্ষায়ামাহ—জ্যোতিষেতি। প্রজাপতের্ব্বাচি পাপ্মা ক্ষিপ্তঃ অসুরৈরিতি কুতোঽবগম্যতে, তত্রাহ—স যঃ স পাপ্মেতি। প্রতিষিদ্ধবদনমেব পাপ্মেত্যযুক্তমদৃষ্টস্য ক্রিয়াতিরিক্তত্বাঙ্গীকারাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যেনেতি। অসভ্যং সভানর্হং স্ত্রীবর্ণনাদি, বীভৎসং ভয়ানকং প্রেতাদিবর্ণনম্, অনৃতম্ অযথাদৃষ্টবচনম্। আদি-শব্দাৎ পিশুনত্বং গৃহ্যতে। কিমত্র প্রজাপতের্ব্বাচি পাপ্মসত্ত্বে মানমুক্তং ভবতীত্যাশঙ্ক্য স এব স পাপ্মেতি ব্যাকরোতি—অনেনেতি। প্রাজাপত্যাসু প্রজাসু প্রতিপন্নেন অসভ্যবদনাদিনা লিঙ্গেন তদ্বাচি পাপ্মানুমিতঃ, স এব প্রজাপতিবাচি পাপ্মানং গময়তি; বিমতং কারণপূর্ব্বকং কার্য্যত্বাদ্ঘটবৎ। ন চ প্রজাগতং দুরিতং প্রাজাপত্যং তদ্বিনা হেত্বন্তরাদেব স্যাৎ, কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যস্য। ন চ তৎকারণেঽপি পরস্মিন্ প্রসঙ্গঃ "অপাপবিদ্ধম্" ইতি শ্রুতেঃ। ন চ 'ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি' ইতি শ্রুতের্ন সূত্রেঽপি পাপবেধঃ, তস্য ফলাবস্থস্য অপাপত্বেঽপি যজমানাবস্থস্য তদ্ভাবাদিত্যর্থঃ। আদ্যসকারাভ্যাং কারণস্থং পাপ্মানমনূদ্য তস্যৈব কার্য্যস্থত্বমুচ্যতে। উত্তরাভ্যাং তু কার্য্যস্থং পাপ্মানমনূদ্য তস্যৈব কারণস্থত্বমিতি বিভাগঃ॥ ১১॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবতাগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—বাক্‌কে অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের জন্য

উদ্‌গাতার কর্ম্ম—উদ্‌গীথগান কর; অর্থাৎ বাগ্দেবতার সম্পাদনীয় ঔদ্‌গাত্র কর্ম্ম এবং "অসতো মা সদ্ গময়" (আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও) এই জপ্যমন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাকেও দর্শন করিয়াছিলেন। ১।

এখানে বুঝিতে হইবে, বাগাদি দেবতাগণকেই উপাসনা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তারূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত। কি জন্য? যেহেতু, যে কোন-প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সেই সমস্তের কর্ত্তা ও বিষয় (আশ্রয়), অর্থাৎ বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতেই ঐ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই পরে ষষ্ঠাধ্যায়ে 'আত্মা যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার অকর্ত্তৃত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন। আর এখানেও অধ্যায়ের শেষভাগে উপসংহার-স্থলে "ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম" ইত্যাদি বাক্যে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যার বিষয় বা অজ্ঞান-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। আর যিনি অব্যাকৃত, প্রকৃতির অতীত এবং নাম, রূপ ও কর্ম্মের সহিত অসম্বদ্ধ, তিনিই বিদ্যার—জ্ঞানের বিষয়, এবং 'নেতি নেতি' বলিয়া অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণরূপে তাহারই পৃথক্ উপসংহার করি-বেন। আর যিনি বাক্‌প্রভৃতি উপাধিসমষ্টিবিশিষ্ট সংসারী আত্মা—জীব, তাহাকেও আবার "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনুবিনশ্যতি" ইত্যাদি বাক্যে বাক্‌প্রভৃতি দেহসংঘাতের অনুগামী বলিয়া প্রদর্শন করিবেন। অতএব বাক্‌প্রভৃতির সম্বন্ধেই জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করা সম্ভবপর ও সঙ্গত হয়। ২।

'তথা' ইতি। তথা অর্থ—তথাস্তু (সেইরূপই হউক); বাগ্দেবতা অপরাপর দেবতাকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রাণী সেই দেবতাগণের নিমিত্ত উদ্‌গান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ উদ্‌গীথ গান করিয়াছিলেন)। বাগ্দেবতা উদ্‌গানকর্ম্ম দ্বারা দেবতাগণের জন্য কিপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন? বলা হইতেছে;—বাক্যে—বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অর্থাৎ শব্দোচ্চারণাদি ক্রিয়া দ্বারা বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদয়ের যে, উপকার সম্পাদিত হয়, তাহাই তাহার সেই কার্য্য। বাক্যোচ্চারণজনিত যে, এইরূপ ফল, তাহা সকলেরই সাধারণ ভোগ্য। সেই বাগ্দেবতা তিনটীমাত্র 'পবমান' স্তোত্রে উক্তপ্রকার ভোগ বা উপকার সম্পাদন করিয়া, অবশিষ্ট নয়টী স্তোত্র—যাহার পাঠগত ফল ঋত্বিক্‌গত হয় (পাঠকই লাভ করেন), সেই নয়টী স্তোত্রে বাগ্দেবতা যে,

কল্যাণ অর্থাৎ সুন্দর বর্ণোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেই সুন্দর বর্ণোচ্চারণ আপনারই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন [করিয়াছিলেন] (৯)। যথাযথরূপে যে, বর্ণোচ্চারণ করা, তাহাই বাগ্ দেবতার অনন্যসাধারণ কার্য্য; এই জন্যই 'যৎ কল্যাণং বদতি' কথায় তাহা বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু দেহসঙ্ঘাতের উপকারসাধক যে, বাক্যোচ্চারণমাত্র কার্য্য, তাহার ফলভাগী হয় যজমান; [আর যথাযথরূপে বাক্যোচ্চারণের ফলভাগী হয় নিজে—বাক্।]। ৩।

সেই অসুরগণ বাগ্দেবতার এইরূপ কল্যাণময় বাক্যোচ্চারণাত্মক স্বার্থপরতারূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়াছিলেন। কি বুঝিয়াছিলেন?—না, দেবগণ এই উদ্গাতা দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক বা উচ্ছৃঙ্খল জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গ পরাজিত করিয়া, শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ উদ্গাত্রাত্মক জ্যোতিঃপ্রভাবে (দিব্য জ্ঞানের সাহায্যে) আমাদিগকে অতিক্রম করিবে; ইহা অবগত হইয়া সেই উদ্গাতাকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে স্বীয় ভোগাসক্তিরূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঐ পাপে সংযোজিত করিয়াছিলেন। ৪।

সেই যে, সেই পাপ, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়ে যে পাপ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শিত হইতেছে। সেই পাপটা কি? না, তাহা এই যে, লোকে অপ্রতিরূপ—অনুচিত, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে; যাহার জন্য লোকে অনিচ্ছাপূর্ব্বকও অসভ্য, ঘৃণিত ও মিথ্যা কথা প্রভৃতিও বলিয়া থাকে। সেই অনুচিত বাক্য-ব্যবহারজনিত পাপ অদ্যাপি প্রজাপতির সৃষ্ট প্রাণিগণের বাগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐরূপ নিষিদ্ধ ভাষণ হইতেই অনুমিত হয় যে, প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়েও এই পাপ সন্নিবিষ্ট ছিল; কেন না, কার্য্যমাত্রই কারণানুরূপ হইয়া থাকে॥ ১১ ॥ ২ ॥

---

(৯) তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোম যাগে দ্বাদশটী স্তোত্রগানের ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে 'পবমান' নামক স্তোত্রত্রয়ের গানে যে ফল হয়, যজমান সে ফলে অধিকারী হয়; আর অবশিষ্ট যে, নয়টী স্তোত্র গান করিতে হয়, ঋত্বিক্ তাহার ফলভাগী হয়। স্তোত্রপাঠ বাগিন্দ্রিয়েরই নিজস্ব কার্য্য; অথচ বাগ্দেবতা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতিনিধিরূপে স্তোত্র পাঠকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া যজমানদিগের ফলজনক স্তোত্রগুলি সাধারণভাবে পাঠ করিলেন, আর স্বয়ং ঋত্বিক্রূপে যে সমস্ত স্তোত্রের ফল পাইবেন, সেই সমস্ত স্তোত্র অতি উত্তমরূপে যথাযথ স্বরব্যঞ্জনাদি বিভাগ অনুসারে গান করিলেন। এই স্বার্থপরতারূপ অপরাধে অসুরগণ তাহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইলেন; এবং স্বীয় পাপ দ্বারা বাগিন্দ্রিয়কে কলুষিত করিলেন। বর্ত্তমান প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান কল্পেও তাঁহার প্রজামণ্ডলীর বাক্যে সেই দোষ—স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি, তথেতি—তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়ৎ। যঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (বাচঃ অভিভবানন্তরম্) হ (ঐতিহ্যে) প্রাণম্ (ঘ্রাণং) উচুঃ—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় (উদ্গানং কুরু) ইতি। [এবমুক্তঃ] প্রাণঃ তথা (তথাস্তু) ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদ্গীথগানং কৃতবান্)। প্রাণে যঃ ভোগঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সাধারণঃ উপকারঃ), তং (ভোগং) দেবেভ্যঃ আগাৎ (গীতবান্), যৎ [পুনঃ] কল্যাণং (শোভনং) জিঘ্রতি, তৎ আত্মনে (আত্মার্থং স্বার্থমেব) [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) বিদুঃ (বিদিতবন্তঃ),—অনেন (ঘ্রাণরূপেণ) উদ্গাত্রা (উদ্গানকারিণা) বৈ (অবধারণে) নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি দেবাঃ), ইতি [এবং নিশ্চিত্য] তম্ (প্রাণম্) অভিদ্রুত্য (আক্রম্য) পাপ্মনা (আসক্তিলক্ষণেন পাপেন) অবিধ্যন্ (সংযোজিতবন্তঃ)। যঃ সঃ, সঃ পাপ্মা ; [কোঽসৌ ?] যৎ এব ইদং অপ্রতিরূপং (নিন্দিতং) জিঘ্রতি [ঘ্রাণঃ], সঃ এব পাপ্মা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বলিলেন,—তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর (উদ্‌গীথ কর্ম্ম কর)। 'তথাস্তু' বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহাদের জন্য উদ্‌গীথগান করিলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ব্যাপার, তাহাই অপর সকলের জন্য গান করিলেন ; কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে, উত্তম আঘ্রাণ করে, তাহা নিজের জন্য গান করিলেন। [এই ত্রুটিতে] অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই উদ্‌গাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাভূত করিবে। ইহা জানিয়া তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে, ইহাই হইল সেই পাপ্মা (পাপফল) ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি, তথেতি—তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ। যশ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং পশ্যতি

তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাহবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি, স এব স পাপ্মা ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (ঘ্রাণানন্তরম্) হ (ঐতিহ্যে) চক্ষুঃ উচুঃ—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় ইতি। 'তথা' ইতি [কৃত্বা] চক্ষুঃ তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদ্গায়ৎ। চক্ষুষি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ উপকারঃ), তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং পশ্যতি, তং আত্মনে [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) বিদুঃ—অনেন (চক্ষুরূপেণ) উদ্গাত্রা নঃ (অস্মান্) বৈ অত্যেষ্যন্তি, ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) তম্ (চক্ষুরূপম্ উদ্গাতারম্) অভিদ্রুত্য পাপ্‌মনা অবিধ্যন্ (সংযোজিতবন্তঃ)। সঃ যঃ, সঃ পাপ্‌মা ; [কোঽসৌ ?] যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপং (নিষিদ্ধং) পশ্যতি ; সঃ এব সঃ (অসুরাক্ষিপ্তঃ) পাপ্‌মা। ১৩ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—তাহার পর দেবগণ চক্ষুকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর ; চক্ষুঃ 'তথাস্তু' বলিয়া দেবগণের উদ্দেশে গান করিলেন ; কিন্তু চক্ষুর যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই দেবগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় দর্শন, তাহা আপনার জন্য গান করিলেন। অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই উদ্‌গাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাজিত করিবে ; এইজন্য তাহারা যাইয়া তাঁহাকে (চক্ষুদেবতাকে) পাপবিদ্ধ করিল। চক্ষু যে, নিকৃষ্ট রূপ দর্শন করে, তাহাই সেই পাপ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি, তথেতি—তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদগায়ৎ। যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাহতেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাহবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি, স এব স পাপ্মা ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং) হ (ঐতিহ্যে) শ্রোত্রম্ উচুঃ—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্‌গায় ইতি ; শ্রোত্রং 'তথা' ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ ; কিন্তু যঃ শ্রোত্রে ভোগঃ, তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ

কল্যাণং শৃণোতি, তৎ (কল্যাণশ্রবণং) আত্মনে [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) *বিদুঃ—[দেবাঃ] অনেন (শ্রোত্ররূপেণ) উদ্গাত্রা বৈ নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি* ইতি, তম্ (উদ্গাতারম্) অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ পাপ্মা ; [কঃ ?] ইদং (শ্রোত্রং) যৎ এব অপ্রতিরূপং শৃণোতি, সঃ (অপ্রতিরূপশ্রবণম্) এব স পাপ্মা ॥ ১৪ । ৫ ।

মূলানুবাদ ।—অতঃপর দেবগণ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথগান কর। শ্রবণেন্দ্রিয় 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের জন্য গান করিলেন ; কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই দেবগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় শ্রবণ, তাহা নিজের জন্য গান করিলেন। অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই শ্রোত্ররূপ উদ্গাতার সাহায্যে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। ইহা বুঝিয়া তাহারা সত্বর যাইয়া সেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে পাপে বিদ্ধ করিল। শ্রবণেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহাই সেই পাপ বা পাপের ফল ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি—তেভ্যো মন উদগায়ৎ। যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্, যৎ কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি, স এব স পাপ্মা। এবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিরুপাসৃজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাঽবিধ্যন্ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (অনন্তরং) হ (ঐতিহ্যে) মনঃ (অন্তঃকরণম্) ঊচুঃ ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় ইতি। মনঃ তথা ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ ; মনসি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ ব্যাপারঃ), তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি (চিন্তয়তি), তৎ (কল্যাণচিন্তনং) আত্মনে [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) বিদুঃ (বিজ্ঞাতবন্তঃ) যৎ [দেবাঃ] অনেন উদ্গাত্রা বৈ নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি ইতি, [এবং নিশ্চিত্য] অভিদ্রুত্য তং (মনোরূপম্ উদ্গাতারম্) পাপ্মনা অবিধ্যন্ ; সঃ যঃ, সঃ পাপ্মা। [কঃ ?] ইদং (মনঃ) যদ্ এব অপ্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি, সঃ এব সঃ পাপ্মা। এবং

(বাগাদিবৎ) উ (এব) এতাঃ (অনুক্তা অপি ত্বগাদ্যাঃ) দেবতাঃ খলু পাপ মভিঃ উপাসৃজন্ (পাপ্ম-সম্বন্ধং প্রাপ্তবন্তঃ), এবং (বাগাদিবদেব) এনাঃ (ত্বগাদ্যাঃ দেবতাঃ) পাপ্মনা অবিধ্যন্ [অসুরা ইতি শেষঃ] ॥ ১৫ ॥ ৬ ।

মূলানুবাদ ঃ—তাহার পর দেবগণ মনকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। মন 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের জন্য গান করিলেন; কিন্তু মনের যাহা সাধারণ কার্য্য—চিন্তামাত্র, তাহাই দেবগণের নিমিত্ত, আর যাহা কল্যাণময় শুভ সঙ্কল্প, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন। এই অপরাধে অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই মনোরূপ উদ্গাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাভূত করিবে; তাই তাহারা দ্রুত উপস্থিত হইয়া মনকে পাপে বিদ্ধ করিল। মন যে, অশুভ সঙ্কল্প (চিন্তা) করিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ; মন সেই পাপে সংযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত বাক্ প্রভৃতির ন্যায় ত্বক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দেবতারাও এইরূপে পাপাসক্ত হইয়াছিলেন, এবং অসুরগণ তাঁহাদিগকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথৈব ঘ্রাণাদিদেবতা উদ্গীথনির্ব্বর্ত্তকত্বাৎ জপমন্ত্রপ্রকাশ্যা উপাস্যাশ্চেতি ক্রমেণ পরীক্ষিতবন্তঃ। দেবানাঞ্চৈতৎ নিশ্চিতমাসীৎ—বাগাদিদেবতাঃ ক্রমেণ পরীক্ষ্যমাণাঃ কল্যাণবিষয়বিশেষাত্ম-সম্বন্ধাসঙ্গহেতোঃ আসুরপাপ্মসংসর্গাদ্ উদ্গীথনির্ব্বর্ত্তনাসমর্থাঃ; অতঃ অনভিধেয়াঃ, "অসতো মা সদ্গময়" ইত্যনুপাস্যাশ্চ; অশুদ্ধত্বাৎ ইতরাব্যাপকত্বাচ্চেতি।

এবম্ খলু, অনুক্তা অপি এতাঃ ত্বগাদিদেবতাঃ, কল্যাণাকল্যাণকার্য্যদর্শনাৎ, এবং বাগাদিবদেব, এনাঃ পাপ্মনা অবিধ্যন্ পাপ্মনা বিদ্ধবন্ত ইতি যদুক্তম্, তৎ পাপ্মভিরুপাসৃজন্ পাপ্মভিঃ সংসর্গ কৃতবন্ত ইত্যেতৎ॥ ১২-১৫ ॥ ৩-৬ ॥

টীকা। বাগ্দেবতায়া জপমন্ত্রপ্রকাশ্যত্বমুপাস্যত্বং চ নেতি নির্দ্ধার্য্য, অবশিষ্টপর্য্যায়চতুষ্টয়স্য তাৎপর্য্যমাহ—তথৈবেতি। পরীক্ষাফলনির্ণয়মাহ—দেবানাং চেতি। অনুপাস্যত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইতরেতি। ইতরঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ তস্মিন্নব্যাপকত্বং পরিচ্ছিন্নত্বম্, অতশ্চানুপাস্যত্বং, জপমন্ত্রাপ্রকাশ্যত্বং চেত্যর্থঃ। উক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ অনুক্তেন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষণীয়ানীতি বিবক্ষিত্বোপসংহরতি—এবমিতি। বাগাদিবৎ ত্বগাদিষু কল্পকাভাবাৎ ন পাপ্মবেধোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—কল্যাণেতি। পাপ্মভিরুপাসৃজন্ পাপ্মনা অবিধ্যন্নিত্যনয়োরস্তি পৌনরুক্ত্যম্, ইত্যাশঙ্ক্য ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবাৎ নৈবমিত্যাহ—ইতি যদুক্তমিতি ॥ ১২—১৫ ॥ ৩—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্প্রভৃতির ন্যায় ঘ্রাণাদি দেবতাও উদ্গীথের সম্পাদক; সুতরাং তাঁহারাও উপাস্য এবং ["অসতো মা সদ্গময়" এই] জপ্যমন্ত্রেও প্রকাশনযোগ্য; এই জন্য দেবতাগণ ক্রমে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, দেবতাগণের এইরূপই নিশ্চয় বা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যেহেতু ক্রমিক পরীক্ষার ফলে যখন দেখা গেল যে, বাক্ প্রভৃতি দেবতাগণ বিশেষ বিশেষ কল্যাণকর বিষয়ে স্বার্থপরতারূপ আসক্তি-দোষে আসুর পাপে সংসৃষ্ট, সেই হেতুই তাহারা উদ্গীথ-ক্রিয়া সম্পাদনে অক্ষম; কাজেই "অসতো মা সদ্ গময়" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে, এবং উপাস্যও নহে; বিশেষতঃ, তাহারা পাপসংসর্গবশতঃ অশুদ্ধও বটে এবং অপরাপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও নহে।

অনুক্ত ত্বক্প্রভৃতি দেবতাও পূর্ব্বোক্ত বাক্প্রভৃতি দেবতারই অনুরূপ; কারণ, তাহাদের মধ্যেও শুভাশুভ কার্য্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে পাপের কথা বলা হইয়াছে, এই দেবতাগণও সেই পাপে সংসৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং [অসুরগণ কর্তৃক] পাপবিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১২—১৫ ॥ ৩—৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বাগাদিদেবতা উপাসীনা অপি মৃত্য্যতিগমনায়াশরণাঃ সন্তো দেবাঃ ক্রমেণ—

টীকা।—সম্প্রতি মুখ্যপ্রাণস্য মন্ত্রপ্রকাশ্যত্বমুপাস্যত্বং চ বক্তুমুত্তরবাক্যমুপাদায় ব্যাকরোতি—বাগাদীতি। ক্রমেণ উপাসীনা ইতি সম্বন্ধঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—দেবগণ ক্রমে বাক্ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিয়াও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া, [মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন]—

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি—তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তদভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিব্যৎসন্ স যথাঽশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষ্বঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরাঃ, ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (ততঃ পরং) [দেবাঃ] হ ইমং আসন্যং (আস্যস্থং—মুখবর্ত্তিনং) প্রাণং মুখ্যং প্রাণং) ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ)—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্)

উদ্‌গায় ইতি। এষঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ, তথা ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ ; তে (অসুরাঃ) বিদুঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ; [যৎ] অনেন (মুখ্যপ্রাণেন) উদ্‌গাত্রা বৈ নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি ইতি। [এবং জ্ঞাত্বা, তে অসুরাঃ] অভিদ্রুত্য, তৎ (তং মুখ্যং প্রাণম্) পাপ্মনা অবিব্যৎসন্ (বেদ্ধুম্ ইষ্টবন্তঃ)। সঃ (অস্মিন্ বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ)—যথা)—(যদ্বৎ) লোষ্টঃ (মৃৎপিণ্ডঃ) অশ্মানং (পাষাণং) ঋত্বা (গত্বা প্রাপ্য) বিধ্বংসেত (বিধ্বস্তঃ ভবেৎ), এবং হ এব [অসুরাঃ] বিধ্বংসমানাঃ বিষ্বঞ্চঃ (ইতস্ততঃ বিপ্রস্তাঃ সন্তঃ) বিনেশুঃ (বিনষ্টা বভূবুঃ)। ততঃ (অনন্তরং] দেবাঃ অভবন্ (স্বপদপ্রতিষ্ঠা বভূবুঃ) ; অসুরাঃ [চ] পরা (পরাজিতাঃ অভবন্)। যঃ (জনঃ) এবং [যথোক্তদেবাসুরসংবাদং) বেদ, [সঃ] আত্মনা (স্বয়ং) ভবতি (প্রজাপতিস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ)। অস্য দ্বিষন্ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যঃ (শত্রুঃ) পরাভবতি (উপাসকঃ নিঃশত্রুঃ ভবতীতি ভাবঃ)॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর দেবতাগণ মুখবর্ত্তী মুখ্য প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান কর। মুখ্যপ্রাণ 'তথাস্তু' বলিয়া দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উদ্‌গান করিলেন। এবারও অসুরগণ জানিতে পারিল যে, দেবতারা এই প্রাণরূপ উদ্‌গাতার সাহায্যে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে যাইয়া তাঁহাকে স্বীয় পাপে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিল ; কিন্তু লোষ্ট (ঢিল) যেমন পাষাণখণ্ডে পতিত হইয়া আপনিই চূর্ণ হইয়া যায়, ঠিক তেমনি সেই অসুরগণও মুখ্য প্রাণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেরাই বিধ্বস্ত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। তাহা হইতেই দেবতারা দেবভাব প্রাপ্ত হইলেন, আর অসুরগণ পরাভূত হইলেন। অপর কোন লোকও যদি এই তত্ত্ব অবগত হন, তাহা হইলে, তিনিও নিজে প্রজাপতিস্বরূপ হন, এবং তাঁহারও শত্রু বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরম্, হ ইমম্—ইত্যভিনয়প্রদর্শনম্ ; আসন্যম্ আস্যে ভবমাসন্যং মুখান্তর্ব্বিলস্থং প্রাণম্ উচুঃ—ত্বং ন উদ্‌গায়েতি। তথেতি এবং শরণমুপগতেভ্যঃ স এষ প্রাণো মুখ্য উদগায়ৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। পাপ্মনা-অবিব্যৎসন্ বেধনং কর্ত্তুমিষ্টবন্তঃ, তে চ দোষাসংসর্গিণং সন্তং মুখ্যং প্রাণং স্বেন আসঙ্গদোষেণ বাগাদিষু লব্ধপ্রসরাঃ তদভ্যাসানুবৃত্ত্যা, সংশ্লিষ্যমাণাঃ বিনেশুঃ বিনষ্টা

বিধ্বস্তাঃ। কথমিব? ইতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—স যথা, স দৃষ্টান্তো যথা—লোকে অশ্মানং পাষাণম্ ঋত্বা প্রাপ্য লোষ্টঃ পাংশুপিণ্ডঃ পাষাণচূর্ণনায় অশ্মনি নিক্ষিপ্তঃ স্বয়ং বিধ্বংসেত বিস্রংসেত বিচূর্ণীভবেৎ; এবং হৈব—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব বিধ্বংসমানা বিশেষেণ ধ্বংসমানাঃ, বিষঞ্চঃ নানাগতয়ঃ, বিনেশুঃ বিনষ্টাঃ যতঃ, ততঃ তস্মাদসুরবিনাশাৎ দেবত্বপ্রতিবন্ধভূতেভ্যঃ স্বাভাবিকাসঙ্গ-জনিতপাপ্মভ্যো বিয়োগাৎ, অসংসর্গধর্ম্মি-মুখ্যপ্রাণাশ্রয়বলাৎ, দেবা বাগাদয়ঃ প্রকৃতাঃ অভবন্; কিমভবন্? স্বং দেবতারূপমগ্ন্যাদ্যাত্মকং বক্ষ্যমাণম্। পূর্ব্বমপি অগ্ন্যাদ্যাত্মান এব সন্তঃ স্বাভাবিকেন পাপ্মনা তিরস্কৃতবিজ্ঞানাঃ পিণ্ডমাত্রাভিমানা আসন্। তে তৎপাপ্মবিয়োগাদ্ উজ্ঝিত্বা পিণ্ডমাত্রাভিমানং, শাস্ত্রসমর্পিত-বাগাদ্যগ্ন্যাদ্যাত্মাভিমানা বভূবুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তে প্রতিপক্ষভূতা অসুরাঃ পরা—অভবন্নিত্যনুবর্ত্ততে; পরাভূতা বিনষ্টা ইত্যর্থঃ।

যথা পুরাকল্পেন বর্ণিতঃ পূর্ব্বযজমানোঽতিক্রান্তকালিকঃ এতামেব আখ্যায়িকারূপাং শ্রুতিং দৃষ্ট্বা, তেনৈব ক্রমেণ বাগাদিদেবতাঃ পরীক্ষ্য, তাশ্চাপোহ্য আসঙ্গ-পাপ্মাস্পদ-দোষবত্ত্বেন, অদোষাস্পদং মুখ্যং প্রাণম্ আত্মত্বেনোপগম্য, বাগাদ্যাধ্যাত্মিক-পিণ্ডমাত্র-পরিচ্ছিন্নাত্মাভিমানং হিত্বা, বৈরাজ-পিণ্ডাভিমানং বাগাদ্যগ্ন্যাদ্যাত্মবিষয়ং বর্ত্তমানপ্রজাপতিত্বং শাস্ত্রপ্রকাশিতং প্রতিপন্নঃ; তথৈবায়ং তেনৈব বিধিনা ভবতি প্রজাপতিস্বরূপেণ আত্মনা; পরা চাস্য প্রজাপতিত্ব-প্রতিপক্ষভূতঃ পাপ্মা দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি;—যতোঽদ্বেষ্টাপি ভবতি কশ্চিৎ ভ্রাতৃব্যো ভরতাদিতুল্যঃ; যস্ত্ব ইন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গজনিতঃ পাপ্মা ভ্রাতৃব্যো দ্বেষ্টা চ, পারমার্থিকাত্মস্বরূপ-তিরস্করণহেতুত্বাৎ; স চ পরাভবতি বিশীর্যতে লোষ্টবৎ,প্রাণপরিষঙ্গাৎ।

কস্যৈতৎ ফলম্, ইত্যাহ—য এবং বেদ, যথোক্তং প্রাণমাত্মত্বেন প্রতিপদ্যতে, পূর্ব্বযজমানবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

টীকা। বাগাদিষু নৈরাত্ম্যানস্তর্য্যম্ অথশব্দার্থঃ। বিবক্ষিতার্থ-জ্ঞাপকোঽসাধারণো দেহ-তদবয়ব-ব্যাপারোঽভিনয়ঃ। দোষাসংসর্গিণং দোষেণ সংস্পৃষ্টং কর্ত্তুমিচ্ছা কুতো জাতা? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বেনেতি। তদভ্যাসানুবৃত্ত্যা তস্য পাপ্মসংসর্গকরণস্য অভ্যাসবশাদিতি যাবৎ। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—কথমিত্যাদিনা। অসুরনাশেন আসঙ্গজনিতপাপ্মবিয়োগে তুমাহ—অসংসর্গেতি। বক্ষ্যমাণং "সোঽগ্নিরভবৎ" ইত্যাদিনেতি শেষঃ। বাগাদীনাং স্থিতানাং ানাং চ কুতোঽগ্ন্যাদিরূপত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব্বমপীতি। ন তর্হি তেষাং পরিচ্ছেদাভিমানঃ দিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকেনেতি। পরিচ্ছেদাভিমানাৎ অগ্ন্যাদ্যাত্মাভিমানস্য বলবত্ত্বং তি—শাস্ত্রেতি। ন কেবলমত্রোক্তানামেব আসুরাণাম্ অসংসর্গধর্ম্মি-প্রাণাশ্রয়াদ্ বিনাশঃ, তৎ-তুল্যজাতীয়ানামপি, ইত্যভিপ্রেত্যাহ—কিঞ্চেতি।

বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদিভাবাপত্তিবচনেন তৎসংহতস্য যজমানস্য দেবতাপ্রাপ্তিঃ আসুরপাপ্ম-ধ্বংসশ্চ ফলমিত্যুক্তং, তত্র পূর্ব্বকল্পিয়-যজমানস্য অতিশয়শালিত্বাৎ যথোক্তফলবত্ত্বেঽপি, ন ইদানীন্তনস্যৈবমিত্যাশঙ্ক্য ভবতীত্যাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যথেতি। পূর্ব্বকল্পনাপ্রকারেণ পূর্ব্ব-জন্মস্থো যজমানঃ শাস্ত্রপ্রকাশিতং বর্ত্তমানপ্রজাপতিত্বং প্রতিপন্নো যথেতি সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বযজমান ইত্যস্য ব্যাখ্যা অতিক্রান্তকালিক ইতি। পুরাকল্পমেব দর্শয়তি—এতামিতি। তেনেতি শ্রুত্যুক্তেনেত্যেতৎ। তেনৈব বিধিনা শ্রুতিপ্রকাশিতেন ক্রমেণ মুখ্যং প্রাণম্ আত্মত্বেনোপ-গমেতি শেষঃ। সপত্নো ভ্রাতৃব্যঃ, তস্য দ্বিষন্নিতি কুতো বিশেষণম্? অর্থসিদ্ধত্বাদ্দ্বেষস্য, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যত ইতি। তস্য দ্বেষ্টৃত্বনিয়মে হেতুমাহ—পারমার্থিকেতি। অপরিচ্ছিন্ন-দেবতাত্বমত্র পারমার্থিকমাত্মস্বরূপং বিবক্ষিতং, তৎতিরস্করণকারণত্বাৎ উক্তপাপ্মনো বিশেষণ-মর্থবদিতি শেষঃ।

'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ' ইতিবৎ য এবং বেদেতি প্রসিদ্ধার্থোপবন্ধেঽপি বিধিপরং বাক্যম্, অতশ্চৈবং বিদ্যাদিতি বিবক্ষিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—যথোক্তমিতি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'অথ' অর্থ—অতঃপর; 'হ' শব্দ ঐতিহ্য-দ্যোতক; সাক্ষাৎ-নির্দ্দেশ-সূচনার্থ 'ইমম্' ('ইহাকে') শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'আসন্য' অর্থ—আস্যে বিদ্যমান=আসন্য, অর্থাৎ মুখবিবরে অবস্থিত সেই প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর। সেই এই মুখ্য প্রাণ তাদৃশ শরণাগত দেবতা-গণের নিমিত্ত 'তথাস্তু' বলিয়া উদ্গীথ গান করিলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। সেই অসুরগণ [প্রাণকে] পাপবিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল,—অর্থাৎ অসুরগণ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সেই অভ্যাসদোষে দোষসংস্পর্শবিহীন মুখ্য-প্রাণকেও স্বীয় আসক্তিদোষে লিপ্ত করিতে উদ্যত হইল। সেই অভিপ্রায়ে [তাঁহার সহিত] সংস্পৃষ্ট অর্থাৎ মিলিত হইবামাত্র বিনষ্ট—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; কাহার ন্যায়? এই প্রশ্নোত্তরে দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন। সেই দৃষ্টান্তটী এই—জগতে পাষাণকে চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট অর্থাৎ ধূলিপিণ্ড যেমন সেই অশ্মে—পাষাণে লাগিয়া নিজেই বিধ্বস্ত—চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, ঠিক তেমনই প্রকার; অর্থাৎ কথিত দৃষ্টান্তটী যে প্রকার, উহাও ঠিক সেই প্রকারই বিধ্বংসমান—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিষ্বক্ অর্থাৎ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই হেতু—অসুরপক্ষের বিনাশহেতু, অর্থাৎ দেবভাবপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ বা বাধক স্বভাবসিদ্ধ বিষয়াসক্তি-দোষজনিত পাপের নিবৃত্তি হওয়ায় এবং পাপসংস্পর্শরহিত মুখ্যপ্রাণের আশ্রয়-গ্রহণ করায় বাক্‌প্রভৃতি দেবগণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? না, পরে যাহার কথা বলা হইবে, সেই অগ্ন্যাদি

দেবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বেও তাঁহারা অগ্ন্যাদি-স্বরূপই ছিলেন, তথাপি স্বাভাবিক বিষয়াসক্তিদোষে তাঁহাদের সেই বিশেষ জ্ঞান (দিব্য জ্ঞান) আবৃত থাকায় কেবল দেহপিণ্ডেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন; শেষে সেই আসঙ্গরূপ পাপ অপনীত হইলে পর, দেহমাত্রগত আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদেশানুসারে স্বীয় অগ্ন্যাদি দেবতাভিমান ধারণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অসুরগণও পরাভূত—বিনষ্ট হইয়াছিল।

এখানে শ্রৌত আখ্যায়িকায় যেমন পুরাকল্প—ঐতিহাসিকরূপে পূর্ব্বকালীন যজমান (প্রজাপতি) বর্ণিত হইলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় যজমান যেমন যথোক্ত-ক্রমে বাগাদি দেবতাকে পরীক্ষা করিয়া—বিষয়াসক্তিরূপ পাপসঙ্গদোষ বশতঃ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দোষ মুখ্য প্রাণকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দৈহিক বাক্প্রভৃতিতে কেবল দেহমাত্রস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিরাট্পুরুষরূপে ভাবনা করত শাস্ত্রোপদিষ্ট এই বর্ত্তমান প্রজাপতি-পদ লাভ করিয়াছিলেন। তেমনি বর্ত্তমানকালীন যজমানও পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে কার্য্য করিয়া প্রজাপতিস্বরূপ হইতে পারেন; এবং তাহার প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিবন্ধক অনিষ্টকারী শত্রু—পাপও পরাভূত করিতে পারেন (১০)। দশরথপুত্র—ভরতের ন্যায় বিদ্বেষবিহীন হইয়াও ভ্রাতৃব্য (জন্ম-শত্রু) হইতে পারে; [এইজন্য শ্রুতিতে 'ভ্রাতৃব্যে'র বিশেষণরূপে 'দ্বিষন্' শব্দ দিতে হইয়াছে,] কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়াসক্তিজনিত যে পাপ, তাহা শত্রুও বটে, এবং দ্বেষকারীও বটে; কারণ, উহাই প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপের আবরণ সম্পাদন করিয়া থাকে। সেই শত্রুও প্রাণের স্পর্শমাত্রে সাধারণ লোকের ন্যায় পরাভূত—বিশীর্ণ হইয়া যায়। যে ফলের কথা বলা হইল, ইহা কাহার ফল? তদুত্তরে বলিতেছেন—

(১০) তাৎপর্য্য—'ভ্রাতৃব্য' অর্থ—শত্রু। শত্রু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সহজ ও (২) কৃত্রিম। জন্মাধীন যাহাদের সঙ্গে ধন-সম্বন্ধ, তাহারা প্রীতিভাজন হইলেও 'সহজ-শত্রু' মধ্যে পরিগণিত। যেমন জ্যেষ্ঠতাত ভাই, খুল্লতাত ভাই প্রভৃতি। আগন্তুক কারণবশতঃ যাহাদের সহিত শত্রুতা হয়, তাহারা 'কৃত্রিম-শত্রু'-মধ্যে পরিগণিত। ইহার উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। শত্রুর ন্যায় মিত্রও সহজ ও কৃত্রিমভেদে দুই প্রকার;—মাতুলভাই প্রভৃতি যাহাদের সঙ্গে জন্মাধীন বন্ধুতা, তাহারা অনিষ্ট করিলেও 'সহজমিত্র' শ্রেণীর অন্তর্গত। আর যাহারা কোন প্রকার উপকার করিয়া বন্ধু হয়, তাহারা 'কৃত্রিম মিত্র'। এই জন্য শ্রুতি কেবল 'ভ্রাতৃব্য' শব্দ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, 'দ্বিষন্' শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বকল্পীয় যজমানের ন্যায় ইহ কল্পে প্রাণকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার এইরূপ ফল ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলমুপসংহৃত্য অধুনা আখ্যায়িকারূপমেব আশ্রিত্যাহ—কস্মাচ্চ হেতোঃ বাগাদীন্ মুক্ত্বা মুখ্য এব প্রাণ আত্মত্বেন আশ্রয়িতব্য ইতি; তদুপপত্তি-নিরূপণায়—যস্মাদয়ং বাগাদীনাং পিণ্ডাদীনাঞ্চ সাধারণ আত্মা—ইত্যেতম্ অর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ—

টীকা। ফলবৎপ্রধানোপাস্তেরুক্তত্বাৎ তে হোচুরিত্যাদ্যুত্তরবাক্যং গুণোপাস্তিপরম্, ইত্যাহ—ফলমিতি। ফলবন্তং প্রধানবিধিমুক্ত্বা সম্প্রত্যাখ্যায়িকামেবাশ্রিত্য গুণবিশিষ্টং প্রাণোপাসনমাহ অনন্তরশ্রুতিরিত্যর্থঃ। শঙ্কোত্তরত্বেন চ উত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—কস্মাচ্চেতি। বিশুদ্ধত্বস্য উক্তত্বাৎ হেত্বন্তরং জিজ্ঞাস্যমিতি দ্যোতয়িতুং চ-শব্দঃ। করণানাং কার্য্যস্য তদবয়বানাং চ প্রাণো যস্মাদাত্মা ব্যাপকঃ, তস্মাৎ স এবাশ্রয়িতব্যঃ, ইত্যুপপত্তিনিরূপণার্থং তস্য ব্যাপকত্বমিত্যেতদর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্তী শ্রুতির্হেত্বন্তরমাহেতি যোজনা। তচ্ছব্দস্তস্মাদর্থে।

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য প্রাণকেই আত্মারূপে আশ্রয় করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ নিরূপণের জন্য শ্রুতি বিদ্যাফলের উপসংহার করিয়া, পুনশ্চ আখ্যায়িকা অবলম্বনেই বলিতেছেন;—যেহেতু এক মাত্র মুখ্য প্রাণই বাক্ ও দেহপিণ্ড প্রভৃতির পক্ষে সাধারণ (ব্যক্তিগত পক্ষপাতদোষবিহীন), [সেই হেতুই তাহাকে আত্মারূপে গ্রহণ করিতে হইবে]। শ্রুতি আখ্যায়িকাচ্ছলে এই বিষয়টীই প্রদর্শন করিতেছেন;—

তে হোচুঃ ক নু সোঽভূদ্ যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যেঽন্তরিতি, সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—তে (প্রজাপতিপ্রাণাঃ) হ (ঐতিহ্যে) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—যঃ নঃ (অস্মান্) ইত্থম্ (যথোক্তপ্রকারেণ) অসক্ত (সম্যগ্ জিতবান্—দেবভাবং গমিতবান্), সঃ ক (কুত্র) নু (বিতর্কে) অভূৎ (অসীৎ)? ইতি। [উত্তরম্—] অয়ম্ (অস্মদুপকারী প্রাণঃ) আস্যে অন্তঃ (মুখমধ্যে—মুখগহ্বরে) [অভূৎ], ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) সঃ (প্রাণঃ) অয়াস্যঃ (অয়ং আস্যে—ইতি 'অয়াস্যঃ', অথবা অনায়াসলভ্যত্বাৎ অয়াস্যঃ); [তথা] আঙ্গিরসঃ (অঙ্গানাং সারঃ—আত্মভূতঃ এবঃ, তস্মাৎ আঙ্গিরস ইতি ভাবঃ) ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—সেই প্রজাপতির ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পর বলিয়াছিল—যিনি আমাদিগকে এইরূপে জয় করিলেন, অর্থাৎ আমাদিগকে দেবভাব লাভ করাইলেন, তিনি কোথায় ছিলেন? [অনুসন্ধানের পর

বুঝিলেন যে,'] সেই মুখ্য প্রাণ আস্যমধ্যে (মুখবিবরে) ছিলেন। এই জন্যই তিনি 'অয়াস্য', এবং সমস্ত অঙ্গের রস বা সারভূত বলিয়া 'আঙ্গিরস'-পদবাচ্য ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে প্রজাপতিপ্রাণাঃ মুখ্যেন প্রাণেন পরিপ্রাপিত-দেবস্বরূপাঃ হ উচুঃ উক্তবন্তঃ ফলাবস্থাঃ। কিমিত্যাহ—ক নু ইতি বিতর্কে। ক কস্মিন্ নু সোঽভূৎ। কঃ? যঃ নোঽস্মান্ ইত্থমেবম্, অসক্ত সক্তিতবান্ দেবভাব-মাত্মত্বেনোপগমিতবান্। স্মরন্তি হি লোকে কেনচিদুপকৃতা উপকারিণম্; লোকব-দেব স্মরন্তো বিচারয়মাণাঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে আত্মন্যেবোপলব্ধবন্তঃ। কথম্? অয়মাস্যে অন্তরিতি—আস্যে মুখে য আকাশঃ, তস্মিন্ অন্তঃ অয়ং প্রত্যক্ষো বর্ত্তত-ইতি। সর্ব্বো হি লোকো বিচার্য্য অধ্যবস্যতি; তথা দেবাঃ।

যস্মাদয়মন্তরাকাশে বাগাদ্যাত্মত্বেন বিশেষমনাশ্রিত্য বর্ত্তমান উপলব্ধো দেবৈঃ, তস্মাৎ—স প্রাণঃ অয়াস্যঃ বিশেষানাশ্রয়াচ্চ অসক্ত সক্তিতবান্ বাগাদীন্। অত-এবাঙ্গিরসঃ আত্মা কার্য্যকরণানাম্। কথমাঙ্গিরসঃ? প্রসিদ্ধং হেতদঙ্গানাং কার্য্য-করণলক্ষণানাং রসঃ সার আত্মেত্যর্থঃ। কথং পুনরঙ্গরসত্বম্? তদপায়ে শোষ-প্রাপ্তেরিতি বক্ষ্যামঃ। যস্মাচ্চ অয়মঙ্গরসত্বাৎ বিশেষানাশ্রিতত্বাচ্চ কার্য্যকরণানাং সাধারণ আত্মা বিশুদ্ধশ্চ, তস্মাৎ বাগাদীনপাস্য প্রাণ এব আত্মত্বেন আশ্রয়িতব্য ইতি বাক্যার্থঃ। আত্মা হি আত্মত্বেনোপগন্তব্যঃ, অবিপরীতবোধাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তেঃ, বিপর্য্যয়ে চানিষ্টপ্রাপ্তিদর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

টীকা। প্রাণস্যাত্মত্বাদি বক্তীকর্ত্তুমাখ্যায়িকাশ্রুতিং বিভজতে—তে প্রজাপতীতি। বাগাদয়শ্চেৎ প্রাণমাশ্রিত্য ফলাবস্থাস্তর্হি কিমিতি প্রাণং স্মরন্তি প্রাপ্তফলত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্মরন্তি হীতি। বিচারফলমুপলব্ধিং কথয়তি—লোকবদিতি। তামেবোপলব্ধিমাকারান্তরেণ বিবৃণোতি—কথমিতি। দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি—সর্ব্বো হীতি। তথা দেবা বিচার্য্য প্রাণম্ আস্যান্তরাকাশস্থং নির্দ্ধারিতবন্ত ইত্যাহ—তথেতি।

কিমনয়া কথয়া সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। উপলব্ধিসিদ্ধ্যর্থে যুক্তিং সমুচ্চিনোতি—বিশেষেতি। সর্ব্বানেব বাগাদীন্ অবিশেষেণান্নাদিভাবেন প্রাণঃ সক্তিতবান্। ন চ অমধ্যস্থঃ সাধারণং কার্য্যং নির্ব্বর্ত্তয়তি। অতো যুক্তিতোঽপি অয়মাস্যান্তরাকাশে বর্ত্তমানঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ। অয়াস্যত্ববদাঙ্গিরসত্বং গুণান্তরং দর্শয়তি—অত এবেতি। সর্ব্বসাধারণত্বাদেবেতি যাবৎ। তথাপি কুতোঽস্যাঙ্গিরসত্বং সাধারণেঽপি মনসি তদনুপলব্ধেরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। অঙ্গেষু চরমধাতোঃ সারত্বপ্রসিদ্ধের্ন প্রাণস্য তথাত্বমিতি শঙ্কিত্বা সমাধত্তে—কথং পুনরিত্যাদিনা। কস্মাচ্চ হেতোরিত্যাদি-চোদ্যপরিহারমুপসংহরতি—যস্মাচ্চেতি। বাক্যার্থং প্রপঞ্চয়তি—আত্মা হীতি ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—মুখ্যপ্রাণ যাহাদের দেবভাব প্রকটিত করিয়াছে, প্রজাপতির সেই প্রাণসমূহ সফলতালাভ করিয়া বলিয়াছিল। কি [বলিয়াছিল] ? 'নু' শব্দটী বিতর্কার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি কোথায় ছিলেন ? তিনি কে ? না, যিনি আমাদিগকে এই প্রকার আত্মস্বরূপে দেবভাব প্রাপ্ত করাইয়াছেন, [তিনি কোথায় ছিলেন ?]। জগতে কাহারও নিকট উপকার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই উপকারীকে স্মরণ করিয়া থাকেন ; কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় [প্রজাপতির ইন্দ্রিয়গণও] স্মরণ করত অর্থাৎ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ আপনার মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কি প্রকার ? "অয়ম্ আস্যে অন্তঃ ইতি"—আস্যে অর্থাৎ মুখের মধ্যে যে, আকাশ [ফাঁক—মুখবিবর] আছে, তাহার মধ্যে এই [প্রাণ] প্রত্যক্ষই রহিয়াছেন, অর্থাৎ মুখের মধ্যেই ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জগতে সমস্ত লোকই বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে, দেবগণও ঠিক সেইরূপই করিয়াছিলেন।

দেবগণ যেহেতু ইঁহাকে মুখ-বিবররূপ আকাশ মধ্যে দেখিতে পাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই মুখ্য প্রাণ বাগাদিরূপ কোন বিশেষ প্রকার অবস্থা অবলম্বন না করিয়া সাধারণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই হেতুই উক্ত প্রাণ 'অয়াস্য'-পদবাচ্য ; এবং যেহেতু স্বগত কোনরূপ বিশেষত্ব অবলম্বন না করিয়াই বাক্ প্রভৃতিকে দেবভাবাপন্ন করিয়াছেন, সেই হেতুই 'আঙ্গিরস'-পদবাচ্য। ভাল, মুখ্য প্রাণ 'আঙ্গিরস' হইল কি প্রকারে ? যেহেতু মুখ্য প্রাণই যে, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত অঙ্গসমূহের রস—সারভূত আত্মা ; ইহা ত লোকপ্রসিদ্ধই আছে। আচ্ছা, প্রাণই বা আঙ্গিরস হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] যেহেতু প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, এ কথা পরে আমরা বলিব। যেহেতু এই মুখ্য প্রাণই অঙ্গরসত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব হেতু দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আত্মস্বরূপ এবং বিশুদ্ধ অর্থাৎ ভোগাসঙ্গদোষরহিত, এই কারণেই বাক্ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য প্রাণকেই আশ্রয় করা উচিত, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। যেহেতু বিপর্য্যয়রহিত যথার্থ জ্ঞানেই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর বিপরীত জ্ঞানে অনিষ্টপ্রাপ্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু আত্মাকে—আত্মস্বরূপ প্রাণকে আত্মারূপেই উপলব্ধি করা উচিত ; [সেই কারণেই প্রাণকে আত্মারূপে আশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে] ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

সা বা এষা দেবতা দূর্নাম, দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—সা (পূর্ব্বোক্তা) এষা (প্রাণরূপা) দেবতা বৈ দূর্ নাম (দূর্নাম্না প্রসিদ্ধা); হি (যস্মাৎ) মৃত্যুঃ (আসঙ্গলক্ষণঃ পাপ্মা, মরণং বা) অস্যাঃ (প্রাণদেবতায়াঃ) দূরং (দূরে) (বর্ত্ততে); (তস্মাৎ) যঃ (অন্যোঽপি যঃ কশ্চিৎ) এবং (প্রাণস্য দূর্নামত্বং) বেদ (বিজানাতি), (মৃত্যুঃ) তস্মাৎ (বিদুষঃ) (অপি) দূরং (দূরে) ভবতি, হ বৈ (অবধারণে)।

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণ-দেবতা 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ। কেন না, যেহেতু মৃত্যু অর্থাৎ ভোগাসক্তিরূপ পাপ ইহা হইতে দূরে থাকে। যে লোক এই প্রাণদেবতার 'দূর্' নাম জানে, মৃত্যু তাহার নিকট হইতেও দূরে থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স্যান্মতং প্রাণস্য বিশুদ্ধিরসিদ্ধেতি। ননু পরিহৃতমেতদ্ বাগাদীনাং কল্যাণবদনাত্মাসঙ্গবৎ প্রাণস্যাসঙ্গাস্পদত্বাভাবেন। বাঢ়ম্; কিন্তু আঙ্গিরসত্বেন বাগাদীনামাত্মত্বোক্ত্যা বাগাদিদ্বারেণ শবস্পৃষ্টি-তৎস্পৃষ্টেরিবাশুদ্ধতা শঙ্ক্যতে, ইত্যাহ—শুদ্ধ এব প্রাণঃ; কুতঃ? সা বা এষা দেবতা দূর্নাম—যং প্রাণং প্রাপ্য অশ্মানমিব লোষ্টবৎ বিধ্বস্তা অসুরাঃ; তং পরামৃশতি—সেতি। সৈবৈষা, যেয়ং বর্ত্তমান-সঙ্ক্রমান-শরীরস্থা দেবৈর্নির্দ্ধারিতা "অয়মাস্যেঽন্তঃ" ইতি। দেবতা চ সা স্যাৎ, উপাসনক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভাবেন গুণভূতত্বাৎ।

যস্মাৎ সা দূর্নাম দূরিত্যেবং খ্যাতা; নামশব্দঃ খ্যাপনপর্য্যায়ঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধাঽস্যা বিশুদ্ধিঃ দূর্নামত্বাৎ। কুতঃ পুনর্দূর্নামত্বম্? ইত্যাহ—দূরং দূরে, হি যস্মাৎ, অস্যাঃ প্রাণদেবতায়াঃ, মৃত্যুরাসঙ্গলক্ষণঃ পাপ্মা; অসংশ্লেষধর্ম্মিত্বাৎ প্রাণস্য সমীপস্থস্যাপি দূরতা মৃত্যোঃ; তস্মাদ্ দূরিত্যেবং খ্যাতিঃ; এবং প্রাণস্য বিশুদ্ধির্জ্ঞাপিতা (ক)। বিদুষঃ ফলমুচ্যতে—দূরং হ বা অস্মাৎ মৃত্যুর্ভবতি—অস্মাদেবংবিদঃ, য এবং বেদ, তস্মাৎ; এবমিতি প্রকৃত বিশুদ্ধিগুণোপেতং প্রাণমুপাস্ত ইত্যর্থঃ। উপাসনং নাম উপাস্যার্থবাদে যথা দেবতাদিস্বরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে, তথা মনসোপগম্য আসনং চিন্তনং লৌকিকপ্রত্যয়াব্যবধানেন, যাবৎ তদ্দেবতাদিস্বরূপাত্মাভিমানাভিব্যক্তিরিতি লৌকিকাত্মাভিমানবৎ; "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" "কিন্দেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

টীকা। প্রাণস্য শুদ্ধত্বাৎ ব্যাপকত্বাচ্চ উপাস্যত্বমুক্তং, তস্য শুদ্ধং বাগাদিবদসিদ্ধম্,

---

(ক) খ্যাতিরেব, প্রাণস্য বিশুদ্ধিজ্ঞাপিকা' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

ইত্যাশঙ্কতে—প্রায়ভমিতি। শঙ্কামাক্ষিপ্য সমাধত্তে—নহীত্যাদিনা। শবেন স্পৃষ্টস্তস্যাপি, তেন স্পৃষ্টোঽপরঃ, তস্যাশুদ্ধতাবৎ অশুদ্ধবাগাদিসম্বন্ধাৎ অশুদ্ধত্বাশঙ্কা প্রাণস্যোপ্যিবতীত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যং দর্শয়ন্ উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেন অবতারয়তি—আহেতি। নম্বত্র প্রাণো নোচ্যতে স্ত্রীলিঙ্গেন অর্থান্তরোক্তিপ্রতীতেরিত্যাশঙ্কাহ—যং প্রাণমিতি। তস্যামুত্তস্য পরোক্ষত্বাদপরোক্ষবাচী চ কথমেতচ্ছব্দো যুজ্যতে, তত্রাহ—সৈবেতি। কথং প্রাণে দেবতাশব্দঃ, ন হি তস্য তচ্ছব্দত্বং প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবতা চেতি। যাগে হি দেবতা কারকত্বেন গুণভূতা প্রসিদ্ধা, তথা প্রাণোঽপি দ্রব্যাঙ্গত্বে সতি বিহিতক্রিয়াগুণত্বাৎ দেবতেত্যর্থঃ।

প্রাণোপাস্তের্দ্বিবিধং ফলং—পাপহানির্দ্দেবতাভাবশ্চ, তত্র পাপহানেরেব প্রধানফলস্যাত্র শ্রবণাৎ দুর্গুণবিশিষ্টপ্রাণোপাস্তিরিহ বিবক্ষিতেতি বাক্যার্থমাহ—যস্মাদিতি। ন তাবৎ প্রাণদেবতায়া দূর্নামত্বং নিরূঢ়ং, তত্র তচ্ছব্দপ্রসিদ্ধেরদর্শনাৎ, নাপি যৌগিকং প্রাণস্য প্রত্যগ্‌বৃত্তের্দূরত্বাভাবাৎ, ইত্যাক্ষিপতি—কুতঃ পুনরিতি। পরিহরতি—আহেতি। কথং পাপ্মসন্নিধৌ বর্ত্তমানস্য ততো দূরত্বমিত্যাশঙ্কাহ—অসংশ্লেষেতি। উপাস্তে সদা ভাবয়তীতি যাবৎ। ব্রহ্মজ্ঞানাদিব প্রাণতত্ত্বজ্ঞানাৎ ফলসিদ্ধিসম্ভবে কিং সদা তদ্ভাবনয়া? ইত্যাশঙ্ক্য ভাবনাপর্য্যায়োপাসনশব্দার্থমাহ—উপাসনং নামেতি। দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যরূপবিশেষণত্রয়ং বিবক্ষিত্বাহ—লৌকিকেতি। তস্য মর্য্যাদাং দর্শয়তি—যাবদিতি। মনুষ্যোঽহমিতিবৎ দেবোঽহমিতি যস্য জীবত এব অভিমানাভিব্যক্তিঃ, তস্যৈব দেহপাতাদূর্দ্ধং তদ্ভাবঃ ফলতীত্যত্র প্রমাণমাহ—দেবো ভূত্বেতি। কা দেবতা রূপং তবেতি—কিংদেবতোঽসীতি, তদ্ভাবো ভাতীত্যর্থঃ॥ ১৮॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—মনে হইতে পারে,—প্রাণের যে, বিশুদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ, অর্থাৎ কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না; কেন না, বাক্ প্রভৃতির যেরূপ কল্যাণ-কথনাদিবিষয়ে আসক্তি আছে, প্রাণের সেরূপ কোনও আসক্তি নাই; সুতরাং এ কথার মীমাংসা ত পূর্ব্বেই করা হইয়াছে; [তবে আবার শঙ্কা হয় কেন ?] হাঁ, একথা সত্য বটে, কিন্তু আঙ্গিরসত্ব নিবন্ধন প্রাণকে বাক্‌প্রভৃতির আত্মস্বরূপ বলায়, 'শবস্পৃষ্ট-তৎস্পৃষ্ট' ন্যায়ানুসারে (১১) বাগাদির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, প্রাণেও বাগাদিগত অশুদ্ধি সংক্রামিত হইতে পারে; এইজন্য বলিতেছেন যে, না—প্রাণ বিশুদ্ধই বটে; কারণ? যেহেতু এই দেবতা (প্রাণ) 'দূর' নামে প্রসিদ্ধ। পাষাণে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় অসুরগণ যে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এখানে 'সা' পদে সেই প্রাণকে বুঝাইতেছে। ইহা সেই দেবতাই বটে,—বর্ত্তমান যজমানের শরীরগত যে দেবতা, দেবগণকর্ত্তৃক 'অয়ম্ আস্যে অন্তঃ'

---

(১১) তাৎপর্য্য—'শবস্পৃষ্ট' ন্যায় এইরূপ,—শব (মৃতদেহ) স্বভাবতই অস্পৃশ্য, শবস্পর্শী ব্যক্তিও অস্পৃশ্য; আবার তাহার স্পৃষ্ট বস্তুও অস্পৃশ্য হইয়া থাকে। এখানেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। উপাসনা-ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে (উপাস্যরূপে) প্রাণ যখন উপাসনারই অঙ্গস্বরূপ, তখন দেবতাস্বরূপও বটে।

যেহেতু সেই দেবতা (প্রাণ) 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ; এখানে নামশব্দটী প্রসিদ্ধি-দ্যোতক; সেই হেতুই ইহার বিশুদ্ধতাও প্রসিদ্ধ; 'দূর্' এই নামই বিশুদ্ধির কারণ। কেন যে, তাহার 'দূর্' নাম হইল, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু মৃত্যু অর্থাৎ বিষয়াসঙ্গরূপ পাপ এই প্রাণদেবতা হইতে দূরে অবস্থিত; আসক্তিরূপ দোষ না থাকায় মৃত্যু তাঁহার সন্নিহিত হইলেও বস্তুতঃ দূরে আছে; এইজন্যই তাঁহার 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছে। এইরূপে প্রাণের বিশুদ্ধি বিজ্ঞাপিত হইল। এখন বিদ্যার ফল কথিত হইতেছে—ইহা হইতে অর্থাৎ এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে মৃত্যু অতি দূরে থাকে, যিনি এইতত্ত্ব জানেন, তাঁহার নিকট হইতেও [মৃত্যু দূরে থাকে]। 'এবং' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, যে লোক বিশুদ্ধ-গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাসনা করেন,—উপাসনা শব্দের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে উপাসনা বিধির অর্থবাদবাক্যে (প্রশংসাবাক্যে) দেবতাপ্রভৃতির যেরূপ স্বরূপ বর্ণিত আছে, মনে মনে ঠিক সেই রূপটির নিকট উপস্থিত হইয়া আসন—(উপ+আসন=উপাসনা) চিন্তা করা। বলা আবশ্যক যে, উক্ত চিন্তার মধ্যে জাগতিক অন্য কোনও চিন্তা প্রবিষ্ট থাকিবে না। যতক্ষণ লোকসিদ্ধ অভিমানের ন্যায় সেই উপাস্য দেবতাদির স্বরূপে তাহার আত্মাভিমান অভিব্যক্ত না হয়, [ততকাল ঐরূপ ধ্যান করিতে হইবে]; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—'দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা করিবে', 'তুমি এই পূর্ব্বদিকে কোন্ দেবতারূপে বর্ত্তমান আছ?' ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"সা বা এষা দেবতা...দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি" ইত্যুক্তম্। কথং পুনরেবংবিদো দূরং মৃত্যুর্ভবতীতি? উচ্যতে—এবংবিত্ত্ববিরোধাৎ; ইন্দ্রিয়-বিষয়সংসর্গাসঙ্গজো হি পাপ্মা প্রাণাত্মাভিমানিনো হি বিরুধ্যতে, বাগাদিবিশেষাত্মাভিমানহেতুত্বাৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানহেতুত্বাচ্চ। শাস্ত্রজনিতো হি প্রাণাত্মাভিমানঃ; তস্মাদেবংবিদঃ পাপ্মা দূরং ভবতীতি যুক্তম্, বিরোধাৎ। তদেতৎ প্রদর্শয়তি—

টীকা। কণ্ডিকান্তরমবতারয়ন্ বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—সা বা ইতি। নিত্যানুষ্ঠানাৎ পাপ-হানিঃ, ধর্ম্মাৎ পাপক্ষয়শ্রুতেঃ। ন চেদমুপাসনং নিত্যং নৈমিত্তিকং বা, দেবতাত্মত্বকামিনো বিধানাৎ, তৎকথং পাপম্ এবংবিদো দূরে ভবতীত্যাক্ষিপতি—কথং পুনরিতি। বিরোধি-সন্নিপাতে পূর্ব্বধ্বংসমাবশ্যকং মন্বানঃ সমাধত্তে—উচ্যতে ইতি। উক্তমেব ব্যনক্তি—ইন্দ্রিয়েতি।

ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু সংসর্গে যোঽভিনিবেশস্তেন জনিতঃ পাপ্মা পরিচ্ছেদাভিমানঃ অপরিচ্ছিন্নে প্রাণাত্মনি আত্মাভিমানবতো বিরুধ্যতে, পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদয়োর্বিরোধস্য প্রসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। বিরোধং সাধয়তি—বাগাদীতি। পাপ্মনো বাগাদিবিশেষবত্যাত্মনি বিশিষ্টে অভিমানহেতুত্বাৎ আধিদৈবিকাপরিচ্ছিন্নাভিমানে ধ্বংসো যুজ্যতে। দৃশ্যতে হি চণ্ডালভাণ্ডাবলম্বিনো জলস্য গঙ্গাম্ভবিশেষভাবাপত্তৌ অপেয়ত্বনিবৃত্তিঃ।

"অন্যচাপি পয়ঃ প্রাপ্য গাঙ্গাং যাতি পবিত্রতম্"

স্মৃতি স্যায়াদিত্যর্থঃ। যন্নৈসর্গিকাজ্ঞানজন্যং তদাগন্তুকপ্রমাণজ্ঞানেন নিবর্ত্ততে, যথা রজ্জুসর্পাদি-জ্ঞানং। নৈসর্গিকাজ্ঞানজন্যশ্চ পাপ্মা, তেন প্রামাণিকপ্রাণবিজ্ঞানেন তদধ্বস্তিরিত্যাহ - স্বাভাবিকেতি। নন্বভিমানয়োর্বিরোধাবিশেষাৎ বাধ্যবাধকত্বব্যবস্থাযোগাৎ দ্বয়োরপি মিথো বাধঃ স্যাৎ, তত্রাহ—শাস্ত্রজনিতো হীতি। উক্তমেব পাপধ্বংসরূপং বিদ্যাফলং প্রপঞ্চয়িতুমুত্তরবাক-মিত্যাহ—তদেতদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(আভাস)। "সা বা এষা দেবতা,...দূরং হ বা অস্মাৎ মৃত্যুর্ভবতি" একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু দূরগত হয় কি প্রকারে? বলা হইতেছে,—যেহেতু এবংবিধ জ্ঞানলাভের সঙ্গে মৃত্যুর বিরোধ রহিয়াছে। কেন না, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সম্পর্কজাত আসক্তি হইতে যে, পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা ত প্রাণাত্মা-ভিমানীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ, বাক্‌প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ে আত্মাভিমান এবং স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞান বা বিপরীত বুদ্ধিই ঐরূপ পাপোৎপত্তির কারণ; আর প্রাণে যে আত্মাভিমান হয়, তাহার কারণ হইল -শাস্ত্রীয় উপদেশ; কাজেই স্বাভাবিকের সহিত শাস্ত্রজ অভিমানের বিরোধ থাকায় প্রাণা-ত্মবিদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা পাপের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে; কেন না, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ রহিয়াছে; বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের এক স্থানে অবস্থিতি কখনই হইতে পারে না। অতঃপর এ বিষয়টিই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্ গময়াঞ্চকার, তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাৎ, তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি॥১৯১০॥

সরলার্থঃ।—সা বৈ এষা (প্রাণাখ্যা) দেবতা, এতাসাং (বাগাদীনাং) পাপ্মানং (পাপলক্ষণং) মৃত্যুম্ অপহত্য (বিচ্ছিদ্য), যত্র (যস্মিন্ প্রদেশে) আসাং (পূর্ব্বাদীনাং) দিশাম্ অন্তঃ (অবসানং, যতঃ পরং দিগ্‌ব্যবহারো নাস্তি,

প্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন-জনাধ্যুষিতং স্থানং বা), তৎ (তত্র) গময়াঞ্চকার (মৃত্যুং গমিতবান্)। তৎ (তত্র) আসাং (দেবতানাং) পাপ্মনঃ (পাপানি) বিন্যদধাৎ (বিবিধাকারেণ স্থাপিতবতী); তস্মাৎ (হেতোঃ) জনং (অন্ত্যজনং) ন ইয়াৎ (তেন সহ ন সংসর্গং কুর্য্যাৎ), তথা অন্তং (দিগন্তশব্দবাচ্যং অন্ত্যজনবাসস্থানমপি) ন ইয়াৎ (ন গচ্ছেৎ)। ['নেৎ' ইতি ভয়সূচকম্ অব্যয়ম্ ;] তৎসংসর্গে কৃতে হি [অহং] পাপ্মানং মৃত্যুম্ অন্ববায়ানি (অনুগচ্ছেয়ম্, পাপী ভবেয়ম) (এবং ভীত্যা ন অন্ত্যং জনম্, তৎস্থানং বা ইয়াদিত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। সেই প্রাণদেবতা উক্ত বাক্-প্রভৃতির পাপরূপ মৃত্যুকে তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—যেখানে এই পূর্ব্বাদি দিকের অন্ত বা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানশূন্য লোকের অবস্থান, সেই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; সেখানেই বাগাদির পাপ-সমূহকে নানাবিধ আকারে স্থাপন করিয়াছিলেন ; সেইজন্য ঐ প্রদেশস্থ লোকের সহিত সংসর্গ করিবে না, এবং সেই প্রান্তভূমিতেও যাইবে না। 'নেৎ' কথাটী ভীতিসূচক ; [ঐরূপ করিলে] আমিও পাপরূপ মৃত্যুর কবলগত হইব, (এই ভয়ে আর অন্ত্যজনের ও ঐ স্থানের সংস্রব করিবে না) ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সা বা এষা দেবতেত্যুক্তার্থম্। এতাসাং বাগাদীনাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুং—স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রযুক্তেন্দ্রিয়-বিষয়সংসর্গাসঙ্গজনিতেন হি পাপ্মনা সর্ব্বো ম্রিয়তে, স হ্যতো মৃত্যুঃ,—তং প্রাণাত্মাভিমানরূপাভ্যো দেবতাভ্যঃ, অপরিচ্ছিন্না অপহত্য—প্রাণাত্মাভিমানমাত্রতয়ৈব প্রাণোঽপহন্তেত্যুচ্যতে। বিরোধাদেব তু পাপ্মা এবংবিদো দূরং গতো ভবতি ; কিং পুনশ্চকার দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য ? ইতি, উচ্যতে—যত্র যস্মিন্ আসাং প্রাচ্যাদীনাং দিশামন্তোঽবসানম্, তৎ তত্র গময়াঞ্চকার গমনং কৃতবানিত্যেতৎ।

নন্বু নাস্তি দিশামন্তঃ, কথমন্তং গমিতবানিতি ? উচ্যতে—শ্রৌতবিজ্ঞানবজ্জনাবধিনিমিত্ত-কল্পিতত্বাৎ দিশাম্, তদ্বিরোধিজনাধ্যুষিত এব দেশো দিশামন্তঃ, দেশান্তোঽরণ্যমিতি যদ্বৎ, ইত্যদোষঃ।

তৎ তত্র গময়িত্বা আসাং দেবতানাং, পাপ্মন ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্ ; বিন্যদধাৎ বিবিধং ন্যগ্ভাবেনাদধাৎ স্থাপিতবতী প্রাণদেবতা ; প্রাণাত্মাভিমানশূন্যেষন্ত্যজনেম্বিতি, সামর্থ্যাৎ। ইন্দ্রিয়সংসর্গজো হি সঃ, ইতি প্রাণ্যাশ্রয়তাব-

গম্যতে। তস্মাৎ তমন্ত্যং জনং নেয়াৎ ন গচ্ছেৎ—সম্ভাষণদর্শনাদিভির্ন সংসৃজেৎ; তৎসংসর্গে পাপ্মনা সংসর্গঃ কৃতঃ স্যাৎ; পাপ্মাশ্রয়ো হি সঃ; তজ্জননিবাসং চান্তং দিগন্তশব্দবাচ্যং নেয়াৎ—জনশূন্যমপি, জনমপি তদ্দেশবিযুক্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। নেদিতি পরিভয়ার্থে নিপাতঃ। ইত্থং জনসংসর্গে পাপ্মানং মৃত্যুম্ অন্ববায়ানীতি—[অনু+অব+অয়ানীতি] অনুগচ্ছেয়মিতি এবং ভীতো ন জনমন্তং চেয়াদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

টীকা। মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তঃ, তদ্গময়াঞ্চকারেতি সম্বন্ধঃ। কথং পাপ্মা মৃত্যুরুচ্যতে, তত্রাহ—স্বাভাবিকেতি। অপহত্যেত্যত্র পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। প্রাণদেবতা চেৎ পাপ্মানং হন্তি, সদৈব কিং ন হন্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণাত্মেতি। ভবতু প্রাণো বাগাদীনাং পাপ্মনোচ্ছেত্তা, বিদুষস্তু কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিরোধাদেবেতি।

অনন্তাকাশদেশস্থত্বাৎ দিশামন্তাভাবাদ্ যত্রাসামিত্যাদ্যযুক্তমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। শাস্ত্রীয়-জ্ঞানকর্ম্মসংস্কৃতো জনো মধ্যদেশঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্যাপি তদধিষ্ঠিতত্বেন মধ্যদেশত্বাৎ তত্রাপাস্ত্যজাধি-ষ্ঠিতদেশস্য পাপীয়স্ত্বস্বীকারাৎ, অতস্তং জনং তদধিষ্ঠিতং চ দেশমবধিং কৃত্বা তেনৈব নিমিত্তেন দিশাং কল্পিতত্বাদানন্ত্যাভাবাৎ পূর্ব্বোক্তজনাতিরিক্তজনস্য তদধিষ্ঠিতদেশস্য চ অন্তত্বোক্তেন্মধ্য-দেশাদন্যো দেশো দিশামন্ত ইত্যুক্তে ন কাচিদনুপপত্তিরিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি।

কিমিত্যন্ত্যজনেষু ইত্যধিকারাদঃ ক্রিয়তে, তত্রাহ—ইতি সামর্থ্যাদিতি। দেশমাত্রে পাপ্মাবস্থানানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। তামেবানুপপত্তিং সাধয়তি—ইন্দ্রিয়েতি। ভবতু যথোক্তো দিশামন্তস্তথা চ পাপ্মসংসর্গোঽস্তু, তথাপি কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য তস্য শিষ্টৈস্ত্যাজ্যত্বমিত্যাহ—তস্মাদিতি। নিষেধদ্বয়স্য তাৎপর্য্যমাহ—জনশূন্যমপীতি। প্রাণোপাস্তিপ্রকরণে নিষেধ শ্রুতেস্তদুপাসকেনৈবায়ং নিষেধোঽনুষ্ঠেয়ো ন সর্ব্বৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেদিত্যাদিনা। উক্ত শ্রুত্যুক্তং নিষেধং ন চেদহং কুর্য্যাং, ততঃ পাপ্মানমনুগচ্ছেয়ং নিষেধাতিক্রমাদিতি সর্ব্বস্য ভয়ং জায়তে, ন প্রাণোপাসকস্যৈব। অতঃ সর্ব্বোঽপি পাপাদ্ভীতো নোভয়ং গচ্ছেৎ বাক্যাদি প্রকরণাদ্ বলবদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'সা বৈ এষা দেবতা' এ কথার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হই-য়াছে। [সেই প্রাণ দেবতা] এই বাগাদি দেবতাগণের পাপরূপ মৃত্যুকে,—স্বাভাবিক অজ্ঞানবশতঃ যে, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাধীন আসক্তি, সাধারণতঃ সেই আসক্তিজনিত পাপের ফলেই সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে; এইজন্য সেই পাপই মৃত্যুর হেতু বলিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই পাপরূপী মৃত্যুকে প্রাণাত্মাভিমানরূপ দেবতাগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া (পৃথক্ করিয়া), প্রাণে যে আত্মাভিমান স্থাপন, তাহাই এখানে 'অপহত্য' কথায় বলা হইয়াছে। ভাল কথা, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই ত পাপরূপ মৃত্যু দূরগামী হইয়া থাকে, তবে আর মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া

বিশেষ ফল কি হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের যেখানে অন্ত—অবসান (শেষ) হইয়াছে, সেখানে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ভাল, দিক্‌সমূহের ত কোথাও অন্ত নাই, তবে দিগন্তে প্রেরণ করিলেন কিরূপে? হাঁ- বলা হইতেছে—বেদোপদিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের বাসভূমির সীমা লইয়াই দিগ্ বিভাগ কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রৌত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সাধারণতঃ তাঁহারাই দিকের ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং যাহারা শ্রৌত জ্ঞানবিহীন, তাহাদের ঐরূপ দিগ্ ব্যবহার না থাকায়, তাদৃশ জনের আবাস-প্রদেশই এখানে দিগন্তশব্দ-বাচ্য, যেমন দেশান্ত বলিলে 'অরণ্য' বুঝায়, ইহাও তদ্রূপ; কাজেই এখানে কোনও দোষ হইতেছে না।

'পপ্মনঃ' পদে দ্বিতীয়ার বহুবচন রহিয়াছে; উহা কর্ম্মপদ। সেই প্রাণ-দেবতা উক্ত দেবতাগণের সেই পাপরাশিকে সেখানে প্রেরণ করিয়া নানাপ্রকার হীনাবস্থায় স্থাপন করিয়াছিলেন। পাপমাত্রই বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজাত, এবং প্রাণি-গণে আশ্রিত; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা প্রাণাত্মবুদ্ধিবিহীন অন্ত্যজ লোক, তাহাদের উপরই [ঐ পাপরাশি স্থাপন করিয়াছিলেন]। অতএব সেই পাপযুক্ত অন্ত্যজ লোকের নিকট গমন করিবে না, অর্থাৎ সম্ভাষণ ও দর্শনাদি দ্বারা তাহাদের সঙ্গে সংসর্গ করিবে না; কারণ, সে নিজে পাপী; সুতরাং তাহার সহিত সংসর্গ করিলেই পাপের সহিত সংসর্গ করা হইবে, এইজন্য তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না এবং অন্ত—দিগন্তশব্দবাচ্য তাদৃশ লোকের বাসভূমিতেও যাইবে না। অভিপ্রায় এই যে, সে দেশ যদি জনশূন্যও হয়, তাহা হইলেও সে দেশে যাইবে না, আর সে দেশের লোক যদি অন্যত্রও থাকে, তাহা হইলেও তাহার সংসর্গ করিবে না। 'নেৎ' শব্দটি নিপাত, [যাহা কোন লক্ষণানুসারে নিষ্পন্ন না হয়, সেরূপ শব্দকে 'নিপাত' বলে]। ইহার অর্থ—বিশেষ ভয়; যদি এই প্রকার লোকের সংসর্গ করি, তাহা হইলে পাপরূপী মৃত্যুর অনুগত হইব; এইরূপে ভীত হইয়া অন্ত্য-জনের সংসর্গ করিবে না॥ ১৯॥ ১০॥

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যু-মপহত্যাথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ॥ ২০॥ ১১॥

সরলার্থঃ।—সা (পূর্ব্বোক্তা) এষা দেবতা (প্রাণঃ) এতাসাং (বাগাদীনাং) দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুম্ অপহত্য, অথ (অনন্তরং) এনাঃ (বাগাদ্যাঃ দেবতাঃ)

মৃত্যুম্ (পাপ্মানম্) অতীত্য (অতিক্রম্য) অবহৎ (স্বং স্বং দেবভাবং প্রাপিতবতীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—সেই এই প্রাণদেবতা এই বাগাদি দেবতার পাপরূপ মৃত্যু অপনীত করিয়া, অনন্তর মৃত্যুরহিতরূপে তাহাদিগকে বহন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ দেবভাবে উপনীত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সা বা এষা দেবতা—তদেতৎ প্রাণাত্মজ্ঞানকর্মফলং বাগাদীনামগ্ন্যাদ্যাত্মত্বমুচ্যতে। অথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ—যস্মাৎ আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদকরঃ পাপ্মা মৃত্যুঃ প্রাণাত্মবিজ্ঞানেনাপহতঃ, তস্মাৎ স প্রাণোঽপহন্তা পাপ্মনো মৃত্যোঃ; তস্মাৎ স এব প্রাণঃ, এনাঃ বাগাদিদেবতাঃ প্রকৃতং পাপ্মানং মৃত্যুমতীত্য অবহৎ প্রাপয়ৎ স্বং স্বমপরিচ্ছিন্নমগ্ন্যাদিদেবতাত্মরূপম্ ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

টীকা। দ্বিবিধমুপাস্তিফলং পাপহানির্দেবতাভাবশ্চ। তত্র পাপহানিমুপদিশতা প্রাসঙ্গিকঃ সাধারণো নিষেধো দর্শিতঃ। সম্প্রতি দেবতাভাবং বক্তুমুত্তরবাক্যমিতি প্রতীকোপাদানপূর্বকমাহ—সা বা এষেতি। অথশব্দাবদ্যোতিতমর্থং কথয়তি—যস্মাদিতি। পাপ্মাপহন্তৃত্বমনূদ্য অবশিষ্টং ভাগং ব্যাচষ্টে—তস্মাৎ স এবেতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'সা বা এষা দেবতা' ইত্যাদি শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রাণাত্মবিজ্ঞান ও তদনুষ্ঠানের ফল—বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাদ্যাত্মকতা কথিত হইতেছে। 'অথ এনা মৃত্যুম্ অত্যবহৎ' কথার অর্থ এই যে,—যেহেতু দৈহিক সম্বন্ধবিচ্ছেদকারী মৃত্যুরূপ পাপ প্রাণাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইয়াছে, সেই হেতুই প্রাণদেবতা মৃত্যুরূপ পাপের অপহন্তা; এবং সেই হেতুই উক্ত প্রাণদেবতা বাক্-প্রভৃতি দেবতাকে মৃত্যুরূপ পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া বহন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ অপরিচ্ছিন্ন অগ্ন্যাদিদেবভাব লাভ করাইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ, সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, সোঽগ্নিরভবৎ; সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (প্রাণঃ) প্রথমাম্ (উদ্গীথকর্ম্মণি অপরকরণাপেক্ষয়া প্রধানাং, বাগ্‌নির্বর্ত্ত্যত্বাৎ উদ্গীথকর্ম্মণঃ) অত্যবহৎ (পাপ্মলক্ষণং মৃত্যুমতীত্য দেবত্বমগময়ৎ)। সা (বাক্) যদা (যস্মিন্ কালে) মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত (মৃত্যু-

পাশাৎ বিমোচিতা অভবৎ), [তদা] সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ অভবৎ । সঃ (প্রকৃতঃ) অয়ম্ অগ্নিঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ (মৃত্যোরধিকারাৎ পরতঃ) দীপ্যতে (দীপ্তিমান্ ভবতি) ; [মৃত্যুসমতিক্রমণাৎ প্রাক্ বাচঃ নৈবং দীপ্তিরাসীদিতি, ভাবঃ] ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ।—সেই প্রাণ [উদ্গীথক্রিয়ার] প্রধান সাধন বাগ্‌দেবতাকেই প্রথমে মৃত্যুবিহীন করিয়া দেবত্ব-প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। সেই বাগ্‌দেবতা যে সময় মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিল, অর্থাৎ পাপসম্বন্ধ-বিরহিত হইল, সেই সময়েই সে অগ্নিস্বরূপ হইল ; সেই অগ্নিরূপেই মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। [বুঝিতে হইবে যে, তৎপূর্ব্বে তাহার ঐরূপ দীপ্তি ছিল না।] ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ। স—প্রাণঃ বাচমেব প্রথমাং প্রধানামিত্যেতৎ—উদ্গীথকর্ম্মণি ইতরকরণাপেক্ষয়া সাধকতমত্বং প্রাধান্যং তস্যাঃ, তাং প্রথমাম্ অত্যবহদ্ বহনং কৃতবান্। তস্যাঃ পুনর্মৃত্যুমতীত্যোঢ়ায়াঃ কিং রূপম্ ? ইতি উচ্যতে—সা বাক্ যদা যস্মিন্ কালে পাপ্মানং মৃত্যুমত্যমুচ্যত—অতীতামুচ্যত—মোচিতা স্বয়মেব, তদা সঃ অগ্নিরভবৎ,—সা বাক্ পূর্ব্বমপ্যগ্নিরেব সতী মৃত্যুবিয়োগেঽপ্যগ্নিরেবাভবৎ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ মৃত্যুবিয়োগে—সোঽয়মতিক্রান্তোঽগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুং—পরস্তাৎ মৃত্যোঃ দীপ্যতে ; প্রাঙ্মোক্ষাৎ মৃত্যুপ্রতিবদ্ধঃ অধ্যাত্মবাগাত্মনা নেদানীমিব দীপ্তিমানাসীৎ ; ইদানীং তু মৃত্যোঃ পরেণ দীপ্যতে মৃত্যুবিয়োগাৎ ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

টীকা। সামান্যোক্তমর্থং বিশেষেণ প্রপঞ্চয়তি—স বৈ বাচমিত্যাদিনা। কথং বাচঃ প্রাথম্যং, তদাহ—উদ্গীথেতি। বাচো মৃত্যুমতিক্রান্তায়া রূপং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রদর্শয়তি—তস্যা ইতি। অনগ্নেরগ্নিত্ববিরোধং ধুনীতে—সা বাগিতি। পূর্ব্বমপি বাচঃ অগ্নিত্বেনোপাসনালভ্যং তদগ্নিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবানিতি। উক্তং বিশেষং বিশদয়তি—প্রাগিতি ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—"স বৈ বাচমেব প্রথমাম্ অত্যবহৎ" ইত্যাদি। সেই প্রাণ, প্রথমা—প্রধানা বাগ্‌দেবতাকে বহন করিয়াছিলেন। উদ্গীথপাঠকার্য্যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়াপেক্ষা সাধকতমত্ব (প্রধান-সাধকতা) তাহারই আছে ; এইজন্য এখানে বাকের প্রাধান্য [বুঝিতে হইবে]। মৃত্যু অতিক্রম করিয়া যে, বাগ্‌দেবতাকে বহন করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ ? তা, বলা হইতেছে—সেই বাক্ যখন পাপাত্মক মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইল,—নিজেই বিমোচিত হইল, তখন সে প্রসিদ্ধ অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই বাক্ পূর্ব্বেও অগ্নি-

স্বরূপই ছিল, আবার মৃত্যুবিয়োগের পরেও সেই অগ্নিই প্রাপ্ত হইল। এইমাত্র বিশেষ যে, মৃত্যুবিয়োগের পর (মৃত্যু) অতিক্রান্ত সেই অগ্নিই মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল; কিন্তু মৃত্যুপাশচ্ছেদনের পূর্ব্বে মৃত্যুর অধিকারস্থ দেহমধ্যে বাক্‌স্বরূপে অবস্থিত থাকায় বর্ত্তমানের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল না, কিন্তু এখন সেই মৃত্যুবিরহিত হওয়ায় মৃত্যুর বাহিরে, অর্থাৎ নিষ্পাপ অমররূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অথ প্রাণমত্যবহৎ, স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, স বায়ুরভবৎ; সোঽয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (অনন্তর), সঃ (প্রাণঃ) প্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্) অত্যবহৎ; সঃ (তৎ ঘ্রাণং) যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, (তদা) সঃ (ঘ্রাণঃ) বায়ুঃ অভবৎ (আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদং হিত্বা আধিদৈবতভাবম্ আপন্নঃ); সঃ অয়ং (প্রকৃতঃ) বায়ুঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ (মৃত্যোঃ পরস্তাৎ) পবতে (পবিত্রতয়া প্রবহতি) [illegible] ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—অতঃপর প্রাণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দেবতাকে পাপ-বিনির্ম্মুক্ত করিয়া বহন করিয়াছিলেন; ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দেবতা যে সময় মৃত্যু-পাশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইল, তখন সে বায়ুস্বরূপ হইল; সেই এই বায়ু অতীত হইয়া—মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে থাকিয়া পবিত্রভাবে প্রবহমান হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথ প্রাণং ঘ্রাণং [illegible] বায়ুরভবৎ। স তু পবতে মৃত্যুং তেনাতিক্রান্তঃ। সমানমন্যৎ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

টীকা। [illegible] ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । সেই প্রকার, প্রাণ ঘ্রাণকে বহন করিয়াছিলেন; তাহাই বায়ু হইয়াছিল; সেই বায়ুই মৃত্যু অতিক্রম করত পবিত্র হইতেছে। আর সমস্তই পূর্ব্বের মত ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

অথ চক্ষুরত্যবহৎ, তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, স আদিত্যোঽভবৎ, সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । অথ (অনন্তরম্) (সঃ প্রাণঃ) চক্ষুঃ অত্যবহৎ। তৎ (চক্ষুঃ) যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, (তদা সঃ প্রসিদ্ধঃ) আদিত্যঃ অভবৎ; সঃ অসৌ

আদিত্যঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ তপতি (জগৎ সন্তপতি) [অন্যৎ সর্ব্বং বাগাদিশ্রুতিবৎ] ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর প্রাণ চক্ষুকে পাপবিনির্ম্মুক্তভাবে বহন করিয়াছিলেন। চক্ষুঃ যখন মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছিল, তখনই সে আদিত্যস্বরূপ হইয়াছিল ; সেই এই আদিত্য মৃত্যু অতিক্রম করিয়া—মৃত্যুর বাহিরে থাকিয়া তাপ দিতেছেন ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা চক্ষুরাদিত্যোঽভবৎ, [illegible] তপতি ॥ ২৩।১৪ ॥

টীকা। [illegible]

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রকার চক্ষুঃ [illegible] ; তিনিই এখন তাপ দিতেছেন। [illegible] ॥ ১৪ ॥

অথ শ্রোত্রমত্যবহৎ, তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, তা দিশোঽভবং স্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ। [illegible] শ্রোত্রম [illegible] ; তৎ (শ্রোত্রং) যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, [illegible] দিগ্‌দেবতাঃ [illegible] ইমাঃ দিশঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তাঃ [illegible] । [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর প্রাণ শ্রোত্রদেবতাকে মৃত্যু অতিক্রম পূর্ব্বক বহন করিয়াছিলেন ; সেই শ্রোত্র যখন মৃত্যুপাশবিমুক্ত হইল, তখনই প্রসিদ্ধ দিগ্‌দেবতাস্বরূপ হইল। সেই এই দিগ্‌দেবতাসমূহ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা শ্রোত্রং দিশোঽভবং, [illegible] প্রাচ্যাদিবিভাগেনাবস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

টীকা। [illegible]

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ শ্রোত্রও দিক্‌সমূহ হইল ; দিশঃ—অর্থ—পূর্ব্বাদি বিভাগক্রমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ দিক্‌সমূহ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

অথ মনোঽত্যবহৎ, তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, স চন্দ্রমা অভবৎ, সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি, য এবং বেদ ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

টীকা। উপাস্যস্য প্রাণস্য কার্য্যকরণসংঘাতস্য বিধারকত্বং নাম গুণান্তরং, বক্তু,মুত্তরবাক্যং, তদাদায় ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। কথমুদ্গাতুর্বিক্রীতস্য ফলসম্বন্ধস্তত্রাহ—কর্ত্তুরিতি।

অন্নাগানমাত্মনিত্যত্র প্রশ্নপূর্ব্বকং বাক্যশেষমনুকূলয়তি—কথমিত্যাদিনা। তস্যৈব হেতুমাহ—যস্মাদিতি। প্রাণেনৈব তদন্নস্ত ইতি সম্বন্ধঃ। যস্মাদিত্যস্য তস্মাদিত্যাদিনাপেক্ষিতোঽন্বয়ঃ। অনিয়তোঽপ্যন্নশব্দশ্চেৎ প্রাণপর্য্যায়স্তর্হি কথং শকটে তচ্ছব্দপ্রয়োগস্তত্রাহ—অনঃশব্দ ইতি।

ইতশ্চ প্রাণস্য স্বার্থমন্নাগানং যুক্তমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। প্রাণেন বাগাদিবৎ আত্মার্থমন্নমাশিতং চেৎ, তর্হি তস্যাপি পাপ্মবেধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদপীতি। ইহান্নে দেহাকারপরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ, অতঃ স্থিত্যর্থং প্রাণস্যান্নমিতি ন পাপ্মবেধস্তস্মিন্নস্তীত্যর্থঃ॥ ২৬॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ আত্মনে" ইত্যাদি। বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ আপনার জন্য গান করিয়াছিল, মুখ্য প্রাণও সেইরূপ তিনটি পবমান স্তোত্রে সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ প্রাজাপত্য ফলসিদ্ধির অনুকূলভাবে গান করিয়া, অনন্তর অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে আপনার জন্য অন্নাদ্য গান করিয়াছিলেন। 'অন্নাদ্য' অর্থ—যাহা অন্ন, অথচ ভক্ষণযোগ্য। কামসংযোগ অর্থাৎ যজ্ঞে আশংসিত ফলপ্রাপ্তি যে, কর্ত্তারই হইয়া থাকে, ইহা বাচনিক বা শাস্ত্রপ্রাপ্ত; [সুতরাং প্রাণের ঐ প্রকার ফলপ্রাপ্তি অসঙ্গত হয় নাই] (১)।

ভাল, প্রাণ যে, সেই অন্নাদ্য ফলজনক গান আপনার জন্য করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় কি প্রকারে? তদ্বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—'যং কিঞ্চ' ইতি। 'যং কিঞ্চ' কথায় এখানে সাধারণতঃ অন্নমাত্রই বুঝাইতেছে। 'হি' শব্দটি হেত্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যেহেতু জগতে প্রাণিগণ যাহা কিছু অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও এই 'অনে'র সাহায্যেই করিয়া থাকে,

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে আছে, "যং কিঞ্চ যজ্ঞে আশাসতে, যজমানায়ৈব তদাশাসতে" ইত্যাদি। অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক্গণ যাহা কিছু ফল কামনা করিয়া থাকেন, যজমানের উদ্দেশ্যেই তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু যজমানের জন্য আশংসিত হইলেও "ফলং চ কর্ত্তৃগামি স্যাৎ" এই নিয়মানুসারে সাক্ষাৎকর্ত্তা ঋত্বিক্গণেরই সেই আশংসিত ফললাভ হইয়া থাকে; পরে যজমান দক্ষিণারূপ মূল্য দ্বারা ঋত্বিক্গণের নিকট হইতে সেই ফল ক্রয় করিয়া লন; তাহার পর যজমান সেই ক্রীত ফলের অধিকারী বা ভোক্তা হন। এই অভিপ্রায়েই উদ্ধৃত শ্রুতিতে "যজমানায়ৈব তদাশাসতে" বলা হইয়াছে। এখন এখানে শঙ্কা হইল যে, উদ্গাতা প্রাণ যে অন্নাদ্য ফলার্থ গান করিয়াছিলেন, তাহা ত বিক্রীত হইয়া যজমানেরই হইবে, তবে আর 'প্রাণ আত্মার্থে গান করিয়াছিলেন' কথাটি সঙ্গত হয় কি প্রকারে? সেই শঙ্কা নিরাসার্থ ভাষ্যকার "কথং পুনঃ" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন।

অর্থাৎ প্রাণিগণ 'অন'নামক এই প্রাণের সাহায্যেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। প্রাণের 'অন' নামটি লোকপ্রসিদ্ধ। 'অন' শব্দের ন্যায় 'অনস্' শব্দও 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, বিশেষ এই যে, উহা সকারান্ত। 'অনস্' শব্দের অর্থ—শকট (গাড়ী), আর অকারান্ত 'অন' শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ প্রাণ; সুতরাং ইহা 'প্রাণ' শব্দেরই সমানার্থক—পর্য্যায় শব্দ।

অপি চ, কেবল জীবগণই যে, অন্ন-ভক্ষণে প্রাণের সাহায্য পাইয়া থাকে, তাহা নহে, পরন্তু সেই মুখ্য প্রাণ নিজেও শরীরাকারে পরিণত সেই ভুক্তান্নেই অবস্থান করিয়া থাকে; অতএব প্রাণ যে, আপনার অবস্থিতির জন্যই অন্নাদি গান করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আর প্রাণ কর্তৃক যে, অন্ন ভক্ষণ, তাহাও কেবল তাহার অবস্থিতি লাভের নিমিত্তই, (কোন প্রকার ভোগার্থ নহে); সুতরাং কল্যাণাসক্তিনিবন্ধন বাক্ প্রভৃতির যেরূপ পাপ হইয়াছিল, প্রাণের সম্বন্ধে সেরূপ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥ ১৭ ॥

তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদꣳ সর্ব্বং যদন্নং তদাত্মন-আগাসীরনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি; তে বৈ মাভিসংবিশ-তেতি; তথেতি তꣳ সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত।

তস্মাদ্ যদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যন্ত্যেবꣳ হ বা এনꣳ স্বা অভিসংবিশন্তি, ভর্ত্তা স্বানাꣳ শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্য-ন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ; য উ হৈবম্বিদꣳ স্বেষু প্রতি প্রতির্বুভূষতি, ন হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনু ভবতি যো বৈ তমনু ভার্য্যান্ বুভূর্ষতি, স হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ।—তে (বাগাদয়ঃ) দেবাঃ অব্রুবন্ (উক্তবন্তঃ) [মুখ্যং প্রাণং] —ইদং সর্ব্বং এতাবৎ বৈ (এব) (এতাবদেব, নাতোঽধিকমস্তীত্যর্থঃ)। [কিং তৎ? ইত্যাহ—লোকে প্রাণ-স্থিত্যর্থং] যৎ অন্নং অদ্যতে (ভক্ষ্যতে), তৎ (অন্নং) আত্মনে (আত্মার্থং) আগাসীঃ (পূর্ব্বং গীতবান্ অসি), অনু (পশ্চাৎ) নঃ (অস্মাকং গীতবান্ অসি, অথবা তৎ সর্ব্বং আত্মনে গীতবান্ অসি), [বয়ঞ্চ অন্নং বিনা স্থাতুং ন শক্নুমঃ, তস্মাৎ] অনু (পশ্চাৎ) অস্মিন্ (তব আত্মার্থে অন্নে) নঃ (অস্মান্) আভজস্ব (আভাজয়স্ব—অন্নভাগিনঃ কুরু) ইতি। [এবং

প্রার্থিতঃ প্রাণ আহ—] তে (প্রকৃতাঃ যূয়ং) বৈ মা (মাং প্রাণং) অভিসংবিশত (ময়ি সর্ব্বতঃ প্রবিশত) ইতি ; [এবমুক্তাঃ বাগাদয়ঃ] তথা (তথাস্তু) ইতি [উক্তা] তং (প্রাণং) পরিসমন্তং (পরিতঃ সমন্তাৎ) ন্যবিশন্ত (নিশ্চয়ে প্রবিষ্টা বভূবুঃ)। তস্মাৎ (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রাণে অন্তর্নিবেশাৎ হেতোঃ), অনেন (প্রাণেন) যৎ অন্নং অত্তি (ভক্ষয়তি) [লোকঃ], তেন (অন্ন-ভক্ষণেন) এতাঃ (বাগাদ্যাঃ দেবতাঃ) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তিং লভন্তে)। যঃ (অন্যোঽপি যঃ কশ্চিৎ) এবং (বাগাদীনামাশ্রয়ভূতং প্রাণং) বেদ (বিজানাতি), এনং (বিদ্বাংসম্) [অপি] স্বাঃ (জ্ঞাতয়ঃ) এবং (বাগাদিবৎ) অভিসংবিশন্তি (আশ্রয়ন্তে), স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) ভর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা—পোষকঃ) ভবতি ; তথা শ্রেষ্ঠঃ সন্ পুরঃ (অগ্রে) এতা (গন্তা—অগ্রবর্ত্তী) ভবতি ; তথা অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা—দীপ্তাগ্নিঃ) অধিপতিঃ (পালয়িতা চ) ভবতি।

কিঞ্চ, স্বেষু (জ্ঞাতিষু মধ্যে) যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এবংবিদং প্রতি প্রতিঃ (প্রতিকূলঃ) বুভূষতি (ভবিতুমিচ্ছতি—প্রতিস্পর্দ্ধী ভবতি), (সঃ প্রতিস্পর্দ্ধী) ন হ এব (নৈব) ভার্য্যেভ্যঃ (স্বস্য ভরণীয়েভ্যঃ চ) অলং (পোষণায় সমর্থঃ) ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) যঃ এব এতং (প্রাণবিদং প্রতি) অনু (অনুগতঃ) ভবতি, যঃ এব চ তম্ অনু ভার্য্যান্ (তদনুগতান্ ভরণীয়ান্) বুভূর্ষতি (ভর্ত্তুং পোষয়িতুম্ ইচ্ছতি), সঃ এব হ (নিশ্চয়ে) ভার্য্যেভ্যঃ (স্বস্য ভরণীয়েভ্যঃ) অলং (পোষণে পর্য্যাপ্তঃ) ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—সেই বাক্প্রভৃতি দেবতাগণ [প্রাণকে] বলিল, এ সমস্তই অন্ন,—যাহা অন্ন, তাহা তুমি আপনার জন্য গান করিয়াছ ; [আমরাও অন্ন ব্যতীত অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না ; অতএব] ইহার পর আমাদিগকেও ঐ অন্নের অধিকারী কর। [প্রাণ বলিল—] তোমরা সর্ব্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ কর, অর্থাৎ আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহারা 'তথাস্তু' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেই হেতু লোকে প্রাণ দ্বারা যে অন্ন ভক্ষণ করে, তাহাতেই এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাগাদির আশ্রয়ভূত এই প্রাণতত্ত্ব অবগত হন, জ্ঞাতিগণও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে ; তিনিও জ্ঞাতিগণের ভরণ-পোষণ করেন, শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী হন, অন্নভোক্তা (দীপ্তাগ্নি) এবং অধিপতি বা পরিপালক হন। অধিকন্তু

জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহার প্রতি—প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজের ভরণীয়গণকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় না; পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইহার প্রতি অনুগত থাকে, এবং ভরণীয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি ভরণীয় স্বজনগণকে ভরণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে দেবাঃ। নন্ববধারণমযুক্তম্—'প্রাণেনৈব তদদ্যতে' ইতি, বাগাদীনামপি অন্ননিমিত্তোপকারদর্শনাৎ। নৈষ দোষঃ; প্রাণদ্বারত্বাৎ তদুপকারস্য। কথং প্রাণদ্বারকোঽন্নকৃতো বাগাদীনামুপকার ইতি, এতমর্থং প্রদর্শয়ন্নাহ—১।

তে বাগাদয়ো দেবাঃ স্ববিষয়দ্যোতনাৎ দেবাঃ, অব্রুবন্ উক্তবন্তঃ, মুখ্যং প্রাণম্ 'ইদম্ এতাবৎ' নাতোঽধিকমস্তি; বা ইতি স্মরণার্থঃ; ইদং তৎ সর্ব্বমেতাবদেব। কিম্? যদন্নং প্রাণস্থিতিকরমদ্যতে লোকে, তৎ সর্ব্বমাত্মনে আত্মার্থম্ আগাসীঃ আগীতবানসি, আগানেনাত্মসাৎ কৃতমিত্যর্থঃ; বয়ঞ্চ অন্নমন্তরেণ স্থাতুং নোৎসহামহে; অতঃ অনু পশ্চাৎ নোঽস্মান্ অস্মিন্ অন্নে আত্মার্থে ত্বদীয়ে আভজস্ব আভাজয়স্ব; ণিচোঽশ্রবণং ছান্দসম্; অস্মাংশ্চান্নভাগিনঃ কুরু। ২।

ইতর আহ—'তে যূয়ং যদ্যন্নার্থিনঃ বৈ, মা মাম্ অভিসংবিশত সমন্ততো মাম্ আভিমুখ্যেন নিবিশত' ইতি, এবমুক্তবতি প্রাণে তথেতি এবমিতি তৎ প্রাণং পরিসমন্তং পরিসমন্তাৎ ন্যবিশন্ত নিশ্চয়েনাবিশন্ত, তং প্রাণং পরিবেষ্ট্য নিবিষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা নিবিষ্টানাং প্রাণানুজ্ঞয়া তেষাং প্রাণেনৈব অদ্যমানং প্রাণস্থিতিকরং সৎ অন্নং তৃপ্তিকরং ভবতি; ন স্বাতন্ত্র্যেণান্নসম্বন্ধো বাগাদীনাম্। তস্মাদ্ যুক্তমেবাবধারণম্—"অনেনৈব তদদ্যতে" ইতি। তদেব চাহ—তস্মাৎ,—যস্মাৎ প্রাণাশ্রয়তয়ৈব প্রাণানুজ্ঞয়াভিসন্নিবিষ্টা বাগাদিদেবতাঃ, তস্মাদ্ যদন্নম্ অনেন প্রাণেনাত্তি লোকঃ, তেনান্নেন এতা বাগাদ্যাঃ তৃপ্যন্তি। ৩।

বাগাদ্যাশ্রয়ং প্রাণং যো বেদ—বাগাদয়শ্চ পঞ্চ প্রাণাশ্রয়া ইতি, তমপি এবম্, এবং হ বৈ, স্বা জ্ঞাতয়ঃ অভিসংবিশন্তি বাগাদয় ইব প্রাণম্; জ্ঞাতীনাম্ আশ্রয়ণীয়ো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। অভিসন্নিবিষ্টানাং চ স্বানাং প্রাণবদেব বাগাদীনাম্ স্বান্নেন ভর্ত্তা ভবতি; তথা শ্রেষ্ঠঃ; পুরোহগ্রত এতা গন্তা ভবতি, বাগাদীনামিব প্রাণঃ; তথা অন্নাদোঽনাময়াবীত্যর্থঃ। অধিপতিরধিষ্ঠায় চ

পালয়িতা স্বতন্ত্রঃ পতিঃ, প্রাণবদেব বাগাদীনাম্। য এবং প্রাণং বেদ, তস্য এতৎ যথোক্তং ফলং ভবতি। ৪।

কিঞ্চ, য উ হ এবংবিদং প্রাণবিদং প্রতি স্বেষু জ্ঞাতীনাং মধ্যে প্রতিঃ প্রতিকূলঃ বুভূষতি প্রতিস্পর্দ্ধী ভবিতুমিচ্ছতি, সোঽসুরা ইব প্রাণপ্রতিস্পর্দ্ধিনো ন হৈবালং ন পর্য্যাপ্তঃ ভার্য্যেভ্যো ভরণীয়েভ্যো ভবতি ভর্তুমিত্যর্থঃ। অথ পুনর্য এব জ্ঞাতীনাং মধ্যে এতম্ এবংবিদং বাগাদয় ইব প্রাণম্ অনু—অনুগতো ভবতি, যো বৈ এতম্ এবংবিদম্ অন্বেব অনুবর্ত্তয়ন্নেব আত্মীয়ান্ ভার্য্যান্ বুভূর্ষতি ভর্ত্তুমিচ্ছতি, যথৈব বাগাদয়ঃ প্রাণানুবৃত্ত্যা আত্মবুভূর্ষব আসন্; স হৈব অলং পর্য্যাপ্তঃ ভার্য্যেভ্যো ভরণীয়েভ্যঃ ভর্ত্তুং, নেতরঃ স্বতন্ত্রঃ। সর্ব্বমেতৎ প্রাণগুণবিজ্ঞান-ফলমুক্তম্॥ ২৭॥ ১৮॥

টীকা। ভর্ত্তা শ্রেষ্ঠঃ পুরো গন্তেত্যাদিগুণবিধানার্থং বাক্যান্তরমাদত্তে—তে দেবা ইতি। তস্য বিবক্ষিতমর্থং বক্তুমাদাবাক্ষিপতি—নন্বিতি। অযুক্তত্বে হেতুমাহ—বাগাদীনামিতি। অবধারণানুপপত্তিং দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। যথা প্রাণস্যোপকারোঽন্নকৃতো ন বাগাদিদ্বারকঃ, তথা তেষামপি নাসৌ প্রাণদ্বারকঃ, বিশেষাভাবাদিতি শঙ্কতে—কথমিতি। বাক্যেন পরিহরতি—এতমর্থমিতি। আহ বিশেষমিতি শেষঃ। ১।

তেষাং দেবত্বং সাধয়তি—স্ববিষয়েতি। তত্র প্রসিদ্ধিং প্রমাণয়িতুং বৈশব্দ ইত্যাহ—বা ইতি স্মরণার্থ ইতি। তৎপ্রসিদ্ধস্যার্থস্যেতি শেষঃ। বাক্যার্থমাহ—ইদং তদিতি। এতাবত্ত্বমেব ব্যাচষ্টে—তৎ সর্ব্বমিতি। কিমিদং প্রাণার্থমন্নাগানং নাম, তদাহ—আগানেনেতি। কা পুনরেতাবতা ভবতাং ক্ষতিঃ, তত্রাহ—বয়ং চেতি। অন্নমন্তরেণ মমাপি স্থাতুমশক্তেরন্নদর্থং তদাগীতমিতি চেৎ, তত্রাহ—অত ইতি। আভজস্বেতি শ্রূয়মাণে কথমন্যথা ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—ণিচ ইতি। তবৈবান্নস্বামিত্বম্, অস্মাকমপি তত্র প্রবেশমাত্রং স্থিত্যর্থমপেক্ষিতমিতি বাক্যার্থমাহ—অস্মাংশ্চেতি। ২।

বৈশব্দো যদ্যর্থে প্রযুক্তঃ। প্রাণং পরিবেষ্ট্য তদনুজ্ঞয়া বাগাদীনামন্নার্থিনামবস্থানং চেৎ, তেষামপি প্রাণবদ্ অন্নসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। ত্যক্তপ্রাণস্য অন্নবলাদ্ বাগাদিস্থিত্যনুপলব্ধেরিত্যর্থঃ। বাগাদীনামন্নজন্যোপকারস্য প্রাণদ্বারত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তেষামন্নকৃতোপকারস্য প্রাণদ্বারকত্বে বাক্যশেষং সংবাদয়তি—তদেবেতি। বিদ্যাফলং দর্শয়ন্ গুণজাতমুপদিশতি—বাগাদীতি। ৩।

বেদনমেব ব্যাচষ্টে—বাগাদয়শ্চেতি। স চ প্রাণোঽহমস্মীতি বেদেতি চকারার্থঃ। অনাময়াবী ব্যাধিরহিতো দীপ্তাগ্নিরিতি যাবৎ। ৪।

সম্প্রতি প্রাণবিদ্যাং স্তোতুং তদ্বিদ্যাবদ্বিদ্বেষিণো দোষমাহ—কিঞ্চেতি। ইদানীং প্রাণবিদং প্রত্যনুরাগে লাভং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। তে দেবা অব্রুবন্নিত্যাদৌ গুণবিধির্বিবক্ষিতে ন বিশিষ্টবিধিগুণফলস্যৈবাত্র শ্রবণাদিত্যাহ—সর্ব্বমেতদিতি॥ ২৭॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—"তে দেবাঃ" ইত্যাদি। ভাল, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও যখন অন্নভক্ষণজনিত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন 'প্রাণ দ্বারাই অন্ন ভক্ষণ করে' এইরূপ অবধারণ করা (অপরের উপকার নিষেধ করা) যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; না, ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, বাক্ প্রভৃতির যে, অন্ন দ্বারা উপকার লাভ, তাহাও এই প্রাণের সাহায্যেই হইয়া থাকে, [সুতরাং ঐরূপ অবধারণে দোষ হইতেছে না]। প্রাণ দ্বারা বাগাদি অন্নকৃত উপকার ইন্দ্রিয়ের যে প্রকারে সাধিত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—১।

সেই বাক্ প্রভৃতি দেবগণ,—তাঁহারা নিজ নিজ বিজ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ বা প্রদ্যোতিত করেন বলিয়া দেব-শব্দ বাচ্য। 'বৈ' শব্দটী স্মরণার্থক, সেই দেবগণ মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিলেন—'ইহা এই পর্য্যন্তই, ঐতদপেক্ষা আর অধিক নাই', অর্থাৎ এই যে, সেই বিষয়, তাহা এই পর্য্যন্তই বটে। ইহা কি? না, জগতে প্রাণিগণ প্রাণরক্ষার জন্য, যে অন্ন ভক্ষণ করে, তুমি সেই সমস্ত অন্ন অর্থাৎ অন্নপ্রদ উদ্গান আপনার জন্য গান করিয়াছ,—উপযুক্ত গানের দ্বারা [সেই অন্নকে] আত্মসাৎ করিয়াছ, কিন্তু আমরাও ত অন্নের অভাবে থাকিতে সমর্থ হইতেছি না, অতএব অতঃপর তোমার নিজের জন্য পরিকল্পিত অন্নে আমাদিগকেও অংশভাগী কর। [শ্রুতির 'আভজস্ব' স্থলে 'আভাজয়স্ব' বুঝিতে হইবে], কেবল ছন্দের অনুরোধে 'ণিচ্' প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয় নাই। ২।

অপরে (প্রাণ) বলিলেন, সেই তোমরা যদি অন্নার্থী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাতে প্রবেশ কর, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হও। প্রাণ এ কথা বলিলে পর 'তাহাই হউক—এইরূপই করি,' এই বলিয়া তাঁহারা স্থিরনিশ্চয়ে সেই প্রাণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট হইলেন, অর্থাৎ সেই প্রাণকে বেষ্টন করিয়া তাহাতে সন্নিবিষ্ট রহিলেন। তাঁহারা সেইরূপ সন্নিবিষ্ট হইলে পর, প্রাণ-ভক্ষিত যে অন্নে প্রাণের স্থিতি সাধিত হয়, সেই অন্নই প্রাণের আজ্ঞাক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণেরও তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অন্নসম্বন্ধ নাই। অতএব "অনেনৈব তদন্নতে" এইরূপ অবধারণ করা যুক্তিসম্মতই হইয়াছে। যেহেতু বাগাদি দেবতাগণ প্রাণের অনুমতিক্রমে প্রাণের মধ্যে সম্যক্‌রূপে সন্নিবিষ্ট ও প্রাণাশ্রিত; সেই হেতুই সাধারণ লোকে 'অন্ন' দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের সাহায্যে যে অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রাণভক্ষিত অন্ন দ্বারা এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্তি লাভ করিয়া

থাকে ; বাক্ প্রভৃতিকে আর স্বতন্ত্রভাবে অন্নভক্ষণ দ্বারা তুপ্তিলাভ করিতে হয় না (১)। ৩।

যে ব্যক্তি, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত প্রাণকে জানে, অর্থাৎ বাক্প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই প্রাণের আশ্রিত, এইরূপ জ্ঞানলাভ করে, তাহাকেও এইরূপই— বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যেরূপ প্রাণে সন্নিবিষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপই স্বগণ—জ্ঞাতিবর্গ আশ্রয় করে। অভিপ্রায় এই যে, সে ব্যক্তি জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয়ণীয় হন ; এবং প্রাণ যেমন স্বীয় অন্ন দ্বারা বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পোষণ করে, তেমনি সেই বিদ্বান্ পুরুষও স্বীয় অন্নদ্বারা আশ্রিত জ্ঞাতিবর্গের ভরণ করিয়া থাকেন, সেই রূপ বাগাদির মধ্যে প্রাণ যেমন, তেমনি [জ্ঞাতিগণের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী হন ; এবং অন্নাদ অর্থাৎ ব্যাধিরহিত দীপ্তাগ্নি হন ; এবং অধিপতি হন—প্রাণ যেরূপ স্বাধীনভাবে বাগাদির পালক বা স্থিতিহেতু, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া পালক—প্রভু হন। যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার প্রাণতত্ত্ব জানে, তাহার এইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। ৪।

অপিচ,—স্বগণের অর্থাৎ জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর প্রতি প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে—প্রতিপক্ষরূপে স্পর্দ্ধা করিতে অভিলাষী হয়, নিশ্চয় সে ব্যক্তিও প্রাণস্পর্দ্ধী অসুরগণের ন্যায় নিজের পোষ্যবর্গ পোষণ করিতে অসমর্থ হয়। পক্ষান্তরে, প্রাণের প্রতি বাক্প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞাতিগণের মধ্যেও যে ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানীর অনুগত থাকে, এবং বাক্ প্রভৃতি যেরূপ প্রাণের আনুগত্য গ্রহণপূর্ব্বক আত্মপোষণে অভিলাষী হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্ত জ্ঞানীর ইচ্ছানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মীয়গণকে পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ভরণীয় স্বগণের ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু অপর যে লোক স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহার আনুগত্য স্বীকার করে না, সে লোক কখনই পোষণে সমর্থ হয় না। এ সমস্তই প্রাণগুণ-বিজ্ঞানের ফল কথিত হইল ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কার্য্যকরণানামাত্মত্বপ্রতিপাদনায় প্রাণস্যাঙ্গিরসত্ব-মুপন্যস্তম্—"সোঽযাস্য আঙ্গিরসঃ" ইতি। অস্মাদ্ধেতোঃ অয়ং আঙ্গিরসঃ ইত্যাঙ্গিরসত্বে হেতুর্নোক্তঃ, তদ্ধেতুসিদ্ধ্যর্থমারভ্যতে। তদ্ধেতুসিদ্ধ্যায়ত্তং হি

(১) তাৎপর্য্য—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, এই দুইটী প্রাণের ধর্ম্ম ; এই জন্যই গুরুতর পরিশ্রমে যখন প্রাণের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পায়। গৌড়াচার্য্যের কারিকায় আছে— "যথাস্ত জাগরশ্চৈব সুষুপ্তেরেব ন সংশয়ঃ। বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণধর্ম্ম ইতি স্মৃতঃ।" ইতি।

কার্য্যকরণাত্মত্বং প্রাণস্য, অনন্তরঞ্চ বাগাদীনাং প্রাণাধীনতোক্তা ; সা চ কথমুপপাদনীয়া, ইত্যাহ—

টীকা। উত্তরগ্রন্থস্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধং বক্তুং ব্যবহিতমনুবদতি—কার্য্যকরণানামিতি। অনন্তরগ্রন্থমবতারয়তি—অস্মাদিতি। কিমিত্যাঙ্গিরসত্বসাধকো হেতুঃ সাধনীয়স্তত্রাহ—তদ্ধেত্বিতি। সম্প্রত্যব্যবহিতং সম্বন্ধং দর্শয়তি—অনন্তরং চেতি। প্রকারান্তরং বুভুৎসমান-মিতি সূচয়িতুং চশব্দঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইতঃপূর্ব্বে "সোঽয়াস্য আঙ্গিরসঃ" শ্রুতিতে প্রাণকে দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার আঙ্গিরসত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি কারণে যে, তাহার আঙ্গিরসত্ব হইল, তাহার কোন কারণ বলা হয় নাই ; অথচ ঐরূপ হেতুর নির্দ্দেশ ব্যতীত প্রাণের দেহে-ন্দ্রিয়াদি স্বরূপতাই সিদ্ধ হইতে পারে না ; এই জন্য সেই হেতুর প্রতিপাদনার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে। অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে প্রাণের অধীন বলা হইয়াছে ; সেই প্রাণাধীনতা যে, কি প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছেন—

সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাꣳ হি রসঃ ; প্রাণো বা অঙ্গানাꣳ রসঃ, প্রাণো হি বা অঙ্গানাꣳ রসস্তস্মাদ্ যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি, তদেব তচ্ছুষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গানাꣳ রসঃ ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ।—অথ প্রাণস্য প্রাগুক্তাঙ্গিরসত্বে হেতুমুপন্যস্যতি—"সোঽয়াস্যঃ" ইত্যাদি। "সঃ অয়াস্য আঙ্গিরসঃ, অঙ্গানাংহি রসঃ, প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ" ইত্যেবমন্তমষ্টমশ্রুতিবাক্যং যথাব্যাখ্যাতমেব স্মরণার্থমিহ পুনরুপন্যস্তম্।

প্রাণঃ (প্রাগুক্তঃ) বৈ (অবধারণে) হি (প্রসিদ্ধৌ) অঙ্গানাং (দেহে-ন্দ্রিয়াদীনাং) রসঃ (সারঃ, আত্মত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) যস্মাৎ কস্মাৎ চ (যতঃ কুতশ্চিদপি) অঙ্গাৎ (শরীরাবয়বাৎ) প্রাণঃ উৎক্রামতি (অপসরতি), তদেব (তত্রৈব) তৎ প্রাণবিযুক্তম্ অঙ্গং) শুষ্যতি (শুষ্কং ভবতি)। [কুতঃ এবম্?] হি (যস্মাৎ) এষঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) বৈ অঙ্গানাং রসঃ (সার ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—ইতঃপূর্ব্বে কেন যে, প্রাণকে 'আঙ্গিরস' বলা হইয়াছে, তাহার হেতু নির্দ্দেশার্থ প্রথমে অষ্টম শ্রুতির বাক্যাংশ উদ্ধৃত

করা হইয়াছে। ঐ অংশের ব্যাখ্যা সেখানেই দ্রষ্টব্য। মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের—দেহেন্দ্রিয়াদির রস বা সারস্বরূপ আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই কারণেই যে কোনও দেহাবয়ব হইতে প্রাণ সরিয়া যায়, সেখানেই সেই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়; কেন না, মুখ্য প্রাণ হইতেছে অঙ্গসমূহের রস অর্থাৎ সারভূত আত্মা; [অতএব তাহার অভাবে অঙ্গের শুষ্কতা এবং প্রাণের 'আঙ্গিরস' নামে প্রসিদ্ধি সঙ্গতই বটে] ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—"সোঽয়াস্য আঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি যথোপন্যস্তমেবো-পাদীয়তে উত্তরার্থম্। "প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ" ইত্যেবমন্তং বাক্যং যথা-ব্যাখ্যাতার্থমেব পুনঃ স্মারয়তি। কথম্?—প্রাণো বা অঙ্গানাং রস ইতি। প্রাণো হি; হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ, অঙ্গানাং রসঃ; প্রসিদ্ধমেতৎ প্রাণস্যাঙ্গরসত্বম্, ন বাগাদী-নাম্; তস্মাদ্ যুক্তং 'প্রাণো বা' ইতি স্মারণম্। কথং পুনঃ প্রসিদ্ধত্বম্? ইত্যত আহ—তস্মাচ্ছব্দ উপসংহারার্থ উপরিত্বেন সম্বধ্যতে। যস্মাদ্ যতোঽবয়বাৎ, কস্মাৎ অনুক্তবিশেষাৎ,—যস্মাৎ কস্মাদ্ যতঃ কুতশ্চিচ্চ অঙ্গাৎ শরীরাবয়বাদবিশেষিতাৎ, প্রাণ উৎক্রামতি অপসর্পতি, তদেব তত্রৈব, তদঙ্গং শুষ্যতি নীরসং ভবতি শোষ-মুপৈতি। তস্মাদেষ হি বা অঙ্গানাং রস ইত্যুপসংহারঃ। অতঃ কার্য্যকরণানা-মাত্মা প্রাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধম্। আত্মাপায়ে হি শোষো মরণং স্যাৎ; তস্মাৎ তেন জীবন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে। তস্মাদপাস্য বাগাদীন্ প্রাণ এবোপাস্য ইতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

টীকা। তর্হি যৎ উপপাদনীয়ং, তদুচ্যতাং, কিমিত্যুক্তস্য পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তরার্থ-মিতি। প্রতিজ্ঞানুবাদো বক্ষ্যমাণহেতোরুপযোগীত্যর্থঃ। যথোপন্যস্তমেব ইত্যাদি প্রপঞ্চয়তি—প্রাণো বা ইতি। উক্তার্থনির্ণয়হেতুং পৃচ্ছতি—কথমিতি। তত্র প্রসিদ্ধিং হেতুং কুর্ব্বন্ পরি-হরতি—প্রাণো হীতি। প্রসিদ্ধিমেব প্রকটয়তি—প্রসিদ্ধমিতি। স্মারণং প্রসিদ্ধস্য আঙ্গিরসত্ব-স্যেতি শেষঃ। প্রসিদ্ধিরসিদ্ধেতি শঙ্কতে—কথমিতি। তামন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাধয়তি—অত আহেতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যস্মাৎ কস্মাদিতি। উক্তেন ব্যতিরেকেণানুক্তমন্বয়ং সমুচ্চেতুং চশব্দঃ। তস্মাৎ-শব্দস্য উপরিভাবেন সম্বন্ধমুক্তং স্ফুটয়তি—তস্মাদিতি। অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যামঙ্গরসত্বে প্রাণস্য সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। উক্তন্যায়াৎ অঙ্গরসত্বে সিদ্ধেঽপি কথমাত্মত্বং সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেতি। অস্তু প্রাণঃ সংঘাতস্য আত্মা, তথাপি কিং স্যাৎ, তদাহ—তস্মাদিতি। ভবতু প্রাণাধীনং সঙ্ঘাতস্য জীবনং, তথাপি কথং তস্যৈব উপাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদপাস্যেতি ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার পরে প্রয়োজন আছে বুঝিয়া এখানে পূর্ব্বের (অষ্টম শ্রুতির) নির্দ্দেশানুসারেই "সোঽয়াস্য আঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি অংশ গ্রহণ

করা হইতেছে। "প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ" এই পর্য্যন্ত বাক্যটী এখানে ইহার পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যাখ্যাই স্মরণ করিয়া দিতেছে। তাহা কি প্রকার? না, 'প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ' (প্রাণই অঙ্গ সমূহের সারভূত) ইতি। মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের (ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) রস। 'প্রাণো হি' এই হি-শব্দটী প্রসিদ্ধি বোধক; সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, এই প্রাণেরই অঙ্গরসত্ব প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নহে অতএব প্রাণের 'অঙ্গরসত্ব' স্মরণ করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ঐরূপ প্রসিদ্ধিই বা হইল কেন, তাহা বলিতেছেন,—এস্থানের 'তস্মাৎ' শব্দটী প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহারার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ। 'যস্মাৎ' অর্থ যাহা হইতে—যে অবয়ব হইতে; কস্মাৎ অর্থ—সেই অবয়বের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ-নির্দ্দেশ না থাকা, অর্থাৎ 'অমুক অঙ্গ' ইত্যাদিরূপ কোনও বিশেষ না থাকা; যে কোনও অঙ্গ হইতে সাধারণ শরীরাবয়ব হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করে—সরিয়া যায়, সেখানেই সেই অঙ্গটি শুষ্ক—নীরস হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই (মুখ্য প্রাণই) অঙ্গসমূহের রস, এই অংশটুকু উক্ত বাক্যের উপসংহার-স্বরূপ। এই কারণেই মুখ্য প্রাণ [দেহেন্দ্রিয়াদির] আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কেন না, আত্মার অপগমে শোষের—মরণের সম্ভাবনা হয়; সেই হেতুই [বুঝিতে হইবে যে,] প্রাণিগণ সেই প্রাণের সাহায্যেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বাক্যের স্থূলার্থ এই যে, অতএব বাক্ প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রাণেরই উপাসনা করা উচিত॥ ২৮॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ উ। ন কেবলং কার্য্য-কারণয়োরেবাত্মা প্রাণো রূপ-কর্ম্মভূতয়োঃ; কিং তর্হি? ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং নামভূতানামাত্মেতি সর্ব্বাত্মকতয়া প্রাণং স্তুবন্ মহীকরোতি উপাস্যত্বায়—

টীকা।—বৃহস্পত্যাদিধর্ম্মকং প্রাণোপাসনং বক্তুং বাক্যান্তরমবতারয়তি—এষ ইতি। তস্য বিধান্তরেণ তাৎপর্য্যমাহ—ন কেবলমিতি। কার্য্যং স্থূলশরীরং প্রত্যক্ষতো রূপামাণং রূপাত্মকং, করণং চ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমৎ কর্ম্মভূতং, তয়োরাত্মা প্রাণ ইত্যুক্ত্বা নামরাশেরপি তথেতি বক্তুং কণ্ডিকাচতুষ্টয়মিত্যর্থঃ। কিমিতি প্রাণস্য আত্মত্বেন সর্ব্বাত্মত্বোক্ত্যা স্তুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাস্যত্বায়েতি।

ভাষ্যানুবাদ।—[নাম-রূপাত্মক জগতে] প্রাণ যে, কেবল রূপপরিণতিভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণেরই আত্মা, তাহা নহে, পরন্তু নামভূত (শব্দাত্মক) ঋক্, যজুঃ ও সামবেদেরও [আত্মা], এই বলিয়া "এষ উ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণের উপাস্যতা জ্ঞাপনের জন্য সর্ব্বাত্মকভাবে প্রাণের স্তুতি করত উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছেন,—

এষ উ এব বৃহস্পতির্ব্বাগ্‌বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ।—এষঃ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) উ এব 'বৃহস্পতিঃ'। [প্রাণস্য কথং বৃহস্পতিত্বম্? ইত্যাহ] বাক্, বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহতী (ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী নাম ছন্দঃ); এষঃ (প্রাণঃ) তস্যাঃ (ছন্দোরূপায়া বাচঃ প্রাণনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ) পতিঃ (পালকঃ নিবর্ত্তকঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) উ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহস্পতিঃ (বৃহৎ+পতিঃ='বৃহস্পতিঃ' ইতি নাম নির্ব্বচনম্) ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—এই প্রাণই আবার বৃহস্পতি নামে প্রসিদ্ধ, কেন না, বাক্ হইতেছে 'বৃহতী' অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক 'বৃহতী' ছন্দঃ, প্রাণ তাহার উচ্চারণ সম্পাদন করে বলিয়া পতি অর্থাৎ পালক বা নির্ব্বাহক; এইজন্য প্রাণ বৃহস্পতিনামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ উ এব প্রকৃত আঙ্গিরসো বৃহস্পতিঃ। কথং বৃহস্পতিঃ? ইতি, উচ্যতে—বাগ্ বৈ বৃহতী, বৃহতীচ্ছন্দঃ ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা। অনুষ্টুপ্ চ বাক্। কথম্? "বাগ্বা অনুষ্টুপ্" ইতি শ্রুতেঃ। সা চ বাক্ অনুষ্টুপ্ বৃহত্যাং ছন্দস্যন্তর্ভবতি; অতো যুক্তং "বাগ্ বৈ বৃহতী" ইতি প্রসিদ্ধবদ্ বক্তুম্। বৃহত্যাঞ্চ সর্ব্বা ঋচোঽন্তর্ভবন্তি, প্রাণসংস্তুতত্বাৎ; "প্রাণো বৃহতী, প্রাণ ঋচ ইত্যেব বিদ্যাৎ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; বাগাত্মত্বাচ্চ ঋচাং প্রাণেঽন্তর্ভাবঃ। তৎ কথং? ইত্যাহ—তস্যা বাচো বৃহত্যা ঋচঃ, এষঃ প্রাণঃ পতিঃ, তস্যা নির্ব্বর্ত্তকত্বাৎ। কৌষ্ঠ্যাগ্নিপ্রেরিতমারুতনির্ব্বর্ত্ত্যা হি ঋক্; পালনাদ্ বা বাচঃ পতিঃ, প্রাণেন হি পাল্যতে বাক্, অপ্রাণস্য শব্দোচ্চারণসামর্থ্যাভাবাৎ; তস্মাদ্ উ বৃহস্পতিঃ ঋচাং প্রাণ আত্মেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ ২০ ॥

টীকা। উ-শব্দোঽপ্যর্থঃ, বৃহস্পতিশব্দাদুপরি সম্বধ্যতে। 'বৃহস্পতির্দ্দেবানাং পুরোহিত আসীৎ'—ইতি শ্রুতের্দ্দেবপুরোহিতো বৃহস্পতিরুচ্যতে, তৎ কথং প্রাণস্য বৃহস্পতিত্বমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। দেবপুরোহিতং ব্যাবর্ত্তয়িতুমুত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। প্রসিদ্ধবচনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃহতীছন্দ ইতি। সপ্ত হি গায়ত্র্যাদীনি প্রধানানি ছন্দাংসি, তেষাং মধ্যমং ছন্দো বৃহতীত্যুচ্যতে। সা চ বৃহতী ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ। ভবতু যথোক্তা বৃহতী, তথাপি কথম্ 'বাগ্বৈ বৃহতী' ইত্যুক্তং, তত্রাহ—অনুষ্টুপ্ চেতি। দ্বাত্রিংশদক্ষরা তাবদনুষ্টুবিষ্টা, সা চাষ্টাক্ষরৈশ্চতুর্ভিঃ পাদৈঃ ষট্‌ত্রিংশদক্ষরায়াং বৃহত্যামন্তর্ভবত্যবান্তরসংখ্যায়া মহাসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাদিত্যাহ—সা চেতি। বাগনুষ্টুভোরনুষ্টুপ্-বৃহত্যোশ্চোক্তমৈক্যমুপজীব্য ফলিতমাহ—অত ইতি। ভবতু বাগাত্মিকা বৃহতী, তথাঽপি তৎপতিত্বেন প্রাণস্য কথমুক্তপতিত্ব-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃহত্যাঙেতি। সর্ব্বাত্মকপ্রাণরূপেণ বৃহত্যাঃ স্তুতত্বাৎ তত্র সর্ব্বাসামৃচামন্তর্ভাবঃ সম্ভবতি, তস্মাৎ প্রাণস্য বৃহস্পতিত্বে সিদ্ধমৃক্পতিত্বমিত্যর্থঃ। প্রাণরূপেণ স্তুতা বৃহতীত্যত্র প্রমাণমাহ—প্রাণো বৃহতীতি। তথাঽপি প্রাণস্য বিবক্ষিতমৃগাত্মত্বং কথং সিদ্ধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণ ইতি। তস্য তদাত্মত্বে হেত্বন্তরমাহ—বাগাত্মত্বাদিতি। তাসাং তদাত্মত্বেঽপি কথং প্রাণেঽন্তর্ভাবঃ। নহি ঘটো মৃদাত্মা পটেঽন্তর্ভবতীতি শঙ্কতে—তৎ কথমিতি। প্রাণস্য বাঙ্নিষ্পাদকত্বাৎ তদ্ভূতানামৃচাং কারণে প্রাণে যুক্তোঽন্তর্ভাব ইত্যাহ—আহেত্যাদিনা। প্রাণস্য তন্নির্ব্বর্ত্তকত্বেঽপি ন তস্মিন্নৃচোঽন্তর্ভাবঃ, ন হি ঘটস্য কুলালেঽন্তর্ভাব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কৌষ্ঠ্যেতি। কোষ্ঠনিষ্ঠেনাগ্নিনা প্রেরিতস্তদ্‌গতো বায়ুরূর্দ্ধং গচ্ছন্ কণ্ঠাদিভিরভিহন্যমানো বর্ণতয়া ব্যজ্যতে, তদাত্মিকা চ বাক্ নির্ণীতা, দেবতাধিকরণ ঋক্ চ বাগাত্মিকোক্তা, তদযুক্তং তস্যাঃ প্রাণেঽন্তর্ভূতত্ব-মিত্যর্থঃ। ঋগাত্মত্বং প্রাণস্য প্রকারান্তরেণ সাধয়তি—পালনাদ্বেতি। সত্তাপ্রদত্বে সতি স্থাপকত্বং তাদাত্ম্যব্যাপ্তমিত্যভিপ্রেত্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২৯ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রস্তাবিত এই 'আঙ্গিরস' প্রাণই আবার বৃহস্পতি। প্রাণ যে, বৃহস্পতি কেন, তাহা বলা হইতেছে—বাক্ই বৃহতী, অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক 'বৃহতী' ছন্দঃ; 'বাক্ই অনুষ্টুপ্' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অনুষ্টুপ্ ছন্দও বাক্‌স্বরূপ; বাক্‌স্বরূপ অনুষ্টুপ্ ছন্দও আবার বৃহতী ছন্দেরই অন্তর্ভুক্ত; অতএব 'বাক্ বৈ বৃহতী' এইরূপ প্রসিদ্ধবৎ কথন সঙ্গতই হইয়াছে; 'প্রাণকেই বৃহতী এবং প্রাণকেই ঋক্ বলিয়া জানিবে' এই অপর শ্রুতিতে 'বৃহতীকে' প্রাণ-রূপে স্তুতি করায় [বুঝা যাইতেছে যে,] সমস্ত ঋক্ মন্ত্রই বৃহতীর অন্তর্ভূত, আবার ঋক্ মাত্রই বাগাত্মক; এই কারণেও প্রাণের মধ্যে সমস্ত ঋকের অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। উক্ত প্রাণ সেই বাগাত্মক বৃহতীর পতি; কারণ কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নির দ্বারা প্রেরিত বা চালিত হইয়া প্রাণই ঋকের (বাক্যের) অভিব্যক্তি ঘটায়; সুতরাং প্রাণই বাক্যের নির্ব্বাহক বা অভিব্যঞ্জক; এই কারণে অথবা বাক্যের প্রতিপালক বলিয়া প্রাণই বাক্যের পতি। প্রাণহীনের শব্দোচ্চারণ সামর্থ্য থাকে না; এই জন্য বুঝিতে হইবে যে, প্রাণ দ্বারাই বাক্ রক্ষিত হইয়া থাকে। সেই হেতুই প্রাণ বৃহস্পতি অর্থাৎ ঋক্‌সমূহের সত্তাপ্রদ পালক—আত্মা ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্ব্বাগ্বৈ ব্রহ্ম, তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ।—যজুষামপি প্রাণসারত্বমাহ—'এষ উ' ইত্যাদিনা। এষঃ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) উ এব (নিশ্চয়ে) ব্রহ্মণস্পতিঃ। [কুতঃ ? ইত্যাহ—] বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) ব্রহ্ম, এষঃ (প্রাণঃ) তস্যাঃ (ব্রহ্মরূপায়াঃ বাচঃ) পতিঃ (বাচঃ নির্ব-

র্ত্তকত্বাৎ পালকঃ) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) উ [এবঃ প্রাণঃ] ব্রহ্মণস্পতিঃ (ব্রহ্মণস্পতিত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ।—এইরূপ যজুর্মন্ত্রেরও প্রাণই সারভূত, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যথোক্ত লক্ষণান্বিত প্রাণই 'ব্রহ্মণস্পতি' ; কারণ, বাক্ই ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ ; ইনি তাহার পতি অর্থাৎ নির্ব্বাহক ও রক্ষক ; অতএব ব্রহ্মণস্পতি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তথা যজুষাম্ । কথম্ এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতিঃ ? বাগ্বৈ ব্রহ্ম । ব্রহ্ম যজুঃ, তচ্চ বাগ্বিশেষ এব । তস্যা বাচো যজুষো ব্রহ্মণঃ, এষ পতিঃ ; তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ পূর্ব্ববৎ ।

কথং পুনরেতদবগম্যতে—বৃহতী-ব্রহ্মণোঃ ঋগ্‌যজুষ্ট্বম্, ন পুনরন্যার্থত্বম্ ? ইতি, উচ্যতে—বাচোঽন্তে সাম-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাৎ "বাগ্বৈ সাম" ইতি । তথা চ 'বাগ্বৈ বৃহতী' 'বাগ্বৈ ব্রহ্ম' ইতি চ বাক্-সমানাধিকরণয়োর্ঋগ্‌যজুষ্ট্বং যুক্তম্ । পরিশেষাচ্চ—সাম্ন্যভিহিতে ঋগ্‌যজুষী এব পরিশিষ্টে । বাগ্বিশেষত্বাচ্চ—বাগ্বিশেষৌ হি ঋগ্‌যজুষী ; তস্মাৎ তয়োর্ব্বাচা সমানাধিকরণতা যুক্তা । অবিশেষপ্রসঙ্গাচ্চ—'সাম' 'উদ্গীথঃ' ইতি চ স্পষ্টং বিশেষাভিধানত্বম্ ; তথা বৃহতী-ব্রহ্মশব্দয়োরপি বিশেষাভিধানত্বং যুক্তম্ ; অন্যথা অনির্দ্ধারিতবিশেষয়োঃ আনর্থক্যাপত্তেশ্চ, বিশেষাভিধানস্য বাঙ্মাত্রত্বে চোভয়ত্র পৌনরুক্ত্যাৎ ; ঋগ্‌যজুঃসামোদ্গীথশব্দানাঞ্চ শ্রুতিত্বেবং ক্রমদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

টীকা ।—যজুষামাস্যেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ । নিয়তপাদাক্ষরাণামৃচাং প্রাণত্বে কৃতস্তদ্‌বিপরীতানাং যজুষাং তত্ত্বমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথমিতি । তথাপি কথং প্রাণো যজুষামাস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি । নির্ব্বর্ত্তকত্বং পালয়িতৃত্বং চাত্রাপি তুল্যমিত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি । রূঢ়িমাশ্রিত্য শঙ্কতে—কথং পুনরিতি । বাক্যশেষবিরোধান্নাত্র রূঢ়িঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি । বাগ্বৈ সামেত্যন্তে বাচঃ সামসামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দেশাদ্বেদাধিকারোঽয়ম্ ইতি যোজনা । তথাপি কথমৃক্ত্বং যজুষ্ট্বং বা বৃহতীব্রহ্মণোরিতি, তত্রাহ—তথা চেতি । পরিশেষমেব দর্শয়তি—সাম্নীতি । ইতশ্চ বাক্‌সমানাধিকৃতয়োর্বৃহতীব্রহ্মণোঃ ঋগ্‌যজুষ্ট্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—বাগ্বিশেষত্বাচ্চেতি । তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—অবিশেষেতি । প্রসঙ্গমেব ব্যতিরেকমুখেণ বিবৃণোতি—সামেতি । দ্বিতীয়শ্চকারোঽবধারণার্থঃ । কিঞ্চ, বাগ্বৈ বৃহতী, বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি বাক্যাভ্যাং বৃহতীব্রহ্মণোর্ব্বাগাত্মত্বং সিদ্ধং, ন চ তয়োর্ব্বাঙ্মাত্রত্বং, বাক্যদ্বয়েঽপি বাগ্বৈ বাগিতি পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাদ্ বৃহতীব্রহ্মণোরেষ্টব্যমৃগ্‌যজুষ্ট্বমিত্যাহ—বাঙ্মাত্রত্বে চেতি । তত্রৈব স্থানমাশ্রিত্য হেত্বন্তরমাহ—ঋগিতি ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যজুর সম্বন্ধেও সেইরূপ । কি প্রকারে ? এই প্রাণই

ব্রহ্মণস্পতি ; ঋক্ ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মই যজুঃ ; সেই যজুঃ ত শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এই প্রাণ সেই বাকের অর্থাৎ যজুঃ স্বরূপ ব্রহ্মের পতি ; সেই কারণে 'ব্রহ্মণস্পতি' (ব্রহ্মণঃ+পতিঃ=ব্রহ্মণস্পতিঃ)। ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ।

ভাল, ইহা কিরূপে জানা যাইতেছে যে, 'বৃহতী' অর্থ—ঋক্, আর ব্রহ্ম অর্থ—যজুঃ, অন্য অর্থই বা হয় না কেন ? হাঁ, বলা যাইতেছে—বাক্যশেষে বাক্যের সহিত সামের অভেদবোধক 'বাক্‌ই সামস্বরূপ' এইরূপ সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ আছে, তাহা হইতেই [ঐরূপ অর্থ জানা যাইতেছে]। বাকের যেরূপ সামস্বরূপতা সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ 'বাক্‌ই বৃহতী' ও 'বাক্‌ই যজুঃ' এই বাক্-সমানাধিকরণ বৃহতী ও ব্রহ্মেরও যথাক্রমে ঋক্ ও যজুঃস্বরূপত্ব হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। 'পরিশেষ'ও (১) ইহার অপর হেতু,—কেন না, সেখানে স্পষ্ট কথায় সামের উল্লেখ হইয়াছে, একমাত্র ঋক্ ও যজুই অবশিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব এখন [বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দে যথাক্রমে অবশিষ্ট সেই ঋক্ ও যজুরই গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে। বাগ্বিশেষত্বও এ পক্ষে অপর হেতু—ঋক্ ও যজুঃ উভয়ই শব্দবিশেষ ; সুতরাং বাক্যের সহিত ঐ উভয়ের সামানধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। অবিশেষ-প্রসঙ্গও আর একটি হেতু—'সাম' ও 'উদ্গীথ' এই উভয়ই যেমন বাক্যের বিস্পষ্ট বিশেষাভিধান, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে শব্দবিশেষাত্মক সামবেদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তেমনি 'বৃহতী' এবং 'ব্রহ্ম'শব্দেরও বিশেষার্থে (ঋক্ ও যজুঃ অর্থে) প্রয়োগ হওয়া উচিত, [কেবলই বাক্যরূপ অর্থে প্রয়োগ হওয়া উচিত হয় না] ; নচেৎ ঐ উভয় শব্দের যদি অর্থগত পার্থক্য অবধারিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শব্দপ্রয়োগই নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর বিশেষার্থক শব্দের উল্লেখ সত্ত্বেও যদি শুধু বাক্যই উহাদের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত পুনরুক্তি দোষেরও সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শ্রুতিতেও ঋক্ যজুঃ সাম ও উদ্গীথ শব্দের নির্দ্দেশে ঐরূপ ক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। [অতএব বাক্যশেষে স্পষ্টাক্ষরে সামশব্দের উল্লেখ থাকায়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী 'বৃহতী' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের ঋক্ ও যজুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে] ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ এক প্রসঙ্গে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়েরই উল্লেখ হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে স্পষ্ট কথায় সামকে বাক্‌স্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু ঋক্ ও যজুর উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ উহাদের স্থানে 'বৃহতী' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; এমন অবস্থায় 'বৃহতী' ও 'ব্রহ্ম'শব্দে ঋক্ ও যজুঃ গ্রহণ করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না, বরং তাহাতে বাক্যের অসম্পূর্ণতা দোষই দূর করা হয়। অতএব পরিশেষ ন্যায়ানুসারে এখানে ঋক্ ও যজুর গ্রহণ করাই সমীচীন।

এষ উ এব সাম, বাগ্বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্। যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ, তস্মাদ্বেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং সালোক্যং (ক), য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ।—তথা সাম্নামপি, ইত্যাহ—"এষ উ" ইত্যাদি। এষঃ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) এব সাম (সামবেদঃ); বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সা (স্ত্রীলিঙ্গবস্তুমাত্রবোধকঃ সা-শব্দঃ), তথা এষঃ (প্রাণঃ) অমঃ (সর্ব্বপুংলিঙ্গ-বস্তুবোধকঃ অম-শব্দঃ); [যস্মাৎ] সা চ অমশ্চ ইতি—[বাক্প্রাণাত্মকঃ], তৎ (তস্মাৎ) সাম্নঃ (গীতিরূপস্য) সামত্বং [প্রসিদ্ধমিতি শেষঃ]। [যদ্বা,] সা চ অমশ্চ—ইতি, তৎ (তদেব বাক্প্রাণস্বরূপত্বং) সাম্নঃ সামত্বং (সামনাম-নির্ব্বচনে হেতুরিত্যর্থঃ)॥

যৎ (যস্মাৎ) উ এব (নিশ্চয়ে) (এষঃ প্রাণঃ) প্লুষিণা (পুত্তিকয়া) সমঃ (তুল্যঃ), মশকেন সমঃ, নাগেন (হস্তিশরীরেণ) সমঃ, [কিং বহুনা] এভিঃ (প্রসিদ্ধৈঃ) ত্রিভিঃ লোকৈঃ (ত্রিলোকাত্মকেন প্রজাপতি-শরীরেণ চ) সমঃ, অনেন (অনুভূয়মানেন জগদ্রূপেণ চ) সমঃ; তস্মাৎ (সর্ব্বসাম্যাৎ হেতোঃ) এব উ সাম (প্রাণঃ সাম-শব্দবাচ্যঃ), [মহদল্পায়তনদেহেষু সঙ্কোচ-বিকাসিতয়া অবস্থানাৎ প্রাণস্য সর্ব্বসমানত্বং, সর্ব্বসাম্যাচ্চ সামনামাভিধেয়ত্বং প্রাণস্যেতি ভাবঃ]। যঃ (উপাসকঃ) এতৎ সাম এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ (বিজানাতি), [সোঽপি] সাম্নঃ (প্রাণাভিধেয়স্য) সাযুজ্যং (সমানদেহেন্দ্রিয়াদিভাবং) সালোক্যং (সমানলোকতাং চ) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ)॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—উক্ত প্রাণ হইতেছে সাম; কারণ, বাক্ই 'সা', অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ সমস্ত শব্দের স্থানবর্ত্তী, আর এই প্রাণ হইতেছে 'অম', অর্থাৎ পুংস্ত্ববোধক সমস্ত শব্দের স্থানপাতী। যেহেতু 'সা' হইতেছে—বাক্, আর 'অম' হইতেছে—প্রাণ, সেই হেতুই [সা' ও 'অম' শব্দের যোগে] গীতিরূপ পদসমুদায়াত্মক সামের সামত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যেহেতু এই প্রাণ, পুত্তিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের সমান, হস্তিশরীরের সমান, অধিক কি, এই ত্রিলোকাত্মক প্রজাপতি-শরীরেরও সমান, এবং দৃশ্যমান জগতেরই সমান, সেই হেতুই ইহা সাম-

পদবাচ্য। যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার সামের সামত্ব অবগত হন, তিনিও সামের—প্রাণের সমান স্বভাব লাভ করেন, এবং সমান লোকে অবস্থিতি করেন ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ উ এব সাম। কথমিত্যাহ—বাগ্বৈ সা, যৎ কিঞ্চিৎ স্ত্রীশব্দাভিধেয়ং, সা বাক্, সর্ব্বস্ত্রীশব্দাভিধেয়বস্তুবিষয়ো হি সর্ব্বনাম সা শব্দঃ। তথা অমঃ এষ প্রাণঃ, সর্ব্বপুং শব্দাভিধেয়বস্তুবিষয়োঽয়ম' শব্দঃ, "কেন মে পৌংস্নানি নামান্যাপ্নোষীতি, প্রাণেনেতি ব্রূয়াৎ, কেন মে স্ত্রীনামানীতি, বাচা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বাক প্রাণাভিধানভূতোঽয়ং সামশব্দঃ। তথা প্রাণনির্ব্বর্ত্ত্যা স্বরাদিসমুদায়মাত্র গীতিঃ সামশব্দেনাভিধীয়তে, অতো ন প্রাণবাগ্ব্যতিরেকেণ সাম নামাস্তি কিঞ্চিৎ, স্বরবর্ণাদেশ্চ প্রাণনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ প্রাণতন্ত্রত্বাচ্চ। এষ উ এব প্রাণঃ সাম। যস্মাৎ সাম সামেতি বাক্প্রাণাত্মকম—সা চ অমশ্চেতি, তৎ তস্মাৎ সাম্নো গীতিরূপস্য স্বরাদিসমুদায়স্য সামত্ব তৎ প্রগীত ভুবি।

যত উ এব সমস্তুল্যঃ সর্ব্বেণ বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ, তস্মাদ্বা সামেত্যনেন সম্বন্ধঃ। বা শব্দঃ সমশব্দলাভনিমিত্ত প্রকারান্তরনির্দ্দেশসামর্থ্যলভ্যঃ। কেন পুনঃ প্রকারেণ প্রাণস্য তুল্যত্বমিতি, উচ্যতে—সমঃ প্লুষিণা পুত্তিকাশরীরেণ, সমঃ মশকেন মশকশরীরেণ, সমঃ নাগেন হস্তিশরীরেণ, সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ ত্রৈলোক্যশরীরেণ প্রাজাপত্যেন, সমোঽনেন জগদ্রূপেণ হৈরণ্যগর্ভেণ। পুত্তিকাদি শরীরেষু গোত্বাদিবৎ কার্ৎস্ন্যেন পরিসমাপ্ত ইতি সমত্ব প্রাণস্য, ন পুনঃ শরীরমাত্রপরিমাণেনৈব, অমূর্ত্তত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাচ্চ। নচ ঘটপ্রাসাদাদি-প্রদীপবৎ সঙ্কোচবিকাশিতয়া শরীরেষু তাবন্মাত্র সমত্বম। 'ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ, সর্ব্বেঽনন্তা." ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বগতস্য তু শরীরেষু শরীরপরিমাণ-বৃত্তিলাভো ন বিরুধ্যতে। এবং সমত্বাৎ সামাখ্য প্রাণ বেদ যঃ শ্রুতিপ্রকাশিতমহত্ত্বম্, তস্যৈতৎ ফল —অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি, সাম্নঃ প্রাণস্য সাযুজ্যং সযুগ্ভাব সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানত্বং, সালোক্যং সমানলোকতাং বা ভাবনাবিশেষতঃ, য এবমেতদ্ যথোক্তং সাম প্রাণং বেদ—আ প্রাণাত্মাভিমানাভিব্যক্তেরুপাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

টীকা। ঋগ্যজুষ্টং প্রাণস্য প্রতিপাদ্য তস্যৈব সামত্ব সাধয়তি—এষ ইত্যাদিনা। তদেব স্পষ্টয়তি—সর্ব্বেতি। সা-শব্দো হি সর্ব্বনাম, তথাচ যঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ সর্ব্বঃ শব্দস্তেনাভিধেয়ং বস্তু বাগিত্যর্থঃ। অমঃ প্রাণ ইত্যুক্তমুপপাদয়তি—সর্ব্বপুংশব্দেতি। পুংলিঙ্গেন সর্ব্বেণ শব্দেনাভি[illegible]ং বস্তু প্রাণ ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—কেনেতি। আচার্য্যস্য শিষ্যং প্রতি প্রশ্নবাক্যম্। পৌংস্নানি পুংসো বাচকানি। তথাপি বস্তু সামশব্দবাচ্যত্বমত্যাশঙ্ক্য স্ফুটয়

মাহ—বাগিতি। বাগুপসর্জ্জনঃ প্রাণঃ সামশব্দাভিধেয় একবচননির্দ্দেশাদিত্যর্থঃ। ননু গীতিষু সামাখ্যেতি স্বাযাদ্বিশিষ্টা কাচিদ্গীতিঃ সামেত্যুচ্যতে, তৎ কুতো বাগুপসর্জ্জনস্য প্রাণস্য সামত্বমত আহ—তথেতি। প্রাণস্য সামত্বে সতীতি যাবৎ। প্রগীতে মন্ত্রবাক্যে সামশব্দস্য বৃদ্ধৈরিষ্টত্বাদস্তি প্রাণাদিব্যতিরেকেণ সাম, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরেতি। আদিপদেন পদবাক্যাদিগ্রহঃ। বাগুপসর্জ্জনে প্রাণে মুখ্যঃ সামশব্দঃ, তৎসম্বন্ধাদিতরত্র গৌণো মঞ্চাদিশব্দবদিত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে তৎ সাম্নঃ সামত্বমিতি বাক্যং যোজয়তি—যস্মাদিতি। ইদং সামেদং সামেতি ব্যবহ্রিয়তে, তদ্বাক্-প্রাণাত্মকমেবোচ্যতে, সা চামশ্চেতি ব্যুৎপত্তেঃ, যস্মাদেবং, তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্য সাম্নো যৎ সামত্বং, তৎ মুখ্যসামনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাদ্গৌণমেব তদধ্যেতৃব্যবহারে প্রসিদ্ধমিতি যোজনা।

প্রকারান্তরেণ প্রাণস্য সামত্বমুপাসনার্থমুপন্যস্যতি—যদিত্যাদিনা। প্রকারান্তরদ্যোতী বাশব্দোঽত্র ন শ্রূয়তে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাশব্দ ইতি। নিমিত্তান্তরমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কেনেত্যাদিনা। ননু প্রাণস্য তত্তচ্ছরীরপরিমাণত্বে পরিচ্ছিন্নত্বাদানন্ত্যানুপপত্তিস্তৎ কথমস্য বিরুদ্ধেষু শরীরেষু সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুত্তিকাদীতি। সমশব্দস্য যথাশ্রুতার্থত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন পুনরিতি। আধিদৈবিকেন রূপেণামূর্ত্তত্বং সর্ব্বগতত্বং চ দ্রষ্টব্যম্। ন[illegible]পো ঘটে সঙ্কুচতি প্রাসাদে চ বিকসতি, তথা প্রাণোঽপি মশকাদিশরীরেষু সঙ্কোচমিভাদিদেহেষু বিকাসং চ আপদ্যতামিতি সমত্বাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। প্রাণস্য সর্ব্বগতত্বে সমত্ব-শ্রুতিবিরোধমাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বগতস্যেতি। প্লুষ্যাদিষু গোহবচ্ছরীরেষু সর্ব্বত্র স্থিতস্য প্রাণস্য তত্তৎ-শরীরপরিমাণায়া বৃত্তের্লাভঃ সম্ভবতি, সর্ব্বগতস্যৈব নভসস্তত্র তত্র কূপকুম্ভাদ্যবচ্ছেদ-উপলম্ভাদিত্যর্থঃ। ফলশ্রুতিমবতার্য্য ব্যাকরোতি—এবমিতি। ফলবিকল্পে হেতুমাহ—ভাবনেতি। বেদনং ব্যাকরোতি—আ প্রাণেতি। ইদং চ ফলং যথাপ্রদীপস্থায়েনোত্তরতঃ সম্বন্ধমবধেয়ম্ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই যে, সামরূপে প্রসিদ্ধ কেন, তাহা বলিতেছেন,—বাক্ হইতেছে 'সা', স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই 'সা'—বাক্; কারণ, সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে যে অর্থ বুঝায়, সে সমস্তই সর্ব্বনাম 'সা' শব্দের (স্ত্রীলিঙ্গ তৎ-শব্দের) বিষয় বা প্রতিপাদ্য। সেইরূপ, এই প্রাণ হইতেছে 'অম'-সমস্ত পুংলিঙ্গ শব্দে যাহা বুঝায়, সে সমুদয়ই 'অম'-শব্দের বিষয়; কেন না, অপর শ্রুতিতে আছে—'তুমি কিরূপে আমার পুংস্ত্ববোধক নামসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাক?' তদুত্তরে বলিবে—'প্রাণরূপে'; আর কিরূপে আমার স্ত্রীত্ববোধক নাম সমূহ [লাভ করিয়া থাক]? তদুত্তরে বলিবে—'বাচা' অর্থাৎ বাক্যরূপে। এই সাম' শব্দটিও বাক্ ও প্রাণের বাচক। সেইরূপ প্রাণের সাহায্যে যাহা কিছু নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সাম-শব্দটিও কেবল সেই স্বরলয়াদির সমষ্টিরূপ গীতি মাত্রেরই বোধক। অতএব, সাম-পদার্থটি প্রাণ ও বাক্যের অতিরিক্ত অপর কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে; কেন না স্বর ও অক্ষর প্রভৃতি সমস্তই প্রাণ দ্বারা সম্পাদনীয় এবং

প্রাণেরই অর্থাধীন; অতএব, এই প্রাণ সামস্বরূপ। যেহেতু 'সা' ও 'অম' এই পদদ্বয়ের সহযোগে 'সাম' (সা+অম=সাম) পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই হেতুই জগতে স্বরাদির সমষ্টিভূত গীতিরূপ সামের সামত্ব (সাম নাম) প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অথবা যেহেতু এই প্রাণ বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিশেষ সমস্ত বস্তুর সমান, সেই হেতুই সাম, এইরূপ বাক্যযোজনা করিতে হইবে। [শ্রুতিতে বা-শব্দ না থাকিলেও] প্রাণ যে, কেন সাম শব্দ-বাচ্য হইল, তাহার বিভিন্নপ্রকার কারণ প্রদর্শন হইতেই বা-শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ কোন্ বিশিষ্ট প্রাণীর সহিত প্রাণের তুল্যতা? তাহা বলিতেছেন—[উক্ত প্রাণ] প্লুষির অর্থাৎ পুত্তিকা শরীরের সমান, [পুত্তিকা অর্থ—উইপোকা], মশকের—মশকশরীরের সমান, নাগের—হস্তি-শরীরের সমান, এই ত্রিলোকের অর্থাৎ ত্রৈলোক্যশরীরাত্মক প্রজাপতির সমান, এবং হিরণ্যগর্ভসম্বন্ধী এই জগদ্রূপের সমান। 'গোত্ব' ধর্ম্ম যেরূপ নিখিল গোশরীরে সমাপ্ত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ প্রাণও যাবতীয় পুত্তিকা প্রভৃতির শরীরে পরিব্যাপ্ত থাকে; এইজন্য প্রাণের সর্ব্বসমত্ব; কিন্তু ঐ সমস্ত শরীরের সমপরিমাণ বলিয়া নহে। কেননা, প্রাণ স্বভাবতই অমূর্ত্ত—মূর্ত্তিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী। [অতএব আকাশাদির ন্যায় অমূর্ত্ত ও সর্ব্বব্যাপী প্রাণের পক্ষে দেহবিশেষের সমপরিমাণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না]। আর, একই প্রদীপ-প্রভা যেরূপ ঘটের মধ্যে থাকিলে সঙ্কোচিত হয়, আবার প্রাসাদের মধ্যে থাকিলে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ সংকোচ বিকাসশালিরূপেও প্রাণের সর্ব্বশরীরে সাম্যলাভ সম্ভবপর হয় না; কারণ, 'ইহারা সকলেই সমান এবং সকলেই অনন্ত' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বগত আকাশাদির পক্ষে বিভিন্ন শরীরে শরীরপরিমাণ বৃত্তিলাভ করা বিরুদ্ধ হয় না (১)। এবংবিধ সাম্যনিবন্ধন সামসংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং শ্রুতিতেও যাহার মহিমা প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি সামনামক সেই প্রাণতত্ত্ব বিশেষরূপে জানে,

(১) তাৎপর্য্য—সর্ব্বসাম্যনিবন্ধন প্রাণকে 'সাম' বলা হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, প্রাণের এই সাম্যটা কি প্রকার?—আলোক যেমন যখন যেরূপ পাত্রের মধ্যে থাকে, তখন তদনুরূপই বিস্তার লাভ করে, প্রাণও কি ঠিক সেইরূপই—হস্তিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দেহের সমান—বৃহৎ হয়, আবার পিপীলিকাদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কোচিত হয়? অত্রত্য সাম্য কি এই প্রকার অথবা অন্য কোনও প্রকার? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—না—এরূপ সাম্য হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সর্ব্বে সমাঃ সর্ব্বে অনন্তাঃ," অর্থাৎ সমস্ত প্রাণই সমান, কাহারো মধ্যে ছোট-বড় ভাব নাই, এবং সকলেই অনন্ত, কোন প্রাণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। ছোট-বড় দেহভেদে প্রাণের তারতম্য স্বীকার করিলে শ্রুতি-কথিত সর্ব্বসাম্য

তাহার কিরূপ ফল হয়, বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার সামাখ্য প্রাণ-তত্ত্ব জানে,—প্রাণাত্মভাব প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সামাখ্য প্রাণের সাযুজ্য—সহযোগিতা অর্থাৎ তৎসমান দেহেন্দ্রিয়াভিমান কিংবা সালোক্য অর্থাৎ তত্তুল্য লোকে বাস—ভাবনা-বিশেষ দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ মনেমনে প্রাণের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভের তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

এষ উ বা উদ্গীথঃ, প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হীদং সর্ব্বমুত্তব্ধম্, বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্গীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ।—এষঃ প্রাণঃ উ বৈ (এব) উদ্গীথঃ (সামাংশঃ ভক্তি-বিশেষঃ), [প্রাণস্যোদ্গীথত্ব সম্পাদয়িতুমাহ—] প্রাণঃ বৈ উৎ, [কথম্?] হি (যস্মাৎ) ইদং সর্ব্বং [জগৎ] প্রাণেন উত্তব্ধং (বিধৃতম্); [তথা] বাক্ এব গীথা (গীতিরূপা, শব্দাত্মকত্বাৎ গীতেঃ); উৎ চ, গীথা চ ইতি—(মিলিত্বা) সঃ উদ্গীথঃ [সম্পদ্যতে] ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—উক্ত প্রাণই উদ্গীথ ; [এখানে উদ্গীথ অর্থ সামবেদের অংশ ভক্তিবিশেষ, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে গান নহে]। প্রাণ হইতেছে—উৎ ; কেন না, প্রাণ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উত্তব্ধ অর্থাৎ বিধৃত রহিয়াছে ; আর বাক্ হইতেছে—গীথা—গীতিস্বরূপা ; অতএব 'উৎ' ও 'গীথা' পদ দ্বয়ের যোগে 'উদ্গীথ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং উক্ত প্রাণও 'উদ্গীথ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এষ উ বা উদ্গীথঃ। উদ্গীথো নাম সামাবয়বো ভক্তিবিশেষঃ, নোদ্গানম্ ; সামাধিকারাৎ। কথমুদ্গীথঃ প্রাণঃ? প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হি যস্মাদিদং সর্ব্বং জগৎ উত্তব্ধম্—ঊর্দ্ধং স্তব্ধং উত্তম্ভিতং বিধৃতমিত্যর্থঃ ; উত্তব্ধার্থাবদ্যোতকোহয়ম্ উচ্ছব্দঃ প্রাণগুণাভিধায়কঃ। তস্মাৎ উৎ প্রাণঃ; বাগেব গীথা ; শব্দবিশেষত্বাৎ উদ্গীথভক্তেঃ ; গায়তেঃ শব্দার্থত্বাৎ সা বাগেব। ন হি

রক্ষা পায় না, বিশেষতঃ প্রত্যেক দেহ-পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন হইলে প্রাণের অনন্তত্বও সিদ্ধ হয় না ; কাজেই বলিতে হইবে যে, গোত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যেরূপ সমস্ত গোতে ও সমস্ত মনুষ্যতে সমান—ধনী দরিদ্র, শিশু বৃদ্ধ কোথাও তারতম্যযুক্ত নহে, সর্ব্বত্রই একরূপ, প্রাণও তেমনি ছোটবড় সর্ব্বদেহেই সমান, কোথাও তাহার বৈষম্য নাই। এখানে এই প্রকার সাম্যই শ্রুতির অভিপ্রেত।

উদ্গীথভক্তেঃ শব্দব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্রূপম্ উৎপ্রেক্ষ্যতে, তস্মাদ্ যুক্তমবধারণম্—বাগেব গীথেতি। উৎ চ প্রাণঃ, গীথা চ প্রাণতন্ত্রা বাক্, ইত্যুভয়মেকেন শব্দেনাভিধীয়তে—স উদ্গীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

টীকা। প্রস্তু বাদিশব্দবৎ উদ্গীথশব্দস্যাপি ভক্তিবিশেষে রূঢ়ত্বাৎ উদ্গীথেনাত্যয়ামেত্যত্র চ ওদ্গাত্রে কর্মণি প্রযুক্তত্বাৎ কথমুদ্গীথঃ প্রাণঃ? ইত্যাশঙ্ক্য—উদ্গীথো নামেতি। নঞ্-পদস্যোভয়তঃ সম্বন্ধঃ। সামশব্দিতস্য প্রাণস্য প্রকৃতত্বাদিতি হেতুমাহ—সামাধিকারাদিতি। ন তাবৎ উদ্গীথশব্দস্য প্রাণে রূঢ়িঃ, তস্য তস্মিন্ বৃদ্ধপ্রয়োগাদর্শনাৎ, নাপি যোগোঽবয়ববৃত্তের-দৃষ্টেরিতি শঙ্কতে—কথমিতি। যোগবৃত্তিমুপেত্য পরিহরতি—প্রাণ ইতি। উচ্ছব্দো নাস্যার্থস্য বাচক, নিপাতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তব্ধেতি। তথাপি কথং প্রাণে বা উদিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাণেতি। 'বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্' ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। উদ্গীথভক্তেঃ শব্দবিশেষত্বেঽপি গীথা বাগিতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ—গায়তেরিতি। তথাবধারণং সাধয়তি—ন হীতি। তথাপি কথং প্রাণস্যোদগীথত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য বাগুপসর্জনস্য তস্য তথাত্বং কথয়তি—উচ্চেতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"এষ উ বা উদ্গীথঃ" ইত্যাদি। 'উদগীথ' অর্থ—সামের অবয়ব ভক্তিবিশেষ (অংশবিশেষ), কিন্তু উদ্গান—উচ্চৈঃ স্বরে গান করা নহে। উদ্গীথই প্রাণ কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রাণ হইতেছে উৎ; যেহেতু এই সমস্ত জগৎ প্রাণ দ্বারা উত্তব্ধ—উদ্ধে বিধৃত রহিয়াছে, [নচেৎ সমস্ত জগৎ গলিয়া যাইত]। এই 'উৎ' শব্দটী উত্তম্ভনার্থদ্যোতক এবং প্রাণের উল্লিখিত গুণ-সম্ভাব-প্রকাশক, সেই হেতুই উদ্গীথ হইতেছে—প্রাণস্বরূপ, আর বাক্ হইতেছে—গীথা, কারণ, সামভক্তি 'উদ্গীথ' ত শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। [গীথার প্রকৃতিভূত] 'গৈ' ধাতুর অর্থ যখন শব্দ, তখন নিশ্চয়ই উহা বাক্‌স্বরূপ; কেন না, উদ্গীথনামক ভক্তিটীর শব্দাত্মকতা ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্বরূপ ত সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না; অতএব বাককে 'গীথা' বলিয়া অবধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইতেছে। উৎ—হইতেছে প্রাণ, আর 'গীথা' হইতেছে—প্রাণাধীন বাক্; এইজন্য সেই উভয়ই এক 'উদ্গীথ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে—'সঃ উদ্গীথঃ' ইতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তার্থদার্ঢ্যায় আখ্যায়িকা আরভ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত প্রকারে কল্পিত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ একটী আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে—

তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং

ত্যস্থ রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতয়তাদ্ যদিতোঽয়াস্থ আঙ্গিরসোঽন্যে-নোদগায়দিতি। বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥৩৩॥২৪॥

সরলার্থঃ।—তং (তত্র উক্তে অর্থে) হ (ঐতিহ্যে) অপি (আখ্যায়িকাপি) [শ্রূয়তে ইতি শেষঃ]।—

চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানস্থ অপত্যং—চৈকিতানঃ, তস্থ অপত্যং যুবা—চৈকিতানেয়ঃ) ব্রহ্মদত্তঃ (তন্নামকঃ ঋষিঃ) রাজানং (যজ্ঞিয়ং সোমং) ভক্ষয়ন্ উবাচ। [কিম্] অয়ং (ময়া ভক্ষ্যমাণঃ চমসস্থঃ) রাজা (সোমঃ) তাস্থ (তস্থ—মম) মূর্দ্ধানং (শিরঃ) বিপাতয়তাৎ (বিস্পষ্টং পাতয়তু), যৎ (যদি) অয়াস্থ আঙ্গিরসঃ (উদ্গাতা, স হি পূর্ব্বর্ষীণাং যজ্ঞে প্রাণবাচকেন অয়াস্থাঙ্গিরস-শব্দেন অভিধীয়তে), ইতঃ (অস্মাৎ বাক্‌সহিতাৎ প্রাণাৎ) অন্যেন (দেবতান্তরেণ) উদগায়ৎ (উদ্গানং কৃতবান্ স্যাৎ) ইতি। [অতঃ অনুমীয়তে, যৎ] সঃ (উদ্গাতা) বাচা (প্রাণাধীনেন বাক্যেন) চ প্রাণেন চ (উক্তলক্ষণেন) হি এব (নিশ্চয়ে) উদগায়ৎ (উদ্গানং কৃতবান্ ইতি), [এতৎ তু শ্রুতের্ব্বচনং মন্তব্যমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—কথিত বিষয়ে এইরূপ একটী আখ্যায়িকাও শোনা যায়;—চিকিতাননামক ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্তনামক ঋষি যজ্ঞে সোমভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—এই রাজা (সোম) নিশ্চয়ই তাহার অর্থাৎ ভক্ষণকারী আমার শিরঃপাত করুক, যদি অয়াস্থ আঙ্গিরস অর্থাৎ উদ্গাতা যদি পূর্ব্বোক্ত বাক্‌সমন্বিত এই প্রাণ ভিন্ন অপর কোনও দেবতাবিশেষে উদ্গান করিয়া থাকেন। এখন শ্রুতি বলিতেছেন—[ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] সেই উদ্গাতা নিশ্চয়ই বাক্ ও প্রাণদেবতা যোগেই উদ্গান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদ্ধাপি। তৎ তত্র এতস্মিন্নুক্তেঽর্থে হ অপি আখ্যায়িকাপি শ্রূয়তে হ স্ম। ব্রহ্মদত্তঃ নামতঃ; চিকিতানস্থাপত্যং চৈকিতানঃ, তদপত্যং যুবা—চৈকিতানেয়ঃ রাজানং যজ্ঞে সোমং ভক্ষয়ন্ উবাচ;—কিম্? অয়ং চমসস্থো ময়া ভক্ষ্যমাণো রাজা ত্যস্থ মমানৃতবাদিনো মূর্দ্ধানং শিরঃ বিপাতয়তাৎ বিস্পষ্টং পাতয়তু। তোঃ অয়ং তাতঙ্ঙাদেশঃ, আশিষি লোট্—বিপাতয়তাদিতি; যদ্যহম্ অনৃতবাদী স্যামিত্যর্থঃ।

কথং পুনরনৃতবাদিত্বপ্রাপ্তিরিতি? উচ্যতে—যদ্ যদি ইতোঽস্মাৎ প্রকৃতাৎ প্রাণাৎ বাক্‌সংযুক্তাৎ, অয়াস্যঃ—মুখ্যপ্রাণাভিধায়কেন অয়াস্যাঙ্গিরসশব্দেন অভিধীয়তে—বিশ্বসৃজাং পূর্ব্বর্ষীণাং সত্রে উদ্গাতা,—সঃ অন্যেন দেবতান্তরেণ বাক্‌প্রাণব্যতিরিক্তেন উদগায়ৎ উদ্গানং কৃতবান্; ততোঽহম্ অনৃতবাদী স্যাম্। তস্য মম দেবতা বিপরীতপ্রতিপত্তুঃ মূর্দ্ধানং বিপাতয়তু, ইত্যেবং শপথং চকার—ইতি বিজ্ঞানে প্রত্যয়দার্ঢ্য-কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি। তমিমং আখ্যায়িকানির্দ্ধারিতমর্থং স্বেন বচসোপসংহরতি শ্রুতিঃ—বাচা চ প্রাণপ্রধানয়া, প্রাণেন চ স্বস্যাত্মভূতেন সোঽয়াস্য আঙ্গিরস উদ্গাতা উদগায়ৎ—ইত্যেযোঽর্থো নির্দ্ধারিতঃ শপথেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

টীকা। তদ্ধাপীত্যাদিবাক্যস্য প্রকৃতানুপযোগমাশঙ্ক্যাহ—উক্তার্থেতি। উদ্গীথদেবতা প্রাণঃ, ন বাগাদিরিত্যুক্তার্থঃ। 'জীবতি তু বংশ্যে যুবা' (পা০ সূ০ ৪।১।১৬৩) ইতি স্মরণাৎ পিত্রাদৌ বংশ্যে জীবতি পৌত্রপ্রভৃতের্যদপত্যং, তৎ যুবসংজ্ঞকমিতি দ্রষ্টব্যম্। ক্রিয়াপদনিষ্পত্তিপ্রকারং সূচয়তি—তোরিতি। তুপ্রত্যয়স্য অয়মাশিষি বিষয়ে তাতঙাদেশঃ 'তুহ্যোস্তাতঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্' (পা০ সূ০ ৭।১।৩৫) ইতি স্মরণাৎ ইত্যর্থঃ। মূর্দ্ধপাতপ্রাপকং দর্শয়তি—যদীতি।

অনৃতবাদিত্বস্য প্রাপকাভাবাৎ অপ্রাপ্তিরিতি শঙ্কতে—কথং পুনরিতি। উদ্গানস্য বুদ্ধ্যাদিসন্নিধানাৎ তদ্দেবতা প্রাজাপত্যাদিলক্ষণা কিং তস্মিন্ দেবতা? কিং বা বর্ণস্বরাদিসন্নিধানাৎ তদ্দেবতৈব তত্র দেবতা? ইতি বিপ্রতিপত্তেরনৃতবাদিত্বে শঙ্কিতে ব্রহ্মদত্তঃ শপথেন নির্ণয়ং চকারেত্যাহ—উচ্যত ইতি। প্রাণাদ্বাক্‌সংযুক্তাৎ অন্যে যোঽয়াস্যো যদ্যুদগায়দিতি সম্বন্ধঃ। নন্বয়াস্যাঙ্গিরসশব্দবাচ্যো মুখ্যপ্রাণো দেবতাত্বাৎ ন উদ্গাতা ভবিতুমুৎসহতে, তত্রাহ—মুখ্যেতি। উক্তার্থদার্ঢ্যায়েত্যুক্তমুপসংহরতি—ইতি বিজ্ঞান ইতি। উক্তরীত্যা শপথক্রিয়য়া প্রাণ এবোদ্গীথদেবতা, ইত্যস্মিন্ বিজ্ঞানে প্রত্যয়ো বিশ্বাসস্তস্য যদ্দার্ঢ্যং, তস্য কর্ত্তব্যতামাখ্যায়িকয়া দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যাবৎ। আখ্যায়িকার্থস্যৈব বাচেত্যাদিনোক্তেঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তমিমমিতি। শপথস্য স্বাতন্ত্র্যেণ অপ্রামাণ্যেঽপি শ্রুতিমূলতয়া প্রামাণ্যং সিধ্যতীতি ভাবঃ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'তদ্ধাপি' ইত্যাদি সেই এই অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে একটী আখ্যায়িকাও শোনা যায়,—ব্রহ্মদত্তনামক চৈকিতানের, অর্থাৎ চিকিতানের পুত্র—চৈকিতান, তাহার যুবা পুত্র—চৈকিতানেয় রাজাকে অর্থাৎ যজ্ঞীয় সোমরস ভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন। কি [বলিয়াছিলেন?]—এই যে চমসস্থ রাজা (সোম),—যাহা আমি ভক্ষণ করিতেছি; তাহা, তাহার অর্থাৎ মিথ্যাবাদী আমার মূর্দ্ধা—মস্তক নিপাতিত করুক; অর্থাৎ স্পষ্টরূপে শিরঃপাত করুক; যদি আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি। এখানে 'বিপাতয়তাৎ' পদটীতে আশংসা অর্থে

লোট্ ('তু' প্রত্যয়) হইয়াছে ; শেষে সেই 'তু' স্থানে 'তাতঙ্' (তাৎ) আদেশ হইয়াছে। (বি+পাতয়+তু—তাৎ=বিপাতয়তাৎ)।

ভাল, এখানে মিথ্যাবাদিতার সম্ভাবনা ছিল কিসে ? হাঁ, বলা হইতেছে,—অয়াস্য—পূর্ব্বতন ঋষিগণের যজ্ঞে উদ্গাতাই মুখ্যপ্রাণবাচক 'অয়াস্য আঙ্গিরস' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই অয়াস্য উদ্গাতা যদি বাক্ ও প্রাণাতিরিক্ত অপর কোনও দেবতাবোধে উদ্গান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অনৃতবাদী হইয়াছি। ['যদি আমি অনৃতবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে] যজ্ঞ-দেবতা সেই বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন আমার মস্তক নিপাতিত করুন', এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন। শ্রুতি ইহা দ্বারা বিজ্ঞানবিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন। আখ্যায়িকা দ্বারা এই বিষয়টী অবধারিত করিয়া শ্রুতি এখন নিজের কথায় উপসংহার করিতেছেন—সেই অয়াস্য আঙ্গিরস—উদ্গাতা যে, প্রাণতন্ত্র বাক্য ও নিজেরই আত্মভূত প্রাণের সাহায্যে উদ্গান করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই উদ্গাতার উক্ত শপথ দ্বারা অবধারিত হইল বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ, ভবতি হাস্য স্বম্, তস্য বৈ স্বর এব স্বম্, তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত, তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ, তস্মাদ্ যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব, অথো যস্য স্বং ভবতি ; ভবতি হাস্য স্বম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ।—যঃ (জনঃ) তস্য (প্রকৃতস্য) এতস্য (প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপন্নস্য) সাম্নঃ (সাম-শব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য) স্বং (ধনং রহস্যং) বেদ (বিজানাতি) ; অস্য (বিদুষঃ) হ (অবধারণে) স্বং (ধনং) ভবতি। তস্য (সামনাম্নঃ প্রাণস্য) বৈ স্বরঃ (উদাত্তাদিরূপঃ) এব স্বং (ধনং) [ভবতি] ; তস্মাৎ (হেতোঃ) আর্ত্বিজ্যং (ঋত্বিক্‌কর্ম্ম—উদ্গানং) করিষ্যন্ উদ্গাতা বাচি (বাক্যবিষয়ে) স্বরম্ ইচ্ছেত (ইচ্ছেৎ, সাম্নঃ ধনবত্তাং সম্পাদয়িতুম্ উদ্গাতা আত্মনঃ স্বরসৌন্দর্য্যং সাধয়েদিতি ভাবঃ)। তয়া স্বরসম্পন্নয়া (সুস্বরযুক্তয়া) বাচা আর্ত্বিজ্যং (উদ্গানং) কুর্য্যাৎ [উদ্গাতা] ; [যস্মাৎ যজ্ঞে স্বরস্য ঈদৃশী উপযোগিতা], তস্মাৎ এব যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্তে (দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি) [জনাঃ]। অথো (অপি) যস্য (জনস্য) স্বং (ধনং) ভবতি, [তমপি যথা দিদৃক্ষন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ]। [ইদানীং বিজ্ঞান-

ফলমুপসংহ্রীয়তে—] অস্য (বিজ্ঞাতুঃ) হ স্বং (ধনমপি) ভবতি; যঃ সাম্নঃ এতৎ স্বম্ এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বেত্তি), [তস্যৈতৎ ফলমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ ঃ—যিনি পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণবাচক সামের স্ব অর্থাৎ ধনস্বরূপ রহস্য জানেন, নিশ্চয়ই তাঁহারও ধনলাভ হইয়া থাকে। স্বরই হইতেছে সেই সামের স্ব—ধন; যিনি আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিক্-কার্য্য—উদ্গান করিবেন, তিনি অবশ্যই বাক্যে সুস্বর সম্পাদনে যত্নপর হইবেন—সুস্বরসম্পন্ন সেই বাক্য দ্বারা আর্ত্বিজ্য কর্ম্ম করিবেন; এই জন্যই সুধীগণ যজ্ঞে সুস্বরসম্পন্ন উদ্গাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, —জগতে যাহার ধন আছে, [তাহাকে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে,] তদ্রূপ। যে লোক সামের যথোক্তপ্রকার এই স্বরবিজ্ঞান জানেন, তাঁহারও ঐ প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—তস্য হৈতস্য। তস্যেতি প্রকৃতং প্রাণমভিসম্বধ্নাতি। হ এতস্যেতি মুখ্যং ব্যপদিশত্যভিনয়েন। সাম্নঃ সামশব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য, যঃ স্বং ধনং বেদ; তস্য হ কিং স্যাৎ? ভবতি হাস্য স্বম্। ফলেন প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য শুশ্রূষবে আহ—তস্য বৈ সাম্নঃ স্বর এব স্বম্। স্বর ইতি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যম্; তদেবাস্য স্বং বিভূষণম্, তেন হি ভূষিতমৃদ্ধিমৎ লক্ষ্যতে উদ্গানম্। যস্মাদেবম্, তস্মাদার্ত্বিজ্যং ঋত্বিক্-কর্ম্ম উদ্গানং করিষ্যন্ বাচি বিষয়ে, বাচি বাগাশ্রিতং স্বরমিচ্ছেত ইচ্ছেৎ; সাম্নো ধনবত্তাং স্বরেণ চিকীর্ষুরুদ্গাতা। ইদন্তু প্রাসঙ্গিকং বিধীয়তে; সাম্নঃ সৌস্বর্য্যেণ স্বরবত্ত্বপ্রত্যয়ে কর্ত্তব্যে, ইচ্ছামাত্রেণ সৌস্বর্য্যং ন ভবতীতি দন্তধাবন-তৈলপানাদি সামর্থ্যাৎ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তয়ৈবং সংস্কৃতয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়া আর্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ—যস্মাৎ সাম্নঃ স্বভূতঃ স্বরঃ, তেন স্বেন তেন ভূষিতং সাম; অতো যজ্ঞে স্বরবন্তম্ উদ্গাতারং দিদৃক্ষন্ত এব দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি এব—ধনিনমিব লৌকিকাঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে, অথো অপি যস্য স্বং ধনং ভবতি, তং ধনিনং দিদৃক্ষন্তে ইতি। সিদ্ধস্য গুণবিজ্ঞানফলসম্বন্ধস্যোপসংহারঃ ক্রিয়তে,—ভবতি হাস্য স্বম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

টীকা। উদ্গীথদেবতা প্রাণ এবেতি নির্দ্ধার্য্য স্বসুবর্ণপ্রতিষ্ঠাগুণবিধানার্থম্ উত্তরকণ্ডিকাত্রয়মবতারয়তি—তস্যেত্যাদিনা। কিমিত্যাদৌ ফলমভিলপ্যতে, তত্রাহ—ফলেনেতি। সৌস্বর্য্যং সাম্নো ভূষণমিত্যত্রানুভবমনুকূলয়তি—তেন হীতি। কথং তর্হি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যং সম্পাদনীয়-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। প্রাণোঽহং মমৈব প্রীতিভাবমাপন্নস্ত সৌস্বর্য্যং ধনমিতি প্রকৃতে প্রাণবিজ্ঞানে গুণবিধির্বিবক্ষিতশ্চেৎ, কিমিত্যুদ্গাতুরন্তৎ কর্ত্তব্যমুপদিশ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টফলতয়া, ইত্যাহ—ইদং স্থিতি। অথেচ্ছায়াং কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতায়াং ভাবমাত্রে সিদ্ধেঽপি কথং সৌস্বর্য্যং সিধ্যেৎ, নহি স্বর্গকামনামাত্রেণ স্বর্গঃ সিধ্যতি, অত আহ—সাম্ন ইতি। তস্ত সুস্বরত্বেন তচ্ছব্দিতস্ত প্রাণস্তোপাসকাত্মকস্ত স্বরবত্ত্বপ্রত্যয়ে কার্য্যে সতি বিহিতেচ্ছামাত্রেণ সাম্নঃ সৌস্বর্য্যং ন ভবতি, ইত্যস্মাৎ সামর্থ্যাৎ দন্তধাবনাদি কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ অত্র বিধিৎসিতমিতি যোজনা। সৌস্বর্য্যস্ত সামভূষণত্বে গমকমাহ—তস্মাদিতি। দৃষ্টান্তমনন্তরবাক্যাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—প্রসিদ্ধং হীতি। ভবতি হাস্ত স্বমিতি প্রাগেবোক্তত্বাৎ অনর্থিকা পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সিদ্ধস্যেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"তস্ত হৈতস্ত" ইত্যাদি। প্রস্তাবিত প্রাণের সহিত 'তস্ত' পদের সম্বন্ধ; 'এতস্ত' শব্দে মুখ্য প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'সাম্নঃ' অর্থ—সাম-শব্দ-বাচ্য প্রাণের। যে ব্যক্তি [পূর্ব্বোক্ত এই সামশব্দবাচ্য প্রাণের] স্ব অর্থাৎ ধন জানেন; তাহার কি হয়? [উত্তর—] নিশ্চয়ই তাহার স্ব (ধন) হয়। এইরূপ ফল কথন দ্বারা লোককে প্রলোভিত ও অভিমুখীভূত করিয়া (শুশ্রূষু করিয়া) তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—স্বরই হইতেছে পূর্ব্বোক্ত সামের স্ব (ধন)। এখানে 'স্বর' অর্থ কণ্ঠগত মাধুর্য্য, (যাহার দরুণ লোককে 'সুকণ্ঠ' বলা হয়); তাহাই [শব্দময়] সামের ভূষণ; সেই সুস্বরে ভূষিত হইলেই উদ্গানকে ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে হয়। যেহেতু স্বরই সামের সম্পদ্; সেই হেতু আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিকের কার্য্য—উদ্গান করিবার পূর্ব্বে উদ্গাতা যদি স্বরসম্পদের দ্বারা সামকে ধনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, বাক্যবিষয়ে অর্থাৎ বাক্যগত সুস্বর সম্পাদনে যত্ন করিবেন। এই যে, সুস্বরের বিধান, ইহা প্রাসঙ্গিকমাত্র; কেন না, উত্তম স্বর দ্বারা যদি সামকে স্বরসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা কেবল ইচ্ছামাত্রে হয় না; পরন্তু তাহার জন্য দন্তধাবন ও তৈলপানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। [উদ্গাতা] এইরূপ সুসংস্কৃত স্বরসম্পন্ন বাক্য দ্বারা আর্ত্বিজ্য (উদ্গান) করিবেন। সেই হেতু,—যেহেতু স্বরই হইতেছে সামের স্ব—ধনস্বরূপ, এবং তাহা দ্বারাই সাম শোভিত হয়; সেই হেতুই যজ্ঞে ধনীর ন্যায় স্বরসম্পন্ন (সুকণ্ঠ) উদ্গাতাকেই সাধারণ লোকে দেখিতে ইচ্ছা করে। জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাহার ধন থাকে, সেই ধনী ব্যক্তিকে সকলে দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রথমেই যে গুণবিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইয়াছে, এখানে সেই ফলপ্রাপ্তিরই উপসংহার করা হইতেছে মাত্র—'ভবতি হ অস্ত স্বং'—তাঁহারও ধনলাভ হয়, যিনি সামের উক্তপ্রকার 'স্ব' (স্বরসম্পদ) জানেন ॥৩৪॥২৫॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ, ভবতি হাস্য সুবর্ণম্, তস্য বৈ স্বর এব সু-বর্ণম্, ভবতি হাস্য সু-বর্ণম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ সু-বর্ণং বেদ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

সরলার্থঃ।—অথান্যোঽপি সাম্নো গুণো বিধীয়তে—তস্যেত্যাদিনা। যঃ (জনঃ) তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য (প্রাণাভিধেয়স্য) সাম্নঃ হ সুবর্ণং (বর্ণসৌষ্ঠবং) বেদ, অস্য (বিদুষঃ) হ (অপি) সুবর্ণং (বর্ণোৎকর্ষঃ) ভবতি। তস্য (সাম্নঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) স্বর এব সুবর্ণম্। [গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রীয়তে—] যঃ সাম্নঃ এতৎ সুবর্ণম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ, অস্য (বিদুষঃ) হ সুবর্ণং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—এখানে সামের আরও একটী গুণের বিধান করা হইতেছে—যে লোক সেই এই সামের সুবর্ণ (বর্ণগত উৎকর্ষ—স্বরবিশেষ) জানেন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হয়; স্বরই তাহার সু-বর্ণ। পুনশ্চ বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—যে লোক সামের এই যথোক্তপ্রকার সুবর্ণ অবগত হন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথান্যো গুণঃ সুবর্ণবত্তালক্ষণো বিধীয়তে। অসাবপি সৌস্বর্য্যমেব। এতাবান্ বিশেষঃ—পূর্ব্বং কণ্ঠগতমাধুর্য্যম্; ইদন্তু লাক্ষণিকং সুবর্ণশব্দবাচ্যম্। তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ, ভবতি হাস্য সুবর্ণম্; সুবর্ণ-শব্দ-সামান্যাৎ স্বরসুবর্ণয়োঃ। লৌকিকমেব সুবর্ণং গুণবিজ্ঞানফলং ভবতীত্যর্থঃ। তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণম্; ভবতি হাস্য সুবর্ণম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদেতি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

টীকা। সাম্নো গুণান্তরমবতারয়তি—অথেতি। তর্হি পুনরুক্তিঃ স্যাৎ, তত্রাহ—এতাবানিতি। লাক্ষণিকং—কণ্ঠ্যোঽয়ং বর্ণো দন্ত্যোঽয়মিতিলক্ষণজ্ঞানপূর্ব্বকং সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণং নষৈব সামশব্দিতপ্রাণভূতস্য ধনমিতি যাবৎ। লাক্ষণিকসৌস্বর্য্যগুণবৎ-প্রাণবিজ্ঞানবতো যথোক্ত-ফললাভে হেতুমাহ—সুবর্ণশব্দেতি। বাক্যার্থমাহ—লৌকিকমেবেতি। ফলেন প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য, কিং তৎ সুবর্ণমিতি শুশ্রূষবে ব্রূতে—তস্যেতি। গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহরতি—ভবতীতি। সাম্নস্তচ্ছব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য স্বরূপভূতস্যেতি যাবৎ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর সামের সুবর্ণশালিত্ব আর একটী গুণ বিহিত হইতেছে। এই সুবর্ণও স্বরগত উৎকর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্ব্বোক্ত গুণটী কণ্ঠগত মাধুর্য্য, আর এই গুণটী হইতেছে লাক্ষণিক—ইহা

দন্ত্য' 'ইহা কণ্ঠ্য' ইত্যাদি লক্ষণানুযায়ী উত্তম শব্দোচ্চারণ মাত্র; ইহাই এখানে 'সুবর্ণ' শব্দের অর্থ। যে ব্যক্তি সেই এই সামের সুবর্ণ জানেন, তাঁহারও সুবর্ণ (বর্ণোচ্চারণে পটুতা অথবা কাঞ্চনপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে। কারণ, সুবর্ণ শব্দটী যেমন স্বরবোধক, তেমনি কাঞ্চনেরও বাচক, অতএব লোকপ্রসিদ্ধ সুবর্ণলাভই যথোক্ত গুণবিজ্ঞানের ফল। স্বরই তাহার (সামের) সুবর্ণ। যিনি সামের যথোক্ত সুবর্ণতত্ত্ব জানেন, তাঁহারও সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। ইহার অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥ ৩১ ॥ ২৬ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি; তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ।—যঃ (জনঃ) তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য সাম্নঃ (প্রাণস্য) প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়স্থানং) বেদ, [সঃ বিদ্বান্] হ (কিল) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা লভতে)। [কাসৌ প্রতিষ্ঠা? ইত্যাহ—], বাক্ এব তস্য (সামাভিধেয়স্য) প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠতি অস্যাম্ ইতি প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়ঃ)। [কুতঃ?] হি (যস্মাৎ) এষঃ প্রাণঃ বাচি খলু (নিশ্চয়ে) প্রতিষ্ঠিতঃ (সন্) এতৎ (গানং) গীয়তে, একে হ (অন্যে পুনঃ) অন্নে [প্রতিষ্ঠিতো গীয়তে] ইতি উ (বিতর্কে) আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি এই সাম-নামক প্রাণের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়স্থান) জানেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠাবান্ হন। বাক্ই হইয়েছে ইহার প্রতিষ্ঠা; কারণ, এই সামাখ্য প্রাণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতির আকারে গীত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন—অন্নে [প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হইয়া থাকে] ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা প্রতিষ্ঠাগুণং বিধিৎসন্নাহ—তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ; প্রতিতিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিষ্ঠা—বাক্; তাং প্রতিষ্ঠাং সাম্নো গুণং যো বেদ, স প্রতিতিষ্ঠতি হ। "তং যথা যথোপাসতে" ইতি শ্রুতেঃ তদ্গুণত্বং যুক্তম্।

পূর্ব্ববৎ ফলেন প্রতিলোভিতায় 'কা প্রতিষ্ঠা' ইতি শুশ্রূষবে আহ—তস্য বৈ সাম্নো বাগেব। বাগিতি জিহ্বামূলাদীনাং স্থানানামাখ্যা; সৈব প্রতিষ্ঠা।

তদাহ—বাচি হি জিহ্বামূলাদিষু হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ এব প্রাণ এতদ্ গানং গীয়তে—গীতিভাবমাপদ্যতে, তস্মাৎ সাম্নঃ প্রতিষ্ঠা বাক্। অন্নে প্রতিষ্ঠিতো গীয়ত ইত্যু হ একে অন্যে আহুঃ; ইহ প্রতিতিষ্ঠতীতি যুক্তম্। অনিন্দিতত্বাদ্ একীয়পক্ষস্য বিকল্পেন প্রতিষ্ঠাগুণবিজ্ঞান কুর্য্যাৎ বাগ্ বা প্রতিষ্ঠা, অন্নং বেতি॥ ৩৬॥ ২৭॥

টীকা। উপাস্যস্য প্রতিষ্ঠাগুণত্বেঽপি ফলনুপাসকস্য তদ্গুণম্, ইত্যাহ—তং যথেতি। আদিপদাৎ উরঃ-শিরঃ-কণ্ঠ-দন্তোষ্ঠ-নাসিকা-তালূনি গৃহ্যন্তে। কিমিত্যষ্টৌ স্থানানি বাক্-ইত্যুচ্যন্তে, তত্রাহ—বাচি হীতি। পক্ষান্তরমাহ—অন্ন ইতি। অন্নশব্দেন তৎপরিণামো দেহো গৃহ্যতে. একীয়পক্ষে যুক্তিমাহ—ইহেতি। কথং তর্হি প্রতিষ্ঠাগুণস্য প্রাণস্য বিজ্ঞানং কর্ত্তব্যমত আহ—অনিন্দিতত্বাদিতি॥ ৩৬॥ ২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ সামাখ্য প্রাণের প্রতিষ্ঠানামক অপর একটী গুণ বিধানের জন্য বলিতেছেন—যে লোক সেই এই সামের প্রতিষ্ঠা জানেন ইত্যাদি। প্রাণ যাহার উপরে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তাহার নাম—প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থ—বাক্; অর্থাৎ যে লোক সামের সেই প্রতিষ্ঠা গুণ জানেন, তিনি নিজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, [উপাসক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়'], এইরূপ অপর শ্রুতি অনুসারে উপাসকের ঐরূপ গুণলাভ যুক্তিসঙ্গতই বটে।

পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও গুণশ্রবণে প্রলোভিত উৎসুক এবং 'প্রতিষ্ঠা' তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন বাক্ই উক্ত সামের প্রতিষ্ঠা; বাক্ শব্দটা বর্ণোচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূলাদির নাম, তাহাই প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। যেহেতু উক্ত প্রাণ জিহ্বামূল প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থানে আশ্রিত থাকিয়াই গানরূপে গীত হয়, অর্থাৎ গীতিভাব প্রাপ্ত হয়, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, বাক্ই সামের প্রতিষ্ঠা-স্থান। অপর কেহ কেহ বলেন যে, অন্নে (অন্নময় দেহে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই কারণে অন্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। (যাহা হউক,) এই অপর পক্ষও যখন অনিন্দনীয়, অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রমাণবিরুদ্ধ নয়, তখন বিকল্প-রূপে প্রতিষ্ঠাগুণের উপাসনা করিবে,—হয় অন্নকেই প্রতিষ্ঠাগুণযুক্তরূপে চিন্তা করিবে, না হয় বাক্কেই প্রতিষ্ঠা-গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে॥ ৩৬॥ ২৭॥

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ, স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি, স যত্র প্রস্তুয়াৎ তদেতানি জপেৎ।

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়;
মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়েতি।

স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি, মৃত্যুর্ব্বা অসৎ, সদমৃতং মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ; তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি, মৃত্যুর্ব্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ; মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়েতি, নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি, তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েৎ, তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবম্বিদুদ্গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি, তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাস্তি, য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—সাম্প্রত প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধীয়তে—'অথাতঃ' ইত্যাদিভিঃ। অথ (অনন্তরং), অতঃ (অস্মাৎ—যস্মাৎ বিদ্বৎ প্রয়োজ্যমান জপকর্ম্ম দেবভাবপ্রাপ্তিফলম্, তস্মাৎ হেতোঃ), পবমানানাম্ (পবমানসংজ্ঞকানাং ব্রহ্মণাং যজুষাম্), অভ্যারোহঃ (জপকর্ম্ম; অভি—আভিমুখ্যেন আরোহতি দেবভাবম্ অনেন জপকর্ম্মণা, ইতি অভ্যারোহঃ; জপকর্ম্মণঃ সংজ্ঞেয়ং [বিধীয়তে]। সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রস্তোতা (প্রস্তাবাখ্য-স্তোত্রপাঠকঃ) বৈ খলু (নিশ্চয়ে) সাম প্রস্তৌতি (প্রস্তাবং পঠতি); সঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) প্রস্তুয়াৎ (স্বকর্ত্তব্যং সমাচরেৎ), তৎ (তদা) এতানি (বক্ষ্যমাণানি ত্রীণি যজূংষি) জপেৎ—(১) অসতঃ মা (মাং), সৎ (ব্রহ্ম) গময়; (২) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) মা (মাং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম) গময়; (৩) মৃত্যোঃ [সকাশাৎ] মা (মাং), অমৃতং (মুক্তিং) গময় ইতি। [মন্ত্রাণামর্থম্ অতিদুর্ব্বোধতয়া শ্রুতিঃ স্বয়মেব ব্যক্তীকরোতি—] সঃ (মন্ত্রঃ) যৎ আহ—অসতঃ মা সৎ গময়—ইতি; (তস্যায়মর্থঃ—)।

মৃত্যুঃ (মরণহেতুভূতে স্বাভাবিকে জ্ঞান-কর্ম্মণী), বৈ (এব) অসৎ, (অসৎফলকত্বাৎ); তথা অমৃতং (মরণনিবারকে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞান-কর্ম্মণী চ) সৎ, (সদ্ভাবহেতুত্বাৎ); (ততশ্চ) মা (মাং), মৃত্যোঃ (স্বাভাবিকজ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণাৎ) অমৃতং

(শাস্ত্রীয়-জ্ঞানকর্ম্মণী) গময় (প্রাপয়),—মা (মাং) অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ (কথিতবৎ)। তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়—ইতি, [অস্যায়মর্থঃ—] মৃত্যুঃ বৈ (এব) তমঃ (অজ্ঞানং, অজ্ঞানং হি মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুরুচ্যতে,) জ্যোতিঃ (জ্ঞানং) অমৃতং, (অমরণহেতুত্বাৎ জ্যোতিষোঽমৃতত্বম্); [ততশ্চ] মৃত্যোঃ (অজ্ঞানলক্ষণাৎ) মা (মাং) অমৃতং (প্রকাশলক্ষণং জ্ঞানং) গময় (প্রাপয়),—মাম্ অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ। মৃত্যোঃ (উক্তলক্ষণাৎ) মা (মাং) অমৃতং (অমরণভাবং) গময় (প্রাপয়)—ইত্যত্র তিরোহিতমিব (অস্পষ্টার্থম্—ব্যাখ্যাযোগ্যং) [কিঞ্চিদপি] নাস্তি, [অতো নৈতৎ ব্যাখ্যায়তে]।

অথ (যজমানোদ্গানানন্তরম্) যানি ইতরাণি (অবশিষ্টানি) স্তোত্রাণি [সন্তি], তেষু অন্নাদ্যং (স্তোত্রং) আত্মনে (আত্মন উপকারার্থম্) আগায়েৎ (প্রাণবিদ্ উদ্গাতা প্রাণবদেব উদ্গানং কুর্য্যাৎ)। [যস্মাৎ হেতোঃ,] সঃ এবঃ এবংবিদ্ উদ্গাতা আত্মনে বা (আত্মার্থং বা) যজমানায় বা যং কামং কাময়তে (যৎ ফলং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি), তং কামম্ আগায়তি (সম্যক্ গায়তি), তস্মাৎ (হেতোঃ) তেষু (যজমানসম্বন্ধিষু স্তোত্রেষু) [প্রযুজ্যমানেষু] উ [যজমানঃ] যং কামং (ফলং) কাময়তে (অভিলষতি) তং বরং বৃণীত (প্রার্থয়েৎ)। যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতৎ নাম (প্রাণং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বিজানাতি), [তস্যৈতৎ ফলমুচ্যতে—] তৎ (যথোক্তং) এতৎ (প্রাণাত্মদর্শনং) হ লোকজিৎ (প্রাণাত্মলোকসাধনং) এব (নিশ্চয়ে), নৈব হ অলোক্যতায়াঃ (লোকপ্রাপ্ত্যভাবস্য) আশা (আশঙ্কা) অস্তি; (সর্ব্বথাপি লোকপ্রাপ্তি-সাধনমেবৈতৎ প্রাণাত্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ ঃ—সম্প্রতি "অথাতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জপক্রিয়া বিহিত হইতেছে—

অতঃপর পবমানসংজ্ঞক তিনটী মন্ত্রের অভ্যারোহ (দেবত্বপ্রাপক জপকর্ম্ম) কথিত হইতেছে। সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক অংশ-বিশেষের পাঠক) সাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রস্তাব-নামক সামাংশ পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি যখন প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তখন এই [তিনটী মন্ত্র] জপ করিবেন,—'অসতঃ মা সৎ গময়', 'তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়', 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' ইতি। [শ্রুতি নিজেই এই মন্ত্রার্থ বলিয়া দিতেছেন—] 'অসতো মা সৎ গময়' এই মন্ত্রটী যাজ্ঞা

বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'অসৎ' অর্থ—মৃত্যু; আর 'সৎ' অর্থ—অমৃত; [সুতরাং, ইহার অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত (অমর) কর। 'তমসো মা জ্যোতিঃ গময়, এই মন্ত্রেও এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'তমঃ' অর্থ—অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু, আর 'জ্যোতিঃ' অর্থ—প্রকাশাত্মক জ্ঞান; [সুতরাং অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু হইতে জ্যোতিস্বরূপ অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর। আর, 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' এই মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন অংশই তিরোহিত—অস্পষ্ট নাই; [সুতরাং, ইহার অর্থ প্রকাশ করা শ্রুতির আবশ্যক হয় নাই; ইহার অর্থ হইতেছে—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।]

অতঃপর আর যে (ছয়টী) স্তোত্র অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে অন্নাদ্য (অন্নভোগ যাহার ফল, সেই) স্তোত্র [প্রাণের ন্যায় প্রস্তোতাও] আপনার জন্য গান করিবেন। যেহেতু, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা আপনার জন্য কিংবা যজমানের জন্য যে ফল কামনা করেন, তাহাই গান করেন, অর্থাৎ গানের দ্বারা সেই সেই ফল সম্পাদন করেন, সেই হেতুই অবশিষ্ট স্তোত্রপাঠের সময় যজমান যে কোনও ফল কামনা করেন, তদ্বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবেন। যে ব্যক্তি এই সামসংজ্ঞক প্রাণকে যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি নিশ্চয়ই এই প্রাণাত্ম-লোক (প্রাণাত্মভাব) জয় করেন, কখনই তাহার অলোক্যতার অর্থাৎ প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির অভাবাশঙ্কা থাকে না। [তিনি নিজেই যখন প্রাণস্বরূপ হইয়া যান, তখন তাহার ত আর অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতেই পারে না] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৩ ॥]

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—এবং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধিৎস্যতে। যদ্বিজ্ঞানবতো জপকর্ম্মণ্যধিকারঃ, তদ্বিজ্ঞানমুক্তম্। অথানন্তরম্, যস্মাচ্চৈবং বিদুষা প্রযুজ্যমানং দেবভাবায় 'অভ্যারোহফলং জপকর্ম্ম, অতঃ তস্মাৎ তদ্বি-

ধীয়তে ইহ। তস্য চ উদ্গীথসম্বন্ধাৎ সর্বত্র প্রাপ্তৌ পবমানানামিতি বচনাৎ, পবমানেষু ত্রিষপি কর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াং পুনঃ কালসঙ্কোচং করোতি—স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি। স প্রস্তোতা, যত্র যস্মিন্ কালে সাম প্রস্তুয়াৎ প্রারভেত, তস্মিন্ কালে এতানি জপেৎ। অস্য চ জপকর্ম্মণ আখ্যা 'অভ্যারোহঃ' ইতি। আভিমুখ্যেন আরোহতি অনেন জপকর্ম্মণা এবংবিৎ দেবভাবমাত্মানম্—ইত্যভ্যারোহঃ। এতানীতি বহুবচনাৎ ত্রীণি যজূংষি। দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাদ্ ব্রাহ্মণোৎপন্নত্বাচ্চ যথাপঠিত এব স্বরঃ প্রযোক্তব্যঃ, ন মান্ত্রঃ। যাজমানং জপকর্ম্ম। ১

এতানি তানি যজূংসি—"অসতো মা সদগময়," "তমসো মা জ্যোতির্গময়," "মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়" ইতি। মন্ত্রাণামর্থস্তিরোহিতো ভবতীতি স্বয়মেব ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণং মন্ত্রার্থম্—স মন্ত্রো যদাহ যদুক্তবান্; কোঽসাবর্থঃ? ইত্যুচ্যতে—"অসতো মা সদগময়" ইতি। মৃত্যুর্ব্বৈ অসৎ—স্বাভাবিককর্ম্ম-বিজ্ঞানে মৃত্যুরিত্যুচ্যেতে; অসদ্ অত্যন্তাধোভাবহেতুত্বাৎ; সৎ অমৃতম্—সৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্মবিজ্ঞানে, অমরণ-হেতুত্বাদমৃতন্। তস্মাৎ অসতঃ অসৎকর্ম্মণোঽজ্ঞানাচ্চ মা মাং সৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্ম-বিজ্ঞানে গময় দেবভাবসাধনাত্মভাবম্ আপাদয়েত্যর্থঃ। তত্র বাক্যার্থমাহ—অমৃতং মা কুরু, ইত্যেবৈতদাহেতি। ২

তথা, "তমসো মা জ্যোতির্গময়" ইতি। মৃত্যুর্ব্বৈ তমঃ, সর্ব্বং হি অজ্ঞানম্ আবরণাত্মকত্বাৎ তমঃ, তদেব চ মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুঃ। জ্যোতিঃ অমৃতং পূর্ব্বোক্তবিপরীতং দৈবং স্বরূপম্। প্রকাশাত্মকত্বাজ্ জ্ঞানং জ্যোতিঃ, তদেবামৃতম্ অবিনাশাত্মকত্বাৎ; তস্মাৎ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি। পূর্ব্ববৎ মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়েত্যাদি; অমৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ—দৈবং প্রাজাপত্যং ফলভাব-মাপাদয়েত্যর্থঃ। ৩

পূর্ব্বো মন্ত্রোঽসাধনস্বভাবাৎ সাধনভাবমাপাদয়েতি; দ্বিতীয়স্তু সাধনভাবাদপি অজ্ঞানরূপাৎ সাধ্যভাবমাপাদয়েতি। মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়েতি পূর্ব্বয়োরেব মন্ত্রয়োঃ সমুচ্চিতোঽর্থঃ তৃতীয়েন মন্ত্রেণোচ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধার্থতৈব। নাত্র তৃতীয়ে মন্ত্রে তিরোহিতম্ অন্তর্হিতমিব অর্থরূপং পূর্ব্বয়োরিব মন্ত্রয়োরস্তি, যথাশ্রুত এবার্থঃ। ৪

যাজমানমুদ্গানং কৃত্বা পবমানেষু ত্রিষু, অথ অনন্তরং যানীতরাণি শিষ্টানি স্তোত্রাণি, তেষ্বাত্মনে অন্নাদ্যমাগায়েৎ—প্রাণবিদুদ্গাতা প্রাণভূতঃ প্রাণবদেব। যস্মাৎ স এষ উদ্গাতা এবং প্রাণং যথোক্তং বেত্তি, অতঃ প্রাণবদেব তং কাময়ং

সাধয়িতুং সমর্থঃ; তস্মাদ্‌যজমানস্তেষু স্তোত্রেষু প্রযুজ্যমানেষু বরং বৃণীত; যং কামং কাময়েত, তং কামং বরং বৃণীত প্রার্থয়েত। যস্মাৎ স এষ এবংবিদুদ্গাতেতি তস্মাচ্ছব্দাৎ প্রাগেব সম্বধ্যতে। আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে ইচ্ছত্যুদ্গাতা, তমাগায়তি আগানেন সাধয়তি। ৫

এবং তাবজ্‌জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং প্রাণাত্মাপত্তিরিত্যুক্তম্; তত্র নাস্ত্যাশঙ্কাসম্ভবঃ; অতঃ কর্ম্মাপায়ে প্রাণাপত্তির্ভবতি বা ন বা ইত্যাশঙ্ক্যতে; তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ— তদ্ধৈতল্লোকজিদেবেতি। তৎ হ তদেতৎ প্রাণদর্শনং কর্ম্মবিযুক্তং কেবলমপি লোকজিদেবেতি লোকসাধনমেব। ন হ এব অলোক্যতায়ৈ অলোকার্হত্বায় আশা আশংসনং প্রার্থনং, নৈবাস্তি হ। ন হি প্রাণাত্মনি উৎপন্নাত্মাভিমানস্য তৎ-প্রাপ্ত্যাশংসনং সম্ভবতি। ন হি গ্রামস্থঃ কদা গ্রামং প্রাপ্নুয়ামিত্যরণ্যস্থ ইবাশাস্তে। অসন্নিকৃষ্টবিষয়ে হি অনাত্মন্যাশংসনম্, ন তৎ স্বাত্মনি সম্ভবতি; তস্মাৎ ন আশা অস্তি—কদাচিৎ প্রাণাত্মভাবং ন প্রতিপদ্যেয়ম্ ইতি। ৬

কস্যৈতৎ? য এবমেতৎ সাম প্রাণং যথোক্তং নির্দ্ধারিত-মহিমানং বেদ— ‘অহমস্মি প্রাণ ইন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গৈরাসুরৈঃ পাপ্মভিঃ অধর্ষণীয়ো বিশুদ্ধঃ; বাগাদি-পঞ্চকং চ মদাশ্রয়ত্বাদ্ অগ্ন্যাদ্যাত্মস্বরূপঃ স্বাভাবিকবিজ্ঞানোত্থেন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গ-জনিতাসুরপাপদোষবিযুক্তম্; সর্ব্বভূতেষু চ মদাশ্রয়ান্নাদ্যোপযোগবন্ধনম্; আত্মা চাহং সর্ব্বভূতানাম্ আঙ্গিরসত্বাৎ; ঋগ্‌যজুঃসামোদ্গীথভূতায়াশ্চ বাচ আত্মা, তদ্ব্যাপ্তেস্তন্নির্ব্বর্ত্তকত্বাচ্চ; মম সাম্নো গীতভাবমাপদ্যমানস্য বাহ্যং ধনং ভূষণং সৌস্বর্য্যম্; ততোঽপ্যান্তরতরং সৌবর্ণ্যং লাক্ষণিকং সৌস্বর্য্যম্; গীতিভাবমাপদ্য-মানস্য মম কণ্ঠাদিস্থানানি প্রতিষ্ঠা; এবংগুণোঽহং পুত্তিকাদিশরীরেষু কাৎস্ন্যেন পরিসমাপ্তঃ, অমূর্ত্তত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাচ্চ ইতি—আ এবমভিমানাভিব্যক্তেঃ বেদ উপাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণ-ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

টীকা। অথাতঃ পবমানানাম্ ইত্যাদিবাক্যমবতারয়তি—এবমিতি। তত্রাথশব্দং ব্যাচষ্টে—যদ্বিজ্ঞানবত ইতি। অতঃশব্দার্থমাহ—যস্মাচ্চেতি। ইহেতি প্রাণবিদুক্তিঃ। কদা তর্হি জপকর্ম্ম কর্ত্তব্যং, তত্রাহ—তস্যেতি। উদ্গীথেনাত্যয়াম, স্বং ন উদ্গায়েতি চ প্রকরণা-দুদ্গীথেন সম্বন্ধাৎ জপস্য সর্ব্বত্রোদ্গানকালে প্রাপ্তৌ পবমানানামেবেতি বচনাৎ কালনিয়ম-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। স বৈ খল্বিত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যমাহ—পবমানেষ্বিতি। ননু কর্ত্তব্যত্বেনাভ্যারোহঃ শ্রূয়তে, জপকর্ম্ম বিধিৎসিতমিতি চোচ্যতে, কিং কেন সঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আভিমুখ্যেনেতি। যজুর্ম্মন্ত্রাক্ষরাণাম্ অনিয়তপাদাক্ষরত্বাৎ “অসতো মা সদ্গময়” ইত্যারভ্য একো দ্বৌ বা মন্ত্রৌ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এতানীতি। যজুষী যাজুষা মন্ত্রাঃ, তর্হি মান্দ্রেণ স্বরেণ বৈতানিকগ্রন্থোক্তেন তাবা-

মিত্যাশঙ্ক্য আহ—স্থিতিরেতি। যত্র স্বরো বিবক্ষিতস্তত্র তৃতীয়ানির্দ্দেশো দৃশ্যতে 'উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা' ইতি। প্রকৃতে তু দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাজ্জপকর্ম্মমাত্রং প্রতীয়তে, মাস্তু স্বরো ন প্রতিভাতীত্যর্থঃ। কেন তর্হি স্বরেণ প্রয়োগো মন্ত্রাণামিতি চেৎ, তত্রাহ—ব্রাহ্মণেতি। ভবতু শান্তপথেন স্বরেণ মন্ত্রাণাং প্রয়োগস্তথাপি কিমার্ত্বিজ্যং, কিং বা যাজমানং জপকর্ম্মেতি বীক্ষায়ামাহ—যাজমানমিতি। ১।

ব্যাচিখ্যাসিতযজুষাং স্বরূপং দর্শয়তি—এতানীতি। মন্ত্রার্থশব্দেন পদার্থো বাক্যার্থস্তৎফলং চেতি ত্রয়মুচ্যতে। ২

লৌকিকং তমো ব্যাবর্ত্তয়তি—সর্ব্বং হীতি। পূর্ব্বোক্তপদেন ব্যাখ্যাতং তমো গৃহ্যতে। বৈপরীত্যে হেতুমাহ—প্রকাশাত্মকত্বাদিতি। জ্ঞানং তেন সাধ্যমিতি যাবৎ। পদার্থোক্তি-সমাপ্তাবিতিশব্দঃ। উত্তরবাক্যাভ্যাং বাক্যার্থস্তৎফলং চেতি দ্বয়ং ক্রমেণোচ্যতে, ইত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। ফলবাক্যমাদায় পূর্ব্বস্মাদ্বিশেষং দর্শয়তি—অমৃতমিতি। ৩

প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োরর্থভেদাপ্রতীতেঃ পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য অবান্তরভেদমাহ—পূর্ব্বো মন্ত্র ইতি। তথাপি তৃতীয়ে মন্ত্রে পুনরুক্তিস্তদবস্থা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব্বয়োরিতি। ৪

বৃত্তমনূদ্যোত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—যাজমানমিতি। যথা প্রাণস্ত্রিষু পবমানেষু সাধারণ-মাগানং কৃত্বা শিষ্টেষু স্তোত্রেষু স্বার্থমাগানমকরোৎ, তথেত্যাহ—প্রাণবিদিতি। তদ্বিদোঽপি তদ্বদাগানে যোগ্যতামাহ—প্রাণভূত ইতি। হেতুবাক্যমাদৌ যোজয়তি—যস্মাদিতি। প্রতিজ্ঞা-বাক্যং ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি। কিমিতি ব্যত্যাসেন বাক্যদ্বয়ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যার্থাচ্চেতি ন্যায়েন পাঠক্রমমনাদৃত্য পরিহরতি—যস্মাদিত্যাদিনা। স এব এবংবিদুদ্গাতা আত্মনে যজমানায় বা যং কামং কাময়তে, তমাগানেন সাধয়তি। যস্মাদিতি হেতুগ্রহস্তস্মাদিতি প্রতিজ্ঞাগ্রহাৎ প্রাগেব সম্বধ্যত ইতি যোজনা। ৫

বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—এবং তাবদিতি। তত্র কর্ম্মসমুচ্চিতে জ্ঞানে দেবতাপ্তৌ শঙ্কাসম্ভবো নাস্তি, মিথঃ সহকৃতয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ তদাপ্তিহেতুত্বাদিত্যাহ—তত্রেতি। সমনন্তরং বাক্য-মবতারয়তি—অত ইতি। সমুচ্চয়াৎ ফলাপ্তের্দৃষ্টত্বাদিতি যাবৎ। ন হেত্যাদিনা পদানি ছিন্দন্ বাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অলোকার্হত্বায়েতি। তদেব স্ফুটয়তি—ন হীতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি। দৃশ্যমানমাশংসনং তর্হি কস্মিন্ বিষয়ে স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসন্নিকৃষ্টেতি। প্রাণাত্মনা ব্যবস্থিতস্য বিদুষস্তদাত্মভাবং কদাচিদহং ন প্রতিপদ্যেয় ইত্যাশংসনং নাস্তীতি নিগময়তি—তস্মাদিতি। ৬

কর্ম্মসমুচ্চিতাদুপাসনাৎ কেবলাচ্চ প্রাণাত্মত্বং ফলমুক্তং, তত্র সমুচ্চিতাদুদ্গাতুর্যজমানস্য বা ফলং কেবলাচ্চোপাসনাৎ তয়োরন্যতরস্যান্যস্য বা কস্যচিদিতি জিজ্ঞাসমানঃ শঙ্কতে—কস্যেতি। জ্ঞানকর্ম্মণোরুভয়ত্র সমত্বাবাদুভয়োরপি বচনাৎ ফলসিদ্ধিঃ। আশ্রমান্তরবিষয়ং তু কেবলজ্ঞানস্য লোকজয়হেতুত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ—য এবমিতি। এবংশব্দস্য প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং বেদ্যস্বরূপং সংক্ষিপতি—অহমস্মীত্যাদিনা। তস্য বাগাদিভ্যো বিশেষং দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়েতি। কিমিদানীং প্রাণস্যৈবোপাস্যতয়া বাগাদিপঞ্চকমুপেক্ষিতমিতি, নেত্যাহ—বাগাদীতি। তস্য

প্রাণাশ্রয়ত্বেঽপি কুতো দেবতাত্বম্, আসঙ্গপাপ্মবিদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকেতি। অন্নকৃতোপকারং প্রাণদ্বারা বাগাদৌ স্মারয়তি—সর্ব্বেতি। রূপাত্মকে জগতি প্রাণস্য স্বরূপমনুসন্ধত্তে—আত্মা চেতি। নামাত্মকে জগতি প্রাণস্য আত্মত্বমুক্তং স্মারয়তি—ঋগিতি। সতি সামত্বে গীতিভাবাবস্থায়াং প্রাণস্যোক্তং বাহ্যমান্তরং চ সৌস্বর্য্যং সৌবর্ণ্যমিতি গুণদ্বয়মনুবদতি—মমেতি। তস্যৈব বৈকল্পিকীং প্রতিষ্ঠামুক্তামনুস্মারয়তি—গীতীতি। যদ্বেবেত্যাদিনোক্তং পরামৃশতি—এবংগুণোঽহমিতি। ইতোবমভিমানাভিব্যক্তিপর্য্যন্তং যো ধ্যায়তি, তস্যেদং ফলমিত্যুপসংহরতি—ইতীতি ॥ ৩৮ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতি এখন যথোক্ত প্রকার প্রাণ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জপকর্ম্ম বিধানের ইচ্ছা করিতেছেন। যদ্বিষয়ক বিজ্ঞানশালী ব্যক্তির জপক্রিয়ায় অধিকার, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যেহেতু বিদ্বৎপুরুষানুষ্ঠিত এই জপক্রিয়ার ফল হইতেছে—দেবভাবে অভ্যারোহ অর্থাৎ দেবভাবপ্রাপ্তি; সেই হেতু অতঃপর, এখানে তাহাই বিহিত হইতেছে। উদ্গীথপ্রকরণে বিহিত উদ্গীথের সর্ব্বত্রই জপের সম্ভাবনা ছিল; এইজন্য বিশেষ করিয়া 'পবমানানাম্' বলা হইয়াছে। তাহার পর, 'পবমান' শব্দে ('পবমানানাম্') বহুবচন থাকায় তিনটি 'পবমান' স্তোত্রেরই জপক্রিয়ায় প্রসক্তি ছিল; এই জন্য "স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি" বলিয়া পুনশ্চ তাহার কাল-সঙ্কোচ করিতেছেন,—সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠকর্ত্তা—ঋত্বিগ্ বিশেষ) ঠিক সেই সময়ই এই তিনটি মন্ত্র জপ করিবেন। এই জপক্রিয়ার বিশেষ নাম—'অভ্যারোহ'; [ইহার যৌগিকার্থ এইরূপ—] প্রাণবিৎ এই জপক্রিয়া দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করেন বলিয়া ইহার নাম 'অভ্যারোহ'। 'এতানি' এই বহুবচন থাকায় যজুর তিনটি মন্ত্রই বুঝিতে হইবে। 'এতানি' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় এবং ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে পঠিত হওয়ায় যথাশ্রুত স্বরানুসারেই ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু মন্ত্রভাগোক্ত স্বরানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে না (*)। এই জপক্রিয়াটি যজমানের কর্ত্তব্য (ঋত্বিকের নহে)। ১

(*) তাৎপর্য্য—বেদের সাধারণতঃ দুইটি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্", অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ, উভয়ের সম্মিলিত নাম 'বেদ'। মন্ত্রভাগের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করে বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ ক্রিয়াবিধি ও তদুপযোগী কথাবার্ত্তা আছে, আর ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ জ্ঞান ও ইতিহাসাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌টীও যজুর্ব্বেদে কাণ্বশাখীয় শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ইহা ছাড়া মাধ্যন্দিনী শাখাতেও অনুরূপ উপনিষদ্ আছে। উভয়ের মধ্যে

সেই যজুঃ তিনটি এই—"অসতঃ মা সদ্ গময়, "তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়", "মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়" ইতি। মন্ত্রগুলির অর্থ তিরোহিত (অস্পষ্ট) আছে; এই জন্য, এই মন্ত্রত্রয়ে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ (এই শ্রুতি) নিজেই সেই সমুদয় অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। সেই অর্থ কিপ্রকার, তাহা বলিতেছেন,—'অসতঃ মা সৎ গময়' ইতি, মৃত্যুই অসৎ; এখানে 'মৃত্যু' শব্দে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে। অত্যন্ত অধঃপতনের কারণ বলিয়া উহাই অসৎ; আর সৎ হইতেছে অমৃত; শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্ম মৃত্যুভয় নিবারণের হেতু বলিয়া, তাহারা সৎ-পদবাচ্য। অতএব [ইহার অর্থ হইতেছে যে,] অসৎ হইতে—অসৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে আমাকে সতে—শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম ও জ্ঞানের দিকে লইয়া যাও, অর্থাৎ দেবভাব লাভের উপায়ভূত আত্মভাব লাভ করাও। বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—আমাকে অমৃত কর; এই অর্থই প্রথম মন্ত্রটী বলিয়াছেন। ২

সেইরূপ, 'তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়' এই মন্ত্রেরও অর্থ বলিতেছেন—'তমঃ' অর্থ—মৃত্যু; কেন না, অজ্ঞানমাত্রই বোধশক্তির আবরক, আবরক বলিয়াই তমঃ-শব্দবাচ্য; তাহাই আবার মৃত্যুর হেতুভূত বলিয়া মৃত্যুস্বরূপ; আর 'জ্যোতিঃ' অর্থ—অমৃত, অর্থাৎ তমের বিপরীত দৈব রূপ। জ্ঞান স্বভাবতই প্রকাশাত্মক, এই কারণে জ্যোতিঃ-শব্দবাচ্য; তাহাই আবার অবিনাশাত্মক বলিয়া অমৃত; সেই তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। 'মৃত্যোঃ মা

বিষয়গত অনেক সাম্য থাকিলেও পাঠগত কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। যজুর্ব্বেদে ছন্দোঽনুযায়ী পাদবিভাগ কিংবা অক্ষর-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই; সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে মন্ত্র কয়টি—মন্ত্রের সংখ্যা কত? সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ত্রীণি যজূংষি' যজুর্মন্ত্র এখানে তিনটি; কমও নহে, বেশীও নহে। পুনশ্চ আশঙ্কা হইল যে, এই তিনটিই যখন মন্ত্র, তখন বৈভাবিক গ্রন্থে মন্ত্রসম্বন্ধে যে সমস্ত স্বরপ্রক্রিয়া কথিত আছে, যেমন—"উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা" অর্থাৎ ঋক্ ও সামমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, আর উপাংশু স্বরে যজুর্মন্ত্র পাঠ করিবে। উপাংশু অর্থ—মৃদু স্বর, যাহা কেবল পাঠকের মাত্র কর্ণগোচর হয়, ইত্যাদি। এখানে সে সমস্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে কি না, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ভাষ্যকার বলিলেন—এখানে মন্ত্রোক্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে না, যথাশ্রুত হ্রস্ব দীর্ঘ অনুসারে পাঠ করিতে হইবে মাত্র। বিশেষতঃ "উচ্চৈঃ ঋচা" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, যে, যেখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত থাকে, যেখানে তৃতীয়া বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকে, কিন্তু এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় বুঝা যায় যে, এখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

অমৃতং গময়' ইত্যাদির অর্থও পূর্ব্ববৎ, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর,—দিব্য প্রাজাপত্য (প্রজাপতিত্বরূপ) ফল আমাকে লাভ করাও, ইহাই ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে। ৩

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, সাধন-হীন অবস্থা হইতে আমাকে সাধনাবস্থা প্রাপ্ত করাও, আর দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, অজ্ঞানাত্মক সাধনাবস্থা হইতেও আমাকে ফলীভূত সাধ্যাবস্থা লাভ করাও। প্রথমোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের যাহা অর্থ, 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' এই তৃতীয় মন্ত্রে আবার তাহাই সমুচ্চিত বা সম্মিলিতভাবে অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার অর্থ প্রসিদ্ধই (স্পষ্টই) আছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ন্যায় এই তৃতীয় মন্ত্রে প্রতি-পাদ্যার্থ কিছুমাত্র তিরোহিত অর্থাৎ লুক্কায়িত নাই, যথাশ্রুত অর্থই ইহার অর্থ; [কাজেই শ্রুতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই [। ৪

অতঃপর, প্রাণবিৎ [অতএব] প্রাণাত্মভাবাপন্ন উদ্গাতা ঠিক প্রাণের ন্যায় পবমানত্রয়ে যজমানসম্বন্ধী উদ্গান সম্পাদন করিবার পর অবশিষ্ট যে সমস্ত স্তোত্র আছে, তাহাতে আপনার জন্য অন্নাদ্য গান করিবেন। যেহেতু সেই এই উদ্গাতা যথোক্ত প্রকারে প্রাণতত্ত্ব জানেন, সেই হেতু প্রাণের ন্যায়ই অভীষ্ট কাম (ফল) সাধন করিতে সমর্থ হন; অতএব যে সময় সেই সমস্ত স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় যজমান বর প্রার্থনা করিবে।—সে যে ফল কামনা করে, সেই ফল বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবে। 'তস্মাৎ' শব্দ থাকায় তাহার অগ্রে 'যস্মাৎ এবংবিদ্ উদ্গাতা' এইরূপ পদ যোজনা করিতে হইবে। যেহেতু এবংবিদ্ উদ্গাতা নিজের জন্যই হউক, আর যজমানের জন্যই হউক, যে ফল কামনা করেন—ইচ্ছা করেন, তাহাই আগান করেন—যথাবিধি গান দ্বারা সম্পাদন করেন, ['সেই হেতু' যজমান বর প্রার্থনা করিবে]। ৫

এইরূপে ত জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির কথা বলা হইল; এ বিষয়ে কোন প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই; অতএব এখন আশঙ্কার বিষয় হইতেছে যে, অনুষ্ঠের কর্ম্মের অপায়ে অর্থাৎ অভাব হইলেও প্রাণাত্মভাব প্রাপ্তি হয় কি না? সেই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—"তদ্ হ এতল্লোকজিদেব" ইতি। সেই এই প্রাণাত্মদর্শন বা প্রাণবিজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্ম্মবিযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই লোকজিৎ—অবশ্যই অভীষ্ট লোকপ্রাপ্তির সাধক হয়; নিশ্চয়ই অলোক্য-তার জন্য—অভীষ্টলোকপ্রাপ্তির অযোগ্যতার পক্ষে কখনও ত আশা—প্রার্থনা নাই। গ্রামস্থ লোক কখনই অরণ্যস্থ লোকের ন্যায় প্রার্থনা করিতে পারে

না যে, আমি কবে গ্রাম প্রাপ্ত হইব ; কেন না, অসন্নিহিত বা অপ্রাপ্ত অনাত্মবস্তু বিষয়েই আশংসা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত স্বীয় আত্মাতে ত আর সেরূপ আশংসা হইতে পারে না। অতএব 'আমি কখনও প্রাণাত্মভাব না পাইতে পারি' এরূপ সম্ভাবনা তাহার হইতেই পারে না। ৬

উক্ত ফলপ্রাপ্তি কাহার হয়? না, যে ব্যক্তি যথোক্ত মহিমান্বিত এই সাম নামক প্রাণকে জানে,—আমি হইতেছি ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তিরূপ আসুর পাপ দ্বারা অধর্ষণীয়—বিশুদ্ধ ; এবং বাক্‌ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও আমার আশ্রয়ে থাকিয়াই অগ্ন্যাদ্যাত্মভাবাপন্ন এবং স্বাভাবিক বা অপরিশুদ্ধ-জ্ঞানজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তিজনিত আসুর পাপবিযুক্ত হয়, অধিকন্তু সর্ব্বভূতে মদাশ্রিত অন্নাদ্যের ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও সমর্থ হয়। আঙ্গিরসত্ব-নিবন্ধন আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপ,—ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও উদ্গীথাত্মক বাক্যেরও আমিই আত্মা ; কারণ, ঐ সমস্তই আমার অধীন এবং আমার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় ; গীতিভাবপ্রাপ্ত সামস্বরূপ আমার বাহ্য ধন—অলঙ্কার হইতেছে স্বরসৌষ্ঠব, তদপেক্ষাও আন্তরতর অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট ভূষণ হইতেছে সৌবর্ণ্য—বর্ণ-সৌষ্ঠব, তাহাও স্বরসৌন্দর্য্যই বটে ; গীতিভাবপ্রাপ্ত আমার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান হইতেছে—কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি স্থান ; ঈদৃশগুণসম্পন্ন আমি অমূর্ত্ত—নির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিহীন, এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, পুত্তিকাশরীরেও সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত আছি। যতকাল আপনাতে প্রাণাত্মভাব অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল যে জানে—উপাসনা করে ; [তাহার এইরূপ ফল লাভ হয়] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ; সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ ; সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোঽহংনামাভবৎ, তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে—যদস্য ভবতি, স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ, তস্মাৎ পুরুষঃ, ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি, য এবং বেদ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—অগ্রে (শরীরান্তরোৎপত্তেঃ প্রাক্) ইদং (অনুভূয়মানং শরীরজাতং) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার-হস্তপদাদিসম্পন্নঃ বিরাট্স্বরূপঃ) আত্মা (প্রজাপতিঃ—প্রথমশরীরী) এব (ইতরব্যবচ্ছেদে) আসীৎ, (নান্যৎ শরীরান্তরমিত্যর্থঃ)। সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) অনুবীক্ষ্য (মনসি আলোচ্য, আত্মনঃ স্বরূপং বিচিন্ত্য) (আত্মনঃ) (স্বস্মাৎ) অন্যৎ (পৃথগ্ভূতং বস্ত্বন্তরং) ন অপশ্যৎ (ন দৃষ্টবান্, আত্মানমেব কেবলং দৃষ্টবান্)। সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্রে (প্রথমং) অহম্ অস্মি' (সর্ব্বাত্মা অহমস্মি) ইতি ব্যাহরৎ (উক্তবান্) ; ততঃ (অহং-শব্দোচ্চারণাদেব) 'অহং'নামা (অহম্ ইতি নাম যস্য, সঃ তথাভূতঃ) অভবৎ ; তস্মাৎ (হেতোঃ) এতর্হি অপি (ইদানীমপি) আমন্ত্রিতঃ (কস্ত্বম্ ? ইতি পৃষ্টঃ সন্) অগ্রে 'অহম্ অয়ম্' ইতি এব উক্ত্বা (কথয়িত্বা), অথ (অনন্তরং) অন্যৎ নাম ব্রূতে (কথয়তি)—যৎ (নাম) অস্য (আমন্ত্রিতস্য) ভবতি (কৃতসঙ্কেতম্ অস্তি—যজ্ঞদত্ত-দেবদত্ত-প্রভৃতি)। যৎ (যস্মাৎ) সঃ (প্রজাপতিঃ পূর্ব্বঃ (প্রথমোৎপন্নঃ সন্) সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ ঔষৎ (প্রাক্তন-জ্ঞানকর্ম্মসংস্কারবলেন দগ্ধবান্), তস্মাৎ পুরুষঃ (পূর্ব্বম্ ঔষৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা 'পুরুষ'পদবাচ্যঃ অভবৎ)। [ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—] য এবং (যথোক্তপ্রকারম্) বেদ (বিজানাতি), সঃ [অপি], যঃ (জনঃ) অস্মাৎ (বিদুষঃ) পূর্ব্বঃ (প্রথমঃ অগ্রগণ্যঃ) বুভূষতি (ভবিতুমিচ্ছতি), তং (জনং) হ বৈ (নিশ্চয়ে) ওষতি (দহতি), [এতল্লঙ্ঘনকারী স্বয়মেব বিনশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অন্য কোনও শরীর প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিযুক্ত)

আত্মা—বিরাট্ প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন; তিনি বিশেষ আলোচনা করিবার পর—তাঁহার অতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনিই অগ্রে 'অহম্ অস্মি' অর্থাৎ আমি হইতেছি সকলের আত্মা, এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন; সেই হেতুই তিনি 'অহম্' নামে পরিচিত হইয়াছেন। সেই কারণেই, এখনও 'তুমি কে?' জিজ্ঞাসা করিলে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রথমে 'এই আমি' বলে; পরে, তাহার যাহা নাম, সেই নাম প্রকাশ করিয়া থাকে। যেহেতু তিনি এই সমস্তের পূর্ব্বে সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই 'পুরুষ'-পদবাচ্য হইয়াছেন। অপরও যে লোক এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিও, যে ব্যক্তি তদপেক্ষা বড় হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দগ্ধ করেন, [ইহাই বিদ্যার গৌণ ফল] ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্ব্যাখ্যাতা, কেবলপ্রাণদর্শনেন চ —"তদ্ধৈতল্লোকজিদেব" ইত্যাদিনা। প্রজাপতেঃ ফলভূতস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাদিবিভূত্যুপবর্ণনেন জ্ঞান-কর্ম্মণোর্বৈদিকয়োঃ ফলোৎকর্ষো বর্ণয়িতব্যঃ—ইত্যেবমর্থমারভ্যতে। তেন চ কর্ম্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্ম্মস্তুতিঃ কৃতা ভবেৎ সামর্থ্যাৎ। বিবক্ষিতং ত্বেতৎ—সর্ব্বমপ্যেতজ্জ্ঞান-কর্ম্মফলং সংসার এব, ভয়ারত্যাদিযুক্তত্বশ্রবণাৎ কার্য্যকরণলক্ষণত্বাচ্চ স্থূলব্যক্তানিত্যবিষয়ত্বাচ্চেতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কেবলায়া বক্ষ্যমাণায়া মোক্ষহেতুত্বমিত্যুত্তরার্থঞ্চেতি। ন হি সংসারবিষয়াৎ সাধ্য-সাধনাদি-ভেদলক্ষণাৎ অবিরক্তস্য আত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়েঽধিকারঃ, অতৃষিতস্যেব পানে। তস্মাজ্জ্ঞান-কর্ম্মফলোৎকর্ষোপবর্ণনম্ উত্তরার্থম্। তথা চ বক্ষ্যতি—"তদেতৎ পদনীয়মস্য" "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" ইত্যাদি। ১

আত্মৈব,—আত্মেতি প্রজাপতিঃ প্রথমোঽণ্ডজঃ শরীর্য্যভিধীয়তে। বৈদিকজ্ঞান-কর্ম্মফলভূতঃ স এব। কিম্? ইদং শরীরভেদজাতং—তেন প্রজাপতিশরীরেণ অবিভক্তম্ আত্মৈবাসীৎ, অগ্রে প্রাক্শরীরান্তরোৎপত্তেঃ। স চ পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট্; স এব প্রথমঃ সম্ভূতঃ অনুবীক্ষ্য অন্বালোচনং কৃত্বা —'কোঽহং কিংলক্ষণো বাস্মি' ইতি, নান্যদ্বস্ত্বন্তরম্—আত্মনঃ প্রাণপিণ্ডাত্মকাৎ কার্য্যকরণরূপাৎ, নাপশ্যৎ ন দদর্শ। কেবলন্ত আত্মানমেব সর্ব্বাত্মানমপশ্যৎ, তথা পূর্ব্বজন্ম-শ্রৌতবিজ্ঞানসংস্কৃতঃ 'সোঽহং প্রজাপতিঃ সর্ব্বাত্মাহমস্মি, ইতি অগ্রে ব্যাহরৎ ব্যাহৃতবান্। ততঃ তস্মাৎ, যতঃ পূর্ব্বজ্ঞানসংস্কারাদাত্মানমেব 'অহম্'

ইত্যভ্যধাৎ অগ্রে, তস্মাৎ অহংনামা অভবৎ, তস্যোপনিষদ্—অহমিতি শ্রুতিপ্রদর্শিতমেব নাম বক্ষ্যতি। তস্মাৎ,—যস্মাৎ কারণে প্রজাপতৌ এবং বৃত্তম্, তস্মাৎ তৎকার্য্যভূতেষু প্রাণিষু এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে আমন্ত্রিতঃ—'কস্ত্বম্'ইত্যুক্তঃ সন্ 'অহময়ম্' ইত্যেবাগ্রে উক্ত্বা কারণাত্মাভিধানেন আত্মানমভিধায়াগ্রে, পুনর্ব্বিশেষনাম-জিজ্ঞাসবে, অথ অনন্তরং বিশেষপিণ্ডাভিধানং 'দেবদত্তঃ যজ্ঞদত্তঃ' বেতি প্রব্রূতে কথয়তি—যন্নামাস্য বিশেষপিণ্ডস্য মাতাপিতৃকৃতং ভবতি, তৎ কথয়তি ॥ ২

স চ প্রজাপতিরতিক্রান্তজন্মনি সম্যক্কর্ম্ম-জ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায়াম্, যৎ যস্মাৎ কর্ম্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্ব্বঃ প্রথমঃ সন্, অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিৎসুসমুদায়াৎ সর্ব্বস্মাৎ, আদৌ ঔষৎ অদহৎ। কিম্? আসঙ্গাজ্ঞানলক্ষণান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকারণভূতান্। ৩

যস্মাদেবম্, তস্মাৎ পুরুষঃ—পূর্ব্বমৌষদিতি পুরুষঃ। যথায়ং প্রজাপতিরোষিত্বা প্রতিবন্ধকান্ পাপ্মনঃ সর্ব্বান্, স পুরুষঃ প্রজাপতিরভবৎ, এবমন্যোঽপি জ্ঞানকর্ম্মভাবনানুষ্ঠান-বহ্নিনা, কেবলং জ্ঞানবলাদ্বা ওষতি ভস্মীকরোতি হ বৈ সঃ তম্; কম্? যোঽস্মাদ্বিদুষঃ পূর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রজাপতিঃ বুভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি, তমিত্যর্থঃ। তং দর্শয়তি—য এবং বেদেতি; সামর্থ্যাজ্জ্ঞানভাবনাপ্রকর্ষবান্।

নন্বনর্থায় প্রাজাপত্যপ্রতিপিৎসা, এবংবিদা চেৎ দহ্যতে? নৈষ দোষঃ; জ্ঞানভাবনোৎকর্ষাভাবাৎ প্রথমং প্রজাপতিত্বপ্রতিপত্ত্যভাবমাত্রত্বাৎ দাহস্য। উৎকৃষ্টসাধনঃ প্রথমং প্রজাপতিত্বং প্রাপ্নুবন্—ন্যূনসাধনো ন প্রাপ্নোতীতি স তং দহতীত্যুচ্যতে; ন পুনঃ প্রত্যক্ষমুৎকৃষ্টসাধনেন ইতরো দহ্যতে। যথা লোকে আজিস্মৃতাং যঃ প্রথমমাজিমুপসর্পতি, তেনেতরে দগ্ধা ইব অপহৃতসামর্থ্যা ভবন্তি, তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য পূর্ব্বেণ সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—আত্মৈবেত্যাদিনা। কেবলপ্রাণদর্শনেন চ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্ব্যাখ্যাতেতি সম্বন্ধঃ। ইদানীম্ আত্মেত্যাদেস্তন্ত্রেদন্ ইত্যতঃ প্রাক্তনগ্রন্থস্য আপাততস্তাৎপর্য্যমাহ—প্রজাপতেরিতি। আদিপদেন সর্ব্বাত্মত্বাদি গৃহ্যতে। ফলোৎকর্ষোপবর্ণনং কুত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ—তেন চেতি। কর্ম্মকাণ্ডপদেন পূর্ব্বগ্রন্থোঽপি সংগৃহীতঃ। ফলাতিশয়ো হেত্বতিশয়াপেক্ষঃ, অন্যথা আকস্মিকত্বাপাতাৎ। অতো জ্ঞানকর্ম্মফলভূতস্যত্রবিভূতির্ব্বচ্যমানা জ্ঞানকর্ম্মণোর্ম্মহত্ত্বং দর্শয়তীত্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। আপাতিকং তাৎপর্য্যমুক্ত্বা পরমতাৎপর্য্যমাহ—বিবক্ষিতং ত্বিতি। কিঞ্চ, বিমতং সংসারান্তর্ভূতং, কার্য্যকরণাত্মত্বাৎ, অস্মদাদিকার্য্যকরণবদিত্যাহ—কার্য্যেতি। প্রাজাপত্যপদস্য সংসারান্তর্ভূতত্বে হেত্বন্তরমাহ—স্থূলেতি। স্থূলত্বং সাধয়তি—ব্যক্তেতি। অনিত্যত্বাৎ দৃষ্টত্বাচ্চ প্রজাপতিত্বং

সংসারান্তর্গতমিত্যাহ—অস্মিত্যেতি। ইতিশব্দো বিবক্ষিতার্থসমাপ্ত্যর্থঃ। কিমিত্যেতদ্ বিবক্ষিত-মুপবর্ণ্যতে, তত্রাহ—ব্রহ্মবিদ্যায়া ইতি। তচ্চেদং বিবক্ষিতার্থবচনম্ একাকিন্যা বিদ্যায়া বক্ষ্যমাণায়া মুক্তিহেতুত্বমিত্যুত্তরার্থমিতি দ্রষ্টব্যম্। যদা হি কর্ম্মজ্ঞানফলং প্রজাপতিত্বং সংসার ইত্যুচ্যতে, তদা তৎপর্য্যন্তাৎ সর্ব্বস্মাৎ তস্মাদ্বিরক্তস্য বক্ষ্যমাণবিদ্যায়ামধিকারঃ সেৎস্যতীত্যর্থঃ। অথ যস্য কস্যচিদর্থিতামাত্রেণ তত্রাধিকারসম্ভবাদ্বৈরাগ্যং ন মৃগ্যম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। উভয়ত্রাপি বিষয়শব্দঃ পূর্ব্বেণ সমানাধিকরণঃ। বিবক্ষিতমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। বৈরাগ্যমন্তরেণ জ্ঞানানধিকারাজ্জ্ঞানাদিফলস্য প্রজাপতিত্বস্যোৎকর্ষবতঃ সংসারত্ব-বচনং ততো বিরক্তস্য বক্ষ্যমাণবিদ্যায়ামধিকারার্থম্। বিরক্তস্য বিদ্যাধিকারে মোক্ষাদপি বৈরাগ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি। ননু মোক্ষার্থং বিদ্যায়াং প্রবর্ত্তিতব্যং, মোক্ষশ্চ অপুরুষার্থত্বাৎ ন প্রেক্ষাবতা প্রার্থ্যতে, তত্রাহ—তদেতদিতি। ১

আপাতিকমনাপাতিকং চ তাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রতীকমাদায়াক্ষরাণি ব্যাকরোতি—আত্মৈবেতি। তস্যাশ্বমেধাধিকারে প্রকৃতত্বং সূচয়তি—অশ্ব ইতি। পূর্ব্বস্মিন্নপি ব্রাহ্মণে তস্য প্রস্তুতত্ব-মস্তীত্যাহ—বৈদিকেতি। স এব আসীদিতি সম্বন্ধঃ। স্থিত্যবস্থায়ামপি প্রজাপতিরেব সমষ্টিদেহঃ তত্তদ্ব্যষ্ট্যাত্মনা তিষ্ঠতীতি বিশেষাসিদ্ধিঃ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তেনেতি। আত্মশব্দেন পরস্যাপি গ্রহসম্ভবে কিমিতি বিরাডেবোপাদীয়তে, ইত্যাশঙ্ক্য বাক্যশেষাদিত্যাহ—স চেতি। বক্ষ্যমাণমন্বালোচনাদি বিরাড়াত্মকর্ত্তৃকমেবেত্যাহ—স এবেতি। স্বরূপদর্শনবিষয়ৌ দ্বৌ বিমর্শৌ। নান্যদিতি বাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—বস্ত্বন্তরমিতি। দর্শনশক্ত্যভাবাদেব বস্ত্বন্তরং প্রজা-পতির্ন দৃষ্টবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—কেবলং ত্বিতি। সোঽহমিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তথেতি। যথা সর্ব্বাত্মা প্রজাপতিরহমিতি পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি শ্রৌতেন বিজ্ঞানেন সংস্কৃতো বিরাড়াত্মা, তথেদানীমপি ফলাবস্থঃ সোঽহং প্রজাপতিরস্মীতি প্রথমং ব্যাহৃতবানিতি যোজনা। ব্যাহরণফলমাহ—তত ইতি। কিমিতি প্রজাপতেরহমিতি নামোচ্যতে, সাধারণং হীদং সর্ব্বেষাম্; ইত্যাশঙ্ক্যো-পাসনার্থমিত্যাহ—তস্যেতি। আধ্যাত্মিকস্য চাক্ষুষস্য পুরুষস্যাহমিতি রহস্যং নামেতি বক্ষ্যতি, অতঃ শ্রুতিসিদ্ধমেবৈতন্নামাস্য ধ্যানার্থমিহোক্তমিত্যর্থঃ। প্রজাপতেরহংনামত্বে লোক-প্রসিদ্ধিং প্রমাণয়িতুমুত্তরং বাক্যমিত্যাহ—তস্মাদিতি। ২

উপাসনার্থং প্রজাপতেরহংনামোক্ত্বা পুরুষনামনির্ব্বচনং করোতি—স চেত্যাদিনা। পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি সাধকাবস্থায়াং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানৈরহমহমিকয়া প্রজাপতিত্বপ্রেপ্সূনাং মধ্যে পূর্ব্বো যঃ সম্যক্ কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানৈঃ সর্ব্বং প্রতিবন্ধকং যস্মাদদহৎ, তস্মাৎ স প্রজাপতিঃ পুরুষ ইতি যোজনা। উক্তমেব স্ফুটয়তি—প্রথমঃ সন্নিতি। সর্ব্বস্মাদস্মাৎ প্রজাপতিত্বপ্রতিপিৎসুসমুদায়াৎ প্রথমঃ সন্নৌষদিতি সম্বন্ধঃ। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দাহং দর্শয়তি—কিমিত্যাদিনা। ৩

পূর্ব্বং প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকপ্রধ্বংসিত্বে সিদ্ধমর্থমাহ—যস্মাদিতি। পুরুষগুণোপাসকস্য ফলমাহ—যথেতি। অয়ং প্রজাপতিরিতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা সাধকোক্তিঃ, পুরুষঃ প্রজাপতিরিতি ফলাবস্থঃ স কথ্যতে। কোঽসাবোষতীত্যপেক্ষায়ামাহ—তং দর্শয়তীতি। পুরুষগুণঃ প্রজাপতি-রহমস্মীতি যো বিদ্যাৎ, সোঽস্যানোষতীত্যর্থঃ। বিদ্যাসাম্যে কথমেষা ব্যবস্থা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। হেতুসাম্যে দাহকত্বানুপপত্তেঃ তৎপ্রকর্ষবানিতরান্ দহতীত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধিঃ

দাহমাদায় চোদয়তি—নম্বিতি। তথা চ তৎপ্রেক্ষাযোগাৎ তদুপাত্ত্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিবক্ষিতং দাহং দর্শয়নুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্পষ্টয়তি—উৎকৃষ্টেতি। প্রাণ্বন্ ভবতীতি শেষঃ। ঔপচারিকং দাহং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—যথেতি। আজির্ম্মর্য্যাদা, তাং সরন্তি ধাবন্তী-ত্যাজিসৃতঃ, তেষামিতি যাবৎ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"আত্মৈব ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি। সমুচ্চিত অর্থাৎ সহানুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা যে, প্রজাপতিত্ব লাভ হয়, এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; আর শুদ্ধ প্রাণ-দর্শনেও যে, ঐ পদ লাভ হয়, তাহাও "তদ্ধৈ-তল্লোকজিৎ এব" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল-স্বরূপ প্রজাপতির যে, জাগতিক সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্য্যে স্বাতন্ত্র্যাদি বিভূতি বা মহিমা, তদুপবর্ণন দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষ বর্ণনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দে-শ্যেই এই চতুর্থ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মেরও স্তুতি সাধিত হইতেছে; কিন্তু ইহার অভিপ্রেত প্রয়োজন হইতেছে এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে যত কিছু জ্ঞান-কর্ম্ম বিহিত আছে, সংসারই সে সমুদয়ের মুখ্য ফল; কারণ, ঐ সমস্ত ফলে ভয় ও উদ্বেগাদির উল্লেখ আছে, অধিকন্তু তৎসমস্তই কার্য্য-করণভাবাপন্ন (দেহেন্দ্রিয়াত্মক) এবং স্থূল, ব্যক্ত ও অনিত্যতাদোষগ্রস্ত; কেবল বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষলাভের একমাত্র হেতু; সুতরাং পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার জন্যও এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে (১)। তৃষ্ণা না থাকিলে যেমন জলপানে প্রবৃত্তি হয় না, তেমনি নানারকম সাধ্য-সাধনভাবপূর্ণ (কার্য্য-কারণা-ত্মক) এই সংসারে যাহার বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য না হয়, তাহার কখনই আত্মজ্ঞানে অধিকার ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। [পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষরূপ ফল দর্শন

---

(১) তাৎপর্য্য—এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ কেন আরব্ধ হইতেছে, এবং পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কিপ্রকার, ভাষ্যকার তাহা বলিয়া দিতেছেন। এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম প্রয়োজন প্রাজাপত্য-পদলাভরূপ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মের প্রশংসা করা; কারণ, সাধনের উৎকর্ষ না থাকিলে কখনই ফলোৎকর্ষ হইতে পারে না; কাজেই ফলোৎকর্ষ বর্ণনা দ্বারাই তৎসাধনীভূত জ্ঞান-সহকৃত কর্ম্মেরও স্তুতি সম্পন্ন হইবে। দ্বিতীয় প্রয়োজন—বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করা; কেন-না, দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—প্রাজাপত্য অধিকার লাভ; তাহাও যখন স্থূলতা ও অনিত্যতাদিদোষগ্রস্ত সংসারেরই অন্তর্ভূত, অথচ বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সংসারের অতীত নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ মোক্ষ; তখন সহজেই লোকের পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, এবং ব্রহ্মবিদ্যায়ও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এইজন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন—'উত্তরার্থং চ'। উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটিই শ্রুতির অভিপ্রেত।

করিলে সহজেই পূর্ব্বোক্ত ফলে লোকের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে]; অতএব জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মফলের যে, উৎকর্ষ বর্ণনা, তাহা পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থও বটে। 'মুমুক্ষু ব্যক্তির ইহাই একমাত্র প্রাপ্য,' 'সেই এই আত্মবস্তুটি পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়' ইত্যাদি শ্রুতিতেও এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত করা হইবে। ১

শ্রুতির 'আত্মৈব' এই আত্মা অর্থ—প্রজাপতি, যিনি অণ্ড হইতে জাত প্রথম-শরীরী বলিয়া অভিহিত। বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ একমাত্র তিনিই,—কি? না, এই বিভিন্নজাতীয় অপরাপর শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে সেই প্রজাপতির শরীরের সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ তদাত্মক ছিলেন। (প্রজাপতি-স্বরূপই) ছিলেন। সেই আত্মাও (প্রজাপতিও) আবার পুরুষবিধ—পুরুষা-কৃতি হস্ত-মস্তকাদিসম্পন্ন বিরাট্স্বরূপ। সর্ব্বাগ্রে সমুৎপন্ন সেই প্রজাপতিই অনুবীক্ষণ করিয়া 'আমি কে, এবং আমার লক্ষণ—বিশেষত্বই বা কি', ইহা আলোচনা করিয়া—প্রাণসমষ্টিভূত এবং দেহেন্দ্রিয়াত্মক আপনা হইতে পৃথগ্ভূত অপর কোনও বস্তু দর্শন করিলেন না (দেখিতে পাইলেন না), পরন্তু সর্ব্বাত্মস্বরূপে কেবল আপনাকেই দর্শন করিলেন। সেই রূপ, পূর্ব্বজন্মোৎপন্ন শ্রৌত-বিজ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন তিনি প্রথমে 'আমি হইতেছি—সেই প্রজাপতি, আমি হইতেছি—সকলের আত্মা' এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মজাত সংস্কারানুসারে প্রথমেই আপনাকে 'অহম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছিলেন, সেই হেতুই তিনি 'অহং' নামে পরিচিত হইলেন। 'অহং' নামই যে, তাঁহার শ্রুতিপ্রদর্শিত উপনিষদ্—গুহ্য নাম, তাহা পরে বলা হইবে। সেই হেতু, যেহেতু সর্ব্বকারণ প্রজাপতিতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, সেই হেতু, এখনও—বর্ত্তমান সময়েও প্রজাপতির কার্য্যভূত (প্রজাপতি-সৃষ্ট) প্রাণিগণের মধ্যে কেহ আমন্ত্রিত হইলে 'তুমি কে' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রথমেই 'এই আমি' (অয়ম্ অহম্') বলিয়া অর্থাৎ আপনাকে কারণভূত প্রজাপতিরূপে পরিচিত করিয়া, তাহার পর বিশেষ নামজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আপনার দেহপিণ্ডের পরিচা-য়ক 'দেবদত্ত' বা 'যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি নাম বলিয়া থাকে,—যে নাম তাহার পিতা-মাতা দেহপিণ্ডের পরিচয়ার্থ রক্ষা করিয়াছেন, সেই নাম বলিয়া থাকে। ২

সম্প্রতি যাহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা দ্বারা প্রজাপতিত্বলাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই প্রজাপতিই সকলের প্রাজাপত্য-পদাভিলাষী অপর সকলের প্রথমে সমুৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্বজন্মের সাধকাবস্থায় যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা প্রভাবে

সর্ব্বপ্রথমে দগ্ধ করিয়াছিলেন ; কি দগ্ধ করিয়াছিলেন ? না, প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিকূলভূত আসক্তি ও অজ্ঞানাত্মক পাপসমূহ [দগ্ধ করিয়াছিলেন]।

যেহেতু এই প্রকার অবস্থা, সেই হেতুই তিনি পুরুষ—অর্থাৎ 'পূর্ব্বম্ ঔষৎ' এই কারণে ('পূর্ব্ব' শব্দের পূ—পু, আর 'উষ্' ধাতুর উষ, উভয়ের যোগে নিষ্পন্ন) পুরুষপদবাচ্য হইলেন। এই প্রজাপতি যেরূপ প্রতিবন্ধক পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পুরুষ—প্রজাপতি হইয়াছেন, এইরূপ অন্যেও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ অগ্নি দ্বারা, অথবা কেবলই জ্ঞান দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করেন। কাহাকে ? না, যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর অগ্রে প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে [ভস্ম করেন]। ভস্মীকরণের কর্ত্তার নির্দ্দেশ করিতেছেন—যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনজাত উৎকর্ষসম্পন্ন হন, [তিনি]। ৩

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, প্রজাপতি-পদেচ্ছু ব্যক্তিকে যদি জ্ঞানী পুরুষ দগ্ধই করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রজাপতিত্ব লাভের অভিলাষ ত কেবল অনর্থেরই কারণ হইয়া পড়ে ? না,—ইহা দোষাবহ নহে ; এই দাহ অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল যাহাদের জ্ঞান-ভাবনা সমুৎকর্ষ লাভ করে নাই, তাহাদের প্রজাপতিত্ব-প্রাপ্তি হইতে না দেওয়াই ঐ দাহ শব্দের অর্থ। উত্তম সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমে প্রজাপতি-পদ অধিকার করিয়া থাকে ; কাজেই ন্যূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি সেই পদ লাভ করিতে পারে না, এইজন্যই উত্তমসাধক ব্যক্তি হীনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে যেন দগ্ধই করে, বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু সত্য সত্যই যে, উৎকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে দগ্ধই করিয়া ফেলে, তাহা নহে। যেমন নির্দ্দিষ্ট সীমান্তে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সীমান্তস্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা দ্বারা অপর গন্তৃবর্গ অসমর্থরূপে প্রমাণিত হওয়ায় যেন দগ্ধপ্রায়ই হইয়া থাকে, ইহাও তেমনই (১) ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপর্য্য—'আজি' অর্থ—নির্দ্দিষ্ট সীমা। 'আজিসৃত্বাং' অর্থ—যাহারা সেই সীমান্ত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। এখনও এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, অমুকস্থান হইতে বাহির হইয়া, যে লোক সর্ব্বপ্রথমে অমুক স্থানে যাইতে পারিবে, সে ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়, অধিকন্তু তাহা দ্বারা অপর গন্তারা পরাভূত হয়, হীনশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অপমানেও দগ্ধপ্রায় হয়। এখানেও, যে ব্যক্তির সাধন-সম্পদ্ উৎকৃষ্ট, তিনিই প্রথমে প্রাজাপত্যপদ লাভ করেন, হীনসাধন ব্যক্তিরা তদ্দর্শনে শোকানলে দগ্ধপ্রায় হন।

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদিদং তুষ্টুষিতং কর্ম্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্ম্মফলং প্রাজাপত্যলক্ষণম্, নৈব তৎ সংসারবিষয়মত্যক্রামৎ, ইতীমমর্থং প্রদর্শয়িষ্যন্নাহ—

টীকা।—জ্ঞানকর্ম্মফলং সৌত্রং পদমুৎকৃষ্টত্বান্মুক্তিঃ, তদন্যমুক্ত্যভাবাৎ তদ্ধেতু-সম্যগ্ধীসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তিরনর্থিকা, ইত্যাশঙ্ক্য সোঽবিভেদিত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—যদিদমিতি। তুষ্টুষিতং স্তোতুমভিপ্রেতমিতি যাবৎ—

ভাষ্যানুবাদ।—এখানে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানও কর্ম্মের ফলস্বরূপ, যে প্রাজাপত্য পদের প্রশংসা করা শ্রুতির অভিপ্রেত, সেই প্রাজাপত্য পদও সংসারের অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহাও সংসারেরই অন্তর্গত, ইহা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—

সোঽবিভেৎ, তস্মাদেকাকী বিভেতি, স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে—যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি, তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায়, কস্মাদ্ধ্যভেষ্যৎ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি॥ ৩৯॥ ২॥

সরলার্থঃ।—প্রাজাপত্যফলস্যাপি সংসারান্তর্গতত্বং প্রদর্শয়িতুমাহ—"সোঽবিভেৎ" ইত্যাদি।

সঃ (কর্ম্মজ্ঞানফলভূতঃ প্রজাপতিঃ) অবিভেৎ (অস্মদাদিবৎ ভীতঃ অভবৎ); তস্মাৎ (একাকিনঃ প্রজাপতেঃ ভয়োদ্গমাদেব হেতোঃ) [ইদানীমপি] একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) বিভেতি। সঃ অয়ং (ভীতঃ প্রজাপতিঃ) হ (ঐতিহ্যে) ঈক্ষাংচক্রে (আলোচিতবান্—) যৎ (যস্মাৎ) মদন্যৎ (মদ্ব্যতিরিক্তম্ বস্ত্বন্তরং) নাস্তি (ন বিদ্যতে), [তস্মাৎ হেতোঃ] নু (বিতর্কে) কস্মাৎ (কারণাৎ) বিভেমি (ভীতো ভবামি) ইতি। ততঃ (তস্মাৎ আলোচনাৎ) এব তস্য ভয়ং বীয়ায় (বিগতমভূৎ)। [অবিদ্যামূলকং হি ভয়ং জ্ঞানোদয়ে ন সম্ভবতীত্যাহ—] কস্মাৎ (হেতোঃ) অভেষ্যৎ [ন কস্মাদপীতিভাবঃ]; হি (যতঃ) দ্বিতীয়াৎ (স্বব্যতিরিক্ত-বস্ত্বন্তরাৎ) বৈ (এব) ভয়ং ভবতি (উৎপদ্যতে), [সর্ব্বাত্মভাবাপন্নস্য তস্য তু ভয়ং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ ৩৯॥ ২॥

মূলানুবাদ।—প্রাজাপত্য পদটিও যে, সংসারেরই অন্তর্গত, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতি ভীত হইয়াছিলেন; সেইজন্যই লোক একাকী থাকিলে ভয় পায়। তিনি (প্রজাপতি) আলোচনা করিলেন—যখন আমা হইতে আর পৃথক্ বস্তু কিছু নাই, তখন কেনইবা আমি ভীত হইতেছি। তাহার পরই তাঁহার ভয় বিদূরিত

হইল। প্রকৃতপক্ষে, কেনই বা তিনি ভীত হইবেন?—কারণ, দ্বিতীয় হইতেই ত ভয় হইয়া থাকে; [তাহার ত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই], সুতরাং ভয়েরও সম্ভাবনা নাই]॥ ৩৯॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সোঽবিভেৎ। সঃ প্রজাপতিঃ, যোঽয়ং প্রথমঃ শরীরী পুরুষবিধো ব্যাখ্যাতঃ, সোঽবিভেৎ ভীতবান্ অস্মদাদিবদেবেত্যাহ। যস্মাদয়ং পুরুষবিধঃ শরীর-করণবান্ আত্মনাশব-বিপরীতদর্শনবত্ত্বাৎ অবিভেৎ। তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ অদ্যত্বেঽপি একাকী বিভেতি। কিঞ্চ, অস্মদাদিবদেব ভয়হেতু-বিপরীতদর্শনাপনোদকারণং যথাভূতাত্মদর্শনম্। সোঽয়ং প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্ ঈক্ষণং চক্রে কৃতবান্ হ। কথম্? ইত্যাহ—যৎ যস্মাৎ মত্তোঽন্যৎ আত্মব্যতি-রেকেণ বস্ত্বন্তরং প্রতিদ্বন্দ্বীভূতং নাস্তি, তস্মিন্নাত্মবিনাশহেত্বভাবে, কস্মাৎ নু বিভে-মীতি। তত এব—যথাভূতাত্মদর্শনাৎ অস্য প্রজাপতের্ভয়ং বীয়ায় বিস্পষ্টম্ অপ-গতবৎ। তস্য প্রজাপতের্যদ্ভয়ং, তৎ কেবলাবিদ্যানিমিত্তমেব;—পরমার্থদর্শনে অনুপপন্নম্; ইত্যাহ—কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ?—কিমিত্যসৌ ভীতবান্? পরমার্থ-নিরূপণায়াং ভয়মনুপপন্নমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ দ্বিতীয়াৎ বস্ত্বন্তরাদ্বৈ ভয়ং ভবতি, দ্বিতীয়ং চ বস্ত্বন্তরমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতমেব। ন হি অদৃশ্যমানং দ্বিতীয়ং ভয়জন্মনো হেতুঃ, "তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যচ্চৈকত্বদর্শনেন ভয়মপনুনোদ অপনোদিতং তদ্ যুক্তম্; কস্মাৎ? দ্বিতীয়াৎ বস্ত্বন্তরাদ্বৈ ভয়ং ভবতি, তৎ একত্বদর্শনেন দ্বিতীয়দর্শনমপনীতম্, ইতি নাস্তি যতঃ। ১।

অত্র চোদয়ন্তি—কুতঃ প্রজাপতেরেকত্বদর্শনং জাতম্? কো বা তস্মৈ উপ-দিদেশ? অথানুপদিষ্টমেব প্রাদুরভূৎ; অস্মদাদেরপি তথা প্রসঙ্গঃ। অথ জন্মান্তরকৃত-সংস্কারহেতুকম্? একত্বদর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। যথা প্রজাপতেরতি-ক্রান্তজন্মাবস্থস্যৈকত্বদর্শনং বিদ্যমানমপি অবিদ্যা-বন্ধকারণং নাপনিন্যে; যতঃ অবিদ্যাসংযুক্ত এবায়ং জাতোঽবিভেৎ, এবং সর্ব্বেষামেকত্বদর্শনানর্থক্যং প্রাপ্নোতি। অন্ত্যমেব নিবর্ত্তকমিতি চেৎ; ন; পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রসঙ্গেনানৈ-কান্ত্যাৎ; তস্মাদনর্থকমেবৈকত্বদর্শনমিতি। ২

নৈষ দোষঃ। উৎকৃষ্টহেতূদ্ভবত্বাৎ লোকবৎ; যথা পুণ্যকর্ম্মোদ্ভবৈর্ব্বিবিক্তৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্তে জন্মনি সতি প্রজ্ঞা-মেধাস্মৃতিবৈশারদ্যং দৃষ্টম্, তথা প্রজা-পতের্ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যবিপরীতহেতু-সর্ব্বপাপ্মদাহাদ্বিশুদ্ধৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্ত-

মুৎকৃষ্টং জন্ম, তদুত্তরঞ্চ অনুপদিষ্টমেব যুক্তম একত্বদর্শনং প্রজাপতেঃ। তথা চ স্মৃতিঃ—

"জ্ঞানমপ্রতিঘং যস্য বৈরাগ্যঞ্চ প্রজাপতেঃ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চৈব ধর্ম্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্॥" ইতি।

সহসিদ্ধত্বে ভয়ানুপপত্তিরিতি চেৎ—ন হি আদিত্যেন সহ তম উদেতি। ন; অন্যানুপদিষ্টার্থত্বাৎ সহসিদ্ধবাক্যস্য। ৩

শ্রদ্ধা-তাৎপর্য্য-প্রণিপাতাদীনাম্ অহেতুত্বমিতি চেৎ,—স্যান্মতম্—"শ্রদ্ধাবাল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যেবমাদীনাং শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানাং জ্ঞানহেতূনামহেতুত্বম্—প্রজাপতেরিব জন্মান্তরকৃত-ধর্ম্মহেতুত্বে জ্ঞানস্যেতি চেৎ; ন; নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়গুণবদগুণবত্ত্বভেদোপপত্তেঃ। লোকে হি নৈমিত্তিকানাং কার্য্যাণাং নিমিত্তভেদোঽনেকধা বিকল্প্যতে, তথা নিমিত্তসমুচ্চয়ঃ। তেষাঞ্চ বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাঞ্চ পুনর্গুণবদগুণবত্ত্বকৃতো ভেদো ভবতি। তদ্‌যথা—রূপজ্ঞান এব তাবন্নৈমিত্তিকে কার্য্যে তমসি বিনালোকেন চক্ষূরূপসন্নিকর্ষো নক্তঞ্চরাণাং রূপজ্ঞানে নিমিত্তং ভবতি; মন এব কেবলং রূপজ্ঞাননিমিত্তং যোগিনাম্; অস্মাকন্তু সন্নিকর্ষালোকাভ্যাং সহ তথাদিত্যচন্দ্রাদ্যালোকভেদৈঃ সমুচ্চিতা নিমিত্তভেদা ভবন্তি। তথালোকবিশেষগুণবদগুণবত্ত্বেন ভেদাঃ স্যুঃ। এবমেব আত্মৈকত্বজ্ঞানেঽপি কচিজ্জন্মান্তরকৃতং কর্ম্ম নিমিত্তং ভবতি; যথা প্রজাপতেঃ। কচিৎ তপো নিমিত্তম্; "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি শ্রুতেঃ। কচিৎ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "শ্রদ্ধাবাল্লভতে জ্ঞানম্", "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন", "আচার্য্যাদ্ধৈব", "জ্ঞাতব্যো দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্য একান্তজ্ঞানলাভনিমিত্তত্বং শ্রদ্ধাপ্রভৃতীনাম্, অধর্ম্মাদিনিমিত্তবিয়োগহেতুত্বাৎ; বেদান্তশ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানাঞ্চ সাক্ষাজ্জ্ঞেয়বিষয়ত্বাৎ; পাপাদি-প্রতিবন্ধক্ষয়ে চ আত্মমনসোর্ভূতার্থজ্ঞাননিমিত্ত-স্বাভাব্যাৎ। তস্মাদহেতুত্বং ন জাতু জ্ঞানস্য শ্রদ্ধাপ্রণিপাতাদীনামিতি॥ ৩৭॥ ২॥

টীকা। আহ বিবক্ষিতার্থসিদ্ধ্যর্থং হেতুং—ভয়ভাক্‌মিতি শেষঃ। জ্ঞানকর্ম্মফলং ত্রৈলোক্যাত্মকত্বমুৎকৃষ্টমপি সংসারান্তর্ভূতমেব, ন কৈবল্যমিতি বক্ত‌ুমুত্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ। অহমেকাকী, কোঽপি মাং হনিষ্যতীতি আত্মনাশ-বিষয়বিপরীতজ্ঞানবত্ত্বাৎ প্রজাপতির্ভীতবানিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যগতেন ভয়লিঙ্গেন কারণে প্রজাপতৌ তদনুমেয়মিত্যাহ—যস্মাদিতি। তৎসামান্যাদেকাকিত্ববিশেষাদিতি যাবৎ। প্রজাপতেঃ সংসারান্তর্ভূতত্বে হেত্বন্তরমাহ—কিঞ্চেতি। যথাস্মদাদিভী রজ্জু-স্থাণ্বাদৌ সর্প-পুরুষাদিভ্রমজনিতভয়নিবৃত্তয়ে বিচারেণ তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্যতে, তথা প্রজাপতিরপি ভয়স্য তজ্জেতোশ্চ বিপরীতধিয়ো ধ্বস্তিহেতুং তত্ত্বজ্ঞানং

বিচার্যা সম্পাদিতবানিত্যর্থঃ। পরমার্থদর্শনমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। তস্মিন্নিত্যত্র তস্মাদিত্যাদৌ পঠিতবাম্, যচ্ছব্দোপলক্ষিতং প্রত্যক্‌চৈতন্যম্ অদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপেণ জ্ঞাত্বা সহেতুং ভীতিং প্রজাপতিরক্ষিপদিত্যুক্তম্, ইদানীং তত্ত্বজ্ঞানফলমাহ—স্তত ইতি। কস্মাদ্ধী- ত্যাদেরুত্তরস্য পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্য বিবৃথে। হেত্বভাবাৎ ন ভয়মিত্যুক্তসমর্থনার্থত্বাদুত্তরস্য নৈবমিত্যাহ—তস্যেত্যাদিনা। অনুপপত্তৌ হেতুমাহ—যস্মাদিতি। পরমার্থদর্শনেঽপি বস্ত্বন্তরাৎ কিমিতি ভয়ং ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্বিতীয়ং চেতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দ্বৈতস্য অবিদ্যা- প্রত্যুপস্থাপিতত্বেঽপি কুতস্তদুত্থদ্বৈতদর্শনং ভয়কারণং ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তত্ত্বজ্ঞানে সতি অজ্ঞানাযোগাৎ তদুত্থং দ্বৈতং তদ্দর্শনং চাযুক্তমিত্যতো হেত্বভাবাৎ ভয়ানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। অদ্বৈতজ্ঞানে ভয়নিবৃত্তিরিত্যত্র মন্ত্রং সংবাদয়তি—তত্রেতি। বিরাড়ৈক্যদর্শনেনৈব প্রজাপতে- র্ভয়মপনীতং, ন অদ্বৈতদর্শনেন, ইত্যস্মিন্নর্থেঽপি যৎ যদন্যন্নাস্তীত্যাদি শক্যং ব্যাখ্যাতুমিত্যাশঙ্ক্য অঙ্গীকুর্ব্বন্নাহ—যদ্বেতি। তদেব প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি—কস্মাদিত্যাদিনা। ১

প্রথমব্যাখ্যানানুসারেণ চোদ্যমুত্থাপয়তি—অত্রেতি। প্রজাপতেব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানাৎ ভীতি- ধ্বস্তিরুক্তা, ন চ তস্য তত্ত্বজ্ঞানং যুক্তং, হেত্বভাবাদিত্যাহ—কুত ইতি। যস্মাৎ অস্মাকমৈক্যধীঃ, তস্মাদেব তস্যাপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কো বেতি। ন হি তস্য শাস্ত্রশ্রবণমাচার্য্যাভাবাৎ, নাপি সন্ন্যাসস্তস্য ত্রৈবর্ণিকবিষয়ত্বাৎ, নাপি শমাদি ঐশ্বর্য্যাসক্তত্বাৎ, অতোঽস্মাসু প্রসিদ্ধশ্রবণাদিবিদ্যা- হেত্বভাবাৎ ন প্রজাপতেরৈক্যধীর্যুক্তেত্যর্থঃ। উপদেশানপেক্ষমেব প্রজাপতেরৈক্যজ্ঞানং প্রাদুর্ভূত- মিতি শঙ্কতে—অথেতি। অতিপ্রসক্ত্যা প্রত্যাহ—অস্মদাদেরিতি। প্রজাপতের্যজমানাবস্থায়াম্ আচার্য্যস্য সত্ত্বাৎ শ্রবণাদ্যাবৃত্তেরৈক্যজ্ঞানোদয়াৎ তৎসংস্কারোত্থং তথাবিধমেব তত্ত্বজ্ঞানং ফলাবস্থায়ামপি স্যাদিতি চোদয়তি—অথেতি। দূষয়তি—একত্বেতি। অজ্ঞানধ্বংসিত্বেনার্থ- বত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। তত্র গমকমাহ—যত ইতি। দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি। নম্বস্মিন্নেব জন্মনি প্রজাপতেরৈক্যধীরনপেক্ষা জায়তে, 'জ্ঞানমপ্রতিঘং যস্য' ইতি স্মৃতেঃ। ন চ তদুৎপত্ত্য- নন্তরমেব সহেতুং বন্ধং নিরুণদ্ধি, ভয়ারত্যাদিফলেন প্রারব্ধকর্ম্মণা প্রতিবদ্ধাৎ; অতো মরণ- কালিকং তদজ্ঞানধ্বংসীতি শঙ্কতে—অস্মিন্নেবেতি। প্রবৃত্তফলস্য কর্ম্মণঃ স্বোপপাদকাজ্ঞান- লেশাৎ বিজ্ঞানশক্তিপ্রতিবন্ধকত্বেঽপি জন্মান্তরাদিসর্ব্বসংসারহেত্বজ্ঞান-ধ্বংসি-জ্ঞানসামর্থ্যপ্রতি- বন্ধকত্বে মানাভাবাৎ মধ্যে জাতং জ্ঞানমনিবর্ত্তকমিত্যশক্যং বক্তুম্, অন্ত্যস্য চ জ্ঞানস্য নিবর্ত্তকত্বে নান্যত্বং হেতুঃ। যজমানান্তরস্যান্ত্যে জ্ঞানে তদ্ধ্বংসিত্বাদৃষ্টেরন্ত্যত্বস্য অজ্ঞানধ্বংসিত্বেন অনিয়মাৎ। ন চ যজমানান্তরে প্রজাপতৌ চান্ত্যং জ্ঞানং জ্ঞানত্বাদজ্ঞানধ্বংসি, পূর্ব্বজ্ঞানেষু বন্ধহেত্বজ্ঞান- ধ্বংসিত্বাদৃষ্টের্জ্ঞানত্বহেতোরনৈকান্ত্যাৎ। ন চান্ত্যম্ ঐক্যজ্ঞানম্, ঐক্যজ্ঞানত্বাদজ্ঞানধ্বংসীতি যুক্তম্। উপান্ত্য-তাদৃগ্‌জ্ঞানবদন্ত্যেঽপি তদযোগাৎ, উপান্ত্যে হেতোরনৈকান্ত্যাৎ, ইত্যভিপ্রেত্য দূষয়তি—নেত্যাদিনা। কৃপ্তকারণাভাবাৎ তদন্তরেণ চ উৎপত্ত্যাবতিপ্রসঙ্গাৎ, সংস্কারাধীনত্বেঽপি বিশেষাভাবাৎ অন্ত্যস্য চ জ্ঞানস্য অজ্ঞানধ্বংসিত্বাসিদ্ধেরযুক্তং প্রজাপতেরেকত্বদর্শনম্, ইত্যুপ- সংহরতি—তস্মাদিতি। ২

প্রজাপতেঃ সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধবৎ প্রকৃষ্টাদৃষ্টোত্থকার্য্যাকরণত্বাৎ পূর্ব্বকল্পীয়পদপদার্থবাক্যস্মরণবতঃ স্মৃতিবিপরিবর্জ্জিতো বাক্যাৎ বিচার্য্যমাণাদদৃষ্টসহকৃতাৎ তত্ত্বজ্ঞানং স্যাৎ, লোকে বিশিষ্টাদৃষ্টোত্থ-

কার্য্যকরণাবাং প্রজ্ঞাপ্রতিশয়দর্শনাৎ; তেন চ জ্ঞানেন জন্মান্তরহেত্ববিদ্যাক্ষয়েঽপি আরব্ধং কর্ম্ম তজ্জং চ ভয়ারত্যাদি অবিদ্যালেশতো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। সংগৃহীতমর্থং সমর্থয়তে—যথেত্যাদিনা। ধর্ম্মাদিচতুষ্টয়াদ্বিপরীতমধর্ম্মাদিচতুষ্টয়ং, তত্র হেতোঃ সর্ব্বস্য পাপ্মনো জ্ঞানাপ্রতিশয়েন নাশাদিতি যাবৎ। উৎকৃষ্টত্বং প্রকৃষ্টজ্ঞানাদিশালিত্বম্। উক্তজন্মফলমাহ—তদুক্তবক্ষেতি। তস্য জ্ঞানাদিবৈশারদ্যে পৌরাণিকীং স্মৃতিমুদাহরতি—তথা চেতি। অপ্রতিঘম-প্রতিবন্ধং নিরঙ্কুশমিত্যেতৎ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। যস্যৈতচ্চতুষ্টয়ং সহসিদ্ধং, স নিরবর্ত্ততেতি সম্বন্ধঃ। সহসিদ্ধত্বস্মৃতেঃ 'সোঽবিভেৎ' ইতি শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদপ্রামাণ্যমিতি বিরোধাধিকরণন্যায়েন শঙ্কতে—সহসিদ্ধত্ব ইতি। সত্যেব সহজে জ্ঞানে স্বহেতোর্ভয়মপি স্যাদিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—ন হীতি। অন্যেনাচার্য্যেণানুপদিষ্টমেব প্রজাপতের্জ্ঞানমুদেতি, ইত্যেবমর্থপরত্বাৎ সহসিদ্ধ-বাক্যস্য তজ্জ্ঞানাৎ প্রাক্ তস্য ভয়মবিরুদ্ধম্ ঊর্দ্ধং চাজ্ঞানলেশাৎ, অতো ন বিরোধঃ শ্রুতিস্মৃত্যো-রিতি সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। ৩

জ্ঞানোৎপত্তেরাচার্য্যাদ্যনপেক্ষত্বে শ্রদ্ধাদি-বিধানানর্থক্যাৎ অনেকশ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—শ্রদ্ধেতি। আদিপদেন শমাদিগ্রহঃ, অস্মদাদিষু তেষাং হেতুত্বমিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—প্রজাপতেরিবেতি। চোদিতং বিরোধং নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা। নিমিত্তানাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো গুণবত্ত্বমগুণবত্ত্বমিত্যনেন প্রকারেণ কার্য্যোৎপত্তৌ বিশেষসম্ভবাৎ ন শ্রদ্ধাদিবিধ্যানর্থক্য-মিত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—লোকে হীতি। তদ্ধি সর্ব্বং বিকল্পাদি যথা জ্ঞাতুং শক্যং, তথৈকস্মিন্নেব নৈমিত্তিকে রূপজ্ঞানাখ্যকার্য্যে দর্শয়ামীত্যাহ—তদ্যথেতি। তত্র বিকল্প-মুদাহরতি—তমসীত্যাদিনা। সমুচ্চয়ং দর্শয়তি—অস্মাকং হীতি। বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাং চ নিমিত্তানাং গুণবদগুণবত্ত্বপ্রযুক্তং ভেদং কথয়তি—তথেতি। আলোকবিশেষস্য গুণবত্ত্বং, বহুলত্বমগুণবত্ত্বং মন্দপ্রভত্বং, চক্ষুরাদের্গুণবত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদি, তিমিরোপহতত্বাদি চ অগুণবত্ত্বমিতি ভেদঃ। দৃষ্টান্তং প্রতিপাদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি। তথান্যস্যাপি প্রজাপতিতুল্যস্য বামদেবাদের্জন্মান্তরীয়সাধনবশাৎ ঈশ্বরানুগ্রহাৎ অস্মিন্ জন্মনি শ্রুতবাক্যাদৈক্যজ্ঞানমুদেতীতি শেষঃ। ভৃগুস্তত্তুল্যো বাঽধিকারী ক্বচিদিত্যুচ্যতে। তপোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামালোচনম্। শ্বেতকেতুপ্রভৃতিষু জ্ঞাননিমিত্তানাং সমুচ্চয়ং দর্শয়তি—ক্বচিদিত্যাদিনা। একান্তং নিয়তমাবশ্যকং জ্ঞানোদয়লাভে নিমিত্তত্বমিতি যাবৎ। অথ প্রণিপাতাদিব্যতিরেকেণ ন প্রজাপতেরপি জ্ঞানং সম্ভবতি, সামগ্র্যভাবাদত আহ—অধর্ম্মাদীতি। প্রণিপাতাদেঃ জ্ঞানোদয়প্রতিবন্ধকনিবর্ত্তকত্বাৎ প্রজাপতেশ্চ তন্নিবৃত্তের্জন্মান্তরীয়সাধনায়ত্তত্বাৎ আধুনিকপ্রণিপাতাদিনা বিনা শ্রুতবাক্যাদেব ঐক্যধীঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তর্হি শ্রবণাদিব্যতিরেকেণাপি প্রজাপতের্জ্ঞানং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বেদান্তেতি। ন তৈর্বিনা জ্ঞানং কস্যচিদপি স্যাৎ, প্রজাপতেস্তু জন্মান্তরীয়শ্রবণবশাৎ ইদানী-মনুশ্রুতবাক্যাৎ তদুৎপত্তিরিতি শেষঃ। তর্হি শ্রদ্ধাদিকমপি প্রতিবন্ধকনিবর্ত্তকত্বেন প্রজাপতে-রাদরণীয়ং, তন্নিবৃত্তিমন্তরেণ জ্ঞানোৎপত্ত্যনুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পাপাদীতি। আত্ম-মনসোর্মিথঃ সংযুক্তয়োঃ সম্বন্ধি যৎ পাপং, তৎকার্য্যং চ রাগাদি, তেন জ্ঞানোৎপত্তৌ প্রতিবন্ধস্য পূর্ব্বোক্তেন ন্যায়েন ক্ষয়ে সতি প্রজাপতেরীশ্বরানুগ্রহাৎ শ্রুতবাক্যস্য পরমার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ কেবলস্য নিমিত্তত্বাৎ, তস্য আধুনিকশ্রদ্ধাব্যতিরেকেণ জ্ঞানোদয়েঽপি ন তদ্বিধিবৈয়র্থ্যম্। অস্মাকং

তস্বশাদেব তদুৎপত্তের্বাক্যতাৎপর্য্যাদিজ্ঞানং সর্ব্বেষামেব জ্ঞানসাধনম্, আচার্য্যাদিষু পুনর্বিকল্পসমুচ্চয়াবিত্যর্থঃ। অধিকারিভেদেন জ্ঞানহেতুষু বিকল্পেঽপি তেষামস্মাসু সমুচ্চয়াৎ ন শ্রুতিস্মৃতিবিরোধোঽস্তি, ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সোঽবিভেৎ" ইত্যাদি। সেই প্রজাপতি—যিনি প্রথম শরীরী পুরুষাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ভীত হইয়াছিলেন,—বলা হইল যে, তিনিও আমাদেরই মত ভয় পাইয়াছিলেন। যেহেতু পুরুষবিধ—দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রজাপতি আপনার বিনাশাদিবিষয়ক বিপরীত দর্শনে অর্থাৎ তাদৃশ ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে ভীত হইয়াছিলেন, সেই হেতু, অদ্যাপি তৎসমানজাতীয় (দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন) ব্যক্তি একাকী থাকিতে ভয় পায়। অপিচ, আমাদের ন্যায় তাঁহার পক্ষেও যথার্থ আত্মজ্ঞানই ভয়োৎপাদক ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তিসাধক। সেই এই প্রজাপতি আলোচনা করিয়াছিলেন; কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু আমা হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীভূত অন্য কোনও বস্তু নাই; আমার বিনাশকর তাদৃশ বস্তুর অভাবে আমি কেন ভয় পাইতেছি? সেই কারণেই—যথাযথভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির ফলেই প্রজাপতির সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়াছিল। প্রজাপতির যে, সেই ভয়, তাহা কেবলই অজ্ঞানমূলক; সুতরাং আত্মদর্শন উপস্থিত হইলে তাহা কখনই থাকিতে পারে না; তাই বলিলেন—'কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ'?—কি কারণে তিনি ভীত হইবেন? অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থতত্ত্বের নিরূপণ হইলে, কখনই ত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না; যেহেতু দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে, অথচ দ্বিতীয় বস্তুমাত্রই অবিদ্যা-সমুত্থিত; সুতরাং অপর কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর না হইয়া কখনই ভয়োৎপাদক হয় না; কেন না, শ্রৌত মন্ত্রে আছে যে, 'যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন করে, তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' ইতি। অতএব তিনি যে, একত্বদর্শনের বলে ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। যুক্তিটা কি? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই—অপর বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে; একত্বদর্শনের বলে তাঁহার সেই দ্বৈতদর্শন অপনীত হইয়াছিল; কাজেই তাহার আর ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ১

কেহ কেহ এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—প্রজাপতির একত্বদর্শন জন্মিল কোথা হইতে? কে-ই বা তাঁহাকে সে উপদেশ দিয়াছিল? যদি বিনা উপদেশেই ঐরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে, আমাদেরও তাহা হইতে পারে; আর যদি বল, জন্মান্তরসঞ্চিত সংস্কারই ঐ একত্বদর্শনের মূল কারণ, তাহা হইলেও

একত্বদর্শনের কোন প্রয়োজন থাকিতেছে না। প্রজাপতির প্রাক্তন জন্মের একত্বদর্শন বিদ্যমান থাকিয়াও যেরূপ [সেই জন্মে] বন্ধ-জনক অবিদ্যার অপনয়নে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ সকলের পক্ষেই একত্বদর্শন অনর্থক হইয়া পড়িতে পারে। প্রজাপতির যে, পূর্ব্বজন্মে বন্ধন-হেতু অবিদ্যা অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার এ জন্মে ভয় দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি বল, সর্ব্বশেষে একত্বদর্শন হয়, তাহাই অবিদ্যা-নিবারক হয়; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এ জন্মেও তুল্যাবস্থার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অতএব এই একত্বদর্শন অনর্থকই হইতেছে। ২

না,—অনর্থক হইতেছে না; কারণ, লোকপ্রাপ্তির ন্যায়, এখানেও হেতুটির উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক হয়। যেমন পুণ্যকর্ম্মসমুদ্ভূত বিশুদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জন্মলাভ হইলেই প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারজাত বিমল স্মৃতিশক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়; তেমনি প্রজাপতিরও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলভূত পাপের বিনাশ হইলেই বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ সম্ভবপর হয়, এবং সেই জন্মে, স্বগত বিশুদ্ধিবলে বিনা উপদেশেও একত্বদর্শন লাভ করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, 'প্রজাপতির অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম, এই চারিটিই সহসিদ্ধ বা স্বাভাবিক' ইতি। ভাল, প্রজাপতির জ্ঞানচতুষ্টয় যদি স্বভাবসিদ্ধই হয়, তাহা হইলে ত কখনই তাঁহার ভয় হইতে পারে না,—স্বপ্রকাশ আদিত্যের সঙ্গে ত কখনও অন্ধকারের উদয় সম্ভব হয় না; না,—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, উক্ত বাক্যোপদিষ্ট 'সহসিদ্ধ' কথার অর্থ—অন্যের উপদেশ ব্যতিরেকে লব্ধ। অভিপ্রায় এই যে, প্রজাপতির যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য, তাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ হয় নাই, পরন্তু স্বীয় শক্তিবলেই লব্ধ হইয়াছে; এইজন্যই উহা 'সহসিদ্ধ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ৩

ভাল, যদি মনে কর যে, বিনা উপদেশেই প্রজাপতির জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহা হইলে ত শ্রদ্ধা, তাৎপর্য্য বা একনিষ্ঠা ও প্রণিপাত প্রভৃতি জ্ঞানলাভের প্রসিদ্ধ হেতুগুলির অহেতুত্ব হইয়া পড়ে?—প্রজাপতির ন্যায় জন্মান্তরসঞ্চিত ধর্ম্ম হইতেই যদি জ্ঞানলাভের সম্ভব হয়, তাহা হইলে ত 'শ্রদ্ধাবান্, তৎপর (শ্রুতার্থে নিষ্ঠাবান্) ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে', 'তুমি গুরুর নিকট যাইয়া প্রণিপাত দ্বারা তাহা অবগত হও' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত জ্ঞানহেতুগুলির অহেতুত্ব হইতে পারে, অর্থাৎ কারণতাপ্রসিদ্ধিই ব্যাহত হইয়া যায়? না,—অহেতুত্ব

হয় না; কারণ, নিমিত্তসমূহের সমুচ্চয় (একত্র বহু নিমিত্তের উপস্থিতি), বিকল্প (পৃথগ্ভাবে এক একটী নিমিত্তের উপস্থিতি) এবং অধিকারীর গুণবত্ত ও অগুণবত্তভেদে এ আপত্তির সমাধান হইতে পারে। জগতে যে সমস্ত কার্য্য-পদার্থ নিমিত্তবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাদের সেই নিমিত্তভেদ অনেকপ্রকার কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেইরূপ, নিমিত্তসমূহের আবার সমুচ্চয় এবং বিকল্প ব্যবস্থাও দেখা যায়। সেই বিকল্পিত বা সমুচ্চিত নিমিত্তসমূহের মধ্যেও আবার গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষানুসারে বহু প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এই যে, সাধারণতঃ চক্ষুঃ ও আলোকপ্রভৃতি বহুবিধ নিমিত্তের সাহায্যে শ্বেত-পীতাদি রূপবিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং চাক্ষুষ জ্ঞানটী নৈমিত্তিক; কিন্তু সেই একই রূপজ্ঞান কার্য্য সম্পাদনে, দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রিচর শৃগাল প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকারের মধ্যেও আলোক নিরপেক্ষ শুধু চক্ষুঃসংযোগই নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে, যোগিগণের পক্ষে মনই রূপজ্ঞানের একমাত্র নিমিত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের পক্ষে আবার সেই রূপ জ্ঞানেই চক্ষুঃসংযোগ ও আলোক আলোকের মধ্যেও আবার সূর্য্য চন্দ্রাদি বিবিধ আলোকের সহিত সমুচ্চিত বা একত্রিত হইয়া নিমিত্তগত প্রভেদ জন্মাইয়া থাকে; অধিকন্তু সেই বিশেষ বিশেষ আলোকেরও গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে (কার্য্যোৎপাদনে) বহুপ্রকার প্রভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার আত্মৈকত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও কোথাও জন্মান্তরকৃত কর্ম্মই নিমিত্ত হইয়া থাকে, যেমন প্রজাপতির হইয়াছিল, কোথাও বা কেবল তপস্যাই নিমিত্ত হইয়া থাকে; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে অবগত হও'; কোথাও আবার 'উপযুক্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই তাঁহাকে জানেন', 'শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন', 'গুরুর নিকট প্রণিপাত (প্রণতি) দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও', 'আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাই বীর্য্যবতী হয়', 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, দর্শন করিবে, এবং প্রত্যক্ষ করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধা প্রভৃতিও জ্ঞানলাভের একান্ত বা অব্যভিচারী নিমিত্ত কারণ; কেন না, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অধর্ম্মাদি দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যায়। বেদান্তশাস্ত্রের যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, সে সমুদয়েরও মুখ্য বিষয় হইতেছে—সাক্ষাৎ বিজ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু। বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপাদি দোষগুলি বুদ্ধি ও মন হইতে বিদূরিত হইলে পর, স্বভাবতঃ সত্যগ্রাহী বুদ্ধির পক্ষে একত্বদর্শন সম্পাদন করা ত স্বভাবসিদ্ধই বটে; অতএব, শ্রদ্ধা

প্রভৃতি জ্ঞানহেতুগুলির কস্মিন্ কালেও জ্ঞানহেতুত্ব ব্যাহত হইতে পারে না (১)॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—[প্রজাপতেঃ সংসারান্তর্গতত্বমেব সমর্থয়িতুং পুনরাহ—] "স বৈ" ইত্যাদি। সঃ (প্রথমোৎপন্নঃ প্রজাপতিঃ) বৈ [যস্মাৎ একাকী সন্] ন এব (নিশ্চয়ে) রেমে (রতিং ন অনুভূতবান্), তস্মাৎ (হেতোঃ) [ইদানীমপি জনঃ] একাকী (দ্বিতীয়রহিতঃ সন্) ন রমতে (রতিং ন অনুভবতি)। সঃ (এবম্ অরতিযুক্তঃ প্রজাপতিঃ) দ্বিতীয়ং (আত্মনঃ সহায়ভূতং অন্যৎ কিঞ্চিৎ) ঐচ্ছৎ (অভিলষিতবান্)। সঃ হ [সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ] এতাবান্ (এতৎপরিমাণঃ) আস (বভূব), —যথা সম্পরিষক্তৌ (পরস্পরালিঙ্গিতৌ) স্ত্রীপুমাংসৌ (স্ত্রী চ পুমান্ চ, তৌ—স্ত্রীপুমাংসৌ, তথা আত্মানমেব স্ত্রীপরিষক্তমিব মেনে ইত্যর্থঃ)। সঃ (এবংভাবাপন্নঃ প্রজাপতিঃ) ইমম্ আত্মানম্ (স্বদেহম্) এব দ্বেধা (দ্বিপ্রকারেণ —স্ত্রীপুংরূপেণ) অপাতয়ৎ (বিভক্তম্ অকরোৎ), ততঃ (দ্বেধাকরণাৎ) পতিঃ চ

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যোক্ত "নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়-গুণবদগুণবদ্ভেদোপপত্তেঃ" কথার অভিপ্রায় এই যে,—কার্য্য মাত্রেরই কতকগুলি নিমিত্ত থাকে, কিন্তু স্থলভেদে সেই নিমিত্তগুলির অনেকপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়; কোন স্থানে সমস্ত নিমিত্তগুলিরই আবশ্যক হয়, কোন স্থলে বা কয়েকটির মাত্র অপেক্ষা হয়; আবার একের সম্বন্ধে যে যে নিমিত্ত আবশ্যক হয়, অপরের সম্বন্ধে সে সমুদায়ের অপেক্ষা হয় না। তাহার উপর আবার নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তগুলির এবং কার্য্যক্ষেত্রের গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষও কার্য্যের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া থাকে; যেখানে উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন একটিমাত্র নিমিত্ত দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেখানেই অপেক্ষাকৃত হীনগুণসম্পন্ন একাধিক নিমিত্তের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইত্যাদি বহু কারণে বুঝা যায় যে, কার্য্যবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তগুলির যে, সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, পরন্তু যেখানে যতটুকু দরকার, সেখানে ততটুকুমাত্রই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তগুলির নিমিত্তত্ব নষ্ট হইতে পারে না। আলোচ্য স্থলেও প্রজাপতির পক্ষে শ্রদ্ধা প্রণিপাতাদি নিমিত্তের আবশ্যক না থাকিলেও, অন্যের পক্ষে যখন আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন শ্রদ্ধা প্রভৃতির অনিমিত্ততা শঙ্কা হইতেই পারে না।

পত্নী চ অভবতাং (পতি-পত্নৌ জাতে); তস্মাৎ—(যস্মাৎ প্রজাপতেঃ শরীরার্দ্ধম্ এব পত্নী অভূৎ, তস্মাৎ হেতোঃ) ইদং স্বঃ (আত্মনঃ শরীরং)) অর্দ্ধবৃগলং (অর্দ্ধং চ তৎ বৃগলং বিদলং দলার্দ্ধমিতি যাবৎ) ইব,—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ (তন্নামা ঋষিঃ) আহ স্ম। তস্মাৎ (হেতোঃ) আকাশঃ আকাশবৎ শূন্যপ্রায়ঃ) অয়ং (পুংদেহঃ) স্ত্রিয়া (অর্দ্ধাঙ্গভূতয়া) পূর্য্যতে (পূর্ণঃ ভবতি) এব (নিশ্চয়ে)। তাং (শরীরার্দ্ধভূতাং শতরূপাখ্যাং স্ত্রিয়ং) সমভবৎ (মিথুনীভাবেন উপাগচ্ছৎ) [মনুস ঞ্জকঃ প্রজাপতিঃ]; ততঃ (তস্মাৎ উপগমনাৎ) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) অজায়ন্ত উৎপন্নাঃ)॥ ৪০ ॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; সেইজন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না; তিনি আপনার দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন; তাহার পর তিনি এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ হয়। তিনি এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল। এইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [পত্নী-রহিত] এই নিজ দেহকে অর্দ্ধবৃগলের ন্যায়—অর্দ্ধাংশশূন্য শস্যবীজের মত বলিয়াছিলেন; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শূন্যপ্রায় এই দেহ নিশ্চয়ই স্ত্রী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সেই প্রজাপতি—যিনি মনু নামে পরিচিত, তিনি সেই শরীরার্দ্ধভূতা স্ত্রীতে—যাঁহার নাম শতরূপা, সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন; তাহা হইতে মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল॥ ৪০ ॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইতশ্চ স সাববিময় এব প্রজাপতিত্বম্, যতঃ সঃ প্রজাপতির্বৈ নৈব রেমে রতিং নান্বভবৎ—অরত্যাবিষ্টোঽভূদিত্যর্থঃ, অস্মদাদিবদেব যতঃ; ইদানীমপি তস্মাদেকাকিত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বাৎ একাকী ন রমতে রতিং নানুভবতি। রতির্নামেষ্টার্থসংযোগজা ক্রীড়া, তৎপ্রসঙ্গিন ইষ্টবিয়োগাৎ মনস্যাকুলীভাবোঽরতিরিত্যুচ্যতে। সঃ তস্যা অরতেরপনোদায় দ্বিতীয়ম্ অরত্যপঘাতসমর্থং স্ত্রীবস্তু ঐচ্ছৎ গৃদ্ধিমকরোৎ। তস্য চৈবং স্ত্রীবিষয়ং গৃদ্ধ্যতঃ স্ত্রিয়া পরিষ্বক্তস্যেবাত্মনো ভাবো বভূব।

সঃ তেন সত্যেপ্সুত্বাৎ এতাবান্ এতৎপরিমাণ আস বভূব হ। কিম্পরিমাণঃ? ইত্যাহ—যথা লোকে স্ত্রী-পুমাংসৌ অরত্যপনোদায় সম্পরিষ্বক্তৌ যৎপরিমাণৌ

স্যাতাম্, তথা তৎপরিমাণো বভূবেত্যর্থঃ। স তথা তৎপরিমাণমেব ইমমাত্মানং দ্বেধা দ্বিপ্রকারমপাতয়ং পাতিতবান্। 'ইমমেব' ইত্যবধারণং মূলকারণাদ্বিরাজো বিশেষণার্থম্। ন ক্ষীরস্য সর্ব্বোপমর্দ্দেন দধিভাবাপত্তিবৎ বিরাট্ সর্ব্বোপমর্দ্দেন এতাবানাস; কিং তর্হি? আত্মনা ব্যবস্থিতস্যৈব বিরাজঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্ আত্মব্যতিরিক্তং স্ত্রী-পুংসপরিষ্বক্তপরিমাণং শরীরান্তরং বভূব। স এব চ বিরাট্ তথাভূতঃ —'স হৈতাবানাস' ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। ততস্তস্মাৎ পাতনাৎ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্—ইতি দম্পত্যোর্নির্ব্বচনং লৌকিকয়োঃ, অত এব তস্মাদ্— যস্মাদাত্মন এবার্দ্ধঃ পৃথগ্ভূতো যেন স্ত্রী, তস্মাৎ ইদং শরীরমাত্মনোঽর্দ্ধবৃগলম্, অর্দ্ধঞ্চ তদ্বৃগলং বিদলঞ্চ —তদর্দ্ধবৃগলং বিদলম্ অর্দ্ধবিদলমিত্যর্থঃ, প্রাক্ স্ত্র্যুদ্বহনাৎ। কস্যার্দ্ধবৃগলমিত্যুচ্যতে—স্ব আত্মন ইতি।

এবমাহ স্ম উক্তবান্ কিল যাজ্ঞবল্ক্যঃ যজ্ঞস্য বল্কো বক্তা যজ্ঞবল্কঃ, তস্যাপত্যং যাজ্ঞবল্ক্যো দৈবরাতিরিত্যর্থঃ, ব্রহ্মণো বা অপত্যম্। যস্মাদয়ং পুরুষার্দ্ধ আকাশঃ স্ত্র্যর্দ্ধশূন্যঃ, পুনরুদ্বহনাৎ তস্মাৎ পূর্য্যতে স্ত্র্যর্দ্ধেন, পুনঃ সম্পুটীকরণেনেব বিদলার্দ্ধঃ। তাং স প্রজাপতির্মন্বাখ্যঃ শতরূপাখ্যাম্ আত্মনো দুহিতরং পত্নীত্বেন কল্পিতাং সমভবৎ মৈথুনমুপগতবান্। ততস্তস্মাৎ তদুপগমনাৎ মনুষ্যা অজায়ন্তোৎপন্নাঃ ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

টীকা।—প্রজাপতেস্তথাবিধস্যেন সংসারান্তর্ভূতত্বমুক্তম্, [illegible] তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ— ইত্যুক্তোত। অরত্যাবিষ্টত্বে প্রজাপতেরেকাকিত্বং হেতুরুক্তঃ [illegible]। কার্য্যস্থারতিঃ কারণস্থারতেলিঙ্গমিত্যনুমানং সূচয়তি—তস্মাদেকাকীতি। [illegible] ভয়াবিষ্টত্বাদিগ্রহঃ। অরতিং প্রতিযোগিনিরূপ্যত্বান্নিরূপয়তি—রতির্নামেতি। [illegible] যথোক্তারতিনিরসনমিত্যাশঙ্ক্য স দ্বিতীয়মৈচ্ছদিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—স তস্যা ইতি। [illegible] বাক্যস্য পাতনিকাং করোতি—তস্যেতি।

তেন ভাবেনেতি যাবৎ। কথমভিমানমাত্রেণ [illegible]পরিমাণত্বম্, তত্রাহ—সত্যেতি। নিপাতোঽবধারণে। তস্যৈব পুনরনুবাদোঽন্বয়ার্থঃ। পাতনমেবোপায়পূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কিমিত্যাদিনা। সম্প্রতি স্ত্রীপুংসয়োরুৎপত্তিমাহ—স তথেতি। নন্বত্র দ্বিধাভাবো বিরাজো বা সংসক্তস্ত্রীপুংসাকারস্য পিণ্ডস্য বা? নাদ্যঃ, সশব্দেন বিরাড্গ্রহণাৎ, তস্য কর্ম্মত্বাৎ; দ্বিতীয়ে তু আত্মশব্দানুপপত্তিস্তত্রাহ—ইমমিতি। তথা চ সশব্দেন কর্তৃত্বেন বিরাড্গ্রহণমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। কস্য তর্হি দ্বিধাকরণম্? [illegible]—কিং তর্হীতি। তচ্চ তদেব স্ফুটয়তি—নেত্যাদিনা। দ্বিধাকরণকর্ম্মেতি শেষঃ। কথং তর্হি তত্রাত্মশব্দঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ স এব চেতি। তথাভূতঃ সংসক্তজায়াপুংপ(স্প)রিমাণোঽভূদিতি যাবৎ। ন কেবলং মনুশতরূপয়োরেব দম্পত্যোরিদং নির্ব্বচনং, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধয়োঃ সর্ব্বয়োরেব তয়োরেতদ্ [illegible], সর্ব্বাসাং সম্ভবাদিত্যাহ—লৌকিকয়োরিতি। উক্তে নির্ব্বচনে লোকানুভবমনুকূলয়তি—[illegible]। পাণিতি সহধর্ম্ম-

চারিণীসম্বন্ধাৎ পূর্ব্বমিত্যর্থঃ। আকাঙ্ক্ষাদ্বারা ষষ্ঠীমাদায় অনুভবমবলম্ব্য ব্যাচষ্টে—কস্তেত্যাদিনা। বৃগলশব্দো বিকারার্থঃ।

অনুভবসিদ্ধেঽর্থে প্রামাণিকসম্মতিমাহ—এবমিতি। দেহাপাতনে সতি একো ভাগঃ পুরুষঃ, অপরস্তু স্ত্রীতি। অত্রৈবশ্হেত্বন্তরমাহ—যস্মাদিতি। উদ্বহনাৎ প্রাগবস্থায়াম্ আকাশঃ পুরুষার্দ্ধঃ স্ত্র্যর্দ্ধশূন্যো যস্মাদসম্পূর্ণো বর্ত্ততে, তস্মাৎ উদ্বহনেন প্রাপ্তস্ত্র্যর্দ্ধেন পুনরিতরো ভাগঃ পূর্য্যতে, যথা বিদলার্দ্ধোঽসম্পূর্ণঃ সম্পুটীকরণেন পুনঃ সম্পূর্ণঃ ক্রিয়তে, তদ্বদিতি যোজনা। পূর্ব্বমপি স্বাভাবিকযোগ্যতাবশেন সংসর্গোঽভূৎ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্যেতি সূচয়িতুং পুনরিত্যুক্তম্। পুরুষার্দ্ধস্যেতরার্দ্ধস্য চ মিথঃ সম্বন্ধাৎ মনুষ্যাদিসৃষ্টিরিত্যাহ—তামিত্যাদিনা॥ ৪০॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই কারণেও প্রাজাপত্য পদটি সংসারান্তর্গত; যেহেতু সেই প্রজাপতি নিশ্চয়ই রতি—প্রীতি অনুভব করিতে পারিলেন না; ঠিক আমাদেরই মত অতৃপ্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সেই হেতুই এখনও একাকী অবস্থায় কোন ব্যক্তিই রতি অনুভব করে না। রতি অর্থ—অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিজন্য ক্রীড়া বা আমোদ। যে লোক অভীষ্ট বস্তু পাইতে প্রয়াসী, তাহার পক্ষে অভিলষিত বস্তুর বিচ্ছেদ হইলে মনে যে, আকুলতা—অরতি হওয়া, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। তিনি (প্রজাপতি) সেই অরতি অপনোদনের জন্য অরতিনিবারণক্ষম অপর কিছু অর্থাৎ স্ত্রীপদার্থ ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—তিনি স্ত্রী-বস্তু পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ স্ত্রীলাভের ইচ্ছা করিলে পর, স্ত্রীসংযুক্তের ন্যায় তাঁহার মানসিক ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আপনাকে যেন স্ত্রীসংযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তিনি সত্যসঙ্কল্প; এইজন্য সেই ইচ্ছার ফলে এতাবান্—এবংবিধ হইয়াছিলেন। কি প্রকার হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—জগতে স্ত্রী ও পুরুষ যেরূপ নিরানন্দভাব অপনোদনের জন্য পরস্পরে মিলিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, ঠিক সেইরূপ—সেই পরিমাণই হইয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ ভাবনানুসারে আপনার এই দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। "ইমমেব দেহং" (এই দেহকেই) এইরূপ বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, মূলকারণ হইতে বিরাট্‌দেহের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করা, অর্থাৎ দুগ্ধ যেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দ্দিত বা বিকৃত করিয়া পশ্চাৎ দধিভাবে পরিণত হয়, কিন্তু বিরাট্‌পুরুষ সেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দ্দিত করিয়া উক্ত পরিমাণবিশিষ্ট হন নাই; পরন্তু তাঁহার স্বরূপ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল; আপনার অমোঘ সঙ্কল্পবশে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, সমালিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষাকার একটি মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইলেন; কিন্তু সেই বিরাট্‌রূপের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। "স হ এতাবান্" এই সামানাধিকরণ্য হইতে অর্থাৎ 'সঃ' পদের সহিত

'এতাবান্' পদের অর্থগত অভেদ নির্দ্দেশ হইতেও এইরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে (১)।

সেইরূপে দুইভাগে পাতন করাতেই—দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করাতেই পতি ও পত্নী নাম হইয়াছিল। ইহাই হইল ব্যবহারসিদ্ধ 'দম্পতি' (পতি ও পত্নী) শব্দের নির্ব্বচন বা ব্যুৎপত্তিপ্রণালী। যেহেতু এই যে, স্ত্রীমূর্ত্তি, ইহা আত্মারই পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতিমাত্র; সেই হেতু আপনার (স্ত্রীবিযুক্ত) শরীরটি 'অর্দ্ধবৃগল' অর্দ্ধাংশ, কেবল অর্থাৎ অর্দ্ধ অথচ বৃগল—অর্দ্ধবৃগল,—দার-পরিগ্রহের পূর্ব্বে যেন অর্দ্ধাংশে খণ্ডিতই থাকে। দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে কাহার অর্দ্ধবৃগল (অর্দ্ধাংশ), তাহা বলিতেছেন,—নিজের, অর্থাৎ আপনারই 'অর্দ্ধবৃগল' ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একথা বলিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের অর্থ এইরূপ—বল্ক অর্থ—বক্তা; যজ্ঞের বল্ক—যজ্ঞবল্ক; তাহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য [তদ্ধিত অণ্ প্রত্যয়.], 'দৈবরাতি' ইঁহার নামান্তর। অথবা, যজ্ঞবল্ক অর্থ—ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য। যেহেতু অর্দ্ধাংশ-রূপ এই পুরুষদেহ আকাশ অর্থাৎ স্ত্রীরূপ অর্দ্ধাংশশূন্য, সেই হেতুই সংযোজনের পর বিদলিত অর্দ্ধাংশ যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিবাহের পরে পুরুষের ঐ শূন্য দেহও অপরার্দ্ধ—স্ত্রীদেহ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। সেই প্রজাপতি,—যাঁহার অপর নাম মনু, তিনি আপনার পত্নীরূপে পরিকল্পিত সেই শতরূপানাম্নী দুহি-তাতে সঙ্গত স্ত্রী-পুরুষভাবে উপগত হইয়াছিলেন। সেই উপগমনের ফলে মনুষ্যগণ জন্মলাভ করিয়াছে—উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

সো হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হন্ত তিরোঽসানীতি, সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ, ততো গাবোঽজায়ন্ত, বড়বেতরাভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভ ইত-

---

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে 'সঃ এতাবান্ আস' 'তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন' বলা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি (সঃ); স্ত্রী-পুংভাব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেইরূপ থাকিয়াই 'এতাবান্' (এই পরিমাণ) হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাকারে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেরূপ দধি-আকারে বিকৃত হয়, তিনিও যদি ঠিক তদ্রূপেই আপনার পূর্ব্বতন স্বরূপটি বিধ্বস্ত করিয়া, স্ত্রী-পুং-পরিষক্তরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে 'তিনি এই পরিমাণই ছিলেন' না বলিয়া 'তাঁহার এইরূপ পরিমাণ হইয়াছিল' বলাই সঙ্গত হইত, কিন্তু সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ করা কখনই সঙ্গত হইত না।

রস্তাং সমেবাভবৎ, ততঃ একশফমজায়তাঽজেতরাভবদ্বস্ত ইতরো-ঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাংসমেবাভবৎ, ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমা পিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—সা (পূর্ব্বোক্ত [illegible] (শতরূপা), উ হ (বিতর্কে) ঈক্ষাঞ্চক্রে মনসি আলোচনা কৃতবতী —নু (বিতর্কে) মা (মাং) আত্মনঃ এব জনয়িত্বা (উৎপাদ্য) কথং সম্ভবতি উপগচ্ছতি? হন্ত [illegible] তিরোঽসানি অন্তর্হিতা ভবেয়ম্ ইতি। এবং নিশ্চিত্য সা গৌঃ গোরূপা অভবৎ, [illegible] বিদিত্বা। ইতরঃ মনুঃ অপি ঋষভঃ (বৃষভঃ সন্) তাং (গোরূপাং শতরূপামেব) সমভবৎ [illegible] ততঃ তস্মাৎ উপগমনাৎ গাবঃ অজায়ন্ত (উৎপন্নাঃ)। অনন্তরং ইতরা শতরূপা বড়বা (অশ্বী) অভবৎ ইতরঃ (মনুশ্চ) অশ্ববৃষঃ অশ্বঃ [illegible] ইতরা শতরূপা গর্দ্দভী ইতরঃ মনুঃ গর্দ্দভঃ সন় [illegible] সমভবৎ উপগত [illegible] অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ অজায়ন্ত। ইতরা অজা অভবৎ ইতরঃ বস্তঃ অজঃ [illegible] মেষঃ [illegible] অভবৎ। এবংরূপ মনুঃ তাং [illegible] অজাবয়ঃ অজায়ন্ত [illegible] এবমেব [illegible] পিপীলিকাপর্য্যন্তম্ যৎ কিঞ্চ মিথুনং [illegible] সর্ব্বং এবমেব [illegible] অসৃজত উৎপাদিতবান [illegible]

মূলানুবাদ।—সেই শতরূপা চিন্তা করিলেন, ভাল, মনু আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া আমাতেই আবার উপগত হইলেন কি প্রকারে? যাহা হউক, আমি তিরোহিত হই—রূপান্তরে আবৃত হই। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গো হইলেন, তদ্দর্শনে মনুও বৃষভরূপী হইয়া তাহাতে উপগত হইলেন, সেই সংসর্গের ফলে গো-জাতির উৎপত্তি হইল; শতরূপা আবার অশ্বরূপা হইলেন, মনু তখন বলবান্ অশ্বরূপ ধারণ করিলেন; শতরূপা গর্দ্দভী হইলেন, মনুও গর্দ্দভ হইলেন; এইরূপে তিনি সেই শতরূপাতে রমণ করিলেন; তাহাতে একশফ—যাহাদের পায়ে একটিমাত্র খুর থাকে, সেই অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভজাতি উৎপন্ন হইল। পুনশ্চ শতরূপা অজা হইলেন, মনুও অজ (ছাগ)

হইলেন; শতরূপা আবার মেষরূপ ধারণ করিলেন, মনুও মেষশরীর গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে উপগত হইলেন; তাহার ফলে ছাগ ও মেষজাতি জন্ম লাভ করিল। এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু স্ত্রীপুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে, সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সা শতরূপা উ হ ইয়ং সেয়ং দুহিতৃগমনে স্মার্ত্তং প্রতিষেধমনুস্মরন্তী ঈক্ষাঞ্চক্রে,—‘কথং নু ইদমকৃত্যম্, যন্মা মাম্ আত্মন এব জনয়িত্বা উৎপাদ্য সম্ভবতি উপগচ্ছতি। যদ্যপ্যয়ং নির্ঘৃণঃ, অহং হন্তেদানীং তিরো-ঽসানি—জাত্যন্তরেণ তিরস্কৃতা ভবানি, ইত্যেবমীক্ষিত্বা অসৌ গৌরভবৎ। উৎপাদ্য-প্রাণিকর্ম্মভিশ্চোদ্যমানায়াঃ পুনঃ পুনঃ সৈব মতিঃ শতরূপায়া মনোশ্চাভবৎ। ততশ্চ ঋষভ ইতরঃ, তাং সমেবাভবদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ততো গাবোঽজায়ন্ত। তথা বড়বা ইতরাভবৎ, অশ্ববৃষ ইতরঃ। তথা গর্দ্দভী ইতরা, গর্দ্দভ ইতরঃ। তত্র বড়বাশ্ববৃষাদীনাং সঙ্গমাৎ ততঃ একশফং একখুরম্ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাখ্যং ত্রয়মজায়ত। তথা অজেতরাভবৎ, বস্তশ্ছাগ ইতরঃ। তথা অবিরিতরা, মেষ ইতরঃ। তাং সমেবাভবৎ। তাং তামিতি বীপ্সা। তামজামবিঞ্চ সমভবদেবেত্যর্থঃ। ততোঽজাশ্চ অবয়শ্চ অজায়ন্ত। এবমেব যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চেদং মিথুনং স্ত্রীপুংসলক্ষণং দ্বন্দ্বম্, আ পিপীলিকাভ্যঃ পিপীলিকাভিঃ সহ অনেনৈব ন্যায়েন তৎ সর্ব্বমসৃজত জগৎ সৃষ্টবান্ ॥ ৪০ ॥ ৪ ॥

টীকা। স্মার্ত্ত প্রতিষেধমাত্মনো ... সমানপ্রবরাং ... ইত্যাদিকমিতি যাবৎ। অযুক্তং হ্যদো যৎ দুহিতৃগমনং, মাতৃতশ্চাপঞ্চম পরতঃ পিতৃতশ্চাসপ্তমাদিতি স্মৃতেরিতি মত্বাহ—কথমিতি। তযোঽস্তাতৃগমনং কথমিত্যাশঙ্ক্য সম্ভবতীতি। শতরূপায়াং গোভাবমাপন্নায়ামৃষভাদিভাবো মনোর্ভবতু, শাবতা যথোক্তে বা ... তযোর্ব্বড়বাদিভাবে তু ন কারণমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—উৎপাদ্যেতি। ততস্তস্যা ... যাবৎ। গবাং ... মিথঃসম্ভবনং তচ্ছব্দার্থঃ। তত্তেবানুৎপত্তৌ ... যাবৎ। বাক্যদ্বয়ে বীপ্সা বিবক্ষিতেত্যাহ—তামিতি। তামেবাভিনয়তি—তামজামিতি। ... বড়বা তাং গর্দ্দভীং চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ততো মিথঃ সম্ভবনাদিত্যেতত্তাদিতি যাবৎ। বিশেষাণামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকমুপ-দেশাসম্ভবং মত্বাহ সংক্ষেপেণোপসংহরতি—এবমেবেতি। ... ইদং মিথুনমিতি। পশুকর্ম্মপ্রয়োগো ন্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই পূর্ব্বোক্ত এই শতরূপা মনুর দুহিতৃগমনে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত দোষ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এরূপ অকার্য্য কিরূপে সম্ভবপর হয়? যে, আমাকে আপনা হইতেই উৎপাদন করিয়া কন্যা-স্থানীয় সেই আমাকেই সম্ভোগ করিতেছেন। যদিও ইনি (মনু) ঘৃণাশূন্য

নির্লজ্জ হউন, তথাপি আমি তিরোহিত হই—ভিন্নজাতীয় শরীর গ্রহণ করিয়া আপনাকে আবৃত করি। শতরূপা এইরূপ বিবেচনা করিয়া গোরূপা হইলেন। স্রষ্টব্য বিভিন্ন প্রাণীর কর্ম্মানুসারে শতরূপার ও তদুৎপাদক মনুর মনে বারংবার সেই একই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। শতরূপা গোরূপ ধারণ করিলে পর, মনুও ঋষভ (বৃষ) হইয়া তাঁহাতে (শতরূপাতে) উপগত হইলেন, ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। সেই সম্ভোগের ফলে গোজাতি জন্মলাভ করিল। শতরূপা বড়বা (ঘোটকী) হইলেন, মনুও অশ্বরূপী হইলেন; পুনরায় শতরূপা হইলেন গর্দ্দভী, আর মনু হইলেন গর্দ্দভ। তন্মধ্যে বড়বা প্রভৃতির সঙ্গে অশ্ববৃষ প্রভৃতির সঙ্গমের ফলে একশফ, অর্থাৎ একখুরবিশিষ্ট অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই তিনটি জাতির জন্ম হইল। এইরূপ শতরূপা আবার হইলেন অজা, আর মনু হইলেন মেষ; মনু তাহাতেও উপগত হইলেন;—এখানে 'তাম্' পদের বীপ্সা (দ্বিরুক্তি) বুঝিতে হইবে; [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সেই সেই অজা ও মেষাদিরূপ—প্রত্যেকেতেই উপগত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গমের ফলে ছাগ ও মেষজাতির জন্ম হইল। জগতে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু মিথুন—স্ত্রী-পুরুষভাবাপন্ন প্রাণী, তৎসমস্তই উক্ত প্রকার প্রণালী অনুসারে উৎপাদন করিলেন (১) ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহꣳ হীদꣳ সর্ব্বমসৃক্ষীতি, ততঃ সৃষ্টিরভবৎ, সৃষ্ট্যাꣳ হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (প্রজাপতিঃ) [ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা] অবেৎ অমন্যত); যৎ অহং (প্রজাপতিঃ) বাব (এব) সৃষ্টিঃ (সৃজ্যতে ইতি সৃষ্টিঃ—সৃষ্টং বস্তু) অস্মি (ভবামি); হি (যস্মাৎ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং অসৃক্ষি (সৃষ্টবান্

---

(১) তাৎপর্য্য—আদিপুরুষ প্রজাপতি আপনার মানস সঙ্কল্প-প্রভাবে আপনার দেহ হইতেই একটি স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তিতে বিভক্ত হইলেন। সেই স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তি দুইটি তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ না হইলেও, তাহা দ্বারাই পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনুষ্য, গো প্রভৃতি প্রাণিনিবহ সৃষ্টি করিলেন এবং উত্তরোত্তর সেই সৃষ্টির বিকাশেই এই বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। পুরুষটির নাম হইল মনু, আর স্ত্রীটির নাম হইল শতরূপা।

যাঁহারা বলেন, এই প্রাণিজগতের সৃষ্টি এক সময়ে হয় নাই, প্রকৃতির পরিণাম-বৈচিত্র্যে অথবা ঈশ্বরের ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে ক্রমে এই জগৎ বিবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের উক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

অস্মি) ইতি। ততঃ (যস্মাৎ প্রজাপতিরেব সৃষ্টিশব্দেন আত্মানং নির্দ্দিদেশ, তস্মাৎ) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামা) অভবৎ [প্রজাপতিঃ]। যঃ এবং সৃষ্টিতত্ত্বং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] অস্য (প্রজাপতেঃ) এতস্যাং সৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতি—স্রষ্টা ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতু আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই মৎস্বরূপ। সেই চিন্তার ফলেই তাঁহার সৃষ্টি নাম হইল। যে লোক প্রজাপতির এবংবিধ সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে স্রষ্টৃত্ব লাভ করেন ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স প্রজাপতিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ সৃষ্ট্বা অবেৎ। কথম্? অহং বাব অহমেব সৃষ্টিঃ—সৃজ্যত ইতি সৃষ্টং জগদুচ্যতে সৃষ্টিরিতি,—যন্ময়া সৃষ্টং জগৎ মদভেদত্বাৎ অহমেবাস্মি, ন মত্তো ব্যতিরিচ্যতে। কুত এতৎ? অহং হি যস্মাৎ ইদং সর্ব্বং জগদসৃক্ষি সৃষ্টবানস্মি, তস্মাদিত্যর্থঃ। যস্মাৎ সৃষ্টিশব্দেন আত্মানমেবাভ্যধাৎ প্রজাপতিঃ, ততস্তস্মাৎ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্টিনামাভবৎ। সৃষ্ট্যাং জগতি হ অস্য প্রজাপতেঃ এতস্যাম্ এতস্মিন্ জগতি স প্রজাপতিবৎ স্রষ্টা ভবতি, স্বাত্মনোঽনন্যভূতস্য জগতঃ। কঃ? য এবং প্রজাপতিবৎ যথোক্তং স্বাত্মনোঽনন্যভূতং জগৎ, সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবং জগদহমস্মি ইতি বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকা। যদ্যপি মন্বাদিসৃষ্টিরেবোক্তা, তথাপি সর্ব্বা সৃষ্টিরুক্তৈবেতি সিদ্ধবৎকৃত্যাহ—স প্রজাপতিরিতি। অবগতিং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। কথং সৃষ্টিরস্মীত্যবধার্য্যতে, কর্তৃক্রিয়য়োঃ একত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃজ্যত ইতীতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যন্ময়েতি। জগচ্ছব্দাদুপরি তচ্ছব্দমধ্যাহৃত্য অহমেব তদস্মীতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুমাহ—মদভেদত্বাদিতি। এবকারার্থমাহ—নেতি। মদভেদত্বাদিত্যুক্তমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—কুত ইত্যাদিনা। ন হি সৃষ্টং স্রষ্টুরর্থান্তরং, তস্যৈব তেন তেন মায়াবিবৎ অবস্থানাদিত্যর্থঃ। ততঃ সৃষ্টিরিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। কিমর্থম্ স্রষ্টুরেষা বিভূতিরুপদিষ্টেত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃষ্ট্যামিতি। জগতি ভবতীতি সম্বন্ধঃ। বাক্যার্থমাহ—প্রজাপতিবদিতি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাপতি এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে করিয়াছিলেন। কি প্রকার? আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু নহে; সুতরাং আমিই হইতেছি—সৃষ্টিস্বরূপ; সৃষ্টির কোন বস্তুই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। এখানে সৃষ্টি অর্থ

—যাহা সৃষ্ট হয়; সুতরাং সৃষ্টিশব্দে প্রজাপতি-সৃষ্ট সমস্ত জগৎই বুঝাইতেছে। কি কারণে প্রজাপতির সৃষ্টিরূপত্ব সম্ভব হয়? যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতুই ইহা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। প্রজাপতি যেহেতু আপনাকেই সৃষ্টি শব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই হেতুই প্রজাপতিসৃষ্ট এই জগন্মণ্ডলে সৃষ্টি নাম প্রচলিত হইয়াছে। সে ব্যক্তিও প্রজাপতির ন্যায় আপনার অনতিরিক্ত জগৎনির্ম্মাণে সমর্থ হয়; কোন্ ব্যক্তি? না, যে ব্যক্তি এই প্রকারে—প্রজাপতির ন্যায় আপনার অনতিরিক্তস্বরূপ এই জগৎকে 'আমিই হইতেছি—অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতাত্মক এই জগৎস্বরূপ', এইরূপে অবগত হন, তিনি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত, তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতো অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ। তদ্‌যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ।

অথ যৎকিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত, তদু সোমঃ, এতাবদ্বা ইদꣳ সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ—সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ, সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (স্ত্রী-পুরুষসৃষ্টেরনন্তরং) সঃ (প্রজাপতিঃ) অভ্যমন্থৎ (মন্থনমকরোৎ); [তদেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—] ইতি (এবংপ্রকারেণ) মুখাৎ যোনেঃ হস্তাভ্যাং চ [করণাভ্যাং] (হস্তাভ্যাং মথ্যমানাৎ আত্মনো মুখরূপাদ্ যোনেরিত্যর্থঃ) অগ্নিম্ অসৃজত (সৃষ্টবান্); তস্মাৎ (মন্থনজাগ্নিযোনিত্বাৎ হেতোঃ] এতৎ উভয়ং (হস্তৌ মুখং চ) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরাবচ্ছেদেন) অলোমকং (লোমবর্জ্জিতং); হি (তথাহি) যোনিঃ (স্ত্রী-চিহ্নমপি) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরে) অলোমকা (লোমরহিতা এব)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) [যাজ্ঞিকাঃ] দেবম্ (অগ্ন্যাদিকম্) একৈকং (স্বরূপতো ভিন্নং) [মন্যমানাঃ] যৎ আহুঃ (বদন্তি)—'অমুং (অগ্নিং) যজ, অমুং (ইন্দ্রং) যজ' ইতি, [তৎ ন সমীচীনমিত্যভিপ্রায়ঃ।] হি (যস্মাৎ) সা বিসৃষ্টিঃ (সর্ব্বা সৃষ্টিঃ) এতস্য (প্রজাপতেঃ)

এব। এবঃ (প্রজাপতিঃ) এব সর্ব্বে দেবাঃ (অগ্ন্যাদ্যাত্মকাঃ, অতো দৈবতভেদ-বুদ্ধিঃ ভ্রমরূপা ইত্যর্থঃ)।

[ভোক্তা অগ্নিরুক্তঃ, ইদানীং ভোগ্যমন্নমাহ—] অথ (অগ্নিসৃষ্ট্যনন্তরং) ইদং (অনুভূয়মানম্) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) আর্দ্রং (দ্রবাত্মকং বস্তু, সোম ইতি যাবৎ), তৎ (সর্ব্বং) রেতসঃ (প্রজাপতেঃ স্বকীয়াৎ বীজাৎ) অসৃজত। তৎ (প্রজাপতিনা সৃষ্টং দ্রবাত্মকং বস্তু) উ (নিশ্চয়ে) সোমঃ (অদনীয়ঃ সোমঃ)। ইদং সর্ব্বং (জগৎ) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণম্)—অন্নং চ এব, অন্নাদঃ চ এব (ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মকমেব)। [তত্র] সোমঃ এব অন্নং (ভক্ষণীয়ং), অগ্নিঃ এব চ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা)। সা এষা (বক্ষ্যমাণা) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্টিঃ (আত্মনোঽপি অধিকা), যৎ শ্রেয়সঃ (প্রশস্যতরান্) দেবান্ অসৃজত (সৃষ্টবান্)। [কুত এতৎ? ইত্যাহ—] যৎ [প্রজাপতিঃ স্বয়ং] মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা সন্) অমৃতান্ (মরণশূন্যান্—অসৃজত ; তস্মাৎ (হেতোঃ) [দেবসৃষ্টিঃ] অতিসৃষ্টিঃ [উচ্যতে]। যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারং অতিসৃষ্টিতত্ত্বং) বেদ, সঃ অস্য (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর প্রজাপতি মন্থনক্রিয়া করিয়াছিলেন। [সেই মন্থন দ্বারা] হস্ত ও মুখরূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ভোক্তৃস্বরূপ অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ; এই কারণেই এই উভয় স্থান (মুখ ও হস্ত) অভ্যন্তরভাগে লোমবিহীন ; উৎপত্তি-স্থান স্ত্রীচিহ্নও অভ্যন্তরে লোম-হীনই বটে। অতএব যাজ্ঞিকেরা যে, বলিয়া থাকেন, 'অমুকের যাগ কর, অমুকের যাগ কর', তাহাতে তাহারা ঐ সমস্ত দেবতাকে বিভিন্ন বলিয়াই মনে করেন ; [কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রম ;] কারণ, ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই সৃষ্টি, এবং ইনিই সে সমস্ত দেবতাস্বরূপ।

অতঃ পর, যাহা কিছু আর্দ্র অর্থাৎ দ্রবময় রসময় বস্তু, তাহা তিনি রেতঃ হইতে (আত্মনিহিত বীজ হইতে) সৃষ্টি করিলেন। সেই আর্দ্র বস্তুটি হইতেছে সোম। এই সমস্ত সৃষ্টিই এতদুভয়াত্মক—অন্ন ও অন্নাদময় (ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক) ; তন্মধ্যে সোমই অন্ন, আর অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা। তিনি যে, নিজের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট

সৃষ্টি ; যেহেতু তিনি নিজে মরণশীল (মর্ত্ত্য) হইয়াও অমৃত অর্থাৎ মরণবিহীন দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি। যে লোক প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনি নিজেও প্রজাতির অতিসৃষ্টিতে প্রভুত্ব লাভ করেন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং স প্রজাপতির্জ্জগদিদং মিথুনাত্মকং সৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাদির্বর্ণনিয়ন্ত্রীর্দ্দেবতাঃ সিসৃক্ষুরাদৌ—অথ-ইতি শব্দদ্বয়মভিনয়প্রদর্শনার্থম্—অনেন প্রকারেণ মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপ্য অভ্যমন্থৎ আভিমুখ্যেন মন্থনমকরোৎ। স মুখং হস্তাভ্যাং মথিত্বা, মুখাচ্চ যোনেহস্তাভ্যাঞ্চ যোনিভ্যাম্ অগ্নিং ব্রাহ্মণজাতেরনুগ্রহকর্ত্তারম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যস্মাৎ দাহকস্যাগ্নের্যোনিঃ এতদুভয়ং—হস্তৌ মুখঞ্চ, তস্মাদুভয়মপ্যেতদলোমকং লোমবিবর্জ্জিতম্। কিং সর্ব্বমেব ? ন ; অন্তরতঃ অভ্যন্তরতঃ। অস্তি হি যোন্যা সামান্যমুভয়স্যাস্য। কিম্? অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ স্ত্রীণাম্। তথা ব্রাহ্মণোঽপি মুখাদেব জজ্ঞে প্রজাপতেঃ ; তস্মাদেকযোনিত্বাৎ জ্যেষ্ঠেনেবানুজোঽনুগৃহ্যতে অগ্নিনা ব্রাহ্মণঃ। তস্মাদ্ব্রাহ্মণোঽগ্নিদেবত্যো মুখবীর্য্যশ্চেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ১

তথা বলাশ্রয়াভ্যাং বাহুভ্যাং বলভিদাদিকং ক্ষত্রিয়জাতি-নিয়ন্তারং ক্ষত্রিয়ঞ্চ। তস্মাদৈন্দ্রং ক্ষত্রং বাহুবীর্য্যঞ্চেতি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাবগতম্। তথা উরুত ঈহাশ্রয়াদ্ বস্বাদিলক্ষণং বিশো নিয়ন্তারং বিশঞ্চ। তস্মাৎ কৃষ্যাদিপরো বস্বাদিদেবত্যশ্চ বৈশ্যঃ। তথা পূষণং পৃথ্বীদৈবতং শূদ্রং চ পদ্ভ্যাং পরিচরণক্ষমম্ অসৃজতেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ। তত্র ক্ষত্রাদিদেবতাসর্গমিহানুক্তং বক্ষ্যমাণমপি উক্তবদুপসংহরতি সৃষ্টিসাকল্যানুকীর্ত্ত্যৈ। যথেয়ং শ্রুতির্ব্ব্যবস্থিতা, তথা প্রজাপতিরেব সর্ব্বে দেবা ইতি নিশ্চিতোঽর্থঃ, স্রষ্টুরনন্যত্বাৎ সৃষ্টানাম্, প্রজাপতিনৈব সৃষ্টত্বাৎ দেবানাম্। ২

অথৈবং প্রকরণার্থে ব্যবস্থিতে তৎস্তুত্যভিপ্রায়েণ অবিদ্বন্মতান্তরনিন্দোপন্যাসঃ। অন্যনিন্দা অন্যস্তুতয়ে (ক)। তৎ তত্র কর্ম্মপ্রকরণে কেবলযাজ্ঞিকা যাগকালে যদিদং বচ আহুঃ—'অমুমগ্নিং যজ, অমুমিন্দ্রং যজ' ইত্যাদি নাম-শস্ত্র-স্তোত্রকর্ম্মাদিভিন্নত্বাৎ ভিন্নমেব অগ্ন্যাদিদেবম্ একৈকং মন্যমানা আহুরিত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ ন তথা বিদ্যাৎ ; যস্মাদেতস্যৈব প্রজাপতেঃ সা বিসৃষ্টির্দ্দেবভেদঃ সর্ব্বঃ ; এষ উ হি এব প্রজাপতিরেব প্রাণঃ সর্ব্বে দেবাঃ। ৩

(ক)—নিন্দোপন্যাসেনান্যনিন্দাঽনিন্দার্থৈব, কিন্তু অন্যস্তুতয়ে'ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ

অত্র বিপ্রতিপদ্যন্তে—পর এব হিরণ্যগর্ভ ইত্যেকে; সংসারীত্যপরে; পর এব তু মন্ত্রবর্ণাৎ—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" ইতি শ্রুতেঃ; "এষ ব্রহ্মৈব ইন্দ্র এব প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবাঃ" ইতি চ শ্রুতেঃ; স্মৃতেশ্চ—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্" ইতি।

"যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥" ইতি চ।

সংসার্য্যেব বা স্যাৎ,—"সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ" ইতি শ্রুতেঃ; ন হ্যসংসারিণঃ পাপ্মদাহপ্রসঙ্গোঽস্তি; ভয়ারতি-সংযোগশ্রবণাচ্চ; "অথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতান-সৃজত" ইতি চ, "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ; স্মৃতেশ্চ কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায়াম্—

"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥" ইতি। ৪

অথৈবং বিরুদ্ধার্থানুপপত্তেঃ প্রামাণ্যব্যাঘাত ইতি চেৎ; ন; কল্পনান্ত-রোপপত্তেরবিরোধাৎ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ বিশেষকল্পনান্তরমুপপদ্যতে;

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥"

ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। উপাধিবশাৎ সংসারিত্বম্, ন পরমার্থতঃ; স্বতোঽ-সংসার্য্যেব। এবমেকত্বং নানাত্বঞ্চ হিরণ্যগর্ভস্য। তথা সর্ব্বজীবানাম্, "তত্ত্ব-মসি" ইতি শ্রুতেঃ। হিরণ্যগর্ভস্তূপাধিশুদ্ধ্যতিশয়াপেক্ষয়া প্রায়শঃ পর এবেতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ প্রবৃত্তাঃ; সংসারিত্বন্তু ক্বচিদেব দর্শয়ন্তি। জীবানাং তু উপাধি-গতাশুদ্ধিবাহুল্যাৎ সংসারিত্বমেব প্রায়শোঽভিলপ্যতে। ব্যাবৃত্তকৃৎস্নোপাধি-ভেদাপেক্ষয়া তু সর্ব্বঃ পরত্বেনাভিধীয়তে শ্রুতিস্মৃতিবাদৈঃ। ৫

তার্কিকৈস্তু পরিত্যক্তাগমবলৈঃ—অস্তি নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা ইত্যাদি বিরুদ্ধং বহু তর্কয়দ্ভিরাকুলীকৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ; তেনার্থনিশ্চয়ো দুর্লভঃ। যে তু কেবল-শাস্ত্রানুসারিণঃ শান্তদর্পাঃ, তেষাং প্রত্যক্ষবিষয় ইব নিশ্চিতঃ শাস্ত্রার্থো দেবতাদি-বিষয়ঃ। ৬

তত্র প্রজাপতেরেকস্য দেবস্যান্নাদি-লক্ষণো ভেদো বিবক্ষিত ইতি—তত্রাগ্নি-রুক্তোঽন্নাদঃ, অন্নাস্তঃ সোম ইদানীমুচ্যতে। অথ যৎকিঞ্চেদং লোকে আর্দ্রং দ্রবাত্ম-কম্, তৎ রেতস আত্মনো বীজাদসৃজত; "রেতস আপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। দ্রবাত্মকশ্চ সোমঃ; তস্মাৎ যদার্দ্রং প্রজাপতিনা রেতসঃ সৃষ্টম্, তদু সোম এব। এতাবদ্বৈ

এতাবদেব, নাতোঽধিকম্, ইদং সর্ব্বম্। কিং তৎ? অন্নঞ্চৈব সোমো দ্রবাত্মকত্বাদাপ্যায়কম্; অন্নাদশ্চাগ্নিঃ, ঔষ্ণ্যাৎ রুক্ষত্বাচ্চ। তত্রৈবমবধ্রিয়তে—সোম এবান্নম্, যদদ্যতে তদেব সোম ইত্যর্থঃ; য এবাত্তা, স এবাগ্নিঃ; অর্থবলাদ্ধি অবধারণম্। অন্নমগ্নিরপি ক্বচিৎ হূয়মানঃ সোমপক্ষস্যৈব; সোমোঽপি ইজ্যমানোঽগ্নিরেব, অত্তৃত্বাৎ। এবমগ্নীষোমাত্মকং জগৎ আত্মত্বেন পশ্যন্ ন কেনচিদ্দোষেণ লিপ্যতে; প্রজাপতিশ্চ ভবতি। সৈষা ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ অতিসৃষ্টিরাত্মনোঽপ্যতিশয়া। ৭

কা সা? ইত্যাহ—যৎ শ্রেয়সঃ প্রশস্যতরাদাত্মনঃ সকাশাদ্ যস্মাদসৃজত দেবান্, তস্মাদ্দেবসৃষ্টিরতিসৃষ্টিঃ। কথং পুনরাত্মনোঽতিশয়া সৃষ্টিঃ? ইত্যত আহ—অথ যদ্ যস্মাৎ মর্ত্ত্যঃ সন্ মরণধর্ম্মা সন্, অমৃতান্ অমরণধর্ম্মিণো দেবান্, কর্ম্মজ্ঞানবহ্নিনা সর্ব্বানাত্মনঃ পাপ্মন ওষিত্বা অসৃজত; তস্মাদিয়ম্ অতিসৃষ্টিরুৎকৃষ্টজ্ঞানস্য ফলমিত্যর্থঃ। তস্মাদেতামতিসৃষ্টিং প্রজাপতেরাত্মভূতাং যো বেদ, স এতস্যামতিসৃষ্ট্যাং প্রজাপতিরিব ভবতি প্রজাপতিবদেব স্রষ্টা ভবতি॥ ৪৩॥ ৬॥

টীকা। ননু সর্ব্বা সৃষ্টিরুক্তা, উক্তং চ প্রজাপতের্বিভূতিসঙ্কীর্ত্তনফলং, কিমবশিষ্যতে, যদর্থমুত্তরং বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। আদাবভ্যমন্থদিতি সম্বন্ধঃ। অভিনয়প্রদর্শনমেব বিশদয়তি—অনেনেতি। মুখাদেরগ্নিং প্রতি যোনিত্বে গমকমাহ—যস্মাদিতি। প্রত্যক্ষবিরোধং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—কিমিত্যাদিনা। হস্তয়োর্মুখে চ যোনিশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমাহ—অস্তি হীতি। প্রজাপতের্মুখাৎ ইথমগ্নিঃ সৃষ্টোঽপি কথং ব্রাহ্মণমনুগৃহ্ণাতি, তত্রাহ—তথেতি। উক্তেঽর্থে শ্রুতিস্মৃতিসংবাদং—দর্শয়তি—তস্মাদিতি। 'আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তদনুসারিণী চ স্মৃতির্দ্রষ্টব্যা। ১

'অগ্নিমসৃজত' ইত্যেতদুপলক্ষণার্থমিত্যভিপ্রেত্য সৃষ্ট্যন্তরমাহ—তথেতি। বলভিদিন্দ্রঃ। আদিশব্দেন বরুণাদির্গৃহ্যতে। ক্ষত্রিয়ং চাসৃজত ইত্যনুবর্ত্ততে। উক্তমর্থং প্রমাণেন দ্রঢয়তি—তস্মাদিতি। 'ঐন্দ্রো রাজন্যঃ' ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তদনুসারিণী চ স্মৃতিরবধেয়া। বিশং চাসৃজতেতি পূর্ব্ববৎ। ঈহাপ্রয়াদূরুতো জাতত্বং বন্দাদের্জ্জৈষ্ঠ্যং চ তচ্ছব্দার্থঃ। 'পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত' ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথাবিধা চ স্মৃতিরনুসর্ত্তব্যা। অগ্নিসর্গস্য বক্ষ্যমাণেন্দ্রাদিসর্গোপলক্ষণত্বে সতি সৃষ্টিসাকল্যাদেষ উ এব সর্ব্বে দেবা ইত্যুপসংহারসিদ্ধিরিতি ফলিতমাহ—তত্রেতি। উক্তেন বক্ষ্যমাণোপলক্ষণং সর্ব্বশব্দঃ সূচয়তীতি ভাবঃ। কিঞ্চ সৃষ্টিরত্র ন বিবক্ষিতা, কিন্তু যেন প্রকারেণ সৃষ্টিশ্রুতিঃ স্থিতা, তেন প্রকারেণ দেবতাদি সর্ব্বং প্রজাপতিরেবেতি বিবক্ষিতমিত্যাহ—যথেতি। তত্র হেতুমাহ—স্রষ্টুরিতি। তথাপি কথং দেবতাদি সর্ব্বং প্রজাপতিমাত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতিনেতি। ২

তদ্যদিদমিত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি স্রষ্টা প্রজাপতিরেব সৃষ্টং সর্ব্বং কার্য্যমিতি প্রকরণার্থে পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ব্যবস্থিতে সত্যনন্তরং তত্রৈব স্তুতিবিবক্ষয়া তদ্যদিদমিত্যাদ্য-

বিষন্মতান্তরস্ত নিন্দার্থং বচনমিত্যর্থঃ। মতান্তরে নিন্দিতেঽপি কথং প্রকরণার্থঃ স্তুতো ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তেতি। একৈকং দেবমিত্যস্ত তাৎপর্য্যমাহ—নামেতি। কাঠকং কালাপকমিত্যিবৎ নামভেদাৎ ক্রতুষু তত্তদ্দেবতাস্তুতিভেদাদ্ ঘটশকটাদিবৎ অর্থক্রিয়াভেদাচ্চ প্রত্যেকং দেবানাং ভিন্নত্বাৎ কর্ম্মিণামেতদ্বচনমিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন রূপাদিভেদাৎ তদ্ভিন্নত্বং সংগৃহ্লাতি। নম্বত্র কর্ম্মিণাং নিন্দা ন প্রতিভাতি, তন্মতোপন্যাসস্যৈব প্রতীতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নেতি। একস্যৈব প্রাণস্যানেকবিধো দেবতাপ্রভেদঃ শাকল্যব্রাহ্মণে বক্ষ্যত ইতি বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি—প্রাণ ইতি। ৩

অগ্ন্যাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে প্রজাপতিরেবেত্যুক্তং, সম্প্রতি তৎস্বরূপনিদিধারয়িষয়া তত্র বিপ্রতিপত্তিং দর্শয়তি—অত্রেতি। হিরণ্যগর্ভস্য পরত্বমাদ্যে, দ্বিতীয়ে কল্পে সংসারিত্বং বিধেয়মিতি বিভাগঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—পর এব স্থিতি। নম্বেকস্যানেকাত্মকত্বং মন্ত্রবর্ণাদবগম্যতে, ন তু পরমাত্মত্বং প্রজাপতেরিত্যাশঙ্ক্য ব্রাহ্মণবাক্যমুদাহরতি—এষ ইতি। ব্রহ্মপ্রজাপতী সূত্র-বিরাজৌ। এষশব্দঃ পরমাত্মবিষয়ঃ। স্মৃতেশ্চ পর এব হিরণ্যগর্ভ ইতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব বাক্যান্তরং পঠতি—যোঽসাবিতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বমতীন্দ্রিয়ত্বম্। অগ্রাহ্যত্বং জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বম্। তত্র হেতুমাহ—সূক্ষ্মোঽব্যক্ত ইতি। ন চ তস্যাসত্ত্বং, প্রমাত্রাদিভাবাভাবসাক্ষিত্বেন সদা সত্ত্বাদিত্যাহ—সনাতন ইতি। ইতশ্চ তস্য নাসত্ত্বং, সর্ব্বেষামাত্মত্বাদিত্যাহ—সর্ব্বেতি। অন্তঃকরণাবিষয়ত্বমাহ—অচিন্ত্য ইতি। যোঽসৌ পরমাত্মা যথোক্তবিশেষণঃ, স এব স্বয়ং বিরাড়াত্মনা ভূতবানিত্যাহ—স এবেতি। মন্ত্রব্রাহ্মণস্মৃতিষু পরস্য সর্ব্বদেবতাত্মত্বদৃষ্টেরত্র চ সূত্রস্য তৎপ্রতীতেস্তস্য পরত্বমিত্যুক্তম্; ইদানীং পূর্ব্বপক্ষাত্তরমাহ—সংসার্য্যেবেতি। সর্ব্বপাপ্মদাহশ্রবণমাত্রেণ কথং প্রজাপতেঃ সংসারিত্বং, তত্রাহ—ন হীতি। "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" ইত্যত্র পরস্যাপি সর্ব্বপাপ্মোদয়াঙ্গীকারাৎ নেদং সংসারিত্বে লিঙ্গমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভয়েতি। অস্বজতেতি চ শ্রবণাদিতি সম্বন্ধঃ। ন কেবলং মর্ত্ত্যত্বশ্রুতেরেব সংসারিত্বং, কিন্তু জন্মশ্রুতেশ্চেত্যাহ—হিরণ্যগর্ভমিতি। যথোক্তহেতুনাং সংসার্য্যেব স্যাদিতি প্রতিজ্ঞয়াঽন্বয়ঃ। কর্ম্মফলদর্শনাধিকারে ব্রহ্মেত্যাদ্যাযাঃ স্মৃতেশ্চ তৎফলভূতস্য প্রজাপতেঃ সংসারিত্বমেবেত্যাহ—স্মৃতেশ্চেতি। বিরাড্ ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। বিশ্বসৃজো মন্বাদয়ঃ। ধর্ম্মস্তদভিমানিনী দেবতা যমঃ। মহান্ প্রকৃতেরাদ্যো বিকারঃ সূত্রম্। অব্যক্তং প্রকৃতিরিতি ভেদঃ। ৪

অস্তু তর্হি দ্বিবিধবাক্যবশাৎ প্রজাপতেঃ সংসারিত্বমসংসারিত্বং চ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। তদ্দ্বিবিধবাক্যশ্রবণানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। এবংশব্দঃ সংসারিত্বাসংসারিত্বপ্রকারপরামর্শার্থঃ। বিরোধকৃতমপ্রামাণ্যং নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা। স্বতোঽসংসারিত্বং, কল্পনয়া চ সংসারিত্বমিতি কল্পনান্তরসম্ভবাৎ দ্বিবিধশ্রুতীনামবিরোধাৎ প্রামাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কল্পনয়া সংসারিত্বমিত্যেতৎ বিশদয়তি—উপাধীতি। ঔপাধিকী পরস্য বিশেষকল্পনেত্যত্র প্রমাণমাহ—আসীন ইতি। স্বাযত্তেন কূটস্থোঽপ্যাত্মা মনসঃ শীঘ্রং দূরগমনদর্শনাৎ তদুপাধিকো দূরং ব্রজতি; যথা স্বপ্নে শয়ানোঽপি মনসো গতিভ্রান্ত্যা সর্ব্বত্র যাতীব ভাতি, তথা জাগরেঽপীত্যর্থঃ। কল্পিতেন হর্ষাদিবিকারেণ স্বাভাবিকেন তদভাবেন চ যুক্তমাত্মানং ন কশ্চিদপি নিশ্চেতুং শক্নোতীত্যাহ—কস্তমিতি। আদিপদেন ধ্যায়তীবেত্যাদিশ্রুতয়ো গৃহ্যন্তে। উদাহৃতশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যমাহ—

উপাধীতি। কিং তর্হি পারমার্থিকং? তদাহ—স্বত ইতি। পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। হিরণ্যগর্ভস্য বাস্তবমবাস্তবং চ রূপং নিরূপিতমুপসংহরতি—এবমিতি। তস্যাপ্যস্মদাদিবৎ ন স্বতো ব্রহ্মত্বং, কিন্তু সংসারিত্বমেব স্বাভাবিকমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলতামাহ—তথেতি। সর্ব্বজীবানামেকত্বং নানাত্বং চেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তেষাং স্বতো ব্রহ্মত্বে প্রমাণমাহ—তত্ত্বমিতি। কস্তর্হি হিরণ্যগর্ভে বিশেষঃ, যেনাসৌ অস্মদাদিভিরুপাস্যতে, তত্রাহ—হিরণ্যগর্ভস্ত্বিতি। ননু শ্রুতিস্মৃতিবাদেষু কচিৎ তস্য সংসারিত্বমপি প্রদর্শ্যতে, সত্যং, তৎ তু কল্পিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—সংসারিত্বং ত্বিতি। অস্মদাদিষু তুল্যমেতদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জীবানাং ত্বিতি। কথং তর্হি 'তত্ত্বমসি' 'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি' ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ সংগচ্ছন্তে, তত্রাহ—ব্যাবৃত্তেতি। ৫

স্বমতে তত্ত্বনিশ্চয়মুক্ত্বা পরমতে তদভাবমাহ—তার্কিকৈস্ত্বিতি। নন্বেকজীববাদেঽপি সর্ব্বব্যবস্থানুপপত্তেস্তত্ত্বনিশ্চয়দৌর্লভ্যং তুল্যমিতি চেৎ ; নেত্যাহ—যে ত্বিতি। স্বপ্নবৎ প্রবোধাৎ প্রাগশেষব্যবস্থাসম্ভবাদূর্দ্ধং চ তদভাবস্যেষ্টত্বাদেকমেব ব্রহ্মানাদ্যবিদ্যাবশাৎ অশেষব্যবহারাস্পদমিতি পক্ষে ন কাচন দোষকলেতি ভাবঃ। ৬

সর্ব্বদেবতাত্মকস্য প্রজাপতেঃ স্বতোঽসংসারিত্বং কল্পনয়া বৈপরীত্যমিতি স্থিতে সতি অথেত্যাদ্যুত্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেতি। বিবক্ষিত ইত্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিতি শেষঃ। তস্য বিষয়ং পরিশিনষ্টি—তত্রাগ্নিরিতি। অত্রাদ্যয়োর্নির্দ্ধারণার্থা সপ্তমী। সম্প্রতি প্রতীকমাদায়াক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অথেতি। অত্তুঃ সর্গানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। রেতসঃ সকাশাদপাং সর্গেঽপি সোমশব্দে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রবাত্মকশ্চেতি। শ্রদ্ধাখ্যাহুতেঃ সোমোৎপত্তিশ্রবণাৎ, তত্র শৈত্যোপলক্ষেশ্চেতি ভাবঃ। সোমস্য দ্রবাত্মকত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। অগ্নীষোময়োরন্নাদ্যয়োঃ সৃষ্টাবপি জগতি স্রষ্টব্যান্তরমবশিষ্টমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। আপ্যায়কঃ সোমো দ্রবাত্মকত্বাৎ, অন্নং চাপ্যায়কং প্রসিদ্ধং, তস্মাদুপপন্নং সোমস্যান্নত্বমিত্যাহ—দ্রবাত্মকত্বাদিতি। সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদ ইত্যবধারণস্য বিবক্ষিতমর্থমাহ—তত্রেতি। যথোক্তং বাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। যথাশ্রুতমবধারণমবধার্য্য কুতো বিধান্তরেণ তদ্ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থবলাদ্ধীতি। অন্নাদস্য সংহর্তৃত্বাৎ অগ্নিত্বমন্নস্য চ সংহরণীয়তয়া সোমত্বমবধারয়িতুং যুক্তমিত্যর্থঃ। ননু অন্নস্য সোমত্বেন ন নিয়মোঽগ্নেরপি জলাদিনা সংহারাৎ, ন চাত্তুরগ্নিত্বেন নিয়মঃ সোমস্যাপি কদাচিদিজ্যমানত্বেন অত্তৃত্বাৎ, তৎকুতোঽর্থবলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নিরপীতি। সোঽপি সংহার্য্যশ্চেৎ সোম এব, স চ সংহর্ত্তা চেদগ্নিরেব, ইত্যবধারণসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রজাপতেঃ সর্ব্বাত্মত্বমুপক্রম্য জগতো দ্বেধাবিভক্তত্বাভিধানং কুত্রোপযুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তস্য সূত্রে পর্য্যবসানাৎ তস্মিন্নাত্মবুদ্ধ্যোপাসকস্য সর্ব্বদোষরাহিত্যং ফলমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—এবমিতি। অনুগ্রাহকদেবসৃষ্টিমুক্ত্বা তদুপাসকস্য ফলোক্ত্যর্থমাদৌ দেবসৃষ্টিং স্তৌতি—সৈষেতি। ৭

'অগ্নির্মূর্দ্ধা' ইত্যাদিশ্রুতেরগ্ন্যাদয়োঽস্যাবয়বাঃ, তৎকথং তৎসৃষ্টিস্ততোঽতিশয়বতীত্যাশঙ্ক্যতে—কথমিতি। প্রজাপতের্যজমানাবস্থাপেক্ষয়া দেবসৃষ্টেরুৎকৃষ্টবচনমবিরুদ্ধমিতি পরিহরতি—অত আহেতি। দেবসৃষ্টেরতিসৃষ্টিত্বাভাবশঙ্কানুবাদার্থঃ অথশব্দঃ। জ্ঞানস্যেত্যুপলক্ষণং, কর্ম্মণোঽপীতি দ্রষ্টব্যম্‌। অতিসৃষ্ট্যামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি। দেবাদিস্রষ্টা তদাত্মা প্রজাপতিরহমেব ইত্যুপাসিতুস্তদ্ভাবাপত্ত্যা তৎস্রষ্টৃত্বং ফলতীত্যর্থঃ। ৩৩। ৬।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি এইরূপে স্ত্রী-পুরুষাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিয়ন্ত্রী (শাসনক্ষম) দেবতাসমূহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে এই শ্রুতির 'অথ' ও 'ইতি' শব্দ দুইটি অভিনয় বা অনুকরণ প্রকাশক —এই প্রকারে মুখে হস্তদ্বয় অর্পণ করিয়া অভিমন্থন করিয়াছিলেন, অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূলরূপে মন্থন (ঘর্ষণ) করিয়াছিলেন। তিনি দুই হাতে মুখমণ্ডল মন্থন করিয়া, সেই মুখ ও হস্তদ্বয়রূপ যোনি (উৎপত্তিস্থান) হইতে ব্রাহ্মণজাতির অনুগ্রাহক অগ্নিদেবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু মুখ ও হস্তদ্বয়, উভয়ই দাহকারী অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সেই হেতুই এই উভয় স্থান অলোমক অর্থাৎ লোমবর্জ্জিত; তবে কি সমস্ত অংশই [লোমশূন্য]? না,—তাহা নহে, অন্তরে অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তরভাগে [লোমশূন্য]; প্রসিদ্ধ জননেন্দ্রিয়ের সহিত এই উভয়স্থানের সাদৃশ্যও আছে। সেই সাদৃশ্যটি কি? না, রমণীগণের জননেন্দ্রিয়ও অভ্যন্তরভাগে লোমশূন্য; (ইহাই উভয়ের মধ্যে সাম্য বা সমানধর্ম্ম)। ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতেই জন্ম ধারণ করিয়াছে; এই কারণে উভয়ই এক-কারণোৎপন্ন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহ করে, তেমনি অগ্নিও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্রাহ্মণগণ অগ্নিদৈবতক ও মুখবীর্য্য, অর্থাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণের অনুগ্রাহক দেবতা এবং তাহাদের বীর্য্য বা শক্তিও মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে (১)। ১

এইরূপ, বলের অধিষ্ঠান বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহাদের নিয়ন্তা (পরিচালক) ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই জন্যই শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়জাতি ও বাহুবল উভয়ই ইন্দ্রদৈবতক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ উরু হইতে চেষ্টা ও চেষ্টাশ্রয় বৈশ্যজাতি ও তাহার নিয়ন্তা বসুপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই কারণেই বৈশ্যজাতি কৃষিকর্ম্মে তৎপর ও বসু প্রভৃতি দেবতা দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ পৃথিবীদৈবতক পূষা ও

---

(১) তাৎপর্য্য—ব্রাহ্মণের শক্তি যে, মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ের প্রসিদ্ধিসূচক একটি উদাহরণ এই:—মহামুনি বাল্মীকির তপোবন-সন্নিধানে যখন লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতুর সহিত রামচন্দ্রের পুত্র লবের বাদ-বিতর্ক হইতেছিল, সে সময় চন্দ্রকেতু রামচন্দ্রের বিজয়-কীর্ত্তিরূপে মহাবীর পরশুরামের পরাজয়ের উল্লেখ করেন, তদুত্তরে লব বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

"সিদ্ধং হ্যেতদ্ বাচি বীর্য্যং দ্বিজানাং বাহ্বোর্বীর্য্যং যত্তু তৎ ক্ষত্রিয়াণাম্।
শস্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মণো জামদগ্ন্যঃ, তস্মিন্ দান্তে কা স্তুতিস্তস্য রাজ্ঞঃ॥"

পরিচর্য্যাত্মক শূদ্রজাতিকে পদ হইতে সৃষ্টি করিলেন; কারণ, শ্রুতি-স্মৃতিতে ঐরূপই প্রসিদ্ধি আছে। যদিও এখানে ক্ষত্রিয়াদি দেবতা-সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাই, পরে বলা হইবে; তথাপি এখানে সৃষ্টির প্রসঙ্গ পরিপূর্ণ রাখিবার জন্য সে সমস্ত কথাও শ্রুত্যুক্তির মতই উল্লেখিত হইল। উক্ত শ্রুতি যেরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থই নিশ্চিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সর্ব্ব দেবাত্মক; কারণ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই স্রষ্টা হইতে অভিন্ন; দেবগণও প্রজাপতিকর্ত্তৃকই সৃষ্ট; সুতরাং তাহারাও প্রজাপতি হইতে ভিন্ন নহে (২)। ২

এইরূপ যখন প্রকরণার্থ অবধারিত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্যই অন্যান্য অবিদ্বৎ-সম্মত মতগুলির উপন্যাস বা উল্লেখ করা হইয়াছে; কারণ, একের যে নিন্দা, তাহাই অপরের প্রশংসাসূচক হইয়া থাকে। [এখন সেই অবিদ্বানের মতগুলি উপন্যস্ত হইতেছে —] লোকপ্রসিদ্ধ কর্ম্মপ্রকরণে যাজ্ঞিকগণ, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যে, এই কথা বলিয়া থাকেন—'এই অগ্নির অর্চ্চনা কর, অমুক ইন্দ্রের অর্চ্চনা কর' ইত্যাদি; একথার অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞীয় দেবতাগণের নাম, স্তোত্র ও কর্ম্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাহারা অগ্ন্যাদি দেবতাকেও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কখনই দৈবতভাবে ঐরূপে বুঝিবেন না; কেননা, বিভিন্নাকার ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই বিসৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্ট; এবং এই প্রজাপতিই প্রাণিরূপী সর্ব্ব-দেবাত্মক। ৩

এবিষয়ে অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—একশ্রেণীর লোকেরা বলেন,—হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই বটে; অপর সম্প্রদায় বলেন,—তাহা নহে, হিরণ্যগর্ভও সংসারী (কর্ম্মফলভোক্তা জীব-শ্রেণীরই অন্তর্গত)। কিন্তু মন্ত্রশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তিনি পরব্রহ্মস্বরূপই বটে; কারণ, মন্ত্রে আছে—'এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,' এবং

(২) তাৎপর্য্য—ঘট-স্রষ্টা কুম্ভকার ও তৎসৃষ্ট ঘট কখনই এক অভিন্ন পদার্থ নহে; সুতরাং এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা প্রজাপতি ও তৎসৃষ্ট দেবতা এক হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এখানে 'স্রষ্টা' শব্দে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যিনি নিজে নিমিত্তও বটে এবং উপাদানও বটে, এরূপ কারণকেই 'স্রষ্টা' বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন লূতা (মাকড়সা) স্বসৃষ্ট সূতার নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় প্রকার কারণ, প্রজাপতিও তেমনি স্বকার্য্য সম্বন্ধে নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণাত্মক; এই জন্য তৎসৃষ্ট দেবতাগণ তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না; এই নিয়ম অব্যভিচারী; সুতরাং নির্দ্দোষ।

অন্য শ্রুতিতে আছে—'ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই সর্ব্বদেবতাত্মক' ইতি। স্মৃতিতেও আছে—'এই আদি পুরুষকে (প্রজাপতিকে) কেহ কেহ অগ্নি বলেন, অন্যে আবার মনু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন', এবং 'এই যিনি অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির অগম্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্তরূপী চিরন্তন ও সর্ব্বভূতময়, তিনিই প্রথমে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন' ইতি। অথবা, তিনি সংসারী—জীবশ্রেণীভুক্তও হইতে পারেন; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন, 'তিনি সর্ব্ববিধ পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন; সংসারী না হইলে ত তাহার পক্ষে কখনই পাপ দাহ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; বিশেষতঃ ভয় ও অরতিসম্বন্ধও তাঁহার সংসারিত্বের অপর কারণ, এবং 'অতঃপর তিনি নিজে মর্ত্ত্য হইয়াও যে অমর সৃষ্টি করিয়াছিলেন', 'জায়মান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন কর' ইত্যাদি মন্ত্রেও তাঁহার সংসারিত্বই শ্রুত হইয়াছে। কর্ম্মফল-জ্ঞাপক শ্রুতিতেও ইহাই জানা যাইতেছে—'ব্রহ্মা (বিরাট্), বিশ্বস্রষ্টৃগণ (মনু প্রভৃতি), ধর্ম্ম (যম), মহান (মহত্তত্ত্ব—অর্থাৎ তদুপাধিক সূত্রাত্মা) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), এ সমস্তকে সাত্ত্বিক কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করেন' ইতি। ৪

ভালকথা, একই বিষয়ে এবংবিধ বিরুদ্ধার্থ-সংঘটন যখন সম্ভবপর হয় না, তখন কোন বাক্যেরই প্রামাণ্য হইতে পারে না। ফলে প্রজাপতির সংসারিত্ব বা অসংসারিত্ব কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না: না, এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, অন্যপ্রকার কল্পনা দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে, অর্থাৎ উপাধি-বিশেষের সম্বন্ধনিবন্ধন এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, [যাহাতে সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব উভয় কল্পনারই ব্যাঘাত না ঘটে]। 'যিনি একত্র অবস্থিত হইয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, মদামদ অর্থাৎ মদযুক্ত ও মদ-বিযুক্ত সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, তাঁহার সংসারিত্ব ধর্মটা ঔপাধিক, পারমার্থিক নহে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি অসংসারীই বটে। এইপ্রকার উপাধিসম্বন্ধনিবন্ধন হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব দুইই সম্ভব হয়। 'তুমি তৎস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অন্যান্য জীবের সম্বন্ধেও ঐরূপই ব্যবস্থা। হিরণ্যগর্ভের উপাধি স্বতই বিশুদ্ধ; এই জন্য শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিকাংশস্থলে পরমেশ্বররূপেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অতি অল্প স্থানেই তাঁহার সংসারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জীবগণের উপাধি স্বভাবতই অশুদ্ধিবহুল; এই জন্য অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের সংসারিত্বই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সর্ব্বোপাধি-

বিনির্ম্মুক্ত স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র জীবের পরমেশ্বরভাবও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫

কিন্তু যাঁহারা তার্কিক—আগম-প্রমাণের বলবত্তায় উপেক্ষা করেন, তাঁহারা 'আত্মা আছে, নাই, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা' ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধ তর্ক করিয়া শাস্ত্রার্থ আকুল (বিকৃত বা অনিশ্চিতরূপ) করিয়া থাকেন; তাহার ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, যাহারা একমাত্র শাস্ত্রানুসারী গর্ব্বহীন, তাঁহাদের নিকট দেবতাদি অপরোক্ষবিষয়ের প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত) প্রত্যক্ষবৎ সুনিশ্চিত হইয় থাকে। ৬

এখানে আদিদেব একই প্রজাপতির—অত্তা (ভোক্তা) ও অদনীয়রূপ রূপ-ভেদ বর্ণনা করাই শ্রুতির অভিপ্রেত; তন্মধ্যে—প্রথমে ভোক্তা অগ্নির কথা উক্ত হইয়াছে, এখন অদনীয় সোমের কথা বলা হইতেছে। জগতে যাহা কিছু আর্দ্র—দ্রবময় বস্তু, তাহা রেত হইতে—আত্মীয় বীজ হইতে সৃষ্টি করিলেন; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'রেত হইতে জল (জলীয় দ্রব্য) [প্রাদুর্ভূত হইয়াছে]'; সোমও দ্রবাত্মক; অতএব প্রজাপতি স্বীয় রেত হইতে, যে আর্দ্র বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই সোম। জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এতাবৎই—এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই। ইহা কি? না সোম, সোমই অন্ন, দ্রবাত্মকতানিবন্ধন তৃপ্তিসাধক; এবং উষ্ণ ও রুক্ষ বলিয়া অগ্নি হইতেছে—অন্নাদ অর্থাৎ ভোক্তা। এবিষয়ে এইরূপই অবধারণ হইতেছে যে, সোমই অন্ন, অর্থাৎ যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন; এবং যিনি ভক্ষণকর্ত্তা, তিনিই অগ্নি। [যদিও এখানে অবধারণসূচক কোন শব্দ নাই সত্য, তথাপি] অর্থ-সঙ্গতির অনুরোধে অবধারণই বুঝিতে হইবে। সময়বিশেষে অগ্নিও হূয়মান (আহুতিরূপে অর্পিত) হইলে সোমস্থানীয় অর্থাৎ অন্নমধ্যে পরিগণিত হয়, আবার সোমও সময়বিশেষে ইজ্যমান (অর্চ্চিত) হইয়া অগ্নিস্থানীয় অর্থাৎ ভোক্তা হইয়া থাকে; কারণ, তখন তাঁহার ভোক্তৃত্বই থাকে, (ভোগ্যত্ব থাকেনা)। যে লোক অগ্নীষোমাত্মক এই জগৎকে আত্মস্বরূপে দর্শন করে, সে লোক কোনপ্রকার দোষে—পুণ্যে বা পাপে লিপ্ত হয় না, অধিকন্তু প্রাজাপত্য পদ লাভেও সমর্থ হয়। ইহা হইতেছে প্রজাপতির অতিসৃষ্টি—প্রজাপতি অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। ৭

সেই সৃষ্টিটি কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি শ্রেয়ান্—আপনার অপেক্ষাও উৎকর্ষসম্পন্ন এই দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই দেবসৃষ্টি তাঁহার অতিসৃষ্টি। ভাল, সৃষ্টি আবার আপনা হইতেও অতিশয় হয় কি প্রকারে?

তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিজে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমৃত—মরণরহিত দেবগণকে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ বহ্নি দ্বারা আপনার সর্ব্ববিধ পাপরাশি দগ্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কর্ম্মের ফল স্বরূপ (১)। অতএব যে লোক প্রজাপতির আত্মস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত এই অতিসৃষ্টি জানেন—অনুধ্যান করেন, তিনিও প্রজাপতির ন্যায় এই অতিসৃষ্টিতে প্রভু হন—অর্থাৎ প্রজাপতিরই মত সৃষ্টিকর্ত্তা হন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

আভাস-ভাষ্যম্।—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ।" সর্ব্বং বৈদিকং সাধনং জ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণং কর্ত্রাদ্যনেককারকাপেক্ষং প্রজাপতিত্বফলাবসানং সাধ্যম্ এতাবদেব,—যদেতদ্ ব্যাকৃতং জগৎ সংসারঃ। অথৈতস্যৈব সাধ্যসাধনলক্ষণস্য ব্যাকৃতস্য জগতো ব্যাকরণাৎ প্রাগ্ বীজাবস্থা যা, তাং নির্দ্দিদিক্ষতি অঙ্কুরাদি-কার্য্যানুমিতামিব বৃক্ষস্য, কর্ম্মবীজোঽবিদ্যাক্ষেত্রো হ্যসৌ সংসারবৃক্ষঃ সমূল উদ্ধর্ত্তব্য-ইতি। তদুদ্ধরণে হি পুরুষার্থপরিসমাপ্তিঃ। তথাচোক্তম্—"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ" ইতি কাঠকে; গীতাসু চ "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইতি; পুরাণে চ "ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ" ইতি।

টীকা। পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োঃ সম্বন্ধং বক্তুং প্রতীকমাদায় বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—তদ্ধেত্যাদিনা॥ তস্য আদেরর্থার্থং বৈদিকমিত্যুক্তম্। সাধনমিত্যুক্তে মুক্তিসাধনং পুরঃ স্ফুরতি, তন্নিরস্যতি—জ্ঞানেতি। একরূপস্য মোক্ষস্যানেকরূপং ন সাধনং ভবতীতি ভাবঃ। মুক্তিসাধনং মান-বস্তুতন্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানম্, ইদং তু কারকসাধ্যমতোঽপি ন তদ্ধেতুরিত্যাহ—কর্ত্রাদীতি। কিং চেদং প্রজাপতিত্বফলাবসানম্, 'মৃত্যুরস্যাত্মা ভবতি' ইতি শ্রুতেঃ। ন চ তদেব কৈবল্যং, ভয়ারত্যাদি-শ্রবণাৎ, অতোঽপি নেদং মুক্ত্যর্থমিত্যাহ—প্রজাপতিত্বেতি। কিঞ্চ, নিত্যসিদ্ধা মুক্তিঃ, ইদং তু সাধ্যফলম্, অতোঽপি ন মুক্তিহেতুরিত্যাহ—সাধ্যমিতি। কিঞ্চ, মুক্তির্ব্যাকৃতাদর্থান্তরমস্তুদেব, "তদ্বিদিতাৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ; ইদং তু নামরূপং ব্যাকৃতম্, অতোঽপি ন তদ্ধেতুরিত্যাহ—এতাবদেবেতি। সম্প্রত্যব্যাকৃতকণ্ডিকামবতারয়ন্ প্রবেশবাক্যাৎ প্রাক্তনস্য তদ্ধেদমিত্যাদে-র্ব্বাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। জ্ঞানকর্ম্মফলোক্ত্যানন্তর্য্যমথ-শব্দার্থঃ। বীজাবস্থা সাভাসপ্রত্যগ-বিদ্যা, তস্যা নির্দ্দেষ্টুমিষ্টত্বমেব, ন সাক্ষান্নির্দ্দেশ্যত্বমনির্ব্বাচ্যত্বাদিতি বক্তুং নির্দিদিক্ষতীত্যুক্তম্। বৃক্ষস্য বীজাবস্থাং লোকো নির্দ্দিশতীতি সম্বন্ধঃ। যজ্জ্ঞানে পুমর্থাপ্তিস্তদেব বাচ্যং, কিমিতি

---

(১) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জন্মকালে স্বয়ং প্রজাপতিও পাপরহিত ছিলেন না, এবং মৃত্যুর অধিকার হইতেও বিমুক্ত ছিলেন না; কিন্তু তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যে স্বীয় সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া নিষ্পাপ অবস্থায় দেবগণকে সৃষ্টি করায় দেবগণ আজন্ম পাপবিমুক্ত; কাজেই প্রজাপতি অপেক্ষাও তাহার কার্য্যের উৎকর্ষ অধিক হইতেছে; এই জন্য দেবসৃষ্টিকে অতিসৃষ্টি বলা হইয়াছে।

প্রত্যগবিদ্যোচ্যতে ? তত্রাহ—কর্ম্মেতি। উদ্ধর্ত্তব্য ইতি তন্মূলনিরূপণমর্থবদিতি শেষঃ। অথ পুরুষার্থমর্থয়মানস্য তদুদ্ধারোঽপি কোপযুজ্যতে, তত্রাহ—তদুদ্ধরণে হীতি। ননু সংসারস্য মূলমেব নাস্তি, স্বভাববাদাৎ। প্রধানাদ্যেব বা তন্মূলং, নাজ্ঞাতং ব্রহ্ম ; ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং পরিহরতি—তথা চেতি। উর্দ্ধমুৎকৃষ্টং কারণং কার্য্যাপেক্ষয়া পরমব্যাকৃতং মূলমস্যেত্যূর্দ্ধমূলো হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ, মূলাপেক্ষয়াঽবাচ্যঃ শাখা ইত্যবাক্শাখঃ। এবং 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্' ইত্যাদি-গীতা অপি নেতব্যাঃ। অস্তি হি সংসারস্য মূলম্, 'নেদমমূলং ভবিষ্যতি' ইতি শ্রুতেঃ ; তচ্চাজ্ঞাতং ব্রহ্মৈবেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ।—"তদ্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ" ইত্যাদি। বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মাত্মক যত সাধন (উপায়) আছে, তৎ সমস্তই কর্ত্তা প্রভৃতি বহু কারক-সাপেক্ষ ; এবং সে সমুদয়ের শেষ ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভত্ব-প্রাপ্তি ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে সমস্ত উপায় সাধ্য-শ্রেণীরই অন্তর্গত, এবং "এতাবৎ এব" এই পর্য্যন্তই বটে—যাহা এই নাম-রূপাভিব্যক্ত বিশ্বসংসারমণ্ডল। অঙ্কুরাদি কার্য্য-দর্শনে যেমন বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বীজাবস্থা অনুমিত হয়, তেমনি সাধ্য ও সাধন-ভাবে অভিব্যক্ত এই জগতেরও অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যে বীজাবস্থা ছিল, এখন শ্রুতি তাহাই নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। উদ্দেশ্য—কর্ম্মরূপ বীজ হইতে অবিদ্যা-ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত এই (জন্ম মরণ প্রবাহরূপ) সংসারবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করা ; কারণ, সংসারের উন্মূলনে জীবের সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ সমাপ্ত হইয়া যায়। এ কথা কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—'ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ (এই সংসার-বৃক্ষ)' ; ভগবদ্গীতাতেও আছে—'ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ' [এই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া], পুরাণ শাস্ত্রেও আছে—'এই চিরন্তন ব্রহ্মবৃক্ষ' (১) ইত্যাদি।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ-নামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যঃ। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে,

(১) তাৎপর্য্য—"ঊর্দ্ধমূলঃ অধঃশাখঃ" ইত্যাদি বাক্যে রূপকচ্ছলে সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সংসার যখন বৃক্ষ হইল, তখন তাহার মূল, শাখা ও পত্রাদি থাকাও আবশ্যক। এই সংসারবৃক্ষের মূলটি ঊর্দ্ধে (উপরে) রহিয়াছে, অর্থাৎ সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান পরমেশ্বর ইহার মূল, আর অধোবর্ত্তী দেবাসুর মনুষ্যাদি তাহার শাখা-প্রশাখা। ইহা কল্যও থাকিবে কি না, স্থির নাই ; এই কারণে 'অশ্বত্থ' ; কিন্তু, তথাপি ইহা সনাতন—অনাদি কাল হইতে প্রবহমাণ থাকায় ইহা একপ্রকার নিত্যেরই মত।

তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি সঃ, প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ছ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি, আত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য, যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—তং (অপ্রত্যক্ষং বীজাবস্থং) ইদং (প্রত্যক্ষং নামরূপাভিব্যক্তং জগৎ) তর্হি (তদা—উৎপত্তেঃ প্রাক্) অব্যাকৃতং (নাম-রূপাভ্যাম্ অনভিব্যক্তম্) আসীৎ হ। তং (বীজরূপেণ স্থিতং জগৎ) নাম-রূপাভ্যাং—অয়ং (পদার্থঃ) অসৌনামা (অদো নাম অস্যেতি অসৌনামা, ছান্দসোঽয়ং প্রয়োগঃ), ইদংরূপঃ (ইদং শ্বেতপীতাদি রূপম্ অস্যেতি ইদংরূপঃ) ইতি (এবং) ব্যাক্রিয়ত (স্বয়মেব ব্যাকৃতম্—ব্যবহারযোগ্যং বভূব)। [অতএব] এতর্হি (ইদানীং) অপি 'অসৌনামা, ইদংরূপশ্চ অয়ম্' ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (ব্যাকৃতং ভবতীত্যর্থঃ) ইতি। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে (ক্ষুরকোশে), অথবা যথা বিশ্বম্ভরঃ (অগ্নিঃ) বিশ্বম্ভরকুলায়ে (কাষ্ঠাদৌ) অবহিতঃ (অন্তর্নিবিষ্টঃ) স্যাৎ (ভবেৎ), তথা সঃ (জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধঃ) এষঃ (পরমেশ্বরঃ) ইহ (নামরূপাত্মনা ব্যাকৃতে জগতি) আ নখাগ্রেভ্যঃ (নখাগ্রপর্য্যন্তং) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্)। [তথাপি অজ্ঞাঃ] তং (সর্ব্বানুস্যূতমপি পরমেশ্বরং) ন পশ্যন্তি (পরমেশ্বরত্বেন ন জানন্তীত্যর্থঃ)। হি (যস্মাৎ) সঃ (আ নখাগ্রপ্রবিষ্টঃ আত্মা) অকৃৎস্নঃ (উপাধিপরিচ্ছিন্নতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ অপূর্ণঃ); [তথাহি—] সঃ (প্রবিষ্ট আত্মা) প্রাণন্ (প্রাণনাদি-ব্যাপারং কুর্ব্বন্) এব প্রাণঃ নাম (প্রসিদ্ধো) ভবতি; বদন্ (বচনব্যাপারং কুর্ব্বন্) বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ (সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণং ব্যাপারং কুর্ব্বন্) মনঃ ভবতি। তানি এতানি (যথোক্তানি প্রাণাদীনি) অস্য (আত্মনঃ) কর্ম্ম-নামানি এব [দেহপ্রবিষ্ট আত্মা এব তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ প্রাণাদিনামভিঃ পৃথগিব প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ]।

অতঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) একৈকং (প্রাণ ইতি বা, বাগিতি বা—ইত্যেবং) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (নৈব আত্মানং বেত্তি); হি (যতঃ) এষঃ (আত্মা) একৈকেন (প্রাণাদ্যেকৈকবিশেষণেন বিশিষ্টঃ সন্)

অকৃৎস্নঃ (অসমস্তঃ) ভবতি ; অতঃ 'আত্মা' ইত্যেব (বিশেষণভেদান্ পরিত্যজ্য কেবলম্ আত্মস্বরূপেণৈব) উপাসীত ; হি (যস্মাৎ) অত্র (আত্মনি) এতে (প্রাগুক্তাঃ প্রাণাদয়ঃ) সর্ব্বে একং ভবন্তি (একরূপতাম্—অভিন্নতাং প্রতিপদ্যন্তে)। তৎ এতৎ অস্য সর্ব্বস্য (জীবনিবহস্য) পদনীয়ং (প্রাপ্যং)। [কিং তৎ ?] যৎ (যঃ) অয়ং আত্মা ইতি। হি (যস্মাৎ) অনেন (আত্মনা জ্ঞাতেন) এতৎ সর্ব্বং (জগৎ) বেদ (জানাতি ইত্যর্থঃ)। যথা হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পদেন (চরণেন পদচিহ্নেন বা) অনুবিন্দেৎ (নষ্টং গবাদিকং লভতে) ; তথা, যঃ এবং (যথোক্তং তত্ত্বং) বেদ, [সঃ] কীর্ত্তিং (লোকপ্রতিষ্ঠাং) শ্লোকং (যশশ্চ) বিন্দতে (লভতে) ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ।—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্ত্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল,—'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল ; এই জন্যই বর্ত্তমান সময়েও বিশেষ বিশেষ নাম ও বিশেষ বিশেষ রূপ লইয়াই এই জগৎ (জাগতিক বস্তু) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে নিহিত থাকে, অথবা বিশ্বম্ভর (অগ্নি) যেরূপ তদাশ্রয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ সেই জগৎকারণ পরমেশ্বরও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ব্বাবয়বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। [কিন্তু তিনি এইরূপে প্রবিষ্ট থাকিলেও অজ্ঞজনেরা] তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; [কেন না, তাহারা যাহাকে দর্শন করে,] সেই আত্মা হইতেছে—অকৃৎস্ন অর্থাৎ অপূর্ণ—প্রকৃত পূর্ণ আত্মার ঔপাধিক অংশবিশেষ মাত্র। [যেমন] প্রাণনাদি ব্যাপার নিষ্পাদন করেন বলিয়া প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ হন, সেইরূপ, বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার করত শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করত মনঃশব্দ-বাচ্য হন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই তাহার কর্ম্মানুযায়ী নাম মাত্র। অতএব যে লোক তাহাকে উক্ত প্রকার এক একটিমাত্র গুণ-যোগে উপাসনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন না ; কারণ, এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট আত্মা ত কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; অতএব 'আত্মা' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে। ইঁহাতেই (এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে, পরিপূর্ণ

আত্মা, ইঁহাই সর্ব্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্য স্থল ; কারণ, এত-দ্বিজ্ঞানেই সর্ব্ব বস্তু লাভ করা যায়। লোক যেমন পদের সাহায্যে গন্তব্য স্থান লাভ করে, তেমনি যিনি যথাবর্ণিত প্রকারে আত্ম-তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও কীর্ত্তি ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদ্ধেদম্। তদিতি বীজাবস্থং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ, তর্হি তস্মিন্ কালে, পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বনাম্নাঽপ্রত্যক্ষাভিধানেনাভিধীয়তে—ভূতকাল-সম্বন্ধিত্বাদব্যাকৃত-ভাবিনো জগতঃ। সুখগ্রহণার্থ মৈতিহ্যপ্রয়োগো হ-শব্দঃ ; 'এবং হ তদা আসীৎ'—ইত্যুচ্যমানে সুখং তাং পরোক্ষামপি জগতো বীজাবস্থাং প্রতি-পদ্যতে,—যুধিষ্ঠিরো হ কিল রাজাসীদিত্যুক্তে যদ্বৎ। ইদম্-ইতি ব্যাকৃতনামরূপা-ত্মকং সাধ্য-সাধনলক্ষণং যথাবর্ণিতমভিধীয়তে ; তদ্-ইদংশব্দয়োঃ পরোক্ষ-প্রত্যক্ষা-বস্থ-জগদ্বাচকয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদেকত্বমেব পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থস্য জগতো-ঽবগম্যতে—তদেবেদং, ইদমেব চ তদ্ অব্যাকৃতমাসীদিতি। অথৈবং সতি, নাসত উৎপত্তির্ন সতো বিনাশঃ কার্য্যস্যেত্যবধৃতং ভবতি। ১

টীকা। সম্প্রতি প্রতীকমাদায় পদানি ব্যাচষ্টে—তদ্ধেত্যাদিনা। অপ্রত্যক্ষাভিধানেন তদিতি সর্ব্বনাম্না বীজাবস্থং জগদভিধীয়তে পরোক্ষত্বাদিতি সম্বন্ধঃ। কথং জগতো বীজাবস্থত্ব-মিত্যাশঙ্ক্য তদ্ব্যাখ্যার্থমাহ—প্রাগিতি। কথং তস্য পরোক্ষত্বং, তত্রাহ—ভূতেতি। নিপাতার্থ-মাহ—সুখেতি। হশব্দার্থমভিনয়তি—কিলেতি। যথাবর্ণিতমিত্যনর্থত্বেন সংসারেঽসারত্বোক্তিঃ। পদদ্বয়সামানাধিকরণ্যলব্ধমর্থমাহ—তদিদমিতি। একত্বমভিনয়েনোদাহরতি—তদেবেতি। একত্বাবগতিফলং কথয়তি—অথেতি। সামানাধিকরণ্যবশাদেকত্বে নিশ্চিতে সত্যনন্তরম্—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

ইতি স্মৃতিরনুসৃতো ভবতীতি ভাবঃ। ১

তদেবম্ভূতং জগদব্যাকৃতং সৎ নামরূপাভ্যামেব—নাম্না রূপেণৈব চ ব্যাক্রিয়ত। ব্যাক্রিয়তেতি কর্ম্মকর্তৃপ্রয়োগাৎ তৎ স্বয়মেবাত্মৈব ব্যাক্রিয়ত—বি+আ+অক্রি-য়ত—বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্য্যাদং ব্যক্তীভাবমাপদ্যত—সামর্থ্যাদাক্ষিপ্ত-নিয়ন্তৃ-কর্তৃ-সাধনক্রিয়া-নিমিত্তম্। অসৌনামেতি সর্ব্বনাম্নাঽবিশেষাভিধানেন নাম-মাত্রং ব্যপদিশতি ; দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি বা নামাস্যেতি অসৌনামা অয়ম্। তথা ইদমিতি শুক্লকৃষ্ণাদীনামবিশেষঃ ; ইদং শুক্লমিদং কৃষ্ণং বা রূপমস্যেতি ইদংরূপঃ। তদিদমব্যাকৃতং বস্তু, এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে—অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি। ২

অজ্ঞাতং ব্রহ্ম জগতো মূলমিত্যুক্ত্বা তদ্বিবর্তো জগদিতি নিরূপয়তি—তদেবম্ভূতমিতি। তৃতীয়ামিত্থম্ভাবার্থত্বেন ব্যাচষ্টে—নাম্নেতি। ক্রিয়াপদপ্রয়োগাভিপ্রায়ং তদনুবাদপূর্ব্বকমাহ—

ব্যাক্রিয়তেতি। তত্র পদচ্ছেদপূর্ব্বকং তদ্ব্যাচার্থমাহ—ব্যাক্রিয়তেত্যাদিনা। স্বয়মেবেতি কুতো বিশেষ্যতে, কারণমন্তরেণ কার্য্যোৎপত্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। নির্হেতুকার্য্যসিদ্ধ্যনুপপত্ত্যাক্ষিপ্তো নিয়ন্তা জনয়িতা কর্ত্তা চোৎপত্তৌ সাধনক্রিয়া-করণব্যাপারস্তন্নিমিত্তং তদপেক্ষ্য ব্যক্তিভাবমাপদ্যতেতি যোজনা। নামসামান্যং দেবদত্তাদিনা বিশেষণায়া সংযোজ্য সামান্যবিশেষবানর্থো নামব্যাকরণবাক্যে বিবক্ষিত ইত্যাহ—অসাবিত্যাদিনা। অসৌ-শব্দঃ শ্রোতোঽব্যয়ত্বেন নেয়ঃ। রূপসামান্যং শুক্লকৃষ্ণাদিনা বিশেষে সংযোজ্যোচ্যতে রূপব্যাকরণবাক্যেনেত্যাহ—তথেত্যাদিনা। অব্যাকৃতমেব ব্যাকৃতাত্মনা ব্যক্তমিত্যেতৎ সুপ্তপ্রবুদ্ধদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—তদিদমিতি। ২

যদর্থঃ সর্ব্বশাস্ত্রারম্ভঃ, যস্মিন্নবিদ্যয়া স্বাভাবিকা কর্ত্তৃক্রিয়াফলাধ্যারোপণা কৃতা, যঃ কারণং সর্ব্বস্য জগতঃ, যদাত্মকে নামরূপে সলিলাদিব স্বচ্ছান্মলমিব ফেনম্ অব্যাকৃতে ব্যাক্রিয়েতে, যশ্চ তাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণঃ স্বতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ, স এষ অব্যাকৃতে আত্মভূতে নাম-রূপে ব্যাকুর্ব্বন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু দেহেষ্বিহ কর্ম্মফলাশ্রয়েষু অশনায়াদিমৎসু প্রবিষ্টঃ। ৩

তদ্ধেতাত্র মূলকারণমুক্ত্বা তন্নামরূপাভ্যামিত্যাদিনা তৎকার্য্যমুক্তম্, ইদানীং প্রবেশবাক্যস্থস-শব্দাপেক্ষিতমর্থমাহ—যদর্থ ইতি। কাণ্ডদ্বয়াত্মনো বেদস্যারম্ভো যস্য পরস্য প্রতিপত্ত্যর্থো বিজ্ঞায়তে, কর্ম্মকাণ্ডং হি স্বার্থানুষ্ঠানাহিতচিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোপযোগীষ্যতে, জ্ঞানকাণ্ডং তু সাক্ষাদেব তত্রোপযুজ্যতে 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' ইতি চ শ্রূয়তে; স পরোঽত্র প্রবিষ্টো দেহাদাবিতি যোজনা। সর্ব্বস্যাম্নায়স্য ব্রহ্মাত্মনি সমন্বয়মুক্ত্বা তত্র বিরোধসমাধানার্থমাহ—যস্মিন্নিতি। অধ্যাসস্য চতুর্ব্বিধস্যাত্মন্যসম্ভবং বারয়তি—অবিদ্যয়েতি। তস্যা মিথ্যাজ্ঞানত্বেন সাদিত্বাদনাদ্যধ্যাসহেতুত্বাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকেতি। বিদ্যাপ্রাগভাবত্বমবিদ্যায়া ব্যাবর্ত্তয়তি—কর্ত্রিতি। ন হি তদুপাদানত্বমভাবস্য সম্ভবতি, নচোপাদানান্তরমস্তীতি ভাবঃ। অন্বয়স্তু সর্ব্বত্র যচ্ছব্দস্য পূর্ব্ববদ্দ্রষ্টব্যঃ। আত্মনি কর্ত্তৃত্বাধ্যাসস্যাবিদ্যাকৃতত্বোক্ত্যা সমন্বয়ে বিরোধঃ সমাহিতঃ, সম্প্রত্যধ্যাসকারণস্যোক্তত্বেঽপি নিমিত্তোপাদানত্বেন সাংখ্যবাদম-শক্যোক্তমেব কারণং তদ্ভেদনিরাকরণার্থং কথয়তি—যঃ কারণমিতি। শ্রুতিস্মৃতিবাদেষু পরস্য তৎকারণত্বং প্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ। নামরূপাত্মকস্য দ্বৈতস্যাবিদ্যাবিদ্যমানদেহত্বাদ্বিদ্যাপনোদ্যত্বং নিধাতীত্যাহ—যদাত্মকে ইতি। ব্যাকর্তুরাত্মনঃ স্বভাবতঃ শুদ্ধত্বে দৃষ্টান্তমাহ—সলিলাদিতি। ব্যাক্রিয়মাণয়োর্নামরূপয়োঃ স্বতোঽশুদ্ধত্বে দৃষ্টান্তমাহ—মলমিবেতি। যথা ফেনাদি জলোত্থং তন্মাত্রমেব, তথাজ্ঞাতব্রহ্মোত্থং জগদ্ ব্রহ্মমাত্রং তজ্জ্ঞানবাধ্যং চেতি ভাবঃ। নিত্যশুদ্ধত্বাদিলক্ষণমপি বস্তু ন স্বতোঽজ্ঞাননিবর্ত্তকং, কেবলস্য তৎসাধকত্বাৎ, বাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢং তু তথেতি মন্বানো ব্রূতে—যশ্চেতি। 'আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—তাভ্যামিতি। নামরূপাত্মকদ্বৈতাসংস্পর্শিত্বাদেব নিত্যশুদ্ধত্বম্, শুদ্ধেরদ্বৈতসম্বন্ধাধীনত্বাৎ, তত্রাবিদ্যা প্রযোজিকেত্যভিপ্রেত্য তদ্বন্ধং নিষেধতি—বুদ্ধেতি। তস্মাদেব দুঃখাদ্যনর্থাসংস্পর্শিত্বমাহ—মুক্তেতি। বিদ্যাবস্থায়াং শুদ্ধ্যাদিসম্ভবেঽপি বন্ধাবস্থায়াং

নৈবমিতি চেন্নেত্যাহ—স্বভাব ইতি। অব্যাকৃতবাক্যোক্তমজ্ঞাতং পরমাত্মানং পরামৃশতি—স ইতি। তমেব কার্য্যস্থং প্রত্যক্ষং নির্দিশতি—এষ ইতি। আত্মা হি স্বতো নিত্যশুদ্ধত্বাদিরূপোঽপি স্বাবিদ্যাবষ্টম্ভান্নামরূপে ব্যাকরোতীতি তৎসর্জ্জনস্যাবিদ্যাময়ত্বং বিবক্ষিত্বাহ—অব্যাকৃতে ইতি। তয়োরাত্মনা ব্যাকৃতত্বে তদতিরেকেণাভাবঃ কর্ত্তেতি মত্বা বিশিনষ্টি—আত্মেতি। জনিমন্মাত্র-মিহ-শব্দার্থং কথয়তি—ব্রহ্মাদীতি। তত্রৈব দুঃখাদিসম্বন্ধো নাত্মনীতি মত্বানো বিশিনষ্টি—কর্ম্মেতি। ব্রহ্মাত্মৈক্যে পদদ্বয়সামানাধিকরণ্যাধিগতে হেতুমাহ—প্রবিষ্ট ইতি। ৩

নমু, অব্যাকৃতং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়তেত্যুক্তম্; কথমিদানীমুচ্যতে—পর এব তু আত্মা অব্যাকৃতং ব্যাকুর্ব্বন্নিহ প্রবিষ্ট ইতি? নৈষ দোষঃ; পরস্যাপ্যাত্মনোঽব্যাকৃতজগদাত্মত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। আক্ষিপ্তনিয়ন্তৃ-কর্তৃক্রিয়ানিমিত্তং হি জগদব্যাকৃতং ব্যাক্রিয়ত ইত্যবোচাম; ইদং-শব্দসামানাধিকরণ্যাচ্চ অব্যাকৃতশব্দস্য। যথেদং জগৎ নিয়ন্ত্রাদ্যনেককারকনিমিত্তাদিবিশেষবদ্ ব্যাকৃতম্, তথাঽপরিত্যক্তান্যতম-বিশেষবদেব তদব্যাকৃতম্; ব্যাকৃতাব্যাকৃতমাত্রস্তু বিশেষঃ। দৃষ্টশ্চ লোকে বিবক্ষাতঃ শব্দপ্রয়োগঃ—'গ্রাম আগতঃ, গ্রামঃ শূন্যঃ' ইতি, কদাচিদ্ গ্রামশব্দেন নিবাসমাত্রবিবক্ষায়াং 'গ্রামঃ শূন্যঃ' ইতি শব্দপ্রয়োগো ভবতি; কদাচিৎ নিবাসি-জনবিবক্ষায়াং 'গ্রাম আগতঃ' ইতি; কদাচিদুভয়বিবক্ষায়ামপি গ্রাম-শব্দপ্রয়োগো ভবতি—'গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেৎ' ইতি যথা, তদ্বদিহাপি জগদিদং ব্যাকৃতম্ অব্যাকৃতং চেত্যাভেদবিবক্ষায়ামাত্মানাত্মনোর্ভবতি ব্যপদেশঃ। তথেদং জগদুৎপত্তিবিনা-শাত্মকমিতি কেবলজগদ্ব্যপদেশঃ। তথা "মহানজ আত্মা" "অস্থূলোঽনণুঃ" "স এব নেতি নেতি" ইত্যাদি কেবলাত্মব্যপদেশঃ। ৪

পরস্যাত্মা স্রষ্টা সৃষ্টে প্রবিষ্টো জগতীত্যাদিষ্টমাক্ষিপতি—নম্বিতি। পূর্ব্বাপরবিরোধং সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। ব্যাক্রিয়তেতি কর্ম্মকর্তৃপ্রয়োগাজ্জগৎকর্তৃরবিবক্ষিতত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আক্ষিপ্তেতি। উচ্যতে বৎসঃ স্বয়মেবেত্তিবৎ কর্ম্মকর্ত্তরি লকারো ব্যাকরণসৌকর্য্যাপেক্ষয়া, সত্যেব কর্ত্তরি নির্ব্বহতীতি ভাবঃ। অব্যাকৃতশব্দস্য নিয়ন্ত্রাদিযুক্তজগদ্বাচিত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইদংশব্দেতি।

কথমুক্ত-সামানাধিকরণ্যমাত্রাদব্যাকৃতস্য জগতো নিয়ন্ত্রাদিযুক্তত্বং, তত্রাহ—যথেতি। নিয়ন্ত্রাদীত্যাদিশব্দেন কর্তৃকরণাদিগ্রহণম্। নিমিত্তাদীত্যাদিপদেনোপাদানমুচ্যতে। বিমতং নিয়ন্ত্রাদিসাপেক্ষং কার্য্যত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ। কস্তর্হি প্রাগবস্থে সম্প্রতিতনে চ জগতি বিশেষস্তত্রাহ—ব্যাকৃতেতি। কথং পুনরব্যাকৃতশব্দেন জগদ্বাচিনা পরো গৃহ্যতে, একস্য শব্দস্যানেকার্থত্বাযোগাদত আহ—দৃষ্টশ্চেতি। উক্তমেব স্ফুটয়তি—কদাচিদিতি। উভয়-বিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—তদ্বদিতি। ইহেত্যব্যাকৃতবাক্যোক্তিঃ। নিবাস-মাত্রবিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। নিবাসিজনবিবক্ষয়া তৎপ্রয়োগস্যাপি দার্ষ্টান্তিকং কথয়তি—তথা মহানিতি। ৪

নন্থ পরেণ ব্যাকর্ত্রা ব্যাকৃতং সর্ব্বতো ব্যাপ্তং সর্ব্বদা জগৎ ; স কথমিহ প্রবিষ্টঃ পরিকল্প্যতে ? অপ্রবিষ্টো হি দেশঃ পরিচ্ছিন্নেন প্রবেষ্টুং শক্যতে, যথা পুরুষেণ গ্রামাদিঃ, নাকাশেন কিঞ্চিৎ, নিত্যপ্রবিষ্টত্বাৎ। পাষাণ-সর্পাদিবৎ ধর্ম্মান্তরেণেতি চেৎ,—অথাপি স্যাৎ—ন পর আত্মা স্বেনৈব রূপেণ প্রবিবেশ ; কিং তর্হি ? তৎস্থ এব ধর্ম্মান্তরেণোপজায়তে ; তেন প্রবিষ্ট ইত্যুপচর্য্যতে ; যথা পাষাণে সহজোঽন্তস্থঃ সর্পঃ, নারিকেলে বা তোয়ম্। ন, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ ; যঃ স্রষ্টা, স ভাবান্তরমনাপন্ন এব কার্য্যং সৃষ্ট্বা পশ্চাৎ প্রাবিশদিতি হি শ্রূয়তে। যথা 'ভুক্ত্বা গচ্ছতি' ইতি ভুজি-গমিক্রিয়য়োঃ পূর্ব্বাপরকালয়োরিতরেতরবিচ্ছেদঃ, অবিশিষ্টশ্চ কর্ত্তা, তদ্বদিহাপি স্যাৎ ; ন তু তৎস্থস্যৈব ভাবান্তরোপজনন এতৎ সম্ভবতি। ন চ স্থানান্তরেণ বিযুজ্য স্থানান্তরসংযোগলক্ষণঃ প্রবেশো নিরবয়বস্যাপরিচ্ছিন্নস্য দৃষ্টঃ। ৫

অব্যাকৃতবাক্যে পরস্য প্রকৃতত্বাত্তস্য প্রবেশবাক্যে সশব্দেন পরামৃষ্টস্য সৃষ্টে কার্য্যে প্রবেশ উক্তস্তং চ প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি—নম্বিতি। কথমিতিসূচিতামনুপপত্তিমেব স্পষ্টয়তি—অপ্রবিষ্টো হীতি। দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন প্রবেশবাদী শঙ্কতে—পাষাণেতি। তদেব বিবৃণোতি—অথাপীত্যাদিনা। পরস্য পরিপূর্ণস্য কচিৎ প্রবেশাভাবেঽপীতি যাবৎ। তচ্ছব্দঃ সৃষ্টকার্য্যবিষয়ঃ। ধর্ম্মান্তরং জীবাখ্যম্। দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—যথেতি। পাষাণাদ্বাহ্যঃ সর্পাদিস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি শঙ্কাপোহার্থং সহজবিশেষণম্। সর্পাদেরশ্মাদিরূপেণ স্থিতভূতপঞ্চকপরিণামত্বাত্তত্র সহজত্বং, পাষাণাদৌ যানি ভূতানি স্থিতানি, তেষাং পরিণামঃ সর্পাদিঃ, তদ্রূপেণ তত্র ভূতানামনুপ্রবেশবদপরিচ্ছিন্নস্যাপি পরস্য জীবাকারেণ বুদ্ধ্যাদৌ প্রবেশসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। আক্ষেপ্তা ব্রূতে—নেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—যঃ স্রষ্টেতি।

নন্থ তক্ষ্ণা নির্ম্মিতে বেশ্মনি ততোঽন্যস্যাপি প্রবেশো দৃশ্যতে, তথা পরেণ সৃষ্টে জগত্যন্যস্য প্রবেশো ভবিষ্যতি, নেত্যাহ—যথেতি। পাষাণসর্পন্যায়েন কার্য্যস্থস্যৈব পরস্য জীবাখ্যে পরিণামে তৎসৃষ্টেত্যাদিশ্রবণমনুপপন্নমিতি ব্যতিরেকং দর্শয়তি—নম্বিতি। অস্তু তর্হি পরস্য মার্জ্জারাদিবৎ পূর্ব্বাবস্থান-ত্যাগেনাবস্থানান্তরসংযোগাত্মা প্রবেশঃ, নেত্যাহ—ন চেতি। নিরবয়বোঽপরিচ্ছিন্নশ্চাত্মা, তস্য স্থানান্তরেণ বিয়োগং প্রাপ্য স্থানান্তরেণ সহ সংযোগলক্ষণো যঃ প্রবেশঃ, স সাবয়বে পরিচ্ছিন্নে চ মার্জ্জারাদৌ দৃষ্টপ্রবেশসদৃশো ন ভবতীতি যোজনা। বিযুজ্যেতি পাঠে তু স্ফুটৈব যোজনা। ৫

সাবয়ব এব, প্রবেশশ্রবণাদিতি চেৎ ; ন ; "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বব্যপদেশ্য-ধর্ম্মবিশেষ-প্রতিষেধশ্রুতিভ্যশ্চ। প্রতিবিম্বপ্রবেশবদিতি চেৎ ; ন ; বস্ত্বন্তরেণ বিপ্রকর্ষানুপপত্তেঃ। দ্রব্যে গুণ-প্রবেশবদিতি চেৎ ; ন, অনাশ্রিতত্বাৎ ; নিত্যপরতন্ত্রস্যৈবাশ্রিতস্য গুণস্য দ্রব্যে প্রবেশ উপচর্য্যতে ; ন তু ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ তথা প্রবেশ উপপদ্যতে। ফলে

বীজবদিতি চেৎ; ন; সাবয়বত্ব-বৃদ্ধি-ক্ষয়োৎপত্তি-বিনাশাদিধর্ম্মবত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চৈবং ধর্ম্মবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ, "অজোঽজরঃ" ইত্যাদিশ্রুতিন্যায়বিরোধাৎ। অন্য এব সংসারী পরিচ্ছিন্ন ইহ প্রবিষ্ট ইতি চেৎ; ন; "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইত্যারভ্য "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি তস্যা এব প্রবেশ-ব্যাকরণ-কর্তৃত্বশ্রুতেঃ। তথা "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে", "ত্বং কুমার উত বা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি" "পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ" "রূপং রূপম্" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ ন পরাদন্যস্য প্রবেশঃ। প্রবিষ্টানামিতরেতরভেদাৎ পরানেকত্বমিতি চেৎ; ন; "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ" "একঃ সন্ বহুধা বিচার" "ত্বমেকোঽসি বহূননুপ্রবিষ্টঃ" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৬

প্রবেশশ্রুত্যা নিরবয়বত্বাসিদ্ধিং শঙ্কতে—সাবয়ব ইতি। প্রবেশশ্রুতেরন্যথোপপত্তে-রক্ষামাণত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। অমূর্ত্তত্বং নিরবয়বত্বম্। পুরুষত্বং পূর্ণত্বম্। প্রকারান্তরেণ প্রবেশোপপত্তিং শঙ্কতে—প্রতিবিম্বেতি। আদিত্যাদৌ জলাদিনা সন্নিকর্ষাদি-সম্ভবাৎ প্রতিবিম্বাখ্যপ্রবেশোপপত্তিঃ; আত্মনি তু পরস্মিন্নসঙ্গেঽনবচ্ছিন্নে কেনচিদপি তদভাবান্ন যথোক্তপ্রবেশসিদ্ধিরিত্যাহ—ন বস্ত্বন্তরেণেতি। প্রকারান্তরেণ প্রবেশং চোদয়তি দ্রব্য ইতি। পরস্যাপি কার্য্যে প্রবেশ ইতি শেষঃ। গুণাপেক্ষয়া পরস্য বৈলক্ষণ্যং দর্শয়ন্ পরিহরতি—নেত্যাদিনা। স্বাতন্ত্র্যশ্রবণম্ "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদি।

পনসাদিফলে বীজস্য প্রবেশবৎ কার্য্যে পরস্য প্রবেশঃ স্যাদিতি শঙ্কিত্বা দূষয়তি—ফল-ইত্যাদিনা। বিনাশাদীত্যাদিশব্দেনানাত্মত্বানীশ্বরত্বাদি গৃহ্যতে। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—ন চেতি। জন্মাদীনাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণো ভিন্নত্বাভিন্নত্বাসম্ভবাদিন্যায়ঃ। বীজফলয়োরবয়বাবয়বিত্বং পাষাণসর্পয়োরাধারাধেয়ত্বেত্যপুনরুক্তিঃ। পরস্য সর্ব্বপ্রকারপ্রবেশাসম্ভবে প্রবেশশ্রুতেরালম্বনং বাচ্যমিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বপক্ষমুপসংহরতি—অন্য এবেতি। জগতো হি পরঃ স্রষ্টেতি বেদান্তমর্য্যাদা, স্রষ্টৈব চ প্রবেষ্টা, প্রবিশ্য ব্যাকরবাণীতি প্রবেশব্যাকরণয়োরেককর্তৃত্বশ্রুতেঃ, তস্মাৎ পরস্মাদন্যস্য প্রবেশো ন যুক্তিমানিতি সিদ্ধান্তয়তি—নেত্যাদিনা। তত্রৈব তৈত্তিরীয়শ্রুতিং সংবাদয়তি—তথেতি। ঐতরেয়শ্রুতিরপি যথোক্তমর্থমুপোদ্বলয়তীত্যাহ—স এতমেবেতি। শ্রীনারায়ণাখ্যমন্ত্র-মপ্যত্রানুকূলয়তি—সর্ব্বাণীতি। বাক্যান্তরমুদাহরতি—ত্বং কুমার ইতি। অত্রৈব বাক্য-শেষত্বানুগুণ্যং দর্শয়তি—পুর ইতি। উদাহৃতশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যমাহ—ন পরাদিতি।

পরস্য প্রবেশে প্রবিষ্টানাং মিথো ভেদাত্তদভিন্নস্য তস্যাপি নানাত্বপ্রসক্তিরিতি শঙ্কতে—প্রবিষ্টানামিতি। ন পরস্যানেকত্বমেকত্বশ্রুতিবিরোধাদিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। 'বিচার' বিচচারেতি যাবৎ। ৬

প্রবেশ উপপদ্যতে নোপপদ্যত ইতি—তিষ্ঠতু তাবৎ; প্রবিষ্টানাং সংসারিত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ পরস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন; অশনায়াদ্যত্যয়শ্রুতেঃ। সুখিত্ব-

দুঃখিত্বাদিদর্শনান্নেতি চেৎ; ন; "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রত্যক্ষাদিবিরোধাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; উপাধ্যাশ্রয়-জনিত-বিশেষবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেঃ। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো ন আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্; কিং তর্হি? বুদ্ধ্যাদ্যুপাধ্যাত্মপ্রতিচ্ছায়াবিষয়মেব—'সুখিতোঽহং, দুঃখিতোঽহম্' ইত্যেবমাদিপ্রত্যক্ষবিজ্ঞানম্; 'অয়মহম্' ইতি বিষয়েণ বিষয়িণঃ সামানাধিকরণ্যোপচারাৎ, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যন্যাত্মপ্রতিষেধাচ্চ। দেহাবয়ববিশেষ্যত্বাচ্চ সুখদুঃখয়োর্বিষয়ধর্ম্মত্বম্। ৭

পরস্য প্রবেশে নানাত্মপ্রসঙ্গং প্রত্যাখ্যায় দোষান্তরং চোদয়তি—প্রবেশ ইতি। তেষাং সংসারিত্বেঽপি পরস্য কিমায়াতং, তদাহ—তদনন্যত্বাদিতি। শ্রুত্যবষ্টম্ভেন দূষয়তি—নেতি। অনুভবমনুসৃত্য শঙ্কতে—সুখিত্বেতি। নাসংসারিত্বমিতি শেষঃ। গূঢ়াভিসন্ধিরুত্তরমাহ—নেতি। আগমো হি পরস্যাসংসারিত্বে মানং ত্বয়োচ্যতে, স চাধ্যক্ষবিরুদ্ধো ন স্বার্থে মানং, ন চ ৮ বৈপরীত্যং, জ্যেষ্ঠত্বেন বলবত্ত্বাদিতি শঙ্কতে—প্রত্যক্ষাদীতি। শঙ্কিতে পূর্ব্ববাদিনি স্বাশয়মাবিষ্কুর্ব্বন্তি সিদ্ধান্তী স্বাভিসন্ধিমাহ—নোপাধীতি। উপাধিরন্তঃকরণং, তদাশ্রয়ত্বেন জনিতো বিশেষশ্চিদাভাসস্তদ্গতদুঃখাদিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেরাভাসগ্রাহকত্বেনাত্মস্পর্শসংসারিত্বাবগমস্য ন বিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, প্রত্যক্ষাদীনামনাত্মবিষয়ত্বাদাত্মবিষয়ত্বাচ্চাগমস্য ভিন্নবিষয়ত্বাৎ নানয়োর্মিথো বিরোধোঽস্তীত্যভিপ্রেত্যাত্মনোঽধ্যক্ষাদ্যবিষয়ত্বে শ্রুতীরুদাহরতি—ন দৃষ্টেরিতি। সুখ্যহমিত্যাদিপ্রতিভাসস্য তর্হি কা গতিরিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তমেব স্মারয়তি—কিং তর্হীতি। বুদ্ধ্যাদিরুপাধিঃ, তত্রাত্মপ্রতিচ্ছায়া তৎপ্রতিবিম্বস্তদ্বিষয়মেব সুখ্যহমিত্যাদি বিজ্ঞানমিতি যোজনা। আত্মনো দুঃখিত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—অয়মিতি। অয়ং দেহোঽহমিতি দৃশ্যেন দ্রষ্টুস্তাদাত্ম্যাধ্যাসদর্শনাদ্দৃশ্যবিশিষ্টস্যৈব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বান্ন কেবলস্যাত্মনো দুঃখাদিসংসারোঽস্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অস্থূলাদিবিশেষণমক্ষরং প্রক্রম্য তস্যৈব প্রত্যগাত্মত্বং দর্শয়ন্তী শ্রুতিরাত্মনঃ সংসারিত্বং বারয়তীত্যাহ—নান্যদিতি। কিঞ্চ, পাদয়োর্দুঃখং শিরসি দুঃখমিতি দেহাবয়বাবচ্ছিন্নত্বেন তৎপ্রতীতেস্তদ্ধর্ম্মত্বনিশ্চয়ান্নাত্মনি সংসারিত্বং প্রামাণিকমিত্যাহ—দেহেতি। ৭

"আত্মনস্তু কামায়" ইত্যাত্মার্থত্বশ্রুতেরযুক্তমিতি চেৎ; ন; "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ" ইত্যবিদ্যাবিষয়াত্মার্থত্বাভ্যুপগমাৎ, "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদিনা বিদ্যাবিষয়ে তৎপ্রতিষেধাচ্চ নাত্মধর্ম্মত্বম্। ৮

শ্রুতিবশাদাত্মনঃ সংসারিত্বং শঙ্কতে—আত্মনস্ত্বিতি। সুখং তাবদাত্মাশ্রয়ম্ "আত্মনস্তু কামায়" ইতি সুখসাধনস্যাত্মার্থত্বশ্রুতেঃ, অতস্তদবিনাভূতং দুঃখমপি তত্র, ইত্যাত্মনঃ সংসারিত্বমযুক্তমিত্যর্থঃ। আবিদ্যক-সংসারিত্বানুবাদেনাত্মনোঽবস্থিতপরমানন্দপ্রতিপাদকমাত্মনস্তু কামায়েত্যাদিবাক্যমিতি মত্বাহ—নেতি। তস্যাবিদ্যকসংসারানুবাদিত্বে গমকমাহ—যত্রেতি। অনেন হি

বাক্যেন অবিদ্যাবস্থায়ামেবাত্মার্থত্বং সুখাদেরভ্যুপগম্যতে। অতো ন তস্যাত্মধর্মত্বমিত্যর্থঃ। আত্মনি সংসারিত্বস্যাপ্রতিপাদ্যত্বেঽপি গমকমাহ—তৎ কেনেতি। আত্মনোঽসংসারিত্বে বিদ্বদনুভবমনুকূলয়িতুং চ-শব্দঃ। ৮

তার্কিকসময়বিরোধাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; যুক্ত্যাপ্যাত্মনো দুঃখিত্বানুপপত্তেঃ। ন হি দুঃখেন প্রত্যক্ষবিষয়েণাত্মনো বিশেষ্যত্বম্, প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাৎ। আকাশস্য শব্দগুণবত্ত্ববদাত্মনো দুঃখিত্বমিতি চেৎ; ন; একপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। ন হি সুখগ্রাহকেণ প্রত্যক্ষবিষয়েণ প্রত্যয়েন নিত্যানুমেয়স্যাত্মনো বিষয়ীকরণমুপপদ্যতে; তস্য চ বিষয়ীকরণে আত্মন একত্বাদ্বিষয্যভাবপ্রসঙ্গঃ। একস্যৈব বিষয়-বিষয়িত্বং দীপবদিতি চেৎ; ন; যুগপদসম্ভবাৎ, আত্মন্যংশানুপপত্তেশ্চ। ৯

তর্কশাস্ত্রপ্রামাণ্যাদাত্মনঃ সংসারিত্বমিতি শঙ্কতে—তার্কিকেতি। বুদ্ধ্যাদিচতুর্দ্দশগুণ-বানাত্মেতি তার্কিকসময়ঃ, তেন বিরোধাত্তস্যাসংসারিত্বমযুক্তং, তর্কাবিরুদ্ধো হি সিদ্ধান্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। সর্বতর্কাবিরোধী বা কতিপয় তর্কাবিরোধী বা সিদ্ধান্তঃ? নাদ্যঃ, তার্কিকাদিসিদ্ধান্ত-স্যাপি মিথো বৈদিকতর্কৈশ্চ বিরোধাদসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে তু শ্রৌততর্কাবিরোধাদাত্মা-সংসারিত্বসিদ্ধান্তোঽপি সিধ্যেদিত্যভিসন্ধায়াহ—ন যুক্ত্যাপীতি। কিঞ্চ, দুঃখাদিরাত্মধর্ম্মো ন ভবতি, বেদ্যত্বাৎ, রূপাদিবদিত্যাহ—ন হীতি। প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বোক্ত্যা প্রতীচস্তদ্বিষয়দুঃখা-বিশেষ্যত্বমযুক্তং; প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ শব্দাকাশয়োরিব দুঃখাত্মনোরপি গুণগুণিত্বসম্ভবাদিতি শঙ্কতে—আকাশস্যেতি। যত্র ধর্ম্মধর্ম্মিভাবস্তত্রৈকজ্ঞানগম্যত্বং দৃষ্টং, যথা শুক্লো ঘট ইতি, তদ্ব্যাপকং ব্যাবর্ত্তমানং দুঃখাত্মনোর্দ্ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি, শব্দাকাশয়োরপি গুণগুণিভাবো নাস্মাকং সম্মতঃ, শব্দতন্মাত্রমাকাশমিতি স্থিতেরিত্যাশয়েনাহ—নৈকেতি।

কথং তদনুপপত্তিস্তত্রাহ—ন হীতি। নিত্যানুমেয়স্যেতি জরত্তার্কিকমতানুসারেণ সাংখ্য-সময়ানুসারেণ চোক্তম্। আধুনিকং তার্কিকং প্রত্যাহ—তস্য চেতি। সুখাদিবদাত্মনোঽপি প্রত্যক্ষেণ বিষয়ীকরণে সতি একস্মিন্ দেহে তদেকাসম্ভবেরাত্মান্তরস্য তত্রাযোগাদেকত্র ভোক্তৃদ্বয়ানিষ্টেঃ পুরুষান্তরস্যাপ্যং প্রত্যপ্রত্যক্ষত্বাদ্ দ্রষ্টৃভাবাদাত্মদৃশ্যত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দীপস্য স্বব্যবহারহেতুত্বেন বিষয়বিষয়িত্ববদেকস্যৈবাত্মনো দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বসিদ্ধেদ্রষ্ট্রভাবো নাস্তীতি শঙ্কতে—একস্যৈবেতি। আত্মনো বিষয়বিষয়িত্বং কাৎস্ন্যেনাংশাভ্যাং বা? আদ্যেঽপি যুগপৎ ক্রমেণ বা? নাদ্য ইত্যাহ—ন যুগপদিতি। ক্রিয়ায়াং গুণত্বং কর্তৃত্বং, তত্র প্রাধান্যং কর্ম্মত্বমতো যুগপদেকক্রিয়াং প্রত্যেকস্য সাকল্যেন গুণপ্রধানত্বাযোগান্নৈবমিত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, একত্বা-বেঽস্যাভাবাদিতি মত্বা কল্পান্তরং প্রত্যাহ—আত্মনীতি। এতেন প্রদীপদৃষ্টান্তোঽপি প্রতিনী-তস্তস্যাংশাভ্যাং তদ্ভাবে প্রকৃতানুকূলত্বাৎ। ৯

এতেন বিজ্ঞানস্য গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বং প্রত্যুক্তম্; প্রত্যক্ষানুমানবিষয়য়োশ্চ দুঃখাত্মনোর্গুণগুণিত্বেনানুমানম্। দুঃখস্য নিত্যমেব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্রূপাদি-সামানাধিকরণ্যাচ্চ; মনঃসংযোগজত্বেঽপ্যাত্মনি দুঃখস্য সাবয়বত্ব-বিক্রিয়াবত্ত্বা-নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন হ্যবিকৃত্য সংযোগি দ্রব্যং গুণঃ কশ্চিদুপযন্ অপযন্ বা দৃষ্টঃ

কচিৎ। ন চ নিরবয়বং বিক্রিয়মাণং দৃষ্টং কচিৎ, অনিত্যগুণাশ্রয়ং বা নিত্যম্। ন চাকাশ আগমবাদিভির্নিত্যতয়াবগম্যতে। ন চান্যো দৃষ্টান্তোঽস্তি। বিক্রিয়মাণমপি তৎ-প্রত্যয়ানিবৃত্তের্নিত্যমেবেতি চেৎ; ন; দ্রব্যস্যাবয়বান্যথাত্বব্যতিরেকেণ বিক্রিয়ানুপপত্তেঃ। সাবয়বত্বেঽপি নিত্যত্বমিতি চেৎ; ন, সাবয়বস্যাবয়বসংযোগপূর্ব্বকত্বে সতি বিভাগোপপত্তেঃ। বজ্রাদিষ্বদর্শনান্নেতি চেৎ; ন; অনুমেয়ত্বাৎ সংযোগপূর্ব্বত্বস্য। তস্মান্নাত্মনো দুঃখাদ্যনিত্যগুণাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ। ১০

নন্বু বিজ্ঞানবাদিনো যুগপদেকস্য বিজ্ঞানস্য সাকল্যেন গ্রাহ্যগ্রাহকত্বমুপযন্তি, তথা ত্বদাত্মনোঽপি স্যাৎ, তত্রাহ—এতেনেতি। একস্যোভয়ত্বনিরাসেনেত্যর্থঃ। মা ভূৎ প্রত্যক্ষমাগমিকং, পারিভাষিকং বাত্মনঃ সংসারিত্বম্; আনুমানিকং তু ভবিষ্যতি, দুঃখাদি কচিদাশ্রিতং গুণত্বাদ্ রূপাদিবদিত্যাশ্রয়ে সিদ্ধে পরিশেষাদাত্মনস্তদাশ্রয়ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষেতি। ন হি মিথোবিরুদ্ধয়োর্গুণগুণিত্বমনুমেয়ং, দুঃখাদেশ্চ সাভাসবুদ্ধিস্থত্বাৎ পারিশেষ্যাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। সাভাসান্তঃকরণনিষ্ঠং দুঃখাদীত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ কথং সিদ্ধসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্য দুঃখাহমিত্যাদিপ্রত্যক্ষস্য তত্র প্রমাণত্বাদুক্তানুমানস্য সিদ্ধসাধ্যতয়া পরিশেষাসিদ্ধিরিত্যাহ—দুঃখস্যেতি। যত্র রূপাদিমতি দেহে দাহচ্ছেদাদি দৃষ্টং, তত্রৈব তৎকৃতদুঃখাদ্যুপলম্ভান্নাত্মনস্তদ্বত্ত্বমিতি হেত্বন্তরমাহ—রূপাদীতি।

যত্তু আত্মমনঃসংযোগাদাত্মনি বুদ্ধ্যাদয়ো নব বৈশেষিকা গুণা ভবন্তীতি, তদ্দূষয়তি—মনঃসংযোগজত্বেঽপীতি। দুঃখস্যাত্মনি মনঃসংযোগজত্বেঽভ্যুপগতেঽপি মনোবদাত্মনঃ সংযোগিত্বাৎ সাবয়বত্বাদিপ্রসঙ্গাদাত্মত্বমেব ন স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র সংযোগিত্বেন সক্রিয়ত্বং সাধয়তি—ন হীতি। সম্প্রতি সক্রিয়ত্বেন সাবয়বত্বং প্রতিপাদয়তি—ন চেতি। যদ্বা দুঃখাদ্যাত্মনো বিক্রিয়েতি কৈশ্চিদিষ্টত্বাত্তস্য সক্রিয়ত্বমবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। যদ্বা আত্মা ন পরিণামী নিরবয়বত্বান্নভোবদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, আত্মা ন গুণী নিত্যত্বাৎ, সামান্যবৎ, ইত্যাহ—অনিত্যেতি। নিত্যং পশ্যাম ইতি শেষঃ। বাশব্দো নঞনুকর্ষণার্থঃ।

আকাশে ব্যভিচারমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। আকাশস্য নিত্যত্বং চেৎ 'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদিতি সূচয়িতুমাগমবাদিভিরিত্যুক্তম্। পরমাণ্বাদৌ ব্যভিচারমাশঙ্ক্যাহ—ন চান্য ইতি। ন তাবদণবঃ সন্তি ত্র্যণুকেতরসত্ত্বে মানাভাবাৎ; দিশশ্চাকাশেঽন্তর্ভবন্তি, কালস্য "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে" ইত্যাদিশ্রুতেরুৎপত্তিমান্, মনোঽপ্যন্নময়ং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমতো ন কচিদ্ব্যভিচার ইতি ভাবঃ। যস্মিন্ বিক্রিয়মাণে তদেবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে, তদপি নিত্যমিতি ন্যায়েন পরিণামবাদী শঙ্কতে—বিক্রিয়মাণমিতি। তৎপ্রত্যয়স্তদেবেদমিতি প্রত্যয়ঃ। বিক্রিয়াং বদতা দ্রব্যস্যাবয়বান্যথাত্বং বাচ্যং, তদেব তস্যানিত্যত্বমত্যন্তাভাবস্য প্রামাণিকত্বে দুর্ব্বচত্বাদিতি পরিহরতি—ন দ্রব্যস্যেতি।

আত্মনঃ সক্রিয়ত্বং সাবয়বত্বং বাস্তু, তথাপি নানিত্যত্বমিতি স্যাদ্বাদী শঙ্কতে—সাবয়বত্বেঽপীতি। যৎ সাবয়বং তদবয়বসংযোগকৃতং, যথা পটাদি, তথা সতি সংযোগস্য বিভাগাবসানত্বাদবয়ববিভাগে দ্রব্যনাশোঽবশ্যম্ভাবীতি দূষয়তি—ন সাবয়বস্যেতি। যৎ সাবয়বং,

তদবয়বসংযোগপূর্ব্বকমিতি ন ব্যাপ্তিঃ। সাবয়বেষ্বেব বস্ত্রাদিষ্ববয়বসংযোগপূর্ব্বকত্বে প্রমাণাভাবাদিতি শঙ্কতে—বস্ত্রাদিষ্বিতি। বিমতমবয়বসংযোগপূর্ব্বকং সাবয়বত্বাৎ পটবদিত্যনুমানেন পরিহরতি—নানুমেয়ত্বাদিতি। আত্মনো মনঃসংযোগজন্যদুঃখাদিগুণত্বে সাবয়বত্বসক্রিয়ত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গং প্রতিপাদ্য প্রকৃতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১০

পরস্মাৎতঃখিত্বেঽন্যস্য চ দুঃখিনোঽভাবে দুঃখোপশমনায় শাস্ত্রারম্ভানর্থক্যমিতি চেৎ; ন; অবিদ্যাধ্যারোপিতদুঃখিত্বভ্রমাপোহার্থত্বাৎ—আত্মনি প্রকৃতসঙ্খ্যাপূরণভ্রমাপোহবৎ; কল্পিতদুঃখ্যাত্মাভ্যুপগমাচ্চ। ১১

আত্মনোঽনর্থধ্বংসার্থশাস্ত্রারম্ভান্যথানুপপত্ত্যা সংসারিত্বং ধ্রুবং প্রাপ্তমিতি শঙ্কতে—পরস্যেতি। অবিদ্যাবিদ্যমানমাত্মস্থমনর্থভ্রমং নিরাকর্ত্তুং তদারম্ভঃ সম্ভবতীত্যনাপোপপত্ত্যা সমাধত্তে—নাবিদ্যেতি। পরস্যৈবাবিদ্যাকৃতসংসারিত্বভ্রান্তিধ্বংসার্থং শাস্ত্রমিত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—আত্মনীতি। যৎ তু পরস্মাদ্দুঃখিত্বমন্যস্য চ দুঃখিনোঽসত্ত্বং, তত্রাহ—কল্পিতেতি। ন তাবৎ পরস্মাদন্যো দুঃখী 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। স পুনরনাদ্যনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানসম্বন্ধাত্তজ্জন্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভিরৈক্যাধ্যাসমাপন্নঃ সংসরতি। তথা চ কল্পিতাকারদ্বারা দুঃখিনঃ পরস্যাত্মনোঽঙ্গীকারান্নার্থাপত্তেরুত্থানমিত্যর্থঃ। ১১

জলসূর্য্যাদি-প্রতিবিম্ববদাত্মপ্রবেশশ্চ প্রতিবিম্ববদ্ ব্যাকৃতে কার্য্যে উপলভ্যত্বম্। প্রাগুৎপত্তেরনুপলব্ধ আত্মা পশ্চাৎ কার্য্যে চ সৃষ্টে ব্যাকৃতে বুদ্ধেরন্তরুপলভ্যমানঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববৎ জলাদৌ কার্য্যং সৃষ্ট্বা প্রবিষ্ট ইব লক্ষ্যমাণো নির্দ্দিশ্যতে—"স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" "সেয়ং দেবতৈক্ষত—হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যেবমাদিভিঃ। ন তু সর্ব্বগতস্য নিরবয়বস্য দিগ্‌দেশকালান্তরাপক্রমণপ্রাপ্তিলক্ষণঃ প্রবেশঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। ন চ পরাদাত্মনোঽন্যোঽস্তি দ্রষ্টা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" "নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যবোচাম। উপলব্ধ্যর্থত্বাচ্চ সৃষ্টিপ্রবেশস্থিত্যপ্যয়বাক্যানাম্; উপলব্ধেঃ পুরুষার্থত্বশ্রবণাৎ—"আত্মানমেবাবেৎ" "তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

"তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥"

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামাত্মৈকত্বদর্শনার্থপরত্বোপপত্তিঃ। তস্মাৎ কার্য্যস্থস্যোপলভ্যত্বমেব প্রবেশ ইত্যুপচর্য্যতে। ১২

পরস্য প্রবেশে প্রাপ্তাং দোষপরম্পরাং পরাকৃত্য তৎপ্রবেশস্বরূপং নিরূপয়তি—জলেতি। যথা জলে সূর্য্যাদেঃ প্রতিবিম্বলক্ষণঃ প্রবেশো দৃশ্যতে, তথাত্মনোঽপি সৃষ্টে কার্য্যে কাল্পনিকঃ

প্রবেশ ইত্যর্থঃ। অনবচ্ছিন্নাদ্বয়চিন্মাত্রোর্ব্বস্ত্বন্তরেণ সন্নিকর্ষাসম্ভবান্ন প্রতিবিম্বাখ্যপ্রবেশঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য বস্ত্বন্তরকল্পনয়া কল্পিতসন্নিকর্ষাদ্যাদায় প্রতিবিম্বপক্ষং সাধয়তি—আত্মেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—প্রাগুৎপত্তেরিত্যাদিনা।

স্বাভিপ্রেতং প্রবেশং প্রতিপাদ্য পরেষ্টং পরাচষ্টে—ন ত্বিতি। কুতশ্চিদ্দিশো দেশাৎ-কালাচ্চাপক্রমণেন দিগন্তরে দেশান্তরে কালান্তরে চ প্রাপ্তিলক্ষণ ইতি যাবৎ। যৎ তু পরস্মাদন্যস্য প্রবেষ্টৃত্বমিতি, তত্রাহ—ন চেতি। অথেদং প্রবেশাদি বস্তুতো বিদ্যমানমস্তু, কিমিত্যাবিদ্যং কল্প্যতে, তত্রাহ -উপলব্ধীতি। আত্মজ্ঞানার্থত্বেন প্রবেশাদীনাং কল্পিতত্বাত্ত-দ্বাক্যানাং ন স্বার্থে পর্য্যবসানমিত্যর্থঃ। ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি ন্যায়মাশ্রিত্যোক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—উপাসীতেত্যাদিনা। তচ্ছব্দো ভক্তিযোগপরামর্শী। যদি ত্বাত্মজ্ঞানমুচ্যতে। তস্যাগ্রাহ্যং সাধয়তি—প্রাপ্যত ইতি। সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামেকজ্ঞানার্থত্বে হেতুত্বমাহ-- ভেদেতি। কল্পিতং প্রবেশং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১২

আ নখাগ্রেভ্যঃ—নখাগ্রমর্য্যাদমাত্মনশ্চৈতন্যমুপলভ্যতে। তত্র কথমিব প্রবিষ্টঃ, ইত্যাহ—যথা লোকে, ক্ষুরধানে—ক্ষুরো ধীয়তেঽস্মিন্নিতি ক্ষুরধানং, তস্মিন্ নাপিতোপস্করাধানে ক্ষুরোঽন্তঃস্থো যথোপলভ্যতে—অবহিতঃ প্রবেশিতঃ স্যাৎ; যথা বা বিশ্বম্ভরঃ অগ্নিঃ—বিশ্বস্য ভরণাদ্বিশ্বম্ভরঃ, কুলায়ে নীড়েঽগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ, অবহিতঃ স্যাৎ—ইত্যনুবর্ত্ততে; তত্র হি স মথ্যমান উপলভ্যতে। যথা চ ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে একদেশেঽবস্থিতঃ, যথা চাগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিতঃ, এব সামান্যতো বিশেষতশ্চ দেহং সংব্যাপ্যাবস্থিত আত্মা। তত্র হি স প্রাণনাদি ক্রিয়াবান্ দর্শনাদিক্রিয়াবাংশ্চোপলভ্যতে। তস্মাৎ তত্রৈব প্রবিষ্টং তমাত্মানং প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টং ন পশ্যন্তি নোপলভন্তে। ১৩

কা পুনরস্য প্রবেশস্য মর্য্যাদেত্যাশঙ্ক্যাহ—আ নখাগ্রেভ্য ইতি। সম্ভবতি মর্য্যাদান্তরে কিমিতি প্রবেশস্যেয়মেব মর্য্যাদেত্যাশঙ্ক্যাহ—নখাগ্রেতি। দৃষ্টান্তদ্বয়মাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুপাদত্তে— তত্রেতি। প্রবেশাধারো দেহাদিঃ সপ্তম্যর্থঃ। প্রথমোদাহরণপ্রতীকোপাদানম্—যথেতি। তদ্ব্যাচষ্টে—লোক ইতি। তত্র প্রবেশিতস্য ক্ষুরস্য কথং সিদ্ধমত আহ—অন্তঃস্থ উপলভ্যত ইতি। বিশ্বম্ভরশব্দস্যাগ্নিবিষয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—বিশ্বস্যেতি। অস্য, ভূতভর্তৃত্বং মহাভূতত্বাৎ, জাঠরত্বাদ্বা দ্রষ্টব্যম্। কাষ্ঠাদাবগ্নেরবহিতত্বে যুক্তিমাহ—তত্রেতি। দৃষ্টান্তদ্বয়ে বিবক্ষিতমংশ-মনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ--যথেত্যাদিনা। আত্মনো জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্দ্দেহে যথা বৃত্তিঃ, স্বাপে তু সামান্যবৃত্তিরেবেত্যবান্তরবিভাগমাহ—তত্র হীতি। অবস্থাদ্বয়ং সপ্তম্যর্থঃ। ন কেবলং বিশেষ-বৃত্তিরেব তদোপলব্ধা, কিন্তু সামান্যবৃত্তিশ্চেতি চকারার্থঃ। অবস্থান্তরে সৈবেত্যপি তচ্ছব্দার্থঃ। বাক্যান্তরমবতারয়িতুং ভূমিকামাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদুভয়ী বৃত্তিরাত্মনঃ শরীরে দৃশ্যতে, তস্মাত্তত্রৈব জলসূর্য্যবদবিদ্যয়া প্রবিষ্টোঽয়মিতি যোজনা। ব্যাকৃতাৎ জগতঃ সকাশাদাত্মানং পৃথক্কর্ত্তুং তং ন পশ্যন্তীতি বাক্যং, তদ্ব্যাচষ্টে—তমাত্মানমিতি। বিশিষ্টং পশ্যন্তোঽপি কেবল-মাত্মানং ন পশ্যন্তীতি যাবৎ। চাক্ষুষত্বনিষেধস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—নোপলভন্ত ইতি। ১৩

নন্বপ্রাপ্তপ্রতিষেধোঽয়ম্—'তং ন পশ্যন্তি' ইতি, দর্শনস্যাপ্রকৃতত্বাৎ; নৈষ দোষঃ; সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামাত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থপরত্বাৎ প্রকৃতমেব তস্য দর্শনম্। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়" ইতি-মন্ত্রবর্ণাৎ। তত্র প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টস্য দর্শনে হেতুমাহ—অকৃৎস্নঃ অসমস্তঃ, হি যস্মাৎ সঃ প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টঃ। কুতঃ পুনরকৃৎস্নত্বম্? ইতি, উচ্যতে—প্রাণন্নেব প্রাণনক্রিয়ামেব কুর্ব্বন্ প্রাণো নাম প্রাণসমাখ্যঃ প্রাণাভিধানো ভবতি। প্রাণনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদ্ধি প্রাণঃ প্রাণিতীত্যুচ্যতে, নান্যাং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্—যথা লাবকঃ, পাচক ইতি। তস্মাৎ ক্রিয়ান্তরবিশিষ্টস্যানুপসংহারাদকৃৎস্নো হি সঃ। ১৪

উক্তং নিষেধমাক্ষিপতি—নন্বিতি। প্রতিষেধস্য প্রাপ্তিং দর্শয়ন্ পরিহরতি—নেত্যাদিনা। "তন্নামরূপাভ্যা" ম এব" ইত্যাদিবাক্যানাং জ্ঞানার্থত্বে মানমাহ—রূপমিতি।

বিশিষ্টস্য দর্শনেঽপি পূর্ণস্যাদর্শনে হেতুক্তিরনন্তরবাক্যমিত্যাহ—তত্রেতি। প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থে স্থিতে সতীতি যাবৎ। তস্মাত্তদ্দর্শনেঽপি পূর্ণস্যাদর্শনমিতি শেষঃ। বিশিষ্টস্যাপি পূর্ণত্বমাত্মত্বাদন্যথা প্রাণনাদিকর্ত্তৃত্বাযোগাদিতি শঙ্কতে—কুত ইতি। প্রাণনাদিক্রিয়াকর্ত্তা প্রাণাদিভিঃ সংহতত্বাৎ পূর্ণো ন ভবতীত্যুত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। আত্মনি প্রাণশব্দপ্রবৃত্তিমুপপাদয়তি—প্রাণনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদিতি। তৎকর্ত্তৃত্বাদাত্মা প্রাণ উচ্যতে, প্রাণিতীতি ব্যুৎপত্তেরিতি যোজনা। সদৃষ্টান্তমেবকারার্থমাহ—নান্যামিতি। এবকারার্থমনূদ্য ফলিতমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১৪

তথা বদন্ বদনক্রিয়াং কুর্ব্বন্—বক্তীতি বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, চষ্টে ইতি চক্ষুঃ দ্রষ্টা, শৃণ্বন্—শৃণোতীতি শ্রোত্রম্, 'প্রাণন্নেব প্রাণো বদন্ বাক্' ইত্যাভ্যাং ক্রিয়াশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শিতো ভবতি। 'পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্' ইত্যাভ্যাং বিজ্ঞানশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শ্যতে, নামরূপবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞানশক্তেঃ। শ্রোত্র-চক্ষুষী বিজ্ঞানস্য সাধনে, বিজ্ঞানং তু নাম-রূপসাধনম্; নহি নাম-রূপব্যতিরিক্তং বিজ্ঞেয়মস্তি; তয়োশ্চোপলম্ভে করণং চক্ষুঃশ্রোত্রে। ক্রিয়া চ নাম-রূপসাধ্যা প্রাণসমবায়িনী; তস্যাঃ প্রাণাশ্রয়ায়া অভিব্যক্তৌ বাক্ করণম্; তথা পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি; সর্ব্বেষামুপলক্ষণার্থা বাক্। এতদেব হি সর্ব্বং ব্যাকৃতং—"ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম" ইতি হি বক্ষ্যতি। মন্বানো মনঃ—মনুত ইতি; জ্ঞানশক্তিবিকাসানাং সাধারণং করণং মনঃ—মনুতেঽনেনেতি; পুরুষস্তু কর্ত্তা সন্ মন্বানো মন ইত্যুচ্যতে। ১৫

স্বাপাবস্থায়াং সমস্তকরণোপসংহারেঽপি প্রাণস্য ব্যাপারদর্শনাৎপ্রাধান্যাবগমাৎ প্রাণন্নিত্যাদিবাক্যমাদৌ ব্যাখ্যায় ক্রিয়াশক্তিত্বেন প্রাণসাদৃশ্যাদ্বাচো বদন্নিত্যেতৎপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যানি ব্যাচষ্টে—তথেত্যাদিনা। প্রাণনবদনাভ্যামনুক্তকর্মেন্দ্রিয়ব্যাপারমুপলক্ষ্য বাক্যদ্বয়তাৎপর্য্যমাহ—প্রাণন্নেবেতি। প্রাণবাগাদ্যুপাধিদ্বারেণাত্মনীতিশেষঃ। দৃষ্টিশ্রুতিভ্যামনুক্তজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণং

কৃত্বাঽনন্তরবাক্যয়োস্তাৎপর্য্যমাহ—পশ্যন্নিতি। চক্ষুরাদ্যুপাধিদ্বারা আত্মনীতি পূর্ব্ববৎ। উক্তবুদ্ধীন্দ্রিয়ব্যাপারাভ্যামনুক্তং তদ্ব্যাপারমুপলক্ষ্যাত্মনঃ দ্রষ্টৃত্বাদিপরিচ্ছেদো ন সিধ্যতি, সম্বন্ধং বিনোপলক্ষণাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামরূপেত্যাদিনা। প্রকাশ্যপ্রকাশকাতিরিক্তজ্ঞেয়াভাবাত্তদুপলম্ভে চ চক্ষুঃশ্রোত্রয়োরিব ত্বগাদেরপি করণত্বাদেকার্থত্বরূপসম্বন্ধাদুপলক্ষণসম্ভবাদাত্মনঃ দ্রষ্টৃত্বাদিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথাঽপ্যুক্তকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারেণানুক্ততদ্ব্যাপারোপলক্ষণাদাত্মনো ন গন্তৃত্বাদিপরিচ্ছেদঃ সংগচ্ছতে, বিনা সম্বন্ধমুপলক্ষণাসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়া চেত্যাদিনা। সর্ব্বা ক্রিয়া নামরূপব্যঙ্গ্যা প্রাণাশ্রয়া চ। তত্র প্রাণাশ্রয়-নামবিষয়োচ্চারণক্রিয়াব্যঞ্জকত্বং বাচঃ, হস্তাদীনাং তদাশ্রয়াদানাদিব্যঞ্জকতা, তস্মাদেকাশ্রয়ক্রিয়া-ব্যঞ্জকত্বযোগাদুপলক্ষণসম্ভবাদাত্মনো গন্তৃত্বাদিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। শক্তিদ্বয়োক্তবোক্ত্যা সমস্তসংসারস্য প্রতীচ্যধ্যাসোঽত্র বিবক্ষিত ইত্যাহ—এতদেবেতি। উক্তভূতশক্তিদ্বয়মেতচ্ছব্দার্থঃ। উক্তেঽর্থে বাক্যশেষমনুকূলয়তি—ত্রয়মিতি। আত্মা মন্বানঃ সন্ মন ইত্যুচ্যতে, মনুত ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি বাক্যান্তরং ব্যাচষ্টে—মন্বান ইতি। করণে প্রসিদ্ধস্য মনঃশব্দস্য কথমাত্মনি বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যুৎপত্তিভেদমাহ—জ্ঞানশক্তীত্যাদিনা। ১৫

তান্যেতানি প্রাণাদীনি অস্যাত্মনঃ কর্ম্মনামানি—কর্ম্মজানি নামানি কর্ম্মনামান্যেব, ন তু বস্তুমাত্রবিষয়াণি ; অতো ন কৃৎস্নাত্মবস্তুবদ্যোতকানি—এবং হি অসাবাত্মা প্রাণনাদিক্রিয়য়া তত্তৎক্রিয়াজনিত-প্রাণাদিনাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণোঽবদ্যোত্যমানোঽপি। স যোঽতোঽস্মাৎ প্রাণনাদিক্রিয়াসমুদায়াৎ একৈকং—প্রাণং চক্ষুরিতি বা বিশিষ্টম্ অনুপসংহৃতেতরবিশিষ্টক্রিয়াত্মকম্, মনসা 'অয়মাত্মেতি' উপাস্তে চিন্তয়তি, ন স বেদ—ন স জানাতি ব্রহ্ম। কস্মাৎ ? অকৃৎস্নোঽসমস্তো হি যস্মাদেব আত্মা, অস্মাৎ প্রাণনাদিসমুদায়াৎ, অতঃ প্রবিভক্তঃ, একৈকেন বিশেষণেন বিশিষ্টঃ, ইতর-ধর্ম্মান্তরানুপসংহারাদ্ ভবতি। যাবদয়মেবং বেদ—'পশ্যামি' 'শৃণোমি' 'স্পৃশামি' ইতি বা স্বভাবপ্রবৃত্তিবিশিষ্টং বেদ, তাবদঞ্জসা কৃৎস্নমাত্মানং ন বেদ। ১৬

আত্মাদিশব্দেভ্যো বিশেষমাহ—তানীতি। কৃৎস্নাত্মবস্তুবদ্যোতকানি ন ভবন্তীত্যেতদেব স্ফুটয়তি—এবং হীতি। প্রাণাদীনাং কর্ম্মনামত্বে সতীতি যাবৎ। অবদ্যোত্যমানোঽপি ন কৃৎস্নো দৃষ্টঃ স্যাদিতি শেষঃ।

অকৃৎস্নদর্শিনোঽপ্যাত্মদর্শিত্বমাশঙ্ক্যাহ—স য ইতি। আত্মোপাসিতুরাত্মদর্শনাসত্ত্বমযুক্তমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাদ্বিশিষ্টাত্মদর্শী ন ব্রহ্মাত্মদর্শীতি শেষঃ। উপাস্তির্জ্ঞানমুপাস্ত ইতি জানাতি ন স্বভাবাদুপাসনমিত্যুক্তত্বাৎ। তথা চ জানন্ন জানাতীতি ব্যাহতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবদিতি। এবং বেদেত্যেতদেব—বিব্রিয়তে—পশ্যামীত্যাদিনা। ১৬

কথং পুনঃ পশ্যন্ বেদ ? ইত্যাহ—আত্মেত্যেব, আত্মা—ইতি প্রাণাদীনি বিশেষণানি যান্যুক্তানি, তানি যস্য, সঃ—আপ্নুবন্ তানি আত্মেত্যুচ্যতে। স তথা কৃৎস্নবিশেষোপসংহারী সন্ কৃৎস্নো ভবতি। বস্তুমাত্ররূপেণ হি প্রাণাদ্যুপাধি-

বিশেষক্রিয়াজনিতানি বিশেষণানি ব্যাপ্নোতি। তথাচ বক্ষ্যতি "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি। তস্মাদাত্মেত্যেবোপাসীত। এবং কৃৎস্নো হ্যসৌ স্বেন বস্তুরূপেণ গৃহ্যমাণো ভবতি। কস্মাৎ কৃৎস্নঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রাস্মিন্ আত্মনি হি যস্মাৎ নিরুপাধিকে জলসূর্য্যপ্রতিবিম্বভেদা ইবাদিত্যে, প্রাণাদ্যুপাধিকৃতা বিশেষাঃ প্রাণাদিকর্ম্মজ-নামাভিধেয়া যথোক্তা হ্যেতে একমভিন্নতাং ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। ১৭

আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং বিদ্যাসূত্রমবতারয়তি—কথমিতি। তত্র ব্যাখ্যেয়ং পদমাদত্তে—আত্মেতীতি। তস্যাচষ্টে—প্রাণাদীনীতি। তস্মিন্নদৃষ্টে পূর্ব্বোক্তদোষরাহিত্যং দর্শয়তি—স তথেতি। তত্তদ্বিশেষণব্যাপ্তিদ্বারেণেতি যাবৎ। কথং তত্তদ্বিশেষোপসংহারী তেন তেনাত্মনা তিষ্ঠন্ কৃৎস্নঃ স্যাৎ, তত্রাহ—বস্তুমাত্রেতি। স্বতোঽস্য প্রাণনাদিসম্বন্ধে সম্ভবতি কিমিত্যুপাধিসম্বন্ধেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি। আত্মনি সর্ব্বোপসংহারবতি দৃষ্টে পূর্ব্বোক্তদোষাভাবাত্তং পশ্যন্নেবাত্মদর্শীত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যথোক্তাত্মোপাসনে পূর্ব্বোক্তদোষাভাবে প্রাগুক্তমেব হেতুং স্মারয়তি—এবমিতি। তস্যার্থং স্ফোরয়তি—স্বেনেতি। বাঙ্মনসাতীতেনাকার্য্যকারণেন প্রত্যগ্ভূতেনেতি যাবৎ। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাদ্যথোক্তমাত্মানমেবোপাসীতেতি শেষঃ। অস্ত্যেব দ্যোতকো দ্বিতীয়ো হিশব্দঃ। ১৭

"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি নাপূর্ব্ববিধিঃ, পক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম"। "কতম আত্মেতি,—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যেবমাদ্যাত্মপ্রতিপাদনপরাভিঃ শ্রুতিভিরাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমুৎপাদিতম্; তত্রাত্মস্বরূপবিজ্ঞানেনৈব তদ্বিষয়ানাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ কারকাদিক্রিয়াফলাধ্যারোপণাত্মিকা অবিদ্যা নিবর্ত্তিতা; তস্যাং নিবর্ত্তিতায়াং কামাদিদোষানুপপত্তেরনাত্মচিন্তানুপপত্তিঃ; পারিশেষ্যাদাত্মচিন্তৈব। তস্মাৎ তদুপাসনমস্মিন্ পক্ষে ন বিধাতব্যম্, প্রাপ্তত্বাৎ। ১৮

বিদ্যাসূত্রং বিধিস্পর্শং বিনা বিবক্ষিতেঽর্থে ব্যাখ্যায়াপূর্ব্ববিধিরয়মিতি পক্ষং প্রত্যাহ—আত্মেত্যেবেতি। অত্যন্তাপ্রাপ্তার্থো হ্যপূর্ব্ববিধির্যথা স্বর্গকামোঽগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি, নায়ং তথা, পক্ষে প্রাপ্তত্বাদাত্মোপাসনস্য, তস্য তৎপ্রাপ্তিশ্চ পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া বিচারাবসানে স্ফুটীভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইদানীমাত্মজ্ঞানস্যাবিধেয়ত্বখ্যাপনার্থং বস্তুস্বভাবালোচনয়া নিত্যপ্রাপ্তিমাহ—যৎ সাক্ষাদিতি; উৎপাদ্যতামুক্তশ্রুতিভিরাত্মবিজ্ঞানং, কিং তাবতেত্যত আহ—তত্রেতি। কারকাদীত্যাদিপদং তদবান্তরভেদবিষয়ম্। নষ্টবিদ্যায়ামপনীতায়ামপি রাগদ্বেষাদিসদ্ভাবাদ্বৈধী প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, ন হি বিদ্বদবিদুষোর্ব্যবহারে কশ্চিদ্বিশেষঃ, পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি ন্যায়াদত আহ—তস্মাদিতি। বাধিতানুবৃত্তিমাত্রান্ন বৈধী প্রবৃত্তিরবাধিতাভিমানমন্তরেণ তদযোগাদিতি ভাবঃ। বিদুষঃ সুষুপ্ততুল্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—পারিশেষ্যাদিতি। শ্রৌতজ্ঞানাৎপূর্ব্বমপি সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং জন্মনৈবাত্মচৈতন্যব্যাপ্যকত্বাৎ প্রাপ্তমাত্মজ্ঞানং, শ্রৌতে তু জ্ঞানে নাস্ত্যনাত্মেতি

স্ফুরণমাত্রজ্ঞানমেবেতি নিত্যপ্রাপ্তিমভিপ্রেত্যাহ—তস্মাদিতি। অস্মিন্ পক্ষইতি নিত্যপ্রাপ্তত্ব-পক্ষোক্তিঃ। ১৮

তিষ্ঠতু তাবৎ—পাক্ষিক্যাত্মোপাসনপ্রাপ্তির্নিত্যা বেতি; অপূর্ব্ববিধিঃ স্যাৎ, জ্ঞানোপাসনয়োরেকত্বে সত্যপ্রাপ্তত্বাৎ; "ন স বেদ" ইতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাঽবগম্যতে। "অনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ" "আত্মানমেবাবেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ বিজ্ঞানমুপাসনম্। তস্য চাপ্রাপ্তত্বাদ্বিধাইত্বম্। ন চ স্বরূপান্বাখ্যানে পুরুষ-প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে; তস্মাদপূর্ব্ববিধিরেবায়ম্। কর্ম্মবিধিসামান্যাচ্চ—যথা "যজেত, জুহুয়াৎ" ইত্যাদয়ঃ কর্ম্মবিধয়ঃ, ন তৈরস্য আত্মেত্যেবোপাসীত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদ্যাত্মোপাসনবিধের্ব্বিশেষোঽবগম্যতে। ১৯

অপূর্ব্ববিধিবাদী শঙ্কতে—তিষ্ঠতু তাবদিতি। সর্ব্বেষাং স্বভাবতো বিষয়প্রবণানীন্দ্রিয়াণি নাত্মজ্ঞানবার্ত্তামপি মৃষ্যন্তে; তদত্যন্তাপ্রাপ্তত্বাদাত্মজ্ঞানে ভবত্যপূর্ব্ববিধিরিতি ভাবঃ। বিশিষ্টস্যাধিকারিণঃ শাব্দজ্ঞানং শব্দাদেব সিদ্ধমিতি কথমপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—জ্ঞানেতি। ন খল্বত্র শাব্দজ্ঞানং বিবক্ষিতং, কিন্তু উপাসনম্, উপাসনং নাম মানসং কর্ম্ম, তদেব জ্ঞানাবৃত্তিরূপত্বাজ্ জ্ঞানমিত্যেকত্বে সত্যপ্রাপ্তত্বাদ্বিধেয়মিত্যর্থঃ। তয়োরেকত্বং বিবৃণোতি—নেত্যাদিনা। অনেন হীত্যাদৌ বেদশব্দস্যার্থান্তরবিষয়ত্ববৎ 'ন স বেদ' ইত্যত্রাপি কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেনেতি। উক্তশ্রুতিভ্যো যদ্বিজ্ঞানং শ্রুতং, তদুপাসনমেবেতি যোজনা। 'স যোঽত একৈকমুপাস্তে' ইত্যুপক্রমাৎ 'আত্মেত্যেবোপাসীত' ইত্যুপসংহারাচ্চ 'ন স বেদ' ইত্যত্র তাবদ্বেদ-শব্দস্যোপাসনার্থত্বমেষ্টব্যম্, অন্যথোপক্রমোপসংহারাৎ। তথা চান্বৈশসাসম্ভবাদুপাসনমেব সর্ব্বত্র বেদনং, তচ্চ সর্ব্বথৈবাপ্রাপ্তমিতি তস্মিন্নপূর্ব্ববিধিঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

ইতশ্চ তস্মিন্নেষ্টব্যো বিধিরিত্যাহ—ন চেতি। অতঃ প্রবর্ত্তকো বিধিরূপেয় ইতি শেষঃ। স চাত্যন্তাপ্রাপ্তবিষয়ত্বান্নিয়মাদিরূপো ন ভবতীত্যাহ—তস্মাদিতি। আত্মোপাস্তিবিধেয়েত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মবিধীতি। কর্ম্মাত্মজ্ঞানবিধ্যোঃ শব্দানুসারেণাবিশেষমভিদধাতি—যথেত্যা-দিনা। ১৯

মানসক্রিয়াত্বাচ্চ বিজ্ঞানস্য,—যথা "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ, তাং মনসা ধ্যায়েদ্ বষট্‌করিষ্যন্" ইত্যাদ্যা মানসী ক্রিয়া বিধীয়তে, তথা "আত্মে-ত্যেবোপাসীত" "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদ্যা ক্রিয়ৈব বিধীয়তে জ্ঞানা-ত্মিকা। তথাবোচাম—বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থত্বমিতি। ভাবনাংশত্রয়ো-পপত্তেশ্চ,—যথা হি 'যজেত' ইত্যস্যাং ভাবনায়াং, কিম্? কেন? কথম্? ইতি ভাব্যাদ্যাকাঙ্ক্ষাপনয়কারণমংশত্রয়মবগম্যতে, তথা "উপাসীত" ইত্য-স্যামপি ভাবনায়াং বিধীয়মানায়াম্, কিমুপাসীত? কেনোপাসীত? কথ-

মুপাসীত? ইত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াম্ 'আত্মানমুপাসীত, মনসা, ত্যাগব্রহ্মচর্য্যশমদমোপরম-তিতিক্ষাদীতিকর্ত্তব্যতাসংযুক্তঃ' ইত্যাদিশাস্ত্রেণৈব সমর্থ্যতে অংশত্রয়ম্। ২০

সংপ্রত্যর্থতোঽপ্যবিশেষমাহ—মানসেতি। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। যদি ক্রিয়া বিধীয়তে, কথং জ্ঞানাত্মিকেতি বিশেষ্যতে, তত্রাহ—তথেতি।

ইতশ্চাত্মোপাসনে বিধিরস্তীত্যাহ—ভাবনেতি। বেদান্তেষু ভাবনাপেক্ষিতাংশত্রয়োপপত্তিং বিশদয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। ভাবনায়াং বিধীয়মানত্বে সতীতি শেষঃ। প্রেরণাধর্ম্মকঃ শব্দব্যাপারঃ স্বজ্ঞানকরণকঃ স্তুত্যাদিজ্ঞানেতিকর্ত্তব্যতাকঃ পুরুষপ্রযত্নভাব্যনিষ্ঠঃ শব্দভাবনোচ্যতে। স্বর্গং যাগেন প্রযাজাদিভিরুপকৃত্য সাধয়েদিতি পুরুষপ্রবৃত্তিরর্থভাবনেতি বিভাগঃ। দৃষ্টান্তস্থমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথেত্যাদিনা। ত্যাগো নিষিদ্ধকাম্যবর্জ্জনম্। উপরমো নিত্যনৈমিত্তিকত্যাগঃ। তিতিক্ষাদীত্যাদিপদং সমাধানাদিসংগ্রহার্থমিত্যংশত্রয়মিতি সম্বন্ধঃ। শাস্ত্রং "শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদি। উক্তপ্রকারমংশত্রয়মন্যদপি স্থলভমিতি বক্তুমাদিপদম্। ২০

যথা চ কৃৎস্নস্য দর্শপূর্ণমাসাদিপ্রকরণস্য দর্শপূর্ণমাসাদিবিধ্যুদ্দেশত্বেনোপযোগঃ, এবমৌপনিষদাত্মোপাসনপ্রকরণস্য আত্মোপাসনবিধ্যুদ্দেশত্বেনৈবোপযোগঃ; "নেতি নেতি" "অস্থূলম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "অশনায়াদ্যতীতঃ" ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্ উপাস্যাত্মস্বরূপবিশেষসমর্পণেনোপযোগঃ। ফলঞ্চ—মোক্ষোঽবিদ্যানিবৃত্তির্ব্বা। ২১

বিধিযুক্তানাং বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বেঽপি তদ্ধীনানাং তেষাং বস্তুপরতেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা চেতি। বিধ্যুদ্দেশত্বেন তচ্ছেষত্বেনেতি যাবৎ। অস্থূলাদিবাক্যানামারোপিতদ্বৈতনিষেধেনাদ্বয়ং বস্তু সমর্পয়তাং কথমুপাস্তিবিধিশেষত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেত্যাদিনা। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদীনাং ফলার্পকত্বেনোপাস্তিবিধ্যুপযোগমভিপ্রেত্যাহ—ফলং চেতি। মোক্ষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। ২১

অপরে বর্ণয়ন্তি—উপাসনেনাত্মবিষয়ং বিশিষ্টং বিজ্ঞানান্তরং ভাবয়েৎ; তেনাত্মা জ্ঞায়তে, অবিদ্যানিবর্ত্তকঞ্চ তদেব, নাত্মবিষয়ং বেদবাক্যজনিতং বিজ্ঞানমিতি। এতস্মিন্নর্থে বচনান্যপি—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যাদীনি। ২২

আত্মোপাসনং বিধেয়মিতি পক্ষমুক্ত্বা পক্ষান্তরমাহ—অপর ইতি। তস্যানুপযোগমাশঙ্ক্যাহ—তেনেতি। শাব্দস্য জ্ঞানস্যাসংসৃষ্টাপরোক্ষাত্মবিষয়ত্বাভাবমিতি-শব্দেন হেতূকরোতি। জ্ঞানান্তরং বেদান্তেষু বিধেয়মিত্যত্র মানমাহ—এতস্মিন্নিতি। ২২

ন, অর্থান্তরাভাবাৎ। ন চ "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যপূর্ব্ববিধিঃ। কস্মাৎ? আত্মস্বরূপকথনানাত্মপ্রতিষেধবাক্যজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণার্থান্তরস্য

কর্ত্তব্যস্য মানসস্য বাহ্যস্য বা অভাবাৎ। তত্র হি বিধেঃ সাফল্যম্, যত্র বিধিবাক্যশ্রবণমাত্রজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ পুরুষপ্রবৃত্তির্গম্যতে—যথা, "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবমাদৌ। ন হি দর্শপূর্ণমাসবিধিবাক্য-জনিতবিজ্ঞানমেব দর্শপূর্ণমাসানুষ্ঠানম্। তচ্চাধিকারাদ্যপেক্ষানুভাবি; ন তু "নেতি নেতি" ইত্যাদ্যাত্মপ্রতিপাদক-বাক্যজনিতবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ দর্শপূর্ণ-মাসাদিবৎ পুরুষব্যাপারঃ সম্ভবতি। সর্ব্বব্যাপারোপশমহেতুত্বাৎ তদ্বাক্য-জনিতবিজ্ঞানস্য। ন হি উদাসীনবিজ্ঞানং প্রবৃত্তিজনকম্; অব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞান-নিবর্ত্তকত্বাচ্চ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্। ন চ তন্নিবৃত্তৌ প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। ২৩

পক্ষদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমপক্ষং প্রত্যাহ—নার্থান্তরাভাবাদিতি। তত্র নঞর্থমেব স্বয়ং ব্যাচষ্টে—ন চেতি। শাব্দজ্ঞানবতো বিষয়াভাবান্ন বিধিঃ সম্ভবতি, অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ স্বয়ং ফলাবস্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ। হেতুভাগং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কুত্যাদিত্যাদিনা। আত্মোপদেশে-নানাত্মনিষেধদ্বারা বাক্যোত্থজ্ঞানাতিরেকেণেতি যাবৎ। কর্ত্তব্যান্তরাভাবেঽপি বাক্যজন্ত-বিজ্ঞানমেব বিধেয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্র হীতি।

দৃষ্টান্তেঽপি বাক্যোত্থজ্ঞানাতিরেকেণ পুরুষপ্রবৃত্তিরসিদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তদনুষ্ঠানং তর্হি—বাক্যার্থজ্ঞানাধীনমিতি ব্যর্থো বিধিস্তত্রাহ—তচ্চেতি। অধিকারো বিধিপুরুষসম্বন্ধস্তৎ-কৃতজ্ঞানাপেক্ষমনুষ্ঠানমিত্যর্থবান্বিধিরিত্যর্থঃ। তর্হি প্রকৃতেঽপি বাক্যোত্থজ্ঞানব্যতিরেকেণ পুরুষব্যাপারসম্ভবাদ্বিধিসাফল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নত্বিতি। অথ বিমতং প্রবর্ত্তকং বৈদিকজ্ঞানত্বা-দ্বিধিবাক্যোত্থজ্ঞানবদিত্যাশঙ্ক্য প্রবর্ত্তকবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ—ন হীতি। মিথ্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব-মুপাধ্যন্তরমাহ—অব্রহ্মেতি। বাক্যোত্থজ্ঞানস্য তন্নিবর্ত্তকত্বেঽপি প্রবর্ত্তকত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ২৩

বাক্যজনিতবিজ্ঞানমাত্রাৎ ন ব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি চেৎ; ন; "তত্ত্ব-মসি" "নেতি নেতি" "আত্মৈবেদম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈবেদমমৃতম্", "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইত্যাদিবাক্যানাং তদ্বাদিত্বাৎ। দ্রষ্টব্যবিধের্বিষয়সমর্পকাণ্যেতানীতি চেৎ; ন; অর্থান্তরাভাবাৎ, ইত্যুক্তোত্তর-ত্বাৎ—আত্মবস্তুস্বরূপসমর্পকৈরেব বাক্যৈঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিভিঃ শ্রবণকাল এব তদ্দর্শনস্য কৃতত্বাদ্ দ্রষ্টব্যবিধের্নানুমানান্তরং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। ২৪

দ্বিতীয়োপাধেঃ সাধনব্যাপ্তিং শঙ্কতে—বাক্যেতি। ব্রহ্মাত্মৈক্যধীপর-বাক্যোত্থবিজ্ঞানস্যা-জ্ঞানতৎকার্য্যধ্বংসিত্বপ্রৌব্যান্ন সাধনব্যাপ্তিরিত্যাহ—নেত্যাদিনা। তদ্বাদিত্বাদ্ বস্তুপরত্বাদিতি যাবৎ। উক্তানাং বাক্যানাং বিধ্যপেক্ষিতার্থসমর্পকত্বেন তচ্ছেষত্বং শঙ্কিতমনুভাষতে—দ্রষ্টব্যেতি। সিদ্ধান্তোপক্রমেণ সমাহিতমেতদিত্যাহ—নেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—আত্মেতি। ২৪

আত্মস্বরূপান্বাখ্যানমাত্রেণাত্মবিজ্ঞানে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে, ইতি চেৎ;

ন ; আত্মবাদিবাক্যশ্রবণেনাত্মবিজ্ঞানস্য জনিতত্বাৎ—কিং ভোঃ কৃতস্য করণম্। তচ্ছ্রবণেঽপি ন প্রবর্ত্তেত ইতি চেৎ ; ন ; অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ,—যথা আত্মবাদিবাক্যার্থ-শ্রবণে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে, তথা বিধিবাক্যার্থশ্রবণেঽপি বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্তিষ্যতে, ইতি বিধ্যন্তরাপেক্ষা ; তথা তদর্থশ্রবণেঽপীত্যনবস্থা প্রসজ্যেত। ২৫

পরোক্তমুত্থাবয়তি—আত্মস্বরূপেতি। কুত্র তর্হি বিধিঃ?—আত্মজ্ঞানে বা বাক্যশ্রবণে বা তদর্থজ্ঞানস্মৃতিসন্তানে বা চিত্তবৃত্তিনিরোধে বা? নাদ্য ইত্যাহ—নাত্মবাদীতি। দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—তচ্ছ্রবণেঽপীতি। অনিষ্টার্থবাদিবাক্যস্যাসত্যাদিলক্ষণস্য বিধিং বিনা শ্রবণাৎ তত্ত্বমাদেরপি তস্মাদৃতে শ্রবণমবিরুদ্ধমিত্যভিসন্ধায় দোষান্তরমাহ—নেত্যাদিনা। তত্ত্বমাদি-শ্রবণপ্রয়োজকো বিধিরাত্মনোঽপি প্রযুঙ্ক্তে শ্রবণমিতি চেৎ, নৈবং, স খল্বধ্যয়নবিধিরন্যো বা? আদ্যে তদপেক্ষয়া শ্রুতস্য তত্ত্বমস্যাদেঃ স্বার্থবোধিত্বং কর্ম্মবাক্যবদিতি স্বার্থনিষ্ঠত্বাবিশেষো, দ্বিতীয়ে তস্যাপ্রমাণত্বাত্তদীয়স্বপরনির্ব্বাহকত্বং দূরোৎসারিতমিত্যভিপ্রেত্যানবস্থাং বিবৃণোতি—যথেত্যাদিনা। ২৫

বাক্যজনিতাত্মজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেঃ শ্রবণবিজ্ঞানমাত্রাদর্থান্তরত্বমিতি চেৎ ; ন ; অর্থপ্রাপ্তত্বাৎ—যদৈবাত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাদাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়দেবোৎপদ্যতে। আত্মবিষয়মিথ্যা-জ্ঞাননিবৃত্তৌ চ তৎপ্রভবাঃ স্মৃতয়ো ন ভবন্তি স্বাভাবিক্যোঽনাত্মবস্তুভেদবিষয়াঃ। অনর্থত্বাবগতেশ্চ,—আত্মাবগতৌ হি সত্যামন্যদ্বস্ত্বনর্থত্বেনাবগম্যতে, অনিত্যদুঃখা-শুদ্ধ্যাদিবহুদোষবত্ত্বাৎ, আত্মবস্তুনশ্চ তদ্বিলক্ষণত্বাৎ। তস্মাদনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতীনামা-ত্মাবগতেরভাবপ্রাপ্তিঃ ; পারিশেষ্যাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেরর্থত এব ভাবাৎ ন বিধেয়ত্বম্। শোকমোহভয়ায়াসাদিদুঃখদোষনিবর্ত্তকত্বাচ্চ তৎস্মৃতেঃ—বিপরীত-জ্ঞানপ্রভবো হি শোকমোহাদিদোষঃ ; তথা চ "তত্র কো মোহঃ" "বিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চন" "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। ২৬

তৃতীয়মাশঙ্কতে—বাক্যজনিতেতি। ততঃ সা বিধেয়েতি শেষঃ। তস্যা বিধেয়ত্বং দূষয়তি—নেতি। অর্থপ্রাপ্তিং বিবৃণোতি—যদৈবেতি। অনাত্মস্মৃতিহেত্বজ্ঞানবিত্তৌ তৎকার্য্যস্মৃত্যনুপপত্তেঃ স্বভাববলপ্রাপ্তৈবাত্মস্মৃতিরিত্যুক্তমিদানীমনাত্মস্মৃতেরনর্থত্বস্যান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বাচ্চাত্মস্মৃতিঃ স্বভাব-প্রাপ্তেত্যাহ—অনর্থত্বেতি। অনাত্মনোঽনর্থত্বনিশ্চয়াচ্চ তদীয়স্মৃত্যনুপপত্তাবিতরস্মৃতিরর্থ-প্রাপ্তেত্যাহ—আত্মাবগতাবিতি। আত্মনশ্চ পর মেষ্টত্বাবগমাদর্থপ্রাপ্তা তদীয়স্মৃতিরিত্যাহ—আত্মবস্তুনশ্চেতি।

অর্থপ্রাপ্ত্যা বিধেয়ত্বাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অনাত্মস্মৃতিহেত্বজ্ঞানাভাবাদি-স্তচ্ছব্দার্থঃ। অর্থতশ্চিদেকরসাত্মস্বভাববলাদিতি যাবৎ। দৃষ্টফলত্বাচ্চাত্মস্মৃতির্ন বিধেয়েত্যাহ—শোকেতি। মিথ্যাজ্ঞানমেব সা নিবর্ত্তয়তি, ন শোকাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপরীতেতি। আত্মস্মৃতেঃ শোকাদিনিবর্ত্তকত্বে মানমাহ—তথা চেতি। ২৬

নিরোধস্তর্হি অর্থান্তরমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য বেদবাক্যজনিতাত্মবিজ্ঞানাদর্থান্তরত্বাৎ তন্ত্রান্তরেষু চ কর্ত্তব্যতয়াবগতত্বাদ্বিধেয়ত্বমিতি চেৎ ; ন ; মোক্ষসাধনত্বেনানবগমাৎ । ন হি বেদান্তেষু ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাদন্যৎ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেনাবগম্যতে—"আত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" । "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ।" "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি ।" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "তস্য তাবদেব চিরম্" "অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ । অনন্যসাধনত্বাচ্চ নিরোধস্য,—ন হ্যাত্মবিজ্ঞান-তৎস্মৃতিসন্তানব্যতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য সাধনমস্তি । অভ্যুপগম্যেদমুক্তম্ ; ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণান্যন্মোক্ষসাধনমবগম্যতে । ২৭

চতুর্থমুত্থাপয়তি—নিরোধস্তর্হীতি । যদি বাক্যোত্থজ্ঞানাদেরবিধেয়ত্বং, তর্হি চিত্তবৃত্তিনিরোধো মুক্তিসাধনত্বেন বিধীয়তাং, তস্যোক্তজ্ঞানাদেরর্থান্তরত্বাদিত্যর্থঃ । চোদ্যমেব বিবৃণোতি—অথাপীতি । অর্থান্তরত্বাত্তস্য বিধেয়তেতি শেষঃ । তস্য মুক্তিহেতুত্বেন বিধেয়ত্বে যোগশাস্ত্রং সংবাদয়তি—তন্ত্রান্তরেম্বিতি । "অথ যোগানুশাসনম্" ইতি নিঃশ্রেয়সহেতুঃ সমাধিঃ সূত্রিতস্তস্য চ লক্ষণমুক্তং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি । তন্নিরোধাবস্থায়াং চাত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠত্বং কৈবল্যমাখ্যাতং "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" ইতি, এবং যোগশাস্ত্রে মুক্তিহেতুত্বেনেষ্টো নিরোধবিধিরিত্যর্থঃ । যোগশাস্ত্রাদপি বলবতীং শ্রুতিমাশ্রিত্যোত্তরমাহ—নেত্যাদিনা ।

চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য মুক্তিহেতুত্বেঽপি ন বিধেয়ত্বং, বিধিং বিনা তৎসিদ্ধেরিত্যাহ—অনন্যেতি । ন তাবদ্যথাকথঞ্চিন্নিরোধো বিধেয়ঃ, সর্ব্বস্যাপি তৎসম্ভবাদ্বিধিবৈয়র্থ্যাৎ, নাপি সর্ব্বাত্মনা তন্নিরোধো বিধেয়ো, জ্ঞানাদেব তৎসিদ্ধেৰ্বিধানর্থক্যাদিত্যর্থঃ । "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" ইত্যাদিশাস্ত্রমনুসরন্নুপেত্যবাদং ত্যজতি—অভ্যুপগম্যেতি । নিরোধস্য মুক্তিহেতুত্বমিদমা পরামৃষ্টম্ । যোগশাস্ত্রমপি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে ন প্রমাণম্, "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ । ২৭

আকাঙ্ক্ষাভাবাচ্চ ভাবনাভাবঃ । যদুক্তং "যজেত" ইত্যেবমাদৌ, কিং ? কেন ? কথম্ ? ইতি ভাবনাকাঙ্ক্ষায়াং ফলসাধনেতিকর্ত্তব্যতাভিরাকাঙ্ক্ষাপনয়নং যথা, তদ্বদিহাপ্যাত্মবিজ্ঞানবিধাবপ্যুপপদ্যত ইতি । তদসৎ ; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" "নেতি নেতি" "অনন্তরমবাহ্যম্" অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যার্থবিজ্ঞানসমকালমেব সর্ব্বাকাঙ্ক্ষাবিনিবৃত্তেঃ । ন চ বাক্যার্থবিজ্ঞানে বিধিপ্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে । বিধ্যন্তরপ্রযুক্তৌ চানবস্থাদোষমবোচাম । ন চ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যেষু বিধিরবগম্যতে, আত্মস্বরূপান্বাখ্যানেনৈবাবসিতত্বাৎ । ২৮

বেদান্তেষু বিধেয়াভাবোক্ত্যা বিধির্নিরস্তঃ, সম্প্রত্যংশত্রয়বতী ভাবনা তেষ্বস্তীত্যেতদ্ দূষয়তি—

যাকাঙ্ক্ষেতি। তদেব স্ফুটয়িতুমুক্তমনুবদতি—যদুক্তমিতি। আগমাবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে—চেদসদিতি। বিধিমন্তরেণ বাক্যার্থজ্ঞানে প্রবৃত্ত্যযোগাদ্বৈধমেব জ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। যথা কর্ম্মকাণ্ডে স্বাধ্যায়বিধেরর্থাববোধপর্য্যন্তত্বেন জ্যোতিষ্টোমাদিবিধ্যর্থজ্ঞানে বিধ্যন্তরং নাপেক্ষ্যতে, তথা জ্ঞানকাণ্ডেঽপি স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ" ইতি বিধ্যন্তরপ্রযুক্তমেব বাক্যার্থজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিধ্যন্তরেতি। শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাচ্চ ন বিধিশেষত্বং বেদান্তানামিত্যাহ—ন চেতি। ২৮

বস্তুস্বরূপান্বাখ্যানমাত্রত্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ, যথা "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ, তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্" ইত্যেবমাদৌ বস্তুস্বরূপান্বাখ্যানমাত্রত্বাদপ্রামাণ্যম্, এবমাত্মার্থবাক্যানামপীতি চেৎ; ন; বিশেষাৎ। ন বাক্যস্য বস্ত্বন্বাখ্যানং ক্রিয়ান্বাখ্যানং বা প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যকারণম্; কিন্তর্হি? নিশ্চিতফলবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বম্। তদ্যত্রাস্তি, তৎ প্রমাণং বাক্যম্, যত্র নাস্তি, তদপ্রমাণম্। ২৯

বেদান্তাঃ স্বার্থে ন মানং, সিদ্ধার্থবাক্যত্বাৎ, "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদিবৎ ইত্যনুমানাত্তেষাং বিধিশেষত্বং প্রামাণ্যার্থমেষ্টব্যমিতি শঙ্কতে—বস্তুস্বরূপেতি। তদেবানুমানং প্রপঞ্চয়তি—অথাপীতি। বিধেরশ্রুতত্বেঽপীতি যাবৎ। ফলবন্নিশ্চিতজ্ঞানাজনকত্বমুপাধিরিতি মত্বানঃ সমাধত্তে—ন বিশেষাদিতি। নঞর্থং স্পষ্টয়তি—ন বাক্যস্যেতি। বিশেষং ব্যাচষ্টে—কিং তর্হীতি। তস্য প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দর্শয়তি—তদযত্রেতি। ২৯

কিঞ্চ, ভোঃ পৃচ্ছামস্ত্বাম্—আত্মস্বরূপান্বাখ্যানপরেষু বাক্যেষু ফলবন্নিশ্চিতং চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বা? উৎপদ্যতে চেৎ, কথমপ্রামাণ্যমিতি। কিংবা ন পশ্যসি অবিদ্যাশোকমোহভয়াদিসংসারবীজদোষনিবৃত্তিং বিজ্ঞানফলম্? ন শৃণোষি বা কিং—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" "মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ, সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পরং পারং তারয়তু" ইত্যেবমাদ্যুপনিষদ্বাক্যশতানি, এবং বিদ্যতে কিং "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদিষু নিশ্চিতং ফলবচ্চ বিজ্ঞানম্? ন চেদ্বিদ্যতে, অস্ত্বপ্রামাণ্যম্; তদপ্রামাণ্যে ফলবন্নিশ্চিতবিজ্ঞানোৎপাদকস্য কিমিত্যপ্রামাণ্যং স্যাৎ? তদপ্রামাণ্যে চ দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যেষু কো বিশ্রম্ভঃ। ৩০

সামান্যন্যায়ং প্রকৃতে যোজয়ন্ পৃচ্ছতি—কিঞ্চেতি। কিং তেষু তাদৃগ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বেতি প্রশ্নার্থঃ। দ্বিতীয়েঽনুভববিরোধঃ স্যাদিতি মত্বা পক্ষান্তরমনূদ্য প্রত্যাহ—উৎপদ্যতে চেদিতি। প্রামাণ্যে হেতুসদ্ভাবান্নাপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। নিশ্চিতজ্ঞানজনকত্বেঽপি ফলবত্ত্ববিশেষণমসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং বেতি। বিদ্বদনুভবফলশ্রুতিসিদ্ধং বিশেষণমিতি ভাবঃ। দৃষ্টান্তং বিঘটয়িতুং প্রশ্নান্তরং প্রস্তৌতি—এবমিতি। বেদান্তেষ্বিবেতি যাবৎ। কিংবা নেতি শেষঃ। আদ্যে সাধ্যবৈকল্যং মত্বা দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন চেদিতি। তর্হি তদ্দৃষ্টান্তেন তত্ত্বমস্যাদেরপি স্যাদপ্রামাণ্য-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদপ্রামাণ্য ইতি। বিমতং স্বার্থে মানং, যথোক্তজ্ঞানজনকত্বাৎ, দর্শাদিবাক্যবদিতি ভাবঃ। বিপক্ষে দোষমাহ—তদপ্রামাণ্যে চেতি। ৩০

ননু দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যানাং পুরুষপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ প্রামাণ্যম্, আত্মবিজ্ঞানবাক্যেষু তন্নাস্তীতি। সত্যমেবম্; নৈষ দোষঃ, প্রামাণ্যকারণোপপত্তেঃ। প্রামাণ্যকারণঞ্চ যথোক্তমেব, নান্যৎ। অলঙ্কারশ্চায়ং, যৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজ-নিরোধফলবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বমাত্মপ্রতিপাদকবাক্যানাম্, নাপ্রামাণ্যকারণম্। ৩১

প্রবর্ত্তকজ্ঞানজনকত্বমুপাধিরিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। সাধনব্যাপ্তিং ব্রূতে—আম্বেতি। প্রবর্ত্তকজ্ঞানজনকত্বং ধর্ম্মিণি নাস্তীত্যঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। তর্হি যথোক্তোপাধিসদ্ভাবাদনুমানানুত্থানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈষ দোষ ইতি। ন হি প্রবর্ত্তকধীজনকত্বং প্রামাণ্যে কারণং, নিষেধবাক্যেষ্বপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। ন চ নিবর্ত্তকধীজনকত্বমপি তথা, বিধাবপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। নোভয়ং, প্রত্যেকমুভয়কারণত্বাভাবেনাপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ। বেদান্তেষু প্রবর্ত্তকধীজনকত্বাভাবো ন কেবলমদোষঃ, কিন্তু গুণ ইত্যাহ—অলঙ্কারশ্চেতি। "আত্মানং চেৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ "এতদ্বুদ্ধা" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চাত্মজ্ঞানং কৃতকৃত্যতানিদানম্। ন চ জ্ঞানস্য প্রবর্ত্তকত্বে তদ্যুক্তং, প্রবৃত্তীনাং ক্লেশাক্ষেপকত্বাৎ; অতোযথোক্তজ্ঞানজনকত্বং বাক্যানাং ভূষণমেবেত্যর্থঃ। ৩১

যত্তূক্তম্—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদিবচনানাং বাক্যার্থবিজ্ঞানব্যতিরেকেণোপাসানার্থত্বমিতি; সত্যমেতৎ; কিন্তু নাপূর্ব্ববিধার্থতা; পক্ষে প্রাপ্তস্য নিয়মার্থতৈব। কথং পুনরুপাসনস্য পক্ষপ্রাপ্তিঃ?—যাবতা পারিশেষ্যাদাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততির্নিত্যৈবেত্যভিহিতম্? বাঢ়ম্—যদ্যপ্যেবম্, শরীরারম্ভকস্য কর্ম্মণো নিয়তফলত্বাৎ, সম্যগ্জ্ঞানপ্রাপ্তাবপি অবশ্যম্ভাবিনী প্রবৃত্তির্ব্বাঙ্মনঃকায়ানাম্, লব্ধবৃত্তেঃ কর্ম্মণো বলীয়স্ত্বাৎ—মুক্তেষ্বাদিপ্রবৃত্তিবৎ; তেন পক্ষে প্রাপ্তং জ্ঞানপ্রবৃত্তিদৌর্ব্বল্যম্। তস্মাৎ ত্যাগবৈরাগ্যাদিসাধনবলাবলম্বেনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততির্নিয়ন্তব্যা ভবতি; ন ত্বপূর্ব্বা কর্ত্তব্যা, প্রাপ্তত্বাদিত্যবোচাম। তস্মাৎ প্রাপ্তবিজ্ঞানস্মৃতিসন্তাননিয়মবিধ্যর্থানি "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদিবাক্যানি, অন্যার্থাসম্ভবাৎ। ৩২

শব্দোত্থং জ্ঞানং বিধেয়মিতি প্রতিক্ষিপ্য পূর্ব্বোক্তপক্ষান্তরমনুবদতি—যত্তূক্তমিতি। উপাসনার্থত্বমিত্যাত্মোপাসনেন তৎসাক্ষাৎকারং ভাবয়েদিত্যেবমর্থত্বমিত্যর্থঃ। অভ্যুপগমবাদেন পরিহরতি—সত্যমিতি। যথোক্তেষু বাক্যেষ্বাত্মোপাসনং তৎসাক্ষাৎকারমুদ্দিশ্য বিধীয়তে চেৎ, প্রকৃতেঽপি বাক্যে তৎসম্ভবান্নাপূর্ব্ববিধিরিতি প্রক্রমো ভজ্যেত, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কিন্ত্বিতি। কথং তর্হি বিধ্যঙ্গীকারবাচোযুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পক্ষেতি। যথা পক্ষে প্রাপ্তস্যাবঘাতস্য ব্রীহীন্ অবহন্তীতি নিয়মরূপো বিধিরঙ্গীকৃতঃ, তথা আত্মোপাসনস্যাপি পক্ষে প্রাপ্তস্য তদেব কর্ত্তব্যং নানাত্মোপাসনমিতি যো নিয়মস্তদর্থতা প্রকৃতবাক্যস্যেতি ন প্রক্রমবিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ।

পাক্ষিকীং প্রাপ্তিমুক্তামাক্ষিপতি—কথমিতি। কা পুনরত্রানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবদিতি। আত্মনি বাক্যোত্থে বিজ্ঞানে সত্যনাত্মস্মৃতিহেতুনাং মিথ্যাজ্ঞানাদীনামপনীতত্বাদ্দ্বৈতভাবে ফলাভাব ইতিন্যায়েন তাসামসম্ভবাদাত্মস্মৃতিসন্ততিরেব পুনঃ সদা স্যাৎ, প্রকারান্তরাযোগাদিতি সিদ্ধান্তিনোক্তত্বান্নাত্মোপাসনস্য পক্ষে প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তস্য নিত্যপ্রাপ্তিমুক্তামঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। তর্হি নিয়মবিধিবাচোযুক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। আত্মনি নিত্যাপরোক্ষসংবিদেকতানে স্মরণং বিস্মরণং বা যদ্যপি নোপপদ্যতে, তথাপি তয়োস্তস্মিন্ননুভবসিদ্ধত্বান্নিয়মবিধেঃ সাবকাশত্বমিত্যাশয়েনাহ—শরীরেতি। অথারব্ধফলস্যাপি কর্ম্মণঃ সম্যগ্জ্ঞানান্নিবৃত্তের্ন বিদুষো বাগাদীনাং প্রবৃত্তিরত আহ—লব্ধেতি। যথা মুক্তস্যেষুপাষাণাদেরপ্রতিবন্ধাদ্ যাবদ্বেগং প্রবৃত্তিরবশ্যম্ভাবিনী, তথা প্রবৃত্তফলস্য কর্ম্মণো জ্ঞানেনোপজীব্যতয়া ততো বলবত্ত্বাত্তদ্বশাদ্বিদুষোঽপি যাবদ্ভোগং বাগাদিপ্রবৃত্তির্ধ্রৌব্যমিত্যর্থঃ। আরব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যে ফলিতমাহ—তেনেতি। আরব্ধস্য কর্ম্মণো যথোক্তেন ন্যায়েন প্রাবল্যে তদ্বশাৎ ক্ষুধাদিদোষো যদোদ্ভবতি, তদাত্মনি বিস্মরণাদিসম্ভবাৎ তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তেঃ পাক্ষিকত্বাদবশ্যম্ভাবিকর্ম্মাপেক্ষয়া তদ্দৌর্ব্বল্যং স্যাদিত্যর্থঃ।

তথাপি নিয়মবিধ্যঙ্গীকারস্য কিমায়াতং? তদাহ—তস্মাদিতি। জ্ঞানস্য পক্ষে প্রাপ্তত্বং তচ্ছব্দার্থঃ। আদিপদং ব্রহ্মচর্যাশমদমাদিসংগ্রহার্থম্। বিজ্ঞায়েত্যাদিবাক্যানাং নিয়মবিধ্যর্থত্বমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। আদিপদেন প্রকৃতমপি বাক্যং সংগৃহ্যতে। তচ্ছব্দার্থমেব স্পষ্টয়তি—অস্যার্থেতি। ৩২

নন্বনাত্মোপাসনমিদম্, ইতি-শব্দপ্রয়োগাৎ; যথা 'প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত' ইত্যাদৌ ন প্রিয়াদিগুণা এবোপাস্যাঃ, কিং তর্হি? প্রিয়াদিগুণবৎপ্রাণাদ্যেবোপাস্যম্; তথা ইহাপি ইতি-পরাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ আত্মগুণবদনাত্মবস্তুপাস্যমিতি গম্যতে। আত্মোপাস্যত্ববাক্যবৈলক্ষণ্যাচ্চ—পরেণ চ বক্ষ্যতি—"আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি; তত্র চ বাক্যে আত্মৈবোপাস্যত্বেনাভিপ্রেতঃ, দ্বিতীয়াশ্রবণাৎ 'আত্মানমেব' ইতি; ইহ তু ন দ্বিতীয়া শ্রূয়তে, ইতি-পরশ্চাত্মশব্দঃ "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি। অতো নাত্মোপাস্যঃ, আত্মগুণশ্চান্যঃ, ইতি ত্ববগম্যতে। ন; বাক্যশেষে আত্মন উপাস্যত্বেনাবগমাৎ; অস্যৈব বাক্যস্য শেষে আত্মৈবোপাস্যত্বেনাবগম্যতে—"তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য, যদয়মাত্মা" "অন্তরতরং যদয়মাত্মা" আত্মানমেবাবেৎ" ইতি। ৩৩

শাব্দজ্ঞানাদেব পুমর্থসিদ্ধেস্তস্য তদাবৃত্তেস্তৃতীয়জ্ঞানস্য বা বিধেয়ত্বাভাবাদ্বেদান্তাঃ শুদ্ধে সিদ্ধেঽর্থে মানমিত্যুক্তম্; ইদানীমিতি-শব্দপ্রযুক্তং চোদ্যমুত্থাপয়তি—অনাত্মেতি। আত্মশব্দাদূর্দ্ধমিতি-শব্দপ্রয়োগাদাত্মশব্দার্থস্যোপাস্যত্বেনাবিবক্ষিতত্বাদাত্মগুণকস্যানাত্মনোঽব্যাকৃতশব্দিতস্য প্রধানস্যোপাসনমস্মিন্বাক্যে বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। অনাত্মোপাসনমেবাত্র বিধিৎসিতমিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—আত্মেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—পরেণেতি। ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—ইহ ত্বিতি। বৈলক্ষণ্যান্তরমাহ—ইতি-

পরশ্চেতি। বৈলক্ষণ্যফলমাহ—অত ইতি। নাত্রানাত্মোপাসনং বিবক্ষিতমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। হেত্বর্থং স্ফুটয়তি—অস্যৈবেতি। ৩৩

প্রবিষ্টস্য দর্শনপ্রতিষেধানুপাস্যত্বমিতি চেৎ—যস্য আত্মনঃ প্রবেশ উক্তঃ, তস্যৈব দর্শনং বার্য্যতে, "তং ন পশ্যন্তি" ইতি প্রকৃতোপাদানাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনুপাস্যত্বমিতি চেৎ; ন, অকৃৎস্নত্বদোষাৎ; দর্শনপ্রতিষেধোঽকৃৎস্নত্বদোষাভিপ্রায়েণ, নাত্মোপাস্যত্বপ্রতিষেধায়; প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টত্বেন বিশেষণাৎ। আত্মনশ্চেদনুপাস্যত্বমনভিপ্রেতম্, প্রাণনাদ্যেকৈকক্রিয়াবিশিষ্টস্যাত্মনোঽকৃৎস্নত্ববচনমনর্থকং স্যাৎ —"অকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি" ইতি। অতোঽনেকৈকবিশিষ্টস্যাত্মা কৃৎস্নত্বাদুপাস্য এবেতি সিদ্ধম্। ৩৪

আত্মনশ্চেদনুপাস্যত্বং, তদা প্রক্রমবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—প্রবিষ্টস্যেতি। আত্মনো দর্শনপ্রতিষেধং প্রকটয়তি—যস্যেতি। তস্যৈবেতি নিয়মে হেতুমাহ—প্রকৃতেতি। তচ্ছব্দস্য প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ প্রবিষ্টস্য চ প্রকৃতত্বাত্তস্য তেনোপাদানাদিতি হেত্বর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষং নিগময়তি—তস্মাদিতি। প্রাণনাদিবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নত্বাত্তস্য দৃষ্টত্বেঽপি পূর্ণস্য ন দৃষ্টতেতি নিষেধশ্রুতিপর্য্যবসানান্নোপক্রমবিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। তদেব বিশদয়তি—দর্শনেতি। কথময়মভিপ্রায়ভেদঃ শ্রুতেরবগম্যতে, তত্রাহ—প্রাণনাদীতি। প্রাণন্নেবেত্যাদিনা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্টত্বেনাত্মনো বিশেষণাত্তস্য দৃষ্টত্বেঽপিনাসৌ পরিপূর্ণো দৃষ্টঃ স্যাদিতি শ্রুতেরাশয়ো লক্ষ্যতে, কেবলস্য তু তস্যোপাস্যত্বমভিসংহিতমকৃৎস্নত্বদোষাভাবাদিত্যর্থঃ। উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন সাধয়তি—আত্মনশ্চেদিতি। তস্যানুপাস্যত্বার্থং তদ্বচনমর্থবদিত্যাশঙ্ক্য তদনুপাস্যত্বনিষেধস্যাত্মোপাস্যত্বে পর্য্যবসানমভিপ্রেত্যাহ—অতোঽনেকৈকেতি। ৩৪

যস্মাত্মশব্দস্যেতি-পরঃ প্রয়োগঃ, আত্মশব্দ-প্রত্যয়য়োরাত্মতত্ত্বস্য পরমার্থতোঽবিষয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্; অন্যথা "আত্মানমুপাসীত" ইত্যেবমবক্ষ্যৎ। তথাচার্থাদাত্মনি শব্দ-প্রত্যয়াবনুজ্ঞাতৌ স্যাতাম্; তচ্চানিষ্টম্ "নেতি নেতি" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"-ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। যত্তু "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি, তদ্ অনাত্মোপাসনপ্রসঙ্গনিবৃত্তিপরত্বান্ন বাক্যান্তরম্। ৩৫

উপক্রমোপসংহারাভ্যামুপাস্যত্বমাত্মনো দর্শিতমিদানীমিতি-শব্দপ্রয়োগাদনাত্মোপাসনমিদমিত্যুক্তং প্রত্যাহ—যস্মিতি। প্রয়োগশব্দাদুপরিষ্টাৎ সশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। ইতিশব্দস্য যথোক্তার্থত্বাভাবে দোষমাহ—অন্যথেতি। ন চাত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যেণানুপাস্যত্বার্থমিতি-শব্দোঽর্থবান্, পূর্ব্বাপরবাক্যবিরোধাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ইতিশব্দমন্তরেণ বাক্যপ্রয়োগে দোষমাহ—তথেতি। তস্য শব্দপ্রত্যয়বিষয়ত্বমিষ্টমেবেতি চেত্তত্রাহ—তচ্চেতি। আত্মোপাস্যত্ববাক্যবৈলক্ষণ্যাদনাত্মোপাসনমেতদিত্যুক্তং, তদ্দূষয়তি—যত্বিতি। ৩৫

অনির্জ্ঞাতত্বসামান্যাদাত্মা জ্ঞাতব্যোঽনাত্মা চ। তত্র কস্মাদাত্মোপাসন এব

যত্র আস্থীয়তে—"আত্মেত্যেবোপাসীত"ইতি, নেতরবিজ্ঞানে, ইতি। অত্রোচ্যতে—তদেতদেব প্রকৃতং পদনীয়ং গমনীয়ং, নান্যৎ। অস্য সর্ব্বস্যেতি নির্দ্ধারণার্থা ষষ্ঠী; অস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নিত্যর্থঃ। যদয়মাত্মা যদেতদাত্মতত্ত্বম্; কিং ন বিজ্ঞাতব্যমেবান্যৎ? কিং তর্হি? জ্ঞাতব্যত্বেঽপি ন পৃথগ্‌জ্ঞানান্তরমপেক্ষতে আত্মজ্ঞানাৎ। কস্মাৎ? অনেনাত্মনা জ্ঞাতেন, হি যস্মাদেতৎ সর্ব্বমনাত্মজাতম্ অন্যৎ যৎ তৎ সর্ব্বং সমস্তং বেদ জানাতি। নন্বন্যজ্ঞানেনান্যং ন জ্ঞায়তে? ইতি, অস্য পরিহারং দুন্দুভ্যাদিগ্রন্থেন বক্ষ্যামঃ। ৩৬

অত্মৈব জ্ঞাতব্যো নানাত্মেতি প্রতিজ্ঞায়ামত্রহীত্যাদিনা হেতুরুক্তঃ, সংপ্রতি তদেতৎপদনীয়মিত্যাদিবাক্যাপোহ্যং চোদ্যমুত্থাপয়তি—অনিজ্ঞাতত্বেতি। উত্তরমাহ—অত্রেতি। নির্ধারণমেব স্ফোরয়তি—অস্মিন্নিতি। নান্যদিত্যুক্তত্বাদনাত্মনো বিজ্ঞাতব্যত্বাভাবশ্চেদনেন হীত্যাদিশেষবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—কিং নেতি। তস্যাজ্ঞেয়ত্বং নিষেধতি—নেতি। তস্যাপি জ্ঞাতব্যত্বে নান্যদিতি বচনমনবকাশমিত্যাশঙ্কাহ—কিং তর্হীতি। তস্য সাবকাশত্বং দর্শয়তি—জ্ঞাতব্যত্বেঽপীতি। আত্মনঃ সকাশাদনাত্মনোঽর্থান্তরত্বাত্তস্যাত্মজ্ঞানাজ্ জ্ঞাতব্যত্বাযোগাজ্‌জ্ঞাতব্যত্বে জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমেবেতি শঙ্কতে—কস্মাদিতি। উত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—অনেনেতি। আত্মন্যনাত্মজাতস্য কল্পিতত্বাত্তস্য তদতিরিক্তস্বরূপাভাবাৎ তজ্‌জ্ঞানেনৈব জ্ঞাতত্বসিদ্ধের্নাস্তি জ্ঞানান্তরাপেক্ষেত্যর্থঃ। লোকদৃষ্টিমাশ্রিত্যানেনেত্যাদিবাক্যার্থমাক্ষিপতি—নন্বিতি। আত্মকার্য্যত্বাদনাত্মনস্তস্মিন্ অন্তর্ভাবৎ তজ্‌জ্ঞানেন জ্ঞানমুচিতমিতি পরিহরতি—অস্যেতি। ৩৬

কথং পুনরেতৎ পদনীয়মিতি? উচ্যতে—যথা হ বৈ লোকে, পদেন—গবাদি-খুরাঙ্কিতো দেশঃ পদমিত্যুচ্যতে, তেন পদেন, নষ্টং বিবিৎসিতং পশুং পদেনান্বিষ্যমাণোঽনুবিন্দেৎ লভেত, এবমাত্মনি লব্ধে সর্ব্বমুপলভত ইত্যর্থঃ। নন্বাত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমন্যজ্‌জ্ঞায়ত ইতি জ্ঞানে প্রকৃতে, কথং লাভোঽপ্রকৃত উচ্যতে? ইতি; ন; জ্ঞান-লাভয়োরেকার্থত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। আত্মনো হ্যলাভোঽজ্ঞানমেব; তস্মাজ্‌জ্ঞানমেবাত্মনো লাভঃ, ন অনাত্মলাভবদপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণ আত্মলাভঃ, লব্ধৃ-লব্ধব্যয়োর্ভেদাভাবাৎ। যত্র হি আত্মনোঽনাত্মা লব্ধব্যো ভবতি, তত্রাত্মা লব্ধা, লব্ধব্যোঽনাত্মা। স চাপ্রাপ্ত উৎপাদ্যাদিক্রিয়াব্যবহিতঃ, কারকবিশেষোপাদানেন ক্রিয়াবিশেষমুৎপাদ্য লব্ধব্যঃ। স তু অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণোঽনিত্যঃ, মিথ্যাজ্ঞানজনিতকামক্রিয়াপ্রভবত্বাৎ, স্বপ্নে পুত্রাদিলাভবৎ। অয়ন্তু তদ্বিপরীত আত্মা। ৩৭

সত্যোপায়াভাবাদাত্মতত্ত্বস্য পদনীয়ত্বাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—কথমিতি। অসত্যস্যাপি শ্রুত্যাচার্য্যাদেরর্থক্রিয়াকারিত্বসম্ভবাদাত্মতত্ত্বস্য পদনীয়ত্বোপপত্তিরিত্যাহ—উচ্যত ইতি। বিবিৎসিতং লব্ধুমিষ্টম্। অন্বেষণোপায়ত্বং দর্শয়িতুং পদেনেতি পুনরুক্তিঃ। অনেনেত্যত্র বেদেতি

জ্ঞানেনোপক্রম্যানুবিন্দেদিতি লাভমুক্ত্বা কীর্ত্তিমিত্যাদিশ্রুতৌ পুনর্জ্ঞানার্থেন বিদিনোপসংহারাদনুবিন্দেদিতি শ্রুতেরুপক্রমোপসংহারবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। শঙ্কিতং বিরোধং নিরাকরোতি—নেতি। কথং তয়োরৈকার্থ্যং, গ্রামাদৌ তদেকত্বাপ্রসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মন ইতি। গ্রামাদাবপ্রাপ্তে প্রাপ্তিরেব লাভো ন জ্ঞানমাত্রং, তথাত্রাপি কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেত্যাদিনা।

জ্ঞানলাভশব্দয়োরর্থভেদস্তর্হি কুত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্র হীতি। অনাত্মনি লব্ধলব্ধব্যয়োর্জ্ঞাতৃজ্ঞেয়য়োশ্চ ভেদে ক্রিয়াভেদাৎ ফলভেদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নন্বাত্মলাভোঽপি জ্ঞানাদ্ভিদ্যতে, লাভত্বাদনাত্মলাভবদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানহেতুমাত্রানধীনত্বমুপাধিরিত্যাহ—স চেতি। অপ্রাপ্তত্বং ব্যক্তীকরোতি—উৎপাদ্যেতি। তদ্ব্যবধানমেব সাধয়তি—কারকেতি। কিঞ্চানাত্মলাভোঽবিদ্যাকল্পিতঃ, কাদাচিৎকত্বাৎ সম্মতবদিত্যাহ—স ত্বিতি। কিঞ্চ, অসাববিদ্যাকল্পিতোঽপ্রামাণিকত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যাহ—মিথ্যেতি। প্রকৃতে বিশেষং দর্শয়তি—অয়ং ত্বিতি। ৩৭

আত্মত্বাদেব নোৎপাদ্যাদিক্রিয়াব্যবহিতঃ। নিত্যলব্ধস্বরূপত্বেঽপি সতি অবিদ্যামাত্রং ব্যবধানম্; যথা গৃহ্যমাণায়া অপি শুক্তিকায়া বিপর্য্যয়েণ রজতাভাসায়া অগ্রহণং বিপরীতজ্ঞানব্যবধানমাত্রম্, তথা গ্রহণম্ জ্ঞানমাত্রমেব, বিপরীতজ্ঞানব্যবধানাপোহার্থত্বাজ্ জ্ঞানস্য; এবমিহাপি আত্মনোঽলাভঃ অবিদ্যামাত্রব্যবধানম্; তস্মাদ্বিদ্যয়া তদপোহনমাত্রমেব লাভঃ নান্যঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। তস্মাদাত্মলাভে জ্ঞানাদর্থান্তরসাধনস্যানর্থক্যং বক্ষ্যামঃ। তস্মান্নিরাশঙ্কমেব জ্ঞান-লাভয়োরেকার্থত্বং বিবক্ষন্নাহ—জ্ঞানং প্রকৃত্যানুবিন্দেদিতি; বিন্দতের্লাভার্থত্বাৎ। ৩৮

বৈপরীত্যমেব স্ফোরয়তি—আত্মত্বাদিতি। আত্মনঃ তর্হি নিত্যলব্ধত্বাৎ ন তত্রালব্ধত্ববুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যেতি। আত্মনলাভোঽজ্ঞানং, লাভস্তু জ্ঞানমিত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। শুক্তিকায়াঃ স্বরূপেণ গৃহ্যমাণায়া অপীতি যোজনা। আত্মলাভোঽবিদ্যানিবৃত্তিরেবেত্যত্রোক্তং বক্ষ্যমাণং চ গমকং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। অবিরোধমুপসংহরতি—তস্মাদিত্যাদিনা। তয়োরেকার্থত্বেঽপি কথমনুবিন্দেদিতি মধ্যে প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—বিন্দতেরিতি। ৩৮

গুণ-বিজ্ঞানফলমিদমুচ্যতে; যথা—অয়মাত্মা নামরূপানুপ্রবেশেন খ্যাতিং গতঃ আত্মেত্যাদিনামরূপাভ্যাং, প্রাণাদিসংহতিং চ শ্লোকং প্রাপ্তবান্—ইত্যেবং যো বেদ; স কীর্ত্তিং খ্যাতিং শ্লোকং চ সঙ্ঘাতমিষ্টৈঃ সহ, বিন্দতে লভতে। যদ্বা, যথোক্তং বস্তু যো বেদ, মুমুক্ষূণামপেক্ষিতং কীর্ত্তিশব্দিতমৈক্যজ্ঞানং, তৎফলং শ্লোকশব্দিতাং মুক্তিমাপ্নোতীতি মুখ্যমেব ফলম্ ॥ ৪৪ ॥ ৭

আদিমধ্যাবসানানামবিরোধমুক্ত্বা কীর্ত্তিমিত্যাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—গুণেত্যাদিনা। ইতি-শব্দাদুপরিষ্টাদ্ যথেত্যস্য সম্বন্ধঃ। জ্ঞানস্তুতিশ্চাত্র বিবক্ষিতা, জ্ঞানিনামীদৃক্‌ফলস্যানভিলষিতত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'তদ্ধেদম্' ইত্যাদি। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ বীজা-

বস্থায়—কারণরূপে অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল; এই জন্যই—তৎকালে পরোক্ষ ছিল বলিয়াই অপ্রত্যক্ষবাচক সর্ব্বনাম 'তৎ' শব্দে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অব্যাকৃত অবস্থায় অবস্থিত ভবিষ্যৎ জগৎ তখনও অতীত কালের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকায় [তাহার পরোক্ষত্বাভিধান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে]। বিষয়টি যাহাতে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, সেই জন্য ঐতিহ্যবোধক (পুরাবৃত্তবোধক) 'হ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেন না, 'যুধিষ্ঠির নামে একজন রাজা ছিলেন', এই কথা বলিলে যেমন ঐতিহাসিক রূপে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তেমনি 'তৎকালে এইপ্রকার ছিল' বলিলে, জগতের বীজাবস্থাটী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। 'ইদম্' শব্দেও যথোক্তপ্রকার সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) অভিব্যক্ত নাম-রূপাত্মক জগতের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে জগতের পরোক্ষাবস্থাবোধক 'তৎ' শব্দ ও প্রত্যক্ষাবস্থাবোধক (স্থূলাবস্থাবোধক) 'ইদম্' শব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষাত্মক জগৎ ফলতঃ একই বস্তু, ভিন্ন নহে;—যাহা এই ব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহাই পূর্ব্বে অব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, (উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই)। ইহা ছাড়া, অসতের উৎপত্তি হয় না, আর সৎ—বর্ত্তমান কার্য্য বস্তুরও বিনাশ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তই অবধারিত হইল। ১

এবংবিধ জগৎ অব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া [সৃষ্টির প্রারম্ভে] নাম-রূপাকারেই—নাম ও বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে ব্যাকৃত হইল (অভিব্যক্ত হইল)। এখানে 'ব্যাক্রিয়ত' ক্রিয়াপদটীর কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ (*) থাকায় বুঝিতে হইবে যে,

---

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কার্য্যমাত্রেরই স্বতন্ত্র কর্ত্তা ও কর্ম্ম থাকে, কর্ত্তা উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু যেখানে কার্য্যটীকে অনায়াসসাধ্য বুঝাইবার জন্য কর্ম্মকেই কর্ত্তার স্থানবর্ত্তী করিয়া কর্ত্তারূপে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে; ফল কথা, যে প্রয়োগে কর্ত্তার স্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, কর্ম্মেরই কর্ত্তৃত্ব মনে হয়, তাহাই কর্ম্মকর্ত্তৃ-প্রয়োগ। যেমন 'ছিদ্যতে বৃক্ষঃ স্বয়মেব' অর্থাৎ বৃক্ষটি আপনিই যেন কাটা হইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা ও সাধনাদি না থাকিলে কোথাও কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না; জগতের অভিব্যক্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই; এই জন্যই ভাষ্যকার 'সামর্থ্যাৎ নিয়ন্তৃ' ইত্যাদি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে অনায়াসে জগৎসৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছিলেন; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্য কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সেই জগৎ নিজেই—আপনিই ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অর্থাৎ নাম ও রূপ-বিশেষে প্রতীত হইবার উপযুক্ত অবস্থায় স্পষ্টরূপে ব্যক্তীভূত হইয়াছিল। বিনা হেতুতে যখন কার্য্য হইতে পারে না; তখন [উল্লেখ না থাকিলেও] কার্য্য নিয়ামক অধ্যক্ষ) কর্ত্তা, করণব্যাপারাদি আবশ্যকীয় কারণ-সমূহের সদ্ভাব ধরিয়া লইতে হইবে। [এখন অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিতেছেন,—] 'অসৌ-নামা' 'ইদ রূপঃ' অর্থাৎ দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যাহার নাম এবং এই দৃশ্যমান শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ যাহার রূপ, তাদৃশ নাম-রূপবিশিষ্ট; এখানে সাধারণভাবে 'অসৌ' এই সর্ব্বনাম শব্দ থাকায় নামমাত্রেরই গ্রহণ করিতে হইবে, আর 'ইদং-রূপঃ' স্থলেও 'ইদং' শব্দ থাকায়, জগতে যত রকম রূপ আছে, তৎসমস্তই বুঝিতে হইবে। সেই এই আলোচ্য অব্যাকৃত বস্তুটাই বর্ত্তমান সময়েও (আধুনিক সৃষ্টিকালেও) নাম-রূপ দ্বারাই ব্যাকৃত হইয়া থাকে—ইহা 'অমুক-নামক' ও 'অমুক আকৃতিবিশিষ্ট'। ২

যে তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আরম্ভ, স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যা দ্বারা যাহার উপর কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে, যিনি সমস্ত জগতের কারণ, স্বচ্ছ সলিল হইতে যেরূপ মলস্বরূপ ফেন সমুদ্গত হয়, তেমনি স্ব-রূপভূত নাম ও রূপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সেই তিনিই আত্মভূত নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়া কর্ম্মফলাশ্রয় এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি-সম্পন্ন ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত দেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, ভাল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'অব্যাকৃত জগৎ আপনা হইতেই ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে; এখন আবার এ কথা বলা হইতেছে কি প্রকারে যে, পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন? না—এ কথা দোষাবহ হইতেছে না; কারণ, সেখানে পরমাত্মাকেই অব্যাকৃত জগৎস্বরূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত; এইজন্যই [ঐরূপ বলা হইয়াছে] আমরাও পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, অব্যাকৃত জগৎ যে স্বয়ংই ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাতেও জগতের নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত কারণেরই সদ্ভাব স্বীকার করিতে হইবে, (নচেৎ কার্য্যই জন্মিতে পারে না)। বিশেষতঃ 'ইদং' শব্দের সহিত 'অব্যাকৃত' শব্দের সামানাধিকরণ্যও (অভেদ নির্দ্দেশও) এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান (ব্যক্ত) জগতে যেরূপ নিয়ন্তা (পরিচালক) প্রভৃতি বহুবিধ বিশিষ্ট কারকাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই অব্যাকৃত জগৎ-সম্বন্ধেও এ সমস্ত নিমিত্তাদির সদ্ভাব অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, একটি ব্যাকৃত (ব্যক্ত), আর অপরটি অব্যাকৃত (অব্যক্ত)। তাহার পর বক্তার ইচ্ছানুসারে এরূপ বিচিত্র ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'গ্রাম আসিয়াছে' (গ্রামস্থ লোক আসিয়াছে), এবং 'গ্রাম শূন্য হইয়াছে' (গ্রামে লোকের বাস নাই), ইত্যাদি স্থলে গ্রাম-শব্দে কখনও কেবল বসতি মাত্র অর্থের বিবক্ষায় অর্থাৎ গ্রামে লোকের বাস নাই, এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে 'গ্রামঃ শূন্যঃ' এইরূপ শব্দ-ব্যবহার হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রামবাসী লোককে লক্ষ্য করিয়া 'গ্রামঃ আগতঃ' এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রামবাসী লোক ও তাহাদের বসতি, এতদুভয় অর্থকেই লক্ষ্য করিয়া 'গ্রাম' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা,—'গ্রামং চ ন প্রবিশেৎ' অর্থাৎ 'এ গ্রামেও প্রবেশ করিবে না'। [সেখানে যেমন গ্রামে প্রবেশ ও গ্রামবাসী জনের সংসর্গ, উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে]; তেমনি এখানেও ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগতের অভেদবিবক্ষায় আত্মস্বরূপে, আর ভেদবিবক্ষায় অনাত্মরূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে; 'সেই এই জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল', এইবাক্যে আবার কেবলই জগতের (জড়ভাবের) নির্দ্দেশ হইয়াছে। সেইরূপ, 'আত্মা মহান্ ও অজ (জন্মরহিত)', 'স্থূলও নহে, অণুও নহে' 'এই আত্মা বস্তুটি ইহা নহে ইহা নহে' ইত্যাদি স্থলে শুধু আত্মারই স্বরূপোল্লেখ হইয়াছে। ৪

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় ব্যাকৃত (ব্যক্তীভাবাপন্ন) এই জগৎ যখন তাঁহা দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তই রহিয়াছে, তখন তাঁহাকেই আবার ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে কি প্রকারে? কেননা, অপ্রবিষ্ট স্থানেই কোনও পরিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে; যেমন লোকে গ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু আকাশ ত কখনও কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না; কারণ, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তই রহিয়াছে। যদি বল, পাষাণমধ্যগত সর্পাদির ন্যায় অন্য কোনরূপেও তাঁহার প্রবেশ হইতে পারে অর্থাৎ যদি বল যে, পরমাত্মা স্বীয় ব্যাপকরূপে প্রবেশ করেন না সত্য; কিন্তু তাহার মধ্যগত থাকিয়াই অন্য কোনও প্রকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন; এই জন্যই তাঁহাকে 'প্রবিষ্ট' বলিয়া আরোপ মাত্র করা হইয়া থাকে; পাষাণের ভিতরে যেমন পাষাণের সঙ্গেসঙ্গেই সর্পের আবির্ভাব হয়, অথবা নারিকেলের মধ্যে যেমন সঙ্গে সঙ্গেই জল উৎপন্ন হয়, ইহাও ঠিক তেমনই। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করি-

লেন'। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই অবিকৃতভাবে অর্থাৎ অন্য কোনও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। যেমন 'ভোজন করিয়া গমন করিতেছে' বলিলে পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভোজনক্রিয়া ও পরবর্ত্তী গমন-ক্রিয়া এতদুভয়ের পার্থক্য প্রতীত হইলেও ত কর্ত্তার পার্থক্য-প্রতীতি হয় না, (পরন্তু একই কর্ত্তার প্রতীতি হয়), এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থাই হওয়া উচিত; কিন্তু প্রবিষ্ট বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি স্বীকার করিলে ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আর নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন কোন পদার্থের যে, এক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানের সহিত সংযোগাত্মক প্রবেশ, তাহা ত কোথাও দেখা যায় না; [অতএব নিরবয়বের প্রবেশের কথা কোন মতেই উপপন্ন হইতে পারে না]। ৫

যদি বল, শ্রুতিতে যখন প্রবেশের কথা আছে, তখন তিনি সাবয়বই বটে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'পুরুষ দিব্য ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব),' 'নিষ্ক্রিয় ও নিরংশ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-প্রতিষেধক অন্য শ্রুতি হইতেও [তাঁহার নিরবয়বত্ব প্রমাণিত হয়]। যদি বল, সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বের যেরূপ জলাদিতে প্রবেশ দৃষ্ট হয়, ইহারও তদ্রূপ প্রবেশ কল্পনা করা যাইতে পারে। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, কোন বস্তুর সহিতই তাহার বিপ্রকর্ষ বা ব্যবধান নাই, [অথচ ব্যবধান না থাকিলে একের মধ্যে অপরের প্রবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না]। [ভাল, ব্যবধান না থাকিলেও] দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ গুণের প্রবেশ হয়, সেরূপ প্রবেশ ত ব্রহ্মেরও হইতে পারে? না,—তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম ত গুণের ন্যায় কোথাও আশ্রিত নহে। গুণ-পদার্থ নিত্যই পরাধীন (দ্রব্যের অধীন) ও দ্রব্যাশ্রিত; সুতরাং দ্রব্যের মধ্যে তাহার প্রবেশ-ব্যবহার উপপন্ন হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ অ-পরাধীন ব্রহ্মের সম্বন্ধে ত সেরূপ প্রবেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আর ফলের মধ্যে বীজ-প্রবেশের ন্যায় যে, প্রবেশ বলিবে; তাহাও নহে; কারণ, তাহা হইলে, ফলের ন্যায় ব্রহ্মেরও সাবয়বত্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইতে পারে; প্রকৃতপক্ষে ত ঐ সমস্ত ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের কস্মিন্‌কালেও সম্বন্ধ নাই; কারণ, তাহা হইলে তিনি 'জন্মরহিত ও মরণহীন' ইত্যাদি শ্রুতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (১)। আর যদি বল—অন্য কোনও পরিচ্ছিন্ন

---

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের বৃদ্ধি-ক্ষয়াদি ধর্ম্ম স্বীকার করিলে যে, শ্রুতি-বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা "অজঃ অজরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তি-বিরোধ এইরূপ—ব্রহ্ম যদি

সংসারী (জীবই) ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, (ব্রহ্ম নহে) ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'সেই এই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষণ করিলেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব' এই পর্য্যন্ত শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ ও অভিব্যক্তি কার্য্যে কর্তৃত্ব উল্লিখিত আছে। সেইরূপ 'তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন,' 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া, ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,' 'স্থিরস্বভাব ব্রহ্ম সমস্ত রূপ (আকৃতি) নির্ম্মাণ করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া, সেই সেই নামের উল্লেখ করত অবস্থান করেন', 'তুমি কুমার, অথবা কুমারী, তুমি জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়া দণ্ড দ্বারা গমন করিয়া থাক,' 'প্রথমে দ্বিপদ সৃষ্টি করিলেন,' 'তিনি বিভিন্ন বস্তুতে [প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইলেন]' এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো প্রবেশ হয় নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, প্রবেশের পাত্রগুলির মধ্যে যখন পরস্পর পার্থক্য বা প্রভেদ রহিয়াছে, তখন প্রবিষ্ট পরমাত্মার ত বহুত্ব হইয়া পড়ে ? তদুত্তরে বলি যে, না, তাহা হয় না ; কারণ, 'একই দেবতা (পরমাত্মা) বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন' 'তিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছেন', 'তুমি বহুতে প্রবেশ করিয়াও একই আছ' 'একই দেব (পরমাত্মা) সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন, এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাঁহার একত্বই ব্যবস্থিত হইয়াছে]। ৫

আচ্ছা, প্রবেশ উপপন্ন হয়, কি না হয়, সে কথা থাকুক ; প্রবিষ্টমাত্রই যখন সংসারী, এবং পরমাত্মাও যখন সেই সমস্ত সংসারী হইতে ভিন্ন নহে, তখন পরমাত্মারও নিশ্চয়ই সংসারিত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ? এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, না—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতিতে তাঁহাকে অশনায়াদি (ভোজনেচ্ছা প্রভৃতি) ধর্ম্মশূন্য বলা হইয়াছে। যদি বল যে, জীবের যখন সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তিনি অশনায়াদির অতীত হইতে পারেন

ধর্ম্মী হন, আর ক্ষয়, বৃদ্ধি প্রভৃতি যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ ধর্ম্মগুলি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কি অভিন্ন ? ভিন্ন হইলে ত অদ্বৈতভাব থাকে না, আর অভিন্ন হইলেও উহাদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেরই উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয় ; কাজেই ঐ জাতীয় ধর্ম্মগুলিকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না ; অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধে ঐরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় ; অতএব ব্রহ্মের বৃদ্ধি ক্ষয়াদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ, এবং তন্নিবন্ধন যে সাবয়বত্ব কল্পনা, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না।

না ; না,—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'তিনি (আত্মা) লোকদুঃখে (সংসারদুঃখে) লিপ্ত হন না' ; 'তিনি এ সমস্তের অতীত'। যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রুতির কথা যুক্তিসঙ্গত নহে ; না, সে কথাও বলা চলে না ; কারণ, আত্মার অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ উপাধির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়, [কিন্তু আত্মা হয় না] ; কেন না, 'দৃষ্টি'র দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে পার না'। 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?', 'তিনি অন্যের অবিজ্ঞাত, অথচ স্বয়ং বিজ্ঞাতা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, আত্মা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় নহে, তবে কি ? না, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিফলিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব, তাহাই 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বা বিজ্ঞেয়, (কিন্তু আত্মা তাহার বিষয় নহে) ; কারণ, 'অয়ম্ অহম্' (ইহা আমি) ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের (অয়ং-পদবাচ্য জ্ঞেয় পদার্থের) সহিত বিষয়ীর (বিজ্ঞাতা আত্মার) সামানাধিকরণ্য বা অভেদ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ; বিশেষতঃ 'ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিতীয় আত্মার নিষেধও রহিয়াছে (১)। বিশেষতঃ হস্তপদাদি দেহাবয়বে সুখ-দুঃখের প্রতীতি হয় বলিয়াও সুখ-দুঃখকে বিষয়ের (অনাত্মপদার্থের) ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (২)। ৭

যদি বল, 'আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্যই [সমস্ত বিষয় প্রিয় হইয়া থাকে]'

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জ্ঞান হয় বিষয়ী, আর জ্ঞেয় বস্তু হয় বিষয়। বেদান্তমতে জ্ঞানই আত্মা ; সুতরাং আত্মাকেই বিষয়ী বলা যায়। 'অয়ম্ অহম্' স্থলে, 'অয়ং' পদের অর্থ—প্রত্যক্ষযোগ্য অনাত্মবস্তু ; সুতরাং তাহা আত্মোপাধিভূত বুদ্ধি-প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ; আর 'অহং' পদের অর্থ—আত্মা। জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং আত্মা ও অনাত্মা স্বভাবতই ভিন্ন, কিন্তু তথাপি ব্যবহারক্ষেত্রে অনাত্মা 'অয়ং' পদার্থের সহিত বিষয়ীর (আত্মার) অভেদ আরোপ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, শুদ্ধ আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহে ; পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত যে আত্ম-চৈতন্য, তাহাই উহার বিষয় ; কাজেই 'আমি সুখী দুঃখী' ইত্যাদি অনুভব দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না।

(২) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ 'আমার হাতে দুঃখ, পায়ে দুঃখ, কিংবা মস্তকে দুঃখ, অথবা সুখ' ইত্যাদিরূপে দেহাবয়ব হস্তপদাদিতেই সুখ-দুঃখের প্রতীতি হইয়া থাকে ; হস্তপদাদি যে অনাত্ম-বস্তু—বিষয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই ; সুতরাং উক্তপ্রকার প্রতীতি হইতেও জানা যায় যে, সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মগুলি আত্মার নহে ; পরন্তু অনাত্মা দেহাদিরই বটে, আত্মাতে সে সকলের আরোপ হয় মাত্র।

ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন আত্মতৃপ্তিকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, তখন আত্মার সুখ-দুঃখ নাই, এ কথাটা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'যে সময় অন্যেরই মত হয়, আত্মা হইতে আপনাকে যেন ভিন্ন বলিয়াই মনে করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিদ্যাসমন্বিত আত্মাকেই উল্লিখিত কামনার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'যখন ব্রহ্মাত্ম-বোধ উপস্থিত হয়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' 'এ জগতে নানা (ব্রহ্ম ভিন্ন) কিছুই নাই' '[মুমুক্ষু যখন] সর্ব্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তখন তাঁহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানদশায় সুখ-দুঃখাদির সদ্ভাব নিষিদ্ধই হইয়াছে; কাজেই সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম্ম বলা যায় না। ৮

যদি বল, তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, ইহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, যুক্তি দ্বারাও আত্মার সুখ-দুঃখাদি-সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষের অগম্য আত্মা কখনই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা বিশেষিত (দুঃখের বিশেষ্য) হইতে পারে না; কারণ, আত্মা কখনও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যদি বল, আকাশ অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য শব্দ তাহার গুণ বা ধর্ম্ম হয়, তেমনি অপ্রত্যক্ষ আত্মারও প্রত্যক্ষযোগ্য দুঃখ-গুণের সহিত সম্বন্ধ হইতে বাধা কি? না, তাহা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলেও এক বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না; কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয় (প্রত্যক্ষযোগ্য) যে সুখগ্রাহক জ্ঞান, [তোমার মতে] নিত্যানুমেয় আত্মা কখনই তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যখন এক বৈ দুই নয়, তখন, সেই আত্মাও যদি ঐ জ্ঞানেরই বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে (সেই আত্মাও বিষয়শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলে) বিষয়ীরই (বিষয়-প্রকাশক—বিষয়গ্রাহকেরই) অভাব হইয়া পড়ে। আর যদি বল, দীপ যেমন নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (প্রকাশ্য ও প্রকাশক) হয়, তেমনি আত্মাও নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা) হইবে; না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, একই সময়ে কাহারো বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যখন নিরংশ (নিরবয়ব), তখন অংশভেদেও যে, ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব কল্পনা করা, তাহাও সঙ্গত হয় না (ক)। ৯

(ক) তাৎপর্য্য—তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মাতে চতুর্দ্দশপ্রকার গুণ আছে—"বুদ্ধ্যাদিষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥"

উপরে যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারা [বৌদ্ধমতে] বিজ্ঞানের যে, গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব, তাহাও খণ্ডিত হইল, এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ, আর অনুমানের বিষয়ীভূত আত্মার যে, গুণ-গুণিভাব-কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল; কারণ, দুঃখ-পদার্থ নিত্যই প্রত্যক্ষের বিষয়, অধিকন্তু দৈহিক রূপাদির সহিত একাধিকরণে (একই দেহে) প্রতীত হইয়া থাকে; [সুতরাং রূপাদি যেমন আত্মার গুণ নহে, তেমনি দুঃখও আত্মার গুণ হইতে পারে না]। আর আত্মাতে দুঃখ যদি মনঃসংযোগজনিতও হয়, তাহা হইলেও আত্মাতে সাবয়বত্ব, সবিকারত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ আসিয়া পড়ে; কারণ, কোথাও এমন কোনও গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবার সময় স্বসম্বন্ধ সাবয়ব দ্রব্যকে কিছুমাত্র বিকৃত করে না। আর যাহার অবয়ব নাই, সেই নিরবয়ব পদার্থকেও কোথায়ও বিকৃত হইতে, অথবা কোন নিত্য পদার্থকেও অনিত্য গুণ-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা আগমবাদী অর্থাৎ প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যমাত্রাবলম্বী, তাহারা ত আকাশকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না; অথচ এ বিষয়ে তদ্ভিন্ন আর উপযুক্ত দৃষ্টান্তও দেখা যায় না। আর যদি বল, বিকৃত হইলেও যখন তৎ-প্রত্যয়ের নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে, তখন উহা বিকারী হইলেও নিত্যই বটে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, দ্রব্যের রূপান্তর না ঘটাইয়া কখনও কোন

অর্থাৎ বুদ্ধি (জ্ঞান) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন (চেষ্টা), একত্বাদি সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 'ভাবনা' নামক সংস্কার, (যাহার সাহায্যে জ্ঞাত বিষয় পুনঃ স্মৃতিপথে উদিত হয়), ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই চতুর্দ্দশটি গুণ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। এখন আত্মাতে যদি সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত তার্কিকসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব আত্মার সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মসদ্ভাব স্বীকার করাই উচিত। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—

যুক্তি দ্বারাও যখন আত্মার সুখ-দুঃখাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে, তখন তাঁহাতে সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। একটি যুক্তি এই যে, সুখ-দুঃখগুণ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, আত্মা কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষের অবিষয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে কখনও ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাহা বিষয়ী, আর আত্মগুণ সুখ-দুঃখ হইল তাহার বিষয়; দীপ যেমন কথঞ্চিৎ নিজেই নিজকে প্রকাশিত করে বলিয়া বিষয়ও বটে, এবং বিষয়ীও বটে; আত্মার পক্ষে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না; কারণ, দীপ সাংশ বা সাবয়ব পদার্থ; তাহার পক্ষে একাংশে প্রকাশকত্ব আর অপরাংশে প্রকাশ্যত্ব হইতেও পারে, কিন্তু আত্মা যখন নিরংশ পদার্থ; তখন তাহার পক্ষে একই সময়ে ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না ইত্যাদি।

প্রকার বিকার হইতে পারে না; অর্থাৎ এরূপ কোনও বিকার দেখা যায় না, যাহা দ্বারা বিকৃত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে না, পরন্তু উহাই বিকারের স্বভাব বা স্বরূপ। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, হউক না কেন আত্মা সাবয়ব, তথাপি উহা নিত্য; তাহা হইলে অবয়বসমূহের পরস্পর সংযোগই যখন সাবয়ব পদার্থের কারণ, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অবয়বের পুনর্ব্বার বিভাগও অবশ্যম্ভাবী, [অবয়ববিভাগই ত সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস বা বিনাশ, কাজেই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী]। যদি বল, বজ্রপ্রভৃতি কোন কোন সাবয়ব বস্তুতে যখন অবয়বসংযোগ দৃষ্ট হয় না, তখন সংযোগপূর্ব্বকত্ব নিয়মটি ঠিক অব্যভিচারী (সার্ব্বত্রিক) নহে; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, বজ্রাদিও যে, অবয়বসংযোগ হইতেই উৎপন্ন, তদ্বিষয়ে অনুমান করা যাইতে পারে; অতএব আত্মাতে কখনই দুঃখাদি অনিত্যগুণের সদ্ভাব উপপন্ন হইতে পারে না (১)। ১০

(১) তাৎপর্য্য—এ স্থানে যে সমস্ত তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জটিল এবং পৃথগ্‌ভাবে আলোচনার যোগ্য, কিন্তু সেরূপ অবসর কোথায়? তাই দুই একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আভাস মাত্র প্রদান করিতেছি—প্রথম কথা হইল, আমরা আত্মাতে যে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; পরন্তু উহা মনের ধর্ম্ম; বিষয়-সম্বন্ধ মনের সহিত আত্মার সংযোগে উহার উৎপত্তি; সুতরাং, উহা অনিত্য। এ কথার উত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন—আচ্ছা, আত্মার সুখ-দুঃখাদি যদি মনঃসংযোগজন্যই হয়, তাহা হইলেও আত্মার ঐ সমস্ত গুণকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ কখনও সাবয়ব ভিন্ন নিরবয়ব বস্তুতে থাকে না, এবং থাকাও সম্ভব হয় না। অবশ্য, নৈয়ায়িকগণ শব্দ-গুণবিশিষ্ট আকাশকেও নিরবয়ব বলেন; কিন্তু উপনিষৎপ্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে যখন পঞ্চভূতকেই উৎপন্ন (জন্য) পদার্থ বলিয়াছেন; তখন শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে আকাশকেও গুণাশ্রয় নিরবয়ব দ্রব্যরূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না। অতএব আত্মাতে সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলেই সাবয়বত্বও স্বীকার করিতে হয়; অধিকন্তু, সাবয়ব দ্রব্যে যখনই কোনও গুণ উৎপন্ন হয়, অথবা তাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার কিছু না কিছু বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব আত্মার সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলে বিকারিত্বও স্বীকার করিতে হয়; বিকারিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হয়। বিকারশীল সাবয়ব বস্তুমাত্রই কতকগুলি অবয়বের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা হইলেই 'সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তাঃ' অর্থাৎ সংযোগের শেষ ফল হইতেছে—বিয়োগ; অবয়ব-বিয়োগই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস। বজ্র প্রভৃতি যে সমস্ত সাবয়ব বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে নিত্য বলিয়া এবং অবয়ব-সংযোগজাত নয়, এইরূপ মনে হয়; বস্তুতঃ সাবয়বত্ব নিবন্ধন সে সমস্ত বস্তুকেও সংযোগজ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং ঐ সমস্ত বস্তুও ইহার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মাও যদি দুঃখী (দুঃখাশ্রয়) না হইলেন, এবং তদ্ভিন্ন অপর কাহাকেও যখন দুঃখী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না, তখন সেই দুঃখশান্তির জন্য শাস্ত্রারম্ভের ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না; না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, অবিদ্যা-বশতঃ আত্মাতে দুঃখিত্বভ্রম অধ্যারোপিত হইয়াছে, তন্নিবৃত্তিই শাস্ত্রারম্ভের উদ্দেশ্য। যেমন ["দশমস্ত্বমসি"স্থলে] অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে কল্পিত দশমত্ব সংখ্যার অপূর্ণতাভ্রমনিবৃত্তির জন্য উপদেশের আবশ্যক হয়, (*) তেমনি এখানেও আত্মাতে কল্পিত দুঃখসম্বন্ধনিবৃত্তির জন্যও শাস্ত্রারম্ভের প্রয়োজন আছে। ১১

জলের মধ্যে যেরূপ সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাকৃত জগতের মধ্যেও যে, আত্মার প্রতিবিম্ববৎ উপলব্ধি বা প্রতীতি, তাহাই আত্মার প্রবেশ। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মার উপলব্ধি ছিল না, পশ্চাৎ স্থূল কার্য্য সৃষ্ট হইলে পর, বুদ্ধির অভ্যন্তরে তাহার উপলব্ধি হইল; এই কারণেই জলাদির মধ্যে সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বের ন্যায় কার্য্যস্বরূপ জগৎসৃষ্টির পর, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্টবৎ অনুভূত হন বলিয়া শ্রুতি-নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—'তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হই-লেন', 'তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন', 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইলেন', 'সেই দেবতা (পরমেশ্বর) আলোচনা করিলেন,—ভাল, আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [নাম ও রূপ বিস্তার

(*) তাৎপর্য্য—দশজন লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে পথে একটি ক্ষুদ্র নদী পাইল; নদীটী সন্তরণের সাহায্যে পার হইলে পর, তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, আমরা ঠিক দশ জনই পার হইতে পারিয়াছি? কিংবা কেহ নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে? তখনই গণনা আরম্ভ হইল। সকলেই অদ্ভুত পণ্ডিত। প্রত্যেকেই গণিবার সময় আপনাকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল; সুতরাং নয় জনের বেশী আর কিছুতেই হইল না, তখন তাহারা স্থির করিল যে, আমাদের মধ্যে দশম লোকটি নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সকলেই দশম ব্যক্তির শোকে কাঁদিয়া আকুল। অপর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের দুরবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়া দেখ, দশম মরে নাই; তখন তাহাদের একজন পূর্ব্ববৎ গণনা করিতে করিতে সেই নবম পর্য্যন্ত গণনা করিল, তখনই সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, 'দশমস্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই দশম। তখন তাহাদের দশম সংখ্যার অপূরণভ্রম বিদূরিত হইল।

করিব]' ইত্যাদি। [প্রবেশ শব্দের যেরূপ অর্থ বলা হইল, সেরূপ না হইলে,] সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার পক্ষে দিক্, দেশ ও কালের সহিত সংযোগ-বিয়োগাত্মক প্রবেশ কথনও উপপন্ন হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অতিরিক্ত যে, আর কেহ দ্রষ্টা আছেন, তাহাও নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহার অতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই', 'ইহার অতিরিক্ত আর কেহ শ্রোতা নাই' ইত্যাদি; এ সব কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রতিপাদন এবং সৃষ্ট জগতে ব্রহ্মের প্রবেশবোধক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, সে সমস্তের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি-গোচর করান। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মোপলব্ধিই পুরুষার্থ (পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন) বলিয়া শ্রুত হয়,—'আত্মাকেই জানিবে,' 'সেই ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন', 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন', 'সেই যে-কেহ পরমাত্মাকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান', 'আচার্য্যবান্ পুরুষ (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) তাঁহাকে জানেন', 'তাঁহার (ব্রহ্মদর্শীর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব' ইত্যাদি; এবং 'তাহার পর আমাকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া পশ্চাৎ আমাতে (ব্রহ্মে) প্রবেশ লাভ করেন,' 'তাহাই (জ্ঞানই) সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে', ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [জানা যায় যে, ব্রহ্মোপলব্ধিই প্রধান পুরুষার্থ বা তাহার সাধন]। বিশেষতঃ আত্মৈকত্বজ্ঞান-সমুৎপাদনেই যে, সৃষ্টি প্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা ভেদদর্শনের নিন্দা হইতেও প্রতিপন্ন হয়। অতএব, স্বসৃষ্ট জগতে তাঁহার উপলব্ধিই 'তাঁহার প্রবেশ' বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। ১২

'আ নখাগ্রেভ্যঃ'—নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আত্ম-চৈতন্য অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মাইবা সেখানে কি প্রকারে প্রবিষ্ট আছেন? তাহা বলিতেছেন—জগতে ক্ষুর যেমন ক্ষুরধানে—ক্ষুর যাহাতে রাখা হয়, তাহার নাম ক্ষুরধান—নাপিতের যন্ত্রাধার। ক্ষুর যেমন সেই ক্ষুরধানের মধ্যে নিবেশিত থাকে, অথবা বিশ্বম্ভর—অগ্নি, জগৎকে ভরণ (পোষণ) করে বলিয়া অগ্নির নাম বিশ্বম্ভর; কুলায় অর্থ—নীড় (বাসস্থান); অর্থাৎ অগ্নি যেরূপ বিশ্বম্ভর-কুলায়ে—কাষ্ঠ প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে; তজ্জন্যই কাষ্ঠঘর্ষণ করিলে তন্মধ্য হইতে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্ষুর যেমন ক্ষুরধানের একাংশে অবস্থান করে, এবং অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনি আত্মাও এই দেহকে সামান্য-বিশেষভাবে অর্থাৎ আংশিকভাবে ও সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে; কিন্তু সেই দেহমধ্যে শ্বাস—প্রাণব্যাপার ও দর্শনাদি ক্রিয়ার সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া

থাকে; এই জন্যই সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট প্রাণনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মাকে দর্শন করিতে পায় না। ১৩

ভাল, এখানে যখন দর্শনের কোন প্রসঙ্গই নাই, তখন 'তাহাকে দর্শন করে না' এই কথাটা ত অপ্রাপ্তপ্রতিষেধ হইল, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল না, তাহারই নিষেধ করা হইল? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না, সৃষ্টি-প্রভৃতি-প্রতিপাদক বাক্যগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—আত্মৈকত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করা; সুতরাং আত্মদর্শন এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে; এই জন্যই মন্ত্রেতে আছে—'তিনি প্রত্যেক বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া তত্তদ্রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন; লোকের বুদ্ধিগম্য হইবার জন্যই ইহার সেই রূপটি অভিব্যক্ত হইয়াছে' ইত্যাদি। কেন যে, প্রাণনাদি ক্রিয়াসহযোগে আত্মারই দর্শন হয়, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—যে হেতু, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মা অকৃৎস্ন—সমস্ত নয়, [সেই হেতুই অসম্যক্বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে]। প্রাণনাদিবিশিষ্ট আত্মা যে, অসম্পূর্ণ কেন, তাহাও বলিতেছেন—আত্মা কেবল প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। [বুঝিতে হইবে যে,] শুধু প্রাণধারণ কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়াই অর্থাৎ আত্মা প্রাণন করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হয়, কিন্তু অন্য ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বনিবন্ধন নহে। যেমন, যে ব্যক্তি ছেদন করে, তাহাকে 'লাবক' (ছেদক) বলে, আর যে লোক পাক করে, তাহাকে 'পাচক' বলে; ইহাও তদ্রূপ। অতএব অপরাপর ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে আত্মার অনুভূতি হয় না বলিয়াই ঐরূপ আত্মা অকৃৎস্ন বা অসম্পূর্ণ। ১৪

সেইরূপ বদন-ক্রিয়া করে বলিয়া—বাক্যোচ্চারণ করে বলিয়া বাক্; দর্শন করে বলিয়া চক্ষুঃ; চক্ষুঃ অর্থ দর্শনকারী—দ্রষ্টা; 'শৃণ্বন্'—শ্রবণ করে বলিয়া শ্রোত্র। "প্রাণন্ এব প্রাণঃ," আর "বদন্ বাক্" এই দুই কথায় আত্মাতে ক্রিয়া-শক্তির অভিব্যক্তি জ্ঞাপিত হইল। আর "পশ্যন্ চক্ষুঃ," ও "শৃণ্বন্ শ্রোত্রং" এই দুইটি কথায় জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব প্রদর্শন করা হইল; কেন না, নাম ও রূপ, এই দুইটাই জ্ঞানশক্তির বিষয় বা গ্রহণীয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষু হইতেছে—বিজ্ঞানোৎপাদনের উপায়, আর বিজ্ঞান হইতেছে নাম ও রূপের সাধন অর্থাৎ শ্রোত্র ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রথমে অনুভবাত্মক জ্ঞান জন্মে, তাহার পর সেই বিজ্ঞানই আবার নাম ও রূপ, এই দুইটা বিষয় গ্রহণ করে। জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু জ্ঞাতব্য পদার্থ নাই। সেই দুইটা বিষয় অনুভব করিতে হইলে চক্ষুঃ ও কর্ণ ভিন্ন আর কোনও সাধন বা উপায় নাই; কাজেই চক্ষুঃ ও কর্ণকে

নাম-রূপবোধের সাধন বলা হইতেছে। তাহার পর, ক্রিয়ামাত্রই নাম-রূপের সাহায্যে নিষ্পাদিত হয়, এবং প্রাণই সেই ক্রিয়ার আশ্রয়। সেই প্রাণাশ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তিতেও (প্রকাশনেও) বাগিন্দ্রিয়ই কারণ; হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম; কেবল উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপে বাগিন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাই যে ব্যাকৃত সমষ্টি বা সৃষ্টিসমষ্টি, তাহা 'ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম' এই শ্রুতিতেও বলিবেন। এইরূপ 'মন্বানঃ'—মনন করে—ভালমন্দ চিন্তা করে বলিয়া 'মনঃ' নামে অভিহিত হয়। যাহা দ্বারা মনন করা হয়, এইরূপ অর্থানুসারে সর্ব্ববিধ জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণকেও 'মনঃ' বলা হইয়া থাকে; কিন্তু পুরুষ সেরূপ অর্থে 'মনঃ' শব্দবাচ্য নহে, পরন্তু তিনি নিজে মনন-কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া 'মনঃ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৫

[এই যে সমস্ত নাম উল্লিখিত হইল,] সেই প্রাণাদি সমস্ত নামই এই আত্মার কর্ম্ম-নাম, অর্থাৎ নিশ্চয়ই কর্ম্মানুযায়ী নাম, কিন্তু কোনটাই প্রকৃত শুদ্ধ আত্মবস্তুর বোধক নহে। আত্মা যথোক্তপ্রকার প্রাণনাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত প্রাণাদি নাম এবং তদনুরূপ রূপে অভিব্যক্ত হইলেও—সূচিত হইলেও, ঐ সমস্ত নাম দ্বারা প্রকৃত আত্মবস্তুর যথাযথ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। অতএব, যে লোক উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টিরূপে গ্রহণ না করিয়া একএকটিকে—শুধু প্রাণ বা চক্ষু ইত্যাদি এক এক অংশ বিশিষ্টকেই 'ইহাই আত্মা' বলিয়া মনে মনে উপাসনা করে—চিন্তা করে, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়াবিশিষ্টের অনুসন্ধান করে না, বস্তুতঃ সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। কারণ? যেহেতু ঐরূপ এক একটি মাত্র গুণযুক্ত আত্মা অকৃৎস্ন অর্থাৎ উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টি হইতে পৃথগ্ভূত—এক একটিমাত্র গুণে বিশেষিত আত্মা পূর্ণ আত্মা নহে; কারণ, অপর ক্রিয়াসমুদয়ের চিন্তা না থাকায় উহা আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপ হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, উপাসক যে পর্য্যন্ত এইরূপ—'দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা ও স্পর্শকর্ত্তা' ইত্যাদি প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে চিন্তা করেন, তিনি সে পর্য্যন্ত ঠিক যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারে না। ১৬

ভাল, কিরূপে দর্শন করিলে আত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আত্মা'-রূপে [অর্থাৎ ব্যাপকরূপে দর্শন করিলেই জানিতে পারে]। ইতঃপূর্ব্বে যাহার সম্বন্ধে প্রাণাদি যে সমস্ত বিশেষণ বা কর্ম্মনাম উক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই সমস্ত বিশেষণের ব্যাপক বলিয়া এখানে 'আত্মা' নামে অভিহিত

হইতেছেন (১)। সেই আত্মা সমস্ত বিশেষণব্যাপী বলিয়া কৃৎস্ন—পূর্ণ। কেন না, তিনি স্বীয় স্বভাববলেই প্রাণাদি বিশেষ বিশেষ উপাধির ক্রিয়াজনিত সমস্ত বিশেষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; [কাজেই তিনি কৃৎস্ন বা পূর্ণ]। ইতঃপর 'যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন' ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই বলা হইবে। অতএব, তাঁহাকে আত্মারূপেই উপাসনা করিবে; ঐরূপ উপাসনা করিলেই যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐরূপ চিন্তা করিলেই আত্মার পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় কেন? সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—যেহেতু, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধ বস্তুভূত এই আত্মাতে—জলে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্বসমূহ যেরূপ সূর্য্যে মিশিয়া এক হয়, তদ্রূপ প্রাণাদি-উপাধিজনিত কর্ম্মজ প্রাণাদি-নাম-বাচ্য যে সমস্ত বিশেষ বা ভেদসমূহ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এক হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। ১৭

[লোকে যখন আপন ইচ্ছামত 'আত্মারূপে' আত্মার উপাসনা করিতে পারে, তখন আত্মোপাসনারও] পাক্ষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, অতএব 'আত্মা ইত্যেব উপাসীত' এই বাক্যোক্ত উপাসনাবিধিটি 'অপূর্ব্ববিধি' হইতে পারে না, অর্থাৎ ইহা লোকের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশক বিধি হইতে পারে না। 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ' 'কোনটি আত্মা? না, এই যাহা বিজ্ঞানময়', আত্মপ্রতি-পাদক এই সমস্ত শ্রুতিতেই আত্মবিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ রহিয়াছে; সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ত অনাত্মাভিমান এবং কারক ও ক্রিয়াফলারোপাত্মক অবিদ্যাও অপনীত হইয়া যাইতে পারে। অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে আর কামাদি দোষেরও উৎপত্তি-সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং কামাদি দোষ নিবৃত্তি হইয়া গেলে অনাত্মবিষয়ক চিন্তাও আর আসিতে

(১) তাৎপর্য্য—'আত্মা' শব্দটি 'অত্' ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অত্' ধাতুর অর্থ—সতত গমন বা সর্ব্বব্যাপিত্ব; সুতরাং 'আত্মা' শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যিনি সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, তিনিই আত্মা। এইরূপ যোগার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'প্রাণ','বাক্' ও 'শ্রোত্র' প্রভৃতি এক একটি কর্ম্ম-নামে আত্মার যেসমস্ত আংশিক ভাব প্রকটিত হয়, এক আত্মারূপে সেই সমস্ত ঔপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি আত্মায় ক্রোড়ীকৃত হয়। এই জন্য এক একটি বিশেষ ভাব ধরিয়া উপাসনা করিলে আত্মার ঠিক সম্পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় না; পরন্তু 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করিলেই ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ভাবগুলি গ্রহণ করা হয়; কারণ, আত্মা ত ঐ সমস্ত ভাবেরই সমষ্টিবিশিষ্ট।

পারে না; কাজেই অবশিষ্ট আত্মবিষয়ক চিন্তাই পাওয়া যায়। অতএব, এই মতে আত্মোপাসনার জন্য আর বিধির আবশ্যক হইতে পারে না; কারণ, উহা প্রমাণান্তর দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; [অথচ অপ্রাপ্ত বিষয় ভিন্ন, প্রাপ্তবিষয়ে কখনই অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে না] (২)। ১৮

[অপূর্ব্ববিধিবাদী পুনশ্চ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন]—থাকুক,—আত্মোপাসনার প্রাপ্তি পাক্ষিক বা নিত্য, এ কথা রাখিয়া দাও। এটি কিন্তু অপূর্ব্ববিধিই হওয়া উচিত; কারণ, জ্ঞান ও উপাসনা যখন একই বস্তু, তখন উহা নিশ্চয়ই অপ্রাপ্ত; বিশেষতঃ "ন স বেদ" (সে লোক জানে না), এই কথা বলার পর অর্থাৎ 'বেদনে'র প্রসঙ্গে যখন "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" (আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে) বলা হইয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'বেদন' ও 'উপাসনা' শব্দের একই অর্থ। তাহার পর, 'ইহা দ্বারা (আত্মবিজ্ঞান দ্বারা) এই সমস্ত জগৎ জানা যায়,' 'আত্মাকেই জানিয়াছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিজ্ঞান ও উপাসনার একত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথোক্ত বিজ্ঞান যখন অন্য কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তখন তদ্বিষয়ে অবশ্যই বিধি হইতে পারে। [আর [বিধি ব্যতীত] কেবলই বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করিলে, তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না; অতএব ইহা 'অপূর্ব্ব-বিধি'ই বটে। বিশেষতঃ কর্ম্মবিধির অনুরূপ বলিয়াও [ইহাকে অপূর্ব্ববিধি' বলিতে হইবে]। কারণ, 'যজেত' (যজ্ঞ করিবে), 'জুহুয়াৎ' (হোম করিবে) ইত্যাদি কর্ম্ম-বিধায়ক বাক্যের সঙ্গে আত্মো-

---

(২) তাৎপর্য্য—যাহা দ্বারা লোককে কার্য্যবিশেষে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করা হয়, তাহার নাম 'বিধি'। ইহাই বিধির সামান্য লক্ষণ। বিধি প্রথমতঃ চারি প্রকার—(১) অপূর্ব্ব-বিধি, (২) নিয়মবিধি (৩) পরিসংখ্যাবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি। তন্মধ্যে, অন্য কোন প্রকারে যাহা জানিতে পারা যায় না, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ের জ্ঞাপক যে বিধি, তাহার নাম 'অপূর্ব্ববিধি', ইহার নামান্তর উৎপত্তিবিধি। আর যেরূপ কার্য্য লোকের জানা আছে, এবং ইচ্ছা করিলে করিতেও পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে, সেরূপ নিয়মবোধক (অবশ্যকর্ত্তব্যতাজ্ঞাপক) বিধির নাম নিয়ম-বিধি।

যেখানে বিধিবিভক্তি থাকিলেও বিধির প্রাধান্য থাকে না, পরন্তু নিষেধেই তাৎপর্য্য অবধারিত হয়, তাহার নাম পরিসংখ্যা। যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" অর্থাৎ পঞ্চনখযুক্ত পাঁচপ্রকার প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে, এইস্থলে ভক্ষণ না করাই বাক্যের উদ্দেশ্য; যদি ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে ঐ পাঁচপ্রকার ভিন্ন কোন প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে না।

আর যে বিধিতে কেবল ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রণালীমাত্র কথিত হয়, তাহার নাম প্রয়োগবিধি। মন্ত্রাদির বিনিয়োগ নির্দ্দেশ করাও প্রয়োগবিধির অন্তর্গত।

পাসনা-বিধায়ক "আত্মেত্যেব উপাসীত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধি-গুলির কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝা যাইতেছে না; [অতএব ইহা অপূর্ব্ববিধিই বটে]। ১৯

বিশেষতঃ বিজ্ঞান কথার অর্থ মানস ক্রিয়া, তজ্জন্যও [এখানে অপূর্ব্ববিধিই স্বীকার করিতে হইবে]। যেমন, যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ (যজ্ঞীয় দ্রব্য) গ্রহণ করিতে হয়, বষট্কার করিবার পূর্ব্বেই ('হবিঃ ত্যাগের অগ্রেই) তাহাকে মনে মনে চিন্তা করিবে' ইত্যাদি মানসী ক্রিয়ার (শুধু চিন্তাত্মক ক্রিয়ার) বিধান হইয়া থাকে, তেমনি 'আত্মা-ইত্যেব উপাসীত" "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি স্থলেও জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াই বিহিত হইতেছে। আর 'বেদন' ও 'উপাসনা' শব্দের যে, একই অর্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। বিশেষতঃ অপূর্ব্ববিধির অঙ্গস্বরূপ যে, 'ভাবনা' নামক অংশত্রয়, তাহাও এখানে উপপন্ন হইতেছে। দেখ, 'যজেত' (যজ্ঞ করিবে), এই ভাবনা স্থলে (ভাবনা অর্থ—ফলোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপারবিশেষ।) যেমন সাধন ও ফলাদি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার নিবারক—'কিং? কেন? ও কথম্?' অর্থাৎ কি ফল কি উপায়ে এবং কি প্রকারে উৎপাদন করিবে? এই তিনটি অংশের প্রতীতি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি "উপাসীত" এই বিধীয়মান 'ভাবনা'তেও কাহার উপাসনা করিবে? এবং কি প্রকারে করিবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই আকাঙ্ক্ষা অপনয়নের নিমিত্তই, 'ব্রহ্মচর্য্য, শম দম, উপরতি ও তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতিকর্ত্তব্যতা সমন্বিত' ও 'ত্যাগী হইয়া মনের দ্বারা আত্মার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে বিধির অপেক্ষিত সেই অংশত্রয় প্রদর্শিত হইতেছে। ২০

[ইহার উদাহরণ রূপে বলা যাইতে পারে যে,] 'দর্শ পূর্ণমাস' যাগের সমস্তটা প্রকরণই যেমন দর্শ-পূর্ণমাস যাগের বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, ঠিক তেমনি উপনিষদের আত্মোপাসনা-প্রকাশক সমস্ত প্রকরণটাই আত্মো-পাসনার বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর "নেতি নেতি" (ইহা নহে, ইহা নহে), 'স্থূল নহে' 'নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়' এবং 'তিনি অশনায়াদির অতীত' এই বাক্যগুলিরও কেবল উপাস্য আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য; ইহার ফল অবিদ্যানিবৃত্তি অথবা মুক্তিলাভ। ২১

অপর সকলে আবার বলিয়া থাকেন যে, ['আত্মেত্যেবোপাসীত' এই বাক্যের অর্থ—] উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয়ে এক প্রকার স্বতন্ত্র জ্ঞান সমুৎপাদন করিবে। সেই জ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়, এবং তাদৃশ জ্ঞানই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে; কিন্তু কেবলই বেদবাক্যলব্ধ আত্মবিষয়ক

জ্ঞান অবিদ্যা-নিবারণে কিংবা আত্মার স্বরূপ-প্রকাশনে কখনই সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে—'বিশেষরূপে জানিয়া শেষে প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) লাভ করিবে, আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন ('ধ্যান বিশেষ) করিবে, অবশেষে দর্শন করিবে', 'আত্মার অনুসন্ধান করিবে, এবং সেই আত্মাকে জানিতে হইবে' ইত্যাদি। ২১

[পর পর দুইটি মত উল্লেখ করিয়া, সিদ্ধান্তবাদী এখন প্রথম মতটি খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন (১)—] না,—স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় প্রথমোক্ত পক্ষটি সঙ্গত হইতেছে না। "আত্মেত্যেবোপাসীত" এটি কখনই 'অপূর্ব্ববিধি' নহে। কারণ? যেহেতু, আত্মার স্বরূপপ্রকাশক ও অনাত্ম-প্রতিষেধক বাক্য হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, এখানে তদতিরিক্ত এমন কোনও বিষয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহা মানস কিংবা বাহ্যরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে। সেখানেই বিধির সার্থকতা হয়, যেখানে বিধিবাক্য শ্রবণের পর, শাব্দজ্ঞান ছাড়া আরও কিছু অনুষ্ঠানযোগ্য প্রতীতিগম্য হয়; যেমন—'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস'নামক দুইটি যাগ করিবে', ইত্যাদি স্থলে (২)। সেখানে 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' যাগের বিধায়ক বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, শুধু

---

(১) তাৎপর্য্য—"আত্মেত্যেব উপাসীত" বাক্যটি লইয়া প্রথমতঃ দুইটি পক্ষ দাঁড়াইল—এক পক্ষ বলিতেছেন—এটা অপূর্ব্ববিধি, আত্মোপাসনাই তাহার বিধেয়; সুতরাং আত্মার উপাসনায় লোককে প্রবৃত্ত করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য। অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, না, "আত্মেত্যেবোপাসীত" বাক্যে আত্মোপাসনার বিধান করা হয় নাই, পরন্তু বাক্যজনিত জ্ঞানের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। অপর অভিপ্রায় এই যে, সাক্ষাৎ শ্রুতি-বাক্য হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরোক্ষ—শাব্দ জ্ঞান, তাহা দ্বারা কাহারো প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, এবং আত্মারও স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় না। পরন্তু সেই সমস্ত বাক্যজন্য জ্ঞান হইতে যে স্বতন্ত্র একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ এবং সেই জ্ঞানলাভের জন্যই এখানে অপূর্ব্ববিধির আবশ্যকতা হইতেছে। এ পক্ষের অনুকূলে প্রমাণ এই যে, "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে 'বিজ্ঞায়' শব্দে শব্দজ্ঞানের কথা বলিয়া পুনশ্চ 'প্রজ্ঞাং' কথায় প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপদেশ করা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—বিধিবাক্যের বিশেষত্ব এই যে, বিধিবাক্য শ্রবণের পর শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রথমে শ্রোতার হৃদয়ে একটি শাব্দ জ্ঞান (বাক্যার্থ জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহার পর সেই বিধিবাক্যটি যে কার্য্যের উপদেশ দিতেছে, সেই বিষয়ে নিজের অধিকার আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে বিচার উপস্থিত হয়; যদি বুঝিতে পারে যে, অধিকার আছে, তবে বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আর অধিকার না থাকিলে, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব

সেই জ্ঞানমাত্রই দর্শ-পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠান নহে, অর্থাৎ কেবল ঐ বিধিবাক্য জানিলেই যে, দর্শপূর্ণমাস-যাগের ফললাভ হয়, তাহা নহে, পরন্তু উহার ফল অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ; সেই অনুষ্ঠানও আবার শ্রোতার অধিকারাদি-সাপেক্ষ। আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানভিন্ন সেখানে 'দর্শপূর্ণমাসাদি' যাগের ন্যায় আর কিছুই কর্ত্তব্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না; কেন না, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যলব্ধ জ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষকে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যাধিকার হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেয়। আর বিধি-নিষেধরহিত (উদাসীন) বাক্য হইতে কখনই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ অব্রহ্মভাব ও অনাত্ম-বুদ্ধি বিদূরিত করাই "তৎ ত্বমসি" "একমেব অদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য; অথচ তাদৃশ অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান অপনীত হইলে পর, কখনই লোকের কর্ত্তব্য-চেষ্টা জন্মিতে পারে না; কারণ, উহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন; [কাজেই অবিদ্যানিবৃত্তির পর আর লোকের চেষ্টা আসিতে পারে না]। ২৩

যদি বল, কেবল বাক্যজনিত জ্ঞানেই অব্রহ্মভাব ও অনাত্মবুদ্ধি কখনই অপনীত হইতে পারে না। [তদুত্তরে বলি যে,] না, সে কথাও বলা চলে না; কারণ, 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমি তৎস্বরূপ), "নেতি নেতি" (ইহা নহে—ইহা নহে), "আত্মৈব ইদম্" (এ সমস্তই আত্মস্বরূপ), "একমেব অদ্বিতীয়ম্" (নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়), "ব্রহ্ম বৈ ইদমমৃতং পুরস্তাৎ" (অগ্রে এই জগৎ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল), "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" (এতদতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই), "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" (তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সে কথা বলিয়া দিতেছেন। যদি বল, এ সমস্ত বাক্যই "দ্রষ্টব্যঃ" এই দৃষ্টিবিধির বিষয়-সমর্পক, অর্থাৎ দর্শনের কর্ম্মপদার্থ নির্দ্দেশক; [তদুত্তরে বলি যে,] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'দ্রষ্টব্য' বাক্যে বিধি-কল্পনার স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন নাই; কেন না, আত্মার স্বরূপজ্ঞাপক 'তৎ ত্বমসি'

বিধিবাক্য স্থলে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই শেষ হয় না, তদনুরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানও শ্রোতার আবশ্যক হয়; কিন্তু যেখানে সেরূপ কোনও কর্ত্তব্যের উপদেশ নাই, কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই বাক্যের পরিসমাপ্তি হয়, সেখানে বিধিপ্রত্যয় (লিঙ্) থাকিলেও বিধি কল্পনা করা যাইতে পারে না। দর্শ ও পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগের বিধিবাক্য দেখিলেই এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হইতে পারে।

প্রভৃতি বাক্য হইতে যখন বাক্যশ্রবণের সঙ্গেসঙ্গেই আত্মবিষয়ে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন 'দ্রষ্টব্য' বিধি অনুসারে ত আর কিছুই অনুষ্ঠেয় অবশিষ্ট থাকে না; এই উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক]॥ ২৪

যদি বল, বিধি ব্যতীত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপমাত্র বর্ণনা করিলে তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; [অতএব বিধির আবশ্যক হইতেছে];—না, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য-শ্রবণেই যখন আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন বল দেখি, কৃত বিষয়ের পুনর্ব্বার করণ (অনুষ্ঠান) হইতে পারে কি প্রকারে? যদি বল, শুধু আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিলেও তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; [সুতরাং লোকপ্রবৃত্তির জন্য বিধির আবশ্যক; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়; আত্মবোধক বাক্য শ্রবণেও যেমন বিধির অভাবে তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তেমনি স্বতন্ত্র বিধি না থাকিলে বিধিবাক্য শ্রবণেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কাজেই তাহার জন্যই আবার পৃথক্ বিধির আবশ্যক; এইরূপ সেই বিধিবাক্যার্থ শ্রবণেও [স্বতন্ত্র বিধিকল্পনার আবশ্যক হয়], এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইতে পারে॥ ২৫

যদি বল, বাক্যার্থ-ভাবনা-জনিত যে স্মৃতিধারা অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞান, তাহা বাক্যশ্রবণজাত জ্ঞান হইলেও বিধির আবশ্যক হয় না; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যশ্রবণে যেই মুহূর্ত্তে আত্ম-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, উক্ত জ্ঞানটি ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়াই সমুৎপন্ন হয়; সুতরাং আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, বিভিন্নাকার অনাত্ম-বস্তুবিষয়ে জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অজ্ঞানমূলক স্মরণাত্মক জ্ঞান, তাহারও আর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না। অনর্থত্বজ্ঞানও ঐরূপ স্মৃতি-সমুৎপত্তির প্রতিবন্ধক; কেন না, আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অনাত্মবস্তুমাত্রই অনর্থ (জীবের অপ্রার্থনীয়—দুঃখকর) বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কারণ, অনাত্ম বস্তুমাত্রই অনিত্য, অশুচি ও দুঃখাদি বহুতর দোষের আকর; পক্ষান্তরে, আত্মা উহার সম্পূর্ণ বিপ-রীত; কাজেই আত্মজ্ঞান উদিত হইলে, পূর্ব্বানুভূত অনাত্মবস্তুগুলি আর স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে না; সুতরাং তখন তাহার পক্ষে কেবল অবশিষ্ট আত্মবিষয়ে স্মৃতিধারার উদয়ই স্বাভাবিক; তজ্জন্য আর বিধিকল্পনার আবশ্যক হয় না। বিশে-

যতঃ শোক-মোহাদি দোষনিচয় স্বতই ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রসূত; আর আত্ম-বিষয়ক স্মৃতিধারা হইতেছে সেই শোক, মোহ, ভয়, শ্রম ও দুঃখাদি সমস্ত দোষের নিবর্ত্তক। দেখ, শ্রুতিও সে কথা বলিতেছেন—'আত্মদর্শন হইলে পর, তাহার আর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' আত্মজ্ঞ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না', 'হে জনক, তুমি অভয় (ব্রহ্ম) লাভ করিয়াছ', 'হৃদয়ের গ্রন্থি—কামরাগাদি-দোষ নষ্ট হইয়া যায়' ইত্যাদি। ২৬

ভাল, তাহা হইলেও, নিরোধ ত ইহা হইতে অতিরিক্তই বটে,—অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিনিরোধ যখন বেদবাক্যজনিত আত্ম-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ পদার্থ, এবং অপরাপর শাস্ত্রেও যখন উহার কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত আছে, তখন উহার জন্য ত বিধির আবশ্যক হয়? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের মোক্ষসাধনত্ব বোঝা যায় না; কেন না, বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু যে, পরমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধন আছে বা থাকিতে পারে, তাহা ত দেখা যায় না; কেন না, 'আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন, 'তাহাতেই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন' 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' 'সেই যে কেহ পরব্রহ্মকে জানেন, তিনিও ব্রহ্মই হন', 'উপযুক্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই জ্ঞানলাভ করেন,' 'তাহার সেই পরিমাণই বিলম্ব' 'যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিও অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে এ কথা জানা যাইতেছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনন্যসাধনত্বও ইহার অপর হেতু,—আত্মজ্ঞান ও তদ্বিষয়ক স্মৃতিধারা (চিন্তাপ্রবাহ) ব্যতীত, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের যে, অপর কোনও উপায় আছে, তাহাও নহে; (পরন্তু উহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের একমাত্র উপায়)। আর চিত্তবৃত্তিনিরোধের যে, মোক্ষসাধনতা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অভ্যুপগম বা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই মোক্ষসাধন আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ২৭

বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষা না থাকাতেও এখানে 'ভাবনা' বা বিধিকল্পনা সম্ভব হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে,—"যজেত" ইত্যাদি ক্রিয়াবিধিস্থলে যেরূপ 'কি, কিসের দ্বারা? এবং কি প্রকারে? এই তিনটি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া, ফল, ফল-সাধন (যাহা দ্বারা ফল লাভ হয়) ও তাহার অনুষ্ঠানপ্রণালীর নির্দ্দেশ দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষার অপনয়ন করা হইয়া থাকে, তেমনি এখানে এই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানবিধিতেও ঐ সমস্ত নিয়মই উপপন্ন হইতে পারে। না,—সে কথাও সঙ্গত হয় না; কেন না, 'তিনি নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' 'তুমি

তৎস্বরূপ' 'ইহা নয়—ইহা নয়' 'তিনি বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিত' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থবোধের সমকালেই সর্ব্ববিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বিধি দ্বারা প্রেরিত (নিয়োজিত) হইয়াই লোকে বাক্যার্থশ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ, তাহা হইলে বিধির জন্যও আবার অপর বিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং এইরূপে যে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়; এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যে যে, কোন বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও নয়; কারণ, ঐ সমস্ত বাক্য কেবল আত্মবস্তুর স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ২৮

ভাল, ঐ সমস্ত বাক্য যদি কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র-প্রকাশক হয়, তাহা হইলে ত ঐ সমস্ত বাক্যের প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না, আর যদি এরূপ বাক্যেরও প্রমাণ্য হয়, তাহা হইলে, 'তিনি (অগ্নি) রোদন করিয়াছিলেন; তিনি, যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ রুদ্রসংজ্ঞার কারণ' ইত্যাদি স্থলে যেমন শুধু বস্তু-স্বরূপমাত্র কথিত হওয়ায় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়াছে, তেমনি আত্মস্বরূপপ্রকাশক বাক্যগুলিরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে? এ কথা যদি বল, তদুত্তরে আমরা বলি যে, না,—অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর স্বরূপকথন কিংবা ক্রিয়া-কথন কখনই বাক্যের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের কারণ নহে; তবে কি? না, নিশ্চিতফলক বিজ্ঞানোৎপাদকত্বই [বাক্য প্রামাণ্যের কারণ।] যে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মায়, তাহা প্রমাণ, আর যে বাক্য তাহা জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ। ২৯

অপিচ, মহাশয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে সমস্ত বাক্যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত বাক্যে নিশ্চয়াত্মক সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় কি না? যদি সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর ঐ সমস্ত বাক্যজাত বিজ্ঞান হইতে যে, সংসারের বীজভূত শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দোষনিবৃত্তিরূপ ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কি দেখিতেছ না? এবং 'তখন আত্মৈকত্বদর্শীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' 'হে ভগবন্, আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই জানি, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানি না, সেই আত্মজ্ঞানবিহীন আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি। সেই আমাকে আপনি শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন' এই জাতীয় শত শত শ্রুতিবাক্যও কি শুনিতেছ না? [এখন জিজ্ঞাসা করি—] "সোঽরোদীৎ"

ইত্যাদি বাক্যে এবংবিধ সফল বিজ্ঞান আছে কি? যদি না থাকে, তবে অপ্রামাণ্য হউক; ঐ জাতীয় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইলেও, যে সকল বাক্য সফল ও অসন্দিগ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিতেছে, সে সকল বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর যদি সফল ও অসন্দিগ্ধ জ্ঞানোৎপাদক ঐ সমস্ত বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যের উপরই বা প্রামাণ্যের বিশ্বাস কি?। ৩০

যদি বল, দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যগুলি লোকের ক্রিয়াপ্রবৃত্তির অনুকূল জ্ঞান জন্মায়, এইজন্য প্রমাণ, কিন্তু আত্মবিজ্ঞাননিরূপক বাক্যে লোকের প্রবৃত্তি-জনক কোন জ্ঞানের উপদেশ করে না, এই কারণে অপ্রমাণ; হাঁ, এ কথা সত্য; কিন্তু তথাপি উক্ত দোষ এখানে হইতেছে না; কারণ, এখানে প্রামাণ্যের কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রামাণ্যের কারণ, পূর্ব্বে যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই, তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে; [সুতরাং যখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মাই-তেছে, এবং তাহার ফলও যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অপ্রামাণ্য হইবে কেন?] বিশেষতঃ আত্ম-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে, সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তির বীজভূত অবিদ্যার নিবৃত্তিক্ষম জ্ঞানমাত্র সমুৎপাদন করে, ইহা ত সে সমস্ত বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ; সুতরাং কখনই অপ্রামাণ্যের কারণ হইতে পারে না। ৩১

[এখন দ্বিতীয় বাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন—] আরও যে বলা হইয়াছে— "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যাদি বাক্যের কেবল শব্দার্থজ্ঞানই অর্থ নহে, পরন্তু উপাসনা-প্রতিপাদনও উহাদের আর একটি অর্থ। সে কথা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও [বাদীর অভিপ্রেত] অপূর্ব্ববিধি উহার অর্থ নহে; পরন্তু পক্ষে প্রাপ্ত বলিয়া বরং নিয়মার্থতাই (নিয়মবিধি) হইতে পারে, অর্থাৎ "আত্মেত্যেব উপাসীত" বাক্যে উৎপত্তিবিধি না হইয়া বরং নিয়মবিধিই কল্পিত হইতে পারে। ভাল, উপাসনার পাক্ষিক প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? যেহেতু, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মবিষয়ক যে, বিজ্ঞানপ্রবাহ, 'পারিশেষ্য' নিয়মানুসারে তাহাত নিত্য-প্রাপ্তই বটে। (১) হাঁ, যদিও একথা সত্য হউক, তথাপি, যে প্রাক্তন কর্ম্মফলে বর্ত্তমান শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল ত সুনির্দ্দিষ্ট,

(১) তাৎপর্য্য—পারিশেষ্য অর্থ—যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, তন্মধ্যে অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে, যেটী অবশিষ্ট (অনিষিদ্ধ) থাকে, ফলে ফলে তৎসম্বন্ধেই যে, বিধি-নিষেধাদি পর্য্যবসিত হওয়া, তাহা। এস্থলেও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা যখন আত্মজ্ঞানের বা মুক্তিপথের বিরোধী, তখন তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে

অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে ও যে পরিমাণে হইবার নিয়ম বা ব্যবস্থা আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না; অতএব, নিক্ষিপ্ত বাণ-গতির ন্যায় ফল-প্রদানে প্রবৃত্ত সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের বলবত্তা-নিবন্ধন সাধারণতঃ তদনুরূপই লোকের বাচিক, কায়িক ও মানসিক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে প্রবৃত্তি না হইতেও পারে, কাজেই জ্ঞানপ্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্যকে পাক্ষিক (পক্ষে) প্রাপ্ত বলা যায়। এই কারণেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পদ্ অবলম্বন দ্বারা আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহকে কেবল নিয়মিত ও সুদৃঢ় মাত্র করিতে হয়, কিন্তু নূতন করিয়া আর উৎপাদন করিতে হয় না; কারণ, উহা ত প্রকারান্তরে প্রাপ্তই আছে; প্রাপ্ত বিষয়ে যে, অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে না, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] প্রকারান্তরে লব্ধ আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান-প্রবাহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাদৃশ নিয়ম করাই "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য; কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ এখানে সম্ভবপর হইতে পারে না। ৩২

ভাল, ["আত্মেত্যেবোপাসীত", এই শ্রুতিতে যে উপাসনার কথা আছে,] ইহা ত অনাত্মবস্তুর উপাসনা; কারণ, 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন 'প্রিয়'—এই বলিয়াই উপাসনা করিবে' ইত্যাদি স্থলে প্রিয়াদি গুণই উপাস্য নহে, তবে কি? না, প্রিয়াদি-গুণবিশিষ্ট প্রাণপ্রভৃতিই সেখানে উপাস্য; তেমনি এখানেও আত্ম-শব্দের পর 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, আত্ম-গুণবিশিষ্ট অপর কোনও অনাত্মবস্তুরই উপাসনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বাক্যে সত্য সত্যই আত্মোপাসনার কথা আছে, সে সমস্ত বাক্যের সহিত এই বাক্যের বৈলক্ষণ্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহার পরেও বলিবেন যে, 'আত্মরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে' ইতি। সেখানে আত্মশব্দের পর দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকায় আত্মোপাসনাতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য; কিন্তু এই "আত্মেতি+এব+উপাসীত" শ্রুতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির উল্লেখ নাই, অথচ আত্মা শব্দের পরেই 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখানে আত্মা উপাস্য নহে, পরন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মগুণই উপাস্য। না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, বাক্যের শেষাংশে আত্মারই উপাস্যত্ব প্রতীত হইতেছে; এই বাক্যেরই শেষভাগে আত্মাই উপাসনীয়রূপে

না,—নিষিদ্ধ হইল; সুতরাং কেবল আত্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিতেছে, কাজেই তাহাকে নিত্যপ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা 'এই যে, আত্মা, ইনিই সকল উপাসকের পদনীয় (প্রাপ্তব্য)', 'এই যে, আত্মা, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণ' 'আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন' ইতি। ৩৩

যদি বল, ভূতানুপ্রবিষ্ট আত্মার দর্শন যখন প্রতিবিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার ত আর উপাস্যত্বই হইতে পারে না; অর্থাৎ "তং ন পশ্যন্তি" (তাহাকে দর্শন করে না) ইত্যাদি বাক্যে ['তং'পদে] আত্মার নির্দ্দেশ করিয়া সেই প্রবিষ্ট আত্মারই দর্শনযোগ্যতা নিষেধ করা হইয়াছে; অতএব কিছুতেই আত্মার উপাস্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, "তং ন পশ্যন্তি" শ্রুতিতে যে, দর্শনের নিষেধ, তাহা আত্মার উপাস্যত্ব নিবারণের জন্য নহে; পরন্তু উহার অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপে যাহারা আত্মার উপাসনা করে, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মার উপাসনা করে না; এইজন্যই তাদৃশ অকৃৎস্নভাবে দর্শনের প্রতিবেধ করা হইয়াছে; এবং এইজন্যই প্রাণনপ্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। আর সত্য সত্যই যদি আত্মোপাসনা শ্রুতির অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'অতএব এক একটি বিশেষণবিশিষ্ট আত্মা অকৃৎস্ন বা অপূর্ণ' ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি এক একটি মাত্র ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে অকৃৎস্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোনই আবশ্যক হইত না; বরং উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, এক একটি করিয়া এই সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত আত্মাই কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সেই কৃৎস্ন আত্মাই জীবের অবশ্য উপাসনীয়। ৩৪

আরও যে, বলা হইয়াছে, এই আত্ম-শব্দের পর যে, একটি 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে,—যথার্থ আত্মতত্ত্ব কখনই আত্ম-শব্দ ও আত্ম-প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহা জ্ঞাপন করা। তাহা না হইলে, শ্রুতি কেবল "আত্মানমুপাসীত" অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, শুধু এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন; তাহাতেই ফলে ফলে আত্মার শব্দ-বেদ্যত্ব ও প্রত্যয়গম্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত, [ইতি-শব্দ প্রয়োগের কিছুই আবশ্যক হইত না]। অথচ 'নেতি নেতি' 'বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে' 'ব্রহ্ম নিজে অবিজ্ঞাত, অথচ বিজ্ঞাতা', 'বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনই শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। আর "আত্মানমেব উপাসীত" এই যে, ইতি-শব্দ বর্জ্জিত আত্মোপাসনার বিধান; বুঝিতে হইবে, অনাত্মোপাসনার

লোকের আসক্তি নিবারণ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং ইহা কথনই উপাসনাবিধায়ক স্বতন্ত্র বাক্য নহে, [ইহা সেই পূর্ব্ববাক্যেরই অনুকূল—ভাব-প্রকাশক মাত্র]। ৩৫

আচ্ছা, আত্মাও যেরূপ অবিজ্ঞাত, অনাত্মাও ঠিক সেইরূপই অবিজ্ঞাত; সুতরাং উভয়ই তুল্য; কাজেই আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই জ্ঞাতব্য বিষয়; এমত অবস্থায় "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" শ্রুতি অনুসারে কেবল আত্মোপাসনাতেই যত্ন করিতে হইবে, অনাত্মোপাসনাতে নহে, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই এই প্রস্তাবিত আত্মাই পদনীয় অর্থাৎ উপাসকের একমাত্র প্রাপ্তব্য; তদ্ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্তব্য নহে। শ্রুতির 'অস্য সর্ব্বস্য' শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে—নির্দ্ধারণ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে। "যৎ অয়ম্ আত্মা" অর্থ—যাহা এই আত্মতত্ত্ব। ভাল, তাহা হইলে, আর কিছুই কি জ্ঞাতব্য নাই? না, সে কথাও নয়; তবে কি না, অপর সমস্ত বস্তু জ্ঞাতব্য হইলেও সে সমুদায়ের জন্য আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, এই আত্মবিজ্ঞানেই সে সমস্তও বিজ্ঞাত হইয়া যায়, ইহার কারণ এই যে, আত্মাকে বিশেষভাবে জানিতে পারিলে, তাহা দ্বারাই, এই যে সমস্ত অনাত্মবস্তু আছে, তৎসমস্তই বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া যায়। ভাল, এক বস্তু জানিলে তাহা দ্বারা ত অপর বস্তু কথনও জানা যায় না? হাঁ—জানা যায়, দুন্দুভি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ আপত্তির পরিহার করিব। ৩৬

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহাই জীবের একমাত্র প্রাপ্তব্য হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা যাইতেছে—জগতে যেমন নষ্ট (হারাণ) পশুকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহার পদ দ্বারা—খুরচিহ্ন দ্বারা তাহাকে লাভ করে, তেমনি আত্মাকে লাভ করিলেই তদ্দ্বারা অপর সমস্ত বস্তুই লাভ করা হইয়া থাকে। এখানে শ্রুতির 'পদ' শব্দে গোপ্রভৃতি পশুর খুর-চিহ্নিত স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাল কথা, এখানে আত্মবিজ্ঞানে যে, অপর সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞান, তাহা হইতেছে আলোচ্য বিষয়, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ লাভের কথা ত, অপ্রাসঙ্গিক; অতএব সে কথা বলা হইতেছে কেন? না, এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, এখানে জ্ঞান ও লাভ, এই উভয়েরই অর্থ এক, এবং শ্রুতিরও তাহাই অভিপ্রেত। কেন না, আত্মার অলাভ অর্থ—অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, আত্মাকে জানাই আত্মার লাভ; কিন্তু অনাত্ম-বস্তুর লাভ যেরূপ অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, আত্ম-লাভ কথনই সেরূপ হইতে পারে না; কারণ,

এখানে লব্ধা (লাভকর্ত্তা) ও লব্ধব্যের (প্রাপ্য বস্তুর) কিছুমাত্র ভেদ বা পার্থক্য নাই।

যেখানে আত্মভিন্ন বস্তু লব্ধব্য হয়, সেখানেই আত্মা হয় লব্ধা, আর অনাত্ম-বস্তু হয় লব্ধব্য। সেই অপ্রাপ্ত বস্তুটিও আবার উৎপত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহিত থাকে; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারকের (ও ক্রিয়া-সাধনের) সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষ উৎপাদন করিলে, তাহার পর সেই লব্ধব্য বস্তুটি লাভ করিতে পারা যায়; অধিকন্তু সেই অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিরূপ যে লাভ, তাহাও স্বপ্নকালীন পুত্রাদিলাভের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান-প্রসূত বলিয়া অনিত্য, এই আত্মা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ৩৭

[এখন অনাত্ম-পদার্থ হইতে আত্মার বৈপরীত্য বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মা বলিয়াই, আত্মা উৎপাদনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহিত নয় (১)। কেন না, আত্মা নিত্যই লব্ধ আছে, কেবল অবিদ্যাদ্বারা তাহার ব্যবধান হয় মাত্র; অর্থাৎ কেবল অবিদ্যাদোষেই নিত্যলব্ধ আত্মাকেও অলব্ধ বলিয়া মনে হয় মাত্র; যেমন শুক্তি-(ঝিনুক) দর্শন স্থলেও ভ্রম বশতঃ সেই শুক্তিই রজতখণ্ডরূপে প্রকাশ পায়, সেই কারণে যথার্থ শুক্তির প্রতীতি হয় না। অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞানই সেখানে শুক্তিকে আবৃত করিয়া রাখে। সেইস্থলে শুক্তির গ্রহণ অর্থও শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ, বিপরীত জ্ঞানরূপ ব্যবধানের অপনয়নকরাই ঐরূপ জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই প্রকার এখানেও অজ্ঞান দ্বারা ব্যবধানই আত্মার অলাভ; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানাপসারণই আত্মার লাভ, অন্যপ্রকার 'লাভ' কখনও উপপন্ন হয় না। এই কারণেই আমরা পরে আত্মলাভ বিষয়ে জ্ঞানাতিরিক্ত সাধনের আনর্থক্য প্রতিপাদন করিব। অতএব নিঃশঙ্কভাবে জ্ঞান ও লাভশব্দের একার্থত্ব বলিতে যাইয়া জ্ঞানের প্রকরণে লাভবাচক 'অনুবিন্দেৎ' ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন; কারণ, 'বিদ্' ধাতুর প্রকৃত অর্থই লাভ। ৩৮

এখন উক্ত গুণচিন্তার ফল এইরূপ কথিত হইতেছে যে, এই আত্মা যেমন

(১) সাধারণতঃ ক্রিয়ার কর্ম্ম চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—(১) উৎপাদ্য (২) বিকার্য্য, (৩) প্রাপ্য ও (৪) সংস্কার্য্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপাদন করিলে হয় 'উৎপাদ্য'; যেমন ঘট। বিদ্যমান বস্তুর অন্যথা (বিকার) করিলে হয় 'বিকার্য্য'; যেমন সুবর্ণ-নির্ম্মিত কুণ্ডল। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে হয় 'প্রাপ্য'; যেমন গ্রামাদি। আর কোনও বিদ্যমান বস্তুর দোষাপনয়ন বা গুণাধান করিলে তাহা হয় সংস্কার্য্য, যেমন ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণকে পরিষ্কার করা, কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার আত্মার পক্ষে উক্ত চতুর্ব্বিধের একটি ধর্ম্মও সম্ভবপর হয় না।

নাম ও রূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'আত্মা' প্রভৃতি নাম ও রূপানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং প্রাণাদির সমষ্টিভাবে মহিমাও প্রাপ্ত হইয়াছে; ঠিক তেমনি যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও লোকপ্রতিষ্ঠা এবং অভীষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধ লাভ করেন, অথবা যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনি মুমুক্ষুগণের অত্যন্ত আবশ্যকীয় কীর্ত্তি-শব্দবাচ্য যে, একত্ব জ্ঞান, তাহারই ফল-স্বরূপ শ্লোকশব্দবাচ্য মুক্তি লাভ করেন; ইহাই উক্ত উপাসনার মুখ্য ফল (২) ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্য-তীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥৪৫॥৮॥

সরলার্থঃ।—[সম্প্রতি আত্মন এব উপাস্যত্বমুপপাদয়িতুমাহ—"তদেতৎ" ইত্যাদি।] তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (ব্রহ্মবস্তু) পুত্রাৎ প্রেয়ঃ (পুত্রাপেক্ষয়াপি অতিশয়েন প্রিয়ং), বিত্তাৎ (ধনরত্নাদেঃ) প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ (প্রিয়ত্বেনাভিমতাৎ) সর্ব্বস্মাৎ প্রেয়ঃ। [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] যৎ অয়ং (ইদং) অন্তরতরং (পুত্রাদি-ভ্যোঽপি সন্নিহিততরং বস্তু) আত্মা (আত্মতত্ত্বম্)। সঃ যঃ (আত্মজ্ঞঃ) ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ সন্) আত্মনঃ অন্যং (পুত্রাদিকং) প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ)— [তব] প্রিয়ং (পুত্রাদিকং) রোৎস্যতি (নিরোধং প্রাপ্স্যতি—বিনঙ্ক্ষ্যতি) ইতি হ (প্রসিদ্ধৌ); তথা এব স্যাৎ (তস্য প্রিয়নিরোধো ভবেদেব ইত্যর্থঃ)। [অতঃ] আত্মানং এব প্রিয়ং উপাসীত [নান্যৎ]। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মা-নম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে, অস্য (উপাসকস্য) প্রিয়ং ন হ (নৈব) প্রমায়ুকং (মরণশীলং) ভবতি। [যদ্যপি আত্মবিদঃ মরণার্হং প্রিয়মপ্রিয়ং বা কিঞ্চিৎ নাস্তি, তথাপি অনুবাদমাত্রমিদং কৃতমিতি ভাবঃ] ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

---

(২) প্রথমে কীর্ত্তি ও শ্লোকশব্দের যে, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্ট-সংযোগ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের ফল হইলেও মুমুক্ষুর পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় নহে; মুমুক্ষুর একমাত্র প্রার্থনীয় হইতেছে—মুক্তি ও মুক্তিসাধন একত্ব-জ্ঞান; তাই ভাষ্যকার 'যদ্বা' বলিয়া দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় মুমুক্ষুর অভিমত প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মূলানুবাদ।—[অন্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ অতি সন্নিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব, ইহা পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়; এমন কি, অন্য সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন; তিনি, অপর যে লোক আত্ম-ভিন্ন পদার্থকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি বলেন যে, 'তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে', তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হয়। অতএব আত্মাকেই প্রিয়-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। যে কোন লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কুতশ্চাত্মতত্ত্বমেব জ্ঞেয়ম্ অনাদৃত্যান্যৎ? ইত্যাহ—তদেতৎ আত্মতত্ত্বং প্রেয়ঃ প্রিয়তরং পুত্রাৎ; পুত্রো হি লোকে প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্মাদপি প্রিয়তরম্—ইতি নিরতিশয়প্রিয়ত্বং দর্শয়তি। তথা বিত্তাৎ হিরণ্যরত্নাদেঃ; তথা অন্যস্মাৎ যদ্যল্লোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ সর্ব্বস্মাদিত্যর্থঃ। তৎ কস্মাদাত্মতত্ত্বমেব প্রিয়তরং, ন প্রাণাদি?—ইতি; উচ্যতে—অন্তরতরম্—বাহ্যাৎ পুত্রবিত্তাদেঃ, প্রাণপিণ্ডসমুদায়ো হি অন্তরোঽভ্যন্তরঃ সন্নিকৃষ্ট আত্মনঃ; তস্মাদপ্যন্তরাৎ অন্তরতরম্, যদয়মাত্মা যদেতদাত্মতত্ত্বম্। যো হি লোকে নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সর্ব্বপ্রযত্নেন লব্ধব্যো ভবতি; তথা অয়মাত্মা সর্ব্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমঃ; তস্মাৎ তল্লাভে মহান্ যত্ন আস্থেয় ইত্যর্থঃ—কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপ্যন্যপ্রিয়লাভে যত্নমুজ্ঝিত্বা।

কস্মাৎ পুনঃ আত্মানাত্মপ্রিয়য়োরন্যতরপ্রিয়হানেন ইতরপ্রিয়োপাদানপ্রাপ্তৌ আত্মপ্রিয়োপাদানেনৈব ইতরহানং ক্রিয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ—ইতি? উচ্যতে—স যঃ কশ্চিদন্যম্ অনাত্মবিশেষং পুত্রাদিকং প্রিয়তরমাত্মনঃ সকাশাদ্ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ আত্মপ্রিয়বাদী। কিম্? প্রিয়ং তবাভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং রোৎস্যতি আবরণং প্রাণসংরোধং প্রাপ্স্যতি বিনঙ্ক্ষ্যতীতি। স কস্মাদেবং ব্রবীতি? যস্মাদীশ্বরঃ সমর্থঃ পর্য্যাপ্তোঽসৌ এবং বক্তুং হ যস্মাৎ; তস্মাৎ তথৈব স্যাৎ—যত্তেনোক্তং—'প্রাণসংরোধং প্রাপ্স্যতি'। যথাভূতবাদী হি সঃ, তস্মাৎ স ঈশ্বরো বক্তুম্। ঈশ্বরশব্দঃ ক্ষিপ্রবাচীতি কেচিৎ; ভবেৎ, যদি প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। তস্মাদুজ্ঝিত্বান্যৎ

প্রিয়ম্, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে—আত্মৈব প্রিয়ো নান্যোঽস্তীতি প্রতিপদ্যতে—অন্যল্লৌকিকং প্রিয়মপ্যপ্রিয়মেবেতি নিশ্চিত্য, উপাস্তে চিন্তয়তি; ন হাস্য এবংবিদঃ প্রিয়ং প্রমায়ুকং প্রমরণশীলং ভবতি। নিত্যানুবাদমাত্রমেতৎ, আত্মবিদোঽন্যস্য প্রিয়স্যাপ্রিয়স্য চাভাবাৎ; আত্মপ্রিয়-গ্রহণস্তুত্যর্থং বা, প্রিয়গুণ-ফলবিধানার্থং বা মন্দাত্মদর্শিনঃ, তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়োপাদানাৎ ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

টীকা। আত্মনঃ পদনীয়ত্বে তস্যৈবাজ্ঞাতত্বনশ্বরো হেতুরুক্তঃ, অধুনা তত্রৈব হেত্বন্তরত্বেনোত্তরবাক্যমবতারয়তি—কুতশ্চেতি। অন্তরনাম্নেতি যাবৎ। বিরক্তস্য পুত্রে প্রীত্যভাবাৎ কথমাত্মনস্তস্মাৎ প্রিয়তরত্বপ্রিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুত্রাদিতি। প্রিয়তরমাত্মতত্ত্বমিতি শেষঃ। লোকদৃষ্টমেবাবষ্টভ্যাহ—তথেতি। বিত্তপদেন মানুষবিত্তবদ্দৈবং বিত্তমপি গৃহ্যতে। বিশেষাণামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকং প্রদর্শনমশক্যমিত্যাশয়েনাহ—তথাঽন্যস্মাদিতি। পুত্রাদৌ প্রীতিব্যভিচারেঽপি প্রাণাদৌ তদব্যভিচারাদাত্মনো ন প্রিয়তমত্বমিতি শঙ্কতে—তৎ কস্মাদিতি। পদান্তরমাদায় ব্যাকুর্বন্ পরিহরতি—উচ্যত ইত্যাদিনা। অন্তরতরত্বে প্রিয়তমত্বসাধনে হেতুরাত্মত্বম্, ইত্যভিপ্রেত্য বিশেষ্যং ব্যপদিশতি—যদয়মিতি। আত্মনো নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বেঽপি কুতস্তস্যৈব পদনীয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যার্থমাহ—যো হীত্যাদিনা। পুত্রাদিলাভে দারাদীনাং কর্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্তপ্রযত্নবিরোধাদাত্মলাভে প্রযত্নঃ সুকরো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্তব্যতেতি।

আত্মনো নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বে যুক্তিং পৃচ্ছতি—কস্মাদিতি। আত্মপ্রিয়স্যোপাদানমনুসন্ধানম্, ইতরস্যানাত্মপ্রিয়স্য হানমননুসন্ধানম্। বিপর্যয়োঽনাত্মনি পুত্রাদাবভিনিবেশেনাত্মপ্রিয়স্যাননুসন্ধানমিতি বিভাগঃ। যুক্তিলেশং দর্শয়িতুমনন্তরবাক্যমবতারয়তি—উচ্যত ইতি। যঃ কশ্চিদাত্মপ্রিয়বাদী, স তস্মাদন্যং প্রিয়ং ব্রুবাণং প্রতিক্রয়াদিতি সম্বন্ধঃ। বক্তব্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কিমিত্যাদিনা। আত্মপ্রিয়বাদিন্যেবং বদত্যপি পুত্রাদিনাশস্তদ্বাক্যার্থো নিয়তো ন সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—স কস্মাদিত্যাদিনা। হশব্দোঽবধারণার্থঃ সমর্থপদাদুপরি সম্বধ্যতে। তস্মাদেবং বক্তীতি শেষঃ। উক্তং সামর্থ্যমনূদ্য ফলিতমাহ—যস্মাদিতি। অথাত্মপ্রিয়বাদিনা যথোক্তং সামর্থ্যমেব কথং লব্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। অতোঽন্যদার্ত্তমিত্যনাত্মনো বিনাশিত্বাদ্বিনাশিনশ্চ দুঃখাত্মকত্বাত্তৎপ্রিয়ত্বস্য ভ্রান্তিমাত্রত্বাদাত্ম-সুখৈকপরীত্যামুখ্যা প্রীতিস্তত্রৈব, অনাত্মন্যমুখ্যেতি ভাবঃ। পক্ষান্তরমনূদ্য বৃদ্ধপ্রয়োগাভাবেন দূষয়তি—ঈশ্বরশব্দ ইতি। অনাত্মন্যমুখ্যা প্রীতিরিতি স্থিতে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। উপস্থিতমনূদ্য তৎফলং কথয়তি—স য ইতি। অনুবাদদ্যোতকো হ-শব্দঃ। প্রিয়মাত্মসুখং, তস্যাপি লৌকিকসুখবন্নাশঃ সুখত্বাদিত্যাশঙ্কিতে তন্নিরাসার্থমনুবাদমাত্রমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—নিত্যেতি। ফলশ্রুতের্গত্যন্তরমাহ—আত্মপ্রিয়েতি। মহদ্ধীদমাত্মপ্রিয়গ্রহণং, যৎ তন্নিষ্ঠস্য প্রিয়ং ন প্রণশ্যতি; তস্মাত্তদনুসন্ধানং কর্ত্তব্যমিতি স্তুত্যর্থং ফলকীর্ত্তনমিত্যর্থঃ। পক্ষান্তরমাহ—প্রিয়গুণেতি। যো মন্দঃ সন্নাত্মদর্শী, তস্য প্রিয়গুণবিশিষ্টাত্মোপাসনে প্রিয়ং প্রাণাদি নশ্যতীতি ফলং বিধাতুং ফলবচনমিত্যর্থঃ। যথাত্মানং প্রিয়মুপাসীনস্য প্রিয়ং প্রাণাদি বিদ্যাসামর্থ্যান্ন নশ্যতি, তথা চ মন্দবিশেষণং মন্দ-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাচ্ছীল্যেতি। তাচ্ছীল্যেঽর্থে বিহিতস্তোকঞ্-প্রত্যয়স্ত শ্রুত্যোপাদানাৎ স্বভাবহানাযোগাচ্চ প্রমরণশীলত্বাভাবেঽপি প্রাণাদেরাত্যন্তিকমপ্রমরণমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥৪৫॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—অন্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া কি কারণে যে, কেবল আত্মতত্ত্বেরই চিন্তা করিতে হইবে, তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—সেই এই আত্মতত্ত্ব পুত্র অপেক্ষাও প্রেয়ঃ অর্থাৎ সমধিক প্রিয়; জগতে সাধারণতঃ পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকে, তদপেক্ষাও প্রিয়তর বলায় আত্মতত্ত্বের সর্ব্বাধিক প্রিয়ত্ব সূচনা করা হইল। সেই প্রকার, বিত্ত—সুবর্ণ-রত্নাদি অপেক্ষাও এবং আরও যে সমস্ত বস্তু জগতে প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্ত অপেক্ষাও [অধিক প্রিয়]। ভাল কথা, সেই আত্মতত্ত্বই বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় কেন, আর প্রাণাদি বস্তুই বা প্রিয় না হয় কেন? হাঁ, বলিতেছি—সাধারণতঃ পুত্র ও বিত্ত প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রাণসমষ্টিই অন্তর—অভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার খুব ঘনিষ্ঠ; সেই অন্তর বা সন্নিহিত প্রাণ অপেক্ষাও ইহা অন্তরতর অর্থাৎ আরও সন্নিহিত,—যাহা এই সেই আত্মা, অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব। জগতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়, সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় তাহাকেই লাভ করিতে হয়; এই আত্মাও লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত প্রিয়বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম; অতএব অন্য প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক হইলেও, তাহা ত্যাগ করিয়া এই আত্মলাভের জন্যই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, আত্মা ও অনাত্মা, উভয়ই প্রিয়; তন্মধ্যে একটি প্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রিয় বস্তুটিকে গ্রহণ করিতে হইবে; এমত অবস্থায়, কি কারণে আত্মারূপ প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ করিয়া, অপর—অনাত্ম-বস্তুগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে? ইহার বৈপরীত্যই বা হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—যে ব্যক্তি অন্যকে—পুত্র প্রভৃতি অপর কোনও অনাত্মপদার্থকে আত্মা অপেক্ষাও সমধিক প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করে, তাহাকে—সেই যে-কোনও আত্ম-প্রিয়বাদী (যে লোক আত্মাকেই সর্ব্বাধিক প্রিয় বলিয়া থাকেন, তিনি) যদি বলেন—কি? না, প্রিয় বস্তু অর্থাৎ তোমার অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তু রুদ্ধ হইবে—আবরণ—প্রাণ-নিরোধ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে। ভাল, তিনি এরূপ কথাইবা বলিবেন কেন? [উত্তর—] যেহেতু, তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ ঐরূপ কথা বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; সেই হেতুই তাহা সেইরূপই হইবে, অর্থাৎ তিনি যে প্রাণ নিরোধের কথা বলিয়াছেন, [তাহা ঠিক সেইরূপই হইবে]। কেননা, তিনি হইতেছেন যথার্থবাদী (সত্যবাদী); সেই জন্যই তিনি ঐরূপ বলিতে সমর্থ।

কেহ কেহ বলেন—'ঈশ্বর' শব্দটি ক্ষিপ্রতাবোধক। যদি প্রসিদ্ধি থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ যদি অপ্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থও হইতে পারে। অতএব অপর প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রিয় আত্মারই উপাসনা করিবে। সেই যে লোক একমাত্র প্রিয় বস্তু আত্মারই উপাসনা করে,—আত্মাই একমাত্র প্রিয়, তদ্ভিন্ন কিছুই প্রিয় নাই, এইরূপ বুঝিতে পারে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ প্রিয়-বস্তুকেও অপ্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিয়া [আত্মার] উপাসনা (চিন্তা) করে ; নিশ্চয়ই তাদৃশ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় বস্তু মরণশীল হয় না অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না। এ কথাটা নিত্যানুবাদ মাত্র অর্থাৎ স্বতই যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ মাত্র, [কিন্তু ইহা প্রকৃত বিদ্যা-ফল নহে]। কেন না, আত্মদর্শীর সম্বন্ধে তদ্ভিন্ন প্রিয় বা অপ্রিয় আর কিছুই সম্ভবপর হয় না। অথবা আত্মারূপ প্রিয়-চিন্তার প্রশংসার্থও এই কথা হইতে পারে ; অথবা [প্রমায়ুক শব্দে] তাচ্ছীল্য-প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় এরূপও বলা যাইতে পারে যে, যাহারা যথার্থ আত্ম-জ্ঞানবিহীন মন্দাত্মদর্শী, তাহাদের সম্বন্ধে প্রিয়গুণচিন্তার ফল-প্রকাশনার্থই ঐ প্রকার ফলোল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

তদাহুর্যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে। কিমু তদ্ ব্রহ্মাবেদ্ যস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদিতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—[ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ] তৎ (বক্ষ্যমাণং তত্ত্বং) আহুঃ (কথয়ন্তি) —[কিম্ ?] মনুষ্যাঃ যৎব্রহ্মবিদ্যয়া (যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া) সর্ব্বং ভবিষ্যন্তঃ (বয়ং ব্রহ্মবিদ্যয়া বয়ং সর্ব্বাত্মভাবং গমিষ্যামঃ ইতি) মন্যন্তে ; [অত্র অবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং প্রাধান্যতঃ মনুষ্যানেবাধিকরোতি, তেষামেব ভূয়সা নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়-সাধনেঽধিকারাৎ, ইতি মন্তব্যম্]। [অত্র পৃচ্ছামঃ—] তৎ ব্রহ্ম কিমু (কিং বস্তু) অবেৎ (জ্ঞাতবৎ), যস্মাৎ (বিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং) অভবৎ ? ইতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বলিয়া থাকেন—মনুষ্যগণ যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বাত্মক হইব বলিয়া মনে করে ; [জিজ্ঞাসা করি,] সেই ব্রহ্মাই বা কি বিষয় জানিয়াছিলেন ? যাহার প্রভাবে তিনি সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সূত্রিতা ব্রহ্মবিদ্যা—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি, যদর্থোপনিষৎ কৃৎস্নাপি ; তস্যৈতস্য সূত্রস্য ব্যাচিখ্যাসুঃ প্রয়োজনাভিধিৎসয়া

উপোজ্জিঘাংসতি—তদিতি বক্ষ্যমাণমনন্তরবাক্যেঽবদ্যোতাং বস্তু,—আহুঃ—ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ম বিবিদিষবঃ জন্মজরামরণপ্রবন্ধচক্র-ভ্রমণকৃতায়াসদুঃখোদকাপার-মহোদধিপ্লবভূতং গুরুমাসাদ্য তত্তীরমুত্তিতীর্ষবো ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফললক্ষণাৎ সাধ্যসাধনরূপাৎ নির্ব্বিণ্ণাঃ তদ্বিলক্ষণ-নিত্যানিরতিশয়শ্রেয়ঃপ্রতিপিৎসবঃ। কিমাহুরিত্যাহ—যদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া; ব্রহ্ম পরমাত্মা, তৎ যয়া বেদ্যতে, সা ব্রহ্মবিদ্যা, তয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া, সর্ব্বং নিরবশেষং ভবিষ্যন্তঃ ভবিষ্যাম ইত্যেবং মনুষ্যা যৎ মন্যন্তে; মনুষ্যগ্রহণং বিশেষতোঽধিকারজ্ঞাপনার্থম্; মনুষ্যা এব হি বিশেষতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসাধনেঽধিকৃতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথা কর্ম্মবিষয়ে ফলপ্রাপ্তিং ধ্রুবাং কর্ম্মভ্যো মন্যন্তে, তথা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্ব্বাত্মভাব-ফলপ্রাপ্তিং ধ্রুবামেব মন্যন্তে, বেদপ্রামাণ্যস্যোভয়ত্রাবিশেষাৎ।

তত্র বিপ্রতিষিদ্ধং বস্তু লক্ষ্যতে; অতঃ পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ব্রহ্ম,—যস্য বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে? তৎ কিমবেদ্, যস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ? ব্রহ্ম চ সর্ব্বমিতি শ্রূয়তে, তদ্ যদি অবিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সর্ব্বমভবৎ, তথান্যেষামপ্যস্তু, কিং ব্রহ্মবিদ্যয়া? অথ বিজ্ঞায় সর্ব্বমভবৎ, বিজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ কর্ম্মফলেন তুল্যমেবেত্যনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ সর্ব্বভাবস্য ব্রহ্মবিদ্যাফলস্য; অনবস্থাদোষশ্চ—তদপ্যন্যদ্বিজ্ঞায় সর্ব্বমভবৎ, ততঃ পূর্ব্বমপ্যন্যদ্বিজ্ঞায়েতি। ন তাবদবিজ্ঞায় সর্ব্বমভবৎ, শাস্ত্রার্থ-বৈরূপ্যদোষাৎ। ফলানিত্যত্বদোষস্তর্হি। নৈকোঽপি দোষঃ, অর্থবিশেষোপপত্তেঃ ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

টীকা। তদাহুরিত্যাদের্গতেন গ্রন্থেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—সূত্রিতেতি। তস্যাং প্রমাণমাহ—যদর্থেতি। তর্হি সূত্রব্যাখ্যানেনৈব সর্ব্বোপনিষদর্থসিদ্ধেঃ তদাহুরিত্যাদি বৃথেত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্যেতি। বিদ্যাসূত্রং ব্যাখ্যাতুমিচ্ছন্তী শ্রুতিঃ সূত্রিতবিদ্যাবিবক্ষিতপ্রয়োজনাভিধানায়োপোদ্ঘাতং চিকীর্ষতি। প্রতিপাদ্যমর্থং বুদ্ধৌ সংগৃহ্য তাদর্থ্যেন র্থান্তরোপবর্ণনস্য তথাত্বাৎ "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং প্রচক্ষতে" ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়েত্যাদিবাক্যপ্রকাশ্যং চোদ্যং তচ্ছব্দেনোচ্যতে, প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবাদিত্যাহ—তদিতীতি। ব্রাহ্মণমাত্রস্য চোদ্যকর্তৃত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—ব্রহ্মেতি। উৎপ্রেক্ষয়া ব্রহ্মবেদনেচ্ছাবত্ত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং তদেব বিশেষণং বিভজতে—জন্মেতি। জন্ম চ জরা চ মরণং চ তেষাং প্রবন্ধে প্রবাহে চক্রবদনবরতং ভ্রমণেন কৃতং যদায়াসাত্মকং দুঃখং, তদেবোদকং যস্মিন্নপারে সংসারাখ্যে মহোদধৌ, তত্র প্লবভূতং তরণসাধনমিতি যাবৎ। তত্তীরং তস্য সংসারসমুদ্রস্য তীরং পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তেষাং বিবিদিষায়াঃ সাফল্যার্থং তৎপ্রত্যনীকে সংসারে বৈরাগ্যং দর্শয়তি—ধর্ম্মেতি নির্ব্বেদস্য নিরঙ্কুশত্বং বারয়তি—তদ্বিলক্ষণেতি। উত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কিমিত্যাদিনা। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—তদ্যয়েতি। মনুষ্যা যন্মন্যন্তে, তত্র বিরুদ্ধং বস্তু

ভাতীতি শেষঃ। মনুষ্যগ্রহণস্য কৃত্যমাহ—মনুষ্যেতি। ননু দেবাদীনামপি বিদ্যাধিকারো দেবতাধিকরণন্যায়েন বক্ষ্যতে, তৎ কুতো মনুষ্যাণামেবাধিকারজ্ঞাপনমিত্যত আহ—মনুষ্যা ইতি। বিশেষতঃ সর্ব্বাবিসম্বাদেনেতি যাবৎ। তথাপি কিমিতি তে জ্ঞানান্মুক্তিং সিদ্ধবদ্ব্রুবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। উভয়ত্র কর্ম্মব্রহ্মণোরিতি যাবৎ।

উত্তরবাক্যমুপাদত্তে—তত্রেতি। মনুষ্যাণাং মতং তচ্ছব্দার্থঃ। বস্তুশব্দেন জ্ঞানাৎ ফলমুচ্যতে। আক্ষেপগর্ভস্য চোদ্যস্য প্রবৃত্তৌ বিরোধপ্রতিভাসো হেতুরিত্যতঃশব্দার্থঃ। তদ্ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নং বেতি কুতো ব্রহ্মণি চোদ্যতে, তত্রাহ—যস্মেতি। প্রশ্নান্তরং করোতি—তৎ কিমিতি। ব্রহ্ম স্বাত্মানমজ্ঞাসীদতিরিক্তং বেতি প্রশ্নস্য প্রসঙ্গং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। সর্ব্বস্য ব্যতিরিক্তবিষয়ে জ্ঞানং প্রসিদ্ধং, তৎ কিং বিচারেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্ম চেতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্বশ্রবণাদতিরিক্তবিষয়াভাবাদাত্মানমেবাবেদিতি পক্ষস্য সাবকাশতেত্যর্থঃ। কিংশব্দস্য প্রশ্নার্থত্বমুক্ত্বাক্ষেপার্থমাহ—তদনদীতি। ব্রহ্ম হি কিঞ্চিদজ্ঞাত্বা সর্ব্বমভবৎ জ্ঞাত্বা বা? নাদ্যো ব্রহ্মবিদ্যানর্থক্যাদিত্যুক্ত্বা দ্বিতীয়মনূবদতি—অথেতি। স্বরূপমন্যদ্বা জ্ঞাত্বা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাপত্তিরিতি বিকল্প্যোভয়ত্র সাধারণং দূষণমাহ—বিজ্ঞানেতি। দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—অনবস্থেতি। বহিরেবাক্ষেপং পরিহরতি—ন তাবদিতি। অজ্ঞাত্বৈব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভাবঃ, অস্মদাদেস্তু জ্ঞানাদিতি শাস্ত্রার্থে বৈরূপ্যম্। ন চাস্মদাদেরপি তদন্তরেণ তদ্ভাবঃ, শাস্ত্রানর্থক্যাৎ। জ্ঞানাদ্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভাবপক্ষে প্রোক্তং দোষমাক্ষেপ্তা স্মারয়তি—ফলেতি। স্বতোঽপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম অবিদ্যাতৎকার্য্যসম্বন্ধাৎ পরিচ্ছিন্নবদ্ভাতি, তন্নিবৃত্তৌপাধিকং সর্ব্বভাবস্য সাধ্যত্বং; ন চানবস্থা, জ্ঞেয়ান্তরানঙ্গীকারাৎ, নাপি ক্রিয়াবিরোধো বিষয়ত্বমন্তরেণ বাক্যীয়বুদ্ধিবৃত্তৌ স্ফুরণাদিতি পরিহরতি—নৈকোঽপীতি। এতেন বিদ্যাবৈয়র্থ্যমপি পরিহৃতমিত্যাহ—অর্থেতি। যদ্যপি ব্রহ্মাপরিচ্ছিন্নং নিত্যসিদ্ধং, তথাপি তত্রাবিদ্যাতৎকার্য্যধ্বংসরূপস্যার্থবিশেষস্য জ্ঞানাদুপপত্তেন তদ্বৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনের জন্য সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রের আরম্ভ, "আত্মেত্যেব উপাসীত" ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিদ্যাই সূত্রাকারে (সংক্ষেপ) উল্লেখিত হইয়াছে মাত্র; এখন শ্রুতি সেই সংক্ষিপ্ত কথাটির ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন নির্দ্দেশমানসে উপোদ্ঘাত (সম্বন্ধ) (১) প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—

(১) *তাৎপর্য্য—কোন একটি কথা বলিতে হইলেই তাহার সহিত পূর্ব্বকথায় সম্বন্ধ* থাকা আবশ্যক; নচেৎ অসম্বদ্ধ বাক্য প্রলাপোক্তির ন্যায় উপেক্ষণীয় হয়। ঐরূপ সম্বন্ধ ছয় ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটির নাম 'উপোদ্ঘাত': অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থনানুকূল চিন্তা "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থাম্ 'উপোদ্ঘাতঃ' বিদুর্বুধাঃ" অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়সিদ্ধির অনুকূল চিন্তাকে পণ্ডিতগণ 'উপোদ্ঘাত' বলেন। ইতঃপূর্ব্বে আত্মোপাসনার যে সংক্ষেপে উপদেশ করা হইয়াছে, এখন সেই কথারই অনুকূলে—কেন অপরাপর সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগ করিয়া

শ্রুতির 'তৎ' পদে অব্যবহিত পরবাক্যে যাহার সূচনা করা হইবে, সেই বস্তু বুঝিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম বস্তু জানিতে ইচ্ছুক এবং জন্ম, জরা ও মরণ-প্রবাহরূপ চক্রে ভ্রমণজনিত দুঃখময় জলে পরিপূর্ণ অপার সংসারসাগর পারের ভেলাস্বরূপ গুরু লাভ করিয়া সেই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তাহার ফল হইতে বিরক্ত এবং তদ্বিলক্ষণ—নিত্য নিরতিশয় শ্রেয়োলাভে অভিলাষী, তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। কি বলিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন—যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা,—ব্রহ্ম অর্থ—পরমাত্মা, বিদ্যার সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায়, তাহার নাম ব্রহ্ম-বিদ্যা। সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা সমস্ত অর্থাৎ যেরূপ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেইরূপ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইব বলিয়া মনুষ্যগণ মনে করে; যেমন কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ধ্রুব বলিয়া মনে করে, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও সর্ব্বাত্ম-ভাব-প্রাপ্তিরূপ ফলকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; কারণ, বেদ-প্রামাণ্যের সদ্ভাব উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ কর্ম্মফল-সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ, এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ; সুতরাং উভয় ফলই এক প্রমাণ-গম্য বলিয়া উভয়েতেই তুল্য বিশ্বাস হওয়া উচিত। মনুষ্যেরই বিশেষভাবে অধিকার জ্ঞাপ-নের জন্য, এখানে কেবল মনুষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; অভিপ্রায় এই যে, স্বর্গাদি অভ্যুদয় এবং মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়সাধনে মনুষ্যগণেরই বিশেষ-ভাবে অধিকার, [অন্যের সেরূপ অধিকার নাই]।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হইতেছে; এইজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাহার বিজ্ঞানে মনুষ্যগণ সর্ব্বাত্মক হইব বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্ম নিজে কি বিষয় জানিয়াছিলেন,—যাহা জানিয়া তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়া-ছেন? শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময়; তিনি যদি অপর কোনও বস্তু না জানিয়াই সর্ব্বাত্মক হইয়া থাকেন, তবে অপরের সম্বন্ধেও সেইরূপই হউক, ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন কি? আর তিনিও যদি কিছু জানিবার পরই সর্ব্বা-ত্মক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ সর্ব্বাত্মভাব যখন বিজ্ঞান-সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন, তখন তাহাও কর্ম্মফলেরই তুল্য; সুতরাং তাহাও অনিত্য হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনবস্থা দোষও হয়,—কেন না, সেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম যেরূপ অন্য বস্তু অবগত হইয়া সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন, তৎ-

একমাত্র আত্মার উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কারণনির্দ্দেশার্থ এই দশম শ্রুতির অবতারণা করা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মও আবার সেইরূপই অন্য কিছু জানিয়া—[সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন; এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে]। আর তিনি যে, কিছু না জানিয়াই সর্ব্বময় হইয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দুইপ্রকার কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ কেবল আমাদের সর্ব্বাত্মভাবেই অন্য বিজ্ঞান আবশ্যক হয়, কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা হয় না; এই প্রকারে একই শাস্ত্রের দুইপ্রকার অর্থ কল্পনা করিতে হয়। [আর যদি তিনি কিছু জানিয়াই সর্ব্বময় হইয়া থাকেন], তাহা হইলেও বিদ্যাফল সর্ব্বাত্মভাবের অনিত্যত্ব হইতে পারে। [তদুত্তরে বলিতেছেন যে,] না—এখানে ইহার একটি দোষও হয় না। কারণ, অর্থভেদে ইহার উপপত্তি বা সমাধান হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যদিও নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি অবিদ্যার প্রভাবে তাঁহাতে অনিত্যত্ব ও পরিচ্ছন্নত্বাদি দোষ আরোপিত হয়, সেই অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের ধ্বংসসাধনরূপ যে প্রয়োজন, তাহা সেখানেও অব্যাহতই রহিয়াছে, কাজেই বিদ্যার নিষ্ফলত্ব বা অনিত্যফলত্ব দোষ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ, তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং, তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবꣳসূর্য্যশ্চেতি।

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদꣳ সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাꣳ স ভবতি, অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ; যথা পশুরেবꣳ স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যে-কস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু, তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ ॥ ৪৬ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—প্রাগুক্তস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনমুচ্যতে "ব্রহ্ম বা" ইত্যাদিনা।] অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) ব্রহ্ম বৈ (এব) আসীৎ; তৎ (ব্রহ্ম) আত্মানং (স্বমেব রূপং) অবেৎ (বিজ্ঞাতবৎ),—অহং ব্রহ্ম (বৃহত্তমং—সর্ব্বব্যাপি) অস্মি (ভবামি) ইতি; তস্মাৎ (আত্মবিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকম্) অভবৎ;

[কিং বহুনা,] দেবানাং মধ্যে যঃ যঃ তৎ (ব্রহ্ম) প্রত্যবুধ্যত (জ্ঞাতবান্, আত্মবিজ্ঞানং লব্ধবান্), সঃ এব তৎ (ব্রহ্ম) অভবৎ ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং [মধ্যেঽপি যঃ যঃ প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, ইতি সম্বন্ধঃ]। ঋষিঃ বামদেবঃ হ (ঐতিহ্যে) তৎ এতৎ (ব্রহ্ম) পশ্যন্ (অনুভবন্) প্রতিপেদে (প্রতিপন্নঃ বভূব)—অহং মনুঃ সূর্য্যঃ চ (অপি) অভবম্ ইতি। এতর্হি (ইদানীং) অপি যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) তৎ (প্রাগুক্তং) ইদং অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি বেদ (বিজানাতি), সঃ (সোঽপি) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং) ভবতি। দেবাঃ চ (অপি) তস্য (সর্ব্বভাবাপন্নস্য) অভূত্যৈ (অকল্যাণায়) ন হ (নৈব) ঈশতে (সমর্থা ভবন্তি) ; [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) সঃ (বিদ্বান্) এষাং (দেবানাং) আত্মা (অভিন্নরূপঃ) ভবতি।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ (জনঃ) অসৌ (উপাস্যঃ দেবঃ) অন্যঃ (মত্তঃ পৃথক্), অহং (উপাসকঃ) অন্যঃ (উপাস্যাৎ পৃথক্) অস্মি (ভবামি),—ইতি (এবং) অন্যাং (আত্মভিন্নাং) দেবতাম্ উপাস্তে ; সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (ব্রহ্ম ন জানাতি) ; [অতএব মনুষ্যাণাং] যথা পশুঃ (গবাদিঃ—ভোগ্যঃ), সঃ (অব্রহ্মবিৎ) [অপি], দেবানাং এবং (তথা ভোগ্যঃ), [অবিদ্বান্ পুরুষোঽপি পশুবৎ দেবানাং ভোগ্যো ভবতীতি ভাবঃ]। যথা (যদ্বৎ) বহবঃ পশবঃ (গো-মেষাদয়ঃ) মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুঃ (উপভোগং কুর্ব্বন্তি), এবং (তদ্বৎ) একৈকঃ পুরুষঃ (মনুষ্যঃ) দেবান্ ভুনক্তি (তেষাং ভোগং নিষ্পাদয়তি)। একস্মিন্ পশৌ আদীয়মানে (অপহ্রিয়মাণে সতি) অপ্রিয়ং (দুঃখং) ভবতি, কিমু বহুষু ? (বহুষ্ আদীয়মানেষু সংসু অপ্রিয়ং ভবতীতি কিমু বাচ্যম্ ?) তস্মাৎ (হেতোঃ) এষাং (দেবানাং) তৎ ন প্রিয়ম্, [কিং ?] যৎ মনুষ্যাঃ এতৎ (সর্ব্বং ব্রহ্ম) বিদ্যুঃ (বিজানীয়ুঃ) ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ঃ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল ; তিনি, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন ; সেই কারণেই তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়েও যে কোন লোক এই প্রকার বুঝিতে পারে যে, 'আমি হইতেছি—ব্রহ্মস্বরূপ',

তিনিও এই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন ; দেবগণও তাঁহার অনিষ্টসাধনে সমর্থ হন না। কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা (স্বরূপভূত) হন্ ; পক্ষান্তরে, যে লোক ইহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে,—'আমি (উপাসক) অন্য, এবং ইনি (উপাস্য) অন্য, এইরূপ ভেদদৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। মনুষ্যগণের যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু যেরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগ সাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে। একটি পশুও অপরে লইলে অথবা হস্তচ্যুত হইলে যখন অপ্রিয় বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত কথাই নাই ; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয় ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদি কিমপি বিজ্ঞায়ৈব তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ, পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ ব্রহ্ম অবেদ্, যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি। এবং চোদিতে সর্ব্বদোষানাগন্ধিতং প্রতিবচনমাহ—

ব্রহ্ম অপরম্, সর্ব্বভাবস্য সাধ্যত্বোপপত্তেঃ ; ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভাবাপত্তির্ব্বিজ্ঞানসাধ্যা ; বিজ্ঞানসাধ্যাঞ্চ সর্ব্বভাবাপত্তিমাহ—'তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ' ইতি। তস্মাদ্ "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি অপরং ব্রহ্মেহ ভবিতুমর্হতি। ১

টীকা।—ইদানীং প্রশ্নমনূদ্য তদুত্তরত্বেন ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যদীত্যাদিনা। তত্র বৃত্তিকৃতাং মতানুসারেণ ব্রহ্মশব্দার্থমাহ—ব্রহ্মেতি। তস্য পরিচ্ছিন্নত্বাজ্ জ্ঞানেন সর্ব্বভাবস্য সাধ্যত্বসম্ভবাদিতি হেতুমাহ—সর্ব্বভাবস্যেতি। সিদ্ধান্তে যথোক্তহেত্বনুপপত্তিং দোষমাহ—ন হীতি। সা তর্হি বিজ্ঞানসাধ্যা মা ভূদিত্যত আহ—বিজ্ঞানেতি। ১

মনুষ্যাধিকারাদ্বা তদ্ভাবী ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ; "সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে" ইতি হি মনুষ্যাঃ প্রকৃতাঃ ; তেষাং চাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনে বিশেষতোঽধিকার ইত্যুক্তম্, ন পরস্য ব্রহ্মণো নাপ্যপরস্য প্রজাপতেঃ। অতো দ্বৈতৈকত্বাপরব্রহ্মবিদ্যয়া কর্ম্মসহিতয়া অপরব্রহ্মভাবমুপসম্পন্নো ভোজ্যাদপাবৃত্তঃ সর্ব্বপ্রাপ্ত্যা উচ্ছিন্নকামকর্ম্মবন্ধনঃ পরব্রহ্মভাবী ব্রহ্মবিদ্যাহেতোর্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে। দৃষ্টশ্চ লোকেঽপি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দপ্রয়োগঃ—যথা 'ওদনং পচতি', ইতি ; শাস্ত্রে চ—"পরিব্রাজকঃ

সর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাম্" ইত্যাদিঃ ; তথা ইহ—ইতি। কেচিৎ—ব্রহ্মভাবী পুরুষো ব্রাহ্মণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ২

হিরণ্যগর্ভস্য নোপদেশজন্যজ্ঞানাদ্‌ব্রহ্মভাবঃ, 'সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্' ইতি স্মৃতেঃ স্বাভাবিকজ্ঞানবত্ত্বাৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদিতি চোপদেশাধীনধীসাধ্যোঽসৌ শ্রুতঃ। ন চাসীদিত্যতীতকালাবচ্ছেদস্ত্রিকালে তস্মিন্ যুজ্যতে। সমবর্ত্ততেতি চ জন্মমাত্রং শ্রূয়তে। কালাত্মকে তৎসম্বন্ধস্য স্বাশ্রয়পরাহতত্বাৎ মনুষ্যাণাং প্রকৃতত্বাচ্চ নাপরং ব্রহ্মেহ ব্রহ্মশব্দমিত্যপরিতোষাদ্ বৃত্তিকারমতং হিত্বা ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষো নির্দিশ্যত ইতি ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চোক্তিমাশ্রিত্য তন্মতমাহ—মনুষ্যেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—সর্ব্বমিত্যাদিনা। ত্রৈতৈকত্বং সর্ব্বজগদাত্মকমপরং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্ম, তস্মিন্ বিদ্যা হিরণ্যগর্ভোঽহমিত্যহংগ্রহোপাস্তিঃ, তয়া সমুচ্চিতয়া তদ্ভাবমিহৈবোপগতঃ, হিরণ্যগর্ভপদে বস্তোজাং ততোঽপি দোষদর্শনাদ্বিরক্তঃ, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রাপ্ত্যা নিবৃত্তকামাদিনিগড়ঃ সাধ্যান্তরাভাবাদ্বিদ্যামেবার্থয়মানস্তদ্বশাদ্ ব্রহ্মভাবী জীবোঽস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্মশব্দার্থ ইতি ফলিতমাহ—অত ইতি। কথং ব্রহ্মভাবিনি জীবে ব্রহ্মশব্দস্য প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টশ্চেতি। আদিশব্দেন 'গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত' ইত্যাদি গৃহ্যতে। ইহেতি প্রকৃতবাক্যকথনম্। ২

তন্ন ; সর্ব্বভাবোপপত্তেরনিত্যত্বদোষাৎ। নহি সোঽস্তি লোকে পরমার্থতঃ, যো নিমিত্তবশাদ্ভাবান্তরমাপদ্যতে নিত্যশ্চেতি। তথা ব্রহ্মবিজ্ঞান-নিমিত্তকৃতা চেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিঃ, নিত্যা চেতি বিরুদ্ধম্। অনিত্যত্বে চ কর্ম্মফলতুল্যতেত্যুক্তো দোষঃ। ৩

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চব্যাখ্যানং দূষয়তি—তন্নেতি। ব্রহ্মশব্দেন পরস্মাদর্থান্তরস্য গ্রহে তস্য সর্ব্বভাবাপত্তেঃ সাধ্যত্বাদনিত্যত্বাপত্তের্ন তন্মতমুচিতমিত্যর্থঃ। সাধ্যস্যাপি মোক্ষস্য নিত্যত্বমাশঙ্ক্য, যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ন্যায়মাশ্রিত্যাহ—ন হীতি। সামান্যন্যায়ং প্রকৃতে যোজয়তি—তথেতি। ভবতু সর্ব্বভাবাপত্তেরনিত্যত্বং, কা হানিস্তত্রাহ—অনিত্যত্বে চেতি। ৩

অবিদ্যাকৃতাসর্ব্বত্বনিবৃত্তিং চেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিং ব্রহ্মবিদ্যাফলং মন্যসে, ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনা ব্যর্থা স্যাৎ। প্রাগ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি সর্ব্বো জন্তুর্ব্রহ্মত্বাৎ নিত্যমেব সর্ব্বভাবাপন্নঃ পরমার্থতঃ ; অবিদ্যয়া তু অব্রহ্মত্বমসর্ব্বত্বঞ্চাধ্যারোপিতম্—যথা শুক্তিকায়াং রজতম্, ব্যোম্নি বা তলমলবত্ত্বাদি ; তথেহ ব্রহ্মণি অধ্যারোপিতমবিদ্যয়া অব্রহ্মত্বমসর্ব্বত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়া নিবর্ত্ততে, ইতি মন্যসে যদি, তদা যুক্তম্—যৎ পরমার্থত আসীৎ পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যার্থভূতং "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যস্মিন্ বাক্য উচ্যতে—ইতি বক্তুম্ ; যথাভূতার্থবাদিত্বাদ্ বেদস্য। ন ত্বিয়ং কল্পনা যুক্তা—ব্রহ্মশব্দার্থবিপরীতো ব্রহ্মভাবী পুরুষো ব্রহ্মেত্যুচ্যত ইতি, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ—মহত্তরে প্রয়োজনান্তরেঽসতি। ৪.

কিঞ্চ, জীবস্যাব্রহ্মত্বং তবাবিদ্যাকৃতং পারমার্থিকং বেতি বিকল্প্যাদ্যমনূদ্য দূষয়তি—অবিদ্যা-

কৃত্তেতি। তত্রানুবাদভাগং বিভজতে—প্রাগিত্যাদিনা। ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনা ব্যর্থেত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—তদেতি। তস্মিন্ পক্ষে যদ্‌ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পূর্ব্বমপি পরমার্থতঃ পরং ব্রহ্মাসীৎ, তদেব প্রকৃতে বাক্যে ব্রহ্মশব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তং বক্তুং, তদ্ধি ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমালম্বনমিতি যোজনা। গৌর্ব্বাহীক ইতিবদমুখ্যার্থোঽপি ব্রহ্মশব্দো নির্ব্বহতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। নিরতিশয়মহত্ত্ব-সম্পন্নং বস্তু ব্রহ্মশব্দেন শ্রুতম্, অশ্রুতস্তু ব্রহ্মভাবী পুরুষঃ, শ্রুতহান্যা অশ্রুতকল্পনা ন ন্যায়বতী, তস্মাত্তৎকল্পনা ন যুক্তেতি ব্যাবর্ত্ত্যমাহ—ন ত্বিতি।

অগ্নিরধীতেঽনুবাকমিত্যাদৌ শ্রুতহান্যা অশ্রুতোপাদানং দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—মহত্তর ইতি। তত্রাগ্নিশব্দস্য মুখ্যার্থত্বে সত্যধিতাভিধানানুপপত্ত্যা বাক্যার্থাসিদ্ধেস্তজ্জ্ঞানে প্রয়োজনে শ্রুতমপি হিত্বা অশ্রুতং গৃহ্যেত, প্রকৃতে ত্বসতি প্রয়োজনবিশেষে শ্রুতহান্যাদির্ন যুক্তিমতীত্যর্থঃ। মনুষ্যাধি-কারং নির্ব্বোঢ়ুং ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যাশঙ্ক্য মহত্তরবিশেষণম্। যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়েতি পরস্যাপি তুল্যমধিকৃতত্বং, তস্য চাবিদ্যাদ্বারাঽধিকারিত্বমবিরুদ্ধমিত্যগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ৪

অবিদ্যাকৃতব্যতিরেকেণাব্রহ্মত্বমসর্ব্বত্বঞ্চ বিদ্যত এবেতি চেৎ; ন; তস্য ব্রহ্ম-বিদ্যয়া অপোহানুপপত্তেঃ। ন হি কচিৎ সাক্ষাদ্বস্তুধর্ম্মস্যাপোঢ্রী দৃষ্টা কর্ত্রী বা ব্রহ্মবিদ্যা; অবিদ্যায়াস্তু সর্ব্বত্রৈব নিবর্ত্তিকা দৃশ্যতে; তথা ইহাপি অব্রহ্মত্বমসর্ব্ব-ত্বঞ্চাবিদ্যাকৃতমেব নিবর্ত্ত্যতাং ব্রহ্মবিদ্যয়া; ন তু পারমার্থিকং বস্তু কর্ত্তুং নিবর্ত্ত-য়িতুং বা অর্হতি ব্রহ্মবিদ্যা। তস্মাদ্ব্যর্থৈব শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনা। ৫

দ্বিতীয়ং কল্পমুত্থাপয়তি—অবিদ্যেতি। ব্রহ্মবিদ্যাবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গান্নৈবমিতি দূষয়তি—ন তস্যেতি। অনুপপত্তিমেব সাধয়তি—নহীতি। সাক্ষাদারোপমন্তরেণেতি যাবৎ। বস্তুধর্ম্মস্য পরমার্থভূতস্য পদার্থস্যেত্যর্থঃ। বিদ্যায়াস্তর্হি কথমর্থবত্ত্বং, তত্রাহ—অবিদ্যায়াস্ত্বিতি। সর্ব্বত্র শুক্ত্যাদাবিতি যাবৎ। বিমতমবিদ্যাত্মকং বিদ্যানিবর্ত্ত্যত্বাৎ রজতাদিবদিত্যভিপ্রেত্য দার্ষ্টান্তিক-মাহ—তথেতি। বিমতং ন কারকং বিদ্যাত্বাৎ শুক্তিবিদ্যাবদিত্যাশয়েনাহ—নত্বিতি। অব্রহ্মত্বা-দেব্বাস্তবত্বাযোগাদযুক্তা ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ৫

ব্রহ্মণ্যবিদ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; ব্রহ্মণি বিদ্যাবিধানাৎ। ন হি শুক্তি-কায়াং রজতাধ্যারোপণেঽসতি শুক্তিকাত্বং জ্ঞাপ্যতে—চক্ষুর্গোচরাপন্নায়াম্ 'ইয়ং শুক্তিকা, ন রজতম্' ইতি। তথা 'সদেবেদং সর্ব্বং, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, নেদং দ্বৈতমস্তি অব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মণ্যেকত্ববিজ্ঞানং ন বিধাতব্যম্, ব্রহ্মণ্যবিদ্যা-ধ্যারোপণায়ামসত্যাম্। ন ব্রূমঃ—শুক্তিকায়ামিব ব্রহ্মণ্যতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণা নাস্তীতি; কিং তর্হি? ন ব্রহ্ম স্বাত্মন্যতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপনিমিত্তম্ অবিদ্যাকর্তৃ চেতি। ভবত্বেবং—নাবিদ্যাকর্তৃ ভ্রান্তঞ্চ ব্রহ্ম; কিন্তু নৈব অব্রহ্মাবিদ্যাকর্ত্তা চেতনো ভ্রান্তোঽন্য ইষ্যতে—"নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা", "নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ", "তত্ত্বমসি", "আত্মানমেবাবেৎ", "অহং ব্রহ্মাস্মি", অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স্মৃতিভ্যশ্চ—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু", "অহমাত্মা গুড়া-

কেশ", "শুনি চৈব শ্বপাকে চ", "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি", "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ। ৬

ব্রহ্মণাবিদ্যানিবৃত্তির্বিদ্যাফলমিত্যত্র চোদয়তি—ব্রহ্মণীতি। ন হি সর্ব্বজ্ঞে প্রকাশৈকরসে ব্রহ্মণ্যজ্ঞানমাদিত্যে তমোবদুপপন্নমিতি ভাবঃ। তস্যাজ্ঞাতত্বমজ্ঞত্বং বাক্ষিপ্যতে? নাদ্যঃ, ইত্যাহ—ন ব্রহ্মণীতি। ন হি তত্ত্বমসীতি বিদ্যাবিধানং বিজ্ঞাতে ব্রহ্মণি যুক্তং, পিষ্টপিষ্টিপ্রসঙ্গাৎ। অতস্তদজ্ঞাতমেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মাত্মৈক্যমজ্ঞাতং শাস্ত্রেণ জ্ঞাপ্যতে, তদ্বিষয়ং চ শ্রবণাদি বিধীয়তে, তেন তস্মিন্নজ্ঞাতত্বমেষ্টব্যমিত্যুক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—ন হীতি। মিথ্যাজ্ঞানস্যাজ্ঞান ব্যতিরেকাদব্রহ্মণাবিদ্যাধারোপণায়াং শুক্তৌ রূপ্যারোপণং দৃষ্টান্তিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। কল্পান্তরমালম্বতে—ন ব্রহ্ম ইতি।

ব্রহ্মাবিদ্যাকর্তৃ ন ভবতীত্যস্য যথাশ্রুতো বা অর্থঃ? তদন্যস্তদাশ্রয়োঽস্তীতি বা? তত্রাদ্যমঙ্গীকরোতি—ভবত্বিতি। অনাদিত্বাদবিদ্যায়াঃ কর্ত্রপেক্ষাভাবাদিনা চ দ্বারং ব্রহ্মণি ভ্রান্ত্যনভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—কিন্ত্বিতি। ব্রহ্মণোঽন্যশ্চেতনো নাস্তীত্যত্র শ্রুতিস্মৃতীরুদাহরতি—নান্যোঽতোঽস্তীত্যাদিনা। ব্রহ্মণোঽন্যোঽচেতনোঽপি নাস্তীত্যত্র মন্ত্রদ্বয়ং পঠতি—যস্ত্বিতি। ৬

নন্বেবং শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যমিতি; বাঢ়ম্, এবমবগতে অস্ত্বেবানর্থক্যম্। অবগমানর্থক্যমপীতি চেৎ; ন; অনবগমনিবৃত্তের্দৃষ্টত্বাৎ। তন্নিবৃত্তেরপ্যনুপপত্তিরেকত্বে ইতি চেৎ; ন, দৃষ্টবিরোধাৎ; দৃশ্যতে হি একত্ববিজ্ঞানাদেবানবগমনিবৃত্তিঃ; দৃশ্যমানমপ্যনুপপন্নমিতি ব্রুবতো দৃষ্টবিরোধঃ স্যাৎ। ন চ দৃষ্টবিরোধঃ কেনচিদপ্যভ্যুপগম্যতে; ন চ দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম, দৃষ্টত্বাদেব। দর্শনানুপপত্তিরিতি চেৎ; তত্রাপ্যেবৈব যুক্তিঃ। ৭

ব্রহ্মণোঽন্যস্যাজ্ঞস্যাভাবে দোষমাশঙ্কতে—নন্বিতি। কিমিদমানর্থক্যমবগতেঽনবগতে বা চোদ্যতে? তত্রাদ্যমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। দ্বিতীয়ে, নোপদেশানর্থক্যমবগমার্থত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। উপদেশবদবগমস্যাপি স্বপ্রকাশে বস্তুনি নোপযোগোঽস্তীতি শঙ্কতে—অবগমেতি। অনুভবমনুসৃত্য পরিহরতি—নানবগমেতি। সা বস্তুনো ভিন্না চেদদ্বৈতহানিঃ, অভিন্না চেজ্জ্ঞানাধীনত্বাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—তন্নিবৃত্তেরিতি। অনবগমনিবৃত্তের্দৃশ্যমানতয়া স্বরূপাপলাপাযোগাৎ প্রকারান্তরাসম্ভবাচ্চ পঞ্চমপ্রকারত্বমেষ্টব্যমিতি মত্বাহ—ন দৃষ্টেতি। দৃষ্টমপি যুক্তিবিরোধে ত্যাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃশ্যমানমিতি। দৃষ্টবিরুদ্ধমপি কুতো নেষ্যতে, তত্রাহ—ন চেতি। অনুপপন্নত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তীত্যাহ—ন চেতি। যুক্তিবিরোধে দৃষ্টিরাভাসী ভবতীতি শঙ্কতে—দর্শনেতি। দৃষ্টিবিরোধে যুক্তেরেবাভাসত্বং স্যাদিতি পরিহরতি—তত্রাপীতি। অনুপপন্নত্বং হি সর্বত্র দৃষ্টিবলাদিষ্টং, দৃষ্টস্য ত্বনুপপন্নত্বে ন কিঞ্চিন্নিমিত্তমস্তীত্যর্থঃ। ৭

"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি।" "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে।" "মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ পরস্মাদ্বিলক্ষণোঽন্যঃ সংসারী অবগম্যতে; তদ্বিলক্ষণশ্চ পরঃ "স এষ নেতি নেতি"

"অশনায়াস্বত্যেতি" "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। কণাদাক্ষপাদাদিতর্কশাস্ত্রেষু চ সংসারিবিলক্ষণ ঈশ্বর উপপত্তিতঃ সাধ্যতে; সংসারদুঃখাপনয়ার্থিত্বপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ স্ফুটমন্যত্বমীশ্বরাৎ সংসারিণোঽবগম্যতে; "অবাক্যনাদরঃ" "ন মে পার্থাস্তি" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ; "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতৎ" "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা" "তমেব ধীরো বিজ্ঞায়" "প্রণবো ধনুঃ, শরো হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে" ইত্যাদিকর্ম্মকর্ত্তৃনির্দ্দেশাচ্চ। মুমুক্ষোশ্চ গতি-মার্গবিশেষদেশোপদেশাৎ; অসতি ভেদে কস্য কুতো গতিঃ স্যাৎ? তদভাবে চ দক্ষিণোত্তরমার্গবিশেষানুপপত্তির্গন্তব্যদেশানুপপত্তিশ্চেতি; ভিন্নস্য তু পরস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বমেতদুপপন্নম্। ৮

ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনাং নিরাকৃত্য স্বপক্ষে শাস্ত্রস্যার্থবত্ত্বমুক্তং, সম্প্রতি প্রকারান্তরেণ পূর্ব্বপক্ষয়তি—পুণ্য ইতি। আদিশব্দেন 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইত্যাদ্যা শ্রুতির্গৃহ্যতে। 'কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বম্' ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। তয়োর্মিথো বিরুদ্ধয়োরেকত্বাযোগঃ। বিলক্ষণত্বমন্যত্বে হেতুঃ। জীবস্য পরস্মাদন্যত্বেঽপি ন তস্য ততোঽন্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বিলক্ষণশ্চেতি। পরস্য তদ্বিলক্ষণত্বং শ্রুতিতো দর্শয়িত্বা তত্রৈবোপপত্তিমাহ—কণাদেতি। ক্ষিত্যাদিকমুপলব্ধিমৎকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাদ্ ঘটবদিত্যাদ্যোপপত্তিঃ। তয়োর্মিথো ভেদে হেত্বন্তরমাহ—সংসারেতি। জীবস্য স্বগতদুঃখধ্বংসে দুঃখং মে মা ভূদিত্যর্থিত্বেন প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, নেশস্য সাঽস্তি, দুঃখাভাবাৎ; অতো ভেদস্তয়োরিত্যর্থঃ। ইতশ্চেশ্বরস্য ন প্রবৃত্তির্হেতুফলয়োরভাবাদিত্যাহ—অবাকীতি। মিথো ভেদে শ্রৌতং লিঙ্গান্তরমাহ—সোঽন্বেষ্টব্য ইতি। ৮

কর্ম্ম-জ্ঞানসাধনোপদেশাচ্চ,—ভিন্নশ্চেদ্ব্রহ্মণঃ সংসারী স্যাৎ, যুক্তস্তং প্রত্যভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনয়োঃ কর্ম্ম-জ্ঞানয়োরুপদেশঃ, নেশ্বরস্য, আপ্তকামত্বাৎ; তস্মাদ্ যুক্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষ উচ্যত ইতি চেৎ;—ন, ব্রহ্মোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ,—সংসারী চেৎ ব্রহ্মভাবী অব্রহ্ম সন্ বিদিত্বাত্মানমেব—অহং ব্রহ্মাস্মীতি সর্ব্বমভবৎ; তস্য সংসার্য্যাত্মবিজ্ঞানাদেব সর্ব্বাত্মভাবস্য ফলস্য সিদ্ধত্বাৎ, পরব্রহ্মোপদেশস্য ধ্রুবমানর্থক্যং প্রাপ্তম্॥ ৯

তত্রৈব লিঙ্গান্তরমাহ—মুমুক্ষুশ্চেতি। গতির্দ্দেবযানাদ্যা, তস্যা মার্গবিশেষোঽর্চিরাদিঃ, দেশো গন্তব্যং ব্রহ্ম, তেষামুপদেশাস্তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তীত্যাদয়ঃ, তথাপি কথং ভেদসিদ্ধিস্তত্রাহ—অসতীতি। মা ভূদ্গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদভাবে চেতি। কথং তর্হি গত্যাদিকমুপপদ্যতে, তত্রাহ—ভিন্নস্যেতি। জীবেশ্বরয়োর্মিথো ভেদে হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মেতি। ভেদে সত্যুপপন্না ভবন্তীতি শেষঃ। তদেব স্ফুটয়তি—ভিন্নশ্চেদিতি। তদ্ভেদে প্রামাণিকেঽপি কথং ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যাশঙ্ক্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ব্রহ্মভাবিনো জীবস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বে ব্রহ্মোপদেশস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ নৈবমিতি দূষয়তি—নেত্যাদিনা। প্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি—সংসারী চেদিতি। ৯

তদ্বিজ্ঞানস্য কচিৎ পুরুষার্থসাধনেঽবিনিয়োগাৎ সংসারিণ এব—অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মত্বসম্পাদনার্থ উপদেশ ইতি চেৎ; অনির্জ্ঞাতে হি ব্রহ্মস্বরূপে কিং সম্পাদয়েৎ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি? নির্জ্ঞাতলক্ষণে হি ব্রহ্মণি শক্যা সম্পৎ কর্তুম্। ন; "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম।" "য আত্মা" "তৎ সত্যং স আত্মা" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি প্রকৃত্য "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইতি সহস্রশো ব্রহ্মাত্মশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদেকার্থত্বমেবেত্যবগম্যতে। অন্যস্য হি অন্যত্র সম্পৎ ক্রিয়তে, নৈকত্বে; "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ প্রকৃতস্যৈব দ্রষ্টব্যস্যাত্মন একত্বং দর্শয়তি। তস্মান্নাত্মনো ব্রহ্মত্বসম্পদুপপত্তিঃ। ১০

বিধিশেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশোঽর্থবানিতি চেৎ, তত্র কিং কর্ম্মবিধিশেষত্বেনোপাস্তিবিধিশেষত্বেন বা তদর্থবত্ত্বমিতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—তদ্বিজ্ঞানস্যেতি। অবিনিয়োগাদ্বিনিযোজকশ্রুত্যাদ্যভাবাদিতি শেষঃ। কল্পান্তরমাদত্তে—সংসারিণ ইতি। উপদেশস্য জ্ঞানার্থত্বাত্তদনপেক্ষত্বাচ্চ সম্পত্তেস্তস্য কথং তাদর্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনির্জ্ঞাতে হীতি। ব্যতিরেকমুক্ত্বাঽন্বয়মাচষ্টে—নির্জ্ঞাতেতি। পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন জীবব্রহ্মণোরভেদাবগমান্ন সম্পৎপক্ষঃ সম্ভবতীতি সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। কথমেকত্বে গম্যমানেঽপি সম্পদোঽনুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যস্য হীতি। একত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইদমিতি। একত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ১০

ন চাপ্যন্যৎ প্রয়োজনং ব্রহ্মোপদেশস্য গম্যতে; "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি" ইতি চ তদাপত্তিশ্রবণাৎ। সম্পত্তিশ্চেৎ, তদাপত্তির্ন স্যাৎ। ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে। বচনাৎ সম্পত্তেরপি তদ্ভাবাপত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; সম্পত্তেঃ প্রত্যয়মাত্রত্বাৎ বিজ্ঞানস্য চ মিথ্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বব্যতিরেকেণাকারকত্বমিত্যবোচাম। ন চ বচনং বস্তুনঃ সামর্থ্যজনকম্। জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং ন কারকমিতি স্থিতিঃ। "স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদিবাক্যেষু চ পরস্যৈব প্রবেশ ইতি স্থিতম্। তস্মাদ্ব্রহ্মেতি ন ব্রহ্মভাবি-পুরুষকল্পনা সাধ্বী। ১১

কিঞ্চ, সম্পত্তিপক্ষে তদাপত্তিঃ ফলমস্যেতি বিকল্প্য দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন চেতি। আদ্যং দূষয়তি—সম্পত্তিশ্চেদিতি। তং যথাযথেত্যাদিবাক্যমাশ্রিত্য শঙ্কতে—বচনাদিতি। সম্পত্তেরমানত্বান্ন তৎফলাদন্যস্যান্যত্বমিত্যাহ—নেতি। তস্যা মানত্বেঽপ্যেবং, মানস্যাকারকত্বাৎ। ন চ শূদ্রাদ্যুপাসনাদপ্যন্যস্যান্যত্বং, স্থিতস্য নষ্টস্য বানুপপত্তেঃ। শ্রুতিশ্চ ন পূর্ব্বসিদ্ধস্বত্বাদিতাবাভিধায়িনী, তৎসাদৃশ্যাৎ তদ্ভাবোপচারাৎ; অতো ব্রহ্মভাবঃ স্বতঃ সিদ্ধো ন সাম্পাদিক ইত্যাহ—বিজ্ঞানস্যেতি। অথান্যস্যান্যভাবে যথোক্তং বচনমেব শক্ত্যাধায়কমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ব্রহ্মোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গায় ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যুক্ত্বা তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—স এব

ইষ্টার্থবাধনাচ্চ—সৈন্ধবঘনবদনন্তরমবাহ্যমেকরসং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সর্ব্বস্যামুপনিষদি প্রতিপিপাদয়িষিতোঽর্থঃ—কাণ্ডদ্বয়েপ্যন্তেঽবধারণাদবগম্যতে—"ইত্যনুশাসনম্" "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" ইতি; তথা সর্ব্বশাখোপনিষৎসু চ ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানং নিশ্চিতোঽর্থঃ। তত্র যদি সংসারী ব্রহ্মণোঽন্য আত্মানমেবাবেৎ—ইতি কল্প্যেত, ইষ্টস্যার্থস্য বাধনং স্যাৎ; তথা চ শাস্ত্রমুপক্রমোপসংহারয়োর্বিরোধাদসমঞ্জসং কল্পিতং স্যাৎ। ব্যপদেশানুপপত্তেশ্চ—যদি চ "আত্মানমেবাবেৎ" ইতি সংসারী কল্প্যেত, 'ব্রহ্মবিদ্যা' ইতি ব্যপদেশো ন স্যাৎ "আত্মানমেবাবেৎ" ইতি; সংসারিণ এব বেদ্যত্বোপপত্তেঃ। ১২

ব্রহ্মোপদেশস্য সম্পচ্ছেষত্বে দোষান্তরমাহ—ইষ্টার্থেতি। তদেব বিবৃণ্বন্নিষ্টমর্থমাচষ্টে—সৈন্ধবেতি। যথোক্তং বস্তু তাৎপর্য্যগম্যমস্যামুপনিষদীত্যত্র হেতুমাহ—কাণ্ডদ্বয়েঽপীতি। মধুকাণ্ডাবসানগতমবধারণং দর্শয়তি—ইত্যনুশাসনমিতি। মুনিকাণ্ডান্তে ব্যবস্থিতমুদাহরতি—এতাবদিতি। ন কেবলমুপদেশস্য সম্পচ্ছেষত্বে বৃহদারণ্যকবিরোধঃ, কিং তু সর্ব্বোপনিষদ্বিরোধোঽস্তীত্যাহ—তথেতি। ইষ্টমর্থমিত্থমুক্ত্বা তদ্বাধনং নিগময়তি—তত্রেতি। নন্বু বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মকণ্ডিকায়াং জীবপরয়োর্ভেদোঽভিপ্রেতঃ, উপসংহারে ত্বভেদ ইতি ব্যবস্থায়াং তদ্বিরোধঃ শক্যঃ সমাধাতুমিত্যত আহ—তথাচেতি। ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনায়ামুপদেশানর্থক্যমিষ্টার্থবাধশ্চেত্যুক্তম্, ইদানীং ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মশব্দেন পরস্যাগ্রহণে তদ্বিদ্যায়া ব্রহ্মবিদ্যেতি সংজ্ঞানুপপত্তিং দোষান্তরমাহ—ব্যপদেশানুপপত্তেশ্চেতি। ১২

আত্মেতি বেদিতুরন্যদুচ্যত ইতি চেৎ; ন; "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি বিশেষণাৎ; অন্যশ্চেদ্বেদ্যঃ স্যাৎ, 'অয়মসৌ'ইতি বা বিশেষ্যেত, ন তু 'অহমস্মি' ইতি। 'অহমস্মি'ইতি বিশেষণাৎ 'আত্মানমেবাবেৎ' ইতি চাবধারণাৎ নিশ্চিতম্ আত্মৈব ব্রহ্মেত্যবগম্যতে; তথা চ সত্যুপপন্নো ব্রহ্মবিদ্যাব্যপদেশঃ, নান্যথা; সংসারিবিদ্যা হি অন্যথা স্যাৎ। ন চ ব্রহ্মত্বাব্রহ্মত্বে হ্যেকস্যোপপন্নে পরমার্থতঃ, তমঃপ্রকাশাবিব ভানোর্বিরুদ্ধত্বাৎ। ১৩

অত্রোক্তব্রহ্মশব্দার্থাদ্ধেতুর্জীবাদন্যস্তদাত্মানমিত্যত্রাত্মশব্দেন পরো গৃহ্যতে, তদ্বিদ্যা চ ব্রহ্মবিদ্যেতি সংজ্ঞাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—আত্মেতীতি। বাক্যশেষবিরোধান্নৈবমিত্যাহ—নাহমিতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—অন্যশ্চেদিতি। যথোক্তাবগমে—ফলিতমাহ—তথা চ সতীতি। অত্যন্তভেদে ব্যপদেশানুপপত্তিং বিশদয়তি—সংসারীতি। জীবব্রহ্মণোর্ভেদাভেদোপগমাদভেদেন ব্রহ্মবিদ্যেতি ব্যপদেশঃ সেৎস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ১৩

ন চোভয়নিমিত্তত্বে ব্রহ্মবিদ্যেতি নিশ্চিতো ব্যপদেশো যুক্তঃ, তদা ব্রহ্মবিদ্যা সংসারিবিদ্যা চ স্যাৎ; ন চ বস্তুনোঽর্দ্ধজরতীয়ত্বং কল্পয়িতুং যুক্তম্ তত্ত্বজ্ঞানবিবক্ষায়াম্, শ্রোতুঃ সংশয়ো হি তথা স্যাৎ; নিশ্চিতং চ জ্ঞানং পুরুষার্থসাধনমিষ্যতে

—“যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি” “সংশয়াত্মা বিনশ্যতি” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্‌। অতো ন সংশয়িতো বাক্যার্থো বাচ্যঃ পরহিতার্থিনা । ১৪

স্যাতাং বা ব্রহ্মাত্মনোর্ভেদাভেদৌ, তথাপি ভিন্নাভিন্নবিষয়ায়াঃ ব্রহ্মবিদ্যেতি নিয়তো ব্যপদেশো ন স্যাদিত্যাহ—ন চেতি। নিমিত্তং বিষয়ঃ। ভিন্নাভিন্নবিষয়া বিদ্যা ব্রহ্মবিষয়াপি ভবত্যেবেতি ব্যপদেশসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ—তদেতি। উভয়াত্মকত্বাদ্বস্তুনস্তদ্বিদ্যাপি তথেতি বিকল্পোপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। অস্তু তর্হি বস্তু ব্রহ্ম বাঽব্রহ্ম বা বৈকল্পিকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রোতুরিতি। সংশয়িতমপি জ্ঞানং বাক্যাদুৎপদ্যতে চেত্তাবতৈব পুরুষার্থঃ শ্রোতুঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—নিশ্চিতং চেতি। শ্রোতুর্নিশ্চিতজ্ঞানস্য ফলবত্ত্বেঽপি বক্তুঃ সংশয়িতমর্থং বদতো ন কাচন হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। নিশ্চিতস্যৈব জ্ঞানস্য পুমর্থসাধনত্বং ন সংশয়িতস্যেতি অতঃশব্দার্থঃ। ১৪

ব্রহ্মণি সাধকত্বকল্পনা অস্মদাদিষ্বিব অপেশলা—“তদাত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ” ইতি চেৎ, ন; শাস্ত্রোপালম্ভাৎ; ন হ্যস্মৎকল্পনেয়ম্‌, শাস্ত্রকৃতা তু; তস্মাচ্ছাস্ত্রস্যায়মুপালম্ভঃ; ন চ ব্রহ্মণ ইষ্টং চিকীর্ষুণা শাস্ত্রার্থবিপরীতকল্পনয়া স্বার্থপরিত্যাগঃ কার্য্যঃ। ন চৈতাবতোবাক্ষমা যুক্তা ভবতঃ; সর্ব্বং হি নানাত্বং ব্রহ্মণি কল্পিতমেব “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্‌” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদিবাক্যশতেভ্যঃ, সর্ব্বো হি লোকব্যবহারো ব্রহ্মণ্যেব কল্পিতো ন পরমার্থঃ সন্‌, ইত্যস্মিদমুচ্যতে—ইয়মেব কল্পনা অপেশলেতি। ১৫

জীবপরয়োরত্যন্তভেদস্য ভেদাভেদয়োশ্চাযোগাৎ পরমেব ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দবাচ্যং, ন জীবস্তত্রাবীত্যুক্তং, সম্প্রত্যত্যন্তাভেদপক্ষে দোষমাশঙ্কতে—ব্রহ্মণীতি। তদাত্মানমেবাবেদিতি জ্ঞাতৃত্বং ব্রহ্মণ্যুচ্যতে, তদযুক্তং, তস্য জ্ঞানমূর্ত্তিত্বাৎ; অত এব ন তৎকর্ম্মত্বমপি। ন চ স্বকর্তৃকর্ম্মকজ্ঞানান্‌ মুক্তিঃ, পরস্য ক্রিয়াকারকফলবিলক্ষণত্বাদতো ন পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দিতমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রং ব্রহ্মণি সাধকত্বাদি দর্শয়তি, তচ্চাপৌরুষেয়মদোষাদ্রোপলম্ভার্হং, তথা চ তস্মিন্নাবিক্তং সাধকত্বাদ্যবিরুদ্ধমিতি—সমাধত্তে—ন শাস্ত্রেতি। স চাযুক্তস্তস্যাপৌরুষেয়ত্বেনাসম্ভাবিতদোষত্বাদিতি শেষঃ। নমু ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তত্বপরীক্ষণার্থং শাস্ত্রমপ্যুপালভ্যতে, নেত্যাহ—ন চেতি। শাস্ত্রাদ্ধি ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তত্বং গম্যতে, সাধকত্বাদি চ তস্য তেনৈবোচ্যতে, ন চান্তরতীয়মুচিতং; তথা চ বাস্তবং নিত্যমুক্তত্বং, কল্পিতমিতরদিত্যাস্থেয়ম্‌। যদি তস্য নিত্যমুক্তত্বার্থং সর্ব্বথৈব সাধকত্বাদি নেষ্যতে, তদা স্বার্থপরিত্যাগঃ স্যাৎ, সাধকত্বাদিনা বিনাঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সয়োরসত্ত্বাৎ। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যক্ষেত্রজ্ঞোঽচেতনো বাঽস্তি ‘নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা’ ‘ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্‌’ ইত্যাদিশ্রুতেঃ; তস্মাৎ যথোক্তা ব্যবস্থাস্থেয়েত্যর্থঃ।

কিঞ্চ, সর্ব্বস্যাপি সংসারস্য ব্রহ্মণ্যবিদ্যয়াঽধ্যাসাত্তদন্তর্ভূতম্‌ সাধকত্বাদ্যপি তত্রাধ্যস্তমিত্যভ্যুপগমে কাঽনুপপত্তিরিত্যাহ—ন চেতি। তচ্চ তস্মিন্‌ কল্পিতত্বং কুতোঽবগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একধেতি। উক্তশ্রুতিতাৎপর্য্যং সঙ্কলয়তি—সর্ব্বো হীতি। সর্ব্বস্য দ্বৈতব্যবহারস্য ব্রহ্মণি কল্পিতত্বে প্রকৃতচোদ্যস্যাভাসত্বং ফলতীত্যাহ—ইত্যস্মিদিতি। ১৫

তস্মাৎ—যৎ প্রবিষ্টং স্রষ্টৃ ব্রহ্ম তদ্ ব্রহ্ম ; বৈ-শব্দোঽবধারণার্থঃ ; ইদং শরীরস্থং যৎ গৃহ্যতে, অগ্রে প্রাক্ প্রতিবোধদপি ব্রহ্মৈবাসীৎ সর্ব্বঞ্চেদম্ ; কিন্তু-অপ্রতিবোধাৎ 'অব্রহ্মাস্মি অসর্ব্বং চ ইত্যাত্মন্যধ্যারোপাৎ 'কর্ত্তাহং ক্রিয়াবান্, ফলানাঞ্চ ভোক্তা, সুখী দুঃখী সংসারী' ইতি চাধ্যারোপয়তি ; পরমার্থতস্তু ব্রহ্মৈব তদ্বিলক্ষণং সর্ব্বঞ্চ ; তৎ কথঞ্চিদাচার্য্যেণ দয়ালুনা প্রতিবোধিতং 'নাসি সংসারী'ইতি আত্মানমেবাবেৎ স্বাভাবিকম্, অবিদ্যাধ্যারোপিতবিশেষবর্জ্জিতমিত্যেব-শব্দস্যার্থঃ] ১৬

পরপক্ষং নিরাকৃত্য স্বপক্ষং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। তদ্ব্যতিরেকেণ জগন্নাস্তীতি সূচয়তি—বৈশব্দ ইতি। তৎপদার্থমুক্ত্বা ত্বং-পদার্থং কথয়তি—ইদমিতি। তয়োর্ব্বস্তুতো ভেদং শঙ্কিত্বা পদান্তরং ব্যাচষ্টে—প্রাগিতি। তস্যাপরিচ্ছিন্নত্বমাহ—সর্ব্বং চেতি। কথং নহি বিপরীতধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিন্ত্বিতি। যথাপ্রতিভাসং কর্ত্তৃত্বাদের্ব্বাস্তবত্বমাশঙ্ক্য শাস্ত্রবিরোধাৎ মৈবমিত্যাহ—পরমার্থতস্ত্বিতি। তদ্বিলক্ষণমধ্যস্তসমস্তসংসাররহিতমিতি যাবৎ। কিমু তদ্ব্রহ্মেতি চোদ্যং পরিহৃত্য কিং তদবেদিতি চোদ্যান্তরং প্রত্যাহ—তৎ কথঞ্চিদিতি। পূর্ব্ববাক্যোক্তমবিদ্যাবিশিষ্টমধিকারিত্বেন ব্যবস্থিতং ব্রহ্ম নাসি সংসারীত্যাচার্য্যেণ দয়াবতা কথঞ্চিদ্বোধিতমাত্মানমেবাবেদিতি সম্বন্ধঃ। আত্মৈব প্রমেয়ন্তজ্জ্ঞানমেব প্রমাণমিত্যেবমর্থত্বমেবকারস্য বিবক্ষন্নাহ—অবিদ্যেতি। ১৬

ব্রূহি কোঽসাবাত্মা স্বাভাবিকঃ, যমাত্মানং বিদিতবদ্ ব্রহ্ম। নন্বু ন স্মরস্যাত্মানম্ ; দর্শিতো হ্যসৌ—য ইহ প্রবিশ্য প্রাণিত্যপানিতি ব্যানিতি উদানিতি সমানিতীতি। নন্বু 'অসৌ গৌঃ, অসাবশ্বঃ' ইত্যেবমসৌ ব্যপদিশ্যতে ভবতা, নাত্মানং প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; এবং তর্হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা স আত্মেতি। নন্বত্রাপি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তুঃ স্বরূপং ন প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; ন হি গমিরেব গন্তুঃ স্বরূপম্, ছিদির্ব্বা ছেত্তুঃ ; এবং তর্হি দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা, মতের্মন্তা, বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতা, স আত্মেতি। ১৭

প্রকৃতমাত্মশব্দার্থং বিবিচ্য বক্তুং পৃচ্ছতি—ব্রূহীতি। স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইত্যত্রাত্মনো দর্শিতত্বাৎ প্রাণনাদিলিঙ্গস্য তস্য ত্বয়ৈবানুসন্ধাতুং শক্যত্বান্নাস্তি বক্তব্যমিত্যাহ—নন্বিতি। আত্মানং প্রত্যক্ষয়িতুং পৃচ্ছতস্তৎপরোক্ষবচনমনুত্তরমিতি শঙ্কতে—নন্বসাবিতি। আত্মানং চেৎ প্রত্যক্ষয়িতুমিচ্ছসি, তর্হি প্রত্যক্ষমেব তং দর্শয়ামীত্যাহ—এবং তর্হীতি।

নেদং প্রতিজ্ঞানুরূপং প্রতিবচনমিতি চোদয়তি—নন্বত্রেতি। প্রত্যক্ষত্বাদ্দর্শনাদিক্রিয়ায়াস্তৎকর্ত্তুঃ স্বরূপমপি তথেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। যদি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তৃস্বরূপোক্তিমাত্রেণ জিজ্ঞাসা নোপশাম্যতি, তর্হি দৃষ্ট্যাদিসাক্ষিত্বেনাত্মোক্ত্যা তুষ্যতু ভবানিত্যাহ—এবং তর্হি দৃষ্টেরিতি। ১৭

নন্বু অত্র কো বিশেষো দ্রষ্টরি? যদি দৃষ্টের্দ্রষ্টা, যদি বা ঘটস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বথাপি দ্রষ্টৈব ; দ্রষ্টব্য এব তু ভবান্ বিশেষমাহ—দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি ; দ্রষ্টা তু যদি দৃষ্টেঃ, যদি

বা ঘটস্য, দ্রষ্টা দ্রষ্টৈব। ন, বিশেষোপপত্তেঃ—অত্যত্র বিশেষঃ, যো দৃষ্টের্দ্রষ্টা, স দৃষ্টিশ্চেদ্ভবতি, নিত্যমেব পশ্যতি দৃষ্টিম্, ন কদাচিদপি দৃষ্টির্ন দৃশ্যতে দ্রষ্টা; তত্র দ্রষ্টুর্দৃষ্ট্যা নিত্যয়া ভবিতব্যম্; অনিত্যা চেৎ দ্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ, তত্র দৃশ্যা যা দৃষ্টিঃ, সা কদাচিন্ন দৃশ্যেতাপি—যথা অনিত্যয়া দৃষ্ট্যা ঘটাদি বস্তু। ন চ তদ্বৎ দৃষ্টের্দ্রষ্টা কদাচিদপি ন পশ্যতি দৃষ্টিম্। ১৮

পূর্ব্বস্মাৎ প্রতিবচনাদস্মিন্ প্রতিবচনে দ্রষ্টৃবিষয়ো বিশেষো নাস্তীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। বিশেষাভাবং বিশদয়তি—যদীত্যাদিনা। ঘটস্য দ্রষ্টা দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি বিশেষে প্রতীয়মানে তদভাবোক্তির্ব্বাহতেত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টৈব এবেতি। তথা দ্রষ্টর্য্যপি বিশেষো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টা ত্বিতি। বৃত্তিমদন্তঃকরণাবচ্ছিন্নঃ সবিকারো ঘটদ্রষ্টা কূটস্থচিন্মাত্রস্বভাবঃ সন্নিধিসত্তামাত্রেণ বুদ্ধিতদ্বৃত্তীনাং দ্রষ্টেতি বিশেষমঙ্গীকৃত্য পরিহরতি—নেত্যাদিনা। এতদেব স্ফুটয়তি—অস্তীতি। সপ্তমী দ্রষ্টারমধিকরোতি দৃষ্টের্দ্রষ্টুস্তাবদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিশেষং বিশদয়তি—যো দৃষ্টেরিতি। ভবতু দৃষ্টিসদ্ভাবে দ্রষ্টুঃ সদা তদ্দ্রষ্টৃত্বং, তথাপি কথং কূটস্থদৃষ্টিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। নিত্যত্বমুপপাদয়তি—অনিত্যা চেদিতি। উক্তপক্ষপরামর্শার্থা সপ্তমী। কাদাচিৎকে দ্রষ্টুদৃশ্যত্বে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। ঘটাদিবদ্দৃষ্টিরপি কদাচিদেব দ্রষ্ট্রা দৃশ্যতে, ন সর্ব্বদা, ইত্যনিষ্টাপত্ত্যভাবমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। বিকারিণশ্চিত্তস্যাদ্রষ্টৃত্বং ক্রমদ্রষ্টৃত্বমন্যথা দ্রষ্টৃত্বং চ দৃষ্টঃ তৎসাক্ষিণো ব্যাবর্ত্তমানং তস্য নির্ব্বিকারত্বং গময়তীতি ভাবঃ। ১৮

কিং দ্বে দৃষ্টী দ্রষ্টুঃ—নিত্যা অদৃশ্যা, অন্যা অনিত্যা দৃশ্যেতি? বাঢ়ম; প্রসিদ্ধা তাবদনিত্যা দৃষ্টিঃ, অন্ধানন্ধত্বদর্শনাৎ; নিত্যৈব চেৎ, সর্ব্বোঽনন্ধ এব স্যাৎ; দ্রষ্টুস্তু নিত্যা দৃষ্টিঃ—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ; অনুমানাচ্চ—অন্ধস্যাপি ঘটাদ্যাভাসবিষয়া স্বপ্নে দৃষ্টিরুপলভ্যতে; সা তর্হি ইতরদৃষ্টিনাশে ন নশ্যতি; সা দ্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ, তয়া অবিপরিলুপ্তয়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা স্বরূপভূতয়া স্বয়ংজ্যোতিঃসমাখ্যয়া ইতরামনিত্যাং দৃষ্টিং স্বপ্নবুদ্ধান্তয়োর্ব্বাসনাপ্রত্যয়রূপাং নিত্যমেব পশ্যন্ দৃষ্টের্দ্রষ্টা ভবতি। এবঞ্চ সতি দৃষ্টিরেব স্বরূপমস্য অগ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ, ন কাণাদানামিব দৃষ্টিব্যতিরিক্তোঽন্যশ্চেতনো দ্রষ্টা। ১৯

দৃষ্টিদ্বয়ং প্রমাণাভাবাদনিষ্টমিতি শঙ্কতে—কিমিতি। তদুক্তমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। তত্রানিত্যাং দৃষ্টিমনুভবেন সাধয়তি—প্রসিদ্ধেতি। উক্তমর্থং যুক্ত্যা ব্যক্তীকরোতি—নিত্যৈবেতি। সম্প্রতি নিত্যাং দৃষ্টিং শ্রুত্যা সমর্থয়তে—দ্রষ্টুরিতি। তত্রৈবোপপত্তিমাহ—অনুমানাচ্চেতি। তদেব বিবৃণোতি—অন্ধস্যাপীতি। জাগরিতে চক্ষুরাদিহীনস্যাপি পুংসঃ স্বপ্নে বাসনাময়ঘটাদিবিষয়া দৃষ্টিরুপলব্ধা, যা চ সা তস্মিন্ কালে চক্ষুরাদিজনিতদৃষ্ট্যভাবেঽপি স্বয়মবিনশ্যন্ত্যানুভূয়তে, সা দ্রষ্টুঃ স্বভাবভূতার্থদৃষ্টির্নিত্যৈষ্টব্যা; বিমতং নিত্যমব্যভিচারিত্বাৎ পরেষ্টাত্মবদিতি প্রয়োগোপপত্তেরিত্যর্থঃ। নন্বাত্মা দৃষ্টিমদভাবশ্চেৎ কথং দৃষ্টের্দ্রষ্টৃত্বমস্য আহ—তয়েতি। নিত্যত্বে হেতুঃ—অবিপরিলুপ্তয়েতি। নিত্যত্বং পরিহর্ত্তুং স্বরূপভূতয়েত্যুক্তম্। তস্যা দৃষ্ট্যন্তরাপেক্ষাং বারয়তি—

স্বরমিতি। উক্তমবিপরিলুপ্তত্বং ব্যনক্তি—ইতরামিতি। আত্মা দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি স্থিতে ফলিতমাহ—এবং চেতি। অন্তশ্চেতনোঽচেতনো বেতি শেষঃ। ১৯

তৎ ব্রহ্ম আত্মানমেব নিত্যদৃগ্‌রূপম্ অধ্যারোপিতানিত্যদৃষ্ট্যাদিবর্জ্জিতমেব অবেৎ বিদিতবৎ। নমু বিপ্রতিষিদ্ধং—"ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" ইতি শ্রুতেঃ—বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানম্। ন ; এবং বিজ্ঞানান্ন বিপ্রতিষেধঃ ; এবং দৃষ্টের্দ্রষ্টা ইতি বিজ্ঞায়ত এব ; অন্যজ্ঞানানপেক্ষত্বাচ্চ—নচ দ্রষ্টুর্নিত্যৈব দৃষ্টিরিত্যেবং বিজ্ঞাতে দ্রষ্টৃবিষয়াং দৃষ্টিমন্যামাকাঙ্ক্ষতে ; নিবর্ত্ততে হি দ্রষ্টৃবিষয়দৃষ্ট্যাকাঙ্ক্ষা, তদসম্ভাবাদেব ; ন হ্যবিদ্যমানে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা কস্যচিদুপজায়তে ; ন চ দৃশ্যা দৃষ্টির্দ্রষ্টারং বিষয়ীকর্ত্তুমুৎসহতে, যতস্তামাকাঙ্ক্ষেত। ন চ স্বরূপবিষয়াকাঙ্ক্ষা স্বস্যৈব ; তস্মাদজ্ঞানাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব "আত্মানমেবাবেৎ" ইত্যুক্তম্, নাত্মনো বিষয়ীকরণম্। ২০

নিত্যদৃষ্টিস্বভাবমাত্মপদার্থং পরিশোধ্য শ্রুত্যক্ষরাণি যোজয়তি—তদ্‌ব্রহ্মেতি। বাক্যশেষবিরোধং চোদয়তি—নন্বিতি। কিং কর্ম্মত্বেনাত্মনো জ্ঞানং বিরুধ্যতে, কিং বা সাক্ষিত্বেনেতি বাচ্যং, নাদ্যোঽনভ্যুপগমাদিত্যাহ—নেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—এবমিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—এবং দৃষ্টেরিতি। তর্হি তদ্বিষয়ং জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমিতি কুতো বিরোধো ন প্রসরতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যজ্ঞানেতি। ন বিপ্রতিষেধ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি—ন চেতি। নিত্যৈব স্বরূপভূতেতি শেষঃ। বিজ্ঞাতত্বং বাক্যীয়বুদ্ধিবৃত্তিব্যাপ্যত্বম্। অন্যাং দৃষ্টিং স্ফুরণলক্ষণাম্। আত্মবিষয়স্ফুরণাকাঙ্ক্ষাভাবং প্রতিপাদয়তি—নিবর্ত্ততে হীতি। আত্মনি স্ফুরণরূপে স্ফুরণস্যান্যস্যাসম্ভবেঽপি কুতস্তদাকাঙ্ক্ষোপশান্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। কিং চ, দ্রষ্টরি দৃশ্যাঽদৃশ্যা বা দৃষ্টিরপেক্ষ্যতে ? নাদ্যঃ, ইত্যাহ—ন চেতি। আদিত্যপ্রকাশ্যস্য রূপাদেস্তৎপ্রকাশকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চেতি। আত্মনো বৃত্তিব্যাপ্যত্বেঽপি স্ফুরণব্যাপ্যত্বানঙ্গীকরণান্ন বাক্যশেষবিরোধোঽস্তীত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২০

তৎ কথমবেদিত্যাহ—অহং দৃষ্টের্দ্রষ্টা আত্মা ব্রহ্মাস্মি ভবামীতি। ব্রহ্মেতি——যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্ব্বান্তর আত্মা অশনায়াদ্যতীতো নেতি নেত্যস্থূলমনণ্বিত্যেবমাদিলক্ষণম্, তদেবাহমস্মি, নান্যঃ সংসারী, যথা ভবানাহ—ইতি। তস্মাদেবংবিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ—অব্রহ্মাধ্যারোপণাপগমাৎ তৎকার্য্যস্যাসর্ব্বত্বস্য নিবৃত্ত্যা সর্ব্বমভবৎ। তস্মাদ্ যুক্তমেব মনুষ্যা মন্যন্তে—যৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যাম ইতি। যৎ পৃষ্টম্—কিমু তৎ ব্রহ্মাবেৎ, যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি, তন্নির্ণীতং "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি। ২১

বাক্যান্তরমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাদত্তে—তৎ কথমিতি। তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—দৃষ্টেরিতি। ইতিপদমবেদিত্যনেন সম্বধ্যতে। ব্রহ্মশব্দং ব্যাচষ্টে—ব্রহ্মেতীতি। ব্রহ্মাহংপদার্থয়োর্মিথো বিশেষণ-

বিশেষভাবমভিপ্রেত্য বাক্যার্থমাহ—তদেবেতি। আচার্য্যোপদিষ্টেঽর্থে স্বস্য নিশ্চয়ং দর্শয়তি—যথেতি। ইতি-শব্দো বাক্যার্থজ্ঞানসমাপ্ত্যর্থঃ। ইদানীং ফলবাক্যং ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি। সর্ব্বভাবমেব ব্যাকরোতি—অব্রহ্মেতি। ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া সংসরতি বিদ্যয়া চ মুচ্যত ইতি পক্ষস্য নির্দ্দোষত্বমুপসংহরতি—তস্মাদযুক্তমিতি। বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—যৎ পৃষ্টমিতি। ২১

তৎ তত্র যো যো দেবানাং মধ্যে প্রত্যবুধ্যত প্রতিবুদ্ধবান্ আত্মানং যথোক্তেন বিধিনা, স এব প্রতিবুদ্ধ আত্মা তদ্ব্রহ্ম অভবৎ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং চ মধ্যে। দেবানামিত্যাদি লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া, ন ব্রহ্মত্ববুদ্ধ্যোচ্যতে; "পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" ইতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈবানুপ্রবিষ্টমিত্যবোচাম। অতঃ শরীরাদ্যুপাধিজনিত-লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া দেবানামিত্যাদ্যুচ্যতে; পরমার্থতস্তু তত্র তত্র ব্রহ্মৈবাগ্র আসীৎ প্রাক্ প্রতিবোধাৎ দেবাদিশরীরেষন্যথৈব বিভাব্যমানম্, তদাত্মানমেবাবেৎ, তথৈব চ সর্ব্বমভবৎ। ২২

যথাগ্নিহোত্রাদি মনুষ্যত্বাদিজাতিমত্ত্বমর্থিত্বাদিবিশেষবত্তং চাধিকারিণমপেক্ষতে, ন তথা জ্ঞানমিতি বক্তুং তদ্‌যো যো দেবানামিত্যাদিবাক্যং তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তত্তত্রেতি। যথোক্তেন বিধিনাঽশ্রবণাদিক্রমপদার্থপরিশোধনাদিনেত্যর্থঃ। জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন সাধনান্তরাদিত্যেবকারার্থঃ। বিবক্ষিতমধিকার্য্যানিয়মং প্রকটয়তি—তথেত্যাদিনা। যো যঃ প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া সংসরতি, মুচ্যতে চ বিদ্যয়া, ইত্যুক্তত্বাদ্দেবাদীনাং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বন্ধমোক্ষোক্তিস্তদ্বিরুদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবানামিত্যাদীতি। তত্বদৃষ্ট্যৈব ভেদবচনে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুর ইতি। আবিদ্যকং ভেদমনূদ্য তত্বদাত্মনা স্থিতব্রহ্মচৈতন্যস্যৈব বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বন্ধমোক্ষোক্তে র্ন পূর্ব্বাপরবিরোধোঽস্তীতি ফলিতমাহ—অত ইতি। অবিদ্যাদৃষ্টিমনূদ্য তত্বদৃষ্টিমব্যাচষ্টে—পরমার্থতস্ত্বিতি। প্রবোধাৎ প্রাগপি তত্র তত্র দেবাদিশরীরেষু পরমার্থতো ব্রহ্মৈবাসীচ্চেৎ, ঔপদেশিকং জ্ঞানমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যথৈবেতি। নানাত্মবাদস্তু নাবকাশঃ প্রক্রমবিরোধাদিত্যাশয়েনাহ—তদিতি। তথৈবেত্যুৎপন্নজ্ঞানানুসারিত্বপরামর্শঃ। ২২

অস্যা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ সর্ব্বভাবাপত্তিঃ ফলমিত্যেতস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্নে মন্ত্রানুদাহরতি শ্রুতিঃ। কথম্?—তদ্ব্রহ্ম এতদাত্মানমেব অহমস্মীতি পশ্যন্ এতস্মাদেব ব্রহ্মণো দর্শনাদ্ ঋষির্বামদেবাখ্যঃ প্রতিপেদে হ প্রতিপন্নবান্ কিল। স এতস্মিন্ ব্রহ্মাত্মদর্শনেঽবস্থিত এতান্ মন্ত্রান্ দদর্শ—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেত্যাদীন্। তদেতদ্ব্রহ্ম পশ্যন্নিতি ব্রহ্মবিদ্যা পরামৃশ্যতে; অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা সর্ব্বভাবাপত্তিং ব্রহ্ম-বিদ্যাফলং পরামৃশতি; পশ্যন্ সর্ব্বাত্মভাবং ফলং প্রতিপেদে, ইত্যস্মাৎ প্রয়োগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাসহায়সাধনসাধ্যং মোক্ষং দর্শয়তি—ভুঞ্জানস্তৃপ্যতীতি যদ্বৎ। ২৩

তদ্বৈতদিত্যাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অস্যা ইতি। মন্ত্রোদাহরণক্রিয়ামেব প্রশ্নদ্বারা ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। জ্ঞানান্মুক্তিরিত্যত্রার্থবাদোঽয়মিতি ভ্রান্তিমিচ্ছুঃ কিমেতস্য। আদিশব্দং সমস্তবাদদেবস্বরূপগ্রহণার্থম্। তত্রাবান্তরবিভাগমাহ—তদেতদিতি। পশ্যন্মন্ত্রা-

প্রয়োগপ্রাপ্তমর্থং কথয়তি—পশ্যন্নিতি। "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" (পাং সূং ৩।২।১২৬) ইতি হেতৌ শতৃপ্রত্যয়বিধানান্নৈরন্তর্য্যে চ সতি হেতুত্বসম্ভবাৎ প্রকৃতে চ প্রত্যয়বলাদ্ব্রহ্ম-বিদ্যা-মোক্ষয়োর্নৈরন্তর্য্যপ্রতীতেস্তয়া সাধনান্তরানপেক্ষয়া লভ্যং মোক্ষং দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যর্থঃ। অত্রোদাহরণমাহ—ভুঞ্জান ইতি। ভুজিক্রিয়ামাত্রসাধ্যা হি তৃপ্তিরত্র প্রতীয়তে, তথা পশ্যন্নিত্যাদাবপি ব্রহ্মবিদ্যামাত্রসাধ্যা মুক্তির্ভাতীত্যর্থঃ। ২৩

সেয়ং ব্রহ্ম-বিদ্যয়া সর্ব্বভাবাপত্তিরাসীন্মহতাং দেবাদীনাং বীর্য্যাতিশয়াৎ, নেদানীমৈদংযুগীনানাম্, বিশেষতো মনুষ্যাণাম্, অল্পবীর্য্যত্বাৎ; ইতি স্যাৎ কস্যচিদ্বুদ্ধিঃ; তদ্ব্যুত্থাপনায়াহ—তদিদং প্রকৃতং ব্রহ্ম যৎ সর্ব্বভূতানুপ্রবিষ্টং দৃষ্টিক্রিয়াদিলিঙ্গম্, এতর্হি এতস্মিন্নপি বর্ত্তমানকালে, যঃ কশ্চিদ্ব্যাবৃত্তবাহ্যোৎসুক্য আত্মানমেব এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মীতি—অপোহ্যোপাধিজনিতভ্রান্তিবিজ্ঞানাধ্যারোপিতান্ বিশেষান্ সংসারধর্ম্মানাগন্ধিতমনন্তরমবাহ্যং ব্রহ্মৈবাহমস্মি কেবলমিতি, সঃ অবিদ্যাকৃতাসর্ব্বত্বনিবৃত্তেঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিদং সর্ব্বং ভবতি। ন মহাবীর্য্যেষু বামদেবাদিষু হীনবীর্য্যেষু বা বার্ত্তমানিকেষু মনুষ্যেষু ব্রহ্মণো বিশেষঃ তদ্বিজ্ঞানস্য বাস্তি। বার্ত্তমানিকেষু পুরুষেষু তু ব্রহ্মবিদ্যাফলেঽনৈকান্তিকতা শঙ্ক্যতে, ইত্যত আহ—তস্য হ ব্রহ্মবিজ্ঞাতুর্যথোক্তেন বিধিনা, দেবা মহাবীর্য্যান অপি, অভূত্যৈ অভবনায় ব্রহ্ম-সর্ব্বভাবস্য নেশতে ন পর্য্যাপ্তাঃ; কিমুতান্যে। ২৪

তন্ধৈতদিত্যাদি ব্যাখ্যায় তদিদমিত্যাদ্যবতারয়িতুং শঙ্কতে—সেয়মিতি। ঐদংযুগীনানাং কলিকালবর্ত্তিনামিতি যাবৎ। উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনাবতার্য্য ব্যাকরোতি—তদ্ব্যুত্থাপনায়েতি। তস্য তাটস্থ্যং বারয়তি—যৎ সর্ব্বভূতেতি। প্রবিষ্টে প্রমাণমুক্তং স্মারয়তি—দৃষ্টীতি। ব্যাবৃত্তং বাহ্যেষু বিষয়েষৎসুকং সাভিলাষং মনো যস্য স তথোক্তঃ। এবংশব্দার্থমেবাহ—অহমিতি। তদেব জ্ঞানং বিবৃণোতি—অপোহেতি। যদ্বা মনুষ্যোঽহমিত্যাদিজ্ঞানে পরিপন্থিনি কথং ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপোহেতি। অহমিত্যাত্মজ্ঞানং সদা সিদ্ধমিতি ন তদর্থং প্রযতিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংসারেতি। কেবলমিত্যদ্বিতীয়ত্বমুচ্যতে। জ্ঞানমুক্ত্বা তৎফলমাহ—সোঽবিদ্যেতি। যৎ তু দেবাদীনাং মহাবীর্য্যত্বাদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া মুক্তিঃ সিধ্যতি, নাস্মদাদীনামল্পবীর্য্যত্বাদিতি, তত্রাহ—নহীতি।

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি প্রসিদ্ধিমাশ্রিত্য শঙ্কতে—বার্ত্তমানিকেষ্বিতি। শঙ্কোত্তরত্বেনোত্তরবাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অত আহেত্যাদিনা। যথোক্তেনাম্বয়াদিনা প্রকারেণ ব্রহ্মবিজ্ঞাতুরিতি সম্বন্ধঃ। অপিশব্দার্থং কথয়তি—কিমুতেতি। অল্পবীর্য্যাস্তত্র বিঘ্নকরণে পর্য্যাপ্তা নেতি কিমুত বাচ্যমিতি যোজনা। ২৪

ব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ বিঘ্নকরণে দেবাদয় ঈশত ইতি কা শঙ্কা? ইতি, উচ্যতে—দেবাদীন্ প্রতি ঋণবত্ত্বাৎ মর্ত্ত্যানাম্; "ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইতি হি জায়মানমেব ঋণবন্তং পুরুষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ; পশু-

নিদর্শনাচ্চ—"অথো অয়ং বা..." ইত্যাদিলোকশ্রুতেশ্চ আত্মনো বৃত্তিপরিপিপালয়িষয়া অধমর্ণানিব দেবাঃ পরতন্ত্রান্ মনুষ্যান্ প্রতি অমৃতত্বপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নং কুর্য্যুরিতি ন্যায্যৈবৈষা শঙ্কা। ২৫

অপ্রাপ্তপ্রতিষেধাযোগমভিপ্রেত্য চোদয়তি—ব্রহ্মবিদ্যেতি। শঙ্কানিমিত্তং দর্শয়ন্ উত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। অধমর্ণানিবোত্তমর্ণা দেবাদয়ো মর্ত্ত্যান্ প্রতি বিঘ্নং কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ। কথং দেবাদীন্ প্রতি মর্ত্ত্যানামৃণিত্বং, তত্রাহ—ব্রহ্মচর্য্যেণেতি। যথা পশুরেবং স দেবানামিতি মনুষ্যাণাং পশুসাদৃশ্যশ্রবণাচ্চ তেষাং পারতন্ত্র্যাদ্দেবাদয়স্তান্ প্রতি বিঘ্নং কুর্ব্বন্তীত্যাহ—পশ্বিতি। 'অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ' ইতি চ তেষাং সর্ব্বপ্রাণিভোগ্যত্বশ্রুতেশ্চ সর্ব্বে তদ্বিঘ্নকরা ভবন্তীত্যাহ—অথো ইতি। লোকশ্রুত্যভিপ্রেতমর্থং প্রকটয়তি—আত্মন ইতি। যথাঽধমর্ণান্ প্রত্যুত্তমর্ণা বিঘ্নমাচরন্তি, তথা দেবাদয়ঃ স্বস্থিতিপরিরক্ষণার্থং পরতন্ত্রান্ কর্ম্মিণঃ প্রত্যমৃতত্বপ্রাপ্তিমুদ্দিশ্য বিঘ্নং কুর্ব্বন্তীতি তেষাং তান্ প্রতি বিঘ্নকর্তৃত্বশঙ্কা সাবকাশৈবেত্যর্থঃ। ২৫

স্বপশূন্ স্বশরীরাণীব চ রক্ষন্তি দেবাঃ; মহত্তরাং হি বৃত্তিং কর্ম্মাধীনাং দর্শয়িষ্যতি দেবাদীনাম্—বহুপশুসমৈকৈকস্য পুরুষস্য; "তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ম্, যদেতৎ মনুষ্যা বিদ্যুঃ" ইতি হি বক্ষ্যতি; "যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি" ইতি চ; ব্রহ্মবিত্ত্বে পারার্থ্যনিবৃত্তেঃ স্বলোকত্বং পশুত্বঞ্চেত্যভিপ্রায়োঽপ্রিয়ারিষ্টিবচনাভ্যামবগম্যতে; তস্মাদব্রবিদো ব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তিং প্রতি কুর্য্যুরেব বিঘ্নং দেবাঃ, প্রভাববন্তশ্চ হি তে। ২৬

পশুনিদর্শনেন বিবক্ষিতমর্থং বিবৃণোতি—স্বপশূনিতি। পশুস্থানীয়ানাং মনুষ্যাণাং দেবাদিভী রক্ষ্যত্বে হেতুমাহ—মহত্তরামিতি। ইতশ্চ দেবাদীনাং মনুষ্যান্ প্রতি বিঘ্নকর্তৃত্বমমৃতত্বপ্রাপ্তৌ সম্ভাবিতমিত্যাহ—তস্মাদিতি। ততশ্চ তেষাং তান্ প্রতি বিঘ্নকর্তৃত্বং ভাতীত্যাহ—যথেতি। স্বলোকো দেহঃ। এবংবিদঃ সর্ব্বভূতভোজ্যোঽহমিতি কল্পনাবতঃ। ক্রিয়াপদানুষঙ্গার্থশ্চকারঃ। ব্রহ্মবিত্ত্বেঽপি মনুষ্যাণাং দেবাদিপারতন্ত্র্যাবিঘাতাৎ কিমিতি তে বিঘ্নমাচরন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মবিত্ত্ব ইতি। দেবাদীনাং মনুষ্যান্ প্রতি বিঘ্নকর্তৃত্বে শঙ্কামুপপাদিতামুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ন কেবলমুক্তহেতুবলাদেব, কিং তু সামর্থ্যাচ্চেত্যাহ—প্রভাববন্তশ্চেতি। ২৬

নন্বেবং সতি অন্যাস্বপি কর্ম্মফলপ্রাপ্তিষু দেবানাং বিঘ্নকরণং পেয়-পানসমম্; হন্ত তর্হি অবিস্রম্ভোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনানুষ্ঠানেষু; তথা ঈশ্বরস্যাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ বিঘ্নকরণে প্রভুত্বম্; তথা কালকর্ম্মমন্ত্রৌষধিতপসাম্; এষাং হি ফলসম্পত্তি-বিপত্তি-হেতুত্বং শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধম্; অতোঽপ্যনাশ্বাসঃ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে। ন; সর্ব্বপদার্থানাং নিয়তনিমিত্তোপাদানাৎ, জগদ্বৈচিত্র্যদর্শনাচ্চ, স্বভাবপক্ষে চ তদুভয়ানুপপত্তেঃ, সুখদুঃখাদিফলনিমিত্তং কর্ম্মেত্যেতস্মিন্ পক্ষে স্থিতে বেদস্মৃতি-ন্যায়-লোকপরিগৃহীতে, দেবেশ্বরকালান্তাবৎ ন কর্ম্মফলবিপর্য্যাসকর্ত্তারঃ, কর্ম্মণাং

কাঙ্ক্ষিতকারকত্বাৎ—কর্ম্ম হি শুভাশুভং পুরুষাণা দেব-কালেশ্বরাদিকারকমনপেক্ষ্য নাত্মানং প্রতিলভতে, লব্ধাত্মকমপি ফলদানেঽসমর্থম্, ক্রিয়ায়া হি কারকাদ্যনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাব্যাৎ ; তস্মাৎ ক্রিয়ানুগুণা হি দেবেশ্বরাদয় ইতি কর্ম্মস্থ তাবন্ন ফলপ্রাপ্তিং প্রত্যবিস্রম্ভঃ। ২৭

সামর্থ্যাচ্চেদ্বিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ তেষাং বিঘ্নকরণং, তর্হি কর্ম্মফলপ্রাপ্তাবপি তুল্যাদিত্যতিপ্রসঙ্গং শঙ্কতে—নন্বিতি। ভবতু তেষাং সর্ব্বত্র বিঘ্নাচরণমিত্যত আহ—হন্তেতি। অবিস্রম্ভো বিশ্বাসাভাবঃ। সামর্থ্যাদ্বিঘ্নকর্ত্তৃত্বেঽতিপ্রসক্ত্যন্তরমাহ—তপেতি। অতিপ্রসঙ্গান্তরমাহ—তথা কালেতি। বিঘ্নকরণে প্রভুত্বমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ঈশ্বরাদীনাং যথোক্তকার্য্যাকরত্বে প্রমাণমাহ—এষাং হীতি। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি।" 'কর্ম্ম হৈব তদূচতুঃ" ইত্যাদিবাক্যং শাস্ত্রশব্দার্থঃ। দেবাদীনাং বিঘ্নকর্ত্তৃত্ববদীশ্বরাদীনামপি তৎসম্ভবাদ্বেদার্থানুষ্ঠানে বিশ্বাসাভাবাত্তদপ্রামাণ্যং প্রাপ্তমিতি ফলিতমাহ—অতোঽপীতি।

কিমিদমবৈদিকস্য চোদ্যং ? কিং বা বৈদিকস্য ? ইতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। দধ্যাদ্যুৎপিপাদয়িষয়া দুগ্ধাদ্যুপাদানদর্শনাৎ প্রাণিনাং সুখদুঃখাদি তারতম্যদৃষ্টে স্বভাববাদে চ নিয়তনিমিত্তাদানবৈচিত্র্যদর্শনয়োরনুপপত্তেস্তদযোগাৎ কর্ম্মফলং জগদেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—সুখেতি। 'কর্ম্ম হৈব' ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। 'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু' ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। জগদ্বৈচিত্র্যানুপপত্তিশ্চ ন্যায়ঃ। কথমেতাবতা দেবাদীনাং কর্ম্মফলে বিঘ্নকর্তৃত্বাভাবস্তত্রাহ—কর্ম্মণামিতি। কথং হেতুসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণঃ স্বোৎপত্তৌ দেবাদ্যপেক্ষাং ব্যতিরেকমুখেন(ণ) দর্শয়তি—কর্ম্ম হীতি। স্বফলেঽপি তস্য তৎসাপেক্ষত্বমস্তীত্যাহ—লব্ধেতি। নিষ্পন্নমপি কর্ম্ম পূর্ব্বোক্তং কারকমনপেক্ষ্য স্বফলদানে শক্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। কর্ম্মণঃ স্বোৎপত্তৌ স্বফলে চ কারকসাপেক্ষত্বে হেতুমাহ—ক্রিয়ায়া হীতি। কারকাদীনামনেকেষাং নিমিত্তানামুপাদানেন স্বভাবো নিষ্পদ্যতে যস্যাঃ, সা তথোক্তা, তস্যা ভাবঃ কারকাদ্যনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাব্যং, তস্মাদুভয়ত্র পরতন্ত্রং কর্ম্মেত্যর্থঃ। দেবাদীনাং কর্ম্মাপেক্ষিতকারকত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ২৭

কর্ম্মণামপ্যেষাং বশানুগত্বং কচিৎ, স্বসামর্থ্যস্যাপ্রণোদ্যত্বাৎ। কর্ম্মকাল-দৈবদ্রব্যাদিস্বভাবানাং গুণপ্রধানভাবস্ত্বনিয়তো দুর্ব্বিজ্ঞেয়শ্চেতি তৎকৃতো মোহো লোকস্য।—কর্ম্মৈব কারকং নান্যৎ ফলপ্রাপ্তাবিতি কেচিৎ; দৈবমেবেত্যপরে; কাল ইত্যেকে; দ্রব্যাদিস্বভাব ইতি কেচিৎ; সর্ব্ব এতে সংহতা এবেত্যপরে। তত্র কর্ম্মণঃ প্রাধান্যমঙ্গীকৃত্য বেদস্মৃতিবাদাঃ "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যাদয়ঃ। যদ্যপ্যেষাং স্ববিষয়ে কস্যচিৎ প্রাধান্যোদ্ভবঃ, ইতরেষাং তৎকালীনপ্রাধান্যশক্তিস্তম্ভঃ, তথাপি ন কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিং প্রতি অনৈকান্তিকত্বম্, শাস্ত্রন্যায়নির্দ্ধারিতত্বাৎ কর্ম্মপ্রাধান্যস্য। ২৮

ইতোঽপি কর্ম্মফলে নাবিস্রম্ভোঽস্তীত্যাহ—কর্ম্মণামিতি। এষাং দেবাদীনাং কচিদ্বিঘ্নকরণে কার্য্যে কর্ম্মণাং বশবর্ত্তিত্বমেষ্টব্যং, প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষামন্তরেণ বিঘ্নকরণেঽতিপ্রসঙ্গাৎ, অতোঽস্মাপি

সর্ব্বত্র তেষাং তদপেক্ষা বাচোত্তার্থঃ। তত্র তেষাং কর্ম্মবশবর্ত্তিত্বে হেত্বন্তরমাহ—স্বসামর্থ্যস্তেতি। বিঘ্নলক্ষণং হি কার্য্যং দুঃখমুৎপাদয়তি। ন চ দুঃখমৃতে পাপাদুপপদ্যতে, দুঃখবিষয়ে পাপসামর্থ্যস্ত শাস্ত্রাধিগতত্বাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ, তস্মাৎ প্রাণিনামদৃষ্টবশাদেব দেবাদয়ো বিঘ্নকারণমিত্যর্থঃ। দেবাদীনাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যে কর্ম্ম তৎপরতন্ত্রং ন স্যাৎ, প্রধানগুণভাববৈপরীত্যাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ——কর্ম্মেতি। ইতশ্চ নামীষাং নিয়তো গুণপ্রধানভাবোঽস্তীত্যাহ—দুর্বিজ্ঞেয়শ্চেতি। ইতি-শব্দো হেত্বর্থঃ। যতো গুণপ্রধানকৃতো মতিবিভ্রমো লোকস্যোপলভ্যতে, তস্মাদসৌ দুর্বিজ্ঞেয়ো ন নিয়তোঽস্তীতি যোজনা। মতিবিভ্রমে বাদিবিপ্রতিপত্তিং হেতুমাহ—কর্ম্মৈবেত্যাদিনা। কথং তর্হি নিশ্চয়স্তত্রাহ—তত্রেতি। বেদবাদানুদাহরতি—পুণ্যো বা ইতি। আদিপদেন 'ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধম্' ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদা গৃহ্যন্তে। সূর্য্যোদয়দাহ-সেচনাদৌ কাল-জ্বলন-সলিলাদেঃ প্রাধান্যপ্রসিদ্ধের্ন কর্ম্মৈব প্রধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। অনৈকান্তিকত্বমপ্রধানত্বম্। তত্র হেতুমাহ—শাস্ত্রেতি। শ্রুতিস্মৃতিলক্ষণং শাস্ত্রমুদাহৃতম্। জগদ্বৈচিত্র্যানুপপত্তির্ন্যায়ঃ। ২৮

ন ; অবিদ্যাপগমমাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য,—যদুক্তং ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলং প্রতি দেবা বিঘ্নং কুর্য্যুরিতি, তত্র ন দেবানাং বিঘ্নকরণে সামর্থ্যম্ ; কস্মাৎ ? বিদ্যাকালানন্তরিতত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য ; কথম্ ; যথা লোকে দ্রষ্টুশ্চক্ষুষ আলোকেন সংযোগো যৎকালঃ, তৎকাল এব রূপাভিব্যক্তিঃ, এবমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালম্, তৎকাল এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ স্যাৎ ; অতো ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাকার্য্যানুপপত্তেঃ, প্রদীপ ইব তমঃকার্য্যস্য ; তৎ কেন কস্য বিঘ্নং কুর্য্যুর্দ্দেবাঃ—যত্রাত্মত্বমেব দেবানাং ব্রহ্মবিদঃ ২৯

কর্ম্মফলে দেবাদীনাং বিঘ্নকর্ত্তৃত্বং প্রসঙ্গাগতং নিরাকৃত্য বিদ্যাফলে তেষাং তদাশঙ্কিতং নিরাকরোতি—নাবিদ্যেতি। তত্র নঞর্থমুক্তানুবাদপূর্ব্বকং বিশদয়তি—যদুক্তমিতি। তত্র প্রশ্নপূর্ব্বকং পূর্ব্বোক্তং হেতুং স্ফুটয়তি—কস্মাদিতি। আত্মনো ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপায়া মুক্তেরজ্ঞানধ্বস্তিমাত্রত্বাত্তস্যাশ্চ জ্ঞানেন তুল্যকালত্বাত্তস্মিন্ সতি তস্য ফলস্যাবশ্যকত্বাদ্দেবাদীনাং বিঘ্নাচরণে নাবকাশোঽস্তীত্যর্থঃ। উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে—কথমিত্যাদিনা। ব্রহ্মবিদ্যাতৎফলয়োঃ সমানকালত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাফলে বিঘ্নকর্ত্তৃত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—যত্রেতি। যস্যাং বিদ্যায়াং সত্যাং ব্রহ্মবিদো দেবাদীনামাত্মত্বমেব, তস্যাং সত্যাং কথং তে তস্য বিঘ্নমাচরেয়ুঃ, স্ববিষয়ে তেষাং প্রাতিকূল্যাচরণানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। ২৯

তদেতদাহ—আত্মা স্বরূপং ধ্যেয়ম্ যত্তৎ সর্ব্বশাস্ত্রৈর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, হি যস্মাৎ এষাং দেবানাং স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি—ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেবাবিদ্যামাত্রব্যবধানাপগমাৎ শুক্তিকায়া ইব রজতাভাসায়াঃ শুক্তিকাত্বমিত্যবোচাম। অতো নাত্মনঃ প্রতিকূলত্বে দেবানাং প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি। যস্য হি অনাত্মভূতং ফলং দেশকালনিমিত্তা-

ন্তরিতম্, তত্রানাত্মবিষয়ে সফলঃ প্রযত্নো বিদ্যাচরণায় দেবানাম্; ন ত্বিহ বিদ্যা-সমকাল আত্মভূতে দেশকালনিমিত্তানন্তরিতে, অবসরানুপপত্তেঃ। ৩০

উক্তেঽর্থে সমনন্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তদেতদাহেতি। কথং ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেব ব্রহ্মবিদ্দেবাদীনামাত্মা ভবতি, তত্রাহ—অবিদ্যামাত্রেতি। যথেদং রজতমিতি রজতাকারায়াঃ শুক্তিকায়াঃ শুক্তিকাত্বমবিদ্যামাত্রব্যবহিতং, তথা ব্রহ্মবিদোঽপি সর্ব্বাত্মত্বে তন্মাত্রব্যবধানাত্তন্নাশশ্চ বিদ্যোদয়ে নান্তরীয়কত্বেন নিবৃত্তের্যুক্তং বিদ্যাতৎফলয়োঃ সমানকালত্বম্। উক্তং চৈতৎ প্রতি-বচনদশায়ামিত্যর্থঃ। উক্তস্য হেতোরপেক্ষিতং বদন্ ব্রহ্মবিদো দেবাদ্যাত্মত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। কৈবল্যে তেষাং বিদ্যাকর্তৃত্বে কুত্র তৎকর্তৃতেত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত্বিতি। তেষাং নিরঙ্কুশ-প্রসরত্বং বারয়তি—ন ত্বিতি। সফলঃ প্রযত্ন ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্য নিরবকাশত্বাদিতি হেতুমাহ—অবসরেতি। ৩০

এবং তর্হি বিদ্যাপ্রত্যয়সন্ততাভাবাৎ বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদন্ত্য এবাত্মপ্রত্যয়োঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ, ন তু পূর্ব্ব ইতি। ন; প্রথমেনানৈকান্তিকত্বাৎ—যদি হি প্রথম আত্মবিষয়ঃ প্রত্যয়োঽবিদ্যাং ন নিবর্ত্তয়তি, তথান্ত্যোঽপি, তুল্য-বিষয়ত্বাৎ। এবং তর্হি সন্ততোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ, ন বিচ্ছিন্ন ইতি। ন; জীব-নাদৌ সতি সন্তত্যনুপপত্তেঃ—ন হি জীবনাদিহেতুকে প্রত্যয়ে সতি বিদ্যাপ্রত্যয়-সন্ততিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। অথ জীবনাদিপ্রত্যয়তিরস্করণেনৈব আ মরণান্তাৎ বিদ্যাসন্ততিরিতি চেৎ; ন; প্রত্যয়েয়ত্তাসন্তানানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থানবধারণদোষাৎ—ইয়তাং প্রত্যয়ানাং সন্ততিরবিদ্যায়া নিবর্ত্তিকেত্যনবধারণাৎ শাস্ত্রার্থো নাবধ্রি-য়েত; তচ্চানিষ্টম্। সন্ততিমাত্রত্বেঽবধারিত এবেতি চেৎ, ন আদ্যন্তয়োরবিশে-ষাৎ—প্রথমা বিদ্যা-প্রত্যয়সন্ততিঃ মরণকালান্তা বেতি বিশেষাভাবাৎ, আদ্য-ন্তয়োঃ প্রত্যয়য়োঃ পূর্ব্বোক্তৌ দোষৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এবং তর্হি অনিবর্ত্তক এবেতি চেৎ, ন; "তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" "তত্র কো মোহঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। ৩১

জ্ঞানস্যানন্তরফলত্বাত্তৎফলে দেবাদীনাং ন বিঘ্নকর্তৃতেত্যুক্তমুপেত্য স্বযূথ্যাঃ শঙ্কন্তে—এবং তর্হীতি। জ্ঞানস্যানন্তরফলত্বে ন তদজ্ঞানং নিবর্ত্তয়েদজ্ঞানামিব তত্ত্বজ্ঞানামপি, ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানসন্তত্যভাবাৎ। ন চাদ্যমেব জ্ঞানমজ্ঞানধ্বংসি, প্রাগিবোর্দ্ধমপি রাগাদেস্তৎকার্য্যস্য চ দৃষ্টত্বাৎ। অন্ত্যো দেহপাতকালীনং জ্ঞানমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীতি কুতো জীবন্মুক্তিরিত্যর্থঃ। অন্ত্যজ্ঞানস্যা-জ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং তৎসন্ততের্ব্বা? প্রথমে তস্যাদ্যত্বাদাত্মবিষয়ত্বাদ্বা তদ্ধ্বংসিতা? ইতি বিকল্প্যোভয়ত্র দৃষ্টান্তাভাবং মত্বা দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—ন প্রথমেনেতি। তদেবানুমানেন স্ফোরয়তি—যদি হীতি।

কল্পান্তরং শঙ্কয়তি—এবং তর্হীতি। অবিচ্ছিন্না জ্ঞানসন্ততিরজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীত্যেতদ্-দূষয়তি—নেত্যাদিনা। জীবনাদিহেতুকঃ প্রত্যয়ো বুভুক্ষিতোঽহং ভোক্ষ্যেঽহমিত্যাদিলক্ষণঃ।

তস্য বুভুক্ষাদ্যাপন্নতস্য ব্রহ্মাস্মীত্যবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়সন্ততেশ্চ বিরুদ্ধতয়া যৌগপদ্যাযোগে হেতুমাহ—বিরোধাদিতি। প্রত্যয়সন্ততিমুপপাদয়ন্নাশঙ্কতে—অথেতি। উক্তরীত্যা প্রত্যয়সন্ততিমুপেত্য দূষয়তি—নেত্যাদিনা। তমেব দোষং বিশদয়তি—ইয়তামিতি। শাস্ত্রার্থো জ্ঞানসন্ততিরজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীত্যেবমাত্মকঃ।

আত্মেত্যেবোপাসীতেতি শ্রুতেরাত্মজ্ঞান-সন্ততিমাত্রসদ্ভাবে ততো বিদ্যাদ্বারাঽবিদ্যাধ্বস্তিরিতি শাস্ত্রার্থনিশ্চয়সিদ্ধিরিত্যাহ—সন্ততীতি। আত্মধীসন্ততেঃ সত্ত্বেঽপি ন সাত্মবিষয়ত্বাদ্বিদ্যাদ্বারাঽবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি। আদ্যদ্বিত্রিক্ষণস্থাত্মধীসন্ততৌ ব্যভিচারাদিতি পরিহরতি—নাদ্যন্তয়োরিতি। পূর্ব্বস্মিন্ প্রত্যয়ে নাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বম্, অন্ত্যে তু তথেত্যুক্তে তস্যান্ত্যত্বাত্তথাত্বং চেদ্ দৃষ্টান্তাভাবঃ; আত্মবিষয়ত্বাত্তথাত্বে প্রথমপ্রত্যয়ে ব্যভিচারঃ স্যাদিত্যুক্তৌ দোষৌ। আদ্যা সন্ততির্নাবিদ্যাধ্বংসিনী; অন্ত্যা তু তথেত্যঙ্গীকারেঽপি বিশেষাভাবাদন্ত্যত্বাত্তস্যা নিবর্ত্তকত্বে দৃষ্টান্তাভাবঃ। আত্মবিষয়ত্বাত্তদ্ভাবে ত্বনৈকান্তিকত্বমিত্যেতাবেব দোষৌ স্যাতামিত্যুক্তং বিবৃণোতি—প্রথমেতি। অন্ত্যপ্রত্যয়স্য তৎসন্ততেশ্চাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বাসম্ভবে প্রথমস্যাপি রাগাদ্যনুবৃত্ত্যা তদযোগাজ্জ্ঞানমজ্ঞানানিবর্ত্তকমেবেতি চোদয়তি—এবং তর্হীতি। শ্রুতিবিরোধেন পরিহরতি—ন তস্মাদিতি। ৩১

অর্থবাদ ইতি চেৎ; ন; সর্ব্বশাখোপনিষদামর্থবাদত্বপ্রসঙ্গাৎ; এতাবন্মাত্রার্থত্বোপক্ষীণা হি সর্ব্বশাখোপনিষদঃ। প্রত্যক্ষপ্রমিতাত্মবিষয়ত্বাদন্বেবেতি চেৎ; ন; উক্তপরিহারত্বাৎ—অবিদ্যাশোকমোহভয়াদিদোষনিবৃত্তেঃ প্রত্যক্ষত্বাদিতি চোক্তঃ পরিহারঃ। তস্মাদাদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততশ্চ—ইত্যচোদ্যমেতৎ; অবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলাবসানত্বাদ্বিদ্যায়াঃ—য এবাবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলকৃৎ প্রত্যয়ঃ—আদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততো বা, স এব বিদ্যেত্যভ্যুপগমাৎ ন চোদ্যস্যাবতারগন্ধোঽপ্যস্তি। ৩২

তাসামর্থবাদত্বেনাবিবক্ষিতত্বং শঙ্কতে—অর্থবাদ ইতি চেদিতি। অতিপ্রসঙ্গেন দূষয়তি—ন সর্ব্বেতি। যথোক্তশ্রুতীনামর্থবাদত্বেঽপি কথং সর্ব্বশাখোপনিষদাং তত্প্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। এতাবন্মাত্রার্থত্বমাত্মজ্ঞানাত্তদজ্ঞাননিবৃত্তিরিত্যেতাবন্মাত্রস্যার্থস্য সদ্ভাবঃ। অহংধীগম্যে প্রতীচি তাসাং প্রবৃত্তেঃ সংবাদবিসংবাদাভ্যাং মানত্বাযোগাদন্বেবার্থবাদতেতি প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বং শঙ্কতে—প্রত্যক্ষেতি। প্রমাতুরহংধীগম্যতা, নাত্মনস্তৎসাক্ষিণঃ; তস্য বেদান্তা ব্রহ্মত্বং বোধয়ন্তীতি ন সংবাদাদিশঙ্কেত্যাহ—নোক্তেতি। বিদ্বদনুভবমাশ্রিত্যাপি ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং সমাহিতমিত্যাহ—অবিদ্যেতি। আত্মজ্ঞানস্য তদজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বে স্থিতে পরমতস্য নিরবকাশত্বং ফলতীত্যাহ—তস্মাদিতি। চোদ্যস্যানবকাশত্বমেব বিশদয়তি—অবিদ্যাদীতি। ৩২

যত্তূক্তং বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদিতি; ন; তচ্ছেষস্থিতিহেতুত্বাৎ—যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তদ্বিপরীতপ্রত্যয়দোষনিমিত্তত্বাত্তস্য তথাভূতস্যৈব বিপরীতপ্রত্যয়দোষসংযুক্তস্য ফলদানে সামর্থ্যম্, ইতি যাবচ্ছরীরপাতঃ, তাবৎ ফলোপভোগাঙ্গতয়া বিপরীতপ্রত্যয়ং রাগাদিদোষঞ্চ তাবন্মাত্রমাক্ষিপত্যেব—

মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাত্তদ্ধেতুকস্য কর্ম্মণঃ । তেন ন তস্য নিবর্ত্তিকা বিদ্যা, অবিরোধাৎ ; কিং তর্হি ? স্বাশ্রয়াদেব স্বাত্মবিরোধি অবিদ্যাকার্য্যং যুত্‍ৎপিৎসু, তন্নিরুণদ্ধি, অনাগতত্বাৎ ; অতীতং হি ইতরৎ । ৩৩

জ্ঞানসন্ততেরস্যাজ্ঞানস্য বাঽজ্ঞানধ্বংসিত্বাসিদ্ধেরাদ্যমেব জ্ঞানং তথেত্যুক্তং, সম্প্রতি পরোক্তমনুবদতি—যত্ত্বুক্তমিতি । দর্শনান্নাদ্যং জ্ঞানমজ্ঞানধ্বংসীতি শেষঃ । প্রারব্ধকর্ম্মশেষস্য বিদ্বদ্দেহস্থিতিহেতুত্বাদ্বিদুষোঽপি যাবদারব্ধক্ষয়ং রাগাদ্যাভাসাবিরোধাত্তৎক্ষয়ে চ দেহাভাসজগদাভাসয়োরভাবান্নাদ্যজ্ঞানস্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বানুপপত্তিরিত্যুত্তরমাহ—ন তচ্ছেষেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—যেনেত্যাদিনা । যচ্ছব্দস্যাক্ষিপতীত্যনেন সম্বন্ধঃ । আক্ষেপকত্বনিয়মং সাধয়তি—বিপরীতেতি—মিথ্যাজ্ঞানেন রাগাদিদোষেণ চ নিমিত্তেন প্রবৃত্তত্বাদিতি যাবৎ । তথাভূতস্যেত্যস্য বিবরণং বিপরীতপ্রত্যয়েত্যাদি । কর্ম্মৈব ষষ্ঠ্যা বিশেষ্যতে । তাবন্মাত্রং প্রতিভাসমাত্রশরীরম্ । প্রারব্ধকর্ম্মণোঽপ্যজ্ঞানজন্যত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বান্ন জ্ঞানিনস্তত্র দেহাভাসাদি সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—মুক্তেষুবদিতি । যথা প্রবৃত্তবেগস্যেষ্বাদের্ব্বেগক্ষয়াদেবাপ্রতিবদ্ধস্য ক্ষয়স্তথা ভোগাদেবারব্ধক্ষয়ঃ, 'ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে' ইতি ন্যায়াৎ, ন জ্ঞানাদিত্যর্থঃ । তদ্ধেতুকস্য বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রতিভাসকার্য্যজনকস্যেতি যাবৎ ।

নন্বু জ্ঞানমনারব্ধকর্ম্মবদারব্ধমপি কর্ম্ম কর্ম্মত্বাবিশেষান্নিবর্ত্তয়িষ্যতি, নেত্যাহ—তেনেতি । অবিদ্যালেশেন সহারব্ধস্য কর্ম্মণো বিদ্যা নিবর্ত্তিকা ন ভবতীত্যত্র হেতুমাহ—অবিরোধাদিতি । ন হি জ্ঞানাদারব্ধং কর্ম্ম ক্ষীয়তে তদবিরোধিত্বাদবিদ্যালেশাচ্চ দেহাবস্থিতেরন্যথা জীবন্মুক্তিশাস্ত্রবিরোধাদিতি ভাবঃ । আরব্ধস্য কর্ম্মণো জ্ঞানানিবর্ত্ত্যত্বে জ্ঞানং কর্ম্মনিবর্ত্তকমিতি কথং প্রসিদ্ধিরিত্যাহ—কিং তর্হীতি । প্রসিদ্ধিবিষয়মাহ—স্বাশ্রয়াদিতি । জ্ঞানবিরোধি যদজ্ঞানকার্য্যমনারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানাশ্রয়-প্রমাত্রাখ্যাশ্রয়াদজ্ঞানাৎ ফলাত্মনা জন্মাভিমুখং, তন্নিবর্ত্তকং জ্ঞানমিতি প্রসিদ্ধিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ । বিমতং ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং কর্ম্মত্বাদারব্ধকর্ম্মবদিত্যনুমানাদনারব্ধমপি কর্ম্ম ন জ্ঞাননিরস্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাগতত্বাদিতি । অনারব্ধং কর্ম্ম ফলরূপেণাপ্রবৃত্তত্বাৎ প্রবৃত্তেন জ্ঞানেন নিবর্ত্ত্যম্ । আরব্ধং তু কর্ম্ম ফলরূপেণ জাতত্বাত্তদ্ভোগাদৃতে ন নিবৃত্তিমর্হতি । অনুমানং ত্বাগমাপবাধিতমপ্রমাণমিত্যর্থঃ । ৩৩

কিঞ্চ, নচ বিপরীতপ্রত্যয়ো বিদ্যাবত উৎপদ্যতে, নির্বিষয়ত্বাৎ—অনবধৃতবিষয়বিশেষস্বরূপং হি সামান্যমাত্রমাশ্রিত্য বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যমান উৎপদ্যতে, যথা—শুক্তিকায়াং রজতমিতি । স চ বিষয়বিশেষাবধারণবতোঽশেষবিপরীতপ্রত্যয়াশয়স্যোপমর্দ্দিতত্বাৎ ন পূর্ব্ববৎ সম্ভবতি, শুক্তিকাদৌ সম্যক্প্রত্যয়োৎপত্তৌ পুনরদর্শনাৎ । ৩৪

যদ্যনারব্ধকর্ম্মনিবৃত্তাবপি বিদুষশ্চেদারব্ধকর্ম্ম ন নিবর্ত্ততে, তথাচ যথাপূর্ব্বং বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রবৃত্তের্ব্বিদদবিদ্বদ্বিশেষো ন স্যাদত আহ—কিঞ্চেতি । হেতুসিদ্ধ্যর্থং বিপরীতপ্রত্যয়বিষয়ং বিশদয়তি—অনবধৃতেতি । সম্প্রতি বিদ্বদ্বিষয়ে বিষয়াভাবাদ্বিপরীতপ্রত্যয়স্যানুৎপত্তিমুপন্যস্যতি—স চেতি । আপরস্যাগৃহীতবিশেষস্য সামান্যমাত্রস্যালম্বনস্যেতি যাবৎ । আশ্রয়স্যেতি পাঠে-

পায়মেবার্থঃ। বিদুষো বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রতিভাসেঽপি ন যথাপূর্ব্বং তৎসত্ত্বং, যস্ত তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বমিত্যাদিন্তায়বিরোধাদিতি মত্বোক্তম্—ন পূর্ব্ববদিতি। তত্রানুভবং প্রমাণয়তি—শুক্তিকাদাবিতি। ৩৪

ক্বচিৎ তু বিদ্যায়াঃ পূর্ব্বোৎপন্নবিপরীতপ্রত্যয়জনিতসংস্কারেভ্যো বিপরীত-প্রত্যয়াবভাসাঃ স্মৃতয়ো জায়মানা বিপরীতপ্রত্যয়ভ্রান্তিমকস্মাৎ কুর্ব্বন্তি; যথা—বিজ্ঞাতদিগ্‌বিভাগস্যাপি অকস্মাদ্দিগ্বিপর্য্যয়বিভ্রমঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানবতোঽপি চেৎ পূর্ব্ববদ্বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যতে, সম্যগ্‌জ্ঞানেঽপ্যবিস্রম্ভাৎ শাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাদৌ প্রবৃত্তিরসমঞ্জসা স্যাৎ, সর্ব্বঞ্চ প্রমাণমপ্রমাণং সম্পদ্যেত; প্রমাণাপ্রমাণয়োর্বিশেষানুপপত্তেঃ। এতেন সম্যগ্‌জ্ঞানানন্তরমেব শরীরপাতাভাবঃ কস্মাৎ ?—ইত্যেতৎ পরিহৃতম্। ৩৫

যথাজ্ঞানবতো বিপরীতপ্রত্যয়ভাবোঽনুভূয়তে, তথা তত্ত্ববতোঽপি ক্বচিদ্বিপরীতপ্রত্যয়ো দৃশ্যতে, তথা চ কথং তবানুভববিরোধো ন প্রসরেদিত্যাশঙ্ক্য পরোক্ষজ্ঞানবতি বিপরীতপ্রত্যয়-সত্ত্বেঽপি নাপরোক্ষজ্ঞানবতি তদ্ভাৰ্ব্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ—ক্বচিত্ত্বিতি। পরোক্ষজ্ঞানাধারঃ সপ্তম্যর্থঃ। পঞ্চমী ত্বপরোক্ষজ্ঞানার্থা। অকস্মাদিত্যজ্ঞানাতিরিক্তকারণসামগ্র্যভাবোক্তিঃ।

বিদুষো মিথ্যাজ্ঞানাভাবমুক্ত্বা বিপক্ষে দোষমাহ—সম্যগিতি। তৎপূর্ব্বকমনুষ্ঠানমাদি-শব্দার্থঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানাবিস্রম্ভে দোষান্তরমাহ—সর্ব্বং চেতি। জ্ঞানাদজ্ঞানধ্বংসে তদুত্থমিথ্যা-জ্ঞানস্য সবিষয়স্য বাধিতত্বান্ন বিদুষো রাগাদিরিত্যুপপাদ্য জ্ঞানান্মোক্ষে তজ্জন্মমাত্রেণ শরীরং স্থিতিহেত্বভাবাৎ পতেদিতি সদ্যোমুক্তিপক্ষং প্রত্যাহ—এতেনেতি। প্রবৃত্তফলস্য কর্ম্মণো ভোগাদৃতে ক্ষয়ো নাস্তীত্যুক্তেন ন্যায়েনেতি যাবৎ। ৩৫

জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগূর্দ্ধ্বং তৎকাল-জন্মান্তরসঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণামপ্রবৃত্তফলানাং বিনাশঃ সিদ্ধো ভবতি, ফলপ্রাপ্তিবিঘ্ননিষেধশ্রুতেরেব; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি", "তস্য তাবদেব চিরম্," "সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে," "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন" "এতমু হৈবৈতে ন তরতঃ", "নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ," "এতং হ বাব ন তপতি," "ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ; "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ৩৬

আরব্ধকর্ম্মণা দেহস্থিতিমুক্ত্বেতরেষাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমুপসংহরতি—জ্ঞানোৎপত্তেরিতি। তস্য হ ন দেবাশ্চনেতি বিদুষো বিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ বিঘ্ননিষেধশ্রুত্যনুপপত্ত্যা যথোক্তোঽর্থো ভাতীত্যর্থঃ। ন কেবলং শ্রুতার্থাপত্ত্যা যথোক্তার্থসিদ্ধিঃ, কিন্তু শ্রুতিস্মৃতিভ্যামপীত্যাহ—ক্ষীয়ন্তে চেত্যা-দিনা। ৩৬

যত্তু ঋণৈঃ প্রতিবধ্যত ইতি, তন্ন, অবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ,—অবিদ্যাবান্ হি ঋণী, তস্য কর্তৃত্বাদ্যুপপত্তেঃ, "যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ" ইতি হি বক্ষ্যতি। অনন্যৎ সদস্য আত্মাখ্যম্, যত্রাবিদ্যায়াং সত্যামন্যদিব স্যাৎ, তিমিরকৃতদ্বিতীয়চন্দ্রবৎ,

তত্রাবিদ্যাকৃতানেককারকাপেক্ষং দর্শনাদি কর্ম তৎকৃতং ফলঞ্চ দর্শয়তি—তত্রান্যো-ঽন্যৎ পশ্যেদিত্যাদিনা। যত্র পুনর্বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাকৃতানেকত্বভ্রমপ্রহাণম্, "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি কর্মাসম্ভবং দর্শয়তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয় এব ঋণিত্বম্, কর্মসম্ভবাৎ, নেতরত্র। এতচ্চোক্তবত্র ব্যাচিখ্যাসিষ্যমাণৈরেব বাক্যৈ-র্বিস্তরেণ প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ৩৭

জীবন্মুক্তিং সাধয়তা জ্ঞানফলে প্রতিবন্ধাভাব উক্তঃ, ইদানীং পূর্বোক্ত শঙ্কাবীজমনুবদতি—যদ্বিতি। ঋণিত্বং হি বিদুষোঽবিদুষো বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়ন্ দ্বিতীয়মঙ্গীকরোতি—তন্নেত্যা-দিনা। ঋণিত্বস্যেতি শেষঃ। তদেব স্ফুটয়তি—অবিদ্যাবানিতি। অবিদুষোঽস্তি কর্তৃত্বাদীত্যত্র মানমাহ—যত্রেতি। বক্ষ্যমাণবাক্যার্থং প্রকৃতোপযোগিত্বেন কথয়তি—অনন্যদিতি। ঋণিত্বং বিদুষো নেত্যুক্তং ব্যক্তীকর্তুং তস্য নাস্তি কর্তৃত্বাদীত্যত্রাপি প্রমাণমাহ—যত্র পুনরিতি। বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যায়াস্তৎকৃতানেকত্বভ্রমস্য চ প্রহাণং যত্র সম্পদ্যতে, তত্র তস্মাদেব কারণাৎ তৎ কেনেত্যাদিনা কর্মাদেবসম্ভবং দর্শয়তীতি যোজনা। প্রমাণসিদ্ধমর্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি। ৩৭

তদযথৈহৈব তাবৎ—অথ যঃ কশ্চিদব্রহ্মবিৎ অন্যাম আত্মনো ব্যতিরিক্তাং যাং কাঞ্চিদ্দেবতাম্ উপাস্তে—স্তুতিনমস্কারযাগবল্যুপহারপ্রণিধানধ্যানাদিনা উপ আস্তে—তস্যা গুণভাবমুপগম্য আস্তে—অন্যোঽসাবনাত্মা মত্তঃ পৃথক্, অন্যোঽহ-মস্ম্যধিকৃতঃ, ময়াস্মৈ ঋণিবৎ প্রতিকর্ত্তব্যম্—ইত্যেব প্রত্যয়ঃ সন্ উপাস্তে, ন স ইত্থংপ্রত্যয়ঃ বেদ বিজানাতি তত্ত্বম্। ন স কেবলমেবস্তুতোঽবিদ্বান্ অবিদ্যাদি-দোষবানেব, কিং তর্হি, যথা পশুর্গবাদিঃ বাহনদোহনাদ্যুপকারৈরুপভুজ্যতে, এবং স ইজ্যাদ্যনেকোপকারৈরুপভোক্তব্যত্বাৎ একৈকেন দেবাদীনাম; অতঃ পশুরিব সর্বার্থেষু কর্মস্বধিকৃত ইত্যর্থঃ। ৩৮

অবিদ্যাবিষয়মৃণিত্বমিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়ন্নবিদ্যাসূত্রমব তারয়তি—এতচ্চেতি। তদৃণিত্বমবিদ্যা-বিষয়ং যথা স্ফুটং ভবতি, তথা "অথ যোঽন্যাম্" ইত্যাদাবনন্তরগ্রন্থ এব কথ্যতে প্রথমমিত্যর্থঃ। তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। বিদ্যাসূত্রানন্তর্যমবিদ্যাসূত্রস্যা(স্থা)থশব্দার্থঃ। যাগো গন্ধপুষ্পাদিনা পূজা। বল্যুপহারো নৈবেদ্যসমর্পণম্। প্রণিধানমৈকাগ্র্যম্। ধ্যানং তত্রৈ-বানন্তরিতপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। আদিপদং প্রদক্ষিণাদিগ্রহণার্থম্। ভেদদর্শনমত্রোপাসনং ন শাস্ত্রীয়মিত্যভিপ্রেত্যৈতদেব বিবৃণোতি—অন্যোঽসাবিতি। তস্য মূলমাহ—ন স ইতি। বাক্যান্তরমবতার্য ব্যাচষ্টে—ন স কেবলমিতি। সোঽবিদ্বানেবমুক্তদৃষ্টান্তবশাৎ পশুরিব দেবানাং ভবতি। তেষাং মধ্যে তস্যৈকৈকেন বহুভিরুপকারৈর্ভোগ্যত্বাদিতি যোজনা। পশুসাম্যে সিদ্ধমর্থং কথয়তি—অত ইতি। ৩৮

এতস্য হি অবিদুষো বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগবতোঽধিকৃতস্য কর্মণো বিদ্যাসহিতস্য কেবলস্য চ শাস্ত্রোক্তস্য কার্য্যং মনুষ্যত্বাদিকো ব্রহ্মান্ত উৎকর্ষঃ; শাস্ত্রোক্তবিপ-রীতস্য চ স্বাভাবিকস্য কার্য্যং মনুষ্যত্বাদিক এব স্থাবরান্তোঽপকর্ষঃ; যথা চৈতৎ,

তথা "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যামঃ কৃৎস্নেনৈবাধ্যায়শেষেণ। বিদ্যায়াশ্চ কার্য্যং সর্ব্বাত্মভাবাপত্তিরিত্যেতৎ সংক্ষেপতো দর্শিতম্। সর্ব্বা হীয়মুপনিষদ্‌বিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেনৈবোপক্ষীণা। যথা চৈষোঽর্থঃ কৃৎস্নস্য শাস্ত্রস্য, তথা প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ৩৯

অথানেনাবিদ্যাসূত্রেণ কিং কৃতং ভবতীত্যপেক্ষায়ামবিদ্যায়াঃ সংসারহেতুত্বং সূত্রিতমিতি বক্তুমবিদ্যাকার্য্যং কর্ম্মফলং সংক্ষিপতি—এতস্যেত্যাদিনা। কর্ম্মসহায়ভূতা বিদ্যা দেবতাধ্যানাত্মিকা। শাস্ত্রীয়বৎ স্বাভাবিককর্ম্মণোঽপি দ্বৈবিধ্যং সূচয়িতুং চ শব্দঃ। তত্র তু সহকারিণী বিদ্যা নগ্নস্ত্রীদর্শনাদিরূপেতি ভেদঃ। কথং যথোক্তং কর্ম্মফলমবিদ্যাবতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা চেতি। সূত্রদ্বৈবিধ্যসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাসূত্রার্থমনুক্রামতি—বিদ্যায়াশ্চেতি। সূত্রদ্বয়বাক্যাং বাবয়তি—সর্ব্বা হীতি। কথমেতদবগম্যতে, তত্রাহ—যথেতি। ৩৯

যস্মাদেবম্, তস্মাদবিদ্যাবন্তং পুরুষং প্রতি দেবা ঈশতে এব বিঘ্নং কর্ত্তুম্ অনুগ্রহঞ্চ, ইত্যেতদ্দর্শয়তি—যথা হ বৈ লোকে বহবো গোঽশ্বাদয়ঃ পশবঃ মনুষ্যং স্বামিনমাত্মনঃ অধিষ্ঠাতারং ভুঞ্জ্যুঃ পালয়েয়ুঃ, এবং বহুপশুস্থানীয় একৈকোঽবিদ্বান্ পুরুষো দেবান্,—দেবানিতি পিত্রাদ্যুপলক্ষণার্থম্,—ভুনক্তি পালয়তীতি—ইমে ইন্দ্রাদয়ঃ অন্যে মত্তঃ মমেশিতারঃ, ভৃত্য ইবাহমেষাং স্তুতিনমস্কারেজ্যাদিনাবাধনং কৃত্বাভ্যুদয়ং নিঃশ্রেয়সঞ্চ তৎপ্রস্য ফলং প্রাপ্স্যামীত্যেবমভিসন্ধিঃ। ৪০

মনুষ্যাণামবিদ্যাবতাং দেবপশুত্বে স্থিতে ফলিতমাহ—যস্মাদিতি। তত্র প্রমাণত্বেনোত্তরবাক্যমুত্থাপয়তি—এতদিতি। কিমিদমবিদ্যাবতো দেবাদিপালনমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যতাৎপর্য্যমাহ—ইম ইন্দ্রাদয় ইতি। অভিসন্ধিরবিদ্যাবতঃ পুরুষস্যেতি শেষ। ৪০

তত্র লোকে বহুপশুমতো যথা একস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানে ব্যাঘ্রাদিনা অপহ্রিয়মাণে মহদপ্রিয়ং ভবতি; তথা বহুপশুস্থানীয়ে একস্মিন্ পুরুষে পশুভাবাং বুত্তিষ্ঠতি অপ্রিয়ং ভবতীতি কিং চিত্রং দেবানাম্, বহুপশ্বপহরণ ইব কুটুম্বিনঃ। তস্মাদেষাং দেবানাং তন্ন প্রিয়ম্; কিং তৎ? যদেতদ্ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বং কথঞ্চন মনুষ্যা বিদ্যঃ বিজানীয়ুঃ। তথা চ স্মরণমনুগীতাসু ভগবতো ব্যাসস্য—

"ক্রিয়াবদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ।
ন চৈতদিষ্টং দেবানাং মর্ত্ত্যৈরুপরি বর্ত্তনম্॥" ইতি।

অতো দেবাঃ পশূনিব ব্যাঘ্রাদিভ্যঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞানাদ্ বিঘ্নমাচিকীর্ষন্তি—অস্মদুপভোগ্যত্বাৎ মা ব্যুত্তিষ্ঠেয়ুরিতি। যং তু মুমোচয়িষন্তি, তং শ্রদ্ধাদিভির্যোক্ষ্যন্তি, বিপরীতমশ্রদ্ধাদিভিঃ। তস্মান্মুমুক্ষুর্দেবারাধনপরঃ শ্রদ্ধাভক্তিপরঃ প্রণেয়োঽপ্রমাদী স্যাৎ বিদ্যাপ্রাপ্তিং প্রতি বিদ্যাং প্রতীতি বা, কাকৈতৎ প্রদর্শিতং ভবতি দেবা[illegible] ॥ [illegible] ॥ ১০ ॥

একস্মিন্নেবেত্যাদিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—তত্রেতি। মনুষ্যাণাং পশুভাবাদুত্থানমপ্রিয়ং দেবানামিতি স্থিতে তদুপায়মপি তত্ত্বজ্ঞানং তেষাং দেবা বিঘ্নয়ন্তীত্যাহ—তস্মাদিতি। তত্ত্ববিদ্যায়া দৌর্লভ্যং কথকনেত্যুক্তম্। মনুষ্যাণামুৎকর্ষং দেবা ন মৃষ্যন্তীত্যত্র প্রমাণমাহ—তথা চেতি। তেষাং ব্রহ্মবিদ্যয়া কৈবল্যপ্রাপ্তিঃ সুতরামনিষ্টেতি ভাবঃ।

দেবাদীনাং মনুষ্যেষু ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপ্রিয়ত্বেঽপি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। তেষাং বিঘ্নমাচরতামভিপ্রায়মাহ—অস্মাদিতি। তর্হি দেবাদিভিরুপহতানাং মনুষ্যাণাং মুমুক্ষৈব ন ন সম্পদ্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ—যং স্থিতি। উক্তং হি—

"ন দেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ।

যং হি রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্" ॥ ইতি ॥

তর্হি কিমিতি সর্ব্বানেব দেবা নানুগৃহ্ণন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপরীতমিতি। দেবতাপরাঙ্মুখম-নুমোচয়িষিতমিতি যাবৎ। সম্প্রতি দেবতাপ্রিয়বাক্যোন ধ্বনিতমর্থমাহ—তস্মাদিতি। অবিদুষস্তু মনুষ্যেষু দেবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যং তচ্ছব্দার্থঃ। ব্রহ্মাদিপ্রধানস্তদারাধনপরঃ সন্ দেবাদীনামপ্রিয়ঃ স্যাত্তদ্বিপক্ষস্তু মুমুক্ষাবৈফল্যাদিত্যর্থঃ। তৎপ্রীতিবিষয়শ্চ তৎপ্রসাদাসাদিতবৈরাগ্যঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য বিদ্যাপ্রাপকশ্রবণাদিকং প্রতি একাগ্র মনাঃ স্যাদিত্যাহ—অপ্রমাদীতি। শ্রবণাদিকমনুতিষ্ঠন্নপি বর্ণাশ্রমাচারপরো ভবেৎ, অন্যথা বিদ্যালক্ষণে ফলে প্রতিবন্ধসত্ত্বাদি-ত্যাশয়েনাহ—বিদ্যাং প্রতীতি। ভয়াদিনিমিত্তা ধ্বনেবিকৃতিঃ কাকুরুচ্যতে, যথাহ—'কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ' ইতি। তয়া কাকা কাথশ্রুতেঃ স্বরকম্পেন(ণ) ভয়-মুপলক্ষ্য দেবাদিভজনে কল্যাতে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—কাক্কেতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখানে ব্রহ্ম অর্থ—অপর ব্রহ্ম (কার্য্য ব্রহ্ম); কেন না, সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ ফল-প্রাপ্তির কথা উপপন্ন হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের যে সর্ব্বাত্মভাব, তাহা কোনও ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন নয়, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক; অথচ "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ" এই শ্রুতি অত্রত্য সর্ব্বভাবাপত্তিকে বিজ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব "এখানে ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" এই ব্রহ্ম-শব্দের অপর ব্রহ্ম অর্থ হওয়াই উচিত। ১

অথবা মনুষ্যাধিকারের প্রসঙ্গে যখন এই কথা বলা হইতেছে, তখন, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাবলে সর্ব্বভাবাপন্ন হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ উপযুক্ত ব্রাহ্মণও এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতে পারেন। কেন না, এখানে "সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে" এই শ্রুতিতে মনুষ্যগণেরই উল্লেখ রহিয়াছে; আর অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপায়ানুষ্ঠানে যে, মনুষ্যগণেরই বিশেষাধিকার আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম প্রজাপতি কাহারো তাহাতে অধিকার নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মসহকৃত ও দ্বৈতসম্বন্ধসমন্বিত অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যিনি অপর ব্রহ্মভাব

প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী হইতে বিরত ও সর্ব্বভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন যাঁহার কাম-কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও পরব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মভাবী তাদৃশ জীবই এখানে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইতেছে। ব্যবহারক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা অবস্থা ধরিয়াও শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়, যথা—'ওদনং পচতি' (ভাত পাক করিতেছে), প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চাউলই পাক করে, ভাত পাক করে না; কারণ, চাউল পাক করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম ভাত (ওদন); সুতরাং বলিতে হইবে যে, সেখানে চাউলের ভবিষ্যৎ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়; যথা—"পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাম্‌" (পরিব্রাজক, দক্ষিণারূপে, সর্ব্বভূতে অভয়প্রদান করিবে)। সর্ব্বভূতে অভয় দান হইতেছে পারিব্রাজ্য-গ্রহণের (পরিব্রাজক হইবার প্রধান) অঙ্গ; (এখানে কিন্তু অগ্রেই সেই ভবিষ্যৎ পারিব্রাজ্যকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে); এখানেও তদ্রূপ। এইরূপ যুক্তি অনুসারে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মভাবী—ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবই এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে। ২

না, এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সর্ব্বভাবাপত্তি-রূপ ফলের অনিত্যতা-দোষ আসিতে পারে। জগতে এরূপ কোনও সত্য পদার্থ নাই, যাহা নিত্য, অথচ কারণবিশেষের সহযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সর্ব্বভাবাপত্তি ফল যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ কারণ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যতাবাদ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হয়। আর যদি উহা অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও উহা যে, কর্ম্মফলেরই তুল্য হইয়া পড়ে, এ দোষ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ৩

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে, সর্ব্বভাবাপত্তি, তাহার অর্থ—অবিদ্যাকৃত অসর্ব্বভাবনিবৃত্তি মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা হইলেও ব্রহ্ম-শব্দে ব্রহ্মভাবী পুরুষের কল্পনা করা বিফল হইয়া যায়; অর্থাৎ যদি তুমি মনে কর যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বেও সমস্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিরকালই ব্রহ্মভাবাপন্ন; কেবল অবিদ্যাবশে যেমন শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে; অথবা নভোমণ্ডলে যেমন তল-মলিনাদিভাবের আরোপ হইয়া থাকে, তেমনি এই ব্রহ্মেতেও অবিদ্যার প্রভাবে অসর্ব্বত্ব ও অব্রহ্মভাব আরোপিত হইয়াছে; ব্রহ্মবিদ্যা তাহারই নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে; তাহা

হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থস্বরূপ যে পরব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্ব্বেও যিনি বিদ্যমান ছিলেন, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ" বাক্যে সেই ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত হয়। কেন না, যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই বেদের স্বভাব, কিন্তু যে লোক ভবিষ্যতে ব্রহ্মভাব লাভ করিবে, অগ্রেই তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, ঐরূপ অর্থ—ব্রহ্ম-শব্দের যাহা মুখ্যার্থ, তাহার বিপরীত; অধিকন্তু, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুতার্থের কল্পনা করা, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। ৪

আর যদি বল, অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বভাব ভিন্নও স্বতন্ত্র অসর্ব্বত্ব ও অব্রহ্মভাব নিশ্চয়ই আছে। না; [যদি ঐরূপ থাকে, তাহা হইলে] ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না; কেন না, বিদ্যা যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সত্য বস্তুর অপলাপ বা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা কোথাও দেখা যায় না; পরন্তু সর্ব্বত্রই অবিদ্যামাত্র নিবারণ করিতে দেখা যায়। তদ্রূপ এখানেও ব্রহ্ম-বিদ্যা কেবল অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বত্বই নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও পারমার্থিক বস্তু জন্মাইতে বা নিবারণ করিতে পারে না (১)। অতএব যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুত অর্থের কল্পনা করা, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ৫

যদি বল, ব্রহ্মেতে অবিদ্যা থাকা কখনই সম্ভব হয় না; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ? যেহেতু [শাস্ত্রে] ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধি রহিয়াছে। শুক্তিতে যদি রজতের অধ্যারোপ না থাকে, তাহা হইলে, শুক্তি চক্ষুর গোচর হইলে পর 'ইহা শুক্তি—রজত নহে,' এরূপ উপদেশের কখনও আবশ্যক হয় না; এইরূপ, ব্রহ্মেতে যদি অবিদ্যার আরোপ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই 'এ সমস্তই সৎ, এ সমস্তই ব্রহ্ম, এ সমস্তই আত্মা' 'ব্রহ্মাতিরিক্ত এই দ্বৈতের সত্তা নাই।' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ে একত্ববিজ্ঞানের বিধান আবশ্যক হইত না। [পক্ষান্তরে যদি বল যে,] শুক্তিকার ন্যায় ব্রহ্মেতেও অতদ্ধর্ম্মের (অব্রহ্মভাবের) আরোপ যে আদৌ নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না; তবে কি না, ব্রহ্ম নিজেই আপনাতে অধ্যস্ত অব্রহ্মধর্ম্ম আরোপের নিমিত্ত বা কারণ নহে, এবং তিনি তাহার কর্ত্তাও নহে।

(১) তাৎপর্য্য—জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণতঃ অজ্ঞানেরই বিরোধ; সেই কারণে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা অজ্ঞান বা অজ্ঞানের ফল নহে, তাহা কখনই জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় না: কাজেই অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বত্ব যদি অবিদ্যাজনিত না হইয়া সত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেও সেই অসর্ব্বভাব ও অব্রহ্মভাব বিধ্বস্ত হইতে পারে না।

[হাঁ, এরূপ বলিলে,] ব্রহ্ম অবিদ্যার কর্ত্তা বা ভ্রান্তিযুক্ত হন না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন আর কোনও চেতনপদার্থ যে অবিদ্যার কর্ত্তা কিংবা ভ্রান্তিযুক্ত, তাহাও ত তোমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ 'ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোনও বিজ্ঞাতা নাই', 'এতদতিরিক্ত অপর বিজ্ঞাতা নাই' 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', 'আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন', 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' '[যিনি মনে করেন] ইনি অন্য এবং আমি অন্য, বস্তুতঃ তিনি জানেন না' ইত্যাদি বহু শ্রুতি হইতে, এবং 'সর্ব্বভূতে সমান,' 'হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন, আমিই আত্মা' 'কুক্কুরে ও চণ্ডালে' 'যিনি সর্ব্বভূতকে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, এবং 'যাঁহাতে সমস্ত ভূত বর্ত্তমান' এই মন্ত্র হইতেও যথোক্ত অভিপ্রায়ই জানা যায়। ৬

ভাল কথা, [ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বিজ্ঞাতা না থাকাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত] শাস্ত্রোপদেশের কোনই আবশ্যকতা হয় না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে প্রদত্ত শাস্ত্রোপদেশও নিরর্থক হয়। হাঁ, এ কথা সত্যই বটে, ব্রহ্মাবগতির পর, শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হয় হউক; (তাহাতে ক্ষতি কি?] যদি বল, ব্রহ্মাবগতিও অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে? না, সেকথা বলিতে পার না; কারণ, অবগতি দ্বারা যে, ব্রহ্মবিষয়ক অনবগতি বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি বল, একত্বপক্ষে, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তিও সম্ভব হয় না; না;—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা; একত্ববিজ্ঞানে যে, অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষতই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়কেও অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলিলে, তাহাও দৃষ্টবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে; আর প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা কেহ স্বীকারও করে না; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টবিষয়ে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতে পারে না। যদি বল, প্রত্যক্ষদর্শনেও যে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হয়, সে সম্বন্ধেও ইহাই যুক্তি, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ দর্শনে বাচনিক অসঙ্গতি কখনই বাধক হইতে পারে না। ৭

তাহার পর, 'পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্‌, আর পাপ দ্বারা পাপী হয়', 'বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়', 'পুরুষ (জীবাত্মা) মনন, অবধারণ ও ক্রিয়ার কর্ত্তা' ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার বিপরীতস্বভাবসম্পন্ন স্বতন্ত্র সংসারী আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে, আর 'সেই এই আত্মা (পরব্রহ্ম) ইহা নহে ইহা নহে' 'অশনায়াদি (ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি) অতিক্রম করে', 'যে আত্মা নিষ্পাপ এবং জরামরণবর্জ্জিত', 'এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীববিলক্ষণ পরমাত্মার সদ্ভাব অবগত হওয়া

যায় ; এবং কণাদ ও গোতম প্রভৃতিকর্ত্তৃক প্রণীত তর্কশাস্ত্রে যুক্তি দ্বারাও সংসারী জীবের বিপরীতস্বভাবাপন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জীবের সাংসারিক দুঃখজ্বালা নিবৃত্তির চেষ্টাদর্শনেও বুঝা যায় যে, সংসারী জীব নিশ্চয়ই ঈশ্বর হইতে পৃথক্ পদার্থ, 'তিনি বাগিন্দ্রিয়রহিত ও আদররহিত' 'হে পার্থ (অর্জ্জুন,) ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থন করিতেছে। তাহার পর, 'তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই জানিবে' 'তাঁহাকে জানিলেই আর লিপ্ত হয় না', 'ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষ আত্মাকে লাভ করেন' 'একইরূপ দর্শন করিবে' 'হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর—পরব্রহ্মকে না জানিয়া' 'ধীর পুরুষ তাঁহাকেই অবগত হইয়া' 'প্রণবকে ধনুঃ, আত্মাকে শর, আর ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বা বেধ্য বলা হইয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে [জীব ও ব্রহ্মের] কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ হইতেও [জীব ও পর-মাত্মার ভেদ সমর্থিত হইতেছে]।

তাহার পর, মুমুক্ষু ব্যক্তির দেহত্যাগের পর গমনোপযোগী মার্গবিশেষের উপদেশ হইতেও [উক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়] ; কারণ, জীব ও পরমাত্মার যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে, কাহার কোথা হইতে গতি হইবে? আর গমনা-ভাবে তদুপযোগী দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ, এই দ্বিবিধ মার্গোপদেশও উপপন্ন হয় না, এবং গন্তব্য স্থানের উল্লেখও উপপন্ন হয় না ; পক্ষান্তরে, জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলে তাহার (পরিচ্ছিন্ন জীবের) পক্ষে উক্ত সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইতে পারে। ৮

কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধনের উপদেশও ইহার অপর কারণ ; কেননা, সংসারী জীব যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলেই তাহার সম্বন্ধে মুক্তির জন্য জ্ঞানোপদেশ ও অভ্যুদয়ের স্বর্গাদিফলের জন্য কর্ম্মোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সেরূপ উপদেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্ত এমন কোনও কাম্যবস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে পাইতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম-শব্দে যে, ব্রহ্মভাবী পুরুষ অভিহিত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত ; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে আমরা বলি যে, না, তাহাও যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মোপদেশের আনর্থক্য হইতে পারে,—ব্রহ্মভাবী পুরুষ যদি ব্রহ্ম না হইয়াও কেবল 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকারে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংসারী-আত্মার বিজ্ঞানেই তাহার সেই সর্ব্বাত্মভাবরূপ বিজ্ঞানফলের সিদ্ধি সম্ভাবনা থাকায়, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ৯

পুনশ্চ যদি বল, কোনরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়রূপে আত্মবিজ্ঞানের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সংসারীর ব্রহ্মত্ব-সম্পাদনের নিমিত্তই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই উপদেশ ; কেন না, ব্রহ্মের স্বরূপ জানা না থাকিলে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া কিসের সম্পাদন করিবে ? (১) কারণ, ব্রহ্মলক্ষণ যথাযথরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেই আত্মাতে তদ্ভাব সম্পাদন করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে। না, এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, 'এই আত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপ', 'যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম' 'যে আত্মা' 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা' এই প্রকরণে 'সেই এই আত্মা হইতে' ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্ম-শব্দের সামাধিকরণ্য নির্দ্দেশ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মাশব্দের একার্থত্ব প্রতীত হই-তেছে। অন্য পদার্থকেই অন্য পদার্থরূপে সম্পাদন (আরোপ) করা হইয়া থাকে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থকে কখনই আরোপ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ 'এই সমস্তই সেই আত্মা' এই শ্রুতিও প্রস্তাবিত দ্রষ্টব্য আত্মারই একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অতএব এখানে কিছুতেই আত্মার ব্রহ্মত্ব সম্পাদন করা (আরোপ করা) উপপন্ন হইতে পারে না। ১০

ব্রহ্মোপদেশের এতদ্ভিন্ন যে অন্য কোন প্রকার প্রয়োজন আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না ; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন' 'হে জনক, তুমি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ', এবং 'নিশ্চয়ই ব্রহ্ম বস্তু অভয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মভাবাপত্তিই একমাত্র প্রয়োজন শ্রুত হইতেছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' চিন্তা যদি সম্পদ্ হয়, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মভাবাপত্তি ফল সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, এক পদার্থ কখনই অপর পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। যদি বল, বচনের (শ্রুতিবাক্যের) বলে সম্পদুপাসনার ফলেও তদ্ভাবাপত্তি হইবে ; আমরা বলি, না, তাহা হইতে পারে না ; কেন না, 'সম্পদ্' উপাসনা ত জ্ঞান বা চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; আর জ্ঞান যে, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুমাত্র করিতে পারে না, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ শুধু শাস্ত্রীয় বচন ত কখনও

---

(১) তাৎপর্য্য—উপাসনা অনেক প্রকার—'সম্পদ্ উপাসনা' তাহারই অন্যতম। সম্পদ্ অর্থ—অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট কোন এক বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা। এখানেও সংসারী জীব ব্রহ্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট, তাই তাহার আপনাতে ব্রহ্মভাব সম্পাদন করা আবশ্যক হইতেছে ; অথচ যে বস্তু জানা শুনা নাই, সেরূপ বস্তুতে তদ্ভাব সম্পাদন করা কোন-রূপেই সম্ভবপর হয় না ; এইজন্য সংসারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইতেছে। শ্রুতি "অহং ব্রহ্মাস্মি" কথায় সেই অপেক্ষিত বিষয়টির নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র।

কোনও বস্তুর শক্তিবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ নহে, শাস্ত্রমাত্রই জ্ঞাপক অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানগোচর করিয়া দেওয়াই শাস্ত্রের প্রধান কার্য্য, কিন্তু কোন বস্তুর শক্তিবিশেষ উৎপাদন বা অপনয়ন করা তাহার কার্য্য নহে ; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। 'সেই এই পরমেশ্বর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট' ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অতএব, এখানে ব্রহ্ম-শব্দে ব্রহ্মভাবী পুরুষের অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, তাঁহার গ্রহণ করা সমীচীন হইতেছে না। ১১

বিশেষতঃ এরূপ অর্থ করিলে অভীষ্ট অর্থেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে—ব্রহ্ম বস্তুটি সৈন্ধবপিণ্ডের ন্যায় ভিতরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই একরস অর্থাৎ একরূপ, এই-রূপ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করাই যে, এই সমগ্র উপনিষদের অভিমত প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা এই উপনিষদেরই মধুকাণ্ড ও মুনিকাণ্ডের অন্তে অবধারণবাক্য হইতে জানা যাইতেছে। [মধুকাণ্ডের শেষে আছে—] "ইতানুশাসনম্" (ইহাই অনুশাসন), আর [মুনিকাণ্ডের শেশে আছে—] "এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্" অর্থাৎ ইহাই নিশ্চিত অমৃতত্ব। এইরূপ, সর্ব্বশাখীয় উপনিষৎ-সমূহেরও ব্রহ্মৈকত্ব-বিজ্ঞানই একমাত্র অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এমত অবস্থায়, 'আত্মানম্ এব অবেৎ' বাক্যে যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে সংসারী আত্মা কল্পিত হয়, তাহা হইলে শ্রুতির অভীষ্ট একত্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া যায় ; তাহার ফলে উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটায় শাস্ত্রেরই অসামঞ্জস্য কল্পনা করিতে হয়। ঐরূপ নির্দ্দেশের অনুপপত্তিও অপর কারণ,—"আত্মানম্ এব অবেৎ" বাক্যে যদি সংসারী আত্মারই কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে "আত্মানমেব অবেৎ" বাক্যটি ব্রহ্ম-বিদ্যা নামে অভিহিত হইতে পারিত না ; কেন না, এই পক্ষে সংসারী আত্মারই বেদ্যত্ব (বিজ্ঞেয়ত্ব) হইয়া পড়ে (কিন্তু পরব্রহ্মের নহে)। ১২

যদি বল, 'আত্মা' শব্দে বেত্তা—উপাসকের অতিরিক্ত অন্য বস্তুর কথা বলা হইয়াছে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ('আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ') এইরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে। অন্য পদার্থই যদি বেদ্য হইত, তাহা হইলে 'অয়ম্ অসৌ' অর্থাৎ 'ইনি অমুকস্বরূপ' এইরূপই নির্দ্দেশ করা উচিত হইত ; কিন্তু কথনই 'অহম্ অস্মি' বলা সঙ্গত হইত না। এখানে বিশেষ করিয়া 'অহম্ অস্মি' বলায় এবং "আত্মানমেব অবেৎ" এইরূপ অবধারণ থাকায় নিঃসং-শয়ে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য আত্মা অর্থ কথনই ব্রহ্মভিন্ন সংসারী হইতে পারে না। আর এইরূপ অর্থ হইলেই "আত্মানমেবাবেৎ" বাক্যের "ব্রহ্মবিদ্যা" নামে

অভিধান করাও সঙ্গত হইতে পারে, নচেৎ নহে; পক্ষান্তরে এরূপ অর্থ না হইলে ইহা 'সংসারি-বিদ্যা' নামে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল। সূর্য্যের সম্বন্ধে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, একই পদার্থের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব ও অব্রহ্মত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, একই সূর্য্যের আলোক ও অন্ধকারের সহিত সম্বন্ধলাভ যেরূপ বিরুদ্ধ, ইহাও তদ্রূপ বিরুদ্ধ; [সুতরাং একই বস্তুর উক্ত উভয়বিধ ভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না]। ১৩

আর যদি ঐ উভয়কেই ইহার নিমিত্তরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও ইহার কেবল 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামকরণ সঙ্গত হয় না; বরং তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'সংসারিবিদ্যা', এই উভয় নামে ব্যবহার করাই সঙ্গত হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করাই যদি বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কখনই ওরূপ অর্দ্ধজরতীয়ভাব কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না (১); কারণ, তাহা হইলে উপদিষ্ট বিষয়ে শ্রোতার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অথচ 'যাহার নিশ্চিত বুদ্ধি হয়, কোনরূপ সংশয় না থাকে' এবং 'সংশয়াত্মক লোক বিনষ্ট হয়' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ মুক্তির সাধন; অতএব পরহিতার্থী ব্যক্তির পক্ষে সংশয়াত্মক বাক্যার্থ কল্পনা করা কখনই উচিত হয় না। ১৪

আর যদি বল, "তদাত্মানমেবাবেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আমাদের ন্যায় ব্রহ্মেতেও যে, সাধকত্ব-কল্পনা, তাহা সঙ্গত নহে; না, এরূপ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি তিরস্কার বা অনুযোগ করিতে হয়; কারণ, ইহা ত আর আমাদের কল্পনা নয়, পরন্তু শাস্ত্রই ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং এই উপালম্ভ বা অনুযোগ শাস্ত্রের উপরই প্রযোজ্য, (আমাদের উপরে নহে); অথচ ব্রহ্মের প্রিয়-সাধনের ইচ্ছায় প্রকৃতার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা কখনই শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আরও এক কথা, শুধু এই সাধকত্ব-কল্পনাতেই তোমার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা সঙ্গত হয় না; কারণ, জাগতিক নানাত্ব বা বিভাগমাত্রই ত ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহা—'তাঁহাকে এক প্রকারেই দর্শন করিবে' 'এজগতে নানা—ব্রহ্মভিন্ন কিছুই

(১) তাৎপর্য্য—'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়টি এরূপ—একই ব্যক্তির অর্দ্ধাংশে যৌবন, আর অর্দ্ধাংশে জরা (বার্দ্ধক্য)। যৌবনাংশে যুবকসুলভ ভোগ, আর জরাভারাক্রান্ত অংশে প্রাচীনসুলভ জ্ঞানব্যাধি করিতে পারে; এরূপ ব্যবস্থা যেমন সম্ভবপর হয় না, তেমনি একই বিদ্যাতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'সংসারিবিদ্যা' এই উভয়ভাব কল্পনা করা হইতে পারে না।

নাই' 'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়', 'নিশ্চয়ই তিনি এক ও অদ্বিতীয়' ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ যখন সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারই একমাত্র ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত, প্রকৃতপক্ষে কোনটিই সৎ নহে, তখন, ব্রহ্মের কেবল সাধকত্ব-কল্পনাতেই যে, অশোভনত্ব বলা, ইহা অতি সামান্য কথা (উপেক্ষার যোগ্য)। ১৫

অতএব, স্রষ্টারূপে, যে ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন, এখানে তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ; শ্রুতির 'বৈ' শব্দের অর্থ—অবধারণ; 'ইদ' অর্থ—শরীরমধ্যস্থরূপে যাহা গৃহীত হয়; অগ্রে অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, সে সময়েও এ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; কিন্তু প্রতিবোধ বা সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে অব্রহ্মভাব ও অসর্ব্বত্ব অধ্যারোপিত হওয়ায়—'আমি কর্ত্তা, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ও সংসারী' ইত্যাদি ভাবনিচয় আত্মাতে অধ্যারোপিত করিয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তৎকালেও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির বিপরীত ব্রহ্মস্বরূপই এবং সর্ব্বাত্মকই ছিল। দয়ালু আচার্য্য কোন রকমে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তুমি সংসারী নহে'; শিষ্য সেই প্রতিবোধের ফলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রুতির 'এব'শব্দের অভিপ্রায় এই যে, [তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাতে] কোন প্রকার অবিদ্যাসমারোপিত বিশেষ ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিল না। ১৬

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই স্বাভাবিক আত্মাটী কে?—যাহাকে স্বয়ং ব্রহ্মও অবগত হইয়াছিলেন? কেন, আত্মার কথা কি স্মরণ করিতেছ না?—'যিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান-ব্যাপার করিতেছেন' এইরূপে ত অগ্রেই এই আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] লোকে যেমন এটি গো, এটি অশ্ব' ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি পরোক্ষভাবেই আত্মার নির্দ্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ ত দেখাইতে পারিতেছ না? ভাল কথা, এরূপ নির্দ্দেশই যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে বলিতেছি—সেই আত্মা হইতেছেন দ্রষ্টা (দর্শনের কর্ত্তা), শ্রোতা (বাক্য-শ্রবণের কর্ত্তা), মন্তা (সদসৎ চিন্তার কর্ত্তা) ও বিজ্ঞাতা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কর্ত্তা); সুতরাং শ্রবণাদি ক্রিয়ার সহযোগে আত্মা ত প্রত্যক্ষবৎই প্রদর্শিত হইল। ভাল কথা, এরূপেও আত্মাকে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলাতে তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করান হইতেছে না; কেননা, গমনক্রিয়া আর গন্তার স্বরূপ এক নহে, ছেদনই ত ছেদনকর্ত্তার স্বরূপ নয়। আচ্ছা, তাহা হইলে বলিতেছি

যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের কর্ত্তা ও বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা, তিনিই সেই আত্মা। ১৭

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই শেষ উত্তরেও দ্রষ্টার সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কি বিশেষ বলা হইল? আত্মা দৃষ্টিরই (জ্ঞানেরই) দ্রষ্টা হউক, বা ঘটেরই দ্রষ্টা হউক, সর্ব্বত্রই দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি 'দৃষ্টির দ্রষ্টা' বলিয়া কেবল দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিশেষ বলিতেছ; কিন্তু দ্রষ্টা যদি দৃষ্টির কিংবা ঘটের দর্শনকর্ত্তা হয়, তাহা হইলেও তিনি দ্রষ্টাই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। না, তাহা নহে; কারণ, এখানেও বিশেষত্বের উপপত্তি হয়—এখানেও বিশেষ আছে —যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, তিনিও যদি দৃষ্টিস্বরূপই হন, তাহা হইলে দৃষ্টি (জ্ঞান) সর্ব্বদাই তাঁহার দর্শনগোচর হইতে পারে, কখনই দ্রষ্টার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। দ্রষ্টার দৃষ্টি (জ্ঞানস্বভাব) নিত্য হওয়া আবশ্যক, আর দ্রষ্টার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তি যদি অনিত্য (সাময়িক) হয়, তাহা হইলে, যে দৃষ্টিটি তাহার দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশনীয়, সময়বিশেষে হয় ত সেই দৃষ্টিটি দর্শনের বিষয় না হইতেও পারে; যেমন অনিত্য লোকদৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য ঘটাদি বস্তু [সময়ে দৃষ্ট হয়, আবার সময়ে অদৃষ্ট থাকে]; দৃষ্টির দ্রষ্টা কিন্তু তদ্রূপ কখনও দৃষ্টিকে প্রকাশ না করিয়া থাকে না, অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখনই যেরূপ বৃত্তির উদয় হয়, স্বতঃ প্রকাশশীল দ্রষ্টা (আত্মা) তৎক্ষণাৎ সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানকে প্রকাশিত করিয়া থাকে; জ্ঞান কখনও আত্মার অবিজ্ঞাত থাকে না; কাজেই আত্মার দৃষ্টিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ১৮

ভাল, তবে কি দ্রষ্টার দৃষ্টি দুইটা?—একটি নিত্য অথচ অদৃশ্য, আর অপরটা অনিত্য অথচ দৃশ্য? হাঁ, দ্রষ্টার অনিত্য দৃষ্টি ত (ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞান ত) প্রসিদ্ধই আছে; কেননা, জগতে অন্ধ ও অনন্ধ দুই প্রকারই লোক দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টি যদি কেবল নিত্যই হইত, তাহা হইলে কেহই আর অন্ধ থাকিত না; দ্রষ্টার দৃষ্টি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিদ্যমান; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না'; অনুমান দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতে পারে—দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ধ ব্যক্তিও স্বপ্নসময়ে প্রাতিভাসিক ঘটাদিবিষয়ক দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তিকেও স্বপ্নসময়ে ঘটাদি বিষয় দর্শন করিতে দেখা যায়, তবেই হইল যে,বাহ্য দৃষ্টি বিলুপ্ত হইলেও সেই নিত্য দৃষ্টিটি কখনও বিলুপ্ত হয় না; তাহাই দ্রষ্টার প্রকৃত দৃষ্টি। দ্রষ্টা আপনার স্বরূপভূত স্বয়ং প্রকাশ-নামক সেই অবিলুপ্ত নিত্য দৃষ্টি দ্বারা—স্বপ্ন ও জাগ্রৎসময়ে বাসনাময় ও বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ

অপর দৃষ্টিটিকে সর্ব্বদা দর্শন করেন; এইজন্যই তাহাকে দৃষ্টির দ্রষ্টা বলা হইয়া থাকে। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অগ্নির উষ্ণতা যেরূপ স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই নিত্য দৃষ্টিই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু কণাদমতে যেরূপ দৃষ্টির (জ্ঞানের) অতিরিক্ত চেতন আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, বেদান্তের আত্মা সেরূপ পৃথক্ বস্তু নহে। ১৯

সেই ব্রহ্ম আপনাকে অধ্যারোপিত অনিত্যাদিদৃষ্টিবর্জ্জিত স্ব-স্বরূপকেই জানিয়াছিলেন। এখন আপত্তি হইতেছে যে, 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান'-কথা ত শ্রুতিবিরুদ্ধ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিবে না' ইত্যাদি। না, এবংবিধ বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না, কেন না, আত্মা যে দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, অর্থাৎ সকলজ্ঞানের প্রকাশক, ইহা ত নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ আত্মাকে সাধারণতঃ জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষও বলিতে হইবে, কেননা, দ্রষ্টার নিত্য-বিজ্ঞান-সম্বন্ধ বিজ্ঞাত থাকিলে, দ্রষ্টার সম্বন্ধে আর অন্য বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও হয় না, অর্থাৎ দ্রষ্টা অপর জ্ঞানের সাহায্যে আপনাকে জানিয়া থাকে—এরূপ জানিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। দ্রষ্টার অতিরিক্ত বিজ্ঞানসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়াই, দ্রষ্টৃবিষয়ে অন্য দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়; কেন না, যে বিষয় বিদ্যমান নাই—নিতান্ত অসত্য, তাহা জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ হয় না বা হইতে পারে না। আর দৃশ্য-দৃষ্টি অর্থাৎ আত্ম-প্রকাশ্য বুদ্ধিবৃত্তিও কখনই দ্রষ্টাকে (আত্মাকে) প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তাহা জানিবার জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষাও উপস্থিত হয় না, তা'ছাড়া, আপনার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া সম্ভবপরও হয় না। অতএব, "আত্মানম্ এব অবেৎ' কথার অর্থ—অজ্ঞানকৃত কর্তৃত্বাদি আরোপনিবৃত্তিমাত্র, কিন্তু আত্মাকে প্রকাশিত করা নহে (১) ২০

তিনি কিপ্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'আমি হইতেছি দৃষ্টির

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল, আত্মা যখন স্বপ্রকাশ, আর জ্ঞান বা জানা অর্থ যখন বিষয়কে প্রকাশকরা; অথচ স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করাও যখন অসম্ভব, তখন উক্ত শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হয় কিরূপে? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে, এখানে 'অবেৎ' (জানিয়াছিলেন) কথার অর্থ—প্রকাশ করা নহে, কিন্তু অজ্ঞানের মহিমায় আত্মাতে যে, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জড়ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছিল, কেবল তাহার নিবৃত্তি করাই এখানে "অবেৎ" কথার অর্থ; কেননা, "স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ নাভাস উপযুজ্যতে।" অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থকে প্রকাশ করা কখনও সম্ভবপর হয় না।

দ্রষ্টা (বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক) আত্মা—ব্রহ্মস্বরূপ,’ [এই প্রকার জানিয়াছিলেন]। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ সর্বান্তর অশনায়াদির অতীত “নেতি নেতি” শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এবং অস্থূল ও অনণু ইত্যাদিপ্রকারে সর্ব্বজগৎ-বিলক্ষণ; সেই ব্রহ্মই আমি, কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমি বস্তুতঃ সেরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সংসারী নহি। অতএব, এবংবিধ জ্ঞানের প্রভাবে সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আরোপিত অব্রহ্মভাব ও অসর্ব্বভাব নিবৃত্তি করিয়া সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যেরা যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বভাবাপন্ন হইব বলিয়া মনে করে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—‘সেই ব্রহ্ম আবার কাহাকে জানিয়াছিলেন? যাহাকে জানিয়া তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন’? “ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উত্তর নিরূপিত হইল। ২১

এই জগতে দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ যথোক্ত বিধানে আত্মস্বরূপ জানিয়াছিলেন, প্রতিবুদ্ধ সেই সেই আত্মাই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এইরূপ ঋষিগণের মধ্যে এবং সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও হইয়াছিল। এখানে যে, দেবমনুষ্যাদি বিভাগের উক্তি করা হইতেছে, তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহারানুযায়িমাত্র, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানানুসারী নহে; কেননা, “পুরঃ পুরুষ আবিশৎ” এই সকল শ্রুতি অনুসারে, ব্রহ্মই যে, সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে, ‘দেবানাম্’ ইত্যাদি ভেদোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল শরীরাদি-উপাধিকৃত লোকপ্রতীতির অনুযায়িমাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও, সেই সমস্ত দেবাদি শরীরেও ব্রহ্ম বিদ্যমানই ছিলেন, কেবল বুদ্ধিদোষে অন্যপ্রকার প্রতীতি হইত মাত্র। পরে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রভাবেই সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছিলেন। ২২

এই ব্রহ্ম-বিদ্যা হইতে যে, সর্ব্বভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়, এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রুতি নিজেই মন্ত্রসমূহের উল্লেখ করিতেছেন। তাহা কি প্রকার? না, বামদেবনামক ঋষি—‘আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম-স্বরূপ’ এই প্রকার আত্ম-দর্শন লাভ করত, অর্থাৎ এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফলে তৎক্ষণেই আপনার সর্ব্বাত্মভাব বুঝিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি উক্ত ব্রহ্মদর্শনে অবস্থিত হইয়া এই সমস্ত মন্ত্রার্থ দর্শন করিয়াছিলেন—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম’ ইত্যাদি। “তদেতৎ ব্রহ্ম পশ্যন” কথাটি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশক। ‘আমি মনু ও সূর্য্য

হইয়াছিলাম' এই বাক্যে সর্ব্বভাবাপত্তিরূপ ব্রহ্মবিদ্যার ফলও প্রকাশ করা হইতেছে। 'ভোজন করিতে করিতে তৃপ্তিলাভ করে' বলিলে যেমন ভোজন-কেই তৃপ্তিফলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি 'দর্শন করত সর্ব্বাত্ম-ভাবরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন' এই প্রয়োগেও বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সহকৃত সাধনই মুক্তিরূপ ফলসিদ্ধির কারণ। ২৩

ভাল কথা, ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ যে সর্ব্বভাবাপত্তি, ইহা মহাবীর্য্যশালী দেবতা-প্রভৃতির সম্বন্ধেই সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু এখন বর্ত্তমান যুগের লোকদিগের—বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ইহারা অতিশয় অল্পশক্তিসম্পন্ন, এইরূপ আশঙ্কা কাহারও মনে হইতে পারে; তদপনো-দনের নিমিত্ত বলিতেছেন—দর্শনাদি ক্রিয়ানুমিত এই যে সর্ব্বভূতানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের কথা বলা হইল, তাহা এখনও—বর্ত্তমান সময়েও, যে কোন লোক বাহ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আমি উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ' এই বলিয়া আত্মাকে জানেন—উপাধিসম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে যে সমুদয় বিশেষধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত অপনীত করিয়া, আমি নিশ্চয়ই সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট এবং বাহ্যাভ্যন্তর-ভাবরহিত ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপে আত্মার উপলব্ধি করেন; ব্রহ্মবিজ্ঞানে অবিদ্যাকৃত অসর্ব্বত্বভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় তিনিও উক্ত সর্ব্বভাবাপন্ন হইতে পারেন। কারণ, মহাশক্তিসম্পন্ন বামদেবপ্রভৃতিতে কিংবা বর্ত্তমানকালীন হীনবীর্য্য মনুষ্যেতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও তারতম্য ঘটে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা সকলের পক্ষেই চিরদিন সমান আছে। বর্ত্তমানকালীন লোকদিগের ব্রহ্মবিদ্যা-ফললাভে অনৈকান্তিকতার (অনিশ্চয়তার) আশঙ্কা হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত বিধানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, মহাবীর্য্য দেবগণও তাহার অকল্যাণ বা সর্ব্বভাবাপত্তিরূপ ফললাভে বাধা ঘটাইতে সমর্থ হন না, অন্যের আর কথা কি?। ২৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মবিদ্যার ফলপ্রাপ্তিতে দেবগণ যে, বিঘ্নোৎপাদন করিয়া থাকেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ কি? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু, মর্ত্ত্যগণ দেবগণের নিকট ঋণগ্রস্ত, সেই কারণে [ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে]। 'ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের এবং সন্তান দ্বারা পিতৃগণের নিকট হইতে [ঋণমুক্ত হইবে]', এই শ্রুতিবাক্য জন্মকাল হইতেই মনুষ্যের ঋণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রুত্যুক্ত পশু-দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়—"অথো অয়ং বা" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, মনুষ্যগণ যখন দেবতাদিগের

নিকট অধমর্ণ বা ঋণগ্রস্তের তুল্য, তখন দেবগণ আপনাদের বৃত্তিরক্ষার জন্য ঋণগ্রস্ত মনুষ্যগণের মুক্তিলাভে অবশ্যই বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন; অতএব উক্তপ্রকার আশঙ্কা ন্যায়সঙ্গতই বটে। ২৫

দেবগণ নিজ নিজ পশুগণকে স্বীয় শরীরের মত রক্ষা করিয়া থাকেন। অতঃপর স্বয়ং শ্রুতিও—এক একটি পুরুষকে দেবতাপ্রভৃতির বহুপশুস্থানীয় বলিয়া, মনুষ্যদিগকে কর্ম্মাধীন (ভোগসাধন বলিয়া) প্রদর্শন করিবেন—'মনুষ্যগণ যে, এই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, ইহা দেবতাদিগের প্রিয় নহে।' এবং 'মনুষ্য যেমন আত্মীয় লোকের অরিষ্টি (অকল্যাণ-নিবৃত্তি) ইচ্ছা করে, তেমনি ভূতগণও এবংবিধ জ্ঞানীর কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে'। এই 'অরিষ্টি' ও 'অপ্রিয়' কথা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পরাধীনভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং স্বজনত্ব বা প্রিয়ত্ব কিছুই তখন থাকে না; অতএব, ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মবিদ্যা-ফললাভে দেবগণ অবশ্যই বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন; কারণ, তাঁহারা মহাপ্রভাব-সম্পন্ন। ২৬

ভাল, তাহা হইলে ত অন্যান্য কর্ম্মফলপ্রাপ্তিতেও বিঘ্নাচরণ করা, দেবগণের পক্ষে পেয়-পানের তুল্য অর্থাৎ জলযোগের মত অতি সহজ; অহো! তাহা হইলে ত অভ্যুদয় ও মুক্তির জন্য সাধন-কর্ম্মানুষ্ঠানেও লোকের কিছুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস থাকিতে পারে না। এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরেরও বিঘ্নাচরণে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, এবং কাল, কর্ম্ম, মন্ত্র, ওষধি ও তপস্যারও বিঘ্নোৎপাদনে প্রভুত্ব রহিয়াছে; কারণ, ইহারা সকলেই যে, ফলসম্বন্ধে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুভূত, ইহা শাস্ত্রে ও সমাজে প্রসিদ্ধ আছে; সেই কারণেও শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে না। না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত-গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং জগতে তদনুরূপ বৈচিত্র্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহারা স্বভাবকে কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে উক্ত উভয় কথাই উপপন্ন হইতে পারে না। কর্ম্মই যে, সুখদুঃখ-ফলের প্রযোজক, ইহা বেদ, স্মৃতি, যুক্তি ও লোকব্যবহারের অনুমোদিত। এই পক্ষটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবতা, ঈশ্বর ও কাল, ইহারা কেহই কর্ম্মফলের বৈপরীত্যকারী নহেন; কেন না, কর্ম্মসমূহ যাহা প্রদান করিতে চাহে, উহারা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র; কারণ, জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ কখনই সহায়ভূত দেবতা, কাল ও ঈশ্বরাদি কারকনিচয়ের সাহায্য না লইয়া আত্মলাভে সমর্থ হয় না, আর কথঞ্চিৎ আত্মলাভ করিলেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না; কারণ,

বহু কারকের সাহায্যে ফল প্রদান করাই ক্রিয়ার স্বভাব; সুতরাং বলিতে হইবে যে, দেবতা ও ঈশ্বর প্রভৃতি সকলেই ক্রিয়াফলের অনুকূল বা সহায়মাত্র; কাজেই কর্ম্মফল-প্রাপ্তিতে কাহারও অনাশ্বাস বা নৈরাশ্যের সম্ভাবনা নাই। ২৭

স্থলবিশেষে দেবতাগণও কর্ম্মপরিচালিত হইয়া দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা কর্ম্মের দুঃখদায়িকাশক্তিকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। তাহার পর, কর্ম্ম, কাল, দৈব (অদৃষ্ট) ও বস্তুস্বভাবের যে গুণ-প্রধান-ভাব, অর্থাৎ কোথাও কর্ম্ম হয় প্রধান, কাল প্রভৃতি হয় তাহার অধীন, আবার কোথাও কালাদি হয় প্রধান, আর কর্ম্মাদি হয় তাহার অধীন, ইত্যাদি প্রকারে যে অঙ্গাঙ্গিভাব, ইহা অনিয়ত ও দুর্ব্বিজ্ঞেয়, অর্থাৎ কোথায় কোন্‌টি প্রধান, আর কোন্‌টি অপ্রধান হইবে, ইহার স্থিরতা নাই, এবং চিন্তা দ্বারাও ইহা নিশ্চয় করা সহজ নহে; এই কারণেই এ সম্বন্ধে লোকের নানাপ্রকার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে,—কেহ কেহ বলেন—কর্ম্মই ফলপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অন্য কিছু নহে; অপরে বলেন, দৈবই ফলপ্রদানের কারণ; অন্যেরা বলেন—কালই কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন—দ্রব্য ও দেশাদির বিশেষ বিশেষ স্বভাবই ফল প্রদান করিয়া থাকে; আবার অপর এক দল লোক বলিয়া থাকেন—কর্ম্ম ও কালপ্রভৃতি কারণনিচয় সম্মিলিত হইয়াই ফলপ্রদানের কারণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া 'পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্য লোকপ্রাপ্ত হয়, আর পাপকর্ম্মের ফলে দুঃখময় লোক প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহ [কর্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন]। যদিও স্বাধিকার সম্পাদনসময়ে ইহাদের মধ্যেও কর্ম্মবিশেষের প্রাধান্য অভিব্যক্ত হয়, এবং অপর কর্ম্মগুলির প্রাধান্যশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে সত্য, তথাপি কর্ম্মের উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই; কারণ, ফল-প্রদানে যে, কর্ম্মেরই প্রাধান্য, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা (১) অবধারিত হইয়াছে। ২৮

না, দেবগণও বিদ্যাফলে বিঘ্নাচরণ করিতে পারে না; কারণ, বিদ্যার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা ত অবিদ্যার অপসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে (২)। অভিপ্রায়

---

(১) তাৎপর্য্য—কর্ম্মের প্রাধান্যজ্ঞাপক শাস্ত্র—"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ধর্ম্মরক্ষা ব্রজেদূর্দ্ধম্" ইত্যাদি স্মৃতি। ন্যায় বা যুক্তি এই—প্রাক্তন কর্ম্মসত্তা স্বীকার না করিলে পূর্ব্বোক্ত জগদ্বৈচিত্র্যের অনুপপত্তি ও অসঙ্গতি প্রভৃতি।

(২) বিদ্যার ফল মুক্তি। মুক্তিলাভে দেবগণের বিঘ্নাচরণাশঙ্কার প্রসঙ্গে কর্ম্মফল প্রাপ্তিতেও দেবগণের প্রতিকূলতাচরণ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্ম্মফলে দেবগণের

এই যে, তোমরা যে বলিয়াছ—বিদ্যার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেও দেবগণ বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন। [তদুত্তরে বলিতেছি—] না, তাহাতে বিঘ্নসমুৎপাদন করিবার সামর্থ্য দেবগণেরও নাই। কেন? যেহেতু, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে বিদ্যাফল, তাহা বিদ্যাকালের অনন্তরিত, অর্থাৎ যেই মুহূর্ত্তে বিদ্যার উদয় হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ বিদ্যাফলও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই প্রাদুর্ভূত হয়, কিছুমাত্র কালব্যবধান থাকে না। কি প্রকার? যেমন দ্রষ্টার চক্ষুর সহিত যেই মুহূর্ত্তে আলোক-সংযোগ হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান যে সময়ে সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায়; কাযেই ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, অবিদ্যার কোনরূপ কার্য্য হইবারই আর অবসর থাকে না।—যেমন প্রদীপ প্রকাশ হইলে পর অন্ধকারের [আর কার্য্য করিবার অবসর থাকে না, তেমন।] অতএব যে অবস্থায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেবগণের আত্মস্বরূপই হইয়া যান, সে অবস্থায় দেবগণ কিরূপে তাহার বিঘ্নাচরণ করিবেন? ২৯

অতঃপর সেই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের সমকালেই অবিদ্যামাত্ররূপী ব্যবধানের বা অব্রহ্মভাবের অপগম হইয়া যায়, তখন রজতাকারে প্রতিভাসমান শুক্তিতে যেমন শুক্তিধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তেমনি তিনিও এই দেবগণের আত্মস্বরূপ হইয়া যান, অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সেই স্বরূপভূত ধ্যেয় ব্রহ্মস্বরূপ হন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কারণেই তখন দেবগণেরও আপনারই প্রতিকূলাচরণে চেষ্টা করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, যাহার ফল অনাত্মস্বরূপ—দেশ ও কালাদি দ্বারা ব্যবহিত, অর্থাৎ যে ফল বিভিন্ন দেশে ও সময়ে উৎপত্তিশীল; তাদৃশ অনাত্মভূত ফলবিষয়ে বিঘ্নাচরণেই দেবগণ সমর্থ হন, কিন্তু বিদ্যার সমকালীন এবং দেশকালাদি ব্যবধানরহিত আত্মস্বরূপ বিদ্যাফলে বিঘ্নাচরণ করিতে তাহারা সমর্থ হন না; কারণ, এখানে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার আর অবসর কোথায়? [যদি ব্রহ্মবিদ্যালাভের পরে কোনও কালে কোনও স্থানে বিদ্যার ফল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলেই সেই সময়ে বিঘ্ন জন্মান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত]। ৩০

ভাল, জ্ঞানফল যদি অব্যবহিত পরবর্ত্তী বা সমকালীনই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তৎকালে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা বর্ত্তমান না থাকায় এবং জ্ঞানোদয়ের পরেও বিপরীত জ্ঞান (ভ্রান্তি) ও তৎকার্য্য দৃষ্ট হওয়ায় অনুমিত হয় যে, তৎকালে

বিঘ্নাচরণাশঙ্কা খণ্ডন করিয়া এখন বিদ্যাফলে দেবগণকর্ত্তৃক বিঘ্নাচরণাশঙ্কার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে 'ন' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন।

জল-প্রবাহের ন্যায় জ্ঞানের ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান নাই, পক্ষান্তরে বিপরীত জ্ঞান এবং তৎকার্য্যও যখন ঐ সঙ্গে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তিম জ্ঞানেই অবিদ্যানিবৃত্তি হয়, আদ্য জ্ঞানে হয় না; না, এরূপ ব্যবস্থাও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের ন্যায় অন্তিম জ্ঞানও অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। কেন না, আত্ম-বিষয়ক প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানে যদি অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্তিম জ্ঞানে যে, নিবৃত্তি হইবে, তাহার বিশ্বাস কি? কারণ, উভয়েরই অধিকার তুল্য। আচ্ছা, তাহা হইলে বলিব যে, সন্তত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানে হয় না; না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, জীবদ্দশায় কখনই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানপ্রবাহ হইতে পারে না; কারণ, অন্ততঃ জীবন-ধারণের জন্যও তদনুকূল চিন্তা করা আবশ্যক হয়; সুতরাং তৎকালে প্রবাহাকারে বিদ্যা-প্রত্যয় হইতেই পারে না; যেহেতু, উহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ। আর যদি বল, জীবনাদির চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যাপ্রত্যয়ই প্রবহমাণ হইয়া থাকে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বিদ্যাপ্রত্যয়ের সংখ্যাবিশেষ অবধারিত না থাকায়, অর্থাৎ কতবার প্রত্যয়ানুশীলন করিতে হইবে, ইহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায় শাস্ত্রার্থেরই অবধারণ হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, এতগুলি প্রত্যয়ধারায় অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই স্থির করা যাইতে পারে না; ইহা অবশ্যই দোষাবহ; সুতরাং কখনই স্বীকার্য্য হইতে পারে না। না, এ কথাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, আদ্য ও অন্তিম প্রত্যয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন বিদ্যা-প্রত্যয়-ধারা অথবা মরণকাল পর্য্যন্ত প্রবহমাণ বিদ্যা-প্রত্যয়ধারা অবিদ্যা-নিবর্ত্তক হইবে, এরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই; আদি ও অন্ত্য প্রত্যয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে দুইটী দোষ কথিত হইয়াছে, এখানেও সেই দুইটী দোষেরই সম্ভাবনা আছে। ভাল কথা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে বলিব, জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তকই নয়। না,—সে কথাও বলা যায় না; কারণ, 'তিনি সেই বিজ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন', 'হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়', 'সে অবস্থায় আবার মোহই বা কি?' ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। ৩১

যদি বল, "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল 'অর্থবাদ' মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাত্মকমাত্র, কিন্তু প্রকৃত সত্যার্থপ্রকাশক নহে; না,

তাহা হইলে সর্ব্বশাখীয় সমস্ত উপনিষদেরই অর্থবাদত্ব হইতে পারে। কারণ, সর্ব্বশাখীয় সমস্ত উপনিষৎই কেবল এইরূপ তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াই বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। যদি বল, ঐ সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মা যখন প্রত্যক্ষগম্য, তখন অর্থবাদ হয় হউক, ক্ষতি কি? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ কথার মীমাংসা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যাপ্রভাবে যে, অবিদ্যাজনিত শোক-মোহ-ভয়াদির নিবৃত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, অর্থাৎ বিদ্বদনুভবসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে শ্রুতির অর্থবাদত্ব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাদি-দোষনিবৃত্তিরূপ ফলোৎপাদনেই যখন বিদ্যার পরিসমাপ্তি, তখন জ্ঞান সম্বন্ধে আদ্য, অন্ত্য, সন্তত বা অসন্তত ইত্যাদি পরিকল্পনার অবসরই নাই। কারণ, যে প্রত্যয়ে অবিদ্যাদি দোষ-নিচয় নিবারিত হয়, তাহাকেই বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করা হয়, এখন তাহা আদ্যই হউক, বা অন্ত্যই হউক, সন্ততই হউক, আর অসন্ততই হউক, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই; সুতরাং এ বিষয়ে আপত্তিরও অবসর নাই। ৩২

আর যে, বিপরীত বুদ্ধি ও তদনুরূপ কার্য্যদর্শনরূপ অপর হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মশেষই ঐরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ যে কর্ম্মানুসারে উপস্থিত দেহ আরব্ধ বা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কর্ম্মই ঐরূপ বিপরীত বুদ্ধি-দোষের সমুৎপাদক। বিপরীত বুদ্ধিসংযুক্ত তাদৃশ কর্ম্মেরই তদনুরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য; এই কারণে, যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শরীরের পতন না হয়, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগেরই, অঙ্গরূপে অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগের জন্য যে পরিমাণ দরকার, ঠিক সেই পরিমাণ ভ্রান্তিপ্রত্যয় ও রাগদ্বেষাদি দোষেরও উদ্ভাবন করিয়া থাকে; কারণ, ভোগের হেতুভূত কর্ম্মগুলি তখনও ফল দিয়া বিরত হয় নাই; সুতরাং ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরাম হইতে পারে না। এই জন্য, বিরুদ্ধ নয় বলিয়াই সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিদ্যা তাদৃশ বিপরীত প্রত্যয়ের নিবারণ করে না, [বিরুদ্ধ স্থলেই বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইয়া থাকে, অবিরুদ্ধ স্থলে নহে]; তবে, ভবিষ্যৎকালে জ্ঞানবিরোধী যে সমস্ত অবিদ্যা-কার্য্য সমুৎপন্ন হইবে, বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া কেবল সেই সমস্ত অজ্ঞানকার্য্যকেই নিরুদ্ধ করিয়া থাকে; কারণ, তাহা তখনও অনাগত; আর প্রারব্ধ হইল লব্ধোদয়; [সুতরাং তাহার আর নিবারণ করা সম্ভবপর হয় না] (১)। ৩৩

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ব্রহ্মবিদ্যা যখন প্রারব্ধ কর্ম্ম ও তৎফলের

আরও এক কথা, যথার্থ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির বিপরীত বুদ্ধি হওয়া সম্ভবপরও হয় না; কেন না, সে সময় ঐরূপ জ্ঞানের কোনরূপ বিজ্ঞেয়-বিষয়ও বর্ত্তমান থাকে না। সাধারণতঃ যে বস্তু বিশিষ্টরূপে অবধারিত না হইয়া সামান্যাকারে পরিদৃষ্ট হয়, তাদৃশ বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; যেমন—শুক্তিতে রজতজ্ঞান। এই কারণেই, যে ব্যক্তি বস্তুগত বিশেষ ধর্ম্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হন,—বিপরীত জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বিমর্দ্দিত করিতে পারেন, তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ ভ্রান্তিজ্ঞান সমুৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না; কেন না, শুক্তিজ্ঞানের পর তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজ্ঞান জন্মিতে দেখা যায় না; [সুতরাং বস্তুতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির পক্ষে পুনর্ব্বার ভ্রান্তিসমুৎপত্তি অসম্ভব]। ৩৪

কোথাও বা, বিদ্যা-প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বিপরীত-প্রতীতি হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারসমূহ হইতেও বিপরীত-জ্ঞানাভাস (যাহা আপাততঃ বিপরীত জ্ঞান বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সেগুলি স্মরণ মাত্র, সেই সমস্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া হঠাৎ বিপরীত বুদ্ধি-ভ্রম জন্মাইয়া থাকে; যেমন, যে লোক পূর্ব্বাদি দিগ্বিভাগ জানে, তাহারই দিক্‌সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, [ইহাও তেমনি]। আর যদি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ লোকেরও পূর্ব্ববৎ বুদ্ধিবিভ্রম উৎপন্ন হয় বল, তাহা হইলে ত তত্ত্বজ্ঞানের উপরেই লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে! তাহার ফলে শাস্ত্রার্থজ্ঞানে লোক-প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ কোনটী প্রমাণ, আর কোন্‌টি অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিবার বিশেষ কোন উপায় না থাকায় সমস্ত প্রমাণই অপ্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এই কথা দ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরক্ষণেই শরীরপাত হয় না কেন?' এই আপত্তিও খণ্ডিত হইল। ৩৫

নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনারব্ধ কর্ম্মেরও নিবৃত্তি করিতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেখানে জ্ঞানের প্রতিকূলভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, জ্ঞান কেবল তাদৃশ ভবিষ্যৎকর্ম্ম ও কর্ম্মফলেরই বাধা ঘটাইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে কর্ম্ম ও তৎফল জ্ঞানের অবিরোধী, অথচ পূর্ব্বোৎপন্ন, সেখানে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সে সমুদায়ের নিবৃত্তি করিতে পারে না। প্রারব্ধ কর্ম্মগুলি জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথচ জ্ঞানের পরিপন্থীও নয়; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সেগুলির বাধা দিতে পারে না, পক্ষান্তরে, যে সমস্ত কর্ম্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের ফল জ্ঞানের বিরোধী, এই কারণে সেগুলিই জ্ঞান দ্বারা নিরুদ্ধ হয়।

'জ্ঞানীর ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই', শ্রুতির এই কথা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, পরে ও তৎ-সমকালে জাত এবং জন্মান্তরসঞ্চিত যে সমস্ত কর্ম্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সে সমুদয় কর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়', 'প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই তাহার বিলম্ব', 'সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়', তাঁহাকে জানিলে পর আর পাপকর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না', 'কেবল ইহাকেই পুণ্য ও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না', 'পুণ্য ও পাপ তাহাকে তাপ দেয় না', 'ইহাকেই কেবল তাপ দেয় না', 'কোথা হইতেও ভীত হন না' ইত্যাদি। আর স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করে' ইত্যাদি ॥ ৩৬

আর যে, জ্ঞানীরাও ঋণে আবদ্ধ থাকেন বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, ঋণশ্রুতির বিষয় হইতেছে—অবিদ্বান্‌ পুরুষ; কারণ, কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম তাহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়। বিশেষতঃ এই উপনিষদেই পরে বলা হইবে যে, 'যে অবস্থায় ব্রহ্ম-বস্তু জীব হইতে পৃথক্‌ভাবাপন্নের ন্যায় হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে'। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে জীব হইতে অনন্য বা অপৃথগ্‌ভূত আত্মানামক সদ্বস্তুটিকে পৃথক্‌ পদার্থের ন্যায় বোধ হয়,—যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট এক চন্দ্রও সদ্বিতীয়বৎ প্রতি-ভাত হয়; সেই অবস্থায়ই অবিদ্যাকৃত অনেক কারক-সাপেক্ষ দর্শনাদি ক্রিয়াও তজ্জনিত ফলের সম্ভাব—"তত্র অন্যোঽন্যং পশ্যেৎ" ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিতেছে; পক্ষান্তরে, যখন বিদ্যার উদয় হয়, তখন অবিদ্যাকৃত অনেকত্বভ্রম নিবারিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েই 'কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' এই বাক্যে ক্রিয়ার অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাযুক্ত পুরুষই ঋণী, অপরে নহে। ৩৭

'তদ্‌যথা ইহৈব তাবৎ' ইত্যাদি। যে কোনও অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অন্য—আত্ম-ভিন্ন, যে কোনও দেবতার উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, নমস্কার, যাগ (গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা), বলি-উপহার (নৈবেদ্য সমর্পণ), প্রণিধান (চিত্তের একাগ্রতা) ও ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা নিকটে থাকে—সেই দেবতার গুণভাব বা অধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আমার উপাস্য এই অনাত্মবস্তুটি আমা হইতে পৃথক্‌, উপাসনায় অধিকারী আমি হইতেছি—ইহা হইতে পৃথক্‌,

এবং আমাকে অধমর্ণের ন্যায় ইহার আরাধনা করিতে হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সহকারে উপাসনা করে, ঈদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন সেই উপাসক কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। সেই ব্যক্তি যে, কেবল এবংবিধ অবিদ্যা-দোষেই কলুষিত, তাহা নহে; তবে কি? না, গবাদি পশু যেরূপ বাহন ও দোহনাদিরূপ উপকার সাধন করিয়া [গৃহস্থের] উপভুক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ সেই উপাসকও যজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা এক এক দেবতার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্য তাদৃশ পুরুষও পশুর ন্যায়ই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে অধিকার লাভ করিয়া থাকে। ৩৮

বর্ণাশ্রমাদি-বিভাগসম্পন্ন কর্ম্মাধিকারী উক্ত অবিদ্বান পুরুষ শাস্ত্রোক্ত যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্ত কর্ম্ম উপাসনাসহকৃতই হউক, আর তদ্বিযুক্তই হউক, তাহার উৎকৃষ্ট ফল হইতেছে- মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মত্বলাভ পর্য্যন্ত; আর শাস্ত্রোক্তের বিপরীত (অশাস্ত্রীয়) স্বাভাবিক কর্ম্মের অপকৃষ্ট ফল হইতেছে—মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। যাহাতে এই কথা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা এই অধ্যায়ের শেষাংশে "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে আমরা প্রতিপাদন করিব। বিদ্যার ফল যে, সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি, তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই সম্পূর্ণ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌টি বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগপ্রদর্শনেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যাহাতে ইহা সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যার্থরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। ৩৯

যেহেতু, এইরূপই শাস্ত্রার্থ নির্ণীত হইল, সেই হেতু দেবগণ অবিদ্বান্ পুরুষের প্রতি বিঘ্নাচরণ বা অনুগ্রহপ্রদর্শন করিতে অবশ্যই সমর্থ হন; ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—জগতে গো, অশ্ব প্রভৃতি বহু পশু যেরূপ নিজের প্রভু বা রক্ষক মনুষ্যকে ভোগ করিয়া থাকে—পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুপশু-স্থানীয় একএকটি অবিদ্বান্ পুরুষও দেবগণকে ভোগ করে অর্থাৎ পোষণ করে—এই ইন্দ্রাদি দেবগণ আমা হইতে পৃথক্, আমার প্রভু, আমি ভৃত্যের ন্যায় স্তুতি, নমস্কার ও যাগাদি কার্য্য দ্বারা ইঁহাদের আরাধনা করিয়া ইঁহাদেরই অনুগ্রহপ্রদত্ত অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) ও নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) ফল লাভ করিব, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এখানে "দেবানাং" এই দেবতাশব্দটি পিতৃগণপ্রভৃতিরও বোধক; [সুতরাং মনুষ্যগণ যেমন দেবতার ভোগ্য, তেমনি পিত্রাদিরও ভোগ্য]। ৪০

জগতে যাহার বহু পশু আছে, তাহার একটি পশু গৃহীত হইলেও অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিকর্ত্তৃক অপহৃত বা নিহত হইবার মত হইলেও যেমন অত্যন্ত অপ্রিয় (দুঃখ)

উপস্থিত হয়, তেমনি বহুপশুস্থানীয় একটি পুরুষ পশুভাব হইতে অর্থাৎ অবিদ্যাবস্থা হইতে উত্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতে থাকিলে, বহু পশু অপহরণে গৃহস্থের যেমন দুঃখ হয়, তেমনি দেবগণেরও যে, মহা দুঃখ (অপ্রিয়) হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সেই হেতু ইহাদের তাহা প্রিয় নয়; তাহা কি? না, মনুষ্যগণ যে, কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে; [ইহা দেবগণের প্রিয় নহে]। অনুগীতাগ্রন্থে ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই স্মরণ (১) করিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন), ক্রিয়াধিকৃত পুরুষ দ্বারা দেবলোক পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; মরণশীল মানবগণ যে, দেবগণেরও উপরে থাকে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে'; অতএব, পশুগণকে যেরূপ ব্যাঘ্রাদির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ আমাদের উপভোগ্যভাব হইতে মুক্ত না হউক, এই মনে করিয়া দেবগণও তাহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন; আবার যাহাকে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনের সহিত সংযোজিত করেন, অপরকে অশ্রদ্ধাদির সহিত সংযোজিত করেন। এই 'দেবাপ্রিয়' শ্রুতিবাক্যে কাকু দ্বারা (ভঙ্গিক্রমে) (২) ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবতার আরাধনায় তৎপর, শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, বিনীত ও প্রমাদহীন (সাবধান) হইবেন, (কখনও তদ্বিপরীত হইবেন না) ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

আভাস-ভাষ্যম্।—সূত্রিতঃ শাস্ত্রার্থঃ—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি; তস্য চ ব্যাচিখ্যাসিতস্য সার্থবাদেন "তদাহুর্যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদিনা সম্বন্ধ-প্রয়োজনে অভিহিতে; অবিদ্যায়াশ্চ সংসারাধিকারকারণত্বমুক্তম্—"অথ যোঽন্যাং

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'স্মরণ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা দেখিলে বেদার্থ স্মরণ হয়, অথবা বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার নাম 'স্মৃতি'-শাস্ত্র। ঋষিগণ জটিল বেদার্থকে সরল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ দেখিলেই তদনুরূপ বেদবাক্যের স্মরণ হইয়া থাকে; এইজন্য 'স্মরণ' কথাটীও স্মৃতিশাস্ত্রকেই বুঝায়। আলোচ্যস্থলে ব্যাসের স্মরণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাসদেব যখন স্বরচিত স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে "ক্রিয়াবদ্ভিঃ" ইত্যাদি বাক্য বিন্যস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই শ্রুতি হইতেই ঐ ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং তাঁহার কথাতেও এই শ্রুতির ঐরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—'কাকু' অর্থ—স্বরবিকৃতি; 'কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদি-ভির্ধ্বনেঃ।" (অমরঃ)। অর্থাৎ শোকভয়াদি কারণে যে, ধ্বনির (কণ্ঠস্বরের) বিকৃতি, তাহার নাম কাকু। শ্রুতি যদিও স্পষ্ট কথায় মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রদ্ধাভক্তিসাধনার কথা বলেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার বাক্যভঙ্গীতে ঐরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যাইতেছে।

দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদিনা। তত্রাবিদ্বান্ ঋণী পশুবদ্দেবাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্। কিং পুনর্দ্দেবাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যত্বে নিমিত্তম্? বর্ণা আশ্রমাশ্চ; তত্র কে বর্ণাঃ? ইত্যত ইদমারভ্যতে—যন্নিমিত্ত-সম্বন্ধেষু কর্ম্মসু অয়ং পরতন্ত্র এবাধিকৃতঃ সংসরতি। এতস্যৈবার্থস্য প্রদর্শনায় অগ্নিসর্গানন্তরমিন্দ্রাদিসর্গো নোক্তঃ; অগ্নেস্তু সর্গঃ প্রজাপতেঃ সৃষ্টিপরিপূরণায় প্রদর্শিতঃ। অয়ঞ্চেন্দ্রাদিসর্গস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যঃ, তচ্ছেষত্বাৎ; ইহ তু স এবাভিধীয়তে অবিদুষঃ কর্ম্মাধিকারহেতু-প্রদর্শনায়।

টীকা। সঙ্গতিমুক্ত্বা বাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—ব্রহ্মেতি। অগ্রে ক্ষত্রাদিসর্গাৎ পূর্ব্বমিতি যাবৎ। বৈ-শব্দস্যাবধারণার্থত্বং বদন্ বাক্যার্থোক্তিপূর্ব্বকমেকমিত্যস্যার্থমাহ—ইদমিতি।

আভাস ভাষ্যানুবাদ।—উপনিষৎ-শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা-"আত্মেত্যেবোপাসীত" শ্রুতিতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে; তাহারই ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে অর্থবাদযুক্ত "তদাহুঃ যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ ও প্রয়োজন অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর, অবিদ্যাই যে, সংসারপ্রাপ্তির মূল কারণ, তাহাও "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। সেখানে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ ঋণগ্রস্ত—দেবাদির কার্য্যসম্পাদনে বাধ্য বলিয়া পশুর ন্যায় পরাধীন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেবাদির কর্ম্ম যে অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? কারণ—বর্ণ ও আশ্রম। তন্মধ্যে এই অবিদ্বান্ পুরুষ যেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ নিমিত্তের সহিত সংসৃষ্ট কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরাধীনভাবে সংসারী হইয়া থাকে; সেই বর্ণ কি কি, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই পরবর্ত্তী বাক্য আরব্ধ হইতেছে। আর এই বিষয়টি পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই পূর্ব্বে অগ্নিসৃষ্টির পর, ইন্দ্রাদি দেবসৃষ্টির কথা বর্ণনা করেন নাই; সেখানে কেবল প্রজাপতির সৃষ্টিক্রম পরিপূরণের জন্য অগ্নি-সৃষ্টির কথামাত্র বলিয়াছেন। অত্রত্য ইন্দ্রাদিসৃষ্টিও সেখানেই (প্রজাপতির সৃষ্টিমধ্যেই সন্নিবিষ্ট) বুঝিতে হইবে; কারণ, ইহা হইতেছে—তাহারই শেষ বা অবশিষ্ট অংশ; এখানে কেবল অবিদ্বানের কর্ম্মাধিকারের নিমিত্ত-প্রদর্শনার্থ পৃথগ্‌ভাবে অভিহিত হইতেছে মাত্র।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্—যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ

ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি, তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে, ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দধাতি, সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ ব্রহ্ম।

তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিম্, য উ এনঁ হিনস্তি স্বাঁ স যোনিমৃচ্ছতি, স পাপীয়ান্ ভবতি, যথা শ্রেয়াঁসঁ হিঁসিত্বা ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (ক্ষত্রাদি-ভেদজাতম্) একং ব্রহ্ম এব বৈ (প্রসিদ্ধৌ) আসীৎ। তৎ (ব্রহ্ম) একং (অসহায়ং সৎ) ন ব্যভবৎ [আত্মনঃ কর্ত্তব্যং সম্পাদয়িতুং] (অসমর্থমভবৎ)। তৎ (তস্মাৎ) শ্রেয়োরূপং (প্রকৃষ্টং শ্রেয়স্করং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিং) অত্যসৃজত (সৃষ্টবৎ); [কিং তৎ ক্ষত্রম্? ইত্যাহ—] যানি এতানি (অনন্তরোক্তানি) দেবত্রা (দেবেষু প্রসিদ্ধানি) ক্ষত্রাণি—ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ), বরুণঃ (জলাধিপতিঃ), সোমঃ (ব্রাহ্মণানাং রাজা), রুদ্রঃ (পশূনাং রাজা), পর্জ্জন্যঃ (বিদ্যুদাদীনাং রাজা), যমঃ (পিতৃণাং রাজা), মৃত্যুঃ (রোগাদীনাং রাজা), ঈশানঃ (জ্যোতিষাং রাজা) ইতি (এতানি)। তস্মাৎ (প্রথমমেব ক্ষত্রসর্জ্জনাৎ হেতোঃ) ক্ষত্রাৎ (ক্ষত্রজাতেঃ) পরং (উৎকৃষ্টং) নাস্তি; তস্মাৎ (ক্ষত্রজাতেঃ পরমোৎকর্ষাদেব) ব্রাহ্মণঃ [বর্ণশ্রেষ্ঠোঽপি সন্] রাজসূয়ে (তন্নামকে যজ্ঞে) অধস্তাৎ (ক্ষত্রিয়াসনাৎ নিম্নদেশে বর্ত্তমানঃ সন্) ক্ষত্রিয়ম্ উপাস্তে (স্তুত্যা আরাধয়তি); ক্ষত্রঃ এব তৎ (স্বকীয়ং) যশঃ (ব্রহ্মেতি খ্যাতিরূপম্) দধাতি, [রাজসূয়ে অভিষিক্তেন রাজ্ঞা ব্রহ্মন্নিতি আমন্ত্রিত ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রতিবদতি—রাজন্ ত্বং ব্রহ্মাসীতি; এতদেব যশআধানমিতি ভাবঃ]। সা এষা (প্রকৃতা) ক্ষত্রস্য যোনিঃ (কারণং)—যৎ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ); তস্মাৎ (ক্ষত্রিয়স্য ব্রাহ্মণযোনিত্বাদেব হেতোঃ) রাজা (ক্ষত্রিয়ঃ) যদ্যপি (সম্ভাবনায়াম্) পরমতাং (রাজসূয়ে পরমোৎকর্ষং) গচ্ছতি; [তথাপি] অন্ততঃ (অন্তে—রাজসূয়কর্ম্মসমাপ্তেঃ পরম্), স্বাং (স্বকীয়াং) যোনিং (কারণরূপং) ব্রহ্ম এব উপনিশ্রয়তি (আশ্রয়তি—পুরোহিতম্ অগ্রে স্থাপয়তীতি যাবৎ)। যঃ উ (যঃ পুনঃ) স্বাং যোনিং এনং (ব্রাহ্মণং) হিনস্তি (অবজানাতি), সঃ (হিংসাকারী জনঃ) স্বাং যোনিম্ এব ঋচ্ছতি (স্বকারণমেব বিনাশয়তি); সঃ (হিংসাকারী জনঃ) পাপীয়ান্ (অতিশয়েন পাপী ভবতি), যথা শ্রেয়াংসং (অত্যুৎকৃষ্টং) হিংসিত্বা [ভবতি, তথা ইত্যর্থঃ] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। তিনি একাকী [কর্ম্মসম্পাদন করিতে] সমর্থ হইলেন না; তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়-জাতি সৃষ্টি করিলেন—যাহারা দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়—এই ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। অতএব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই; এই কারণেই 'রাজসূয়' যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিজে নীচে বসিয়া উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করিয়া থাকেন; ক্ষত্রিয়ই সেই যশঃ (ব্রাহ্মণত্বখ্যাতি) প্রদান করেন: ইহাই সেই ক্ষত্রিয়ের যোনি, অর্থাৎ যশঃপ্রাপ্তির কারণ,—যাহা ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ জাতি)। অতএব ক্ষত্রিয় জাতি যদি [রাজসূয়ে] পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তথাপি অন্তে অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তির পর পুনর্ব্বার স্বযোনি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন,—অগ্রে স্থাপন করেন। যে লোক এই ব্রাহ্মণের হিংসা বা অবমাননা করেন, ফলতঃ তিনি স্বকারণেরই উচ্ছেদসাধন করেন; এবং তজ্জন্য তিনি অতিশয় পাপী হন—যেমন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বস্তু হিংসা করিয়া হইয়া থাকে, [তেমনি] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ—যদগ্নিং সৃষ্ট্বাগ্নিরূপাপন্নং ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণজাত্যভিমানাদ্ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে—বৈ, ইদং ক্ষত্রাদিজাতং ব্রহ্মৈব, অভিন্নমাসীদ্, একমেব—নাসীৎ ক্ষত্রাদিভেদঃ। তৎ ব্রহ্ম এক, ক্ষত্রাদি-পরিপালয়িত্রাদিশূন্য, সৎ, ন ব্যভবৎ ন বিভূতবৎ কর্ম্মণে নালমাসীদিত্যর্থঃ। ততস্তদ্ ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণোঽস্মি, মমেত্থং কর্ত্তব্যম্' ইতি ব্রাহ্মণজাতিনিমিত্তং কর্ম্ম চিকীর্ষুঃ আত্মনঃ কর্ম্মকর্ত্তৃত্ববিভূত্যৈ, শ্রেয়োরূপং প্রশস্তরূপম্ অত্যসৃজত অতিশয়েন অসৃজত সৃষ্টবৎ। কিং পুনস্তৎ, যৎ সৃষ্টম্? ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ তদ্ব্যক্তিভেদেন—যান্যেতানি প্রসিদ্ধানি লোকে, দেবত্রা দেবেষু ক্ষত্রাণীতি—জাত্যাখ্যায়াং পক্ষে বহুবচনস্মরণাৎ ব্যক্তিবহুত্বাদ্বা ভেদোপচারেণ। ১

কানি পুনস্তানীত্যাহ—তত্রাভিষিক্তা এব বিশেষতো নির্দ্দিশ্যন্তে—ইন্দ্রো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাম্, সোমো ব্রাহ্মণানাম্, রুদ্রঃ পশূনাম্, পর্জ্জন্যো বিদ্যুদাদীনাম্, যমঃ পিতৃণাম্, মৃত্যুঃ রোগাদীনাম্, ঈশানো ভাসাম্, ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি। তদনু ইন্দ্রাদিক্ষত্রদেবতাধিষ্ঠিতানি মনুষ্যক্ষত্রাণি সোম-সূর্য্য-বংশ্যানি পুরূরবঃপ্রভৃতীনি সৃষ্টান্যেব দ্রষ্টব্যানি; তদর্থ এব হি দেবক্ষত্রসর্গঃ প্রস্তুতঃ। ২

যস্মাদ্ ব্রহ্মণা অতিশয়েন সৃষ্টং ক্ষত্রম্, তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি—ব্রাহ্মণজাতেরপি নিয়ন্তৃ ; তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ কারণভূতোঽপি ক্ষত্রিয়স্য, ক্ষত্রিয়ম্ অধস্তাৎ ব্যবস্থিতঃ সন্ উপরিস্থিতমুপাস্তে,—ক ? রাজসূয়ে। ক্ষত্র এব তদাত্মীয়ং যশঃ খ্যাতিরূপং—ব্রহ্মেতি দধাতি স্থাপয়তি। রাজসূয়াভিষিক্তেন আসন্দ্যাং স্থিতেন রাজ্ঞা আমন্ত্রিতঃ—ব্রহ্মন্নিতি ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রত্যাহ—ত্বং রাজন্ ব্রহ্মাসীতি। তদেতদভিধীয়তে—ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতীতি। ৩

সৈষা প্রকৃতা ক্ষত্রস্য যোনিরেব, যদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং রাজসূয়াভিষেকগুণং গচ্ছতি আপ্নোতি, ব্রহ্মৈব ব্রাহ্মণজাতিমেব অন্ততঃ অন্তে কর্ম্মপরিসমাপ্তৌ, উপনিশ্রয়তি আশ্রয়তি স্বাং যোনিং—পুরোহিতং পুরো নিধত্ত-ইত্যর্থঃ। যস্তু পুনর্ব্বলাভিমানাৎ স্বাং যোনিং ব্রাহ্মণজাতিং ব্রাহ্মণং য উ এনং হিনস্তি হিংসতি ন্যগ্ভাবেন পশ্যতি, স্বামাত্মীয়ামেব স যোনিমৃচ্ছতি—স্বং প্রসবং বিচ্ছিনত্তি বিনাশয়তি। স এতৎ কৃত্বা পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি ; পূর্ব্বমপি ক্ষত্রিয়ঃ পাপ এব ক্রূরত্বাৎ, আত্মপ্রসবহিংসয়া সুতরাম্ ; যথা লোকে শ্রেয়াংসং প্রশস্ততরং হিংসিত্বা পরিভূয় পাপতরো ভবতি, তদ্বৎ ॥ ৪৪ । ১১ ॥

টীকা। দ্বিতীয়মেবকারং ব্যাচষ্টে—নাসীদিতি। কথং তর্হি তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য সমনন্তরবাক্যং ব্যাচষ্টে—তত ইতি। তদেব স্পষ্টয়িতুমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্পষ্টয়তি—কিং পুনরিতি। একা চেৎ ক্ষত্রজাতিঃ সৃষ্টা, কথং তর্হি যান্যেতানীতি বহূক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্ব্যক্তিভেদেনেতি। ক্ষত্রজাতেরেকত্বাৎ কথং ক্ষত্রাণীতি বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্য ‘জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্’ (পা॰ সূ॰ ১।২।৫৮) ইতি স্মৃতিমাশ্রিত্যাহ—জাতীতি। বহূক্তের্গত্যন্তরমাহ—ব্যক্তীতি। তাসাং বহুত্বাজ্জাতেশ্চ তদভেদাৎ তত্রাপি ভেদমুপচর্য্য বহূক্তিরিত্যর্থঃ। ক্ষত্রাণীতি বহুবচনমিতি সম্বন্ধঃ। ১

তেষাং বিশেষতো গ্রহণং ক্ষত্রস্যোত্তমত্বং খ্যাপয়িতুমিতি মত্বানঃ সন্নাহ—কানি পুনরিত্যাদিনা। ননু কিমিতি দেবেষু ক্ষত্রসৃষ্টিরুচ্যতে ? ব্রাহ্মণস্য কর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যেষ্বেব তৎসৃষ্টিরুপদেষ্টব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদস্বিতি। তথাপি বিবক্ষিতা সৃষ্টির্মুখতো বক্তব্যেত্যাশঙ্ক্যোপোদ্ঘাতোঽয়মিত্যাহ—তদর্থ ইতি। ২

তস্মাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। ক্ষত্রস্য নিয়ন্তৃত্ববস্তুৎকর্ষে হেত্বন্তরমাহ—তস্মাদিতি। ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণ্যাখ্যমিতি যাবৎ। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—রাজসূয়েতি। আসন্দ্যাং মঞ্চিকায়াম্।

ক্ষত্রে স্বকীয়ং যশঃ সমর্পয়তো ব্রাহ্মণস্য নিকর্ষমাশঙ্ক্যাহ—সৈষেতি। তয়োর্ব্রাহ্মণত্বস্য তুল্যত্বাৎ কুতোঽযাত্বয়ভেদঃ ক্ষত্রমপি ক্রতুকালে ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নোতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। ক্ষত্রস্য ব্রহ্মাভিভবে দোষশ্রবণাচ্চ তস্য তদপেক্ষয়া তদ্ভোক্তৃমিত্যাহ—যস্ত্বিতি। প্রমাদাদপীতি বক্তুং ‘উ’শব্দঃ। য উ এনং হিনস্তীতি প্রতীকগ্রহণং, যস্তু পুনরিত্যাদি ব্যাখ্যানমিতি ভেদঃ।

ঈয়স্থনন্তরবর্থস্থ প্রয়োগে হেতুমাহ—পূর্ব্বমশীতি। ব্রাহ্মণাভিভবে পাপীয়স্ত্বমিত্যেতদুদাহরণেন বুদ্ধাবারোপয়তি—যথেতি॥ ৪৮॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। যে ব্রহ্ম অগ্নি-সৃষ্টির পর অগ্নিভাবাপন্ন এবং ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমান নিবন্ধন ব্রহ্ম-নামে অভিহিত এই ক্ষত্রিয়াদি জাতিসমূহ [অগ্রে] একমাত্র সেই ব্রহ্মই—ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-রূপই ছিল,—ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ ছিল না। সেই ব্রহ্ম একাকী—পরিপালনক্ষম ক্ষত্রিয়াদিরহিত হইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। সেই কারণে, সেই ব্রহ্ম—'আমি ব্রাহ্মণ, আমার পক্ষে এইরূপ কর্ম্ম করা আবশ্যক' এইরূপ চিন্তার পর ব্রাহ্মণজাত্যুচিত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব রক্ষার নিমিত্ত শ্রেয়োরূপ—একটী সুপ্রশস্ত জাতি উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন। তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, সেই শ্রেয়োরূপ বস্তুটি কি? না, ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়জাতি; তাহাই বিভিন্ন ব্যক্তিক্রমে দেখাইতেছেন—জগতে এই যে, দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ। জাতিনির্দ্দেশস্থলে একেতেও বৈকল্পিক বহুবচন হইবার বিধান থাকায়, অথবা ব্যক্তিভেদে একেতেও ভেদ আরোপ করায় 'ক্ষত্রাণি' শব্দে বহুবচন হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রাদি-বরুণাদির ব্যক্তি-গত বহুত্বের সহিত তদীয় ক্ষত্রিয়জাতিরও অভিন্নত্ব আরোপ করায় এখানে বহুবচনের ব্যবহার অনুচিত হয় নাই। ১

তাহারা কে কে? এই আকাঙ্ক্ষায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, বিশেষভাবে তাহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন—দেবগণের রাজা—ইন্দ্র, জলজন্তুর রাজা—বরুণ, ব্রাহ্মণগণের রাজা—সোম, পশুগণের রাজা—রুদ্র, বিদ্যুৎপ্রভৃতির রাজা—পর্জ্জন্য, পিতৃগণের রাজা—যম, রোগাদির রাজা—মৃত্যু ও জ্যোতিঃসমূহের রাজা—ঈশান, ইত্যাদি দেবক্ষত্রিয়গণকে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]। বুঝিতে হইবে, এই দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির পরে, ইন্দ্রপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়দেবতাধিষ্ঠিত চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় পুরূরবাপ্রভৃতি মনুষ্য-ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার জন্যই এখানে দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির অবতারণা করা হইয়াছে।

যেহেতু, ব্রহ্ম বিশেষ গুণযোগে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মণ-জাতিরও নিয়ন্তা বা পরিচালক নাই; এই কারণেই ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়জাতির কারণ-স্বরূপ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের নীচে অবস্থান করত উপরি-স্থিত ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করিয়া থাকেন; কোথায়?—রাজসূয়নামক যজ্ঞে। ক্ষত্রিয়ই আপনার যশঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যখ্যাতি স্থাপন করেন,—রাজসূয় যজ্ঞে অভি-

বিক্ত রাজা মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌কে (পুরোহিতকে) 'ব্রহ্মন্' বলিয়া সম্বোধন করেন; তদুত্তরে ঋত্বিক্ আবার রাজাকে বলেন যে, 'রাজন্ ত্বং ব্রহ্ম অসি' অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি হইতেছ—ব্রহ্ম; এই অভিপ্রায়েই "ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দধাতি" বাক্য অভিহিত হইতেছে। ৩

এই যে ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়ের যোনি (উৎপত্তির কারণ); সেই হেতু রাজা যদিও পরমতা—রাজসূয়াভিষেকজাত পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক, তথাপি অন্তে অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞসমাপ্তির পরে কিন্তু স্ব-যোনি ব্রহ্মকেই—ব্রাহ্মণজাতিকেই আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সেই পুরোহিতকেই আবার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, যে লোক আপনার বলদর্পে এই স্বযোনি ব্রাহ্মণজাতিকেই হিংসা করে, অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাবে দর্শন্ করে, সে লোক স্বীয় যোনিকে—নিজের উৎপত্তিকারণকেই বিচ্ছিন্ন করে—বিনষ্ট করে। সেই ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিয়া পাপীয়ান্—অতিশয় পাপগ্রস্ত হয়। ক্ষত্রিয়জাতি ক্রূরস্বভাব বলিয়া পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই পাপী ছিল, পরে আপনার উৎপত্তিকারণ ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করায় আরও অধিক পাপী হয়। জগতে কোনও শ্রেষ্ঠ বা প্রশংসিত ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া—অভিভূত করিয়া লোক মধ্যে যেরূপ অধিকতর পাপী হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮॥১৯

স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত—যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে—বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বে দেবা মরুত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (ব্রাহ্মণঃ) ন এব ব্যভবৎ (ক্ষত্রস্থষ্টাবপি স্বকর্ম্মণে সমর্থো নৈব বভূব); [অতঃ] সঃ বিশং (বিত্তোপার্জ্জনক্ষমাং বৈশ্যজাতিং) অসৃজত—যানি এতানি দেবজাতানি (যে এতে দেবজাতিবিশেষাঃ) গণশঃ (সংঘক্রমেণ) আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে)—বসবঃ (অষ্টসংখ্যাকঃ বসুগণঃ), রুদ্রাঃ (একাদশ-সংখ্যকাঃ), আদিত্যাঃ (দ্বাদশসংখ্যকাঃ), বিশ্বে দেবাঃ (বিশ্বায়া অপত্যানি ত্রয়োদশ, সর্ব্বে বা দেবাঃ), মরুতঃ (বায়বঃ সপ্তসপ্তগণাঃ) ইতি ॥ ৩৯॥১২ ॥

মূলানুবাদ।—ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরও তিনি (ব্রহ্ম) নিজের কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না; তজ্জন্য তিনি বিত্তোপার্জ্জনক্ষম বৈশ্য-জাতি সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা এই এক একটি গণ বা সংঘরূপে কথিত হইয়া থাকেন। যেমন—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ

আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বেদেব, এবং উনপঞ্চাশৎ মরুৎ অর্থাৎ বায়ুসংঘাত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ক্ষত্রে সৃষ্টেঽপি স নৈব ব্যভবৎ—কর্ম্মণে ব্রহ্ম তথা ন ব্যভবৎ বিত্তোপার্জ্জয়িতুরভাবাৎ। স বিশমসৃজত কর্ম্মসাধনবিত্তোপার্জ্জনায়। কঃ পুনরসৌ বিট্? যান্যেতানি দেবজাতানি—স্বার্থে নিষ্ঠা, য এতে দেবজাতিভেদা ইত্যর্থঃ। গণশঃ গণং গণম্ আখ্যায়ন্তে কথ্যন্তে—গণপ্রায়া হি বিশঃ; প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থাঃ, নৈকৈকশঃ। বসবঃ অষ্টসঙ্খ্যো গণঃ, তথৈকাদশ রুদ্রাঃ; দ্বাদশ আদিত্যাঃ; বিশ্বে দেবাঃ ত্রয়োদশ—বিশ্বায়া অপত্যানি, সর্ব্বে বা দেবাঃ; মরুতঃ সপ্তসপ্ত গণাঃ ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

টীকা। কর্ত্তুর্ব্রাহ্মণস্য নিয়ন্তুশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সৃষ্টত্বাৎ কিমুত্তরেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্ষত্রইতি। তদ্ব্যাচষ্টে—কর্ম্মণ ইতি। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণোঽস্মীত্যভিমানী পুরুষঃ। তথা ক্ষত্রসর্গাৎ পূর্ব্বমিবেতি যাবৎ। কথং তর্হি লৌকিকসামর্থ্যসম্পাদনদ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানম্, অত আহ—স বিশমিতি। দেবজাতানীত্যত্র তকারো নিষ্ঠা। গণং গণং কৃত্বা কিমিত্যাখ্যানং বিশামিত্যাশঙ্ক্যাহ—গণেতি। বিশাং সমুদায়প্রধানত্বমত্রাপি প্রত্যক্ষমিত্যাহ—প্রায়েণেতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ক্ষত্রিয়-সৃষ্টির পরেও তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ বিত্তোপার্জ্জনক্ষম লোকের অভাবে সেই ব্রহ্ম উপযুক্তরূপে নিজের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন কর্ম্ম-সাধনের উপযোগী বিত্ত-উপার্জ্জনের নিমিত্ত বৈশ্যজাতি সৃষ্টি করিলেন। এই বৈশ্যজাতি কে?—যাহারা এই দেবজাতিবিশেষ এক একটি গণক্রমে অর্থাৎ সংঘরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন; কেননা, বৈশ্যজাতি প্রায়ই দলবদ্ধ; দেখিতে পাওয়া যায়—অধিকাংশ স্থলে দলবদ্ধ ব্যক্তিরাই ধন উপার্জ্জনে সমর্থ হয়; কিন্তু এক এক ব্যক্তি সমর্থ হয় না; বসু—অষ্টসংখ্যক গণ; সেইরূপ রুদ্র—একাদশ, আদিত্য—দ্বাদশ, বিশ্বেদেব—ত্রয়োদশ, বিশ্বেদেব অর্থ—বিশ্বানাম্নী স্ত্রীর সন্তান, অথবা সমস্ত দেবতা, আর মরুদ্গণ—সপ্তসপ্ত—উনপঞ্চাশৎসংখ্যক (বায়ুসমষ্টি), [ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ॥ ৪৯

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্—ইয়ং বৈ পূষেয়ঁ হীদঁ সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ [পুনশ্চ] নৈব ব্যভবৎ; [অতঃ] সঃ শৌদ্রং বর্ণং (শূদ্রজাতিং) পূষণম্ অসৃজত। ইয়ং (দৃশ্যমানা পৃথিবী) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পূষা; হি (যস্মাৎ) ইয়ং (পৃথিবী) ইদং সর্ব্বং—যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিদপি, তৎ) পুষ্যতি (পুষ্ণাতি) ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—তিনি তখনও সমর্থ হইলেন না; তখন তিনি শূদ্রজাতি পূষার সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীই 'পূষা' নামে প্রসিদ্ধ; কারণ, এই যাহা কিছু দৃশ্যমান বস্তু, এই পৃথিবীই তৎসমস্তকে পোষণ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সঃ পরিচারকাভাবাৎ পুনরপি নৈব ব্যভবৎ; স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত। শূদ্র এব শৌদ্রঃ, স্বার্থেঽণি বৃদ্ধিঃ। কঃ পুনরসৌ শৌদ্রো বর্ণঃ, যঃ সৃষ্টঃ? পূষণং—পুষ্যতীতি পূষা। কঃ পুনরসৌ পূষা? ইতি বিশেষতস্তন্নির্দ্দিশতি—ইয়ং পৃথিবী পূষা। স্বয়মেব নির্ব্বচনমাহ—ইয়ং হি ইদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ । ১৩ ॥

টীকা। কর্ত্তৃপালয়িতৃধনার্জ্জয়িতৄণাং সৃষ্টত্বাৎ কৃতং বর্ণান্তরসৃষ্ট্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—স পরিচারকেতি। শৌদ্রং বর্ণমসৃজতেত্যত্রৌকারো বৃদ্ধিঃ। পুষ্যতীতি পূষেত্যুক্তত্বাৎপ্রশ্নস্যানবকাশত্বমাশঙ্ক্যাহ—বিশেষত ইতি। পূষশব্দস্যার্থান্তরে প্রসিদ্ধত্বাৎ কথং পৃথিব্যাং বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বয়মেবেতি। ৫০। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। তিনি পরিচারকের অভাবে পুনশ্চ অসমর্থই রহিলেন; তিনি শৌদ্রবর্ণ সৃষ্টি করিলেন। এখানে শৌদ্র অর্থ—শূদ্র; স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হওয়ায় উকারবৃদ্ধি—ঔকার হইয়াছে। তিনি যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, সেই শূদ্রবর্ণটী কে? তাহা পূষন্—যিনি পোষণ করেন, তিনি পূষা; এই পূষা যে, কে, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—এই পৃথিবী হইতেছে পূষা। নিজেই ইহার যৌগিকার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, পৃথিবীই তাহা পোষণ করিয়া থাকে, [সেই হেতু পৃথিবীর নাম পূষা ॥৫০ ॥১৩ ॥

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মম্, তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্ম্মেণ—যথা রাজ্ঞৈবম্, যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ, তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্দ্ধর্ম্মং বদতীতি, ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ [এবং চতুরো বর্ণান্ সৃষ্ট্বাপি] ন এব ব্যভবৎ; তৎ (তস্মাৎ) শ্রেয়োরূপং (প্রকৃষ্টং শ্রেয়াংসং) ধর্ম্মং অত্যসৃজত (অতিশয়েন সৃষ্টবান্)। তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (শ্রেয়োরূপম্) ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়জাতেঃ)

ক্ষত্রং (রক্ষকং—নিয়ামকং) ; [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] যৎ (যঃ) ধর্ম্মঃ ; তস্মাৎ (ক্ষত্রিয়স্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ হেতোঃ) ধর্ম্মাৎ পরং (অধিকং—উৎকৃষ্টং) ন অস্তি। অথ অবলীয়ান্ (অতিশয়েন বলহীনোঽপি) বলীয়াংসং (তদপেক্ষয়া বলাধিকং জনং) যথা রাজ্ঞা (রাজবলেন), এবং (তথা) ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মবলেন) আশংসতে (জেতুমিচ্ছতি)। যঃ বৈ (এব) সঃ ধর্ম্মঃ, তৎ বৈ (স এব) সত্যং (অবিতথ-রূপং) ; তস্মাৎ (ধর্ম্মস্য সত্যপরত্বাৎ হেতোঃ) সত্যং বদন্তং (সত্যবাদিনং জনং) আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—ধর্ম্মং বদতি ইতি ; তথা ধর্ম্মং বদন্তং [আহুঃ—] সত্যং বদতি ইতি ; এতৎ (যথোক্তং) উভয়ং হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (এষ ধর্ম্মঃ) এব ভবতি, [নহি একম্ অন্যতঃ অতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—তিনি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াও সমর্থ হইলেন না। তজ্জন্য ধর্ম্মনামক অপর একটী শ্রেয়োরূপ সৃষ্টি করিলেন। ইহাই ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্র অর্থাৎ নিয়ামক বা শাসনকর্ত্তা—যাহার নাম ধর্ম্ম। অতএব সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। এই ধর্ম্ম বলে অতিশয় দুর্ব্বল লোকও অতিশয় বলবান্‌কে জয় করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকে—যেমন লোকে রাজার সাহায্যে করে। যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সত্য, সেই কারণে সত্যবাদীকে বলে—এ লোক ধর্ম্ম বলিতেছে, আবার ধর্ম্মবাদীকেও বলে—এ লোক সত্য বলিতেছে, এই শ্রেয়োরূপটিই এই উভয়রূপ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও সত্য স্বরূপ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সঃ চতুরঃ সৃষ্ট্বাপি বর্ণান্ নৈব ব্যভবৎ, উগ্রত্বাৎ ক্ষত্রস্যানিয়তাশঙ্কয়া তৎ শ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত। কিং তৎ ? ধর্ম্মম্ ; তদেতৎ শ্রেয়োরূপং সৃষ্টং ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃ, উগ্রাদপ্যুগ্রং—যদ্ধর্ম্মঃ যো ধর্ম্মঃ ; তস্মাৎ ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি, তেন হি নিয়ম্যন্তে সর্ব্বে। তৎ কথম্—ইত্যুচ্যতে—অথো অপি অবলীয়ান্ দুর্ব্বলতরঃ বলীয়াংসম্ আত্মনো বল-বত্তরমপি আশংসতে কাময়তে জেতুং ধর্ম্মেণ বলেন,—যথা লোকে রাজ্ঞা সর্ব্ববল-বত্তমেনাপি কুটুম্বিকঃ, এবম্ তস্মাৎ সিদ্ধং ধর্ম্মস্য সর্ব্ববলবত্তরত্বাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বম্।

যো বৈ স ধর্ম্মো ব্যবহারলক্ষণো লৌকিকৈর্ব্যবহ্রিয়মাণঃ, সত্যং বৈ তৎ ; সত্যমিতি যথাশাস্ত্রার্থতা। স এবানুষ্ঠীয়মানো ধর্ম্মনামা ভবতি ; শাস্ত্রার্থত্বেন জ্ঞায়-মানস্তু সত্যং ভবতি। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ,—সত্যং যথাশাস্ত্রং বদন্তং ব্যবহার-কালে, আহুঃ সমীপস্থা উভয়বিবেকজ্ঞাঃ—ধর্ম্মং বদতীতি—প্রসিদ্ধং লৌকিকং ন্যায়ং

বদতীতি; তথা বিপর্য্যয়েণ ধর্ম্মং বা লৌকিকং ব্যবহারং বদন্তমাহুঃ—সত্যং বদতি, শাস্ত্রাদনপেতং বদতীতি। এতৎ যদুক্তম্ উভয়ং জ্ঞায়মানমনুষ্ঠীয়মানঞ্চ, এতৎ ধর্ম্ম এব ভবতি, তস্মাৎ স ধর্ম্মো জ্ঞানানুষ্ঠানলক্ষণঃ শাস্ত্রজ্ঞান্ ইতরাংশ্চ সর্ব্বানেব নিয়ময়তি; তস্মাৎ স ক্ষত্রস্যাপি ক্ষত্রম্; অতস্তদভিমানোঽবিদ্বাংস্তদ্বিশেষানুষ্ঠানাদ্ ব্রহ্মক্ষত্রবিট্শূদ্রনিমিত্তবিশেষমভিমন্যতে; তানি চ নিসর্গত এব কর্ম্মাধিকারনিমিত্তানি ॥ ৫১ ॥৫১ ॥১৪ ॥

টীকা। নমু চাতুর্ব্বর্ণ্যে সৃষ্টে তাবতৈব কর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধেরলং ধর্ম্মসৃষ্ট্যেত্যাত আহ—স চতুর ইতি। অনিয়ত্যাশঙ্কয়া নিযামকাভাবে তস্যানিয়তত্বসম্ভাবনয়েতি যাবৎ। তচ্ছব্দঃ সৃষ্ট্ব্রহ্মবিষয়ঃ। কুতো ধর্ম্মস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং, শ্রুতেস্তৈব তৎপ্রসিদ্ধেরিত্যাহ—তৎ কথমিতি। অনুভবমনুসৃত্য পরিহরতি—উচ্যত ইত্যাদিনা। তদেবোদাহরতি—যথেতি। বাধ্যা স্পর্দ্ধমান ইতি শেষঃ। ধর্ম্মস্যোৎকৃষ্টত্বেন নিয়ন্তৃত্বে সত্যাদভিন্নত্বং হেতুত্বমাহ—যো বা ইতি। কথং ধর্ম্মস্য সত্যত্বং, স হি পুরুষধর্ম্মো বচনধর্ম্মঃ সত্যত্বমিত্যবাস্তবভেদাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স এবেতি। যথোক্তে বিবেকে লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—তস্মাদিতি। উভয়শব্দো ধর্ম্মসত্যবিষয়ং, ধর্ম্মং বদতীত্যেতদেব বিভজতে—প্রসিদ্ধমিতি। যথা শাস্ত্রানুসারেণ বদন্তং 'ধর্ম্মং বদতি' ইতি বদন্তি, তথা পূর্ব্বোক্তবদনবৈপরীত্যেন ধর্ম্মং বদন্তং সত্যং বদতীত্যাহুরিতি যোজনা। ধর্ম্মমেব ব্যাচষ্টে—লৌকিকমিতি। সত্যং বদতীত্যেতদেব স্ফুটয়তি—শাস্ত্রাদিতি। কার্য্যকারণভাবেনানয়োরেকত্বমুপসংহরতি—এতদিতি। শাস্ত্রার্থসংশয়ে শিষ্টব্যবহারান্নিশ্চয়ঃ, যথা যব-বরাহাদিশব্দেষু। ধর্ম্মসংশয়ে তু শাস্ত্রার্থবশান্নির্ণয়ঃ, যথা চৈত্যবন্দনাদিবৃদ্ধাসেনাগ্নিহোত্রাদৌ। অতো হেতুহেতুমদ্ভাবাদুভয়োরৈক্যমিতি ভাবঃ। ধর্ম্মস্য সত্যাদভেদে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ—তস্মাৎ স ইতি। তর্হি যথোক্তধর্ম্মবশাদেব কর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধের্বর্ণাশ্রমাভিমানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। ধার্ম্মিকত্বাদ্যভিমানো ব্রাহ্মণাদ্যভিমানং পুরোধায়ানুষ্ঠাপকস্তেন্তদভিমানোঽপি তথৈবাভিমানান্তরং পুরস্কৃত্যানুষ্ঠাপয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তানি চেতি। ন খলবিদুষো ধার্ম্মিকস্য ব্রাহ্মণাদিষু নিমিত্তেষু সৎসু কর্ম্মপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তান্তরমপেক্ষ্যতে প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াও ক্ষত্রিয়জাতির উগ্রস্বভাব নিবন্ধন অবাধ্যতা শঙ্কায় [স্বকার্য্যে] নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না; সেই জন্য তিনি আর একটী কল্যাণকর উৎকৃষ্ট বস্তু উভয়রূপে সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি? তাহা ধর্ম্ম; সৃষ্ট সেই এই উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃপদার্থটী ক্ষত্রেরও ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতিরও নিয়ন্তা (শাসনকারী) এবং উগ্র অপেক্ষাও উগ্র, যাহার নাম—ধর্ম্ম। অতএব ক্ষত্রিয়ের নিয়ন্তা বলিয়া ধর্ম্মাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই; কারণ, জগজ্জীব তাহা দ্বারা নিয়মিত—নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া থাকে। সেই নিয়ন্তৃত্ব কি প্রকার উৎকৃষ্ট, তাহা বলা হইতেছে,—অবলীয়ান্ অতিশয়

দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলীয়ান্‌কে—আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ পুরুষকেও ধর্ম্মবলে আশংসা করে অর্থাৎ জয় করিতে ইচ্ছা করে,—জগতে গৃহস্থ লোক যেরূপ সর্ব্বাধিক ক্ষমতাপন্ন রাজার সাহায্যে [জয়েচ্ছু হইয়া থাকে], তদ্রূপ ; অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী বলিয়া ধর্ম্মের ক্ষত্রিয়নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। লোকে যাহার ব্যবহার বা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,—যাহা সেই ব্যবহারাত্মক ধর্ম্ম, তাহাই প্রসিদ্ধ সত্য। সত্য অর্থ—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থের যাথার্থ্যবোধ ; তাহাই লোককর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়া থাকে, যখন তাহাই আবার শাস্ত্রার্থরূপে জ্ঞানগোচর হয়, তখন 'সত্য' নামে অভিহিত হয়। যেহেতু, এইরূপই ব্যবস্থা, সেই হেতু ব্যবহারসময়ে, যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র কথা বলে, সত্য ও ধর্ম্মের স্বরূপাভিজ্ঞ সমীপস্থ লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ ন্যায্য (ধর্ম্ম) বলিতেছে ; সেইরূপ যে ব্যক্তি এতদ্‌বিপরীতভাবে ধর্ম্ম কিংবা লৌকিক বিষয় বলিয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কথা বলিতেছে। ইহা—জ্ঞায়মান ও অনুষ্ঠীয়মানরূপে যে উভয় তত্ত্ব (ধর্ম্ম ও সত্য) বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম্মই, (ধর্ম্মের অতিরিক্ত নহে)। অতএব জ্ঞানাত্মক ও অনুষ্ঠানাত্মক সেই ধর্ম্মই শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ সকলকেই সমানভাবে নিয়মিত করিয়া রাখে ; সেই জন্যই উহা ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্র—দমনকারী। অতএব ধর্ম্মাভিমানী অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ বর্ণ-বিশেষে আত্মাভিমান করিয়া থাকে ; কেন না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ত স্বভাবতই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তস্বরূপ অর্থাৎ ঐ সমস্ত বর্ণই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মাধিকারের প্রয়োজক ॥৫১॥১৪॥

তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রঃ, তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি, যথা বেদো বাঽননূক্তোঽন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতম্, যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি

তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এব, আত্মানমেব লোকমুপাসীত, স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে। অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্‌ যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (বর্ণচতুষ্টয়ং) ব্রহ্ম, ক্ষত্রং, বিট্ (বৈশ্যঃ), শূদ্রঃ [সৃষ্ট ইতি শেষঃ]। তৎ (স্রষ্টৃ ব্রহ্ম) দেবেষু মধ্যে অগ্নিনা এব (অগ্নিস্বরূপেণৈব) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) অভবৎ, মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্বরূপেণ ব্রহ্ম) ক্ষত্রিয়েণ (ইন্দ্রাদিনা দেবক্ষত্রিয়েণ) [অধিষ্ঠিতঃ] ক্ষত্রিয়ঃ [অভবৎ], বৈশ্যেন (বস্বপ্রভৃতিনা অধিষ্ঠিতঃ) বৈশ্যঃ (অভবৎ), শূদ্রেণ (পূষালক্ষণেন অধিষ্ঠিতঃ) শূদ্রঃ [অভবৎ]। তস্মাৎ (হেতোঃ), দেবেষু (দেবানাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং সত্যাং] অগ্নৌ এব (অগ্নিসম্বদ্ধং কর্ম্ম কৃত্বা) লোকং (কর্ম্মফলং) ইচ্ছন্তে (প্রার্থয়ন্তে) [কর্ম্মিণঃ] ; তথা মনুষ্যেষু (মনুষ্যাণাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং] ব্রাহ্মণে এব (ব্রাহ্মণজাতিলাভেন এব) [লোকং ইচ্ছন্তি] ; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্ত্তৃ) এতাভ্যাং (ব্রাহ্মণাগ্নিভ্যাং—কর্ম্মকর্ত্রধিকরণরূপাভ্যাম্) অভবৎ (এতদুভয়রূপেণ অভিব্যক্তম্ অভবদিত্যর্থঃ)।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ বৈ (নিশ্চয়ে) স্বং (আত্মানং) লোকং (অবশ্যদ্রষ্টব্যং) অদৃষ্ট্বা (অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রত্যক্ষম্ অকৃত্বা) অস্মাৎ লোকাৎ (বর্ত্তমানদেহগ্রহণরূপাৎ) প্রৈতি (গচ্ছতি—ম্রিয়তে), সঃ (আত্মা) অবিদিতঃ (অবিজ্ঞাতঃ সন্) এনং (প্রেতং) ন ভুনক্তি (ন পালয়তি, স ন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)। [অত্র দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ—] যথা [লোকে] বেদঃ অননূক্তঃ (অনধীতঃ), কর্ম্ম (কৃষ্যাদি) বা অকৃতং (অনিষ্পাদিতং সৎ) [ন পালয়তি, তদ্বৎ]। যৎ (যদি) ইহ (সংসারে) বৈ অনেবংবিৎ (আত্মজ্ঞানরহিতঃ) মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম অপি (সম্ভাবনায়াং) করোতি (নিষ্পাদয়তি), অস্য (কর্ম্মিণঃ) তৎ (স্বনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) হ (নিশ্চয়ে) অন্ততঃ (অন্তে—অবসানে) ক্ষীয়তে (নশ্যতি) এব, [যৎ কৃতকং, তদনিত্যমিতি ভাবঃ]। [অতঃ] আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত (জানীত)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মানম্ এব লোকম্ উপাস্তে, অস্য (উপাসিতুঃ) কর্ম্ম ন হ (নৈব) ক্ষীয়তে ; [কর্ম্মাভাবাদেব, ইতি নিত্যানুবাদোঽয়ং]। [উপাসকঃ] যৎ যৎ (অভীষ্টং) কাময়তে, অস্মাৎ আত্মনঃ এব হি (নিশ্চয়ে) তৎ তৎ সৃজতে (আত্মলাভাদেব তস্য সর্ব্বার্থঃ সম্পদ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥৫২॥১৫॥

মূলানুবাদ।—এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

সৃষ্ট হইল ; অতএব দেবগণের মধ্যে [ফলকামনা থাকিলে] অগ্নিতেই সেই ফল ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা সেই ফল লাভ করিবে, আর মনুষ্যের মধ্যে [ফলেচ্ছা থাকিলে] ব্রাহ্মণে প্রার্থনা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণলাভে যত্নপর হইবে ; কারণ, স্রষ্টা ব্রহ্ম এই উভয়েতেই—কর্ম্মের কর্ত্তারূপে ব্রাহ্মণে, আর কর্ম্মের অধিকরণরূপে অগ্নিতে অবিকৃতভাবে প্রকটিত হইয়াছেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্বলোককে—দর্শনীয় আত্মাকে দর্শন না করিয়া অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি অবিদিত—আত্মজ্ঞানবিহীন হওয়ায় এই আত্মলোক ভোগ করিতে সমর্থ হয় না ; যেমন বেদ অপঠিত থাকিয়া—অথবা যেমন কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি অসম্পাদিত অবস্থায় [কাহাকেও পালন করে না], ইহাও তদ্রূপ। জগতে এবংবিধ জ্ঞানবিহীন কোন লোক যদি মহৎ পুণ্য কর্ম্মও করেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম পরিণামে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে। সেই যে ব্যক্তি আত্ম-লোকের উপাসনা করে, তাহার কর্ম্ম ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম না থাকায় তাহার আর কর্ম্মক্ষয়ের ভয় থাকে না ; সেই ব্যক্তি যাহা যাহা কামনা করে, এই আত্মা হইতেই তৎসমস্ত পাইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তদেতচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্—ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্র ইতি ; উত্তরার্থ উপসংহারঃ। যত্তৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তদগ্নিনৈব, নান্যেন রূপেণ, দেবেষু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ অভবৎ ; ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্বরূপেণ মনুষ্যেষু ব্রহ্মাভবৎ ; ইতরেষু বর্ণেষু বিকারান্তরং প্রাপ্য ; ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়োঽভবৎ—ইন্দ্রাদিদেবতাধিষ্ঠিতঃ, বৈশ্যেন বৈশ্যঃ, শূদ্রেণ শূদ্রঃ। যস্মাৎ ক্ষত্রাদিষু বিকারাপন্নম্, অগ্নৌ ব্রাহ্মণ এব চাবিকৃতং স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু দেবানাং মধ্যে লোকং কর্ম্মফলমিচ্ছন্তি, অগ্নিসম্বদ্ধং কর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ ; তদর্থমেব হি তদ্ব্রহ্ম কর্ম্মাধিকরণত্বেনাগ্নিরূপেণ ব্যবস্থিতম্ ; তস্মাত্তস্মিন্নগ্নৌ কর্ম্ম কৃত্বা তৎফলং প্রার্থয়ন্ত ইত্যেতদুপপন্নম্। ১

ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষু—মনুষ্যাণাং পুনঃ মধ্যে কর্ম্মফলেচ্ছায়াং নাগ্ন্যাদিনিমিত্ত-ক্রিয়াপেক্ষা, কিং তর্হি, জাতিমাত্রস্বরূপপ্রতিলম্ভেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধিঃ। যত্র তু দেবাধীনা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তত্রৈবাগ্ন্যাদিসম্বদ্ধক্রিয়াপেক্ষা ; স্মৃতেশ্চ—

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।" ইতি।

পারিব্রাজ্যদর্শনাচ্চ। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণত্ব এব মনুষ্যেষু লোকং কর্ম্মফলমিচ্ছন্তি। যস্মাদেতাভ্যাং হি ব্রাহ্মণাগ্নিরূপাভ্যাং কর্ম্মকর্ত্রধিকরণরূপাভ্যাং যৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম সাক্ষাদভবৎ। ২

অত্র তু পরমাত্মলোকমগ্নৌ ব্রাহ্মণে চেচ্ছন্তীতি কেচিৎ। তদসৎ, অবিদ্যাধিকারে কর্ম্মাধিকারার্থং বর্ণবিভাগস্য প্রস্তুতত্বাৎ, পরেণ চ বিশেষণাৎ। যদি হ্যত্র লোকশব্দেন পর এবাত্মোচ্যেত, পরেণ বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ—"স্বং লোকমদৃষ্ট্বা" ইতি; স্বলোকব্যতিরিক্তশ্চেদগ্ন্যধীনতয়া প্রার্থ্যমানঃ প্রকৃতো লোকঃ, ততঃ স্বম্‌—ইতি যুক্তং বিশেষণম্‌, প্রকৃতপরলোকনিবৃত্ত্যর্থত্বাৎ; স্বত্বেন চাব্যভিচারাৎ পরমাত্মলোকস্য; অবিদ্যাকৃতানাঞ্চ স্বত্বব্যভিচারাৎ; ব্রবীতি চ কর্ম্মকৃতানাং ব্যভিচারং "ক্ষীয়ত এব" ইতি। ৩

ব্রহ্মণা সৃষ্টা বর্ণাঃ কর্ম্মার্থম্‌; তচ্চ কর্ম্ম ধর্ম্মাখ্যং সর্ব্বানেব কর্ত্তব্যতয়া নিয়ন্তৃ পুরুষার্থসাধনং চ; তস্মাত্তেনৈব চেৎ কর্ম্মণা স্বো লোকঃ পরমাত্মাখ্যোঽবিদিতোঽপি প্রাপ্যতে, কিং তস্যৈব পদনীয়ত্বেন ক্রিয়তে? ইত্যত আহ—অথেতি—পূর্ব্বপক্ষবিনিবৃত্ত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ হ বা অস্মাৎ সাংসারিকাৎ পিণ্ডগ্রহণলক্ষণাদবিদ্যাকামকর্ম্মহেতুকাৎ অগ্ন্যধীনকর্ম্মাভিমানতয়া বা ব্রাহ্মণজাতিমাত্রকর্ম্মাভিমানতয়া বা আগন্তুকাদস্বরূপভূতাৎ লোকাৎ স্বং লোকমাত্মাখ্যম্‌ আত্মত্বেনাব্যভিচারিত্বাৎ, অদৃষ্ট্বা—অহং ব্রহ্মাস্মীতি, প্রৈতি ম্রিয়তে; স যদ্যপি স্বো লোকঃ অবিদিতঃ অবিদ্যয়া ব্যবহিতোঽস্ব ইবাজ্ঞাতঃ; এনং—সঙ্খ্যাঽপূরণ ইব লৌকিকঃ, আত্মানং—ন ভুনক্তি ন পালয়তি ন শোকমোহভয়াদিদোষাপনয়েন; যথা চ লোকে বেদোঽননুক্তঃ অনধীতঃ কর্ম্মাদ্যববোধকত্বেন ন ভুনক্তি; অন্যদ্বা লৌকিকং কৃষ্যাদিকর্ম্ম অকৃতং স্বাত্মনা অনভিব্যঞ্জিতম্‌ আত্মীয়ফলপ্রদানেন ন ভুনক্তি, এবমাত্মা স্বো লোকঃ স্বেনৈব নিত্যাত্মস্বরূপেণানভিব্যঞ্জিতোঽবিদ্যাদিপ্রহাণেন ন ভুনক্ত্যেব। ৪

নন্‌ু কিং স্বলোকদর্শননিমিত্ত-পরিপালনেন?—কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিধ্রৌব্যাৎ, ইষ্টফলনিমিত্তস্য চ কর্ম্মণো বাহুল্যাৎ, তন্নিমিত্তং পালনমক্ষয়ং ভবিষ্যতি? তন্ন; কৃতস্য ক্ষয়িত্বাৎ, ইত্যেতদাহ—যৎ ইহ বৈ সংসারেঽদ্ভুতবৎ কশ্চিন্মহাত্মাপি অনেবংবিৎ স্বং লোকং যথোক্তেন বিধিনা অবিদ্বান্‌ মহৎ বহু অশ্বমেধাদি পুণ্যং কর্ম্ম ইষ্টফলমেব নৈরন্তর্য্যেণ করোতি—অনেনৈবানন্ত্যং মম ভবিষ্যতীতি, তৎ কর্ম্ম হ অস্যাবিদ্যাবতঃ অবিদ্যাজনিতকামহেতুত্বাৎ স্বপ্নদর্শনবিভ্রমোদ্ভূত-বিভূতিবৎ

অন্ততঃ অন্তে ফলোপভোগস্য ক্ষীয়ত এব; তৎকারণয়োরবিদ্যা-কাময়োশ্চলত্বাৎ কৃতক্ষয়ধ্রৌব্যোপপত্তিঃ। তস্মান্ন পুণ্যকর্ম্মফলপালনানন্ত্যাশা অন্ত্যেব। অত আত্মানমেব স্বং লোকম্—আত্মানমিতি স্বং লোকমিত্যস্মিন্নর্থে, স্বং লোকমিতি প্রকৃতত্বাদিহ চ স্বশব্দস্যাপ্রয়োগাদুপাসীত। ৫

স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে, তস্য কিম্?—ইত্যুচ্যতে—ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে, কর্ম্মাভাবাদেব—ইতি নিত্যানুবাদঃ। যথা অবিদুষঃ কর্ম্মক্ষয়লক্ষণং সংসারদুঃখং সন্ততমেব; ন তথা তদস্য বিদুষ ইত্যর্থঃ; "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন" ইতি যদ্বৎ।"

স্বাত্মলোকোপাসকস্য বিদুষো বিদ্যাসংযোগাৎ কর্ম্মৈব ন ক্ষীয়তে ইত্যপরে বর্ণয়ন্তি; লোকশব্দার্থঞ্চ কর্ম্মসমবায়িনং দ্বিধা পরিকল্পয়ন্তি কিল,—একো ব্যাকৃতা-বস্থঃ কর্ম্মাশ্রয়ো লোকো হৈরণ্যগর্ভাখ্যঃ, তং কর্ম্মসমবায়িনং লোকং ব্যাকৃতং পরিচ্ছিন্নং য উপাস্তে, তস্য কিল পরিচ্ছিন্নকর্ম্মাত্মদর্শিনঃ কর্ম্ম ক্ষীয়তে। তমেব কর্ম্মসমবায়িনং লোকমব্যাকৃতাবস্থং কারণরূপমাপাদ্য যস্তূপাস্তে, তস্যাপরিচ্ছিন্ন-কর্ম্মাত্মদর্শিত্বাৎ তস্য চ কর্ম্ম ন ক্ষীয়ত ইতি॥ ৭

ভবতীয়ং শোভনা কল্পনা, ন তু শ্রৌতী, স্বলোকশব্দেন প্রকৃতস্য পরমাত্মনো-ঽভিহিতত্বাৎ, স্বং লোকমিতি প্রস্তুত্য স্বশব্দং বিহায়াত্মশব্দপ্রক্ষেপেণ পুনস্তস্যৈব প্রতিনির্দ্দেশাৎ—আত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি; তত্র কর্ম্মসমবায়িলোককল্পনায়া অনবসর এব। ৮

পরেণ চ কেবলবিদ্যাবিষয়েণ বিশেষণাৎ—"কিং প্রজয়া করিষ্যাম, যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" ইতি। পুত্রকর্ম্মাপরবিদ্যাকৃতেভ্যো হি লোকেভ্যো বিশিনষ্টি—অয়মাত্মা নো লোক ইতি। "ন হাস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়তে, এষোঽস্য পরমো লোকঃ" ইতি চ। তৈঃ সবিশেষণৈরস্যৈকবাক্যতা যুক্তা; ইহাপি স্বং লোকমিতি বিশেষণদর্শনাৎ। ৯

অস্মাৎ কাময়ত ইত্যযুক্তমিতি চেৎ; ইহ স্বো লোকঃ পরমাত্মা, তদুপাসনাৎ স এব ভবতীতি স্থিতে, যদ্ যৎ কাময়তে, তত্তদস্মাদাত্মনঃ সৃজতে ইতি তদাত্ম-প্রাপ্তিব্যতিরেকেণ ফলবচনমযুক্তমিতি চেৎ; ন; স্বলোকোপাসনস্তুতিপরত্বাৎ। স্বস্মাদেব লোকাৎ সর্ব্বমিষ্টং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ, নান্যতঃ প্রার্থনীয়ম্, আপ্তকামত্বাৎ। "আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরে যথা; সর্ব্বাত্মভাবপ্রদর্শনার্থো বা পূর্ব্ববৎ। ১০

যদি হি পর এবাত্মা সম্পদ্যতে, তদা যুক্তঃ "অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনঃ" ইত্যাত্মশব্দ-

প্রয়োগঃ—স্বস্মাদেব প্রকৃতাদাত্মনো লোকাদিত্যেবমর্থঃ; অন্যথা অব্যাকৃতাবস্থাৎ কর্ম্মণো লোকাদিতি সবিশেষণমবক্ষ্যৎ, প্রকৃতপরমাত্মলোকব্যাবৃত্তয়ে ব্যাকৃতাবস্থাব্যাবৃত্তয়ে চ। ন হ্যস্মিন্ প্রকৃতে বিশেষিতে অপ্রকৃতান্তরালাবস্থা প্রতিপত্তুং শক্যতে ॥৫২॥১৫॥

টীকা। পুনরুক্তিবৈয়র্থ্যমাশঙ্ক্যোক্তম্—উত্তরার্থ ইতি। পূর্ব্বত্র দেবেষু দর্শিতস্য বর্ণবিভাগস্য মনুষ্যেষূত্তরগ্রন্থেন যোজনার্থ ইতি যাবৎ। সৃষ্টবর্ণচতুষ্টয়নিবিষ্টমবান্তরবিভাগমভিধাতুমারভতে—যৎ তদিতি। নান্যেন দেবান্তররূপেণ ক্ষত্রাদিবিকারমন্তরেণেতি যাবৎ। বিকারান্তরমগ্নিব্রাহ্মণলক্ষণম্। ক্ষত্রিয়েণেত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ—ইন্দ্রাদিদেবতাধিষ্ঠিত ইতি। বৈশ্যেনেতি বস্বাদ্যধিষ্ঠিতত্বমুচ্যতে। শূদ্রেণেতি পূষাধিষ্ঠিতত্বম্। অগ্ন্যাদিভাবমাপন্নস্য ক্ষত্রাদিভাবো ন তু ক্ষত্রাদিভাবমাপন্নস্যাগ্ন্যাদিভাবঃ, ইত্যেতাবন্মাত্রেণ ব্রহ্মণো বিকৃতত্বাবিকৃতত্বমগ্নিব্রাহ্মণস্য ত্বর্থমুক্তমিত্যভিপ্রেত্য তস্মাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। যথোক্তপ্রার্থনায়া ন্যায্যত্বং সাধয়তি—তদর্থমেবেতি। কর্ম্মফলদানার্থমিতি যাবৎ। ১

মনুষ্যাণাং মধ্যে কমপি মনুষ্যমবলম্ব্য কর্ম্মফলভোগাপেক্ষায়ামধিকরণসম্প্রদানভাবেনাবস্থিতাগ্নীন্দ্রাদিনিমিত্তক্রিয়াপেক্ষা নাস্তি, কিন্তু ব্রাহ্মণজাতিপ্রাপ্তিমাত্রেণ তৎসম্বন্ধঃ জপাদিকর্ম্মাবশ্যম্ভাবীতি তন্মাত্রেণ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি প্রতীকগ্রহণপূর্ব্বকমাহ—মনুষ্যাণামিতি। কুত্র তর্হি যথোক্তক্রিয়াপেক্ষেতি, তত্রাহ—যত্র স্থিতি। দেবানাং মধ্যেঽগ্নিসংবন্ধমেব কর্ম্ম কৃত্বা পুরুষার্থলাভঃ, মনুষ্যাণাং মধ্যে তু ব্রাহ্মণ্যপ্রযুক্তজপাদিমাত্রেণ তৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র প্রমাণমাহ—স্মৃতেশ্চেতি। জপগ্রহণং জাতিমাত্রপ্রযুক্তকর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। অন্যদগ্নিসংবন্ধং কর্ম্ম। কোঽয়ং ব্রাহ্মণো নাম? তত্রাহ—মৈত্র ইতি। সর্ব্বেষু ভূতেষভয়প্রদো বিশিষ্টজাতিমানিতি যাবৎ। ননু যথোক্তস্মৃতের্ব্রাহ্মণ্যপ্রতিলম্ভমাত্রাদভ্যুদয়লাভেঽপি কুতস্ততো নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিস্তত্রাহ—পারিব্রাজ্যেতি। ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি ব্রাহ্মণস্য পারিব্রাজ্যং শ্রূয়তে, তচ্চ সংন্যাসাদ্ব্রহ্মণঃ স্থানমিতি ব্রহ্মলোকসাধনং গম্যতে। অতশ্চ ব্রাহ্মণজাতিনিমিত্তং লোকমিচ্ছন্তীতি যুক্তমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষিত্যস্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। হেতুবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। হিশব্দার্থো যস্মাদিত্যুক্তং, যৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তদেতাভ্যাং যস্মাৎ সাক্ষাদভবৎ, তস্মাদগ্নাবেবেত্যাদি যুক্তমিতি যোজনা। ২

অগ্নৌ হুত্বা ব্রাহ্মণে চ দত্ত্বা পরমাত্মলক্ষণং লোকমাপ্তুমিচ্ছন্তীতি শ্রুতপ্রপঞ্চব্যাখ্যানমনুবদতি—অত্রেতি। সপ্তমী তস্মাদিত্যাদিবাক্যবিষয়া। প্রক্রমালোচনায়াং কর্ম্মফলমিহ লোকশব্দার্থো ন পরমাত্মা, প্রক্রমভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি দূষয়তি—তদসদিতি। কর্ম্মাধিকারার্থং কর্ম্মসু প্রবৃত্তিসিদ্ধ্যর্থমিতি যাবৎ। বাক্যশেষগতবিশেষণবশাদপি কর্ম্মফলমেবাত্র লোকশব্দবাচ্যমিত্যাহ—পরেণ চেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—যদি হীতি। পরপক্ষে স্বমিতি বিশেষণং ব্যাবর্ত্ত্যাভাবান্ন ঘটতে চেৎ, স্বপক্ষেঽপি কথং তদুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বলোকেতি। পরপক্ষোঽনাত্মবিষয়ঃ। ননু প্রকৃতে বাক্যে লোকশব্দেন পরমাত্মা নোচ্যতে চেৎ, উত্তরবাক্যেঽপি তেন নাসাবুচ্যেত, বিশেষ্যাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য বিশেষণসামর্থ্যাত্তৈবমিত্যাহ—যদেব চেতি। কর্ম্ম-

ফলবিষয়ত্বেনাপি বিশেষণস্য নেতুং শক্যত্বান্ন বিশেষসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবিদ্যেতি। তেষাং স্বরূপব্যভিচারে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি—ব্রবীতি চেতি। ৩

উত্তরবাক্যব্যাবর্ত্ত্যং পূর্ব্বপক্ষমাহ—ব্রহ্মণেতি। তৎপুনরচেতনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেতি। সর্ব্বৈরেব বর্ণৈঃ স্বস্য কর্ত্তব্যতয়া তান্ প্রতি নিয়ন্তৃ ভূত্বেতি যোজনা। তস্য পুমর্থোপায়ত্বপ্রসিদ্ধিমাদায় ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। অবিদিতোঽপীতি চ্ছেদঃ। দেবতাগুণকর্ম্ম মুক্তিহেতুরিতি পক্ষং প্রতিক্ষেপ্তুমুত্তরং বাক্যমুত্থাপয়তি—অত আহেতি। জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন কর্ম্মণেত্যাগমপ্রসিদ্ধমিতি নিপাতয়োরর্থঃ। তত্র নিমিত্তমুপাদানং চেতি দ্বয়ং সংক্ষিপতি—অবিদ্যেতি। নিমিত্তং বিবৃণোতি—অগ্ন্যধীনেতি। আত্মাখ্যস্য লোকস্য সত্ত্বে হেতুমাহ—আত্মত্বেনেতি। অহং ব্রহ্মাস্মীত্যদৃষ্ট্বেতি সম্বন্ধঃ। যঃ পরমাত্মানমবিদিত্বৈব ম্রিয়তে, তমেনং পরমাত্মা ন পালয়তীতি যোজনা। পরমাত্মনঃ স্বরূপত্বাদবিদিতস্যাপি পালয়িতৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স যদ্যপীতি। লোকশব্দাদুপরিষ্টাত্তুপাপীতি দ্রষ্টব্যম্। অবিদিত ইত্যস্য ব্যাখ্যানমবিদ্যয়েত্যাদি। পরমাত্মাখ্যো লোকো নাজ্ঞাতো ভুনক্তীত্যত্র কর্ম্মফলভূতং লোকং বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ততয়া দর্শয়তি—অন্য ইবেতি। অজ্ঞাতস্যাপালয়িতৃত্বে সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ—সংখ্যেতি। যথা লৌকিকো দশমো দশমোঽস্মীত্যজ্ঞাতো ন শোকাদিনিবর্ত্তনেনাত্মানং ভুনক্তি, তথা পরমাত্মাঽপীত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রুত্যুক্তং দৃষ্টান্তদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—যথা চেত্যাদিনা। অবিদ্যাদীত্যাদিশব্দেন তত্থং সর্ব্বং সংগৃহ্যতে। ৪

যদিহেত্যাদিবাক্যাপোহ্যং চোদ্যমুত্থাপয়তি—নম্বিতি। নম্বনিষ্টফলনিমিত্তস্যাপি কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিধ্রৌব্যাৎ কথং কর্ম্মণা মোক্ষঃ সেৎস্যতি, তত্রাহ—ইষ্টেতি। বাহুল্যমশ্বমেধাদিকর্ম্মণো মহত্তরত্বং, তদ্ধি দুরিতমভিভূয় মোক্ষমেব সম্পাদয়িষ্যতীত্যর্থঃ। যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য পরিহরতি—তন্নেত্যাদিনা। সপ্তম্যর্থঃ সংসার ইতি নিপাতার্থঃ সূচয়তি—অদ্ভুতবদিতি। অনেবম্বিত্ত্বং ব্যাকরোতি—স্বং লোকমিতি। যথোক্তো বিধিরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং। পুণ্যকর্ম্মচ্ছিদ্রেষু দুরিতপ্রসক্তিং নিবারয়তি—নৈরন্তর্য্যেণেতি। তথা পুণ্যং সঞ্চিন্বতোঽভিপ্রায়মাহ—অনেনেতি। প্রক্রান্তযচ্ছব্দাপেক্ষিতং কথয়তি—তৎ কর্ম্মেতি। প্রাগুক্তন্যায়দ্যোতী হেতি নিপাতঃ। কারণরূপেণ কার্য্যস্য ধ্রুবত্বমাশঙ্ক্যাহ—তৎকারণয়োরিতি।

মুক্তেরনিত্যত্বদোষসমাধিস্তর্হি কেন প্রকারেণ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। আত্মশব্দার্থমাহ—স্বং লোকমিতি। তদেব স্ফুটয়তি—আত্মানমিতীতি। আত্মশব্দস্য প্রকৃতস্বলোকবিষয়ত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইহ চেতি। প্রয়োগে তু পুনরুক্তিভয়াদর্থান্তরবিষয়ত্বমপি স্যাদিত্যর্থঃ। ৫

বিদ্যাফলমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা নিক্ষিপতি—স য ইতি। কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বমুক্ত্বা কর্ম্মণোঽক্ষয়ত্বং বদতো ব্যাহতিমাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মেতি। বাক্যস্য বিবক্ষিতমর্থং বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন ব্যাচষ্টে—যথেতি। অবিদুষ ইতি চ্ছেদঃ। কর্ম্মক্ষয়েঽপি বা বিদুষো দুঃখাভাবে দৃষ্টান্তমাহ—নিখিলায়ামিতি। ৬

আত্মানমিত্যাদি কেবলজ্ঞানামুক্তিরিত্যেবংপরতয়া ব্যাখ্যাতং, সম্প্রতি তত্র ভর্তৃপ্রপঞ্চব্যাখ্যামুত্থাপয়তি—অত্রেতি। আত্মলোকোপাসকস্য কর্ম্মাভাবে কথং তদক্ষয়বাচোযুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাভাবস্যাসিদ্ধিমভিসন্ধায় কর্ম্মসাধ্যং লোকং ব্যাকৃতাব্যাকৃতরূপেণ ভিনত্তি—লোকশব্দার্থং চেতি। উৎপ্রেক্ষিকী কল্পনা, ন তু শ্রৌতীতি বক্তুং কিলেত্যুক্তম্। তত্রাক্

লোকশব্দার্থমনূদ্য তদুপাসকস্য দোষমাহ—এষ ইতি। পরিচ্ছিন্নঃ কর্ম্মাত্মা, তৎসাধ্যো ব্যাকৃতাবস্থো লোকস্তস্মিন্নহংগ্রহোপাসকস্যেতি যাবৎ। কিলশব্দস্তু পূর্ব্ববৎ। দ্বিতীয়ং লোকশব্দার্থমনূদ্য তদুপাসকস্য লাভং দর্শয়তি—তমেবেতি। যথা কুণ্ডলাদেরন্তর্ব্বহিরন্বেষণে সুবর্ণব্যতিরিক্তরূপানুপলম্ভাত্তদ্রূপেণাস্য নিত্যত্বং, তথা কর্ম্মসাধ্যং হিরণ্যগর্ভাদিলোকং কার্য্যত্বাদব্যাকৃতং কারণমেবেত্যঙ্গীকৃত্য যস্তস্মিন্নহংবুদ্ধ্যোপাস্তে, তস্যাপরিচ্ছিন্নকর্ম্মসাধ্যলোকাত্মোপাসকত্বাদব্রহ্মবিত্ত্বং কর্ম্মিত্বং চ ঘটতে, তস্য খল্বাত্মৈব কর্ম্ম, তেন তস্য তন্ন ক্ষীয়তে। যঃ পুনরদ্বৈতাবস্থামুপাস্তে, তস্যাত্মৈব কর্ম্ম ভবতীতি হি ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চৈরুক্তমিত্যর্থঃ। ৭

আত্মানমিত্যাদিসমুচ্চয়পরমিতি প্রাপ্তং পক্ষং প্রত্যাহ—ভবতীতি। শ্রৌতত্বাভাবে হেতুমাহ—স্বলোকেতি। স্বং লোকমদৃষ্ট্বেত্যত্র স্বলোকশব্দেন পরস্য প্রকৃতস্যাত্মানমেবেত্যত্র প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারার্থমুক্তত্বান্নাত্র লোকদ্বৈবিধ্যকল্পনা যুক্তেত্যর্থঃ। লোকশব্দেনাত্র পরমাত্মপরিগ্রহে হেত্বন্তরমাহ—স্বং লোকমিতীতি। যথা লোকস্য স্বশব্দার্থো বিশেষণং, তথাত্মানমিত্যত্র স্বশব্দপর্য্যায়াত্মশব্দার্থস্তস্য বিশেষণং দৃশ্যতে, ন চ কর্ম্মফলস্য মুখ্যমাত্মত্বমতো লোকশব্দোঽত্র পরমাত্মৈবেত্যর্থঃ। প্রকরণাদ্বিশেষণাচ্চ সিদ্ধমর্থং দর্শয়তি—তত্রেতি। ৮

পরস্যৈব লোকশব্দার্থত্বে হেত্বন্তরমাহ—পরেণেতি। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—পুত্রেতি। অথ পরেষু বাক্যেষু পরমাত্মা লোকশব্দার্থঃ,—প্রকৃতে তু কর্ম্মফলমিতি ব্যবস্থেতি চেৎ, নৈবমেকবাক্যত্বসম্ভবে তদ্ভেদস্যান্যায্যত্বাদিত্যাহ—তৈরিতি। একবাক্যত্বসম্ভাবনামেব দর্শয়তি—ইহাপীতি। যথোত্তরত্রাত্মাদিশব্দেন লোকো বিশেষিতস্তথাত্মানমিত্যত্রাপ্যাত্মশব্দেন বিশেষ্যতে। পূর্ব্ববাক্যে চ স্বং লোকমদৃষ্ট্বেতি স্বশব্দেনাত্মবাচিনা তস্য বিশেষণং দৃশ্যতে। তথা চ পূর্ব্বাপরালোচনায়ামেকবাক্যত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ৯

প্রকরণেন পরস্য লোকশব্দার্থত্বমযুক্তং লিঙ্গবিরোধাদিতি চোদয়তি—অস্মাদিতি। তদেব বিবৃণোতি—ইহেত্যাদিনা। অর্থবাদস্থং লিঙ্গং ন প্রকরণাদ্বলবদিতি মত্বা সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। স্তুতিমেব স্পষ্টয়তি—অস্মাদেবেতি। লোকাৎ জাতাদিতি শেষঃ। যথা ছান্দোগ্যে স্তুত্যর্থমাত্মনঃ প্রাণ্ড্বমুচ্যতে, তথাত্রাপ্যাত্মলোকং স্তোতুমেতৎ ফলবচনমিত্যাহ—আত্মত ইতি। ভবতু বা, মা বা ভূৎ; অস্মাদ্ধ্যেবেত্যাদিরর্থবাদঃ, তথাপি তস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রদর্শনার্থত্বাদ্যুক্তমত্র লোকশব্দেন পরমাত্মগ্রহণমিত্যাহ—সর্ব্বাত্মেতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি বাক্যং দৃষ্টান্তয়তি—পূর্ব্ববদিতি। ১০

কিঞ্চ, আত্মশব্দস্য ত্রিধাপরিচ্ছেদশূন্যার্থবাচিতয়া যচ্চাপ্নোতীত্যাদিস্মারেন সিদ্ধত্বাত্তৎসমানাধিকরণ-লোকশব্দস্যাপি তদর্থত্বাৎ পরস্যৈবাত্র লোকত্বমিত্যাহ—যদি হীতি। কিং চ, যদি লোকশব্দেন পরং হিত্বার্থান্তরমুচ্যতে, তদা সবিশেষণং বাক্যং স্যাৎ, অন্যথা স্বং লোকমিতি প্রকৃতপরমাত্মলোকস্য হৃৎপক্ষেঽনন্তরোক্তব্রহ্মলোকস্য চ ব্যাবৃত্ত্যযোগাৎ। ন চাত্র সবিশেষণং বাক্যং দৃষ্টম্, অতঃ স্বং লোকমিতি প্রকৃতঃ পরমাত্মৈবাত্রাপি লোক ইত্যাহ—অন্যথেতি। বিশেষণং বিনৈবাত্মাদিত্যত্র পরাপরাত্মানমর্থান্তরং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। স্বং লোকমিতি প্রকৃতে পরমাত্মন্যাত্মানমেবেতি বিশেষিতে চাব্যাকৃতাখ্যা পরাপরাত্মমন্তরালাবস্থা ন প্রতিপত্তুং শক্যতে, তস্যাঃ প্রকৃতত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ১৫॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল; মনুষ্যের মধ্যেও এই বর্ণ-বিভাগের প্রয়োজন হইবে; এই জন্য পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টির এখানে উপসংহার বা পুনরুল্লেখ করা হইল। সেই যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম, তিনি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন, অন্য কোনরূপে নহে; মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; অপরাপর বর্ণের মধ্যে তিনি রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন (১)।

ক্ষত্রিয়রূপে অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রভৃতি দৈব ক্ষত্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয় এবং দৈব-বৈশ্যাধিষ্ঠিতরূপে বৈশ্য এবং শূদ্র-পূষাধিষ্ঠিত হইয়া শূদ্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ে বিকারাপন্ন, কেবল অগ্নি ও ব্রাহ্মণেই অবিকৃত; সেই হেতু দেবগণের মধ্যে কর্ম্মফল পাইতে হইলে অগ্নিতেই তাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন; [বুঝিতে হইবে,] অগ্নিসম্পর্কিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া [ফল পাইতে ইচ্ছা করেন]; কারণ, ইহার জন্যই ব্রহ্ম যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকরণ-স্বরূপ অগ্নিরূপে অবস্থিত হইয়াছেন; অতএব সেই অগ্নিতে কর্ম্মসম্পাদন করিয়া যে, কর্ম্মের উপযুক্ত ফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, ইহা সঙ্গতই বটে। ১

আবার মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মফললাভের অভিলাষ থাকিলে ব্রাহ্মণেই তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেখানে আর অগ্নিপ্রভৃতি সাধনসাপেক্ষ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না; পরন্তু, কেবল জাতিমাত্রলাভেই (ব্রাহ্মণ্যলাভেই) পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে; আর যেখানে পুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ পুরুষের অভীষ্টফলপ্রাপ্তি দেবতার অধীন,—দেবতার অনুগ্রহে পাইতে হয়, কেবল সেখানেই অগ্নিপ্রভৃতির অধীন ক্রিয়ার অপেক্ষা, (অন্যত্র নহে)। যেহেতু, স্মৃতিশাস্ত্রও বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণ একমাত্র জপের দ্বারাই (স্বজাত্যুচিত কর্ম্ম দ্বারাই) সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, ইহাতে আর সংশয় নাই; অন্য (অগ্নিসম্বদ্ধ যজ্ঞাদি) কর্ম্ম করুক আর না-ই করুক, যিনি মৈত্র—সর্ব্বভূতের হিতেরত—অভয়প্রদ, তিনিই

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম দেবগণের মধ্যে প্রথমে অগ্নিরূপে প্রকটিত হইলেন, তাহার পর সেই অগ্নিরূপে থাকিয়াই দেব ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির সৃষ্টি করিলেন; আবার মনুষ্যের মধ্যে তিনি প্রথমেই ব্রাহ্মণরূপে প্রকটিত হইলেন; শেষে সেই ব্রাহ্মণরূপে থাকিয়াই মানবীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির সৃষ্টি করিলেন; কাজেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে অবিকৃত ব্রহ্ম-সৃষ্টি বলা হইল, আর অপরাপর ক্ষত্রিয়াদি-সৃষ্টিতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণরূপ বিকারের সাহায্য অপেক্ষিত থাকায়, ক্ষত্রিয়াদি-সৃষ্টিকে বিকারান্তর দ্বারা সৃষ্ট বলা হইল।

ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন' ইতি। পারিব্রাজ্যদর্শনও ইহার অন্য কারণ (২)। যেহেতু, স্রষ্টা ব্রহ্ম, কর্ম্মের কর্ত্তা ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মের অধিকরণ অগ্নি, এই উভয়রূপেই প্রকটিত হইয়াছেন; সেই হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের দ্বারাই অভীষ্ট লোক অর্থাৎ কর্ম্মফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ২

এ স্থলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, 'লোক' অর্থ পরমাত্মা;—অগ্নিতে ও ব্রাহ্মণে সেই পরমাত্ম-লোক লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে রূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না; কেন না, যতদিন জীব অবিদ্যার অধিকারে থাকে, ততদিনই তাহার কর্ম্মেতে অধিকার। বর্ণবিভাগ সেই কর্ম্মানুষ্ঠানেরই উপযোগী; এই জন্যই এখানে বর্ণবিভাগ বর্ণিত হইয়াছে; পরবর্ত্তী বাক্যেও এই বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এখানে 'লোক' শব্দে যদি পরমাত্মাই উক্ত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'স্বং লোকম্ অদৃষ্ট্বা' এইরূপে বিশেষ করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যক হইত না। পক্ষান্তরে, এখানে যদি স্ব-লোকাতিরিক্ত অন্য কোনও প্রার্থনীয় লোকের প্রস্তাব থাকিত—যাহা অগ্নির অধীন, তাহা হইলেই সেই প্রস্তাবিত 'লোকে'র ব্যাবৃত্তির জন্য এখানে 'স্ব'-বিশেষণের সার্থকতা হইতে পারিত; [কিন্তু সেরূপ ত কোনও প্রসঙ্গ নাই]; কারণ, পরমাত্মা যে, সকলেরই 'স্ব', এ কথার কোথাও ব্যভিচার নাই; আর অবিদ্যাকৃত বস্তুমাত্রেতেই স্বত্বের (আত্মভাবের) ব্যভিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ আবিদ্যক কোন বস্তুই 'স্ব' (আত্মা) হইতে পারে না; বিশেষতঃ শ্রুতি নিজেই কর্ম্মজন্য বস্তুমাত্রের স্বত্ব নিষেধ করিয়া বলিবেন, যথা—"ক্ষীয়তে এব" (নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) ইতি। ৩

ব্রহ্ম যে কর্ম্মসম্পাদনের জন্য চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম; কর্ত্তব্যরূপে বিহিত সেই কর্ম্ম সর্ব্ববর্ণেরই নিয়ন্তা এবং পুরুষার্থসিদ্ধিরও উপায়। যদি স্ব-লোক পরমাত্মাকে না জানিলেও কর্ম্ম দ্বারাই সেই পরমাকে পাওয়া যায়,

(২) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, ভাল, ব্রাহ্মণ্যলাভই যদি মানুষের প্রধান প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলেও উহা হইতে কেবল অভ্যুদয় স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তি মাত্র হইতে পারে, কিন্তু জীবের প্রকৃত লক্ষ্য যে নিঃশ্রেয়স—মুক্তি, তাহা সিদ্ধ হইবে কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সংসারাশ্রম হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবেন', এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণের পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান রহিয়াছে; সন্ন্যাসাশ্রম ব্রহ্মলাভেরই উপযুক্ত স্থান; কাজেই ব্রাহ্মণ্যকেও ব্রহ্মলাভের সাধন বলিতে পারা যায়; সুতরাং ব্রাহ্মণ্যকেই জীবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভের প্রধানতম উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহা হইলে, তাহাকে জানিয়া ফল কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি, স্বলোককে—আত্মারূপে অব্যভিচারী পরমাত্মাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপে না জানিয়া অবিদ্যা ও তন্মূলক কাম ও কর্ম্মপ্রসূত অগ্নিসাধ্য কর্ম্মাধীন বলিয়াই হউক, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-জাত্যুচিত কর্ম্মাভিমানমূলক বলিয়াই হউক নিশ্চয়ই আগন্তুক [অতএব] অনাত্মভূত এই সাংসারিক দেহধারণাত্মক লোক হইতে (জন্ম-মরণ-প্রবাহাত্মক সংসার হইতে) প্রয়াণ করে—মৃত হয়, সে ব্যক্তি যদিও বস্তুগত্যা স্ব-লোকই বটে, তথাপি অবিদিত অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকায় দশমত্ব-সংখ্যার অপরিপূরণ ভ্রমে সাধারণ লোকের ন্যায় (১) যেন অ-স্বপ্ন মত হইয়া পড়ে; সুতরাং অবিজ্ঞাত থাকায় এই আত্মাকে ভোগ করে না, অর্থাৎ শোকমোহভয়াদি দোষ অপনীত করিয়া আত্মবোধে সমর্থ হয় না, জগতে অননুক্ত—অনধীত বেদ যেমন বেদোক্ত কর্ম্মাদি বিষয়ে বোধোৎপাদন করত উপকার করে না, অথবা লোকপ্রসিদ্ধ অন্যান্য কৃষ্যাদি-কর্ম্ম যেরূপ নিজে অসম্পাদিত হইলে স্বীয় ফল প্রদান দ্বারা পালন করে না; তদ্রূপ আত্মা প্রকৃতপক্ষে স্বলোক হইলেও, তাহাকে নিত্য আত্মস্বরূপে প্রকটিত করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অবিদ্যাদি দোষাপনয়ন দ্বারা রক্ষা করে না। ৪

এখন জিজ্ঞাসা করি, স্ব-লোকদর্শনে এই পরিপালনের প্রয়োজন কি? কর্ম্ম হইতেই যখন উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি ধ্রুব, এবং অভীষ্টফলসাধন কর্ম্মও যখন প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তখন তদনুষ্ঠানের ফলেই আত্মার অক্ষয়ত্ব-পালন সম্ভবপর হইবে? জ্ঞানের আর প্রয়োজন কি? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, জন্য পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী; এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সংসারে যদি কোন অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ 'স্ব'-লোক আত্মাকে না জানিয়া, এবংবিধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অবিচ্ছেদে ইষ্টফলসাধক বহু অশ্বমেধাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানও করে,—ইহার সাহায্যেই আমার অক্ষয় ফললাভ হইবে—মনে করিয়া নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান

---

(১) তাৎপর্য্য—সংখ্যার অপরিপূরণ কথার ভাবার্থ এইরূপ—"দশমঃ ত্বমসি" এইরূপ লৌকিক একটী বাক্য আছে। সেখানে যেমন অজ্ঞানদোষে নিজে দশম হইয়াও সংখ্যার পরিপূরণ না হওয়ায় আপনাকে 'দশম' বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, এখানেও তদ্রূপ নিজে সর্ব্বদাই 'স্ব' (আত্মা) হইয়াও অজ্ঞান দোষে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে 'স্ব' হইতে ভিন্ন (অ-স্ব) বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

করে, অবিদ্বানের সেই কর্ম্মগুলি অবিদ্যা-মূলক কামনার বশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভ্রান্তিময় স্বপ্নদর্শনোত্থিত ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ফলোপভোগের অন্তে অর্থাৎ তদুপযুক্ত ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে পর, নিশ্চয়ই তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কারণ, সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা ও কামনা, উভয়ই চঞ্চল অর্থাৎ অচির-স্থায়ী; কাজেই কর্ম্মজনিত ফলের অনিত্যতাসিদ্ধান্তই উপপন্ন হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম্মের ফলে অনন্তকাল পরিপালনের আশা কখনও হইতে পারে না (১)। অতএব আত্মাকেরই—স্বলোকেরই উপাসনা করিবে; প্রথমে 'স্ব'-লোকের প্রস্তাব থাকায় এখানে 'স্ব' শব্দ না থাকিলেও 'আত্মানম্' পদেরই স্বলোক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ৫

সেই যে লোক আত্মারই উপাসনা করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা বলিতে-ছেন—নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তাহার এমন কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ক্ষয় হইবে; 'কর্ম্ম ক্ষয় হয় না' কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র। অবিদ্বানের সম্বন্ধে কর্ম্মের ফল ক্ষয়াত্মক সংসার-দুঃখ যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, ইহার (বিদ্বানের) সম্বন্ধে সেরূপ দুঃখ কখনও থাকে না (সম্ভবপরও হয় না); যেমন [জনক বলিয়াছিলেন—] 'মিথিলা দেশ ভস্মীভূত হইলেও আমার কিছু দগ্ধ হয় না', ইহাও তেমনি। ৬

অপর সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, স্বাত্ম-লোকোপাসক বিদ্বানের বিদ্যা-প্রভাবে তদনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না; আর উপাসনার ফলস্বরূপ 'লোক' শব্দেরও তাহারা দুই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন,—একটী অর্থ হইতেছে—কর্ম্মফলের ভোগভূমির অভিব্যক্তাবস্থ (ব্যাকৃতাবস্থ) পূর্ণ হৈরণ্যগর্ভের লোক (হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্থান)। যিনি সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মলোকের উপসনা করেন, কেবল সেই পরিচ্ছিন্নাত্মদর্শীর অনুষ্ঠিত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। [অপর অর্থ হইতেছে এই যে] যে ব্যক্তি কর্ম্মফলাত্মক সেই হিরণ্যগর্ভের লোককেই অব্যাকৃতা-

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, 'যৎ কৃতকং, তদনিত্যম্' অর্থাৎ যাহা ক্রিয়াজন্য—কোন প্রকার ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহা যত বড়ই হউক, বা যত দীর্ঘকালস্থায়ীই হউক না কেন, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে ক্ষয় পাইতেই হইবে। এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। বিশেষতঃ যে যে বস্তু অবিদ্যা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধেও উৎপাদিত, কস্মিন্‌কালেও তাহার নিত্যতা হইতে পারে না, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ। এখানেও পুণ্যফল যখন ক্রিয়াজন্য, বিশেষতঃ মোহময় অবিদ্যা ও অবিদ্যামূলক কামনার ফল, তখন তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।

বস্তু কারণরূপে পরিকল্পিত করিয়া উপাসনা করে; অপরিচ্ছিন্ন কর্ম্মফলে আত্মবুদ্ধি করায় সেই বিদ্বানের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৭

হাঁ, এরূপ কল্পনা শুনিতে সুন্দর বটে, কিন্তু শ্রুত্যনুসারিণী হইতেছে না; যেহেতু, এখানে 'স্ব-লোক' শব্দে পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন; কারণ, প্রথমে "স্বং লোকম্" এইরূপ প্রস্তাব করিয়া তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ স্থলে 'স্ব'শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-শব্দ যোগ করিয়া 'আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত' বলা হইয়াছে; সুতরাং এখানে কর্ম্মসম্পর্কিত লোককল্পনার অবসরই নাই। ৮

বিশেষতঃ পরবর্ত্তী শুদ্ধ বিদ্যাবিষয়ক—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের এই আত্ম-লোক লাভ হইবে না', এই বাক্যে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করাতেও [ঐরূপ কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ,] এখানে "অয়মাত্মা নো লোকঃ" এই বাক্যে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরবিদ্যালব্ধ লোক সমূহ হইতে এই আত্ম-লোকের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে; তাহার পর 'কোন কর্ম্ম দ্বারাই ইহার পরম লোক অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গন্তব্য স্থান'; এখানেও সেইরূপ অর্থেই 'লোক' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব এখানেও 'স্বং লোকম্' এইরূপ বিশেষণ সন্নিবিষ্ট থাকায় পূর্ব্বোক্ত বিশেষণযুক্ত বাক্যগুলির সহিত ইহার একবাক্যতা করাই সমীচীন। ৯

যদি বল, তাহা হইলেও "অস্মাৎ কাময়তে" এইরূপ ফলনির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না; কারণ, এখানে 'স্ব-লোক' অর্থ পরমাত্মা; তাহার উপাসনায় তৎস্বরূপ-প্রাপ্তি যখন শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত, তখন 'যাহা যাহা কামনা করেন, তৎসমস্ত এই আত্মা হইতেই সম্পন্ন হয়' এইরূপে সেই উপাসিত আত্মার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ফলের প্রাপ্তি-বর্ণনা কখনও যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয় না; যেহেতু, ইহা স্ব-লোকোপাসনার স্তুতিপ্রকাশক মাত্র, (প্রকৃত-ফলপ্রকাশক নহে)। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাহার যাহা কিছু অভীষ্ট, তৎসমস্ত স্ব-লোক হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এতদতিরিক্ত আর কিছুই তাহার প্রার্থনীয় থাকে না; কারণ, তিনি আপ্তকাম; [সুতরাং অন্যত্র তাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না], কারণ, শ্রুতিতে আছে—'আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে দিক্‌সমূহ' ইত্যাদি। অথবা পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বাত্মভাবজ্ঞাপনের জন্য "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" বলা হইয়াছে, তেমনি এখানেও সর্ব্বাত্মভাবপ্রদর্শনের জন্যই ঐরূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০

প্রকৃত পক্ষে উপাসক যদি পরমাত্মাই হইয়া যান, তাহা হইলে "অস্মাদ্ধি এব"

এই বাক্যে 'প্রস্তাবিত স্বস্বরূপ আত্ম-লোক হইতে' এইরূপ অর্থলাভের জন্য এখানে 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে; নচেৎ পরমাত্ম-লোকের নিষেধার্থ এবং ব্যক্তাবস্থার ব্যাবৃত্তির জন্য, 'অব্যাকৃতাবস্থ—যাহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যক্ত কর্ম্মলোক হইতে' এইরূপেই বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হইত; কিন্তু তাহা করা হয় নাই; পরন্তু এখানে প্রস্তাবিত বিষয়টাই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটা অশ্রুত অবস্থা অবধারণ করা যাইতে পারে না॥ ৫২॥ ১৫।

আভাষ-ভাষ্যম্।—অথো অয়ং বা আত্মা। অত্রাবিদ্বান্ বর্ণাশ্রমাদ্যভিমানী ধর্ম্মেণ নিয়ম্যমানো দেবাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া পশুবৎ পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্। কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণি?—যৎকর্ত্তব্যতয়া পশুবৎ পরতন্ত্রো ভবতি; কে বা তে দেবাদয়ঃ?—যেষাং কর্ম্মভিঃ পশুবদুপকরোতি—ইতি, তদুভয়ং প্রপঞ্চয়তি—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ।—"অথো অয়ং বা আত্মা" ইত্যাদি। বর্ণাশ্রমাদিকৃত অভিমানসম্পন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইয়া দেবতা প্রভৃতির ভোগানুকূল কর্ম্মসম্পাদনে পরাধীন (বাধ্য) থাকেন, এইজন্য পশুর ন্যায় পরতন্ত্র; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সমস্ত কর্ম্ম কি কি, যাহার অনুষ্ঠানের জন্য অবিদ্বান্ পুরুষ পশুবৎ পরাধীন হইয়া থাকেন; আর এই দেবাদিই বা কে কে, অবিদ্বানেরা বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা যাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। এখন এই উভয় বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—

অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতনাং লোকঃ, স যজ্জুহোতি যদ্‌যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৄণামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণাং অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকো যথাহ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবংহৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি, তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাংসিতম্॥ ৫৩॥ ১৬॥

সম্বন্ধার্থঃ।—অথো (বাক্যারম্ভে) অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা (কর্ম্মাধি-

কৃতঃ অবিদ্বান্ পুরুষঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং দেবাদি-পিপীলিক্যন্তানাং) লোকঃ (লোক্যতে ভুজ্যতে ইতি লোকঃ---ভোগ্যঃ)। সঃ (অবিদ্বান্) যৎ জুহোতি (হোমং করোতি), যৎ যজতে, তেন (হোম-যাগলক্ষণেন-কর্ম্মণা) দেবানাং লোকঃ (ভোগ্যঃ); অথ যৎ অনুব্রূতে (অহরহঃ বেদাদীন্ পঠতি), তেন ঋষীণাং লোকঃ (ভোগ্যঃ); অথ যৎ পিতৃভ্যঃ নিপৃণাতি (পিণ্ডোদকাদি প্রযচ্ছতি), যচ্চ প্রজান্ ইচ্ছতে (অপত্যমুৎপাদয়তি), তেন (কর্ম্মণা) পিতৃণাং [লোকঃ], অথ যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে (স্থানাসনজলাদিদানেন গৃহে স্থাপয়তি), যৎ চ এভ্যঃ (মনুষ্যেভ্যঃ) অশনং (অন্নং) দদাতি, তেন (কর্ম্মণা) মনুষ্যাণাং [লোকঃ]; অথ যৎ পশুভ্যঃ তৃণোদকং বিন্দতি, (পশূন্ তৃণোদকং গ্রাহয়তি), তেন পশূনাং [লোকঃ]; অস্য (অবিদুষঃ) গৃহেষু যৎ আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাপর্য্যন্তং) শ্বাপদাঃ (জন্তবঃ) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ উপজীবন্তি, তেন তেষাং লোকঃ; যথা স্বায় (স্বকীয়ায়) লোকায় (শরীরায়) অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছেৎ (কাময়েৎ) [জনঃ], এবং (পূর্ব্ববদেব) হ (নিশ্চয়ে) এবংবিদে (যথোক্তজ্ঞান-শালিনে) সর্ব্বাণি ভূতানি অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছতি (কাময়ন্তে); তৎ এতৎ (আত্মতত্ত্বং) বিদিতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং সৎ) মীমাংসিতং (কর্ত্তব্যতয়া বিচারিতং) [ভবতীতি শেষঃ]। ৫৩ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ ঃ—কর্ম্মাধিকারী এই আত্মা (অবিদ্বান্ পুরুষ) সর্ব্বভূতের (দেবাদিপ্রাণীর) লোক অর্থাৎ ভোগ্য; সেই অবিদ্বান্ যে হোম করে, এবং যাগ করে, তাহা দ্বারা সে দেবগণের ভোগ্য হয়, আর সে যে, অহরহঃ অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিগণের, আর সে যে, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ড প্রদান করে, তাহা দ্বারা পিতৃগণের, এবং সে যে, [অভ্যাগত] মনুষ্যগণকে বাস করায় ও অন্নদান করে, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের, এবং পশুগণকে যে, তৃণ ও জল প্রদান করে, তাহা দ্বারা পশুগণের, আর গৃহে যে, পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাপদ ও পক্ষিগণ জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক (ভোগ্য) হয়। জগতে স্বীয় শরীরের জন্য যেমন অ-রিষ্টি (অনিষ্টাভাব বা অবিনাশ) ইচ্ছা করিয়া থাকে, তেমনি দেবতা প্রভৃতিও, যে লোক আপনাকে দেবাদির ঋণগ্রস্ত বলিয়া মনে করে, তাহারও অরিষ্টি কামনা করিয়া থাকেন; সেই এই বিষয়টী [পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে] বিদিত

(বিহিত) এবং [অবদান প্রকরণে] মীমাংসিতও (বিচারিতও) হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথো ইত্যয়ং বাক্যোপন্যাসার্থঃ। অয়ং যঃ প্রকৃতো গৃহী কর্ম্মাধিকৃতোঽবিদ্বান্ শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাদিবিশিষ্টঃ পিণ্ড আত্মেত্যুচ্যতে সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং পিপীলিকান্তানাং ভূতানাং লোকো ভোগ্য আত্মেত্যর্থঃ, সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাদিবিহিতৈঃ কর্ম্মভিরুপকারিত্বাৎ। কৈঃ পুনঃ কর্ম্মবিশেষৈরুপকুর্ব্বন্ কেষাং ভূতবিশেষাণাং লোকঃ—ইত্যুচ্যতে—স গৃহী যৎ জুহোতি যৎ যজতে,—যাগো দেবতামুদ্দিশ্য স্বত্বপরিত্যাগঃ, স এবাসেচনাধিকো হোমঃ, তেন হোমযাগলক্ষণেন কর্ম্মণাবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন দেবানাং পশুবৎ পরতন্ত্রত্বেন প্রতিবদ্ধ ইতি লোকঃ। অথ যদনুব্রূতে স্বাধ্যায়মধীতে অহরহঃ, তেন ঋষীণাং লোকঃ; অথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি প্রযচ্ছতি পিণ্ডোদকাদি; যচ্চ প্রজামিচ্ছতে প্রজার্থমুদ্যমং করোতি—ইচ্ছা চোৎপত্ত্যুপলক্ষণার্থা, প্রজাঞ্চোৎপাদয়তীত্যর্থঃ, তেন কর্ম্মণাবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন পিতৃণাং লোকঃ পিতৃণাং ভোগ্যত্বেন পরতন্ত্রো লোকঃ; অথ যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে ভূম্যুদকাদিদানেন গৃহে, যচ্চ তেভ্যো বসদ্ভ্যোঽবসদ্ভ্যো বা অর্থিভ্যোঽশনং দদাতি, তেন মনুষ্যাণাম্; অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি লম্ভয়তি, তেন পশূনাম্; যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংসি চ পিপীলিকাভিঃ সহ কণবলিভাণ্ডক্ষালনাদি উপজীবন্তি, তেন তেষাং লোকঃ। ১

যস্মাদয়মেতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নুপকরোতি দেবাদিভ্যঃ, তস্মাদ্ যথা হ বৈ লোকে স্বায় লোকায় স্বস্মৈ দেহায় অরিষ্টিমবিনাশং স্বত্বভাবাপ্রচ্যুতিমিচ্ছেৎ—স্বভাবাপ্রচ্যুতিভয়াৎ পোষণরক্ষণাদিভিঃ সর্ব্বতঃ পরিপালয়েৎ; এবং হ এবংবিদে—সর্ব্বভূতভোগ্যোঽহম্, অনেন প্রকারেণ ময়াবশ্যম্ ঋণিবৎ প্রতিকর্ত্তব্যম্—ইত্যেবমাত্মানং পরিকল্পিতবতে, সর্ব্বাণি ভূতানি দেবাদীনি যথোক্তানি, অরিষ্টিমবিনাশমিচ্ছন্তি স্বত্বাপ্রচ্যুত্যৈ সর্ব্বতঃ সংরক্ষন্তি—কুটুম্বিন ইব পশূন্—"তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ম্" ইত্যুক্তম্। তদ্বৈ এতৎ তদেতদ্ যথোক্তানাং কর্ম্মণামৃণবদবশ্যকর্ত্তব্যত্বং পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে বিদিতং কর্ত্তব্যতয়া মীমাংসিতং বিচারিতঞ্চ অবদানপ্রকরণে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

টীকা। কণ্ডিকান্তরমবতার্য্য বৃত্তমনূদ্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং তাৎপর্য্যমাহ—অথো ইত্যাদিনা। অত্রৈত্যবিদ্যাবস্থা পূর্ব্বপ্রশ্নো বা গৃহ্যতে। অপি-পর্য্যায়ত্বাথো-শব্দস্যাসঙ্গতিমাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি—অথো ইতীতি। পরস্তাপি প্রকৃতাত্মতো বিশিনষ্টি—গৃহীতি। গৃহিত্বে হেতুরবিদ্বানিত্যাদি। ইতরপর্য্যুদাসার্থং কর্ম্মাধিকৃত ইত্যুক্তম্। কথমুক্তাত্মনঃ সর্ব্বলোকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বেষামিতি।

তদেব প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি—কৈঃ পুনরিতি। যজতিজুহোত্যোস্ত্যাগার্থত্বেনাবিশেষাৎ পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য যজতি-চোদনা দ্রব্যদেবতাক্রিয়াসমুদায়ে কৃতার্থত্বাদিতি ন্যায়েনাহ—যাগ ইতি। আসেচনং প্রক্ষেপঃ। উক্তঞ্চ জুহোতিরাসেচনাবধিকঃ স্যাদিতি। ১

যথোক্ত হোমাদিভির্দ্দেবাদীন্ প্রত্যুপকুর্ব্বতো গৃহিণো বিদ্যয়া প্রতিবন্ধসত্ত্বাত্তদুপকারিত্ব-ব্যাবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। পূর্ব্বেষামপশব্দানামভিপ্রেতমর্থমনূদ্য সমনন্তরবাক্যমবতার্য্য তদর্থমাহ—তস্মাদিতি। দেবাদীনাং কর্ম্মাধিকারিণি কর্ত্তৃত্বাদিপরিপালনমেব পরিরক্ষণমিতি বিবক্ষিত্বা পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—তস্মাদিতি। যথোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ যদ্যপি দেবাদীন্ প্রত্যুপ-করোতি, তথাপি ন তৎকর্ত্তৃত্বমাবশ্যকং, মানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বা ইতি। ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চেত্যেবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ। নন্বু শ্রুতমপি বিচারং বিনা নানুষ্ঠেয়ং, ন হি রুদ্ররোদনাদি শ্রুতমিত্যেবানুষ্ঠীয়তে, তত্রাহ—মীমাংসিতমিতি। তদেতদবদয়তে যদ্ যজতে, স যদগ্নৌ জুহোতীত্যাদ্যবদানপ্রকরণম্। ঋণং হ বাব জায়তে জায়মানো যোঽস্তী-ত্যাদিনার্থবাদেনেতি শেষঃ॥ ৫৩॥ ১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—'অথো' শব্দ বাক্যারম্ভসূচক। গৃহাশ্রমস্থ কর্ম্মাধিকারী শরীরেন্দ্রিয়াদিসমষ্টিভূত যে অবিদ্যাযুক্ত দেহপিণ্ড 'আত্মা' শব্দে অভিহিত হয়, সেই আত্মাই দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের লোক অর্থাৎ ভোগ্য; কারণ, তাহার বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূতেরই উপকার সাধিত হইয়া থাকে। কি কি বিশেষ কর্ম্ম দ্বারা উপকার সাধন করিয়া কোন কোন ভূতবিশেষের লোক (ভোগ্য) হয়, তাহা বলিতেছেন—সেই গৃহস্থ যে, হোম করিয়া থাকে, এবং যাগ করিয়া থাকে, সেই হোম ও যাগাত্মক কর্ম্ম তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্য। গৃহী ঐ কর্ম্ম দ্বারাই দেবগণের নিকট পশুর ন্যায় পরাধীনভাবে আবদ্ধ থাকে; এই জন্য সে দেবগণের লোক (ভোগ্য) হয়। যাগ অর্থ—দেবতার উদ্দেশ্যে স্বত্বত্যাগ (দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় স্বত্ব-ত্যাগপূর্ব্বক দ্রব্য ত্যাগ করা)। যখনই সেই কর্ম্মে আসেচনের (জলীয় দ্রব্যভাগের) আধিক্য থাকে, তখন তাহার নাম হয়—হোম। [গৃহস্থ] নিরন্তর যে, পাঠ করে—প্রত্যহ যে, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা সে ঋষিগণের লোক জয় করে; আর যে, পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ডাদি প্রদান করে, এবং সন্তানলাভের ইচ্ছা করে, অর্থাৎ সন্তানলাভের জন্য চেষ্টা করে,—এখানে 'ইচ্ছা' পদে উৎপাদন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সন্তান উৎপাদন করে। সন্তানোৎপাদন গৃহীর অবশ্যকর্ত্তব্য; এইজন্য ইহা দ্বারা পিতৃগণের লোক জয় করে, অর্থাৎ পিতৃগণের ভোগ্যরূপ পরতন্ত্র (পরাধীন) থাকে; আর যে, মনুষ্যগণকে উপযুক্ত স্থান ও জলাদি প্রদানপূর্ব্বক গৃহে বাস করায়, এবং গৃহে বাস করুক বা না করুক, প্রার্থনাকারী মনুষ্যগণকে যে, অন্ন প্রদান করে,

তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের [লোক] হয় ; আর যে, পশুগণকে ঘাস জল দিয়া থাকে, তদ্দ্বারা পশুগণের [লোক] হয় ; এবং ইহার (গৃহীর) গৃহে শ্বাপদ ও পক্ষিগণ যে, পিপীলিকাপ্রভৃতির সঙ্গে অন্নকণা, বলি (১) ও ভাণ্ডপ্রক্ষালন-জলাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদেরও লোক (ভোগ্য) হয়। ১

যেহেতু, এই অবিদ্বান্ গৃহস্থ কর্ম্মাচরণ দ্বারা দেবতাপ্রভৃতির উপকারসাধন করিয়া থাকে, সেই হেতু জগতে যেমন স্বলোকের জন্য—স্বীয় দেহের অ-রিষ্টি—অবিনাশ অর্থাৎ অস্তিত্বরক্ষার ইচ্ছা করিয়া থাকে, অস্তিত্ব বিলোপের ভয়ে, রক্ষা ও পোষণাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দেহের পরিপালন করিয়া থাকে, তেমনি যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞানবান্—'আমি সর্ব্বভূতের ভোগ্য, ঋণীর ন্যায় আমাকেও এই সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা ঋণপরিশোধ করিতে হইবে', এইরূপে আপনাকে ঋণগ্রস্ত মনে করে ; পূর্ব্বকথিত দেবাদি সমস্ত ভূতই তাঁহার অরিষ্টি—অবিনাশ ইচ্ছা করিয়া থাকে, অর্থাৎ গৃহস্থগণ যেরূপ পশুরক্ষা করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি দেবগণও তাহার অস্তিত্ববিলোপ-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে ; এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, সেই হেতু দেবগণের ইহা প্রিয় নয় [যে, মানবগণ মুক্তিলাভ করে]। সেই এই বিষয়টি অর্থাৎ ঋণ-পরিশোধের ন্যায় যথোক্তপ্রকার কর্ম্মসমূহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা 'পঞ্চমহাযজ্ঞ'-প্রকরণে বিজ্ঞাত হইয়াছে, এবং অবদানপ্রকরণে মীমাংসিত (২) অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিচারিত বা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'বলি' অর্থে—পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত 'ভূতযজ্ঞ' বুঝিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' কথার টীপ্পনীতে দেখিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—'পঞ্চমহাযজ্ঞ' ও 'অবদানপ্রকরণে'র বিবরণ এইরূপ—"পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ। এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকাঃ।" "অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥ (মনু)।

অর্থাৎ (১) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) হোম—দেবতা উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ—দৈবযজ্ঞ, (৩) ভূতবলি—ভূতযজ্ঞ, (৪) পিতৃগণ উদ্দেশ্যে জলপিণ্ডাদিদান—পিতৃযজ্ঞ, আর (৫) অতিথিপূজার নাম—নৃযজ্ঞ। 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' নামে প্রসিদ্ধ এই যজ্ঞগুলি গৃহস্থের প্রত্যহ পালনীয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ভূতযজ্ঞকে ভূতবলি ও বৈশ্বদেবযাগও বলা হয়। ইহার লক্ষণ এইরূপ—'আপ্যায়নায় ভূতানাং কুর্য্যাদুৎসর্গমাদরাৎ। শুভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ ভুবি॥ বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতরুদাহৃতম্॥' ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, গৃহস্থ মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বে প্রথমে দেবতা উদ্দেশ্যে এবং কুকুর, চণ্ডাল ও পক্ষীপ্রভৃতির উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ ভূমিতে দান করিয়া অবশেষে আপনি ভোজন করিবে।

আভাসভাষ্যম্।—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। ব্রহ্ম বিদ্বাংশ্চেৎ তস্মাৎ পশুভাবাৎ কর্ত্তব্যতাবন্ধনরূপাৎ প্রতিমুচ্যতে, কেনায়ং কারিতঃ কর্ম্মবন্ধনাধিকারেঽবশ ইব প্রবর্ত্ততে, ন পুনস্তদ্বিমোক্ষণোপায়ে বিদ্যাধিকার ইতি। ননূক্তম্ দেবা রক্ষন্তীতি। বাঢ়ম্; কর্ম্মাধিকার-স্বগোচরারূঢ়ানেব তেঽপি রক্ষন্তি, অন্যথা অকৃতাভ্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ; ন তু সামান্যং পুরুষমাত্রং বিশিষ্টাধিকারানারূঢ়ম্; তস্মাদ্ভবিতব্যং তেন, যেন প্রেরিতোঽবশ এব বহির্ম্মুখো ভবতি স্বস্মাল্লোকাৎ। ২

নন্বু অবিদ্যা সা; অবিদ্যাবান্ হি বহির্ম্মুখীভূতঃ প্রবর্ত্ততে। সাপি নৈব প্রবর্ত্তিকা; বস্তুস্বরূপাবরণাত্মিকা হি সা, প্রবর্ত্তকবীজত্বন্তু প্রতিপদ্যতে অন্ধত্বমিব গর্ত্তাদি-পতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ। এবং তর্হি উচ্যতাং—কিং তৎ, যৎ প্রবৃত্তিহেতুরিতি। তদিহাভিধীয়তে—এষণা কামঃ সঃ, "স্বাভাবিক্যামবিদ্যায়াং বর্ত্তমানা বালাঃ পরাচঃ কামাননুযন্তি"—ইতি কাঠকশ্রুতৌ, স্মৃতৌ চ—"কাম এষ ক্রোধ এষঃ" ইত্যাদি, মানবে চ—"সর্ব্বা প্রবৃত্তিঃ কামহেতুক্যেব" ইতি; স এবোঽর্থঃ সবিস্তরঃ প্রদর্শ্যত ইহ আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ।

টীকা। বাক্যান্তরমাদায় ব্যাখ্যাতুং পাতনিকাং করোতি—আত্মৈবেত্যাদিনা। কর্ম্মৈব বন্ধনং, তত্রাধিকারোঽনুষ্ঠানং, তস্মিন্নিতি যাবৎ। বিদ্যাধিকারস্তদুপায়ে শ্রবণাদৌ প্রবৃত্তিস্তত্রেত্যর্থঃ। যথোক্তাধিকারিণো দেবাদিভী রক্ষণং প্রবৃত্তিমার্গে নিয়মেন প্রবর্ত্তকমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। উক্তমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। তর্হি প্রবর্ত্তকান্তরং ন বক্তব্যং, তত্রাহ—কর্ম্মাধিকারেতি। কর্ম্মস্বধিকারেণ স্বগোচরত্বং প্রাপ্তানেব দেবাদয়োঽপি রক্ষন্তি, ন সর্ব্বাশ্রমসাধারণং ব্রহ্মচারিণম্, অতোঽস্য কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তৌ দেবাদিরক্ষণস্যাহেতুত্বাদ্ ব্রহ্মচারিণো নিবৃত্তিং ত্যক্ত্বা প্রবৃত্তিপক্ষপাতে কারণং বাচ্যমিত্যর্থঃ। মনুষ্যমাত্রং কর্ম্মণোব তে বলাৎ প্রবর্ত্তয়ন্তি, তেষামচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যথেতি। স্বগোচরারূঢ়ানেবেত্যেবকারস্য ব্যাবর্ত্ত্যং কীর্ত্তয়তি—ন ত্বিতি। বিশিষ্টাধিকারো গৃহস্থানুষ্ঠেয়কর্ম্মসু গৃহস্থত্বেন স্বামিত্বং, তেন দেবগোচরতামপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ। দেবাদিরক্ষণস্যাকারণত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি।

প্রত্যগবিদ্যা যথোক্তাধিকারিণো নিয়মেন প্রবৃত্ত্যনুরাগে হেতুরিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। তদেব স্ফুটয়তি। অবিদ্যাবানিতি। তস্যাঃ স্বরূপেণ প্রবর্ত্তকত্বং দূষয়তি—সাপীতি। অবিদ্যায়াস্তর্হি প্রবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকৌ কথমিত্যাশঙ্ক্য কারণকারণত্বেনেত্যাহ—প্রবর্ত্তকেতি। সত্যাস্তস্মিন্ কারণেঽকারণমেবাবিদ্যা প্রবৃত্তেরিতি চেত্তত্রাহ—এবং তর্হীতি। উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনাবতার্য্য তস্মিন্বিবক্ষিতং প্রবর্ত্তকং সঙ্ক্ষিপতি—তদিহাভিধীয়ত ইতি। তত্রার্থতঃ শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—স্বাভাবিক্যামিতি। তত্রৈব ভগবতঃ সম্মতিমাহ—স্মৃতৌ চেতি। 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্' ইত্যাদিপ্রশ্নস্যোত্তরম্—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ" ইত্যাদি।

"অকামতঃ ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কস্যচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।"

ইতি বাক্যমাশ্রিত্যাহ—মানবে চেতি। দর্শিতমিতি শেষঃ। উক্তেঽর্থে তৃতীয়াধ্যায়শেষমপি প্রমাণয়তি—স এষোঽর্থ ইতি।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ।—"আত্মৈবেদম্ অগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি যদি কর্ত্তব্যতাবন্ধনস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত পশুভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন তাহা হইলে, তিনি কেন কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া যেন অবশেরই মত কর্ম্ম-বন্ধনাধিকারে আবদ্ধ থাকেন? এবং কেনই বা আত্মবিমোক্ষের জন্য তদুপায় বিদ্যাধিকারে প্রবৃত্ত না হন? ভাল, এখন আবার এ আপত্তি কেন? পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে যে, দেবতারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন; হাঁ, এ কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহারা দেবতাদিগের অধিকারভুক্ত কর্ম্মাধিকারে অবস্থিত, দেবতারা কেবল তাহাদিগকেই রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা কর্ম্মে বিশিষ্টাধিকার লাভ করে নাই, তাদৃশ সাধারণ পুরুষদিগকে ত আর তাঁহারা রক্ষা করেন না; ইহা না বলিলে, কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমনামক দুইটি দোষ উপস্থিত হয় (১)। অতএব অবশ্যই সেরূপ কিছু আছে, যাহার প্রেরণায় পুরুষ অবশ হইয়াই যেন স্ব-লোক হইতে (আত্মা হইতে) বহির্মুখ হইয়া থাকে। ১

ভাল, সে পদার্থটা ত অবিদ্যা; কেন না, অবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষই বহির্মুখ হইয়া কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অবিদ্যা ও প্রবৃত্তির মূল কারণ নহে; পরন্তু তাহা কেবল বস্তুর স্বরূপটি মাত্র আবরণ করিয়া রাখে, যেমন অন্ধত্ব-ধর্ম্ম গর্ত্ত-প্রভৃতিতে পতনের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাও তেমনি। তাহা হইলে, বল—প্রবৃত্তির মূলকারণভূত সেই বস্তুটি কি? হাঁ, তাহা বলা হইতেছে—সেই বস্তুটি হইতেছে এষণা—কাম। কঠোপনিষদে আছে—'স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাধিকারে বর্ত্তমান বালকগণ, অর্থাৎ বালকের ন্যায় বিবেকবিহীন পুরুষগণ বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে; স্মৃতিতেও (ভগবদ্গীতাতেও) আছে—'ইহা হইতেছে—

(১) তাৎপর্য্য—'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' দুই প্রকার দোষ। কৃতনাশ অর্থ—যাহা করা হয়, অথচ ফল না দিয়াই নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ না হওয়া; আর অকৃতাভ্যাগম অর্থ—যাহা করা হয় নাই, তাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও আকস্মিক ভাবে ফলপ্রাপ্তি। কৃতকর্ম্মের নাশ হইলে লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ থাকে না; আর অকৃতাভ্যাগম হইলে জগতের বৈচিত্র্য লোপ পায়, এবং কর্ম্মফলেও অনিচ্ছা জন্মিতে পারে।

কাম এবং ইহাই ক্রোধ' (২) ইত্যাদি। মনুসংহিতাতেও আছে—'কামই সর্ব্বপ্রবৃত্তির হেতু বা প্রয়োজক' ইতি। এখানেও অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সেই বিষয়ই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে।

আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব, সোঽকাময়ত—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেৎ, তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি, স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে, তস্যো কৃৎস্নতা—মন এবাস্যাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবꣳ শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্ম্মাত্মনা হি কর্ম্ম করোতি, স এষ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তমিদꣳ সর্ব্বং যদিদং কিঞ্চ, তদিদꣳ সর্ব্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—অগ্রে (পত্নীপরিগ্রহাৎ পূর্ব্বং) ইদং (অয়ং দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্টঃ) আত্মা (পুরুষঃ) একঃ (অসহায়ঃ) এব আসীৎ, (নান্যৎ জায়াদিকং কিঞ্চিৎ); সঃ [একাকী সন্] অকাময়ত (কামিতবান্)—মে (মম) জায়া (পত্নী) স্যাৎ, অথ (জায়াসম্বন্ধানন্তরম্) প্রজায়েয় (পৈত্র-ঋণ-শোধনার্থং প্রজারূপেণ উৎপন্নো ভবেয়ম্); অথ (অনন্তরং) বিত্তং (ধনং) মে স্যাৎ, অথ (বিত্তলাভানন্তরং) [দৈব-ঋণশোধনার্থং] কর্ম্ম (ধর্ম্মাদিসাধনং) কুর্ব্বীয় (কুর্য্যাম্) ইতি। এতাবান্

(২) তাৎপর্য্য—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মানুষ কাহার প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া অনিচ্ছায়ও পাপাচরণ করে? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।" হে অর্জ্জুন, [তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা হইতেছে কাম (অভিলাষ), ইহাই ক্রোধ; রজোগুণ ইহার উৎপাদক, ইহার ভোগশক্তি অতি প্রবল, ইহা অতিশয় পাপকর। 'ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।' অভিপ্রায় এই যে, কাম ও ক্রোধ একই পদার্থ, কাম যখন অপর কাহারো দ্বারা প্রতিহত হয়, তখনই ক্রোধরূপে আবির্ভূত হয়; সুতরাং উভয়কে এক বলা অসঙ্গত হয় না।

(এতৎপরিমাণঃ—পুত্র-বিত্ত-লোকরূপঃ) এব (অবধারণে নাতো ন্যূনঃ, নাপ্যাধিকঃ), কামঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ)। ইচ্ছন্ (অভিলষন্) চন (অপি) [জনঃ] অতঃ (যথোক্তলক্ষণাৎ কামাৎ) ভূয়ঃ (অধিকং) ন বিন্দেৎ (ন লভেত); তস্মাৎ (সৃষ্টিরক্ষায়া এবমেব ব্যবস্থাতঃ হেতোঃ) এতর্হি (ইদানীং) অপি একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) কাময়তে—জায়া মে স্যাৎ, অথ প্রজায়েয়; অথ বিত্তং মে স্যাৎ, অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয় ইতি। সঃ (একাকী পুরুষঃ) যাবৎ এতেষাং (যথোক্তানাং কামানাং) একৈকং (অন্যতমং) অপি ন প্রাপ্নোতি, তাবৎ অকৃৎস্নঃ (অপূর্ণঃ) এব [অহমস্মীতি] মন্যতে; [অর্থাৎ যথোক্ত-সর্ব্বসম্পত্তৌ তস্য কৃৎস্নতা ভবতীতি মন্তব্যম্]। [যথোক্তকামসম্পত্ত্যা কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুমশক্যস্যাপি প্রকারান্তরেণ কার্য্যকরণসংঘাতমেব তথা প্রবিভজ্য কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুম্ আহ—] তস্য [অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ] উ (বিতর্কে) কৃৎস্নতা [উচ্যতে—] মনঃ (অন্তঃকরণং) এব অস্য (অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ) আত্মা (আত্মা ইব), বাক্ (শব্দঃ) জায়া (পত্নী), প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্তিঃ) প্রজা (সন্ততিঃ), চক্ষুঃ মানুষং বিত্তং, হি (যস্মাৎ) চক্ষুষা (করণেন) তৎ (বিত্তং) বিন্দতে; শ্রোত্রং দৈবং (দিব্যং বিত্তং), হি (যস্মাৎ) শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) তৎ (দৈবং বিত্তং) শৃণোতি, আত্মা (স্বশরীরং) এব অস্য কর্ম্ম; হি (যস্মাৎ) আত্মনা (শরীরেণ) কর্ম্ম করোতি (সম্পাদয়তি)। সঃ এষঃ যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ (পঞ্চভিঃ নির্ব্বৃত্তঃ); পশুঃ (যজ্ঞীয়ঃ বলিরূপঃ) পাঙ্‌ক্তঃ, পুরুষঃ (যজ্ঞকর্ত্তা) পাঙ্‌ক্তঃ, ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং পাঙ্‌ক্তং—যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিদিদং)। যঃ এবং বেদ (বেত্তি), [সঃ] ইদং সর্ব্বং আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) [বিদ্যাফলমেতদিতি জ্ঞেয়ম্] ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—অগ্রে (পত্নীগ্রহণের পূর্ব্বে) এই আত্মা (দেহাভিমানী পুরুষ) একই ছিলেন; তিনি কামনা করিলেন—আমার জায়া (পত্নী) হউক, আমি সন্তানরূপে প্রাদুর্ভূত হইব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম (ধর্ম্মাদিসাধন ক্রিয়া) করিব ইতি। জগতে এতৎপরিমাণ কামই প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ এতদতিরিক্ত আর কোনরূপ কাম্য বিষয় নাই; ইচ্ছা করিলেও কেহ ইহার অধিক কিছু লাভ করিতে পারে না; সেইহেতু বর্ত্তমান সময়েও একাকী (অসহায়) লোক কামনা করিয়া থাকে—আমার জায়া হউক, আমি সন্তানরূপে জন্মিব; আমার বিত্ত হউক, আমি

ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিব ইতি। সে যতক্ষণ উক্ত কাম্যবিষয়ের মধ্যে একটিও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে নিশ্চয়ই আপনাকে অকৃৎস্ন (অপূর্ণ) বলিয়া মনে করে। [বুঝিতে হইবে যে, উক্ত কাম-প্রাপ্তিতেই আপনার পূর্ণতা বোধ করে]; তাহার পূর্ণতা [প্রকারান্তরেও সম্ভাবিত হয়—] সর্ব্বার্থবিচারক্ষম মনই ইহার আত্মা, বাক্ (শব্দ) জায়া, প্রাণ প্রজা (সন্তান) এবং চক্ষু মানুষ সম্পদ্; কারণ, চক্ষু দ্বারা মানুষবিত্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে; শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার দৈব সম্পদ্, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই দৈব সম্পদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া থাকে; ইহার দেহই কর্ম্ম (কর্ম্মসাধন), কেন না, দেহ দ্বারাই কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সেই এই যজ্ঞ কার্য্যটী পাঙ্‌ক্ত; অর্থাৎ মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চপদার্থে নিষ্পন্ন, যজ্ঞীয় পশুও পাঙ্‌ক্ত, যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষও পাঙ্‌ক্ত; অধিক কি, এই যাহা কিছু, তৎসমস্তই পাঙ্‌ক্ত (মন-প্রভৃতি পঞ্চাবয়সম্পন্ন)। যে ব্যক্তি এই পাঙ্‌ক্ত তত্ত্ব জানেন, তিনি ইহার এসমস্তই প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। আত্মৈব—স্বাভাবিকোঽবিদ্বান্ কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণো বর্ণী অগ্রে প্রাক্ দারসম্বন্ধাৎ আত্মেত্যভিধীয়তে; তস্মাদাত্মনঃ পৃথগ্ভূতং কাম্যমানং জায়াদিভেদরূপং নাসীৎ; স এবৈক আসীৎ—জায়াদ্যেষণাবীজভূতাবিদ্যাবানেক এবাসীৎ। স্বাভাবিক্যা স্বাত্মনি কর্ত্রাদিকারকক্রিয়াফলাত্মকতাধ্যারোপলক্ষণয়াঽবিদ্যাবাসনয়া বাসিতঃ সঃ অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? জায়া কর্ম্মাধিকারহেতুভূতা, মে মম কর্ত্তুঃ স্যাৎ; তয়া বিনা অহমনধিকৃত এব কর্ম্মণি; অতঃ কর্ম্মাধিকারসম্পত্তয়ে ভবেজ্জায়া; অথাহং প্রজায়েয়—প্রজারূপেণাহমেবোৎপদ্যেয়, অথ বিত্তং মে স্যাৎ—কর্ম্মসাধনং গবাদিলক্ষণম্; অথাহমভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনং কর্ম্ম কুর্ব্বীয়, যেনাহমনৃণী ভূত্বা দেবাদীনাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াম্, তৎ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়, কাম্যানি চ পুত্রবিত্তস্বর্গাদিসাধনানি। ১

এতাবান্ বৈ কাম এতাবদ্বিষয়পরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থ; এতাবানেব হি কাময়িতব্যো বিষয়ঃ—যদুত জায়াপুত্রবিত্তকর্ম্মাণি সাধনলক্ষণৈষণা, লোকাশ্চ ত্রয়ঃ—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি—ফলভূতাঃ সাধনৈষণায়াশ্চাস্যাঃ; তদর্থা হি জায়া-

পুত্রবিত্তকর্ম্মলক্ষণা সাধনৈষণা; তস্মাৎ সা একৈব এষণা যা লোকৈষণা; সা একৈব সতী এষণা সাধনাপেক্ষেতি দ্বিধা; অতোঽবধারয়িষ্যতি "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইতি। ২

ফলার্থত্বাৎ সর্ব্বারম্ভস্য লোকৈষণা অর্থপ্রাপ্তা উক্তৈবেতি—এতাবান্ বৈ এতাবানেব কাম ইত্যবধ্রিয়তে। ভোজনেঽভিহিতে তৃপ্তির্ন হি পৃথগভিধেয়া, তদর্থত্বাদ্ভোজনস্য। তে এতে এষণে সাধ্য-সাধনলক্ষণে কামঃ, যেন প্রযুক্তোঽবিদ্বান্ অবশ এব কোশকারবদাত্মানং বেষ্টয়তি—কর্ম্মমার্গ এবাত্মানং প্রণিদধদ্ বহির্মুখীভূতো ন স্বং লোকং প্রতিজানাতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কে—"অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিজানাতি" ইতি। ৩

কথং পুনরেতাবত্ত্বমবধার্য্যতে কামানাম্, অনন্তত্বাদ্, অনন্তা হি কামাঃ—ইত্যেতদাশঙ্ক্য হেতুমাহ—যস্মাৎ ন ইচ্ছন্-চন—ইচ্ছন্নপি অতঃ অস্মাৎ ফলসাধন-লক্ষণাৎ ভূয়ঃ অধিকতরং ন বিন্দেৎ ন লভেত; ন হি লোকে ফলসাধন-ব্যতিরিক্তং দৃষ্টমদৃষ্টং বা লব্ধব্যমস্তি। লব্ধব্যবিষয়ো হি কামঃ, তস্য চৈতদ্ব্যতিরেকেণাভাবাদ্ যুক্তং বক্তুম্—এতাবান্ বৈ কাম ইতি। এতদুক্তং ভবতি—দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা সাধ্যসাধনলক্ষণমবিদ্বাৎপুরুষাধিকারবিষয়ম্ এষণাদ্বয়ং কামঃ; অতোঽস্মাদ্বিদুষা ব্যুত্থাতব্যমিতি। ৪

যস্মাদেবমবিদ্বান্ আত্মকামী পূর্ব্বং কাময়ামাস, তথা পূর্ব্বতরোঽপি। এষা লোকস্থিতিঃ। প্রজাপতেশ্চৈবমেষ সর্গ আসীৎ—সোঽবিভেদবিস্তয়া, ততঃ কাম-প্রযুক্ত একাকারমমাণঃ অরত্যপঘাতায় স্ত্রিয়মৈচ্ছৎ, তাং সমভবৎ, ততঃ সর্গোঽয়-মাসীদিতি হ্যুক্তম্; তস্মাৎ তৎস্রষ্টৌ এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে একাকী সন্ প্রাক্-দারক্রিয়াতঃ কাময়তে—জায়া মে স্যাৎ অথ প্রজায়েয়; অথ বিত্তং মে স্যাৎ, অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়—ইত্যুক্তার্থং বাক্যম্। সঃ—এবং কাময়মানঃ সম্পাদয়ংশ্চ জায়াদীন্, যাবৎ সঃ এতেষাং যথোক্তানাং জায়াদীনাং একৈকমপি ন প্রাপ্নোতি, অকৃৎস্নঃ অসম্পূর্ণোঽহমিত্যেব তাবদাত্মানং মন্যতে; পারিশেষ্যাৎ সমস্তানেবৈতান্ সম্পাদয়তি যদা, তদা তস্য কৃৎস্নতা। ৫

যদা তু ন শক্নোতি কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুম্ তদা অস্য কৃৎস্নত্বসম্পাদনায়াহ—তস্য উ তস্য অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ কৃৎস্নতেয়মেবং ভবতি। কথম্? অয়ং কার্য্য-করণসঙ্ঘাতঃ প্রবিভজ্যতে—তত্র মনোঽস্যবৃত্তি হি ইতরৎ সর্ব্বং কার্য্যকরণজাত-মিতি মনঃ প্রধানত্বাদাত্মেব আত্মা,—যথা জায়াদীনাং কুটুম্বপতিরাত্মৈব, তদনু-কারিত্বাজ্জায়াদিচতুষ্টয়স্য; এবমিহাপি মন আত্মা পরিকল্প্যতে কৃৎস্নতায়ৈ। তথা

বাক্ জায়া, মনোঽনুবৃত্তিত্বসামান্যাদ্বাচঃ। বাগিতি শব্দশ্চোদনাদিলক্ষণো মনসা শ্রোত্রদ্বারেণ গৃহ্যতেঽবধার্য্যতে প্রযুজ্যতে চেতি মনসো জায়েব বাক্। ৬

তাভ্যাঞ্চ বাঙ্মনসাভ্যাং জায়াপতিস্থানীয়াভ্যাং প্রসূয়তে প্রাণঃ কর্ম্মার্থম্—ইতি প্রাণঃ প্রজেব। তত্র প্রাণচেষ্টাদিলক্ষণং কর্ম্ম চক্ষুর্দৃষ্টবিত্তসাধ্যং ভবতীতি চক্ষুর্মানুষং বিত্তম্। তং দ্বিবিধং বিত্তং—মানুষম্ ইতরচ্চ; অতো বিশিনষ্টি ইতরবিত্তনিবৃত্ত্যর্থং মানুষমিতি। গবাদি হি মনুষ্যসম্বন্ধি বিত্তং চক্ষুর্গ্রাহ্যং কর্ম্মসাধনম্, তস্মাৎ তৎস্থানীয়ম্; তেন সম্বন্ধাচ্চক্ষুর্মানুষং বিত্তম্। চক্ষুষা হি যস্মাৎ তন্মানুষং বিত্তং বিন্দতে গবাদ্যুপলভত ইত্যর্থঃ। কিং পুনরিতরদ্বিত্তম্? শ্রোত্রং দৈবম্—দেববিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞানস্য, বিজ্ঞানং দৈবং বিত্তম্; তদিহ শ্রোত্রমেব সম্পত্তিবিষয়ম্; কস্মাৎ? শ্রোত্রেণ হি যস্মাৎ তদ্দৈবং বিত্তং বিজ্ঞানং শৃণোতি; অতঃ শ্রোত্রাধীনত্বাদ্বিজ্ঞানস্য শ্রোত্রমেব তদিতি। ৭

কিং পুনরেতৈরাত্মাদিবিত্তান্তৈরিহ নির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম? ইত্যুচ্যতে—আত্মৈব—আত্মেতি শরীরমুচ্যতে। কথং পুনরাত্মা কর্ম্মস্থানীয়ঃ? অস্য কর্ম্মহেতুত্বাৎ। কথং কর্ম্মহেতুত্বম্? আত্মনা হি শরীরেণ যতঃ কর্ম্ম করোতি। তস্য অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ এবং কৃৎস্নতা সম্পন্না—যথা বাহ্যা জায়াদিলক্ষণা, এবম্। তস্মাৎ স এষ পাঙ্‌ক্তঃ পঞ্চভির্নির্বৃত্তঃ পাঙ্‌ক্তঃ যজ্ঞঃ দর্শনমাত্রনির্বৃত্তোঽকর্ম্মিণোঽপি। ৮

কথং পুনরস্য পঞ্চত্বসম্পত্তিমাত্রেণ যজ্ঞত্বম্? উচ্যতে—যস্মাদ্বাহ্যোঽপি যজ্ঞঃ পশুপুরুষসাধ্যঃ, স চ পশুঃ পুরুষশ্চ পাঙ্‌ক্ত এব, যথোক্তমনআদিপঞ্চত্বযোগাৎ; তদাহ—পাঙ্‌ক্তঃ পশুর্গবাদিঃ; পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ, পশুত্বেঽপ্যধিকৃতত্বেনাস্য বিশেষঃ পুরুষস্যেতি পৃথক্‌পুরুষগ্রহণম্। কিং বহুনা, পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বং কর্ম্মসাধনং ফলঞ্চ, যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চিদিদং সর্ব্বম্। এবং পাঙ্‌ক্তং যজ্ঞমাত্মানং যঃ সম্পাদয়তি, স তদিদং সর্ব্বং জগদাত্মত্বেনাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থ-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

টীকা। এবং তাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রতীকমাদায় পদানি ব্যাকরোতি—আত্মৈবেত্যাদিনা। বর্ণী দ্বিজত্বদ্যোতকো ব্রহ্মচারীতি যাবৎ। কথং তর্হি হেত্বভাবে তস্য কামিত্বমপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জায়াদীতি। সশঙ্কং ব্যাকুর্ব্বন্নুত্তরবাক্যমাদায়াবশিষ্টং ব্যাচষ্টে—স্বাভাবিক্যেতি।

কামনাপ্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিতি। কর্ম্মাধিকারহেতুত্বং তস্যাঃ সাধয়তি—তথেতি। প্রজাং প্রতি জায়ায়া হেতুত্বদ্যোতকোঽথশব্দঃ। প্রজায়া মানুষবিত্তান্তর্ভাবমভ্যুপেত্য দ্বিতীয়োঽথশব্দঃ। তৃতীয়স্তু বিত্তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানহেতুত্ববিবক্ষয়েতি বিভাগঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানফলমাহ—যেনেতি। ২

তৎ কিং নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণামেবানুষ্ঠানং, নেত্যাহ—কাম্যানি চেতি। ক্রিয়াপদমনুকৃষ্টং চশব্দঃ। কামশব্দস্য যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বৈতাবানিত্যাদিবাক্যাভিপ্রায়মাহ—সাধনলক্ষণেতি। অস্যাঃ সাধনৈষণায়াঃ ফলভূতা ইতি সম্বন্ধঃ। দ্বয়োরেষণায়ুক্ত্বা লোকৈষণাং পরিশিনষ্টি—তদর্থা হীতি। কথং তর্হি সাধনৈষণোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৈবৈকেতি। এতেন বাক্যশেষোঽপ্যনুগন্তব্যতীত্যাহ—অত ইতি। ২

সাধনবৎ ফলমপি কামমাত্রং চেৎ, কথং তর্হি শ্রুত্যা সাধনমাত্রমভিধায়ৈতাবানবধ্রিয়তে, তত্রাহ—ফলার্থত্বাদিতি। উক্তে সাধনে সাধ্যমার্থিকমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—ভোজন ইতি। সাধনোক্তৌ সাধ্যস্যার্থাদুক্তেরেতাবানিতি দ্বয়োরনুবাদেঽপি কথমেষণাত্বে কামশব্দস্তত্র প্রযুজ্যতে, ন হি তৌ পর্য্যায়ৌ, ন চ তদবাচ্যত্বে তয়োরনর্থকত্বেত্যাশঙ্ক্য পর্য্যায়মেষণাকামশব্দয়োরূপেত্যাহ—তে এতে ইতি। বেষ্টনমেব স্পষ্টয়তি—কর্ম্মমার্গ ইতি। অগ্নিমুখোঽগ্নিরেব হোমাদিদ্বারেণ মম শ্রেয়ঃসাধনং নাম্যজ্ঞানমিত্যভিমানবান্, ধূমতান্তো ধূমেন গ্লানিমাপন্নো ধূমতা বা মমান্তে দেহাবসানে ভবতীতি মন্যমানঃ তে ধূমমভিসম্ভবন্তীতি শ্রুতেঃ। স্বং লোকমাত্মানম্। ৩

বাক্যান্তরমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। তস্মাদেতাবন্মমবধার্য্যতে তেষামিতি শেষঃ। উক্তমেবার্থং লোকদৃষ্টিমবষ্টভ্য স্পষ্টয়তি—ন হীতি। লব্ধব্যান্তরাভাবেঽপি কাময়িতব্যান্তরং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—লব্ধব্যেতি। এতদ্ব্যতিরেকেণ সাধ্যসাধনাতিরেকেণেতি যাবৎ। তয়োর্দ্বয়োরপি কামত্ববিধায়িশ্রুতেরভিপ্রায়মাহ—এতদুক্তমিতি। কামস্যানর্থত্বাৎ সাধ্যসাধনয়োশ্চ তাবন্মাত্রত্বাৎ সর্গাদৌ পুমর্থতাবিধাসং ত্যক্ত্বা স্বপ্নলাভতুল্যাত্মত্বিল্পত্বোঽপেক্ষণাত্তো ব্যুত্থানং সংন্যাসাত্মকং কৃত্বা কাঙ্ক্ষিতমোক্ষহেতুং জ্ঞানমুদ্দিশ্য শ্রবণাদ্যাবর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ। ৪

তস্মাদপীত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। প্রাকৃতস্থিতিরেষা ন বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণামিদং বৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতেশ্চেতি। তত্র হেতুত্বেন পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—সোঽবিভেদিত্যাদিনা। তত্রৈব কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং সূচয়তি—তস্মাদিতি। স যাবদিত্যাদিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—স এবমিতি। পূর্ব্বং স শব্দো বাক্যপ্রদর্শনার্থঃ। দ্বিতীয়স্তু ব্যাখ্যানমধ্যপাতীত্যবিরোধঃ। অর্থসিদ্ধমর্থমাহ—পারিশেষ্যাদিতি। ৫

তস্যো কৃৎস্নতেত্যোতদবতার্য্য ব্যাকরোতি—যদেত্যাদিনা। অকৃৎস্নত্বাভিমানিনো বিরুদ্ধং কৃৎস্নত্বমিত্যাহ—কথমিতি। বিরোধমন্তরেণ কার্য্যার্থং বিভাগং দর্শয়তি—অয়মিতি। বিভাগে প্রস্তুতে মনসো যজমানত্বকল্পনায়াং নিমিত্তমাহ—তত্রেতি। উক্তমেব ব্যনক্তি—যথেতি। তথা মনসো যজমানত্বকল্পনাবদিত্যর্থঃ। বাচি জায়াত্বকল্পনায়াং নিমিত্তমাহ—মন ইতি। বাচো মনোঽনুবৃত্তিত্বং স্বরূপকথনপুরঃসরং স্ফোরয়তি—বাগিতীতি। ৬

প্রাণস্য প্রজাত্বকল্পনাং সাধয়তি—তাভ্যাং চেতি। কথং পুনশ্চক্ষুর্মানুষং বিত্তমিত্যুচ্যতে, গবাদীন্যপি তথা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। আত্মাদিত্রয়ে সিদ্ধে সতীতি যাবৎ। আদিপদেন কায়চেষ্টা গৃহ্যতে। মানুষমিতি বিশেষণস্যার্থবত্ত্বং দর্শয়তে—তদবিবিধমিতি। সম্প্রতি চক্ষুষো মানুষবিত্তত্বং প্রপঞ্চয়তি—গবাদীতি। তৎপদপরামৃষ্টমেবার্থং ব্যাচষ্টে—তেন সম্বন্ধাদিতি। তৎস্থানীয়ং মানুষবিত্তস্থানীয়ং, তেন মানুষেণ বিত্তেনেত্যোক্তং। সম্বন্ধমেব সাধয়তি—চক্ষুষা

হীতি। তস্মাচ্চক্ষুর্মানুষং বিত্তমিতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমুপাদত্তে—কিং পুনরিতি। তত্রাচষ্টে—দেবেতি। তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিত্যাদিনা। ৭

যজমানাদিনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কিং পুনরিত্যাদিনা। ইহেতি সম্পত্তিপক্ষোক্তিঃ। শরীরস্য কর্ম্মত্বমপ্রসিদ্ধমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথং পুনরিতি। অস্যেতি যজমানোক্তিঃ। হিশব্দার্থো যত ইত্যনূদ্যতে। তস্যো কৃৎস্নতেত্যুক্তমুপসংহরতি—তস্যেতি। উক্তরীত্যা কৃৎস্নত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ৮

অস্যেতি দর্শনোক্তিঃ। পশোঃ পুরুষস্য চ পাঙ্ক্তত্বং তচ্ছব্দার্থঃ। পুরুষস্য পশুত্বাবিশেষাৎ পৃথগ্‌গ্রহণমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশুত্বেঽপীতি। ন কেবলং পশুপুরুষয়োরেব পাঙ্ক্তত্বং, কিং তু সর্ব্বস্যেত্যাহ—কিং বহুনেতি। তস্মাদাধ্যাত্মিকস্য দর্শনস্য যজ্ঞত্বং পঞ্চত্বযোগাদবিরুদ্ধমিতি শেষঃ। সম্পত্তিফলং ব্যাকরোতি—এবমিতি। ব্যাখ্যাতার্থং বাক্যমনুবদন্ ব্রাহ্মণমুপসংহরতি—য এবং বেদেতি। সাধ্যং সাধনং চ পাঙ্ক্তং স্বাত্মানং জ্ঞাত্বা তচ্চাত্মত্বেনানুসন্দধানস্য তদাপ্তিরেব ফলং, তৎক্রতুন্যায়াদিত্যর্থঃ॥ ৫৪॥ ১৭॥

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকায়াং প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থং ব্রাহ্মণম্॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। আত্মাই—স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাসম্পন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণই অগ্রে—পত্নীগ্রহণের পূর্ব্বে আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মা হইতে পৃথক্‌ভূত কাম্যমান অর্থাৎ প্রার্থনাযোগ্য জায়াদি অপর কোনও পদার্থই ছিল না; কেবল এক মাত্র আত্মাই ছিল—জায়াদি-কামনার বীজস্বরূপ অবিদ্যাসম্পন্ন একই বস্তু ছিল। যাহা দ্বারা কর্ত্তৃত্বপ্রভৃতি কারক এবং ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের আরোপ হইয়া থাকে, সেই স্বাভাবিক অবিদ্যাসংস্কারে বাসিত অর্থাৎ দৃঢ়তর অবিদ্যাসংস্কারাপন্ন তিনি কামনা করিয়াছিলেন,—কি প্রকার? আমি কর্ত্তা, আমার কর্ম্মাধিকারপ্রযোজক জায়া (পত্নী) হউক; তাহার অভাবে কোন বৈধ কর্ম্মেই আমার অধিকার নাই; অতএব কর্ম্মাধিকার লাভার্থ আমার জায়া হউক; (১) আমি তাহাতে সন্তান রূপে জন্মিব, অর্থাৎ আমিই সন্তানরূপে উৎপন্ন হইব। অতঃপর আমার বিত্ত—কর্ম্মনিষ্পাদনের উপায়ভূত

(১) তাৎপর্য্য—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।" এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে জানা যায় যে, মনুষ্যকে অবশ্যই কোন একটি আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইবে। তন্মধ্যে কেহ যদি ব্রহ্মচর্য্যের সময় অতীত হইবার পর—আটচল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে পত্নীরহিত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে 'রণ্ডাশ্রমী' বলে; তাহার কোনও বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকে না; সেই অধিকার সূচনার জন্যই আদিপুরুষ "জায়া মে স্যাৎ—কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গবাদি পশু হউক, অনন্তর আমি অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) ও মুক্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্ম করিব, যাহা দ্বারা আমি ঋণবিমুক্ত হইয়া দেবতা প্রভৃতির লোক (বাসস্থান) লাভ করিতে পারি, আমি সেইরূপ কর্ম্ম করিব, এবং পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদিলাভের উপায় স্বরূপ কাম্য কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিব। ১

কাম অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় এতাবৎই—এইপর্য্যন্তই অর্থাৎ এ সমস্তই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ; এইপরিমাণ বিষয়ই কাময়িতব্য বা প্রার্থনীয়—জায়া, পুত্র, বিত্ত এবং বিত্তসাধ্য কর্ম্ম, সাধ্য-সাধনাত্মক এই ত্রিবিধ এষণা (কামনা), এবং পূর্ব্বোক্ত সাধনৈষণার ফলস্বরূপ ত্রিবিধ লোক—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেব লোক; এই ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তিই জায়া, পুত্র, বিত্ত ও কর্ম্মস্বরূপ সাধনৈষণার উদ্দেশ্য। অতএব সেই যে লোকৈষণা, একমাত্র তাহাই প্রকৃত এষণা। এষণা একই বটে, কেবল সাধন বা সিদ্ধির উপায়ানুসারে তাহার দ্বৈবিধ্য কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র। এই জন্যই পরে অবধারণ করিয়া বলিবেন যে, 'এই উভয় এষণাই [এক]' ইতি।

আরম্ভমাত্রই ফলার্থক, অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যেই কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে; সুতরাং লোকৈষণাও ফলেফলে উক্তই হইয়াছে; কাজেই অবধারণ করা হইতেছে যে, 'কাম এই পরিমাণই বটে'। ভোজনের কথা বলিলে যেমন তৃপ্তির কথা আর পৃথক্ করিয়া বলিতে হয় না; কারণ, তৃপ্তিলাভই ভোজনের উদ্দেশ্য, [তেমনি এখানেও পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণার কথা বলাতেই লোকৈষণার কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। (২) সাধ্য ও সাধনাত্মক এই উভয় প্রকার এষণাই কাম, অবিদ্বান্ পুরুষ ইহা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যেন অবশভাবে কোশকার কীটের ন্যায় আপনাকে বেষ্টিত (আবদ্ধ) করিয়া থাকে—কেবলই কর্ম্মমার্গে মনোনিবেশ করত বহির্মুখ হইয়া স্ব-লোক—আত্মাকে জানে না। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও এইরূপ কথাই আছে—'অগ্নি দ্বারা বিমোহিত এবং ধূম দ্বারা ক্লান্ত হইয়া [অবিদ্বান্ পুরুষ] স্বলোক-পদবাচ্য আত্মাকে দেখিতে পায় না' ইতি। ৩

(২) তাৎপর্য্য—জগতে তিন প্রকার কামনা দেখিতে পাওয়া যায়,—এক পুত্রৈষণা, দ্বিতীয় বিত্তৈষণা, তৃতীয় লোকৈষণা —পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সম্পদ্‌কামনা। এখানে শ্রুতির মধ্যে কেবল পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা, এই দ্বিবিধ এষণারই উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু লোকৈষণার উল্লেখ নাই; এই জন্য ভাষ্যকার বলিলেন যে, লোকৈষণা যখন কর্ম্মানুষ্ঠানেরই ফল, ফলোদ্দেশ ব্যতীত যখন আদৌ কর্ম্ম প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, তখন এই দ্বিবিধ এষণা দ্বারাই লোকৈষণাও তৎফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

[আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] কামনার বিষয় যখন অনন্ত, তখন কামনাও নিশ্চয়ই অনন্ত; সুতরাং এষণার (কামের) 'এতাবত্ত্ব' (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ) অবধারিত হইতেছে কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, ইচ্ছা করিলেও ইহার অধিক—ফল ও সাধনাত্মক কামের অধিকতর কোনও কাম লাভ করিতে পারা যায় না; কেন না, জগতে ঐহিক বা পারলৌকিক যে কোনপ্রকার লব্ধব্য (প্রাপ্য) বিষয় আছে, তাহার কিছুই ফল ও সাধনের অতিরিক্ত নহে; কাম দ্বারা লব্ধব্য ফল ও সাধন ব্যতীত অপর কোন বিষয়ের অস্তিত্বই যখন অসিদ্ধ, তখন "এতাবান্ বৈ কামঃ" এইরূপ নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; এই কথা বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের অধিকারভুক্ত সাধ্য (ফল) ও সাধনাত্মক যে দ্বিবিধ এষণা (কামনা), তাহার নাম কাম; ইহার প্রয়োজন ঐহিকও হইতে পারে, পারলৌকিকও হইতে পারে। ইহা হইতে—উক্ত দ্বিবিধ এষণাত্মক কাম হইতে ব্যুত্থান করিতে হইবে অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ৪

যেহেতু, এবংবিধ আত্মকামী প্রথমোৎপন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ যেরূপ কামনা করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষও সেইরূপই [করিয়াছিলেন]; কারণ, ইহাই হইতেছে লোকরক্ষার উপায় বা ব্যবস্থা। পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতির সৃষ্টিও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল; যথা—তিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ ভীত হইলেন; তাহার পর কামযুক্ত বা ভোগাভিলাষী হইয়া একাকী অবস্থায় প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া সেই অপ্রীতি অপনয়নের ইচ্ছায় স্ত্রী পাইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই স্ত্রীতে উপগত হইলেন; তাহা হইতেই এই সৃষ্টি হইল; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই কারণেই তাঁহার সৃষ্ট এই জগতে এখনও—বর্ত্তমান সময়েও দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে একাকী থাকিয়া লোকে কামনা করিয়া থাকে—'আমার জায়া হউক, আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিব', ইহার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই পুরুষ এইরূপ কামনা করিয়া এবং জায়া-প্রভৃতি সমস্ত কাম্য বিষয় সম্পাদন করিতে যাইয়া যতক্ষণ উক্ত জায়াদির একটী বিষয়ও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে আপনাকে অকৃৎস্নই—'আমি অসম্পূর্ণ আছি' এইরূপই মনে করিয়া থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, যখন সে ইহার সমস্তগুলি সম্পাদন করিতে পারে, তখনই তাহার পূর্ণতা হয়। ৫

যখন কিছুতেই আর কৃৎস্নতা (পূর্ণতা) সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থায় তাহার পূর্ণতা-সম্পাদনার্থ বলিতেছেন—অকৃৎস্নত্বাভিমানী সেই পুরুষের

এই প্রকারে কৃৎস্নতা লাভ হইয়া থাকে। কি প্রকারে? [তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য] এই দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিকেই বিভক্ত করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দৈহিক সমস্ত অংশই মনের অনুগত, এই কারণে মনই তাহাদের মধ্যে প্রধান; প্রধানত্ব নিবন্ধন মন হইতেছে আত্মা—আত্মারই মত,—গৃহস্বামী যেরূপ জায়াপুত্রাদির আত্মতুল্য, কারণ, জায়া-পুত্রাদি সকলেই যেরূপ তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও পূর্ণতা-সম্পাদনের নিমিত্ত মনকে আত্মারূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। বাক্য সাধারণতঃ মনেরই অনুগামী, এই জন্য বাক্য হইতেছে জায়ার তুল্য। এখানে বাক্ অর্থ—বিধিনিষেধাত্মক শব্দ, মন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করে, অবধারণ করে, এবং প্রয়োগও করে, এই কারণে বাক্ মনের জায়াস্থানীয়। ৬

জায়া-পতিস্থানীয় সেই বাক্ ও মন দ্বারা কর্ম্মের জন্য প্রাণ প্রেরিত হইয়া থাকে; এই জন্য প্রাণ হইতেছে প্রজাস্থানীয়। সেই প্রাণের চেষ্টা বা ব্যাপারাত্মক কর্ম্ম সাধারণতঃ চক্ষুগ্রাহ্য বিত্ত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই জন্য চক্ষু হইতেছে মানুষ বিত্ত; তাহা আবার দ্বিবিধ,—মানুষ-সম্বন্ধী ও তদ্ভিন্ন, এই জন্য অপর বিত্তের নিষেধার্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'মানুষ বিত্ত' ইতি। কারণ, মনুষ্যসম্বন্ধী গবাদি বিত্তই চক্ষুর্গ্রাহ্য এবং কর্ম্মনিষ্পাদনের উপায়স্বরূপ, সেই হেতু গবাদি বিত্তের সহিত সম্বন্ধ থাকায় চক্ষু হইতেছে—গবাদিস্থানপাতী মানুষ বিত্ত; কারণ, চক্ষুর সাহায্যেই মনুষ্য বিত্ত গবাদি পশুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভাল, অপর বিত্তটি কি? [বলিতেছি—] শ্রোত্র হইতেছে—দৈব বিত্ত; কারণ, দেবতাই প্রধানতঃ শ্রোত্রবিজ্ঞানের বিষয়; এই জন্য ঐ বিজ্ঞান হইতেছে—দৈব বিত্ত। জগতে শ্রোত্রই সম্পত্তি বিষয়ে প্রধান; কারণ? যেহেতু, শ্রোত্র দ্বারাই সেই দৈব বিত্ত শ্রবণ করিয়া থাকে; অতএব দেবতা-বিজ্ঞান শ্রোত্রাধীন বলিয়া শ্রোত্রই সেই দৈব বিত্ত। ৭

এই আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্তপর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, ইহা দ্বারা এখানে কোন্ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হইবে? তাহা বলিতেছেন—আত্মাই—এখানে 'আত্মা' শব্দে শরীর অভিহিত হইয়াছে। আত্মা কর্ম্মস্থানীয় হয় কি প্রকারে? যেহেতু, এই আত্মাই কর্ম্মনিষ্পত্তির হেতু; কর্ম্মনিষ্পত্তিরই বা হেতু হয় কি প্রকারে? যেহেতু আত্মা শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকে। বাহ্য জগতে জায়াদি দ্বারা যেরূপ কৃৎস্নতা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অকৃৎস্নতাভিমানী পুরুষেরও এইরূপেই কৃৎস্নতা সম্পন্ন হয়। অতএব ইহা হইতেছে—

কর্ম্মানুষ্ঠানরহিত পুরুষেরও কেবল জ্ঞানমাত্র-সম্পাদিত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম—উক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া পাঙ্‌ক্ত যজ্ঞ। ৮

ভাল কথা, কেবল পঙ্‌ক্তত্বসম্পাদন দ্বারাই ইহার যজ্ঞত্ব সম্পন্ন হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু, লোকপ্রসিদ্ধ যজ্ঞকার্য্য, যে পশু ও পুরুষ দ্বারা নিষ্পাদন করিতে হয়, সেই পশু ও পুরুষ ত নিশ্চয়ই পাঙ্‌ক্ত; কারণ, উক্ত মনঃপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহাই বলিয়া দিতেছেন যে, গবাদি পশুও পাঙ্‌ক্ত (উক্ত পঞ্চাবয়বসম্পন্ন) এবং পুরুষও পাঙ্‌ক্ত। পুরুষে পশুত্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তাহার কর্ম্মাধিকাররূপ বিশেষত্ব আছে; এই জন্য পৃথক্‌ভাবে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিক কি, কর্ম্মসাধন ও কর্ম্মফল সমস্তই—এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই পাঙ্‌ক্ত। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে—আপনাতে এই পাঙ্‌ক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে দৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেই আত্মস্বরূপে লাভ করিতে পারে॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ। তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদা। যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন। স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। পিতা (জগৎকারণম্ ঈশ্বরঃ) মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা (কর্ম্মণা) যৎ (যানি) সপ্ত অন্নানি (জীবভোগ্যানি) অজনয়ৎ; অস্য (অন্নসংঘস্য) একং (অন্নং) সাধারণং (সর্ব্বভোগ্যং), দ্বে (অন্নে) দেবান্ অভাজয়ৎ (প্রাপিতবান্), ত্রীণি (অন্নানি) আত্মনে (স্বস্মৈ) অকুরুত (কৃতবান্), একং (অন্নং) পশুভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ (দত্তবান্); তস্মিন্ (একস্মিন্ অন্নে) সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং (স্থিতং)। [কিং তৎ সর্ব্বম্? ইত্যাহ—] যৎ চ (অপি) প্রাণিতি (প্রাণান্ ধারয়তি), যৎ চ ন (প্রাণান্ ন ধারয়তি) তানি (অন্নানি) সর্ব্বদা অদ্যমানানি (ভোজ্যমানানি) [অপি] কস্মাৎ (হেতোঃ) ন ক্ষীয়ন্তে (ন ক্ষয়ং যান্তি)? যো বা এতাং অক্ষিতিং (অন্নানামক্ষয়ং) বেদ (জানাতি), সঃ (বেত্তা) প্রতীকেন (উপাসনাবিশেষেণ) অন্নং অত্তি (ভক্ষয়তি); সঃ দেবান্ অপ্যেতি (প্রাপ্নোতি), সঃ ঊর্জ্জং (উৎকর্ষং) উপজীবতি, ইতি (অস্মিন্ বিষয়ে) শ্লোকাঃ (বক্ষ্যমাণা মন্ত্রাঃ) [সন্তীত্যর্থঃ]॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—পিতা অর্থাৎ আদিকর্ত্তা, মেধা ও তপস্যা দ্বারা প্রথমে যে সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার একটী অন্ন সর্ব্বসাধারণের জন্য দিয়াছিলেন, দুইটী অন্ন দেবগণের জন্য দিয়াছিলেন, তিনটী অন্ন নিজের ভোগ্য করিয়াছিলেন, আর পশুগণের উদ্দেশ্যে একটী অন্ন দিয়াছিলেন। যাহারা প্রাণধারণ করে, আর যাহারা করে না, অর্থাৎ যাহারা চেতন ও যাহারা অচেতন সকলেই সেই অন্নে

প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ অন্নাশ্রিত। সর্ব্বদা জীবভক্ষ্য হইয়াও সেই সমুদয় অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না কেন, যে ব্যক্তি এই অক্ষয়-রহস্য জানেন, তিনি অংশ-ক্রমে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন; তিনি দেবত্ব লাভ করেন, তিনি তেজস্বি-জীবন প্রাপ্ত হন; এ বিষয়ে এই সমস্ত শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তা-র্থক মন্ত্র আছে ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া। অবিদ্যা প্রস্তুতা; তত্রাবিদ্বান্ অন্যাং দেবতামুপাস্তে—অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি; স বর্ণাশ্রমা-ভিমানঃ কর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া নিয়তো জুহোত্যাদিকর্ম্মভিঃ কামপ্রযুক্তো দেবাদীনা-মুপকুর্ব্বন্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোক ইত্যুক্তম্। যথা চ স্বকর্ম্মভিরেকৈকেন সর্ব্বৈর্ভূতৈরসৌ লোকো ভোজ্যত্বেন সৃষ্টঃ, এবমসাবপি জুহোত্যাদি-পাঙ্ক্ত-কর্ম্মভিঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বঞ্চ জগৎ আত্মভোজ্যত্বেনাসৃজত। এবমেকৈকঃ স্বকর্ম্ম-বিদ্যানুরূপ্যেণ সর্ব্বস্য জগতো ভোক্তা ভোজ্যঞ্চ, সর্ব্বস্য সর্ব্বঃ কর্ত্তা কার্য্যঞ্চেত্যর্থঃ। এতদেব চ বিদ্যাপ্রকরণে মধুবিদ্যায়াং বক্ষ্যামঃ,—সর্ব্বং সর্ব্বস্য কার্য্যং মধ্বিতি আত্মৈকত্ববিজ্ঞানার্থম্। যদসৌ জুহোতীত্যাদিনা পাঙ্ক্তেন কাম্যেন কর্ম্মণা আত্মভোজ্যত্বেন জগদসৃজত বিজ্ঞানেন চ তৎ জগৎ সর্ব্বং সপ্তধা প্রবিভজ্যমানং কার্য্য-কারণত্বেন সপ্তান্নান্যুচ্যন্তে, ভোজ্যত্বাৎ; তেনাসৌ পিতা তেষামন্নানাম্। এতেষামন্নানাং সবিনিয়োগানাং সূত্রভূতাঃ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকাশকত্বাদিমে মন্ত্রাঃ ॥ ৬৫ ॥ ১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—যৎ সপ্তান্নানীত্যাদিনা। তত্রেত্যতিক্রান্তব্রাহ্মণোক্তিঃ। উপাস্তিশব্দিতং ভেদদর্শনমবিদ্যাকার্য্যমনেনানূদ্য ন স বেদেতি তদ্ধেতুরবিদ্যা পূর্ব্বত্র প্রস্তুতেতি যোজনা। অথো অয়মিত্যত্রোক্তমনুবদতি—স বর্ণাশ্রমাভিমান ইতি। আত্মৈবেদমগ্র আসীদিত্যাদাবুক্তং স্মারয়তি—কামপ্রযুক্ত ইতি। বৃত্তমনূদ্যোত্তরগ্রন্থ-মবতারয়িতুমপেক্ষিতং পূরয়তি—যথা চেতি। গৃহিণো জগতশ্চ পরস্পরং স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতত্ব-মেষ্টব্যম্, অন্যথাঽন্যোন্যমুপকারকত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। ননু সূত্রস্যৈব জগৎকর্ত্তৃত্বং জ্ঞানক্রিয়াতি-শয়বত্ত্বাৎ, নেতরেষাম্, তদভাবাৎ; অত আহ—এবমিতি। পূর্ব্বকল্পীয়বিহিতপ্রতিষিদ্ধজ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠাতা সর্ব্বো জন্তুরুত্তরসর্গস্য পিতৃত্বেনাত্র বিবক্ষিতঃ, ন তু প্রজাপতিরেবেত্যুক্তমর্থং সঙ্ক্ষিপ্যাহ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য মিথোহেতুহেতুমত্ত্বে প্রমাণমাহ—এতদেবেতি। সর্ব্বস্যান্যোন্য-কার্য্যকারণত্বোক্ত্যা কল্পিতত্ববচনং কুত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ—আত্মৈকত্বেতি। এবং ভূমিকাং কৃত্বোত্তরব্রাহ্মণতাৎপর্য্যমাহ—যদসাবিতি। উচ্যন্তে ধ্যানার্থমিতি শেষঃ। অন্নত্বে হেতুঃ—ভোজ্যত্বাদিতি। তেন জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জনকত্বেনেতি যাবৎ। ব্রাহ্মণমবতার্য্য মন্ত্রমবতারয়তি—এতেষামিতি ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"যৎ সপ্ত অন্নানি মেধয়া" ইত্যাদি। অবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ 'আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য' ইত্যাকারে আত্মাতিরিক্ত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; বর্ণাশ্রমাভিমানী এবং কর্তৃত্ববুদ্ধিতে কর্ম্মনিরত ও কামনাবান্ সেই অবিদ্বান্ পুরুষ হোমাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবগণের উপকার সাধন করত সর্ব্বভূতের ভোগ্য হয়। সমস্ত ভূতবর্গ এক একটী করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা এই লোককে যেমন ভোজ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তিনি নিজেও আবার পূর্ব্বোক্ত হোমাদি পাঙ্ক্ত কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ভূত ও সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেকেই স্বীয় বিদ্যা ও কর্ম্মানুসারে সর্ব্বজগতের ভোক্তাও বটে, ভোজ্যও বটে, এবং কর্ত্তাও বটে, কার্য্যও বটে। বিদ্যাপ্রকরণে মধুবিদ্যার প্রসঙ্গে (২য় অধ্যায়ে, ৫ম ব্রাহ্মণে) আমরা বলিব যে, কার্য্যমাত্রই কারণের মধুস্বরূপ; কারণ, তাহা দ্বারা আত্মৈকত্বজ্ঞানের সুবিধা হইতে পারে। তিনি পাঙ্ক্ত (পঞ্চাত্মক) হোমাদি কাম্যকর্ম্ম ও বিজ্ঞান দ্বারা আপনার ভোজ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্ত জগৎও কার্য্য-কারণভাবে বিভক্ত হইয়া সপ্ত অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, ইহাও জীবের ভোজ্য বা ভোগার্হ। এইরূপে বিভাগ করাতেই তিনি সেই অন্ন সমূহের পিতা নামে কথিত হন। সূত্রাকারে সংক্ষেপতঃ উক্ত অন্নসমূহ ও তাহাদের বিনিয়োগ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া উক্ত বাক্যগুলি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রপদবাচ্য ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে, মিশ্রং হ্যেতৎ।

দ্বে দেবানভাজয়দিতি হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ, তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহুর্দর্শপূর্ণমাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ, পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি, তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈ বাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি, তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতি-

ষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি, পয়সি হীদꣳ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন।

তদ্‌যদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তীতি, ন তথা বিদ্যাদ্‌যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্ম্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্ সর্ব্বꣳ হি দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি।

কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদেতি; পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং পুনঃপুনর্জ্জনয়তে।

যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি, পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ; সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি, মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ। স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি প্রশꣳসা ৫৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[মন্ত্রার্থস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ শ্রুতিঃ স্বয়মেব তদর্থমাহ— 'যৎ' ইত্যাদি। 'যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা-ইতি' ইতি প্রতীকম্। [অস্যায়মর্থঃ—হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধিসূচকঃ;] পিতা মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা (কর্ম্মণা চ) যৎ অজনয়ৎ (সৃষ্টবান্) [সপ্ত অন্নানি ইতি] হি প্রসিদ্ধম্। 'একম্ অস্য সাধারণম্ ইতি' ইতি; [অস্যায়মর্থঃ—] অস্য (পিতুঃ) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) এব তৎ সাধারণম্ (সর্ব্বভোজ্যং) অন্নম্,—যৎ ইদং (লোকপ্রসিদ্ধং অন্নম্) অদ্যতে (ভুজ্যতে) [সর্ব্বৈঃ জনৈঃ]; সঃ যঃ (জনঃ) এতৎ (সাধারণম্ অন্নম্) উপাস্তে (অন্নভোগপরায়ণঃ ভবতি), সঃ পাপ্মনঃ (পাপাৎ) ন ব্যাবর্ত্ততে (ন মুচ্যতে); হি (যস্মাৎ) এতৎ (অন্নম্) মিশ্রং (পুণ্য-পাপ সমন্বিতম্)। 'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ ইতি' ইতি; [কিং তৎ দ্বয়ম্? ইত্যাহ—] হুতং (অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং) চ, প্রহুতং (হোমানন্তরবলিসমর্পণং) চ; তস্মাৎ (যস্মাৎ পিত্রা এব তদন্নদ্বয়ং দেবেভ্যঃ প্রদত্তং, তস্মাৎ হেতোঃ) দেবেভ্যঃ জুহ্বতি (হোমং কুর্ব্বন্তি), প্রজুহ্বতি (বলিম্ অর্পয়ন্তি) চ।

অন্যে আহুঃ (কথয়ন্তি)—দর্শ-পূর্ণমাসৌ (দর্শঃ পূর্ণমাসশ্চ যাগৌ দ্বে অন্নে) ইতি; তস্মাৎ (হেতোঃ) ইষ্টিযাজুকঃ (কাম্যযাগশীলঃ) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ), [অপিতু দর্শপূর্ণমাসপর এব স্যাদিতি ভাবঃ]। 'পশুভ্যঃ একং প্রাযচ্ছৎ-ইতি' ইতি—[কিং তদেকম্?] তৎ (একং অন্নং) পয়ঃ

(দুগ্ধং); হি (যস্মাৎ) মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ অগ্রে (প্রথমং) পয়ঃ এব উপ-জীবন্তি (পিবন্তি), [নতু অন্যৎ]; তস্মাৎ (হেতোঃ) জাতং। (ভূমিষ্ঠং) কুমারং (শিশুং) অগ্রে ঘৃতং বা (বিকল্পে) প্রতিলেহয়ন্তি, স্তনং অনু-ধাপয়ন্তি (পায়য়ন্তি); অথ (তস্মাৎ) জাতং বৎসং (শিশুং) অতৃণাদঃ) ন তৃণভোক্তা) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]। 'তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন ইতি' ইতি—হি [যস্মাৎ) যৎ চ প্রাণিতি (প্রাণধারণং করোতি), যৎ চ (অপি) ন [প্রাণিতি], ইদং সর্ব্বং পয়সি (দুগ্ধে) প্রতিষ্ঠিতম্; তৎ (তস্মাৎ) যৎ ইদং আহুঃ—সংবৎসরং [ব্যাপ্য] পয়সা (দুগ্ধেন) জুহ্বৎ (হোমং কুর্ব্বন্) পুনর্মৃত্যুং (পুনর্ম্মরণং) অপজয়তি (মৃত্যুম্ অতিক্রামতী-ত্যর্থঃ) ইতি; তথা ন বিদ্যাৎ (.জানীয়াৎ)—যদহঃ (যস্মিন্ অহনি) এব জুহোতি, তদহঃ (তস্মিন্ অহনি—সদ্য এব) মৃত্যুং পুনঃ অপজয়তি—এবং বিদ্বান্ (জানন্) হি (নিশ্চয়ে) দেবেভ্যঃ সর্ব্বং অন্নাদ্যং (অদনীয়ম্ অন্নং প্রযচ্ছতি দদাতি, যথোক্তবিজ্ঞানমেব দেবেভ্যঃ সর্ব্বান্নদানমিতি ভাবঃ)। 'কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্ব্বদা—ইতি' ইতি? পুরুষঃ (আত্মা) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অক্ষিতিঃ (অক্ষয়হেতুঃ), সঃ (পুরুষঃ) হি (নিশ্চয়ে) ইদম্ অন্নং পুনঃ পুনঃ জনয়তি (উৎপাদয়তি), [তস্মাৎ ন ক্ষীয়তে ইতি ভাবঃ]। 'যো বা এতাম্ অক্ষিতিং বেদ—ইতি'—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ; সঃ (পুরুষঃ) হি ধিয়া ধিয়া (জ্ঞানেন) কর্ম্মভিঃ ইদং অন্নং জনয়তে; যৎ (যদি) হ (প্রসিদ্ধৌ) এতৎ (জ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠানং) ন কুর্য্যাৎ, [তদা] ক্ষীয়েত [অন্নম্], হ-শব্দঃ (অবধারণার্থঃ)। 'সঃ অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন-ইতি' ইতি—মুখং (প্রধানং) প্রতীকং (প্রতীক-শব্দার্থঃ, তেন) মুখেন [অন্নম্ অত্তি] ইত্যেতৎ। সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি, সঃ ঊর্জ্জম্ উপজীবতি' ইতি (এতৎ) প্রশংসা (অন্নবিজ্ঞানস্য স্তুতিরিত্যর্থঃ) ॥৫৬॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ।—[পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ লোকের হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজেই তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—] "যৎ + + + পিতা-ইতি।" ইহার অর্থ এই— পিতা আদিকর্ত্তা মেধা দ্বারা (বিজ্ঞানের সাহায্যে) এবং তপস্যা দ্বারা অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম দ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। 'একম্ + + + ইতি' ইহার অর্থ—তাঁহার সৃষ্ট অন্নের মধ্যে একটী সাধারণ— সর্ব্বভোজ্য অন্ন,—যাহা সাধারণতঃ লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে

ব্যক্তি এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ ইহাতেই অনুরক্ত থাকে, সে ব্যক্তি কখনই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না; কারণ, ঐ অন্ন হইতেছে পাপমিশ্রিত। "দ্বে + + + অভাজয়দিতি' ইহার অর্থ—হুত ও প্রহুত, [এই দুইটী অন্ন দেবগণকে দিয়াছিলেন। হুত অর্থ—অগ্নিতে ঘৃতাদি ত্যাগ করা, আর প্রহুত অর্থ—হোমের পর বলি প্রভৃতি উপহার প্রদান করা]; সেই কারণেই দেবতা উদ্দেশ্যে হোমও করিয়া থাকে, এবং প্রহোম (হোমের পরবর্ত্তী বলিসমর্পণও) করিয়া থাকে। এখানে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐ দুইটী অন্ন—দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ; সেইহেতু কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানবিষয়ে তৎপর হইবে না, (পরন্তু নিত্যকর্ম্মেই মন দিবে)। 'পশুভ্যঃ + + + প্রাযচ্ছৎ ইতি' ইহার অর্থ—লোকপ্রসিদ্ধ দুগ্ধ; কারণ, অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবার অগ্রে [শিশু] মনুষ্য ও পশুগণ দুগ্ধই পান করিয়া থাকে; এইজন্য নবশিশু জন্মিলে পর প্রথমেই ঘৃত পান করায়, অনন্তর স্তন্যপান করায়; এই কারণেই নবজাত গবাদি বৎসকে 'অতৃণাদ' (তৃণভোক্তা নয়) বলা হইয়া থাকে। 'তস্মিন্ + + + যচ্চ নেতি', ইহার অর্থ—যাহারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে, আর যাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না (স্থাবর পদার্থ), সে সমুদয়ই এই দুগ্ধরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত; অতএব, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, একবৎসর কাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ সে দেবত্ব লাভ করে, তাহা এরূপ বুঝিবে না যে, যেই দিন হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্মরণ জয় করে, [তাহাকে আর সংবৎসর অপেক্ষা করিতে হয় না]। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সমস্ত অন্নই দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন। "কস্মাৎ + + + সর্ব্বদেতি"। [ইহার উত্তর—] পুরুষ (ভোক্তা) হইতেছে —অক্ষিতি—ক্ষয় না হইবার কারণ; কেন না, পুরুষই জ্ঞান দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। "যো বা + + + বেদেতি", ইহার অর্থ—এই যে, পুরুষই অক্ষিতি অর্থাৎ অক্ষয়ের হেতু; কারণ, পুরুষই জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্ন সমুৎপাদন করিয়া থাকে। পুরুষ যদি এইরূপ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্ন ক্ষয় হইয়া

যাইত। "সঃ + + + প্রতীকেনেতি"—মুখই প্রতীক (প্রধান); সেই মুখ দ্বারা (অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন)। "সঃ + + + জীবতীতি", ইহা বিদ্যার প্রশংসা মাত্র॥ ৫৬॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যৎ সপ্তান্নানি—যৎ অজনয়দিতি-ক্রিয়াবিশেষণম্; মেধয়া প্রজ্ঞয়া বিজ্ঞানেন তপসা চ কর্ম্মণা; জ্ঞানকর্ম্মণী এব হি মেধাতপঃ-শব্দবাচ্যে, তয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ; নেতরে মেধা-তপসী, অপ্রকরণাৎ। পাঙ্ক্তং হি কর্ম্ম জায়াদিসাধনম্; "য এবং বেদ"ইতি চানন্তরমেব জ্ঞানং প্রকৃতম্; তস্মান্ন প্রসিদ্ধয়োর্মেধাতপসোরাশঙ্কা কার্য্যা; অতো যানি সপ্তান্নানি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জনিতবান্ পিতা, তানি প্রকাশয়িষ্যাম ইতি বাক্যশেষঃ। তত্র মন্ত্রাণামর্থস্তিরোহিতত্বাৎ প্রায়েণ দুর্বিজ্ঞেয়ো ভবতীতি তদর্থব্যাখ্যানায় ব্রাহ্মণং প্রবর্ত্ততে। তত্র যৎ, সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, অস্য কোঽর্থঃ? উচ্যতে—ইতি, হি-শব্দেনৈব ব্যাচষ্টে প্রসিদ্ধার্থাবদ্যোতকেন; প্রসিদ্ধো হ্যস্য মন্ত্রস্যার্থ ইত্যর্থঃ। যদজনয়দিতি চ অনুবাদস্বরূপেণ মন্ত্রেণ প্রসিদ্ধার্থতৈব প্রকাশিতা; অতো ব্রাহ্মণমবিশঙ্কয়ৈবাহ—মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতেতি। ১

টীকা। তত্রাদ্যমন্ত্রভাগমাদায় ব্যাচষ্টে—যৎ সপ্তান্নানীতি। অজনয়দিতি ক্রিয়ায়া বিশেষণং—যদিতি পদম্। তথা চ তদযুক্তং পিতৃত্বাদিতি শেষঃ। গ্রন্থার্থধারণশক্তির্মেধা, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপঃ, তে কস্মাদত্র ন গৃহ্যেতে, তত্রাহ—জ্ঞানকর্ম্মণী ইতি। তয়োঃ প্রকৃতত্বং প্রকটয়তি—পাঙ্ক্তং হীতি। ইতরয়োরপ্রকৃতত্বং হেতুকৃতমনূদ্য ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ প্রকৃতত্বমুক্তং হেতুমাদায় বাক্যং পূরয়তি—অত ইতি। যৎসপ্তান্নানীত্যাদিমন্ত্রভাগং ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণবাক্যসমুদায়তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেতি। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো গ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। মেধয়া হীত্যাদিব্রাহ্মণমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—তত্র যদিতি। প্রকৃতমন্ত্রসমুদায়ঃ সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। ব্যাখ্যানমেব সংগৃহ্নাতি—প্রসিদ্ধো হীতি। ন কেবলং হিশব্দাৎ মন্ত্রস্য প্রসিদ্ধার্থত্বং, কিং তু মন্ত্রস্বরূপালোচনয়াপি তৎ সিধ্যতীত্যাহ—যদিতি। মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধত্বে মন্ত্রস্যানুবাদত্বং হেতুকৃত্য ফলিতমাহ—অত ইতি। ১

নমু কথং প্রসিদ্ধতা অস্যার্থস্যেতি? উচ্যতে—জায়াদিকর্ম্মান্তানাং লোকফলসাধনানাং পিতৃত্বং তাবৎ প্রত্যক্ষমেব; অভিহিতঞ্চ—"জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা। তত্র চ দৈবং বিত্তং বিদ্যা কর্ম্ম পুত্রশ্চ ফলভূতানাং লোকানাং সাধনং স্রষ্টৃত্বং প্রতীত্যভিহিতম্; বক্ষ্যমাণঞ্চ প্রসিদ্ধমেব। তস্মাদ্ যুক্তং বক্তুং—মেধয়েত্যাদি। ২

তৎপ্রসিদ্ধিমুপপাদয়িতুং পৃচ্ছতি—নম্বিতি। সাধ্যসাধনাত্মকে জগতি যৎ পিতৃত্বমবিদ্যাবতো ভাবি, তৎ প্রত্যক্ষত্বাৎ প্রসিদ্ধম্ অনুভূয়তে হি জায়াদি সম্পাদয়ন্নবিদ্বানিত্যাহ—উচ্যত ইতি।

শ্রুত্যা চ প্রাগুক্তত্বাৎ প্রসিদ্ধমেতদিত্যাহ—অভিহিতং চেতি। যচ্চ মেধাতপোভ্যাং স্রষ্টৃত্বং মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরুক্তং, তদপি প্রসিদ্ধমেব, বিদ্যাকর্ম্মপুত্রাণামভাবে লোকত্রয়োৎপত্ত্যনুপপত্তেরিত্যাহ—তত্র চেতি। পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। পুত্রেণৈবায়ং লোকো জয্য ইত্যাদৌ বক্ষ্যমাণত্বাচ্চাস্যার্থস্য প্রসিদ্ধতেত্যাহ—বক্ষ্যমাণং চেতি। মন্ত্রার্থস্যেত্থং প্রসিদ্ধত্বে মন্ত্রস্য প্রসিদ্ধার্থবিষয়ং ব্রাহ্মণমুপপন্নমিত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২

এষণা হি ফলবিষয়া প্রসিদ্ধৈব চ লোকে; এষণা চ জায়াদীত্যুক্তম্ "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইত্যনেন; ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে চ সর্ব্বৈকত্বাৎ কামানুপপত্তেঃ। এতেন অশাস্ত্রীয়প্রজ্ঞা-তপোভ্যাং স্বাভাবিকাভ্যাং জগৎস্রষ্টৃত্বমুক্তমেব ভবতি; স্থাবরান্তস্য চানিষ্টফলস্য কর্ম্মবিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। বিবক্ষিতস্তু শাস্ত্রীয় এব সাধ্য-সাধনভাবঃ, ব্রহ্মবিদ্যাবিধিৎসয়া তদ্বৈরাগ্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ—সর্ব্বো হ্যয়ং ব্যক্তাব্যক্তলক্ষণঃ সংসারোঽশুদ্ধোঽনিত্যঃ সাধ্যসাধনরূপো দুঃখোঽবিদ্যাবিষয় ইত্যেতস্মাদ্বিরক্তস্য ব্রহ্মবিদ্যারব্ধব্যেতি। ৩

প্রকারান্তরেণ মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধত্বমাহ—এষণা হীতি। ফলবিষত্বং তস্যাঃ স্বানুভবসিদ্ধমিতি বক্তুং হি-শব্দঃ। তস্যা লোকপ্রসিদ্ধত্বেঽপি কথং মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধত্বমত আহ—এষণা চেতি। জায়াদ্যাত্মকস্য কামস্য সংসারারম্ভকত্বন্মোক্ষেঽপি কামঃ সংসারমারভেত, কামত্বাবিশেষাদিত্যতিপ্রসঙ্গমাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মবিদ্যেতি। তস্যা বিষয়ো মোক্ষঃ। তস্মিন্নদ্বিতীয়ত্বাদ্রাগাদিপরিপন্থিনি কামাপরপর্য্যায়ো রাগো নাবকল্পতে। ন হি মিথ্যাজ্ঞাননিদানো রাগঃ সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগম্যে মোক্ষে সম্ভবতি। শ্রদ্ধা তু তত্র ভবতি তত্ত্ববোধাধীনতয়া সংসারবিরোধিনী, তন্ন সংসারানুষক্তিমুক্তাবিত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়স্য জায়াদেঃ সংসারহেতুত্বে কর্ম্মাদেরশাস্ত্রীয়স্য কথং তদ্ধেতুত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতেনেতি। অবিদ্যোত্থস্য কামস্য সংসারহেতুত্বোপদর্শনেনেতি যাবৎ। স্বাভাবিকাভ্যামবিদ্যাধীনকামপ্রযুক্তাভ্যামিত্যর্থঃ।

ইতশ্চ তয়োর্জগৎস্রষ্টিপ্রযোজকত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—স্থাবরান্তস্যেতি। যৎ সপ্তান্নানীত্যাদিমন্ত্রপদস্য মেধয়া হীত্যাদিব্রাহ্মণস্য চাক্ষরোত্থমর্থমুক্তা তাৎপর্য্যমাহ—বিবক্ষিতস্ত্বিতি। শাস্ত্রপরবশস্য শাস্ত্রবশাদেব সাধ্যসাধনভাবাদশাস্ত্রীয়াদ্বৈমুখ্যসম্ভবান্ন তস্যাত্র বিবক্ষিতত্বমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়স্য সাধ্যসাধনভাবস্য বিবক্ষিতত্বে হেতুমাহ—ব্রহ্মেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—সর্ব্বো হীতি। দুঃখয়তীতি দুঃখস্তদ্ধেতুরিতি যাবৎ। প্রকৃতমন্ত্রব্রাহ্মণব্যাখ্যাসমাপ্তাবিতিশব্দো বিবক্ষিতার্থপ্রদর্শনসমাপ্তৌ বা। ৩

তত্রান্নানাং বিভাগেন বিনিয়োগ উচ্যতে—একমস্য সাধারণমিতি মন্ত্রপদম্। তস্য ব্যাখ্যানম্—ইদমেবাস্য তৎ, সাধারণমন্নমিত্যুক্তম্; অস্য ভোক্তৃসমুদায়স্য। কিং তৎ? যদিদমত্তে ভুজ্যতে সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরহন্যহনি, তৎ সাধারণং সর্ব্বভোক্তৃর্থমকল্পয়ৎ পিতা সৃষ্ট্বা অন্নম্। স য এতৎ সাধারণং সর্ব্বপ্রাণভৃৎস্থিতিকরং ভুজ্যমানমন্নম্ উপাস্তে—তৎপরো ভবতীত্যর্থঃ; উপাসনং হি নাম তাৎপর্য্যং দৃষ্টং

লোকে—'গুরুমুপাস্তে' 'রাজানমুপাস্তে' ইত্যাদৌ, তস্মাচ্ছরীরস্থিত্যর্থান্নোপভোগপ্রধানঃ, নাদৃষ্টার্থকর্ম্মপ্রধান ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতো ন পাপ্মনোঽধর্ম্মাদ্ ব্যাবর্ত্ততে ন বিমুচ্যত ইত্যেতৎ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—"মোঘমন্নং বিন্দতে" ইত্যাদিঃ; স্মৃতিরপি—"নাত্মার্থং পাচয়েদন্নম্।" "অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।" "অন্নাদে ভ্রূণহা মাষ্টি" ইত্যাদিঃ। ৪

মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ শ্রুতার্থাভ্যামর্থমুক্ত্বা সমনন্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তত্রেতি। সপ্তবিধেঽন্নে সৃষ্টে সতীতি যাবৎ। ব্যাখ্যানমেব বিবৃণোতি—অস্তে ত্যাদিনা।

সাধারণমন্নমসাধারণীকুর্ব্বতো দোষং দর্শয়তি—স য ইতি। তৎপরো ভবতীত্যুক্তং বিবৃণোতি—উপাসনং হীতি। ব্রাহ্মণোক্তেঽর্থে মন্ত্রং প্রমাণয়তি—তথা চেতি। মোঘং বিফলং দেবাদ্যনুপভোগ্যমন্নং যদি জ্ঞানদুর্ব্বলো লভতে, তদা স বধ এব তস্যেতি সাধারণান্নস্যাসাধারণীকরণং নিন্দিতমিত্যর্থঃ। তত্রৈব স্মৃতীরুদাহরতি—স্মৃতিরপীতি। 'ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশুম্। ন চৈকঃ স্বয়মশ্নীয়াদ্বিধিবর্জ্জং ন নির্ব্বপেৎ' ইতি পাদত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্। 'ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দ্দত্তান্' ইতি শেষঃ। 'অনেনা অভিশংসতি। স্তেনঃ প্রমুক্তো রাজনি যাবন্নানৃতসঙ্করঃ' ইত্যুত্তরং পাদত্রয়ম্। তত্রাদ্যপাদস্যার্থো ভ্রূণহা শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণঘাতকঃ। যথাহুঃ—'বরিষ্ঠব্রহ্মহা চৈব ভ্রূণহেত্যভিধীয়তে' ইতি। স্বস্যান্নভক্ষকে স্বপাপং মাষ্টি শোধয়তীত্যন্নদাতুঃ পাপক্ষয়োক্তেরিতরস্যাসাধারণীকৃত্য ভুঞ্জানস্য পাপিত্বেতি।

"অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জ্জগ্ধিমাত্মনঃ॥"

ইত্যাদিবাক্যমাদিশব্দার্থঃ। ৪

তস্মাৎ পুনঃ পাপ্মনো ন ব্যাবর্ত্ততে। মিশ্রং হ্যেতৎ—সর্ব্বেষাং হি স্বং তদপ্রবিভক্তং, যৎ প্রাণিভির্ভুজ্যতে, সর্ব্বভোক্তৃত্বাদেব যো মুখে প্রক্ষিপ্যমাণোঽপি গ্রাসঃ পরস্য পীড়াকরো দৃশ্যতে—মমেদং স্যাদিতি হি সর্ব্বেষাং তত্রাশা প্রতিবদ্ধা; তস্মান্ন পরম্ অপীড়য়িত্বা গ্রসিতুমপি শক্যতে; "দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণাম্" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। ৫

আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং হেতুমবতার্য্য ব্যাকরোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। সর্ব্বভোজ্যত্বং সাধয়তি—যো মুখ ইতি। পরস্য যমার্জ্জারাদেরিতি যাবৎ। পীড়াকরত্বে হেতুমাহ—মমেদমিতি। প্রাগুক্তদৃষ্টিফলমাচষ্টে—তস্মাদিতি। সাধারণমন্নমসাধারণীকুর্ব্বাণস্য পাপানিবৃত্তিরিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—দুষ্কৃতং হীতি। যদা হি মনুষ্যাণাং দুষ্কৃতমন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি, তদা তদসাধারণীকুর্ব্বতো মহত্তরং পাপং ভবতীত্যর্থঃ। ৫

গৃহিণা বৈশ্বদেবাখ্যমন্নং যদহন্যহনি নিরূপ্যত ইতি কেচিৎ। তন্ন, সর্ব্বভোক্তৃসাধারণত্বং বৈশ্বদেবাখ্যস্যান্নস্য ন সর্ব্বপ্রাণভৃদ্ভুজ্যমানান্নবৎ প্রত্যক্ষম্; নাপি 'যদিদমদ্যতে' ইতি তদ্বিষয়ং বচনমনুকূলম্। সর্ব্বপ্রাণভৃদ্ভুজ্যমানান্নান্তঃপাতিত্বাচ্চ বৈশ্ব-

দেবাখ্যস্য যুক্তং শ্বচাণ্ডালাদ্যাম্নস্য অন্নস্য গ্রহণম্, বৈশ্বদেবব্যতিরেকেণাপি শ্বচাণ্ডালাদ্যাম্নাম্নদর্শনাৎ তত্র যুক্তং যদিদমদ্যত ইতি বচনম্। ৬

একমন্নেত্যাদিমন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ স্বপক্ষার্থমুক্ত্বা ভর্তৃপ্রপঞ্চপক্ষমাহ—গৃহিণেতি। যদন্নং গৃহিণা প্রত্যহমগ্নৌ বৈশ্বদেবাখ্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে, তৎ সাধারণমিতি ভর্তৃপ্রপঞ্চৈরুক্তমিত্যর্থঃ। সাধারণপদানুপপত্তের্ন যুক্তমিদং ব্যাখ্যানমিতি দূষয়তি—তন্নেতি। বৈশ্বদেবস্য সাধারণত্বমপ্রামাণিকমিত্যুক্তম্, ইদানীং তস্যাপ্রত্যক্ষত্বাদিদমা পরামর্শশ্চ ন যুক্তিমানিত্যাহ—নাপীতি। ইতশ্চ সাধারণশব্দেন সর্ব্বপ্রাণ্যন্নং গ্রাহ্যমিত্যাহ—সর্ব্বেতি। বৈশ্বদেবগ্রহেঽপীতরগ্রহঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—বৈশ্বদেবেতি। যত্তু পরপক্ষে যদিদমদ্যত ইতি বচো নানুকূলমিতি, তন্নাস্মৎপক্ষেঽস্তীত্যাহ—তত্রেতি। প্রত্যক্ষং সাধারণান্নং সপ্তম্যর্থঃ। ৬

যদি হি তন্ন গৃহ্যেত, সাধারণশব্দেন পিত্রা অসৃষ্টত্বাবিনিযুক্তত্বে তস্য প্রসজ্যেয়াতাম্। ইষ্যতে হি তৎস্রষ্টৃত্বং তদ্বিনিযুক্তত্বঞ্চ সর্ব্বস্যান্নজাতস্য। ন চ বৈশ্বদেবাখ্যং শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ পাপ্মনোঽবিনিবৃত্তির্যুক্তা; ন চ তস্য প্রতিষেধোঽস্তি। ন চ মৎস্যবন্ধনাদিকর্ম্মবৎ স্বভাবজুগুপ্সিতমেতৎ, শিষ্টনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ অকরণে চ প্রত্যবায়শ্রবণাৎ; ইতরত্র চ প্রত্যবায়োপপত্তেঃ; "অহমন্নমন্নমদন্তমদ্মি" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ৭

বিপক্ষে দোষমাহ—যদি হীতি। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বং নিরাচষ্টে—ইষ্যতে হীতি। পরপক্ষে বাক্যশেষবিরোধং দোষান্তরমাহ—ন চেতি। শ্যেনাদিতুল্যত্বং তস্য ব্যাবর্ত্তয়তি—ন চ তস্যেতি। অনিষিদ্ধস্যাপি তস্য স্বভাবজুগুপ্সিতত্বাত্তদনুষ্ঠায়িনঃ পাপানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি।

'অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ত্বং জগ্ধ্বা চৈবাহুতং হবিঃ।"

ইত্যকরণে বৈশ্বদেবস্য প্রত্যবায়শ্রবণাচ্চ তদনুষ্ঠায়িনো ন পাপ্মলেশোঽস্তীত্যাহ—অকরণে চেতি। সর্ব্বসাধারণান্নগ্রহে তু তৎপরস্য নিন্দাবচনমুপপদ্যতে, তেন তদেব গ্রাহ্যমিত্যাহ—ইতরত্রেতি। তত্রৈব শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—অহমিতি। অর্থিভ্যোঽবিভজ্যান্নমদন্তং স্বয়মেব ভুঞ্জানং নরমহমন্নমেব ভক্ষয়ামি তমনর্থভাজং করোমীত্যর্থঃ। ৭

দ্বে দেবানভাজয়দিতি মন্ত্রপদম্। যে দ্বে অন্নে সৃষ্ট্বা দেবানভাজয়ৎ, কে তে দ্বে? ইতি, উচ্যতে,—হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ। হুতমিত্যগ্নৌ হবনম্, প্রহুতং হুত্বা বলিহরণম্। যস্মাৎ দ্বে এতে অন্নে হুত-প্রহুতে দেবানভাজয়ৎ পিতা, তস্মাদেতর্হি অপি গৃহিণঃ কালে দেবেভ্যো জুহ্বতি, দেবেভ্য ইদমন্নমস্মাভির্দ্দীয়মানমিতি মন্বানাঃ জুহ্বতি, প্রজুহ্বতি চ—হুত্বা বলিহরণঞ্চ কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ। অথো অপ্যন্য আহুঃ—দ্বে অন্নে পিত্রা দেবেভ্যঃ প্রত্তে, ন হুত-প্রহুতে, কিং তর্হি? দর্শপূর্ণমাসাবিতি। দ্বিত্বশ্রবণাবিশেষাদত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ হুত-প্রহুতে ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ। ৮

মন্ত্রান্তরমাদায়াকাঙ্ক্ষাদ্বারা ব্রাহ্মণমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—দ্বে দেবানিত্যাদিনা। হুতপ্রহুতয়োর্দ্দেবান্নত্বে সম্প্রতিতনমনুষ্ঠানমনুকূলয়তি—যস্মাদিতি। পক্ষান্তরমুপন্যস্য ব্যাকরোতি—অথো

ইতি। যদি দর্শপূর্ণমাসৌ দেবান্নে, কথং তর্হি হুতপ্রহুতে ইতি পক্ষস্ত প্রাপ্তিস্তত্রাহ—দ্বিত্বেতি। ৮

যদ্যপি দ্বিত্বং হুতপ্রহুতয়োঃ সম্ভবতি, তথাপি শ্রৌতয়োরেব তু দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবান্নত্বং প্রসিদ্ধতরম্, মন্ত্রপ্রকাশিতত্বাৎ। গুণপ্রধানপ্রাপ্তৌ চ প্রধানে প্রথমতরাবগতিঃ; দর্শপূর্ণমাসয়োশ্চ প্রাধান্যং হুত-প্রহুতাপেক্ষয়া; তস্মাৎ তয়োরেব গ্রহণং যুক্তম্—দ্বে দেবানভাজয়দিতি। যস্মাদ্দেবার্থমেতে পিত্রা প্রকৢপ্তে দর্শপূর্ণমাসাখ্যে অন্নে, তস্মাৎ তয়োর্দ্দেবার্থত্বাবিঘাতায় ন ইষ্টিযাজুকঃ ইষ্টিযজনশীলঃ। ইষ্টিশব্দেন কিল কাম্যা ইষ্টয়ঃ; শাতপথী ইয়ং প্রসিদ্ধিঃ; তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়প্রয়োগাৎ কাম্যেষ্টিযজনপ্রধানো ন স্যাদিত্যর্থঃ। ৯

তর্হি দ্বে দেবানিতি শ্রুতদ্বিত্বস্য হুতপ্রহুতয়োরপি সম্ভবাৎ প্রথমপক্ষস্য পূর্ব্বপক্ষত্বমত আহ—যদ্যপীতি। প্রসিদ্ধতরত্বে হেতুমাহ—মন্ত্রেতি। 'অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামাগ্নিরিদং হবিরজুষত' ইত্যাদিমন্ত্রেষু দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবান্নত্বস্য প্রতিপন্নত্বাদিতি যাবৎ। ইতশ্চ দর্শপূর্ণমাসয়োরেব দেবান্নত্বমিতি বক্তুং সামান্যন্যায়মাহ—গুণেতি। গুণপ্রধানয়োরেকত্র সাধারণশব্দাৎ প্রাপ্তৌ সত্যাং প্রথমতরা প্রধানে ভবত্যবগতির্গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয় ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। অস্ত্বেবং, প্রস্তুতে কিং জাতং, তদাহ—দর্শপূর্ণমাসয়োশ্চেতি। তয়োর্নিরপেক্ষশ্রুতিদৃষ্টতয়া সাপেক্ষস্মৃতিসিদ্ধ-হুতাদ্যপেক্ষয়া প্রাধান্যং সিদ্ধং, তথা চ প্রধানয়োস্তয়োরিতরয়োশ্চ গুণয়োরেকত্র প্রাপ্তৌ প্রধানয়োরেব দ্বে দেবানিতি মন্ত্রেণ গ্রহো যুক্তিমানিত্যর্থঃ।

দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবান্নত্বে সমনন্তরনিষেধবাক্যমনুকূলয়তি—যস্মাদিতি। ইষ্টিযজনশীলো ন স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। ননু তদ্যজনশীলত্বাভাবে কৃতো দর্শপূর্ণমাসয়োর্দ্দেবার্থত্বং, ন হি তাবন্নিষ্পন্নৌ তদর্থাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইষ্টিশব্দেনেতি। কিং পুনরস্মিন্ বাক্যে কাম্যেষ্টিবিষয়ত্বমিষ্টিশব্দস্যেত্যত্র নিয়ামকং, তত্র কিলশব্দসূচিতাং পাঠকপ্রসিদ্ধিমাহ—শাতপথীতি। কাম্যেষ্টীনামনুষ্ঠাননিষেধে স্বর্গকামবাক্যবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাচ্ছীল্যেতি। তত্র বিহিতস্তাচ্ছীলিক-প্রত্যয়স্তস্যাত্র প্রয়োগাৎ কাম্যেষ্টিযজনপ্রধানত্বমিহ নিষিধ্যতে, তচ্চ দেবপ্রধানয়োর্দর্শপূর্ণমাসয়োরবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বসিদ্ধ্যর্থং, ন তু তাঃ স্বতো নিষিধ্যন্তে, তন্ন স্বর্গকামবাক্যবিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। ৯

পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি—যৎ পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ পিতা, কিং পুনস্তদন্নম্? তৎ পয়ঃ। কথং পুনরবগম্যতে পশবোঽস্যান্নস্য স্বামিনঃ? ইতি, অত আহ—পয়ো হি অগ্রে প্রথমং যস্মাৎ মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চ পয় এবোপজীবন্তীতি, উচিতং হি তেষাং তদন্নম্, অন্যথা কথং তদেবাগ্রে নিয়মেনোপজীবেয়ুঃ। ১০

পশ্বন্নবিষয়ং মন্ত্রপদমাদায় প্রশ্নপূর্ব্বকং তদর্থং কথয়তি—পশুভ্য ইতি। পশূনাং পয়োঽন্নমিত্যেতদুপপাদয়িতুং পৃচ্ছতি—কথং পুনরিতি। পয়ো হীতি প্রতীকমুপাদায় ব্যাকরোতি—অগ্র ইতি। 'পশবো বিপাজস্তনুপাজস্ত' ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্য মনুষ্যাশ্চেত্যুক্তম্। উচিতং হীত্যত্র হিশব্দমাদর্শে, যথাদিত্যুপলক্ষ্যাৎ। উচিতত্বং ব্যতিরেকদ্বারা সাধয়তি—অন্যথেতি। ১০

কথমগ্রে তদেবোপজীবন্তীত্যুচ্যতে—মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চ যস্মাৎ তেনৈবান্নেন বর্ত্তন্তে অদ্যত্বেঽপি, যথা পিত্রা আদৌ বিনিয়োগঃ কৃতঃ; তস্মাৎ কুমারং বালং জাতং ঘৃতং বা ত্রৈবর্ণিকা জাতকর্ম্মণি জাতরূপসংযুক্তং প্রতিলেহয়ন্তি প্রাশয়ন্তি, স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি পশ্চাৎ পায়য়ন্তি যথাসম্ভবমন্যেষাম্; স্তনমেবাগ্রে ধাপয়ন্তি মনুষ্যেভ্যোঽন্যেষাং পশূনাম্। অথ বৎসং জাতমাহুঃ—কিয়ৎপ্রমাণো বৎসইতি?—এবং পৃষ্টাঃ সন্তঃ—অতৃণাদ ইতি—নাদ্যাপি তৃণমত্তি, অতীব বালঃ পয়সৈবাদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ১১

নিয়মেন প্রথমং পশূনাং তদুপজীবনমসম্প্রতিপন্নমিতি শঙ্কতে—কথমিতি—মনুষ্যবিষয়ে বা প্রশ্নস্তদিতরপশুবিষয়ে বেতি পৃচ্ছতি—উচ্যত ইতি। তত্রাদ্যমনুভবাবষ্টম্ভেন প্রত্যাচষ্টে—মনুষ্যাশ্চেতি। চকারো মনুষ্যমাত্রসংগ্রহার্থঃ। তেনৈব পয়সৈবেতি যাবৎ। ঘৃতং বেতি বাশব্দো বক্ষ্যমাণবিকল্পদ্যোতকঃ। জাতরূপং হেম, ত্রৈবর্ণিকেভ্যোঽন্যেষাং জাতকর্ম্মাভাবাদ্ যোগ্যতামনতিক্রম্য স্তনমেব জাতং কুমারং প্রথমং পায়য়ন্তীত্যাহ—যথাসম্ভবমিতি। যদ্বা তেষাং জাতকর্ম্মানধিকৃতানাং জাতং কুমারং ঘৃতং বা স্তনং বা প্রথমং পায়য়ন্তীতি যাবৎ। পশুবিষয়ং প্রশ্নং পশবশ্চেতি সূচিতসমাধানং প্রত্যাহ—স্তনমেবেতি। পশূনাং জাতং বৎসমিতি সম্বন্ধঃ। পশূনাং পয়োঽন্নমিত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—অথেতি। দ্বিপাৎপশ্বধিকারবিচ্ছেদার্থোঽথশব্দঃ। প্রতিবচনং ব্যাচষ্টে—নাদ্যাপীতি। ১১

যচ্চাগ্রে জাতকর্ম্মাদৌ ঘৃতমুপজীবন্তি, যচ্চেতরে পয় এব, তৎ সর্ব্বথাপি পয় এবোপজীবন্তি; ঘৃতস্যাপি পয়োবিকারত্বাৎ পয়স্ত্বমেব। কস্মাৎ পুনঃ সপ্তমং সৎ পশ্বন্নং চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যায়তে? কর্ম্মসাধনত্বাৎ; কর্ম্ম হি পয়ঃসাধনাশ্রয়মগ্নিহোত্রাদি; তচ্চ কর্ম্মসাধনং বিত্তসাধ্যং বক্ষ্যমাণস্যান্নত্রয়স্য সাধ্যস্য, যথা দর্শপূর্ণমাসৌ পূর্ব্বোক্তাবন্নে; অতঃ কর্ম্মপক্ষত্বাৎ কর্ম্মণা সহ পিণ্ডীকৃত্যোপদেশঃ; সাধনত্বাবিশেষাদর্থসম্বন্ধাদানন্তর্য্যমকারণমিতি চ। ব্যাখ্যানে প্রতিপত্তিসৌকর্য্যাচ্চ—সুখং হি নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাখ্যাতুং শক্যন্তেঽন্নানি, ব্যাখ্যাতানি চ সুখং প্রতীয়ন্তে। ১২

নম্বু যেষামগ্রে ঘৃতোপজীবিত্বমুপলভ্যতে, পয়স্তে নোপজীবন্তি, ঘৃতপয়সোর্ভেদাৎ, অতঃ পশ্বন্নত্বং পয়সো ভাগাসিদ্ধমত আহ—যচ্চেতি। নম্বু ঘৃতমুপজীবন্তোঽপি পয় এবোপজীবন্তীত্যযুক্তং, তদ্ভেদস্যোক্তত্বাৎ, তত্রাহ—ঘৃতস্যাপীতি। মন্ত্রপাঠক্রমমতিক্রম্য পশ্বন্নে ব্যাখ্যাতে প্রত্যবতিষ্ঠতে—কস্মাদিতি। যে দেবানভাজয়দিতি ব্যাখ্যাতে সাধনে সাধনত্বাবিশেষাৎ পয়োঽপি বুদ্ধিস্থমিত্যর্থক্রমমাশ্রিত্য পরিহরতি—কর্ম্মেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—কর্ম হীতি। যদ্যপি পয়োরূপং সাধনমাশ্রিত্য কর্ম্ম প্রবৃত্তং, তথাপি দর্শপূর্ণমাসানন্তর্যাং কথং পয়সঃ সিধ্যতি, তত্রাহ—তচ্চেতি। বিত্তেন পয়সা সাধ্যং কর্ম্মান্নত্রয়স্য সাধনমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। পূর্ব্বোক্তৌ দর্শপূর্ণমাসৌ

যে দেবান্নে বক্ষ্যমাণস্যান্নত্রয়স্য যথা সাধনং, তথা পয়সোঽপ্যগ্নিহোত্রাদি দ্বারা তৎসাধনত্বাৎ কর্ম্মকোটিনিবিষ্টত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানানন্তর্য্যং পয়োব্যাখ্যানস্য যুক্তমিত্যর্থঃ।

পাঠক্রমস্তর্হি কথমিত্যাশঙ্ক্যার্থক্রমেণ তদ্বাধমভিপ্রেত্যাহ—সাধনত্বেতি। আনন্তর্য্যং পাঠক্রমঃ। অকারণত্বমবিবক্ষিতত্বম্। পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাৎ, তেনেতরস্য বাধ্যত্বমিত্যেতৎ প্রথমে তন্নে স্থিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—ইতি চেতি। পশ্বন্নস্য চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যানে হেত্বন্তরমাহ—ব্যাখ্যান ইতি। ব্যাখ্যানসৌকর্য্যং সাধয়তি—সুখং হীতি। প্রতিপত্তিসৌকর্য্যং প্রকটয়তি—ব্যাখ্যাতানীতি। চত্বারি সাধনানি, ত্রীণি সাধ্যানীতি বিভজ্যোক্তৌ বক্তৃশ্রোত্রোঃ সৌকর্য্যেণ ধীর্ভবতি, ততশ্চ পাঠক্রমাতিক্রমঃ শ্রেয়ানিত্যর্থঃ। ১২

'তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন' ইতি, অস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—তস্মিন্ পশ্বন্নে পয়সি, সর্ব্বমধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবলক্ষণং কৃৎস্নং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি প্রাণচেষ্টাবৎ, যচ্চ ন—স্থাবরং শৈলাদি। তত্র হি-শব্দেনৈব প্রসিদ্ধাবদ্যোতকেন ব্যাখ্যাতম্। কথং পয়োদ্রব্যস্য সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাত্বম্? কারণত্বো-পপত্তেঃ; কারণত্বঞ্চ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসমবায়িত্বম্; অগ্নিহোত্রাদ্যাহুতিবিপরি-ণামাত্মকঞ্চ জগৎ কৃৎস্নমিতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ শতশো ব্যবস্থিতাঃ; অতো যুক্তমেব হি-শব্দেন ব্যাখ্যানম্॥ ১৩

পশ্বন্নস্য সর্ব্বাধিষ্ঠানবিষয়ঃ মন্ত্রমবতার্য্য প্রশ্নপূর্ব্বকং তদীয়ং ব্রাহ্মণং ব্যাচষ্টে—তস্মিন্নিত্যাদিনা। মন্ত্রাদ্ভেদো ব্রাহ্মণে ন প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। পয়সি হীতি ব্রাহ্মণে হি-শব্দস্য প্রসিদ্ধাবদ্যোতকত্বমস্তি। তেন চ হেতুনা হি-শব্দেন তস্মিন্নিত্যাদিকং মন্ত্রপদং ব্যাখ্যাতমিতি যোজনা।

মন্ত্রার্থস্য লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্ন প্রসিদ্ধাবদ্যোতিনা হিশব্দেন ব্যাখ্যানং যুক্তমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। কার্য্যং কারণে প্রতিষ্ঠিতমিতি ন্যায়েন বৈদিকীং প্রসিদ্ধিমাদায় সমাধত্তে—কারণত্বেতি। পয়সো দ্রবদ্রব্যমাত্রস্য কুতঃ সর্ব্বজগৎকারণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কারণত্বং চেতি। তৎসমবায়িত্বেঽপি কুতো জগতঃ কারণতেত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নিহোত্রাদীতি। 'তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতস্তে অন্তরিক্ষমাবিশতঃ' ইত্যাদয়ঃ শ্রুতিবাদা দ্যুপর্জ্জন্যব্রীহ্যাদিক্রমেণাগ্নি-হোত্রাহুত্যোপর্ভাকারপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি।—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদাঃ। পয়সি হীত্যাদি ব্রাহ্মণমুপসংহরতি—অত ইতি। পয়সঃ সর্ব্বজগদা-ধারত্বস্য শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাদিতি যাবৎ। ১৩

যত্তদ্ব্রাহ্মণান্তরেষ্বিদমাহুঃ—সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি; সংবৎসরেণ কিল ত্রীণি ষষ্টিশতান্যাহুতীনাং সপ্ত চ শতানি বিংশতিশ্চেতি যাজুষ্মতীরিষ্টকা অভিসম্পদ্যমানাঃ সংবৎসরস্য চাহোরাত্রাণি, সংবৎসরমগ্নিং প্রজা-

পতিমাপ্নুবন্তি; এবং কৃত্বা সংবৎসরং জুহ্বদপজয়তি পুনর্মৃত্যুম্—ইতঃ প্রেত্য দেবেষু সম্ভূতঃ পুনর্ন ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ—ইত্যেবং ব্রাহ্মণবাদা আহুঃ। ১৪

সর্ব্বং পয়সি প্রতিষ্ঠিতমিতি বিধিৎসিতদর্শনস্তুতয়ে শাখান্তরীয়মতং নিন্দিতুমুত্থাবয়তি—যত্তদিতি। ন কেবলেন কর্ম্মণা মৃত্যুজয়ঃ কিন্তু দর্শনসহিতেনেতি দর্শয়িতুমগ্নিহোত্রাহুতিষু সংখ্যাং কথয়তি—সংবৎসরেণেতি। উক্তাহুতিসংখ্যায়াং সম্বৎসরাবচ্ছিন্নায়ামগ্নিহোত্রবিদাং সম্প্রতিপত্ত্যর্থং কিলেত্যুক্তম্। নমু প্রত্যহং সায়ং প্রাতশ্চেত্যাহুতী যে বিদ্যেতে, তৎ কথমাহুতীনাং ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণি শতানি সম্বৎসরেণ ভবন্তি, তত্রাহ—সপ্ত চেতি। প্রত্যেকমহোরাত্রাবচ্ছিন্নাহুতিপ্রয়োগাণামেকস্মিন্ সম্বৎসরে পূর্ব্বোক্তা সংখ্যা, তত্রৈব প্রয়োগার্দ্ধানাং বিংশত্যধিকা সপ্তশতরূপা সংখ্যেতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ। আহুতীনাং সংখ্যামুক্ত্বা তাসু যাজুষ্মতীনামিষ্টকানাং দৃষ্টিমাহ—যাজুষ্মতীরিতি। তাসামপি ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণি শতানি সংখ্যয়া ভবন্তি, তথা চ প্রত্যহমাহুতীরভিনিষ্পদ্যমানাঃ সংখ্যাসামান্যেন যাজুষ্মতীরিষ্টকাশ্চিন্তয়েদিত্যর্থঃ। আহুতিময়ীনামিষ্টকানাং সম্বৎসরাবয়বাহোরাত্রেষু সংখ্যাসামান্যেদৈব দৃষ্টিমথাচষ্টে—সংবৎসরস্যেতি। তান্যপি ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণি শতানি প্রসিদ্ধানি, তথা চ তেষু যথোক্তেষ্টিকাদৃষ্টিঃ শ্লিষ্টেত্যর্থঃ। চিতোঽগ্নৌ সম্বৎসরাত্মপ্রজাপতিদৃষ্টিমাহ—সংবৎসরমিতি। যঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিস্তং চিত্যমগ্নিং বিদ্বাংসঃ সম্পাদয়ন্তি। অহোরাত্রেষ্টকাদ্বারা তয়োঃ সংখ্যাসামান্যাদিত্যর্থঃ।

দৃষ্টিমনূদ্য ফলং দর্শয়তি—এবমিতি। উক্তসংখ্যাসামান্যেনাগ্নিহোত্রাহুতীরগ্ন্যবয়বভূতযাজুষ্মতীসংজ্ঞকেষ্টকাঃ সম্পাদ্য তদ্রূপেণাহুতীর্ধ্যায়ন্নাহুতিময়ীশ্চেষ্টকাঃ সংবৎসরাবয়বাহোরাত্রাণি তেনৈব সম্পাদ্য পুরুষনাড়ীষু সংখ্যাসামান্যেন তন্নাড়ীস্তান্যেবাহোরাত্রাণ্যাপাদ্য তদ্রূপেণাহুতীরিষ্টকা নাড়ীশ্চানুসন্দধানো নাড্যহোরাত্রযাজুষ্মতীদ্বারা পুরুষসম্বৎসরচিত্যানাং সমত্বমাপাদ্যাহমগ্নিঃ সম্বৎসরাত্মা প্রজাপতিরেবেতি ধ্যায়ন্নগ্নিহোত্রং পয়সা সম্বৎসরং জুহ্বদ্বিদ্যয়া সহিতহোমবশাৎ প্রজাপতিং সম্বৎরাত্মকং প্রাপ্য মৃত্যুমপজয়তীত্যর্থঃ। ১৪

ন তথা বিদ্যাৎ ন তথা দ্রষ্টব্যম্; যদহরেব জুহোতি, তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়তি, ন সংবৎসরাভ্যাসমপেক্ষতে। এবং বিদ্বান্ সন্—যদুক্তং—পয়সি হীদং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং পয় আহুতিবিপরিণামাত্মকত্বাৎ সর্ব্বস্যেতি; তৎ—একেনৈবাহ্না জগদাত্মত্বং প্রতিপদ্যতে, তদুচ্যতে—অপজয়তি পুনর্মৃত্যুং পুনর্ম্মরণম্ সকৃৎ মৃত্বা বিদ্বান্ শরীরেণ বিযুজ্য সর্ব্বাত্মা ভবতি, ন পুনর্মরণায় পরিচ্ছিন্নং শরীরং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। ১৫

একীয়মতমুপসংহৃত্য তন্নিন্দাপূর্ব্বকং মতান্তরমাহ—ইত্যেবমিত্যাদিনা। এবং বিদ্বানিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—যদুক্তমিতি। তত্রৈব বিদ্বানেকাহোরাত্রাবচ্ছিন্নাহুতিমাত্রেণ জগদ্রূপং প্রজাপতিং প্রাপ্য মৃত্যুমপজয়তীত্যাহ—তদেকেনেতি। উক্তেঽর্থে শ্রুতিমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদুচ্যত ইতি। ১৫

কঃ পুনর্হেতুঃ, সর্ব্বাত্মাপ্ত্যা মৃত্যুমপজয়তীতি? উচ্যতে—সর্ব্বং সমস্তং হি যস্মাৎ দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽন্নাত্তমন্নমেব তদাদ্যঞ্চ সায়ং প্রাতরাহুতিপ্রক্ষেপেণ

প্রযচ্ছতি ; তদ্যুক্তং সর্ব্বমাহুতিময়মাত্মানং কৃত্বা সর্ব্বদেবাত্মরূপেণ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈরেকাত্মভাবং গত্বা সর্ব্বদেবময়ো ভূত্বা পুনর্ন ম্রিয়ত ইতি। অথৈতদপ্যুক্তং ব্রাহ্মণেন—"ব্রহ্ম বৈ স্বয়ম্ভু তপোঽতপ্যত, তদৈক্ষত, ন বৈ তপস্যানন্ত্যমস্তি, হন্তাহং ভূতেষ্বাত্মানং জুহবানি ভূতানি চাত্মনীতি, তৎ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা ভূতানি চাত্মনি সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যৈৎ" ইতি ॥ ১৬

সর্ব্বং হীত্যাদিহেতুবাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—কঃ পুনরিত্যাদিনা। যথোক্তদর্শনবশাদেকস্যৈবাহুত্যা মৃত্যুমপজয়তীত্যত্র ব্রাহ্মণান্তরং সংবাদয়তি—অথেতি। যথা সংবৎসরমিত্যাদ্যুক্তং, তথা যদহরেবেত্যাদ্যপি ব্রাহ্মণান্তরে সূচিতমিত্যর্থঃ। ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভভাবী জীবঃ স্বয়ম্ভুঃ, পরস্যৈব তদাত্মনাবস্থানাত্তপোঽতপ্যত কর্ম্মাণ্যন্বতিষ্ঠৎ। যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ন্যায়েন কর্ম্মনিন্দাপ্রকারমাহ—তদৈক্ষতেতি। কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকং তস্যোপাসনামুপদিশতি—হন্তেতি। উপাসনামনূদ্য সমুচ্চয়ফলং কথয়তি—তৎ সর্ব্বেষ্বিতি। শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি রাজকুমারবদস্বাতন্ত্র্যমাশঙ্ক্যাহ—স্বারাজ্যমিতি। অধিষ্ঠায় পালয়িতৃত্বমাধিপত্যম্। ১৬

কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদেতি। যদা পিত্রান্নানি সৃষ্ট্বা সপ্ত পৃথক্ পৃথগ্‌ভোক্তৃভ্যঃ প্রত্তানি, তদাপ্রভৃত্যেব তৈর্ভোক্তৃভিরদ্যমানানি তন্নিমিত্তত্বাত্তেষাং স্থিতেঃ—সর্ব্বদা নৈরন্তর্য্যেণ ; কৃতক্ষয়োপপত্তেশ্চ যুক্তস্তেষাং ক্ষয়ঃ ; ন চ তানি ক্ষীয়মাণানি, জগতোঽবিভ্রষ্টরূপেণৈবাবস্থানদর্শনাৎ ; ভবিতব্যঞ্চাক্ষয়কারণেন ; তস্মাৎ কস্মাৎ পুনস্তানি ন ক্ষীয়ন্তে ইতি প্রশ্নঃ। ১৭

পঞ্চমে ব্যাখ্যাতে প্রশ্নরূপং মন্ত্রপদমাদত্তে—কস্মাদিতি। ননু চত্বার্য্যন্নানি ব্যাখ্যাতানি, ত্রীণি ব্যাচিখ্যাসিতানি, তেষব্যাখ্যাতেষু কস্মাদিত্যাদিপ্রশ্নঃ কস্মাদিত্যাশঙ্ক্য সাধনেষূক্তেষু সাধ্যানামপি তেষামর্থাদুক্তত্বমস্তীত্যভিপ্রেত্য প্রশ্নপ্রবৃত্তিং মন্বানো ব্যাচষ্টে—যদেতি। সর্ব্বদেত্যস্য ব্যাখ্যা নৈরন্তর্য্যেণেতি। অন্নানাং যদা ভোক্তৃভিরদ্যমানত্বে হেতুমাহ—তন্নিমিত্তত্বাদিতি। ভোক্তৃণাং স্থিতেরন্ননিমিত্তত্বাত্তৈঃ সদাদ্যমানানি তানি যবপূর্ণকুসূলবত্তবস্তি ক্ষীণানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ জ্ঞানকর্ম্মফলত্বাদন্নানাং যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ন্যায়েন ক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যাহ—কৃতেতি। অস্তু তর্হি তেষাং ক্ষয়ঃ নেত্যাহ—ন চেতি। ভবতু তর্হি স্বভাবাদেব সপ্তান্নাত্মকস্য জগতোঽক্ষীণত্বং, নেত্যাহ—ভবিতব্যং চেতি। স্বভাববাদস্যাতিপ্রসঙ্গিত্বাদিত্যর্থঃ। প্রশ্নং নিগময়তি—তস্মাদিতি। ১৭

তস্যেদং প্রতিবচনম্—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ। যথাসৌ পূর্ব্বমন্নানাং স্রষ্টাসীৎ পিতা মেধয়া জায়াদিসম্বন্ধেন চ পাঙ্‌ক্তকর্ম্মণা ভোক্তা চ, তথা যেভ্যো দত্তান্যন্নানি, তেঽপি তেষামন্নানাং ভোক্তারোঽপি সন্তঃ পিতর এব—মেধয়া তপসা চ যতো জনয়ন্তি তান্যন্নানি। তদেতদভিধীয়তে—পুরুষো বৈ যোঽন্নানাং ভোক্তা, সঃ অক্ষিতিরক্ষয়হেতুঃ। কথমস্যাক্ষিতিত্বমিত্যুচ্যতে—স হি যস্মাদিদং ভুজ্যমানং সপ্তবিধং কার্য্যকরণলক্ষণং ক্রিয়াফলাত্মকং পুনঃ পুনর্ভূয়োভূয়ো জনয়তে উৎপাদ-

য়তি, ধিয়া ধিয়া তত্তৎকালভাবিন্যা তয়া তয়া প্রজ্ঞয়া, কর্ম্মভিশ্চ বাঙ্মনঃকায়চেষ্টিতৈঃ ; যৎ যদি হ—যদ্যেতৎ সপ্তবিধমন্নমুক্তং ক্ষণমাত্রমপি ন কুর্য্যাৎ প্রজ্ঞয়া কর্ম্মভিশ্চ, ততো বিচ্ছিদ্যেত ভুজ্যমানত্বাৎ সাতত্যেন ক্ষীয়েত হ। তস্মাদ্‌যথৈবায়ং পুরুষো ভোক্তা অন্নানাং নৈরন্তর্য্যেণ যথাপ্রজ্ঞং যথাকর্ম্ম চ করোত্যপি ; তস্মাৎ পুরুষোঽক্ষিতিঃ, সাতত্যেন কর্ত্তৃত্বাৎ ; তস্মাদ্ভুজ্যমানান্যপি অন্নানি ন ক্ষীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

প্রতিবচনমাদায় ব্যাচষ্টে—তস্যেত্যাদিনা। তেষাং পিতৃত্বে হেতুমাহ—,মেধয়েতি। ভোগকালেঽপি বিহিতপ্রতিষিদ্ধজ্ঞানকর্ম্মসম্ভবাৎ প্রবাহরূপেণান্নাক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তত্র প্রতিজ্ঞাভাগমুপাদায়াক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি। হেতুভাগমুত্থাপ্য বিভজতে—কথমিত্যাদিনা। তস্মাত্তদক্ষয়ঃ সম্ভবতি প্রবাহাত্মনেতি শেষঃ। উক্তহেতুং ব্যতিরেকদ্বারোপপাদয়িতুং যদ্ধৈতদিত্যাদি বাক্যং, তদ্ব্যাচষ্টে—যদিতি। অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধং হেতুং নিগময়তি—তস্মাদিতি। তথা যথাপ্রজ্ঞমিতি পঠিতব্যম্। সাধ্যং নিগময়তি—তস্মাদিতি। অক্ষয়হেতৌ সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদভুজ্যমানানীতি। ১৮

অতঃ প্রজ্ঞাক্রিয়ালক্ষণপ্রবন্ধারূঢ়ঃ সর্ব্বো লোকঃ সাধ্যসাধনলক্ষণঃ ক্রিয়াফলাত্মকঃ সংহতানেকপ্রাণিকর্ম্মবাসনাসন্তানাবষ্টব্ধত্বাৎ ক্ষণিকোঽশুদ্ধোঽসারো নদীস্রোতঃ-প্রদীপসন্তানকল্পঃ কদলীস্তম্ভবদসারঃ ফেনমায়ামরীচ্যম্ভঃ-স্বপ্নাদিসমঃ তদাত্মগতদৃষ্টীনামবিকীর্য্যমাণোঽনিত্যঃ সারবানিব লক্ষ্যতে ; তদেতদ্বৈরাগ্যার্থমুচ্যতে—ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভিঃ, যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ, ক্ষীয়েত হেতি—বিরক্তানাং হি অস্মাদ্ ব্রহ্মবিদ্যা আরব্ধব্যা চতুর্থপ্রমুখেনেতি ॥ ১৯

ধিয়া ধিয়েত্যাদিশ্রুতেঃ স হীদমিত্যত্রোক্তং পরিহারং প্রপঞ্চয়ন্ত্যাঃ সপ্তবিধান্নস্য কার্য্যত্বাৎ প্রতিক্ষণধ্বংসিত্বেঽপি পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণত্বাৎ প্রবাহাত্মনা তদচলং মন্দাঃ পশ্যন্তীত্যস্মিন্নর্থে তাৎপর্য্যমাহ—অত ইতি। প্রজ্ঞাক্রিয়াভ্যাং হেতুভ্যাং লক্ষ্যতে ব্যাবর্ত্ত্যতে—নিষ্পাদ্যতে যঃ প্রবন্ধঃ সমুদায়স্তদারূঢ়স্তদাত্মকঃ সর্ব্বো লোকশ্চেতনাচেতনাত্মকো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ সাধ্যত্বেন সাধনত্বেন চ বর্ত্তমানো জ্ঞানকর্ম্মফলভূতঃ ক্ষণিকোঽপি নিত্য ইব লক্ষ্যতে। তত্র হেতুঃ—সংহতেতি। সংহতানাং মিথঃ সহায়ত্বেন স্থিতানামনেকেষাং প্রাণিনামনন্তানি কর্ম্মাণি বাসনাশ্চ, তৎসন্তানেনাবষ্টব্ধত্বাদ্দৃঢ়ীকৃতত্বাদিতি যাবৎ। প্রাতীতিকমেব সংসারস্য স্থৈর্য্যং ন তাত্ত্বিকমিতি বক্তুং বিশিনষ্টি—নদীতি। অসারোঽপি সারবত্ত্বাতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—কদলীতি। অশুদ্ধোঽপি শুদ্ধবত্তাতীত্যত্রোদাহরণমাহ—মায়েত্যাদিনা। অনেকোদাহরণং সংসারস্যানেকরূপত্বদ্যোতনার্থম্। কেষাং পুনরেষ সংসারোঽন্যথা ভাতীত্যপেক্ষায়াং সংসারায় পরাগ্‌দৃশামিতি ব্যাচষ্টেনাহ—তদাত্মেতি। কিমিতি প্রতিক্ষণপ্রধ্বংসি জগদিতি শ্রুত্যোচ্যতে, তত্রাহ—তদেতদিতি। বৈরাগ্যমপি কুত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ—বিরক্তানাং হীতি। ইতি বৈরাগ্যমর্থবদিতি শেষঃ। ১৯

যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি। বক্ষ্যমাণান্যপি ত্রীণ্যন্নান্যস্মিন্নবসরে ব্যাখ্যা-

তান্যেবেতি কৃত্বা তেষাং যাথাত্ম্যবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রিয়তে—যো বৈ এতামক্ষিতি-মক্ষয়হেতুং যথোক্তং বেদ—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভিঃ, যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ, ক্ষীয়েত হেতি—সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেত্যস্যার্থ উচ্যতে—মুখং মুখ্যত্বং প্রাধান্যমিত্যেতৎ, প্রাধান্যেনৈবান্নানাং পিতুঃ পুরুষস্যা-ক্ষিতিত্বং যো বেদ, সোঽন্নমত্তি, নান্নং প্রতি গুণভূতঃ সন্, যথা অজ্ঞঃ, ন তথা বিদ্বান্, অন্নানামাত্মভূতো ভোক্তৈব ভবতি, ন ভোজ্যতামাপদ্যতে। স দেবান্ অপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতি—দেবানপিগচ্ছতি দেবাত্মভাবং প্রতিপদ্যতে, ঊর্জ্জমমৃতঞ্চোপজীবতীতি যদুক্তং, সা প্রশংসা, নাপূর্ব্বার্থোঽন্যোঽস্তি ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

পুরুষোঽন্নানামক্ষয়হেতুরিত্যুপপাদ্য তজ্জ্ঞানমনূদ্য তৎফলমাহ—যো বৈতামিত্যাদিনা। যথোক্তমনুবদতি—পুরুষ ইতি। ফলবিষয়ং মন্ত্রপদমুপাদায় তদীয়ং ব্রাহ্মণমবতার্য্য ব্যাকরোতি—সোঽন্নমিত্যাদিনা। যথোক্তোপাসনবতো যথোক্তং ফলম্। প্রাধান্যেনৈব সোঽন্নমত্তীতি সম্বন্ধঃ। বিদুষোঽন্নং প্রতি গুণত্বাভাবে হেতুমাহ—অন্নানামিতি। উক্তমর্থং প্রতিগৃহ্ণাতি—ভোক্তৈবেতি। প্রশস্তিসিদ্ধয়ে প্রপঞ্চয়তি—স দেবানিত্যাদিনা ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'যৎ সপ্ত অন্নানি' ইত্যাদি। 'যৎ'পদটি 'অজনয়ৎ' ক্রিয়ার বিশেষণ; 'মেধা' অর্থ—জ্ঞান, এবং 'তপঃ' অর্থ—কর্ম্ম; এখানে জ্ঞান ও কর্ম্মেরই প্রসঙ্গ চলিতেছে; এইজন্য জ্ঞান ও কর্ম্মই মেধা ও তপঃ শব্দের অর্থ; কিন্তু অন্যপ্রকার মেধা ও তপস্যা অর্থ নহে; কারণ, এখানে তাহাদের কোনই প্রসঙ্গ নাই। জায়াদি-লাভের উপায়স্বরূপ পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম [পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে], এবং পরেও "য এবং বেদ" বলিয়া জ্ঞানের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে; অতএব এখানে লোকপ্রসিদ্ধ মেধা ও তপস্যার আশঙ্কা করা উচিত হয় না। অতএব, পিতা জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা যে সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন, 'সে সমুদয় প্রকাশ করিব' এইরূপ বাক্যশেষ পূরণ করিয়া লইতে হইবে।

উক্ত মন্ত্রসমূহের অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকায়; সহজে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয় না; এই কারণে ব্রাহ্মণ (উপনিষদ্ভাগ) দয়া করিয়া নিজেই সেই মন্ত্রার্থ-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন (১)।

(১) বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—(১) মন্ত্র, ও (২) ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের অধিকাংশই কর্ম্মবিধায়ক ও কর্ম্মে বিনিযুক্ত; আর ব্রাহ্মণভাগের অধিকাংশই মন্ত্রার্থপ্রকাশনে ও জ্ঞানোপদেশে প্রবৃত্ত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরাই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; এইজন্য বেদেরও, যে অংশ মন্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, সে অংশকে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এখানেও এই দ্বিতীয় শ্রুতিতে প্রথমোক্ত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা রহিয়াছে; এইজন্য ভাষ্যকার ইহাকে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে উল্লিখিত করিয়াছেন।

তন্মধ্যে “যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা” এই মন্ত্রের অর্থ কি? বলা হইতেছে—প্রসিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হি-শব্দেই উত্তর-প্রদানের কথা বলিয়া দিতেছে; অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মন্ত্র-সমূহের অর্থ ত প্রসিদ্ধই আছে। আর “যৎ অজনয়ৎ” (তিনি যে উৎপাদন করিয়াছিলেন,) এই বাক্যটিও অনুবাদাকারে প্রযুক্ত হইয়াছে; [প্রসিদ্ধের পুনরুল্লেখকে অনুবাদ বলে।] সুতরাং তাহা দ্বারাও ইহার প্রসিদ্ধত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে (১); এই কারণে উক্ত ব্রাহ্মণ-শ্রুতি নিঃশঙ্কভাবেই বলিয়াছেন—“মেধয়া হি তপসা অজনয়ৎ পিতা” ইতি। ১

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এ কথাটী প্রসিদ্ধার্থক কিসে? হাঁ, বলা হইতেছে—জায়া হইতে কর্ম্মপর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক-ফলের সাধন উক্ত হইয়াছে, পুরুষই সে সমুদায়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পিতা, “আমার জায়া হউক” ইত্যাদি বাক্যেও সে কথাই অভিহিত হইয়াছে; আর দৈব বিত্ত বিদ্যা, কর্ম্ম ও পুত্র, এই তিনটি যে, ফলস্বরূপ লোকসমূহের সৃষ্টি-সাধন, এ কথাও বলা হইয়াছে; এবং পরেও যাহা বলা হইবে, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে; অতএব “মেধয়া” ইত্যাদি কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। ২

ফলের উদ্দেশ্যেই যে, এষণা বা কামনার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও জগতে সুপ্রসিদ্ধ; আর জায়া প্রভৃতি বিষয়ই যে, এষণা বা এষণার বিষয়, এ কথাও “এতাবান্ বৈ কামঃ” এই বাক্যেই অভিহিত হইয়াছে, কেননা, ব্রহ্মবিদ্যালাভে সর্ব্বত্র একত্ব দর্শনলাভ অর্থাৎ একাত্মভাব দর্শন হইয়া থাকে; সুতরাং সেখানে আর কোন প্রকার কামনা হইতে পারে না; ইহা দ্বারা এ কথাও বলা হইল যে, স্বভাবসিদ্ধ আশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে; কেননা, স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে সকল অনিষ্ট ফল, কর্ম্ম-বিজ্ঞানই তাহার নিদান। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সাধ্য-সাধনভাবই অর্থাৎ শাস্ত্রেতে যে যে কর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে যে যে ফলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য-কারণভাবই শ্রুতির অভিপ্রেত, (কিন্তু অশাস্ত্রীয় সাধ্যসাধনভাব নহে); কারণ, ব্রহ্মবিদ্যার বিধান করাই যখন শ্রুতির অভিপ্রেত, তখন অশাস্ত্রীয় বিষয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদন করাও তাহার অবশ্যই অভিপ্রেত; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তাব্যক্তময় এই সমস্ত সংসারই অশুদ্ধ, অনিত্য,

(১) তাৎপর্য্য—প্রসিদ্ধ বিষয়ের প্রকাশক বাক্যকে ‘অনুবাদ’ বলে। আলোচ্য স্থলে কেবল সপ্তপ্রকার অন্নের উৎপাদন মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে বা কখন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই নাই; কাজেই ইহাকে একপ্রকার সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ বলা যাইতে পারে; এই জন্যই ভাষ্যকার এই কথাটীকে অনুবাদের তুল্য বলিয়াছেন।

সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন দুঃখময় এবং অবিদ্যার অধিকারভুক্ত; এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করা আবশ্যক; [কাজেই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যার জন্য বৈরাগ্য সমুৎপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত]। ৩

তন্মধ্যে এখন প্রথমতঃ অন্নসমূহের বিভাগক্রমে বিনিয়োগ বলা হইতেছে,—"একমস্ত সাধারণম্" এইটুকু হইল মন্ত্র-পদ (মন্ত্রাক্ষর), তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—এই মন্ত্রে 'ইহাই সামান্যতঃ ভোক্তৃগণের সাধারণ অন্ন' এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্নটী কি? [উত্তর—] সমস্ত প্রাণীরা প্রত্যহ এই যাহা ভক্ষণ করে, পিতা অন্ন সৃষ্টির পর ইহাকেই সাধারণ—সর্ব্বভোক্তার ভোজ্যরূপে নিরূপিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি, সর্ব্বপ্রাণীর স্থিতির হেতুভূত এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ এই অন্নেই একনিষ্ঠ হয়, এবংভূত সেই লোক পাপ—অধর্ম্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হয় না—পাপমুক্ত হয় না। জগতে তৎপরতা বা একনিষ্ঠা অর্থেও 'উপাসনা' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—'গুরুর উপাসনা করে' 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শরীর-পোষণ করাই যাহার অন্নভক্ষণের উদ্দেশ্য, কিন্তু অদৃষ্টজনক (পুণ্যোৎপাদক) কর্ম্মানুষ্ঠানে মনোযোগ নাই, এতাদৃশ লোক পাপ-বিমুক্ত হয় না]। এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে—'মোঘ—বিফল অন্ন লাভ করে' ইত্যাদি। স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—'কেবল আপনার জন্য অন্ন পাক করাইবে না', 'যে লোক ইহাদের (দেবগণের) উদ্দেশ্যে দান না করিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর'। 'ভ্রূণহা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণঘাতক (১) ব্যক্তিও তদীয় অন্নভক্ষক লাভ করিয়া পাপ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করে' ইত্যাদি। ৪

ভাল, পাপবিমুক্ত হয় না কেন? যেহেতু, ইহা হইতেছে পাপমিশ্রিত; কারণ, প্রাণিগণ যাহা ভোজন করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা সর্ব্বসাধারণের অবিভক্ত সম্পত্তি; সেই কারণেই ইহা মিশ্র বা অবিভক্ত ধন। দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কেহ একটি গ্রাস মুখমধ্যে নিক্ষেপ করে, তখনই তাহা অপরের পীড়াজনক হইয়া থাকে; কারণ, ঐ গ্রাসটি হইতেছে সর্ব্বভোজ্য অর্থাৎ সকলেরই ভোজনের যোগ্য; সেই গ্রাসের উপর সকলেই 'ইহা আমার হউক'

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'ভ্রূণহা' শব্দে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণহত্যাকারী বুঝিতে হইবে; শাস্ত্র বলিতেছেন—"বরিষ্ঠ-ব্রহ্মহা চৈব ভ্রূণহেত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, সে 'ভ্রূণহা' বলিয়া আখ্যাত হয়।

এইরূপ আশা করিয়া থাকে; অতএব পরপীড়া সমুৎপাদন না করিয়া একটী গ্রাসও গলাধঃকরণ করা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—'মনুষ্যগণের পাপ [অন্নাশ্রিত]' ইত্যাদি। ৫

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, গৃহস্থগণ প্রত্যহ যে, বৈশ্বদেব যাগে অন্ন প্রদান করিয়া থাকে; [ইহা হইতেছে সেই অন্ন]। বস্তুতঃ সে অর্থ ঠিক নহে; কারণ, 'বৈশ্বদেব' যজ্ঞে যে অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বপ্রাণিভোজ্য অন্নের ন্যায় তাহাতেও যে, সমস্ত ভোক্তার সাধারণ স্বত্ব আছে, ইহা ত প্রত্যক্ষতঃ পাওয়া যায় না; তাহার পর "যৎ ইদম্ অদ্যতে" বাক্যটিও ঐরূপ অর্থের পক্ষে অনুকূল হইতেছে না (২)। বিশেষতঃ বৈশ্বদেব-যজ্ঞীয় অন্নও যখন সর্ব্বপ্রাণীর ভুজ্যমান অন্নেরই অন্তর্গত, তখন কুক্কুর ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণযোগ্য অন্নেরই গ্রহণ করা উচিত; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেবযজ্ঞাঙ্গ অন্ন ছাড়াও কুক্কুর ও চণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্নের সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষবোধক 'ইদম্' শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্তই হয়। ৬

পক্ষান্তরে, এখানে সাধারণ অন্নবোধক অন্ন-শব্দে যদি সর্বপ্রাণিভোজ্য অন্ন গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় এই যে, পিতা ইহার সৃষ্টিও করেন নাই, এবং কাহারো জন্য বিনিয়োগও করেন নাই; অথচ অন্নমাত্রই যে, তাহার সৃষ্ট এবং প্রাণিবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ইহা সকলেরই অনুমোদিত। বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশ্বদেবনামক কর্ম্মানুষ্ঠাতার পাপস্পর্শ হওয়াও যুক্তিসঙ্গতও হয় না। আর বৈশ্বদেব যাগের যে, কোথাও নিষেধ আছে, তাহাও নহে; এবং মৎস্য-হিংসাদি কার্য্যের ন্যায় ইহা যে, স্বভাবতই নিন্দিত, তাহাও নহে; কারণ, শিষ্ট লোকেরা ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেব-যাগের অকরণে প্রত্যবায়েরও উল্লেখ আছে; অথচ অন্নশব্দের সর্ব্বসাধারণ অন্ন অর্থ করিলে 'যে লোক অতিথিগণকে অন্ন না দিয়া নিজে অন্ন ভক্ষণ করে, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি' এই মন্ত্রবচনানুসারে অত্রত্য প্রত্যবায়োক্তিও সুসঙ্গত হয়; অতএব অন্ন শব্দের সাধারণ অন্ন অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। ৭

'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ' ইতি মন্ত্র,—যে দুইটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া দেবগণের

(২) তাৎপর্য্য—'ইদম্' শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষগম্য বিষয় বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বৈশ্বদেব যজ্ঞে যে, সকল প্রাণীই অন্ন ভক্ষণ করে, ইহা ত প্রত্যক্ষ হয় না; কাজেই শ্রুতির "যৎ ইদম্ অদ্যতে" এই 'ইদম্' শব্দের অর্থ সঙ্গত হয় না, এই জন্য ভাষ্যকার বলিলেন যে, এ পক্ষে "যদিদমদ্যতে" বাক্যটিও অনুকূল হইতেছে না।

ভোগে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দুইটি অন্ন কি কি, তাহা বলা হইতেছে—তাহা হুত ও প্রহুত; হুত অর্থ—অগ্নিতে হোম করা, আর প্রহুত অর্থ—হোমানন্তর বলি বা উপহার প্রদান করা। যেহেতু, পিতা এই দুইটি অন্নদান করিয়াছিলেন; সেই হেতু এখনও গৃহস্থগণ উপযুক্ত সময়ে দেবগণের উদ্দেশ্যে হোম করিয়া থাকে,—'আমরা এই অন্ন দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি' মনে করিয়া আহুতি দিয়া থাকে, এবং হোমশেষে বলিপ্রদান করিয়া থাকে। অপরে বলেন, পিতা যে, দেবগণের উদ্দেশে দুইটি অন্ন দিয়াছিলেন, তাহা হুত ও প্রহুত নহে, তবে কি? না, সে দুইটি হইতেছে দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ। [দ্বে অন্নে এই] দ্বিত্ব-শ্রুতির কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায়ও [বুঝিতে হইবে,] হুত ও প্রহুতের উল্লেখ প্রাথমিক অর্থাৎ আপাত উত্তরমাত্র, (কিন্তু উহা প্রকৃত উত্তর নহে)। ৮

যদিও হুত-প্রহুত সম্বন্ধেও দ্বিত্বশ্রুতির উপপত্তি সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগেরই দেবান্নত্ব অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ; কারণ, মন্ত্রেই ঐরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে। আর মুখ্য ও গৌণ, উভয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনাস্থলে প্রথমেই মুখ্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে; এবং হুত ও প্রহুত অপেক্ষা দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের প্রাধান্যও আছে; অতএব "দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ" মন্ত্রে তদুভয়েরই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হয়। যেহেতু, পিতা এই দর্শ-পূর্ণমাসনামক অন্ন দুইটি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই হেতু যাহাতে সেই দুইটি অন্নের দেবভোগ্যত্ব ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য লোকে ইষ্টিযাজুক অর্থাৎ কাম্যযাগানুষ্ঠানে তৎপর হইবে না।—ইষ্টি শব্দের অর্থ কাম্য (ফলাভিলাষে অনুষ্ঠেয়) যাগ; শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে। যজ্ ধাতুর উত্তর 'তাচ্ছীল্য' প্রত্যয় ('উকঞ্') থাকায় বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞানুষ্ঠানকে প্রধান কর্তব্য মনে করিবে না। ৯

"পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎ" ইতি।—পিতা পশুগণের উদ্দেশ্যে যে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অন্নটি কি? সেই অন্ন—পয়স্ (দুগ্ধ)। ভাল, পশুগণ যে, এই অন্নের স্বামী বা অধিকারী, ইহা কিসে জানা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, মনুষ্য ও পশুগণ অগ্রে—ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথমেই দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া থাকে; এই দুগ্ধরূপ অন্নই তাহাদের অভ্যস্ত বা স্বাধ্য, নচেৎ প্রথমেই সকলে তাহা উপজীব্য (ভক্ষণীয়) করিবে কেন?। ১০

অগ্রে যে, তাহাই ভক্ষণ করে কেন, তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু, পিতা

প্রথমে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্য ও পশুগণ আজও ঠিক সেই রূপেই সেই অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে; সেই হেতু ত্রৈবর্ণিকগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) জাতকর্ম্মের সময় (১) নবজাত বালককে সুবর্ণসংযুক্ত ঘৃত লেহন করাইয়া থাকে—ভক্ষণ করাইয়া থাকে; যাহাদের জাতকর্ম্মে অধিকার নাই, তাহারাও যথাসম্ভব ঘৃত-প্রাশনের পরে বা অগ্রে স্তন্যপান করাইয়া থাকে; মনুষ্যেতর প্রাণিগণ অগ্রেই স্তন্যপান করাইয়া থাকে। এই কারণেই নবজাত পশুবৎসকে লক্ষ্য করিয়া—'এই বৎসটির বয়স কত?' জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, এটি 'অতৃণাদ' 'এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না, অর্থাৎ অতীব শিশু—কেবল দুগ্ধ দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে'। ১১

প্রথমে যে, জাতকর্ম্ম-সময়ে ঘৃত ভক্ষণ করে, এবং অপর সকলে যে, দুগ্ধ পান করে, ইহা দ্বারা তাহারা সর্ব্বতোভাবে দুগ্ধসেবনই করিয়া থাকে; কারণ, ঘৃত ত দুগ্ধেরই বিকার বা পরিণতি; সুতরাং উহাও দুগ্ধেরই অন্তর্ভূত। ভাল, পশুর অন্ন হইতেছে সপ্তম, তবে তাহাকে চতুর্থরূপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে কেন? [উত্তর—] যেহেতু, ইহা কর্ম্মসাধন অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্পত্তির সহায়; অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মগুলি সাধারণতঃ দুগ্ধরূপ সাধনসাপেক্ষ এবং বিত্তসাধ্য, সেই কর্ম্মই আবার পরবর্ত্তী ত্রিবিধ অন্নের সাধন, অর্থাৎ বিত্ত দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, এবং সেই কর্ম্ম দ্বারা আবার বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার অন্ন সমুৎপাদন করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত দর্শ-পূর্ণমাস নামক দুইটি অন্ন ইহার উদাহরণ। অতএব কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় কর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে; বিশেষতঃ ঘৃত ও দুগ্ধের কর্ম্মসাধনত্ব যখন তুল্য, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অতএব অর্থগত সান্নিধ্য অপেক্ষা পাঠলব্ধ আনন্তর্য্য বা সান্নিধ্য অনুপযোগী অর্থাৎ উপেক্ষণীয়। ব্যাখ্যা-সৌকর্য্যও ঐরূপ ক্রমলঙ্ঘনের অপর কারণ,—যাহার সঙ্গে যাহার পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে সে সমুদয়ের ব্যাখ্যা করিতেও সুবিধা হয়, কোন কষ্ট হয় না, এবং ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলে বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয়। ১২

"তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন" এই অংশের অর্থ কি, তাহা

(১) তাৎপর্য্য—'জাতকর্ম্ম' দশবিধসংস্কারের অন্যতম সংস্কার। পুত্র-সন্তান হইবামাত্র, পিতাকে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারে সদ্যোজাত শিশুকে প্রথমেই স্বর্ণপাত্রস্থ ঘৃত লেহন করাইতে হয়, পরে স্তন্যপান করাইতে হয়, ঘৃত ভোজনের পূর্ব্বে শিশুকে আর কিছুই খাইতে দিবে না।

বলা হইতেছে—যাহা প্রাণধারণ করে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণ-চেষ্টা করে, এবং যাহা প্রাণ ধারণের চেষ্টা করে না—স্থাবরপদার্থ—পর্ব্বতপ্রভৃতি, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সেই নিখিল জগৎই তাহাতে—দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত। যাহা বলা হইল, তাহা যে লোকপ্রসিদ্ধ, তাহা প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক হি-শব্দে সূচিত হইয়াছে। ভাল, পয়ঃ-দ্রব্যটি সর্ব্বজগতের আশ্রয় হয় কিরূপে? হাঁ, যে হেতু উহা কারণ; এখানে কারণ অর্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মনিষ্পাদক; এই নিখিল জগৎই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে প্রদত্ত আহুতির পরিণাম বা ফলস্বরূপ, ইহা শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের স্থিরতর সিদ্ধান্ত। অতএব হি-শব্দ দ্বারা উক্ত-প্রকার প্রসিদ্ধিখ্যাপন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। ১৩

অপরাপর ব্রাহ্মণেও এই কথাই বলিয়াছেন—সংবৎসরকাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্ম্মরণ জয় করে। অভিপ্রায় এই যে, এক বৎসরে অগ্নিহোত্রযাগের আহুতি হয়—তিন শত ষাট্, [আবার সায়ংকালের আহুতি ধরিলে সমষ্টি সংখ্যা হয়—] সাত শত কুড়ি। [যাজুষ্মতী যাগের আহুতিসংখ্যাও এতত্তুল্য; সুতরাং] সংবৎসরের দিন ও রাত্রি মিলিত হইয়া যাজুষ্মতী ইষ্টিস্বরূপ (যাগস্থানীয়) নিষ্পন্ন হয়; তাহারা সংবৎসরাত্মক অগ্নিসংজ্ঞক প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক এক বৎসর হোম করিলে পুনর্মৃত্যুকে জয় করে, অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া দেবলোকে জন্ম ধারণ করিয়া—পুনর্ব্বার আর মরে না, বেদের ব্রাহ্মণসমূহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। ১৪

কিন্তু এরূপ বুঝিবে না, অর্থাৎ এরূপ মনে করিবে না যে, যে দিনে হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্ম্মরণ জয় করে, আর সংবৎসরব্যাপী হোমের অপেক্ষা করে না। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান্ পুরুষ পুনর্ম্মরণ জয় করে। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত জগৎই আহুতির পরিণামস্বরূপ; সুতরাং সমস্ত জগৎই আহুতি-সাধন পয়োঽবস্থিত (দুগ্ধাশ্রিত); অতএব এক দিনেই অর্থাৎ একদিনমাত্র হোমেই সর্ব্বজগদাত্মভাব লাভ করিয়া থাকে, 'পুনর্ম্মরণ জয় করে' কথায় তাহাই বলা হইতেছে; অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ একবার মরিয়া—শরীরবিযুক্ত হইয়া সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্যু লাভ করিবার জন্য আর পরিচ্ছিন্ন (মনুষ্যাদি শরীর) গ্রহণ করে না। ১৫

সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তিতে যে, মৃত্যুকে জয় করা যায়, তাহার হেতু কি? বলিতেছি —যেহেতু, সে লোক সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতি-সমর্পণ দ্বারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে সমস্ত অন্নাত অর্থাৎ ভক্ষণীয় দ্রব্য প্রদান করে; অতএব ইহা যুক্তিযুক্তই

বটে যে, সমস্ত দেবতার অন্নরূপে আপনাকে আহুতিময় করিয়া—সমস্ত দেবতার সঙ্গে একাত্মভাব বা অভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া—নিজে সর্ব্বদেবময় হইয়া যান, কাজেই পুনর্ব্বার আর মৃত্যু লাভ করে না। স্বয়ং ব্রাহ্মণও এ কথা বলিয়াছেন—'স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তপস্যাতে অনন্ত ফল লাভ হয় না; আমি ভূতগণের উদ্দেশ্যে আপনাকে এবং ভূতসমূহকেও আমাতে আহুতি প্রদান করিব। এইরূপে আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে আহুত করিয়া সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বারাজ্য আধিপত্য লাভ করিব' ইত্যাদি। ১৬

'সর্ব্বদা ভক্ষিত হইয়াও সেই অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না কেন?' এ কথার অর্থ এইরূপ—পিতা যে সময়ে সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন প্রাণীর উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন অন্ন প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতেই সেই সমস্ত ভোক্তৃগণ-কর্ত্তৃক অন্নসমূহ নিরন্তর ভক্ষিত হইতেছে; অতএব ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান থাকায় সে সমুদায়ের ক্ষয় হওয়াই উচিত; অথচ সে সমস্ত অন্ন আজও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না; কারণ, আজও অন্ন-জগতের অক্ষুণ্ণরূপে অবস্থিতি দেখা যাইতেছে; অতএব, ইহা ক্ষয় না হইবার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে; এইজন্য জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কি কারণে সে সমুদয় অন্নের ক্ষয় হইতেছে না? ১৭

ইহার প্রত্যুত্তর এই—"পুরুষঃ অক্ষিতিঃ",—এই পিতা প্রথমে যেমন জ্ঞান ও পত্নীসাপেক্ষ পাঙ্ক্ত কর্ম্ম দ্বারা উক্ত অন্নসমূহের সৃষ্টি ও ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি তিনি যাহাদের উদ্দেশ্যে অন্নপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় অন্নের ভোক্তা ও পিতা (স্রষ্টা) বটে; কারণ, তাহারাও স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা সেই সমুদয় অন্ন উৎপাদন করিতেছে। সেই এই কথাই বলা হইতেছে যে, পুরুষ—যিনি অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, সেই ভোক্তাই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার কারণ। ভাল কথা, এই পুরুষই অক্ষয়ের হেতু হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, এই পুরুষ (জীবগণ) কর্ম্মের ফলস্বরূপ কার্য্যকরণাত্মক এই দৃশ্যমান সপ্তপ্রকার অন্ন ভোজন করত সেই পুরুষই আবার বিবিধ বুদ্ধি দ্বারা—সময়োচিত বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দ্বারা, এবং কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বাক্য, মন ও শারীর চেষ্টার সাহায্যে বারংবার উৎপাদন করিয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে যদি ক্ষণকালও যথোক্ত এই সপ্তপ্রকার অন্ন সমুৎপাদন না করিত, তাহা হইলে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইত,

অর্থাৎ নিরন্তর ভক্ষিত হইয়া নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই পুরুষ (প্রাণিগণ) যেমন সর্ব্বদা অন্ন ভক্ষণ করে, তেমনি যথাযোগ্য জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা ইহার সৃষ্টিও করে; সেই জন্যই পুরুষ 'অক্ষিতি' অর্থাৎ নিরন্তর অন্ন সমুৎপাদন করে, ইহাই অন্নক্ষয় না হইবার কারণ; এই হেতুই সর্ব্বদা ভক্ষিত হইয়াও অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। ১৮

অতএব বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রবাহানুগত কার্য্য-কারণাত্মক ও ক্রিয়াফলস্বরূপ এবং সমষ্টিভূত বহুপ্রাণীর কর্ম্মজন্য বাসনা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াই ইহা ক্ষণিক অশুদ্ধ অনিত্য নদী-স্রোতঃ ও জলপ্রবাহের তুল্য, কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার (সত্যতারহিত) জলের ফেনা, মায়াময় মরীচিকা ও স্বপ্নাদির সদৃশ, কিন্তু তথাপি, সংসারাসক্ত ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট অবিকৃতভাবে অবস্থিত নিত্য সারবানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে; লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্যসমুৎপাদনার্থ "ধিয়া ধিয়া জনয়তে" কথায় এই তত্ত্বই জ্ঞাপন করা হইতেছে। এইরূপে বিষয়-বিরক্ত লোকদিগের জন্য চতুর্থ অন্ন হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাবনা আরম্ভ করা সঙ্গত হইয়াছে। ১৯

"যো বা এতামক্ষিতিং বেদ" ইতি। যথোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাই অপর অন্নত্রয়েরও ব্যাখ্যা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; এইরূপ মনে করিয়া শ্রুতি সেই অন্নত্রয়ের তত্ত্ববিজ্ঞানের কথা না বলিয়া কেবল মাত্র ফলের উপসংহার করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন,—যে ব্যক্তি এই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার যথোক্ত কারণ অবগত হন, পুরুষই এই অন্নসমূহের অক্ষিতি, পুরুষই স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্নসৃষ্টি করিয়া থাকে; পুরুষ যদি সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্নের ক্ষয় হইয়া যাইত—এই রহস্য জানেন, তিনি প্রতীক দ্বারা অন্নভক্ষণ করেন। এ কথার অর্থ বলা হইতেছে—মুখ অর্থ—মুখ্য—প্রধান; যে লোক অন্নস্রষ্টা পুরুষকেই অ-ক্ষয়ের প্রধান হেতু বলিয়া জানেন, তিনি অন্ন ভোগ করেন, কখনই অন্নের অধীন হন না, অর্থাৎ যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ অন্নসমূহের আত্মভূত হইয়া অন্নসমূহের ভোক্তাই হন, কিন্তু কখনও অন্য লোকের ন্যায় ভোজ্যতা প্রাপ্ত হন না। 'তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন এবং উত্তম জীবিকা লাভ করেন', একথার অর্থ—দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন—দেবভাব প্রাপ্ত হন; উর্জ্জ—অমৃত ভোগ করেন; ইহা কেবল প্রশংসামাত্র; কারণ, তাহার পক্ষে কিছুই অপূর্ব্ব—অভিনব ভোগ্য বা প্রাপ্য থাকে না। ৬ ॥ ২ ॥

ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব, তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি, যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা।

এষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন, প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—"ত্রীনি আত্মনে অকুরুত" ইতি, [ইদং প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—] মনঃ বাচং প্রাণং—তানি (ত্রীনি অন্নানি) আত্মার্থং (আত্মনঃ ভোগায়) অকুরুত (অজনয়ৎ) [পিতা ইতি শেষঃ]। [মনসোঽস্তিত্বে লিঙ্গমাহ] অন্যত্রমনাঃ (বিষয়ান্তরাসক্তচেতাঃ) অভূবম্, [অতএব] ন অদর্শং (ন দৃষ্টবান্ অস্মি); অন্যত্রমনা অভূবং, ন অশ্রৌষং (ন শ্রুতবান্ অস্মি)। [কুত এতৎ?] হি (যস্মাৎ) মনসা এব পশ্যতি, মনসা এব শৃণোতি। [মনসঃ স্বরূপমাহ] কামঃ (স্ত্রীসম্ভোগাদ্যভিলাষঃ), সংকল্পঃ (নীলপীতাদিভেদবিকল্পনম্), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞানং), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রোক্তকর্ম্মাদিষু আস্তিক্যবুদ্ধিঃ), অশ্রদ্ধা (তত্রাসত্যতাবুদ্ধিঃ), ধৃতিঃ (দেহাদীনামবসাদে উত্তম্ভনং ধারণমিতি যাবৎ), অধৃতিঃ (তদ্বিপর্য্যয়ঃ), হ্রীঃ (লজ্জা), ধীঃ (জ্ঞানং), ভীঃ (ভয়ং), এতৎ সর্ব্বং মন এব (মনসঃ অন্তঃকরণস্য এতে ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ)। তস্মাৎ (মনসঃ সত্ত্বাৎ হেতোঃ) পৃষ্ঠতঃ (চক্ষুরগোচরে) উপস্পৃষ্টঃ (অপি সন্) বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি—যস্যায়ং স্পর্শ ইতি)। [বাচঃ সদ্ভাবং প্রমাণয়তি—] যঃ কশ্চ (যঃ কশ্চিৎ) শব্দঃ (ধ্বনিঃ), সা (সঃ) বাক্ এব; [অতঃ বাচঃ কার্য্যম্ উচ্যতে—] এষা (বাক্) হি (এব) অন্তং (বাচ্যাভিধাননির্ণয়ং) আয়ত্তা (অনুগতা—বক্তব্যপ্রকাশিকা), হি (যস্মাৎ) এষা (বাক্ পুনঃ) ন [অন্ত প্রকাশ্যা]। [অথেদানীং প্রাণসদ্ভাবং সাধয়তি—] প্রাণঃ (মুখনাসিকাদিস্থানবর্ত্তী বায়ুবিশেষঃ) অপানঃ (অধোগামী), ব্যানঃ (সর্ব্বদেহবর্ত্তী), উদানঃ (উৎক্রমণহেতুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদি পরিণামহেতুঃ), অনঃ

(প্রাণানাং চেষ্টাসামান্যং), ইতি এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব, (ন প্রাণাদতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ)। অয়ং (দৃশ্যমানঃ) আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) এতন্ময়ঃ (এভিঃ অন্নৈরারব্ধঃ)—বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ প্রাণময় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—"ত্রীণি আত্মনে অকুরুত" এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন [আদিকর্ত্তা] মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটী অন্ন আত্মার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [লোকে বলিয়া থাকে—] 'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই শুনিতে পাই নাই', [ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] মন দ্বারাই দর্শন করে, এবং মন দ্বারাই শ্রবণ করে। তাহার পর, কাম (ভোগাভিলাষ), সঙ্কল্প (ভাল মন্দ চিন্তা) বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা (শ্রদ্ধার বিপরীত), ধৃতি (ধৈর্য্য), অধৃতি (ধৈর্য্যের বিপরীত), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি) ও ভী (ভয়), এ সমস্ত মনই (মনেরই ধর্ম্ম); সেই কারণেই পশ্চাদ্ভাগে কেহ স্পর্শ করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, [ইহা-অমুকের স্পর্শ]। যে কোনও রকম শব্দ হউক, সে সমস্ত বাক-ই (বাক্যের অতিরিক্ত নহে), এই বাক্ অন্তের অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের প্রকাশনে পর্য্যাপ্ত, কিন্তু ইহা অপরের প্রকাশ্য নহে। তাহার পর, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ও অন—এ সমস্তও প্রাণই; আত্মাও এতন্ময়, বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময় অর্থাৎ বাক্ মন ও প্রাণই তাহার বিশিষ্টতা-সাধন ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পাঙ্ক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলভূতানি যানি ত্রীণ্যন্নান্যুপক্ষিপ্তানি, তানি কার্য্যত্বাৎ বিস্তীর্ণবিষয়ত্বাচ্চ পূর্ব্বেভ্যোঽন্নেভ্যঃ পৃথগুৎকৃষ্টানি; তেষাং ব্যাখ্যানার্থ উত্তরো গ্রন্থ আ ব্রাহ্মণপরিসমাপ্তেঃ। ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি। কোঽস্যার্থঃ? ইত্যুচ্যতে—মনঃ বাক্ প্রাণঃ, এতানি ত্রীণ্যন্নানি; তানি মনো বাচং প্রাণঞ্চ আত্মনে আত্মার্থমকুরুত কৃতবান্ সৃষ্ট্বা আদৌ পিতা। ১

তেষাং মনসোঽস্তিত্বং স্বরূপঞ্চ প্রতি সংশয় ইত্যত আহ—অস্তি তাবৎ মনঃ শ্রোত্রাদিবাহ্যকরণব্যতিরিক্তম্; যত এবং প্রসিদ্ধম্—বাহ্যকরণবিষয়াত্মসম্বন্ধে সত্যপি অভিমুখীভূতং বিষয়ং ন গৃহ্ণাতি, কিং দৃষ্টবানসীদং রূপম্? ইত্যুক্তো বদতি—অন্যত্র মে গতং মন আসীৎ, সোঽহমন্যত্রমনা আসং নাদর্শম্, তথেদং শ্রুতবানসি মদীয়ং বচঃ? ইত্যুক্তঃ অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং ন শ্রুতবানস্মীতি।

তস্মাদ্ যস্যাসন্নিধৌ রূপাদিগ্রহণসমর্থস্যাপি সতশ্চক্ষুরাদেঃ স্বস্ববিষয়সম্বন্ধে রূপ-শব্দাদিজ্ঞানং ন ভবতি, যস্য চ ভাবে ভবতি, তদন্যদস্তি মনো নামান্তঃকরণং সর্ব্বকরণবিষয়োপযোগীত্যবগম্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বো হি লোকো মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, তদ্ব্যগ্রত্বে দর্শনাদ্যভাবাৎ। ২

অস্তিত্বে সিদ্ধে মনসঃ স্বরূপার্থমিদমুচ্যতে—কামঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষাদিঃ, সঙ্কল্পঃ প্রত্যুপস্থিতবিষয়বিকল্পনং শুক্লনীলাদিভেদেন, বিচিকিৎসা সংশয়জ্ঞানম্, শ্রদ্ধা অদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু আস্তিক্যবুদ্ধির্দ্দেবতাদিষু চ, অশ্রদ্ধা তদ্বিপরীতা বুদ্ধিঃ, ধৃতিঃ ধারণং—দেহাদ্যবসাদে উত্তম্ভনম্, অধৃতিঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ, হ্রীঃ লজ্জা, ধীঃ প্রজ্ঞা, ভীঃ ভয়ম্, ইত্যেতৎ এবমাদিকং সর্ব্বং মন এব—মনসোঽন্তঃকরণস্য রূপাণ্যেতানি। মনোঽস্তিত্বং প্রত্যন্যচ্চ কারণমুচ্যতে—তস্মান্মনো নামাস্ত্যন্তঃকরণম্, যস্মাৎ চক্ষুষো হ্যগোচরে পৃষ্ঠতোঽপ্যুপস্পৃষ্টঃ কেনচিৎ, হস্তস্যায়ং স্পর্শঃ জানোরয়মিতি বিবেকেন প্রতিপদ্যতে; যদি বিবেককৃন্মনো নাম নাস্তি, তর্হি ত্বঙ্মাত্রেণ কুতো বিবেকপ্রতি-পত্তিঃ স্যাৎ; যত্তদ্বিবেকপ্রতিপত্তিকারণম্, তন্মনঃ। ৩

অস্তি তাবন্মনঃ, স্বরূপঞ্চ তস্যাধিগতম্। ত্রীণ্যন্নানীহ ফলভূতানি কর্ম্মণাং মনোবাক্প্রাণাখ্যানি অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ব্যাচিখ্যাসিতানি। তত্রাধ্যাত্মি-কানাং বাঙ্মনঃপ্রাণানাং মনো ব্যাখ্যাতম্। অথেদানীং বাগ্বক্তব্যেত্যারম্ভঃ—যঃ কশ্চিল্লোকে শব্দো ধ্বনিস্তাল্বাদিব্যঙ্গ্যঃ প্রাণিভির্ব্বর্ণাদিলক্ষণঃ, ইতরো বা বাদিত্র-মেঘাদিনিমিত্তঃ, সর্ব্বো ধ্বনির্ব্বাগেব সা। ইদং তাবদ্বাচঃ স্বরূপমুক্তম্। ৪

অথ তস্যাঃ কার্য্যমুচ্যতে—এষা বাক্ হি যস্মাদ্ অন্তমভিধেয়াবসানমভিধেয়-নির্ণয়ম্ আয়ত্তা অনুগতা, এষা পুনঃ স্বয়ন্নাভিধেয়বৎ প্রকাশ্যা অভিধেয়প্রকা-শিকৈব প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপাদিবৎ; ন হি প্রদীপাদিপ্রকাশঃ প্রকাশান্তরেণ প্রকাশ্যতে, তদ্বদ্বাক্ প্রকাশিকৈব স্বয়ং, ন প্রকাশ্যা-ইত্যনবস্থাং শ্রুতিঃ পরিহরতি এষা হি ন প্রকাশ্যা, প্রকাশকত্বমেব বাচঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ। ৫

অথ প্রাণ উচ্যতে—প্রাণো মুখনাসিকাসঞ্চার্য্যা হৃদয়বৃত্তিঃ, প্রণয়নাৎ প্রাণঃ; অপনয়নান্মূত্রপুরীষাদেরপানোঽধোবৃত্তিঃ আ নাভিস্থানঃ; ব্যানো ব্যায়মনকর্ম্মা ব্যানঃ—প্রাণাপানয়োঃ সন্ধির্বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুশ্চ; উদানঃ উৎকর্ষোর্দ্ধগমনাদি-হেতুরাপাদতলমস্তকস্থান উর্দ্ধবৃত্তিঃ; সমানঃ সমং নয়নাদ্ভুক্তস্য পীতস্য চ কোষ্ঠস্থা-নোঽন্নপক্তা। অন ইত্যেষাং বৃত্তিবিশেষাণাং সামান্যভূতা সামান্যদেহচেষ্টাসম্বন্ধিনী বৃত্তিঃ, এবং যথোক্তং প্রাণাদিবৃত্তিজাতমেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব। প্রাণ ইতি বৃত্তি-মান্ অধ্যাত্মিকোঽন উক্তঃ; কর্ম্ম চাস্য বৃত্তিভেদপ্রদর্শনেনৈব ব্যাখ্যাতম্। ৬

ব্যাখ্যাতান্যাধ্যাত্মিকানি মনোবাক্প্রাণাখ্যান্যন্নানি ; এতন্ময় এতদ্বিকারঃ প্রাজাপত্যৈরেতৈর্বাঙ্মনঃপ্রাণৈরারব্ধঃ । কোঽসাবয়ং কার্য্যকারণসঙ্ঘাতঃ ? আত্মা পিণ্ড আত্মস্বরূপত্বেনাভিমতোঽবিবেকিভিঃ অবিশেষেণৈতন্ময় ইত্যুক্তস্য বিশেষেণ বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময় ইতি স্ফুটীকরণম্ ॥৫৭॥৩॥

টীকা। সাধনাত্মকমন্নচতুষ্টয়মন্নাকয়কারণমক্ষিতিত্বগুণপ্রক্ষেপেণ পুরুষোপাসনস্য ফলং চোক্তমিদানীমা ব্রাহ্মণসমাপ্তেরুত্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ—পাঙ্ক্তস্যেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণশেষস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা মন্ত্রভেদমনুস্যাকাঙ্ক্ষায়াং ব্রাহ্মণমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—ত্রীণীত্যাদিনা। জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সপ্তান্নানি সৃষ্ট্বা চত্বারি ভোক্তৃভ্যো বিভজ্য ত্রীণ্যাত্মার্থং কল্পাদৌ পিতা কল্পিতবানিত্যর্থঃ। ১

অন্যত্রেত্যাদি বাক্যমুপাদত্তে—তেষামিতি। ষষ্ঠী নির্দ্ধারণার্থা। তত্র মনসোঽস্তিত্বমাদৌ সাধয়তি—অস্তি তাবদিতি। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসান্নিধ্যে সত্যপি কদাচিদেবার্থধীর্জ্জায়মানা হেত্বন্তরমাক্ষিপতি। ন চাদৃষ্টাদি তদিতি যুক্তং, তস্য দৃষ্টসম্পাদিৎ, তস্মাদর্থাদিসান্নিধ্যে জ্ঞানকাদাচিৎকত্বানুপপত্তির্ম্মনঃসাধিকেত্যর্থঃ। লোকপ্রসিদ্ধিরপি তত্র প্রমাণমিত্যাহ—যত ইতি। অতোঽস্তি বাহ্যকরণাদ্ব্যতিরিক্তং বিষয়গ্রাহি করণমিতি শেষঃ। তামেব প্রসিদ্ধিমুদাহরণনিষ্ঠতয়োদাহরতি—দৃষ্টবানিত্যাদিনা। তত্রৈবান্বয়ব্যতিরেকাবুপন্যস্যতি—তস্মাদিতি। যথোক্তার্থাপত্তিলোকপ্রসিদ্ধিবশাদিতি যাবৎ। বিমতমাত্মাদ্ব্যতিরিক্তাপেক্ষং, তস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকত্বাদ্ ঘটবদিত্যনুমানং তচ্ছব্দার্থঃ। তস্মাদনুমানাদস্ত্যন্নস্তি মনো নামেতি সম্বন্ধঃ। রূপাদিগ্রহণসমর্থস্যাপি সত ইতি প্রমাতোচ্যতে। অন্তঃকরণস্য চক্ষুরাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যমাহ—সর্ব্বেতি। সমনন্তরবাক্যকলিতার্থবিষয়ত্বেনাদত্তে—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দোক্তং হেতুং স্পষ্টয়তি—তদ্ব্যগ্র ইতি। ২

কামাদিবাক্যমবতার্য ব্যাকুর্ব্বন্ মনসঃ স্বরূপং প্রতি সংশয়ং নিরস্যতি—অস্তিত্ব ইতি। অশ্রদ্ধাদিবদকামাদিরপি বিবক্ষিতোঽত্রেতি মত্বা মনোবুদ্ধ্যোরেকত্বমুপেত্যোপসংহরতি—ইত্যেতদিতি। দ্বৈতপ্রবৃত্ত্যুন্মুখং মনো ভোক্তৃকর্ম্মবশান্নানার্থাকারেণ বিবর্ত্তত ইত্যভিপ্রেত্যানন্তরবাক্যমবতারয়তি—মনোঽস্তিত্বমিতি। তদেবাস্তৎকারণং স্ফোরয়তি—যস্মাদিতি। তস্মাদস্তি বিবেককারণমন্তঃকরণমিতি সম্বন্ধঃ। চক্ষুরসম্প্রয়োগাত্তেন স্পর্শবিশেষাদর্শনেঽপি সম্প্রযুক্তয়া ত্বচা বিনাপি মনো বিশেষদর্শনং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদীতি। ত্বঙ্মাত্রস্য স্পর্শমাত্রগ্রাহিত্বেন বিবেচকত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। বিবেচকে কারণান্তরে সত্যপি কুতো মনঃসিদ্ধিস্তত্রাহ—যত্তদিতি। ৩

বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—অস্তি তাবদিতি। উত্তরগ্রন্থমবতারয়িতুং ভূমিকাং করোতি—ত্রীণীতি। এবং ভূমিকামারচয্যাধ্যাত্মিকবাগ্ব্যাখ্যানার্থং যঃ কশ্চেত্যাদি বাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। শব্দপর্য্যায়ো ধ্বনির্দ্বিবিধো বর্ণাত্মকোঽবর্ণাত্মকশ্চ। তত্রাদ্যো ব্যবহর্তৃভিস্তাল্বাদিস্থানব্যঙ্গ্যঃ, দ্বিতীয়ো মেঘাদিকৃতঃ। স সর্ব্বোঽপি প্রকৃতা বাগেবেত্যর্থঃ। প্রকাশকমাত্রং বাগিত্যুক্ত্বা তত্র প্রমাণমাহ—ইদং তাবদিতি। তস্মাদভিধেয়নির্ণায়কত্বান্নাসাবপলাপার্হেতি শেষঃ। ৪

বাচোঽপি প্রকাশ্যত্বাৎ কথং প্রকাশকমাত্রং বাগিত্যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষেতি। দৃষ্টান্তং সমর্থয়তে—ন হীতি। প্রকাশান্তরেণ সজাতীয়েনেতি শেষঃ। প্রকাশিকাপি বাক্যপ্রকাশ্যা

চেৎ, তত্রাপি প্রকাশকান্তরমেষ্টব্যমিত্যনবস্থা স্যাৎ, তন্নিরাসার্থমেবা হি নেতি শ্রুতিঃ প্রকাশকমাত্রং বাগিত্যাহ। স্বপরনির্ব্বাহকত্বশব্দঃ। তস্মাৎ প্রকাশকত্বং কার্য্যং যত্র দৃশ্যতে, তত্র বাচঃ স্বরূপমনুগতমেবেত্যাহ—তস্মাদিত্যাদিনা। ৫

আধ্যাত্মিকপ্রাণবিষয়ং বাক্যমবতার্য ব্যাকরোতি—অপেতি। মুখাদৌ সঞ্চার্য্যা সঞ্চরণার্হা হৃদয়সম্বন্ধিনী যা বায়ুবৃত্তিঃ, তত্র প্রাণশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ—প্রণয়নাদিতি। পুরুতো নিঃসরণাদিতি যাবৎ। হৃদয়াদধোদেশে বৃত্তিরস্যেত্যধোবৃত্তিরানাভিস্থানে। হৃদয়াদারভ্য নাভিপর্য্যন্তং বর্ত্তমান ইতি যাবৎ। ব্যায়মনং প্রাণাপানয়োর্নিয়মনং কর্ম্মাস্যেতি তথোক্তঃ। বীর্য্যবৎকর্ম্ম অরণ্যামগ্ন্যুৎপাদনাদি। উৎকর্ষো দেহে পুষ্টিঃ। আদিপদেনোৎক্রান্তিরুক্তা। প্রাণশব্দেনানশব্দস্য পুনরুক্তিমাশঙ্কাহ—অন ইত্যেবামিতি।

তথাপি তৃতীয়স্য প্রাণশব্দস্য তাভ্যাং পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্কাহ—প্রাণ ইতীতি। সাধারণাসাধারণবৃত্তিমান্ প্রাণ ইত্যপৌনরুক্ত্যমিত্যর্থঃ। মনসো দর্শনাদিবদ্বাচোঽভিধেয়প্রকাশনবচ্চ প্রাণস্যাপি কার্য্যং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্ম চেতি। ৬

এতন্ময় ইত্যত্র ময়টো বিকারার্থত্বং বৃত্তসঙ্কীর্তনপূর্ব্বকং কথয়তি—বাগাদীনীতি। আধ্যাত্মিকানাং বাগাদীনামনারম্ভকত্বং বারয়তি—প্রজাপতেরিতি। আরব্ধস্বরূপং প্রশ্নপূর্ব্বকমনন্তরবাক্যেন নির্দ্ধারয়তি—কোঽসাবিতি। কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে কথমাত্মশব্দপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্কাহ—আত্মস্বরূপত্বেনেতি। বাঙ্ময় ইত্যাদিবাক্যস্য পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—অবিশেষেণেতি ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে পাঙ্ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে তিনটি অন্ন উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি নিজে কর্ম্মজন্য এবং তাহাদের বিষয়ও (কার্য্যও) বিস্তীর্ণ (বহু), এইজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অন্নসমূহ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট; সেই অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যার জন্য পরবর্ত্তী সমগ্র ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।

"ত্রীণি আত্মনে অকুরুত" এই শ্রুতির অর্থ কি, তাহা বলা হইতেছে—মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটি অন্ন; পিতা প্রথমে মনঃ, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলেন। ১

তন্মধ্যে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে লোকের সংশয় আছে; এইজন্য বলিতেছেন—শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মন-নামে একটি বস্তু নিশ্চয়ই আছে; যেহেতু, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, বহিরিন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেও ইন্দ্রিয়গণ সে বিষয় গ্রহণ করে না; যেমন—'তুমি কি এই রূপটি দর্শন করিয়াছ?' এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, আমার মন অন্য বিষয়ে সন্নিবিষ্ট ছিল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত থাকায় আমি ইহা দেখি নাই; সেইরূপ, 'তুমি কি আমার উচ্চারিত এই শব্দ শুনিয়াছ?'—জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলিয়া থাকে,—'আমার মন

অন্য বিষয়ে ছিল, তাই [তোমার শব্দ] শুনিতে পাই নাই।' অতএব বুঝাইতেছে যে, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় রূপপ্রভৃতি বাহ্য বিষয়গ্রহণে সমর্থ হইলেও এবং নিজ নিজ বিষয়ের সহিত উপযুক্ত সম্বন্ধ লাভ করিলেও, যাহার অসন্নিধানে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না ; অথচ যাহার সন্নিধান থাকিলে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রাহিকাশক্তির সহায়ভূত মনঃ নামে একটি স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ আছে। অতএব, মনের ব্যগ্রতাবস্থায় যখন দর্শনাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় না, তখন মনের সাহায্যেই যে, সকল লোকে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ২

এইরূপে মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, এখন তাহার স্বরূপবিজ্ঞানার্থ এই কথা বলা হইতেছে—কাম—স্ত্রীসমালিঙ্গনাদির অভিলাষ, সঙ্কল্প—সম্মুখে উপস্থিত বিষয়-বিষয়ে বিকল্পনা অর্থাৎ ইহা শুক্ল বা নীল ইত্যাদি বিতর্ক, বিচিকিৎসা—সংশয়াত্মক জ্ঞান, শ্রদ্ধা—অদৃষ্টার্থ—পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান—বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধার বিপরীত, ধৃতি—ধারণ করা অর্থাৎ দেহাদির অবসন্নতাদশায় উত্তম্ভন—উত্তেজনা করা ; অধৃতি—ধৃতির বিপরীত, হ্রী—লজ্জা, ধী—প্রজ্ঞা অর্থাৎ বোধশক্তি, ভী—ভয়, এ সমস্ত মনই, অর্থাৎ এ সমস্তই অন্তঃকরণ মনের স্বরূপ। মনের অস্তিত্ববিষয়ে আরও কারণ বলা হইতেছে—যেহেতু চক্ষুর অগোচরে অর্থাৎ যে স্থান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ স্থানও যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলেও কেবল মনের সাহায্যেই বিস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এটি হস্তের স্পর্শ, কিংবা এটি জানুদেশের স্পর্শ। ইহা হইতেও মনোনামক অন্তঃকরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যদি অনুভবগত পার্থক্য-বোধের উপায়স্বরূপ মন না থাকিত, তাহা হইলে শুধু ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনই ঐরূপ বিবেকবোধ অর্থাৎ স্পর্শগত পার্থক্যজ্ঞান হইত না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, যাহা দ্বারা ঐরূপ স্পর্শবিবেক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই মন। ৩

এইরূপে মনের অস্তিত্ব সাধিত হইল, এবং তাহার স্বরূপও নিরূপিত হইল ; অতঃপর কর্ম্মের ফলস্বরূপ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবাত্মক মনঃ, বাক্ ও প্রাণনামক অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক বাক্, মনঃ ও প্রাণনামক অন্নত্রয়ের মধ্যে মনের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহার পর এখন বাক্-নামক অন্নের স্বরূপাদি বলা আবশ্যক ; এতদর্থে পরবর্ত্তী বাক্যের অবতারণা করা হইতেছে।—জগতে যে কোন প্রকার শব্দ—প্রাণিগণের কণ্ঠ ও তালুপ্রভৃতি স্থানে

অভিব্যক্ত অকারাদি বর্ণাত্মক ধ্বনি, অথবা বাদ্যযন্ত্র ও মেঘাদি-সমুত্থিত অন্য প্রকার ধ্বনি, (১) সে সমস্ত ধ্বনি বাকই অর্থাৎ বাক্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। ৪

অতঃপর তাহার কার্য্য বলা হইতেছে—যেহেতু এই বাক্ অভি ধেয়ার্থ-সমাপ্তির অর্থাৎ বাচ্যার্থ নির্ণয়ের অনুগত;—অভিধেয় বা বাচ্যার্থ যেমন বাক্যের প্রকাশ্য, এই বাক্ কিন্তু সেরূপ কাহারো প্রকাশ্য নহে, পরন্তু বাক্যার্থেরই প্রকাশিকা; কারণ, বাক্ হইতেছে—প্রদীপাদির ন্যায় প্রকাশ-স্বভাব; প্রদীপ প্রভৃতি প্রকাশ বা আলোকপদার্থ যেমন কখনও অপর কোনও প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয় না, তেমনি এই বাক্ও অপরের প্রকাশকই হয়, কিন্তু নিজে কাহারও প্রকাশ্য হয় না। এইরূপে শ্রুতি নিজেই আশঙ্কিত 'অনবস্থা' দোষের পরিহার করিয়া বলিতেছেন—নিশ্চয়ই এই বাক প্রকাশ্য নহে; পরকে প্রকাশিত করাই ইহার স্বাভাবিক কার্য্য (২)। ৫

অতঃপর প্রাণের কথা বলা হইতেছে—প্রাণ অর্থ—মুখ ও নাসিকা-প্রদেশ সঞ্চরণশীল হৃদয়স্থ বায়ুবৃত্তি বা বায়ুর ব্যাপারবিশেষ; সম্মুখদিকে নিঃসরণ করে বলিয়া—প্রাণনামে অভিহিত হয়। অপান অর্থ - অধোদেশগামী বায়ুবৃত্তিবিশেষ; মলমূত্রাদি অপনয়ন করে বলিয়া উহা অপান নামে অভিহিত হয়; হৃদয় হইতে

(১) তাৎপর্য্য - শব্দ সাধারণতঃ দুইপ্রকার, বর্ণ ও ধ্বনি, তন্মধ্যে বর্ণাত্মক শব্দগুলি কণ্ঠ ও তালুপ্রভৃতি স্থানে আভ্যন্তরীণ বায়ুর প্রেরণা দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যে বর্ণ যে স্থানের স্পর্শে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে সেই নামে অভিহিত করা হয়; যেমন—'অ', কবর্গ, 'হ' ও বিসর্গ, ইহারা কণ্ঠের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া কণ্ঠ্যবর্ণ। বর্ণ উচ্চারণের স্থান আটটি, যথা,—"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুর কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ।" এতদতিরিক্ত আর একপ্রকার শব্দ আছে, তাহার নাম ধ্বনি। ধ্বনি-শব্দ সাধারণতঃ আঘাতমাত্রের ফল; মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য বস্তুর পরস্পর আঘাতে এই ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ, মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ" ইত্যাদি।

(২) তাৎপর্য্য—শব্দসম্বন্ধে অনবস্থাদোষের আশঙ্কা এইরূপে হইয়াছিল—শব্দ যদি স্বপ্রকাশ না হইত, তাহা হইলে শব্দ যেরূপ অর্থ প্রকাশ করে, তদ্রূপ শব্দপ্রকাশের জন্যও অপর প্রকাশকের (শব্দের) আবশ্যক হইত; আবার সেই তৃতীয় প্রকাশকের প্রকাশের জন্যও অপর প্রকাশকের আবশ্যক হইত, এইরূপে চিরকাল প্রকাশকের অপেক্ষা থাকিয়া যাইত, ফলে কোন শব্দই অর্থপ্রকাশনে সমর্থ হইত না, এইজন্য শব্দকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিয়া দিলেন যে, "বাক্ প্রকাশিকৈব, স্বয়ং ন প্রকাশ্যা" ইতি।

নাভিদেশ পর্য্যন্ত ইহার প্রচারস্থান। শরীরস্থ যন্ত্রসমূহকে বিশেষরূপে সংযমন করা যাহার কার্য্য, তাহার নাম ব্যান; ব্যান বায়ু প্রাণ ও অপানের সন্ধি-স্থানীয় এবং বীর্য্যসাধ্য কর্ম্মের নিষ্পাদক। উদান—উত্তমরূপে উদ্ধগমনাদি কার্য্য নিষ্পাদনের হেতুস্বরূপ—উদ্ধগামী বায়ু, পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতির স্থান। সমান—ভুক্ত ও পীত অন্নরসাদির সমীকরণ করে, ইহা কোষ্ঠে (জঠরে) অবস্থান করে, এবং ভুক্ত বস্তুর পরিপাক সাধন করে। অন অর্থ—বায়ুর বৃত্তিবিশেষ, উক্ত প্রাণ প্রভৃতির যে, সর্ব্বপ্রকার দৈহিক চেষ্টা-সম্পর্কিত সাধারণ ব্যাপার, তাহার নাম অন। এই যে সমস্ত প্রাণাদি বৃত্তির কথা বলা হইল, ফলতঃ এ সমস্ত প্রাণই (প্রাণাত্তিবিরুদ্ধং)। প্রাণ শব্দে প্রাণনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অন অর্থাৎ সাধারণ বায়ুবৃত্তি উক্ত হইল; এবং প্রাণনাদি বিশেষ বিশেষ বৃত্তিপ্রদর্শনে ইহার কার্য্যও প্রদর্শিত হইল (১)। ৬

এইরূপ মন, বাক ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয় বর্ণিত হইল। 'এতন্ময়' অর্থ—প্রজাপতিসম্পর্কিত এই সমস্ত বাক্, মন ও প্রাণ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত; এই দেহে-ন্দ্রিয় সমষ্টিভূত সেই বস্তুটি কি? তাহা আত্মা; এখানে আত্মা অর্থ দেহপিণ্ড; অবিবেকী লোকেরা অজ্ঞানবশতঃ এই দেহপিণ্ডকেই আত্মা বলিয়া মনে করে;

(১) তাৎপর্য্য—প্রাণ পদার্থটি যে কি, এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে দুইটি প্রধান ও বিচারসহ, তাহারই উল্লেখ করিতেছি—সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান, এই যে পঞ্চ প্রাণ ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, পরন্তু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ করণনিচয়ের সাধারণ ব্যাপার মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণ প্রভৃতি প্রতিনিয়তই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাদের সেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সাধারণ ফল হইতেছে—এই প্রাণ। যেমন একটা খাঁচার মধ্যে কতকগুলি পাখী থাকিলে, সেই পাখীগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে থাকিলে, স্বতই খাঁচাটি নড়িতে থাকে, কিন্তু কোন পাখীই খাঁচা নাড়িবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে যত্ন করে না, ইহাও তেমনই বটে। বৈদান্তিকগণ এ কথায় সম্মত হন না; তাঁহারা বলেন—প্রাণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ; ইহা পঞ্চভূতের সমষ্টিকৃত রজোভাগ হইতে উৎপন্ন। "পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে" (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১১), অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তি বা ব্যাপারভেদে ত্রিবিধপ্রকার—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনই প্রাণ বস্তুতঃ এক হইলেও কার্য্যভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় মাত্র।

ভাষ্যকার এখানে 'ব্যান' বায়ুকে বীর্য্যসাধ্য কার্য্য নিষ্পাদনের সহায় এবং প্রাণ ও অপান-বায়ুর সন্ধিস্বরূপ বলিয়াছেন। এ কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে আরও স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। যথা—"অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ১।৩।৩—৫) সেখানে দ্রষ্টব্য।

এইজন্য ইহাকে 'আত্মা' বলা হইল। 'এতন্ময়' শব্দে যাহার সামান্যাকারে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'বাঙ্ময়', 'মনোময়' ও 'প্রাণময়' শব্দে তাহাকেই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া পরিস্ফুট করা হইল ॥ ৩৭ ॥ ৩ ॥

আভাসভাষ্যম্।—তেষামেব প্রাজাপত্যানামন্নানামাধিভৌতিকো বিস্তারোঽভিধীয়তে—

আভাসভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর উক্ত প্রাজাপত্য অন্নসমূহের আধিভৌতিক বিস্তার বর্ণিত হইতেছে—

ত্রয়ো লোকা এত এব, বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—এতে (বাঙ্মনঃ-প্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূর্ভুবঃস্বর্নামানঃ), নৈতেভ্যো ব্যতিরিক্তাস্তে ইতি ভাবঃ)। [তত্র বিশেষমাহ—] বাক্ এব অয়ং (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (ভূঃ), মনঃ অন্তরিক্ষলোকঃ, তথা প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (স্বর্লোকঃ)। [উক্তমন্নত্রয়মেবং চিন্তনীয়ম্ ইতি ভাবঃ] ॥৫৮॥৪॥

মূলানুবাদ।—এই যে, অন্নত্রয় উক্ত হইল, ইহারাই ত্রিলোকস্বরূপ; বাক্ই এই ভূলোক, মনই অন্তরিক্ষলোক (ভুবর্লোক), আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক, অর্থাৎ এই ত্রিলোকই উক্ত ত্রিবিধ অন্নময় ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ত্রয়ো লোকাঃ ভূর্ভুবঃস্বরিত্যাখ্যাঃ; এত এব বাঙ্মনঃ-প্রাণাঃ। তত্র বিশেষঃ—বাগেবায়ং লোকঃ, মনঃ—অন্তরিক্ষলোকঃ, প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

টীকা। বাগাদীনামাধ্যাত্মিকবিভূতিপ্রদর্শনানন্তরমাধিভৌতিকবিভূতিপ্রদর্শনার্থমুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি- ত্রেয়ামেবেতি। তত্রেত্যুক্তং সামান্যং পরামৃশতি ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই লোকত্রয়ও এতৎস্বরূপই—বাক্, মনঃ ও প্রাণস্বরূপই; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্ হইতেছে—এই পৃথিবীলোক, মন হইতেছে—অন্তরিক্ষলোক, আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ো বেদা এত এব, বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্ব্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—এতে (বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ বেদাঃ (ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যাঃ)। [তত্রায়ং বিশেষঃ—] বাক্ এব ঋগ্বেদঃ, মনঃ যজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃ

সামবেদঃ ; [অথর্ব্ববেদস্ত বেদত্রয়ান্তর্গতত্বাৎ বেদস্ত ত্রিত্বমিতি ভাবঃ] ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ ।—ইহারাই বেদত্রয়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্‌ই ঋগ্‌বেদস্বরূপ, মনই যজুর্ব্বেদস্বরূপ, এবং প্রাণই সামবেদ-স্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব ; বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬০ ॥ ৬

সরলার্থঃ ।—এতে এব দেবাঃ পিতরঃ মনুষ্যাঃ। [তত্র] বাক্ এব দেবাঃ, মনঃ পিতরঃ, প্রাণঃ মনুষ্যা ইতি ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ ।—এই অন্নত্রয়ই দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ, তন্মধ্যে বাক্ দেবগণস্বরূপ, মন পিতৃগণস্বরূপ এবং প্রাণ মনুষ্যগণস্বরূপ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।— ০ ॥ ৬০ । ৬ ॥

টীকা ॥ ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।— ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা প্রজৈত এব, মন এব পিতা বাঙ্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—এতে এব পিতা, মাতা, প্রজা (সন্ততিশ্চ)। [তত্র] মনঃ এব পিতা, বাক্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ইতি ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ।—এই অন্নত্রয়ই পিতা, মাতা ও সন্তানস্বরূপ, তন্মধ্যে মনই পিতা, বাক্‌ই মাতা, এবং প্রাণই সন্তানস্বরূপ ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তথা ত্রয়ো বেদা ইত্যাদীনি বাক্যানি স্বরার্থানি ॥ ৫৯-৬১ ॥ ৫—৭ ॥

টীকা। ত্রিলোকীবাক্যবদুত্তর' বাক্যং বিজ্ঞাতাদিবাক্যাৎ প্রাক্তনং নেতব্যমিত্যাহ—তথেতি ॥ ৫৯—৬১ ॥ ৫—৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—বেদত্রয়ও সেইরূপ। এই "ত্রয়ো বেদাঃ" ইত্যাদি তিনটী শ্রুতির অর্থ সরল ; [সুতরাং ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই] ॥ ৫৯-৬১ ॥ ৫-৭ ॥

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব, যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপম্, বাগ্ হি বিজ্ঞাতা, বাগেনং তদ্ভূত্বাবতি ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—তথা এতে এব বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং), বিজিজ্ঞাস্যং, অবিজ্ঞাতং (চ); [তত্রায়ং বিশেষঃ—] যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং, তৎ বাচঃ (বচনস্য) রূপম্; হি (যস্মাৎ) বাক্ বিজ্ঞাতা (প্রকাশকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ)। [বাগ্‌বিজ্ঞানফলমুচ্যতে] বাক্ তৎ (বিজ্ঞাতং) ভূত্বা এনং (বাগ্‌বিভূতিবিদং) অবতি (পালয়তি) ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাতও ইহারাই। যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তৎসমস্তই বাক্যের রূপ; কারণ, বাক্ নিজেই বিজ্ঞাতা: যাহা [যে লোক বাক্যের এইরূপ বিভূতি জানেন,] বাক্ নিজেই সেই বিজ্ঞাতস্বরূপ হইয়া তাহাকে পালন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব; তত্র বিশেষঃ—যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বিস্পষ্টং জ্ঞাতং, বাচস্তদ্রূপং; তত্র স্বয়মেব হেতুমাহ—বাগ্‌ হি বিজ্ঞাতা, প্রকাশাত্মকত্বাৎ কথমবিজ্ঞাতা ভবেৎ, যা অন্যানপি বিজ্ঞাপয়তি; বাচৈব সম্রাড়্‌ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ইতি হি বক্ষ্যতি। বাগ্বিশেষবিদ ইদং ফলমুচ্যতে—বাগেবৈনং যথোক্তবাগ্বিভূতিবিদং তদ্বিজ্ঞাতং ভূত্বা অবতি পালয়তি। বিজ্ঞাতরূপেণৈবাস্যান্নং ভোজ্যতাং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

টীকা। বিজ্ঞাতাদিবাক্যমাদায় তস্যাতং বিশেষং দর্শয়তি—বিজ্ঞাতমিতি। বিজ্ঞাতং সর্ব্বং বাচো রূপমিতি প্রতিজ্ঞাতোঽর্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। প্রকাশকত্বেঽপি কথং বাচো বিজ্ঞাতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। প্রকাশাত্মকত্বমেব কুতো বাচঃ সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচেতি। বাগ্‌বিশেষবস্তুদ্বিভূতিঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আর যে, বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও অবিজ্ঞাত, তাহাও এই অন্নত্রয়ই বটে। তাহাতে বিশেষ এই যে, যাহা কিছু বিজ্ঞাত, অর্থাৎ বেশ উত্তমরূপে জ্ঞাত, তাহা সমস্তই বাক্যের রূপ। শ্রুতি নিজেই সে সম্বন্ধে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু বাক্ই বিজ্ঞাতা; কারণ, বাক্ নিজেই প্রকাশাত্মক; যাহা অন্য পদার্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া দেয়, সে নিজে অবিজ্ঞাত থাকিবে কিরূপে? অভিপ্রায় এই যে, যে বাক্ (শব্দ) নিজে অবিজ্ঞাত থাকে, সে কখনই অপরকে বিজ্ঞাপিত বা প্রকাশিত করিতে পারে না। ইহার পরেও বলিবেন যে, 'হে সম্রাট্, বাক্যেই বন্ধু জানা যায়' ইতি। যথোক্ত প্রকার বাক্যমহিমাভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ফল বলা হইতেছে—বাক্ নিজেই স্বীয় বিভূতিস্বরূপ হইয়া উক্তপ্রকার বাগ্‌বিভূতিজ্ঞ লোককে রক্ষা করিয়া থাকেন,—অন্ন ইহার পরিজ্ঞাতভাবে ভোজনীয় হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যে যে অন্ন-ভোজন করিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারেন ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং, মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং, মন এনং তদ্ভূত্বাবতি ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং, তৎ মনসঃ রূপম্; হি (যস্মাৎ) মনঃ বিজিজ্ঞাস্যং (জিজ্ঞাসা মনোধর্ম্ম ইত্যর্থঃ), ততশ্চ মনঃ তৎ (বিজিজ্ঞাস্যং) ভূত্বা এনং (মনোবিভূতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—যাহা কিছু বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য, তাহা মনেরই রূপ; যেহেতু, মনই বিজিজ্ঞাস্য; মনই বিজিজ্ঞাস্যরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে (মনের মহিমাভিজ্ঞকে) রক্ষা করেন ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং, বিস্পষ্টং জ্ঞাতুমিষ্টং বিজিজ্ঞাস্যম্, তৎ সর্ব্বং মনসো রূপম্; মনঃ হি যস্মাৎ সন্দিহ্যমানাকারত্বাদ্বিজিজ্ঞাস্যম্ পূর্ব্ববন্মনোবিভূতিবিদঃ ফলং—মন এনং তদ্বিজিজ্ঞাস্যং ভূত্বাবতি বিজিজ্ঞাস্য-স্বরূপেণৈবান্নত্বমাপদ্যতে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

টীকা। সন্দিহ্যমানাকারত্বাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকত্বাদিতি যাবৎ; তস্মাৎ সর্ব্বং বিজিজ্ঞাস্যং মনোরূপমিতি সম্বন্ধঃ। পূর্ব্ববদ্বাগ্‌বিভূতিবিদো যথা ফলমুক্তং, তদ্বদিতি যাবৎ ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্য—বিস্পষ্টরূপে জানিতে অভীষ্ট, সে সমস্তই মনের রূপ; কেননা, সন্দিহ্যমান আকারেই মন প্রকটিত হয়, অর্থাৎ সংশয় করাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এই জন্য মনই বিজিজ্ঞাস্যরূপে পরিগৃহীত। পূর্ব্বের ন্যায়, মনের বিভূতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ফল এই যে, মন নিজেই সেই বিজিজ্ঞাস্য বস্তুস্বরূপ হইয়া ইহাকে (মনের বিভূতিজ্ঞকে) রক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিজিজ্ঞাস্যরূপেই তাহার অন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং, প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ, প্রাণ এনং তদ্ভূত্বাঽবতি ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং (জ্ঞানাবিষয়ীভূতম্), তৎ (তৎ সর্ব্বং) প্রাণস্য রূপম্; হি (যতঃ) প্রাণঃ অবিজ্ঞাতঃ। প্রাণঃ তৎ (অবিজ্ঞাতং) ভূত্বা এনং (প্রাণবিভূতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—যাহা কিছু অবিজ্ঞাত বস্তু, তৎসমস্তই প্রাণের রূপ; যেহেতু, প্রাণই স্বরূপতঃ অবিজ্ঞাত। প্রাণই সেই অবিজ্ঞাত রূপ ধারণ করিয়া প্রাণবিভূতিজ্ঞ লোককে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানাগোচরং, ন চ সন্দিহ্যমানং, প্রাণস্য তদ্রূপং, প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ; অবিজ্ঞাতরূপো হি যস্মাৎ প্রাণোঽনিরুক্তশ্রুতেঃ। বিজ্ঞাত-বিজিজ্ঞাস্যাবিজ্ঞাতভেদেন বাঙ্মনঃপ্রাণবিভাগে স্থিতে ত্রয়ো লোকা ইত্যাদয়ো বাচনিকা এব। সর্ব্বত্র বিজ্ঞাতাদিরূপদর্শনাদ্বচনাদেব তস্য নিয়মঃ স্মর্ত্তব্যঃ। প্রাণ এনং তদ্ভূত্বা অবতি—অবিজ্ঞাতরূপেণৈবাস্য প্রাণোঽন্নং ভবতীত্যর্থঃ। শিষ্যপুত্রাদিভিঃ সন্দিহ্যমানাবিজ্ঞাতোপকারকা আচার্য্যপিত্রাদয়ো দৃশ্যন্তে; তথা মনঃপ্রাণয়োরপি সন্দিহ্যমানাবিজ্ঞাতয়োরন্নত্বোপপত্তিঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

টীকা। অনিরুক্তশ্রুতেরবিজ্ঞাতরূপো যস্মাৎ প্রাণস্তস্মাদবিজ্ঞাতং সর্ব্বং প্রাণস্য রূপমিতি যোজনা। বিজ্ঞাতাদিরূপাতিরেকেণ লোকবেদাদ্যভাবাদ্বিজ্ঞাতাদিরূপত্বাভিধানেনৈব বাগাদীনাং লোকাদ্যাত্মত্বে সিদ্ধে কিমর্থং ত্রয়ো লোকা ইত্যাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্য তথৈব ধ্যানার্থমিত্যাহ—বিজ্ঞাতেতি। ভূরাদিষ্বেকৈকত্র বিজ্ঞাতাদিত্রয়দৃষ্টেৰ্বাগাদেশ্চ ব্যবস্থিতত্বাৎ কুতো বিজ্ঞাতাদের্বাগাদ্যাত্মকত্বং নিয়ন্তুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বত্রেতি। প্রাণবিভূতিবিদঃ সম্প্রতি ফলং কথয়তি—প্রাণ ইতি। লোকে বিজ্ঞাতস্যৈব ভোজ্যত্বোপলম্ভাদবিজ্ঞাতাদিরূপেণ প্রাণাদের্ন ভোজ্যত্বোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শিষ্যেতি। শিষ্যৈরবিবেকিভিঃ সন্দিহ্যমানোপকারা অপি গুরবস্তেষাং ভোজ্যতামাপদ্যমানা দৃশ্যন্তে, পুত্রাদিভিশ্চাতিবালৈরবিজ্ঞাতোপকারাঃ পিত্রাদয়স্তেষাং ভোজ্যত্বমাপদ্যন্তে, তথা প্রকৃতেঽপি সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইপ্রকার, যাহা কিছু অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগোচর অথচ সন্দেহাস্পদও নহে, তাহাই প্রাণের রূপ; কারণ, শ্রুতিতে প্রাণকে অনিরুক্ত বলায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাণ স্বরূপতঃ অবিজ্ঞাতই বটে। বাক্ মন ও প্রাণের যথাক্রমে বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও অবিজ্ঞাতভেদে বিভাগ স্থিরতর থাকিতেও যে, আবার "ত্রয়ো লোকাঃ" ইত্যাদি বিভাগ, তাহা কেবল বাচনিক অর্থাৎ লোকাদিরূপে ধ্যানের প্রয়োজন আছে বলিয়াই স্বয়ং শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সকল স্থলে বিজ্ঞাতাদিভাব স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব এই শ্রুতিবাক্যানুসারেই লোকাদি-দৃষ্টিতেও ধ্যানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝিতে হইবে। 'প্রাণ তাহা হইয়া ইহাকে রক্ষা করে' কথার অর্থ এই—প্রাণ যে, বিদ্বানের অন্নস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা তাহার বিজ্ঞাতরূপ নহে; পরন্তু সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ প্রাণ যে, তাহার পোষণ করিতেছে, ইহা তাহার অবিজ্ঞাত বা জ্ঞানগম্য নহে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আচার্য্য ও পিতা প্রভৃতি হিতৈষী লোকেরা যে উপকারসাধন করেন, শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতি সে উপকার বুঝিতে পারে না, অথবা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান থাকে; সেইরূপ মন ও প্রাণ

অবিজ্ঞাত বা সন্দেহাস্পদ থাকিয়াও তাহাদের অন্নভাবপ্রাপ্ত হয়, ইহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

আভাষ-ভাষ্যম্।—ব্যাখ্যাতো বাঙ্মনঃপ্রাণানামাধিভৌতিকো বিস্তারঃ, অথাদ্যমাধিদৈবিকার্থ আরম্ভঃ—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ।—বাক্, মন ও প্রাণের আধিভৌতিক বিস্তার বা মহিমা বর্ণিত হইল, অতঃপর আধিদৈবিক বিস্তারপ্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে—

তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—তস্যৈ (তস্যাঃ প্রজাপতেরন্নভূতায়াঃ) বাচঃ [ইয়ং অপ্রকাশাত্মিকা] পৃথিবী শরীরং (বাহ্যভূতঃ আধারঃ), অয়ম্ অগ্নিঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মকং করণস্বরূপং চ শরীরং), তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) বাক্ যাবতী (যৎপরিমাণা), পৃথিবী [অপি] তাবতী এব, অয়ং অগ্নিশ্চ তাবান্। [দ্বিরূপা হি প্রজাপতেঃ বাক্—কার্য্যং করণঞ্চ; তত্র কার্য্যং আধারঃ অপ্রকাশাত্মকঃ, করণঞ্চ আশ্রিতং প্রকাশাত্মকঞ্চেতি ভাবঃ] ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বাকের আশ্রয়ভূত শরীর হইতেছে পৃথিবী, আর জ্যোতির্ম্ময় করণস্বরূপ শরীর হইতেছে—এই অগ্নি; অতএব বাক্ যে পরিমাণ, পৃথিবীও সেই পরিমাণ, এবং অগ্নিও তত্তুল্যপরিমাণ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যৈতস্যা বাচঃ প্রজাপতেরন্নত্বেন প্রস্তুতায়াঃ পৃথিবী শরীরং বাহ্য আধারঃ, জ্যোতীরূপং প্রকাশাত্মকং করণং পৃথিব্যা আধেয়ভূতম্ অয়ং পার্থিবোঽগ্নিঃ। দ্বিরূপা হি প্রজাপতের্ব্বাক্ কার্য্যমাধারোঽপ্রকাশঃ, করণঞ্চাধেয়ং প্রকাশঃ, তদুভয়ং পৃথিব্যগ্নী বাগেব প্রজাপতেঃ। তৎ তত্র যাবৎ পরিমাণৈবাধ্যাত্মাধিভূতভেদভিন্না সতী বাগ্ভবতি, তত্র সর্ব্বত্রাধারত্বেন পৃথিবী ব্যবস্থিতা তাবত্যেব ভবতি কার্য্যভূতা; তাবানয়মগ্নিরাধেয়ঃ করণরূপঃ—জ্যোতীরূপেণ পৃথিবীমনুপ্রবিষ্টঃ তাবানেব ভবতি; সমানমুত্তরম্ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

টীকা। বৃত্তমনূদ্য তস্যৈ বাচঃ পৃথিবীত্যাদ্যবতারয়তি—ব্যাখ্যাত ইতি। আধিদৈবিকার্থত্ব-বিভূতিপ্রদর্শনার্থ ইতি যাবৎ। সমনন্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা বাক্যাক্ষরাণি যোজয়তি—তস্যা ইতি। কথমাধারাধেয়ভাবো বাচো নির্দিশ্যতে, তত্রাহ—দ্বিরূপা হীতি। উক্তমর্থং সংক্ষিপ্য নিগময়তি—তদুক্তমিতি। অধ্যাত্মমধিভূতং চ বা বাক্যপরিচ্ছিন্না, তত্তাবন্মাত্রপরিমাণত্বাধি-

দৈবিকবাগংশত্বাদংশাংশিনোশ্চ তাদাত্ম্যাত্তয়া সহ দর্শয়তি—তস্তত্রেতি। তাবানয়মগ্নিরিতি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—আধেয় ইতি। সমানমুত্তরমিত্যস্যায়মর্থোঽধ্যাত্মমধিভূতং চ মনঃপ্রাণয়োরাধিদৈবিকমনঃপ্রাণাংশত্বাত্তাদাত্ম্যাভিপ্রায়েণ তুল্যপরিমাণত্বমুচ্যতে। তথা চ বাচা সমানং প্রাণাদাবুত্তরবাক্যে কথ্যমানং সমানপরিমাণত্বমিতি॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাপতির অন্নরূপে যাহার বর্ণনা করা হইল, এই পৃথিবী হইতেছে সেই বাকের শরীর—বাহিরের আশ্রয়; আর জ্যোতীরূপে অর্থাৎ পৃথিবীতে আশ্রিত প্রকাশাত্মক করণস্বরূপ হইতেছে—এই পার্থিব অগ্নি। প্রজাপতির বাক্ সাধারণতঃ দুইপ্রকার—একটী কার্য্যস্বরূপ, অপরটি করণস্বরূপ; তন্মধ্যে কার্য্যরূপটি হইতেছে আধার বা আশ্রয় এবং অপ্রকাশাত্মক, আর করণরূপটি হইতেছে আধেয় বা আশ্রিত এবং প্রকাশাত্মক, সেই পৃথিবী ও অগ্নি উভয়ই প্রজাপতির বাক্‌ভিন্ন আর কিছু নহে। তাহাতেও আবার, বাক্ অধ্যাত্ম ও অধিভূতভাবভেদে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণ হয়, সেই সকল স্থানে আধাররূপে অবস্থিত কার্য্যরূপা পৃথিবীও সেই পরিমাণই বটে; এবং আধেয় অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এই অগ্নিও সেই পরিমাণই বটে। অন্যান্য অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনꣳ সমৈতাং ততঃ প্রাণোঽজায়ত, স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—অথ এতস্য (প্রজাপতেরন্নত্বেন কল্পিতস্য) মনসঃ দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) শরীরং (কার্য্যভূতম্); অসৌ আদিত্যঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মকং করণভূতম্)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) যাবৎ (যৎপরিমাণঃ) এব মনঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) [অপি] তাবতী (তাদৃশপরিমাণবিশিষ্টা এব); অসৌ আদিত্যশ্চ তাবান্ (তাদৃশপরিমাণঃ); তৌ (দিবাদিত্যৌ) মিথুনং (পরস্পরসম্বন্ধং) সমৈতাং (প্রাপ্তবন্তৌ); ততঃ (তাভ্যাং মাতাপিতৃরূপাভ্যাং দিবাদিত্যাভ্যাং) প্রাণঃ অজায়ত (উৎপন্নঃ); সঃ (প্রাণঃ) ইন্দ্রঃ (প্রধানঃ); সঃ এষঃ অসপত্নঃ (শত্রুরহিতঃ অদ্বিতীয় ইতি যাবৎ); বৈ (যতঃ) দ্বিতীয়ঃ সপত্নঃ (প্রতিপক্ষঃ) [ভবতি]; যঃ এবং বেদ (জানাতি—উপাস্তে), অস্য (বিদুষঃ) সপত্নঃ (শত্রুঃ) ন হ নৈব ভবতি॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥